আধুনিক জীবন সাংবাদিকতা

www.pathagar.com

www.pathagar.com

আধুনিক ভারতে সাংবাদিকতা

www.pathagar.com

www.pathagar.com

আধুনিক ভারতে সাংবাদিকতা

রোল্যান্ড ই. উলসলে
সম্পাদিত

[চৌদ্দজন সহযোগী গ্রন্থকার রচিত অধ্যায়সহ]

আশফাক-উল-আলম
অনূদিত

বাংলা একাডেমী : ঢাকা

www.pathagar.com

বাএ ২৯৭০

প্রথম প্রকাশ (বাংলা সংস্করণ) আষাঢ়, ১৩৮৮ জুন, ১৯৮৯। প্রথম পুনর্মুদ্রণ : ফাল্গুন ১৪০০ : ফেব্রুয়ারি ১৯৯৪। পাণ্ডুলিপি : পাঠ্যপুস্তক বিভাগ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা। প্রকাশক : মুহম্মদ নূরুল হুদা, পরিচালক প্রাতিষ্ঠানিক, পরিকল্পনা ও প্রশিক্ষণ বিভাগ (পুনর্মুদ্রণ প্রকল্প) বাংলা একাডেমী, ঢাকা-১০০০। মুদ্রণ : মেমোরিয়াল অফসেট প্রিন্টার্স, যুগীনগর, ঢাকা। মুদ্রণ সংখ্যা ১২৫০। প্রচ্ছদ : আবদুস সোবহান। মূল্য : ১৬০.০০ টাকা

ADHUNIK BHARATAY SANGBADIKATA (*Journalism in Modern India,* edited by Roland E. Wolseley), translated into Bengali by Ashfaque-ul-Alam. Published by Bangla Academy, Dhaka, Bangladesh. First Bengali ed., 1981. First reprint February 1994.
Price : Tk. 160.00 only.

ISBN 984-07-2979-9

www.pathagar.com

পুনর্মুদ্রণ প্রসঙ্গে

বাংলা একাডেমী প্রকাশিত বইয়ের পুনর্মুদ্রণের কাজটি ইতোপূর্বে বিভিন্ন বিভাগ থেকে করা হতো। এর কোনো প্রয়োজন বা চাহিদাভিত্তিক প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো ছিল না।

বিপণন ও বিক্রয়োন্নয়ন উপবিভাগ সরাসরি বইপত্র বিপণনের সাথে সংশ্লিষ্ট থাকার কারণে একাডেমী প্রকাশিত কোন্ বই বেশি পাঠকনন্দিত, কোন্ বই ছাত্রসমাজের কাছে বিশেষভাবে আদৃত সে সম্পর্কে সমধিক ওয়াকিফহাল থাকায়, পুনর্মুদ্রণ কাজটি বিওবি উপবিভাগের দায়িত্বে সম্পাদিত হলে কাজের সমন্বয় সাধন, প্রকাশনার দ্রুত ব্যবস্থাগ্রহণ, ক্রেতা সাধারণের চাহিদা মোতাবেক দ্রুত বাজারজাতকরণের পদক্ষেপ গ্রহণ ইত্যাকার বিষয় ত্বরান্বিত হবে বিবেচনা করে কার্যনির্বাহী পরিষদ বিওবি'র আওতায় 'পুনর্মুদ্রণ প্রকল্প' নামে একটি 'কোষ' গঠন করে।

পুনর্মুদ্রণ ছাত্রছাত্রীদের পাঠ্যভুক্ত গ্রন্থসহ পাঠকনন্দিত উল্লেখযোগ্য সংখ্যক সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্পর্কিত গ্রন্থ পুনর্মুদ্রণের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। তারই ফলশ্রুতি এই গ্রন্থ। যাঁদের জন্য গ্রন্থটি প্রকাশিত হলো তাঁদের উপকারে আসলে বাংলা একাডেমী শ্রম সার্থক হবে বলে মনে করবে।

মোহাম্মদ হারুন-উর-রশিদ
মহাপরিচালক
বাংলা একাডেমী

www.pathagar.com

www.pathagar.com

অনুবাদ প্রসঙ্গে

ষাটের দশকের প্রথম দিকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সাংবাদিকতা-বিভাগ খোলা হয়। আজ সেই বিভাগের অনেক শ্রীবৃদ্ধি হয়েছে। তবু বাংলা ভাষায় ছাত্রদের জন্য উপযোগী তেমন কোনো সাংবাদিকতা-সংক্রান্ত পাঠ্যপুস্তক তথা মৌলিক পুস্তক রচিত হয়নি। অনুবাদের সংখ্যা নগণ্য।

আলোচ্য গ্রন্থ পাঠে ভারতীয় সংবাদপত্রের বিকাশ ও উত্থান-পতনের চমকপ্রদ ইতিহাস পাওয়া যাবে। দেখা যাবে, কুলীন ইংরেজি সাংবাদিকতা কিভাবে রাজনৈতিক পট-পরিবর্তনে দেশী ভাষায় সাংবাদিকতার নিকট কৌলীন্যের দাবী পরিত্যাগ করেছে, কিভাবে অনগ্রসর হিন্দি ও দক্ষিণ ভারতীয় ভাষায় সাংবাদিকতা তুলনামূলকভাবে প্রাগ্রসর বাংলা সাংবাদিকতাকে ডিঙিয়ে গেছে। এ থেকে পাঠকও আত্মবিশ্বাস ফিরে পাবেন যে, যেমন জীবনের মানোন্নয়নে তেমনি সাংবাদিকতার ক্ষেত্রেও স্বদেশী ভাষার গুরুত্ব অপরিসীম ও অনস্বীকার্য। এই অনুবাদ-প্রয়াসের অন্যতম কারণও এটি।

ভারতে সাংবাদিকতার উন্মেষ মোগল আমলে সীমিত রাজকীয় পরিসরে, ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির প্রথম আমলেও অনুরূপ গণ্ডীতে। এরূপ অবস্থার মধ্যেও বেসরকারী ব্যক্তি পর্যায়ে কতিপয় বিদ্রোহী ইউরোপীয়ের ভারতীয় সাংবাদিকতার বিকাশে অসাধারণ নেতৃত্ব, জাতীয় চেতনায় নবজাগরণের জোয়ারে স্বদেশী ভাষায় সাংবাদিকতার ত্বরিত উন্নতি, গণতান্ত্রিক আন্দোলনে তৎকালীন পত্রিকাগুলির অবিস্মরণীয় ভূমিকা, সংবাদক্ষেত্র-সংক্রান্ত আইন, বিশিষ্ট সংবাদপত্র ও ব্যক্তিবর্গ সম্পর্কে এই গ্রন্থে বর্ণিত মূল্যবান তথ্যাদি আমাদের সাংবাদিকতার জগতে তাৎপর্যপূর্ণ দিক-নির্দেশনা দেবে। উল্লিখিত বিষয়গুলি সম্বন্ধে উপমহাদেশের সাংবাদিকবৃন্দ এবং গ্রন্থের সম্পাদক তাঁদের সুচিন্তিত ধারণা দিয়েছেন।

"আধুনিক ভারতে সাংবাদিকতা" শীর্ষক এই অনুবাদ-গ্রন্থ সাংবাদিকতার ছাত্র ও পেশাদার সাংবাদিককে সাংবাদিকতার বিভিন্ন ব্যবহারিক দিক সম্পর্কে সহজ, বোধগম্য ও সুন্দর ধারণা দেবে এবং এটি তাঁদের কাজে আসবে বলেই আমার বিশ্বাস।

মূল গ্রন্থের সম্পাদক দ্বিতীয় সংস্করণে একটি ভূমিকা দিয়েছিলেন। বাংলা সংস্করণে সেটির প্রয়োজন না থাকায় বাদ দেওয়া হয়েছে।

— **অনুবাদক**

www.pathagar.com

www.pathagar.com

প্রথম সংস্করণের ভূমিকা থেকে

ভারতে মাত্র এক বছরের সামান্য কিছু বেশি সময় বসবাস ক'রে একজন মার্কিনী কোন্ অধিকারে এ ধরনের বই সম্পাদনা করেন সে কথা ভেবে কেউ কেউ যে বিস্ময় বোধ করবেন তা'তে কোনো সন্দেহ নেই। অবশ্য বিস্মিত হওয়ার যথার্থ কারণ রয়েছে। সে যাই হোক, এই বইয়ের সম্পাদক আশা করেন যে, **আধুনিক ভারতে সাংবাদিকতা** নামক এই বই কিভাবে এবং কোন্ উদ্দেশ্যে প্রকাশিত হলো সে সম্বন্ধে ব্যাখ্যা দেওয়ার বিষয়ে বইটির পাঠকবর্গ তাঁকে একটি সুযোগ দেবেন।

মাত্র কয়েক বছর আগেও সাংবাদিকতা বিষয়ে কোনো-বিভাগ চালু করার বিষয়ে সহযোগিতা দানের উদ্দেশ্যে এই সম্পাদক যে ভারতে আসবেন এমন কোনো ধারণাই ছিলো না। যেসব মার্কিন বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি পড়িয়েছেন সেসব বিশ্ববিদ্যালয়ে সংবাদিকতা-বিভাগে তাঁর বেশ কিছু সংখ্যক ভারতীয় ছাত্র-ছাত্রী ছিলো। এঁদের মধ্যে কতিপয় ছাত্র-ছাত্রী সাংবাদিকতায় মাস্টার ডিগ্রি লাভের জন্যে ভারতীয় সংবাদপত্রের উপর গবেষণা-সার (thesis) রচনায় এবং সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধ লিখতে আগ্রহ প্রকাশ করেন। কাজেই সম্পাদকের জন্য ভারতের সংবাদক্ষেত্র সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা জরুরি হয়ে পড়ে।

এর পরেই তাঁর সাংবাদিকতা শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে ভারতে আসার সুযোগ ঘটে। ১৯৫১ সালের মাঝামাঝি তাঁকে ভারতে আসার জন্যে 'ফুল ব্রাইট অধ্যাপক' হিসেবে মনোনয়ন দেওয়া হয় এবং এরপর ১৯৫২ সালের মার্চ মাসে বোম্বাই পৌঁছানোর আগে পর্যন্ত তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বসেই ভারতের সংবাদক্ষেত্র সম্পর্কে নূতন ক'রে পড়াশোনায় ব্যস্ত থাকেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সফররত ভারতীয় সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপ ক'রে এতদুদ্দেশে প্রেরিত যতো অধিক সংখ্যক সম্ভব ভারতীয় সংবাদপত্র ও সাময়িকী পড়ে এবং মাঝে মাঝে ভারতের সংবাদক্ষেত্র সম্পর্কিত প্রকাশিত পুস্তক অথবা নিবন্ধ পাঠ ক'রে তাঁর এই গবেষণামূলক পড়াশোনা চলতে থাকে।

১৯৫১ সালে নিউইয়র্কের সিরাকুজ বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনাকালে যখন ভারতীয় সংবাদক্ষেত্রের পটভূমিকা-সংক্রান্ত অনুশীলন চলছিলো সম্পাদকের মনে তখনই এ ধরনের একটি গ্রন্থ রচনার বিষয়ে খেয়াল হয়। কারণ, ভারতে সাংবাদিকতা-বিষয়ক উপাদানের বিশেষ অভাব থাকায় এটাও তিনি ধারণা করেন যে, ভারতে সাংবাদিকতার ছাত্র, পেশাদার সাংবাদিক, অন্যান্য উচ্চাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিবর্গ যাঁরা গ্রন্থাগারগুলোর উপর

www.pathagar.com

নির্ভরশীল, তাঁদের চাহিদা মেটানোর উপযোগী সাংবাদিকতার উপর লেখা পাঠ্যপুস্তকেরও নিশ্চয়ই অভাব রয়েছে।

ভারতে কয়েক মাস থাকার পর, অনেক ভারতীয় সাংবাদিকের সংস্পর্শে এসে বিভিন্ন প্রকাশনা-প্রতিষ্ঠানে ঘুরেফিরে পরিশেষে ভারতে সাংবাদিকতা-সংক্রান্ত বই বিশেষ নেই — তাঁর এই মূল ধারণার সত্যতা উপলব্ধি করার পর তিনি ভারতীয় সাংবাদিকগণের এমন এক তালিকার রূপরেখা প্রস্তুত করেন যাঁদের প্রত্যেকেই প্রস্তাবিত বইয়ের প্রয়োজনীয় অধ্যায়গুলো লিখতে পারবেন।

এ ছাড়া, ভারতের অল্প কয়েকজন সাংবাদিকতা-বিষয়ের শিক্ষক ও সাংবাদিকের সঙ্গে আলোচনার পর কি ধরনের বইয়ের প্রয়োজন যে সম্বন্ধে একটা সুষ্ঠু ধারণা পাওয়া যায়। বর্তমান বইটি উল্লিখিত চাহিদা মেটাবার প্রচেষ্টাবিশেষ।

শতাব্দী মাঝামাঝি বছরগুলোতে ভারতের সংবাদক্ষেত্র সম্পর্কে একটা সংক্ষিপ্ত ইতিহাস উপহার দেওয়াই এই রচনার উদ্দেশ্য। যাঁরা ভারতের সংবাদক্ষেত্র সম্পর্কে বিশেষভাবে জানতে আগ্রহী তাঁদের নিকট যাতে এই বই বিশ্বস্ত প্রদর্শকের কাজ করে সে জন্যে সাংবাদিকতার বিবরণ ও ব্যবস্থা যতোটা সম্ভব মতামত ও প্রভাববর্জিত অবস্থায় সংক্ষিপ্ত ও সরাসরি আকারে পাঠকের হাতে তুলে দেওয়ার প্রতি একান্ত লক্ষ্য রাখা হয়েছে।

এ বইতে ভারতে সাংবাদিকতার বিভিন্ন প্রধান প্রধান দিক সম্পর্কে বিচার-বিশ্লেষণ তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। ভারতের সংবাদক্ষেত্র সম্পর্কে ইতিপূর্বে যেসব বই প্রকাশিত হয়েছে তার কোনোটাই বর্তমান বইটির মতো বিষয়বস্তু অনুধাবনের জন্যে সহজ ও সাবলীল হওয়ার দাবী করতে পারে না। আগের বইগুলোতে একান্ত আবশ্যিকভাবে সাংবাদিকতাকে প্রধানত খবরের কাগজের কর্মতৎপরতা হিসেবে দেখানোর চেষ্টা করা হয়েছে। অথচ আজকের ভারতে সাংবাদিকতার ক্ষেত্র খবরের কাগজ ছাড়িয়ে বাণিজ্য-সাময়িকী, সংবাদ-চিত্র গ্রহণ, বেতার-সংবাদ, প্রচার, সাধারণ সাময়িকীর মতো বহুক্ষেত্রে সম্প্রসারিত হয়েছে।

বইয়ের প্রত্যেক অধ্যায়ে এক-একজন সহযোগী গ্রন্থকার নিজ বিষয়ে দায়িত্ব সহকারে লিখেছেন। সম্পাদক সামগ্রিকভাবে পুস্তকটির পরিকল্পনা করেছেন, বিষয়বস্তু বিন্যাস ও সংগঠিত করেছেন এবং বিভিন্ন লেখার মধ্যে সমন্বয় বিধান করেছেন।

এ কারণে অন্যান্য দেশে যেমন প্রচুর যত্ন ও ধৈর্যের সঙ্গে এসব বই প্রকাশিত হয়ে থাকে, তেমন আমাদের দেশেও তা হ'তে হবে। অদূর ভবিষ্যতে এটা হবে, এমন আশাবাদী মনোভাব পোষণ করতে পারি।

নাগপুর, ১৯৫৩ রো.ই.উ

www.pathagar.com

সূচীপত্র

পুনর্মুদ্রণ প্রসঙ্গে ... তিন
অনুবাদ প্রসঙ্গে ... পাঁচ
সম্পাদকের ভূমিকা থেকে ... ছয়

প্রথম খণ্ড
সাংবাদিকতা-পরিমণ্ডল

১. ইংরেজি ভাষার সংবাদপত্র
—এ. ই. চার্লটন ... ৩
২. দেশি ভাষার সংবাদপত্র
—এ. এন. শিবরমন ... ১৮
৩. বার্তা-প্রতিষ্ঠানসমূহ
—টি. ফার্নান্দেজ ... ৩৯

দ্বিতীয় খণ্ড
সংবাদ-রচনা ও সম্পাদনা-পদ্ধতিসমূহ

৪. প্রতিবেদন ও সংবাদ-রচনা
—নদীগ কৃষ্ণমূর্তি ... ৫৭
৫. অবর-সম্পাদনা
—পি. পি. সিং ... ৮৭
৬. কাহিনী-নিবন্ধ ও নিবন্ধ-রচনা
—পি. ডি. ট্যান্ডন ... ১০৯
৭. বিশেষ-সংবাদদাতা ও তাঁর কাজ
—কৃষ্ণলাল শ্রীধরণী ... ১১৯
৮. সম্পাদকীয় লিখন
—এস. নটরাজন ... ১৩২
৯. সাময়িকী-সম্পাদনা
—এম. এস. কিরলোসকার ... ১৪৮

তৃতীয় খণ্ড
সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রসমূহ

১০. জনসংযোগ ও প্রচার
—রোল্যান্ড ই. উলসলে ... ১৫৯

www.pathagar.com

১১. সংবাদ-মুদ্রণ
—নরম্যান এ. এলিস ... ১৬৫
১২. বেতার-সাংবাদিকতা
—এম. হেনরী স্যামুয়েল ... ১৮০
১৩. ব্যবসায়গত দিক
—আর. ভি. মূর্তি ... ১৯৪
১৪. সাংবাদিকতা ও আইন
—পি. এন. মেহতা ... ২০৭

চতুর্থ খণ্ড
শিক্ষাগত বিষয়সমূহ

১৫. সাংবাদিকতা-শিক্ষা
রোল্যান্ড ই. উলস্‌লে ... ২৪৫

পঞ্চম খণ্ড
পূর্বাভাস

১৬. ভারতে সাংবাদিকতার ভবিষ্যৎ
—কে. পি. নারায়ণন ... ২৬৭

পরিশিষ্টসমূহ

পরিশিষ্ট — ১. ভারতীয় সাংবাদিকতা-সংক্রান্ত পুস্তক-বিবরণী ... ২৮১
পরিশিষ্ট — ২. সাংবাদিকতা-সংক্রান্ত সাধারণ পুস্তক-বিবরণী ... ২৮৫
পরিশিষ্ট — ৩. যাঁরা লিখেছেন ... ২৮৭

পরিভাষা

পরিভাষা — ১. ইংরেজি-বাংলা ... ২৯৩
পরিভাষা — ২. বাংলা-ইংরেজি ... ৩০০
নির্ঘণ্ট ... ৩০৭

www.pathagar.com

প্রথম খণ্ড

সাংবাদিকতা-পরিমণ্ডল

THE JOURNALISTIC SCENE

www.pathagar.com

www.pathagar.com

১

ইংরেজি ভাষার সংবাদপত্র

(THE ENGLISH LANGUAGE NEWSPAPER)

— এ. ই. চার্লটন

ভারতে সংবাদপত্রের ইতিহাস দেশের রাজনৈতিক ইতিহাসের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। বৃটিশ-রাজের বিরুদ্ধে মসীযুদ্ধের একটা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ লড়াই ইংরেজি ভাষার মাধ্যমেই পরিচালিত হয়। ইংরেজি ভাষায় যাঁরা সাংবাদিকতা করতেন (এঁদের মধ্যে খুব নগণ্য সংখ্যক সাংবাদিকই বৃটিশ বংশোদ্ভূত ছিলেন) তাঁরা স্বাধীনতার দাবি তোলায় হয় কারারুদ্ধ হন, নইলে অন্যভাবে তাঁদেরকে শাস্তি পেতে হয়। সুদৃঢ় ভিতের উপর গড়ে-উঠা বহুল প্রচারিত এবং উৎকর্ষের দিকে ক্রম-অগ্রসরমান ইংরেজি ভাষায় প্রকাশিত ভারতীয় সংবাদপত্রের মূলে এক সুমহান ঐতিহ্যময় পটভূমিকা রয়েছে।

ভাষার প্রশ্নে প্রথমেই কিছু না বলে ভারতে ইংরেজি ভাষায় প্রচারিত সংবাদপত্রের স্থান নির্ণয় করতে যাওয়া ঠিক হবে না। ফরাসি ভাষা ফ্রান্সে যে মর্যাদার অধিকারী হিন্দি ভাষাও দৃশ্যত ভারতে সেই মর্যাদা পেতে চলেছে। তাই, ভারতে সাংবাদিকতার ভবিষ্যৎ বস্তুত হিন্দি ভাষায় প্রকাশিত সংবাদপত্রের পরিমণ্ডলে সার্বিকভাবে নিহিত। হিন্দি সংবাদপত্রের আধিপত্য বা প্রতিষ্ঠা লাভের পর ভারত-প্রবাসী বিদেশীদের ও সেই সঙ্গে কিছু সংখ্যক ভারতীয় যাঁরা বিদেশী ভাষার সঙ্গে সম্পর্ক বজায় রাখতে এবং ঐ ভাষার সঙ্গে পরিচয় আরও নিবিড় করতে আগ্রহী তাঁদের চাহিদা মেটাবে।

অবশ্য আমার ধারণায় আমি যদি বলি, ইংরেজি ভাষায় প্রকাশিত সংবাদের গুরুত্ব কমে যাওয়ার মতো কিছু ঘটবে না, তাহলে যে তাতে হিন্দি ভাষায় প্রকাশিত সংবাদপত্রের প্রতি অশ্রদ্ধা দেখানো হচ্ছে তা মোটেই নয়। কারণ আমার বিশ্বাস, হিন্দি ভাষায় প্রকাশিত সংবাদপত্র বিপুল জনপ্রিয়তায় বিকশিত হয়ে উঠবে এবং সারাদেশ জুড়ে ঐক্য আনয়নের অনুকূলে প্রভাব বিস্তার করবে। ইংরেজি ভাষার যা কিছু বর্জনীয় ও আপত্তিকর তা ইতিমধ্যেই লোপ পেতে চলেছে। তাছাড়া, ইংরেজি ভাষার যে আন্তর্জাতিক মূল্য বা উপযোগিতা রয়েছে তাকে অস্বীকার করা যায় না। সর্বোপরি, ইংরেজি ভাষার সাহিত্য সম্পর্কে ভারতীয়রা এক বড় সমঝদার এবং ইংরেজি সাহিত্য ও ভাষা চর্চায় তাঁরা বেশ বড় রকমের ঐতিহ্যও সৃষ্টি করেছেন।

www.pathagar.com

তবে যদি অসহিষ্ণু ও জাতীয়তাবাদী গোঁড়ামির প্রসার ঘটে কেবল তখনই ভারতে ইংরেজি ভাষায় প্রচারিত দৈনিক ও সাময়িকীগুলোর মহান কর্মভূমিকার অবসান সূচিত হবে। সুখের বিষয়, আজকাল অবশ্য তেমন প্রবণতা নেই বললেই চলে। যদি অসহিষ্ণুতা ও জাতীয়তাবাদী গোঁড়ামি শেষ পর্যন্ত না দেখা দেয়, তা হলে ভারতের শিক্ষিত সমাজ বহুলাংশেই দোভাষী থেকে যাবেন। লর্ড লিটন (Lord Lytton) ভারতের এই দোভাষী সমাজকেই এক সময় বিদেশী বৈচিত্র্যের বহিঃপ্রকাশ বলে বর্ণনা করেছেন। তবে সেই বিদেশী বৈচিত্র্য এখন আর বিজাতীয় কিছু নয়, তা স্থানীয় পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিয়েছে ; দেশের এক গুরুত্বপূর্ণ ও অবিচ্ছেদ্য জৈব উপাদান হিসেবে পরিগণিত হয়েছে।

ইংরেজি ভাষার সংবাদপত্রের প্রভাব ও জনপ্রিয়তা বাড়ছে নিঃসন্দেহে। সাক্ষ্যও যথেষ্ট মিলবে এ কথার সমর্থনে। ১৯৩৭ সালে অবিভক্ত ভারতে ইংরেজি ভাষায় ৩২টি দৈনিক ও প্রায় সমসংখ্যক সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশিত হতো।

ভারতে, বিভক্ত হওয়ার পর, ১৯৪৭ সালে ইংরেজি ভাষায় প্রকাশিত দৈনিকের সংখ্যা দাঁড়ায় ৫১-তে এবং সাপ্তাহিক ২৫৮-তে উন্নীত হয়। ১৯৫২ সালে এই সংখ্যা যথাক্রমে ৭০ ও ২৬১ হয়।

উল্লিখিত পরিসংখ্যা (figures) সংগৃহীত হয়েছে তখনকার সবচাইতে নির্ভরযোগ্য সূত্র থেকে। যাহোক, আজকাল এ ধরনের তথ্য সংগ্রহের কাজ সংবাদপত্র রেজিস্ট্রারের 'বার্ষিক প্রতিবেদনে'র কল্যাণে সহজ হয়ে গেছে এবং পরিসংখ্যাসমূহও অনেকটা নির্ভুল। ১৯৬০ সালের প্রতিবেদনে দৈনিক সংবাদপত্র ও সাময়িকীর প্রচার ক্রমাগতভাবে বেড়েছে বলে দেখা যায় এবং এতে ইংরেজি ভাষায় প্রচারিত সংবাদপত্র ও সাময়িকী একটা বড় অংশের দাবিদার। ১৯৬০ সালে ৫,৩৭১টি সংবাদপত্র (সকল সাময়িকীসহ) সংবাদপত্র-রেজিস্ট্রারের নিকট তাদের লিখিত বিবরণ পেশ করে এবং ৪,৬৫১টি সংবাদপত্র তাদের প্রচার-সংখ্যাও উল্লেখ করেছিলো। সংবাদপত্রের প্রচার-সংখ্যা ছিলো ১,৮২,১৯,০০০ এবং এর মধ্যে ইংরেজি সংবাদপত্রের মোট প্রচার-সংখ্যা ছিলো ৪১,৪৭,০০০।

মোট ৪৬৫টি দৈনিক সংবাদপত্রের মধ্যে ৩১৩টির প্রচার-সংখ্যা ছিলো ৪৬,১০,০০০। ইংরেজিতে প্রকাশিত ৫০টি দৈনিক সংবাদপত্রের (প্রকৃতপক্ষে ৩৪টি সংবাদপত্রের প্রচার-পরিসংখ্যা পাওয়া গেছে ; সেই হিসেবে ৩৪টি দৈনিক সংবাদপত্রের) মোট প্রচার-সংখ্যা ছিলো ১১,৫০,০০০ এবং এর তুলনায় ৭৫টি হিন্দি দৈনিক সংবাদপত্রের মোট প্রচার-সংখ্যা ছিলো ৭,৪৫, ০০০। এই পুস্তকের প্রথম সংস্করণে মন্তব্য করা হয়েছিলো যে, ইংরেজি ভাষায় প্রচারিত সংবাদ ও মতপ্রধান ভাষ্যের (views) চাহিদা হ্রাস পাচ্ছে না, বরং ক্রমাগতভাবে বেড়ে যাচ্ছে এবং ভারত স্বাধীন হওয়ার পরেও এই প্রবণতায় ভাটা পড়ে নি। তাই, উল্লিখিত ইংরেজি ও হিন্দি পত্রিকার প্রচার-সংক্রান্ত তথ্যের ভিত্তিতে বলা চলে যে, উল্লিখিত অভিমত বর্তমানে সহজলভ্য ও তুলনামূলকভাবে আরও নির্ভুল পরিসংখ্যার পরিপ্রেক্ষিতে আরও প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে।

এ প্রসঙ্গে একটা কথা আরও বলে রাখা দরকার যে, বিগত দশক ধরে সংবাদপত্রসমূহের উল্লিখিত প্রচার-বৃদ্ধি সাধারণ গতানুগতিক "সস্তা ও লঘু দায়িত্ব

www.pathagar.com

(popular)" সাংবাদিকতার মাধ্যমে ঘটেনি। ভারতের অধিকাংশ সংবাদপত্র বহুলাংশেই স্থির, প্রাজ্ঞ ও দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করেছে এবং এই ব্যতিক্রমধর্মী পথেই উল্লিখিত প্রচার-বৃদ্ধি সম্ভব হয়েছে। বিদেশীরা যাঁরা ভারতীয় সংবাদপত্রের সংস্পর্শে এসেছেন, তাঁরা ভারতীয় সংবাদপত্রের সংযম ও দায়িত্বশীলতার কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন, অবশ্য কেউ কেউ ভারতীয় সংবাদপত্র নীরস ও আবেদনহীন বলেও মন্তব্য করেছেন। সংবাদপত্রে আজকাল হালকা, রম্য ও চটুল বিষয় পরিবেশনার এবং জনসাধারণের মনের খোরাক যোগানোর এক ব্যাপক প্রচেষ্টা চলেছে। তবু, সামগ্রিক বিচারে 'রোমাঞ্চবিলাস (sensationalism)' এখনও পর্যন্ত এড়িয়ে যাওয়া যাচ্ছে। ইংরেজি ভাষায় প্রচারিত ভারতের প্রভাবশালী সংবাদপত্রের বিরুদ্ধে বোধহয় যথার্থ সমালোচনা করা যেতে পারে যে, পত্রিকাগুলো আকার, শৈলী (style) ও বিষয়বস্তুর দিক থেকে প্রায় একই রকমের। কোন পত্রিকা-সম্পাদকই এ ঐতিহ্য ভাঙ্গতে এখনও সাহসী হন নি, তাঁরা গতানুগতিকতা বর্জন করে সত্যিকার অর্থে ভিন্নধর্মী হতে পারেন নি।

১৯৫৩ সালে যখন বক্ষ্যমান পুস্তকের প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয়, তখন ভারতে কোনো সংবাদপত্রেরই দৈনিক প্রচার-সংখ্যা ১০,০০০-এর বেশি ছিলো না। অবশ্য, আজকে আর সে অবস্থা নেই। ভারতের পাঁচটি স্থান থেকে একযোগে প্রকাশিত 'ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস' পত্রিকার প্রচার-সংখ্যা ২,০০,০০০ ছাড়িয়ে গেছে। দু'টি শহর থেকে প্রকাশিত 'টাইমস অব ইন্ডিয়া'র প্রচার-সংখ্যা ১,৫০,০০০-এরও বেশি। 'হিন্দু' পত্রিকা শুধু একটি শহর থেকেই প্রকাশিত হয়। তবু এর প্রচার-সংখ্যা উল্লেখযোগ্যরূপে ১,২০,০০০-এ উঠেছে। ভারতের দু'টি শহর থেকে প্রকাশিত 'দি স্টেটসম্যান' পত্রিকার প্রচার-সংখ্যা ১,১০,০০০। তাছাড়া, পাঁচটি শহর থেকে একযোগে একটি রবিবাসরীয় ইংরেজি পত্রিকাও প্রকাশিত হয়ে আসছে। এ পত্রিকার প্রায় ১,৯০, ০০০ কপি বিক্রি হয়ে থাকে। তাছাড়া, আরও কতিপয় ইংরেজি দৈনিক সংবাদপত্র রয়েছে এবং এদের প্রচার-সংখ্যা দৈনিক ৮০ থেকে ৯০ হাজার। তবু উল্লিখিত সংবাদপত্রগুলোর মোট প্রচার-সংখ্যা বৃটেনের জনপ্রিয় দৈনিক পত্রিকাগুলোর মোট প্রচার-সংখ্যার চাইতে অনেক কম। অবশ্য এ জন্যে অনেক কারণ রয়েছে।

প্রথমত মনে রাখা দরকার, ইংরেজি পত্রিকাগুলো ভারতে প্রকাশিত হচ্ছে এবং দেশীয় ভাষায় প্রকাশিত সংবাদপত্রগুলোর তীব্র ও গুণগত প্রতিযোগিতার মুখেও ক্রমাগতভাবে গ্রাহক-সমর্থন পাচ্ছে। দ্বিতীয়ত সংবাদপত্র-প্রকাশনার বিভিন্ন কাঁচামালের দাম বেড়েই চলেছে ও নিউজপ্রিন্ট কাগজের উপর কঠোর সরকারি নিয়ন্ত্রণ রয়েছে। কাঁচামালের মূল্য বৃদ্ধি ও নিউজপ্রিন্টের উপর কঠোর নিয়ন্ত্রণ কাগজের প্রচার-বৃদ্ধির বিশেষ প্রতিকূল। এতে কাগজের পাতা বাড়ানোও সম্ভব হয় না। আর প্রচার-সংখ্যা যা-ও বা বাড়ে তা সম্ভব হয় যথার্থ চাহিদার কারণে এবং ঐ সংবাদপত্র প্রকাশের একটা নির্দিষ্ট সময় অতিক্রান্ত হওয়ার পর। তাছাড়া, এ কথাও ভুলে যাওয়া চলে না যে, খবরের কাগজের একটি কপিরই অন্তত পাঁচজন করে পাঠক রয়েছেন।

www.pathagar.com

সংবাদপত্রের প্রচার বৃদ্ধির উপাদানসমূহ
(FACTORS IN CIRCULATION)

সারা ভারতে অর্থনৈতিক জীবন-মানের উন্নতিই যে সংবাদপত্রের প্রচার বেড়ে যাওয়ার প্রধান কারণ, তাতে সন্দেহের কোন অবকাশই নেই। ভারতের প্রথম দু'টো পরিকল্পনাকালের পূর্বে যেসব ব্যক্তি খবরের কাগজ ধার করে পড়ার কাজ চালিয়ে নিতেন, তাঁরা এখন নিজেরাই একটি করে তা কিনে থাকেন। দেশে কল-কারখানা ও অন্যান্য আর্থিক সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি এবং সেই সঙ্গে দেশের জাতীয় বিষয়েও জনসাধারণের আগ্রহ বৃদ্ধি পাচ্ছে। সরকারি কাজকর্ম ও বাণিজ্যিক তৎপরতায় ইংরেজি ভাষার বহুল ব্যবহার এবং ইংরেজি ভাষায় দক্ষতা অর্জনের আকাঙ্ক্ষা সংবাদপত্রের বিক্রি বৃদ্ধির অন্যতম কারণ। স্বাধীনতার পর আন্তর্জাতিক ঘটনাপ্রবাহ সম্পর্কে ভারতীয়দের আগ্রহ প্রবলভাবে দেখা দিয়েছে। ইংরেজি ভাষায় প্রকাশিত সংবাদপত্রগুলো এ দেশের পাঠক-সমাজের নিকট আন্তর্জাতিক সমস্যা সম্পর্কে বিশ্ববিখ্যাত লেখক ও ভাষ্যকারগণের মতামত পৌঁছে দিচ্ছে। জনসাধারণের মধ্যে নিয়ত শিক্ষার পরিধি প্রসারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের খবরের কাগজ পড়ার অভ্যাসও গড়ে উঠছে। সম্ভবত আগামীতে ভারতীয় ভাষায় প্রকাশিত সংবাদপত্রের প্রচার ইংরেজি সংবাদপত্রের চাইতে আরও দ্রুত বেড়ে যাবে। অবশ্য আমার নিশ্চিত বিশ্বাস, অপ্রতিহত গতিতে ভারতীয় ভাষায় প্রকাশিত সংবাদপত্রের সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজি সংবাদপত্রের প্রচারও বৃদ্ধি পাবে।

সংবাদপত্র প্রকাশকগণের উদ্ভাবনী প্রতিভা ও উন্নততর যোগাযোগ ব্যবস্থা সত্ত্বেও খবরের কাগজের বিক্রি বাড়ার পথে ভৌগোলিক কারণসমূহ এখনো প্রতিবন্ধক হয়ে আছে। সংবাদপত্র যেখানে ছাপা বা প্রকাশিত হয়, পাঠকগণ সেখান থেকে ট্রেনে ২৪ ঘণ্টার পথ দূরে বাস করেন। ভারতের অভ্যন্তরে বেশ ভালো বিমান যোগাযোগ-ব্যবস্থা রয়েছে। তবে বিমানযোগে খবরের কাগজ পাঠানো ব্যয়সাধ্য ব্যাপার ; তাছাড়া, এভাবে মুষ্টিমেয় কয়েকটি শহরে খবরের কাগজ পাঠানো চলে। দিল্লীর সংবাদপত্র প্রকাশকগণ ২৪ ঘণ্টায় বিভিন্ন সময়ে পত্রিকার কয়েকটি সংস্করণ ছেপে থাকেন। যেসব এলাকায় তাঁদের সংবাদপত্রের প্রচার রয়েছে, সে সকল এলাকাগামী ট্রেন ও বিমানের সময়সূচির দিকে লক্ষ্য রেখে তাঁরা এ কাজ করে থাকেন। যাহোক, বিভিন্ন এলাকার মধ্যে ভৌগোলিক ব্যবধান ছোট ও স্থানীয় সংবাদপত্রগুলোর জন্য সুবিধার বিষয়ই হয়েছে ; কারণ এই পত্রিকাগুলো তাদের শক্তিশালী প্রতিদ্বন্দ্বী বড় বড় শহর থেকে প্রকাশিত সংবাদপত্রের চাইতে অন্তত ১২ ঘণ্টা পূর্বে পাঠকের হাতে পৌঁছে যায়। উল্লিখিত ভৌগোলিক কারণ ছাড়াও স্থানীয় পৃষ্ঠপোষকতার কারণে (কখনও কখনও প্রবল প্রাদেশিকতাবোধের জন্যে) একটিমাত্র কেন্দ্র থেকে প্রকাশিত ছোট আকারের খবরের কাগজ অস্তিত্ব বজায় রাখতে সক্ষম হয়। কিছু সংবাদপত্র-প্রকাশক যেসব অঞ্চলে তাঁদের সংবাদপত্রের প্রচার করেন নি গত কয়েক বছরে তাঁরা সেসব অঞ্চলেও পত্রিকা প্রকাশনায় নেমেছেন। এভাবে সংবাদপত্র-শিল্পে একচেটিয়া ব্যবসায়ের বিকাশে

www.pathagar.com

সরকারি মহল যথেষ্ট উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছেন। অন্যদিকে, সংবাদপত্র রেজিস্ট্রারের নিকট সংবাদপত্রের প্রচার-সংখ্যা সংক্রান্ত যে পরিসংখ্যা পাওয়া গেছে তাতে দেখা যায় বড় বড় ইংরেজি দৈনিক পত্রিকাগুলোর সঙ্গে ছোট ছোট পত্রিকাগুলোর প্রচার-সংখ্যাও সমানুপাত বজায় রেখে বেড়ে গেছে। এ থেকে এ কথাই প্রমাণিত হয় যে, ছোট পত্রিকাগুলোর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, সুস্পষ্ট (clear-cut) নীতি ও পরিণত বিবেক থাকার দরুন একচেটিয়া প্রতিপত্তিশালী পত্রিকাগোষ্ঠীর ব্যাপক আয়োজন-সমৃদ্ধ নিবন্ধরাজির (articles-এর) বিরুদ্ধে নিজের স্বকীয়তার অস্তিত্ব রাখতে সক্ষম।

আর্থিক মানোন্নয়ন সত্ত্বেও পাঠকের সংবাদপত্র চয়নের বিষয়ে সংবাদপত্রের দাম বিশেষভাবে প্রভাব বিস্তার করে থাকে। দাম কম হলে, কাগজের নূতন গ্রাহক বাড়বে এবং দাম বাড়লে ঐ শ্রেণীর গ্রাহকগণ নিরুৎসাহিত হবেন। অবশ্য দুর্ভাগ্যের বিষয়, ভারত অথবা অন্য কোথাও নিউজপ্রিন্ট ও সংবাদপত্র প্রকাশনার অন্যান্য উপাদানের খরচ এতই বেশি যে, পাঠকগণকে সস্তায় খবরের কাগজ দিয়ে বিক্রি বাড়ানোর কোনো উপায় নেই। দেশের অভ্যন্তরে নিউজপ্রিন্ট উৎপাদন করার ব্যবস্থা করা হলেও যে সমস্যার সুরাহা হবে এমন লক্ষণ নেই, বরং তাতে নিউজপ্রিন্টের দাম বাড়বে বৈ কমবে না।

সংবাদপত্রের প্রচার-বৃদ্ধি ও এর দরুন বিভিন্ন সংবাদপত্রের মধ্যে যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা সৃষ্টি হয়েছে তাতে নিঃসন্দেহে সংবাদ-সংগ্রহ (news-gathering) ও পরিবেশনা বিশেষভাবে উৎসাহিত হয়েছে। নয়াদিল্লীতে চারটি ইংরেজি ও আরও কয়েকটি ভারতীয় ভাষায় প্রচারিত বহুল সাফল্যের অধিকারী সংবাদপত্র প্রকাশিত হয়। প্রায় প্রত্যেক বড় সংবাদপত্রের জন্য বিভিন্ন 'বার্তা-ব্যুরো (news-bureaux)' কাজ করছে এবং সংবাদপত্রগুলোর সদর দপ্তর যেখানে অবস্থিত সেই এলাকার জন্যে বিশেষ তাৎপর্য বহন করে তেমন সংবাদ সংগ্রহ ও রচনার জন্যে ভারত সরকারের বিভিন্ন স্তরে নিয়োজিত সাংবাদিকগণের মধ্যে তীব্র প্রতিযোগিতা চলছে। অর্থ ও বাণিজ্য সংক্রান্ত দুটো পত্রিকা বোম্বাই থেকে প্রকাশিত হওয়ার ফলে সংবাদপত্র প্রকাশনার ক্ষেত্রে ব্যতিক্রমধর্মী সংযোজন ঘটেছে। 'প্রেস ট্রাস্ট অব ইন্ডিয়া' বহুদিন যাবৎ একমাত্র প্রধান বার্তা-প্রতিষ্ঠান (news-agency) ছিলো। বর্তমানে আরও দুটো বার্তা-প্রতিষ্ঠান জন্ম নিয়েছে। এ দুটো বার্তা-প্রতিষ্ঠানের যেমন আধুনিক টেলিপ্রিন্টারে সংবাদ-গ্রহণ ও পরিবেশনার ব্যবস্থা রয়েছে তেমনি এদের আবার বেশ কয়েকটি সংবাদপত্র-গ্রাহকও রয়েছে। বিগত দশকে কাহিনী-নিবন্ধ (feature) রচনা বিশেষভাবে প্রসার লাভ করেছে এবং পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার অধীনে শিল্প বা অন্যান্য ক্ষেত্রে কি উন্নতি হচ্ছে তা পর্যবেক্ষণ করার জন্যে বিভিন্ন সংবাদপত্র দেশের বিভিন্ন স্থানে বিশেষ সংবাদদাতা (special correspondent)' নিয়োজিত রাখছেন। কাহিনী-নিবন্ধ ও রাজনৈতিক ভাষ্য রচনার ক্ষেত্রে "সিন্ডিকেট" গঠনও ভারতীয় সংবাদপত্রের ক্ষেত্রে একটি সাম্প্রতিক বিষয়। প্রাদেশিক রাজধানীতে কর্মরত সংবাদপত্রসমূহের সংবাদদাতাগণকে বর্তমানে পূর্বাপেক্ষা অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি হিসেবে গণ্য করা হচ্ছে। এটা নিঃসন্দেহে শুভ প্রবণতা। এসব সংবাদদাতা যথাযথ মর্যাদা পেয়ে তার যথাযথ প্রতিদানও দিচ্ছেন। তাঁরা যে তথ্য ও ঘটনার নেপথ্য চিত্র

www.pathagar.com

পরিবেশন করে থাকেন তা প্রায় ক্ষেত্রেই এমন উল্লেখ করার মতো উন্নত মানসম্পন্ন যে, দেশের এক অংশের জনগণ এখন অন্য অংশ সম্বন্ধে আরও ভালোভাবে জানতে পারছেন।

যাঁরা ভারতীয় ভাষায় প্রকাশিত সংবাদপত্রের শুভাকাঙ্ক্ষী তাঁরা সাধারণভাবে অভিযোগ করে থাকেন যে, ইংরেজি সংবাদপত্রগুলো ভারতীয় ভাষার পত্রিকাসমূহের চাইতে বেশি বিজ্ঞাপন পেয়ে থাকে। এ অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবেই সত্যি এবং এ জন্যে অংশত ঐতিহ্য এবং কিছুটা বিজ্ঞাপিত বস্তুর প্রকৃতি গ্রাহকগণকে আকর্ষণ করে আবেদন জানানোর সুষ্ঠু বিজ্ঞাপননীতিই দায়ি। দেশী ভাষায় প্রকাশিত সংবাদপত্রগুলোর মতে, অনেক ইংরেজি কাগজে বেশি সরকারি বিজ্ঞাপন থাকার দরুন তাদের কাটতিও বেশি। কথাটা কিছু সত্যি, তবে ভারতীয় ভাষায় প্রকাশিত সংবাদপত্রগুলোর মান-উন্নয়ন ও প্রচার-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে নিঃসন্দেহে এ বিষয়ে সামঞ্জস্য আসবে। সরকারি বিজ্ঞাপনের কথা ছেড়ে দিলেও, ব্যবহার্য পণ্যের বিক্রেতাদের ইংরেজিতে বিজ্ঞাপন দেওয়ার যে একটা নিশ্চিত সুবিধা আছে তাতে সন্দেহের অবকাশ নেই। সমগ্র ভারতে ইংরেজিতে বিজ্ঞাপনের জন্য বিজ্ঞাপনের ভাষা এক হলেই চলে, কিন্তু অন্যান্য ভাষার ক্ষেত্রে তেমনটি সম্ভব নয়। দেশীয় ভাষায় প্রকাশিত সংবাদপত্রগুলোতে কোনো বিজ্ঞাপন প্রচার করতে হলে বিভিন্ন ধরনের ব্লক তৈরি করতে হয়। তাছাড়া, যে ব্যক্তি উল্লিখিত বিজ্ঞাপন অভিযান পরিচালনার দায়িত্বে থাকেন তিনি তাঁর পণ্যের বিজ্ঞাপনের ভাষাও প্রায় ক্ষেত্রেই বুঝতে পারবেন না।

সংবাদক্ষেত্রের প্রবণতা
(THE FLAVOUR OF THE PRESS)

আগেই বলা হয়েছে, ভারতীয় সংবাদপত্রের দায়িত্বশীলতা ও সেই সঙ্গে রোমাঞ্চবিলাসের (sensationalism) অনুপস্থিতি লক্ষ্য করে বিদেশীরা চমৎকৃত হতেন। ভারতীয় সংবাদপত্র সম্পর্কে বিদেশীদের এই উচ্চ ও সম্ভ্রমপূর্ণ ধারণা মোটেই অমূলক নয় এবং এ কারণেই অনুসন্ধান করে দেখা দরকার কিভাবে ভারতীয় সংবাদপত্রগুলো এমন সব গুণের অধিকারী হলো। ভারতীয় সবাংদপত্রসমূহ তাদের জন্মলগ্ন থেকেই রাজনীতির সঙ্গে নিবিড়ভাবে জড়িত। জেমস হিকি (James Hickey) ১৭৮০ সালে "বেঙ্গল গেজেট" পত্রিকা প্রকাশ শুরু করেন। এর প্রায় ৮০ বছর পূর্বে ইংলন্ডে দৈনিক সংবাদপত্র প্রকাশনা শুরু হয়। হিকি তাঁর পত্রিকায় যা লিখতেন তা বিশুদ্ধ সংজ্ঞায় রাজনৈতিক বলা যায় না, কিন্তু তিনি তাঁর পত্রিকায় এ কথা লিখেছিলেন, "মি. হিকি মনে করেন একজন ইংরেজ ও মুক্ত সরকারের প্রতিভূ হচ্ছে দেশে স্বাধীন সত্তাবিশিষ্ট সংবাদক্ষেত্রের (the press) অস্তিত্ব।" মি. হিকি সংবাদপত্রের স্বাধীনতার প্রশ্নে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন এবং পরবর্তীকালে বহু পত্রিকা-সম্পাদক তাঁর প্রদর্শিত পথ অনুসরণ করেন। মি. হিকি কারাবরণ করতে হলেও সংবাদপত্রের স্বাধীনতার প্রশ্নে আপোষ করেন নি।

www.pathagar.com

ভারতীয় সংবাদপত্র-সম্পাদকগণ দেশের স্বাধীনতার জন্যে মসীযুদ্ধে লিপ্ত হওয়ার আগে থেকেই সংবাদক্ষেত্রে রাজনীতির বলিষ্ঠ প্রভাব বর্তমান ছিলো। এজন্য নানান পন্থায় ও অজুহাতে খবরের কাগজের উপর সেন্সরশীপ আরোপ হতে থাকে। অবশ্য লক্ষ্য করার মতো বিষয় এই যে, যাঁদের উপর এই সেন্সরশীপের নিষেধাজ্ঞা আরোপিত হতো তাঁরা 'শাসকগোষ্ঠীরই শ্রেণীভুক্ত ছিলেন। কোলকাতা থেকে প্রকাশিত সংবাদপত্র সম্পাদকগণই প্রথমে কর্তৃপক্ষের বিরোধিতা বা সমালোচনা করতে শুরু করেন। খুব শীঘ্রই বোম্বাই ও মাদ্রাজের পত্রিকা-সম্পাদকগণও একই পথ অনুসরণ করতে শুরু করেন। আইরিশ বংশোদ্ভূত উইলিয়ম ডুয়ানে (William Duane) নামক জনৈক মার্কিন সংবাদপত্র-সম্পাদক তখন কোলকাতায় কর্মরত ছিলেন। তিনি সরকারের বিশেষভাবে বিরোধী ছিলেন। এজন্যে তিনি প্রহৃত হন, তাঁকে মামলার আসামী করা হয় এবং দীর্ঘকাল মামলা চলার পর তাঁকে শেষ পর্যন্ত নির্বাসিত করা হয়।

সরকারের বিরোধিতাকারী সংবাদপত্র-সম্পাদকগণের পূর্বসুরিদের মধ্যে সবচাইতে খ্যাতনামা ব্যক্তি হচ্ছেন, 'ক্যালকাটা জার্নাল'-এর জেমস সিল্ক বাকিং- হাম (James Silk Buckingham)। জাহাজে নাবিকের দুঃসাহসিক জীবনযাত্রার পর তিনি এক সময় ক্রীতদাস বোঝাই জাহাজ-বহর পরিচালনা পরিত্যাগ করেন এবং সাংবাদিকতা পেশায় আসেন। রাজনীতির ক্ষেত্রে তিনি বৃটেনের উদারনৈতিক 'হুইগ (Whig)' দলের মতানুসারী ছিলেন। এই কারণে ভারতে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সঙ্গে অচিরেই তাঁর মতবিরোধ দেখা দেয়। প্রকৃতপক্ষে তিনি তাঁর পত্রিকায় এ সম্পর্কে "রূঢ় বাস্তব" ফাঁস করে দিতে আরম্ভ করেন। এর ফলে তাঁর পত্রিকা দারুণ জনপ্রিয়তা লাভ করে এবং বছরে তাঁর ৮,০০০ পাউন্ডের মতো আয় হতে থাকে। এতে অন্যান্য সম্পাদকের নিকট তিনি ঈর্ষার পাত্র হয়ে উঠেন। তিনি অবিশ্রান্তভাবে সরকারের বিরুদ্ধে আক্রমণাত্মক প্রচার করতে থাকেন, এমনকি খ্রীস্টীয় যাজক সম্প্রদায়কেও তীব্র আক্রমণ হতে রেহাই দেন নি। এ জন্যে কয়েকবার তাঁর দ্বীপান্তর হতে হতেও লর্ড হেস্টিংসের (Lord Hastings-এর) অনুকম্পায় অব্যাহতি পেয়ে যান। বস্তুতপক্ষে লর্ড হেস্টিংসে যতদিন গভর্নর জেনারেল ছিলেন জেমস বাকিংহাম তাঁর অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে পেরেছিলেন। হেস্টিংসে চলে যাওয়ার পর বাকিংহামের প্রতিপক্ষরা প্রবল হয়ে উঠে ও পরিশেষে তাঁকে দ্বীপান্তরে যেতে হয়। বাকিংহাম যখন সাংবাদিকতা পেশায় আসেন তার দু'বছর আগে জি. ভট্টাচার্য ভারতের প্রথম ভারতীয় মালিকানাধীন সংবাদপত্র 'বেংগল গেজেট' প্রকাশ করেন। এই পত্রিকার আয়ুষ্কাল সংক্ষিপ্ত হলেও ভারতীয় সংবাদপত্রের ইতিহাসে প্রথম পথিকৃৎ হিসেবে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

ভারতীয় সংবাদপত্র কোন্ পরিবেশে জন্ম নিয়েছিল প্রাথমিক যুগের উল্লিখিত ইতিহাস থেকে তার পরিচয় মিলবে। সংগ্রামের মধ্য দিয়ে ভারতীয় সংবাদপত্র পরিণত বিকাশের দিকে এগিয়ে গেছে। অবশ্য ঐ সংগ্রামের তীব্রতা সব সময় এক না হলেও এ কথা ঠিক যে, পথ ভিন্নতর হলেও ভারতীয় পত্রিকা-সম্পাদকগণের লক্ষ্য ছিলো এক এবং সুস্পষ্ট। অবশ্যই সে লক্ষ্য ছিলো বিদেশীদের আধিপত্য থেকে মুক্তির। তাই, তাঁদের সম্পাদিত সংবাদপত্রে

www.pathagar.com

স্বাভাবিকভাবেই রাজনীতি সব কিছুর উর্ধ্বে স্থান পেত। অবশ্য এখানে আপত্তি তোলা যেতে পারে যে ইঙ্গ-ভারতীয় সংবাদপত্রগুলোর বেলায় উল্লিখিত যুক্তিসমূহ ধোপে টেকে না। ভারতীয়রা দেশের স্বাধীনতার জন্য যে মতামত পোষণ করেন, ইঙ্গ-ভারতীয় সংবাদপত্রগুলো সত্যিই সে বিষয়ে অংশীদার হয় নি। তবে, এদের মধ্যে কয়েকটি পত্রিকা সাংবিধানিক সংস্কার ও প্রগতির সপক্ষে প্রশংসনীয় বক্তব্য রেখেছে। যাই হোক, এতদসত্ত্বেও তারা রাজনৈতিক সংগ্রামের পরিবেশকে এড়িয়ে থাকতে তো পারেই নি, বরং তাদেরকেও সরাসরি রাজনৈতিক তৎপরতায় জড়িয়ে পড়তে হয়েছে। ইঙ্গ-ভারতীয় সংবাদপত্রগুলোর বেশিরভাগই হয়তো এক্ষেত্রে ভুল পথগামী হয়েছে, তবু তারাও উদ্বিগ্ন না হয়ে পারে নি এবং কিছু সংখ্যক পত্রিকা আমলাতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণের বিরুদ্ধে সংগ্রাম-পরিচালনায় যে ভূমিকা পালন করে তা' শেষ পর্যন্ত স্বাধীনতা অর্জনের পথে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ হয়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে এই সংবাদপত্রগুলো বিশেষ রাজনৈতিক দূরদর্শিতারও পরিচয় দিয়েছে।

আরও একটি বিষয় এ প্রসঙ্গে উল্লেখের দাবি রাখে। ইঙ্গ-ভারতীয় সংবাদপত্রগুলো ভারতে ইংরেজদের চাহিদা মেটাতো। ভারত প্রবাসী এসব ইংরেজ উঁচু মধ্যবিত্ত সমাজের লোক এবং তাঁদের শিক্ষাগত একটা পটভূমিকাও রয়েছে। তাঁরা যদি ইংলন্ডেই থাকতেন, তাহলে স্বভাবত সেখানকার উঠতি ও জনপ্রিয় কাগজগুলোর গ্রাহক হতেন না। ঠিক এই কারণেই ইঙ্গ-ভারতীয় কাগজগুলোই শুধু তাঁদের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেছে। ইংরেজি ভাষার এসব ইঙ্গ-ভারতীয় সংবাদপত্রের ভাষা ও আচরণ তেমন উন্নতমানের ছিলো না। অবশ্য কিছু অনন্য ব্যতিক্রম থাকলেও, বহু ইঙ্গ-ভারতীয় সংবাদপত্র তাদের লেখায় এমন মেজাজ ও আচরণের পরিচয় দিতে থাকে যা ভারতীয়দেরকে বিদেশী শাসন থেকে মুক্ত হওয়ার বিষয়ে আরও বিশেষভাবে সংকল্পবদ্ধ করে তোলে।

একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম প্রজাতন্ত্রী রাষ্ট্র হিসেবে ভারতের জন্ম নেওয়ার বিষয়ে ইংরেজি ভাষায় প্রকাশিত ভারতীয় সংবাদপত্রগুলো কত বড় ভূমিকা পালন করেছে সে সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনার অবকাশ এখানে নেই। তবে একটা কথা এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ করা যেতে পারে, ভারতীয় সংবাদপত্রের উল্লিখিত ভূমিকা কার্যকরভাবে পালনের জন্যে যে সর্বোচ্চ স্বাধীনতার প্রয়োজন ছিলো সে সম্বন্ধে ইংরেজি ভাষায় প্রকাশিত সংবাদপত্রগুলো দেশীয় ভাষায় প্রকাশিত সহযোগী পত্রিকাগুলোর মতোই মহান ভূমিকা পালন করেছে।

সংবাদক্ষেত্রে (the press) উল্লিখিত গণতান্ত্রিক পূর্বশর্তাদি বজায় রাখা, রক্ষা করা ও এর মূল্য অনুধাবন করার মহান দায়িত্ব পড়েছে আজকের সংবাদপত্র-সম্পাদকদের উপর। ইংরেজি ভাষায় প্রকাশিত সংবাদপত্রের ক্ষেত্রে এ কথা বিশেষভাবে মনে রাখা আবশ্যক যে, এই পত্রিকার যে আন্তর্জাতিক ভূমিকা রয়েছে দেশী ভাষায় প্রকাশিত পত্রিকাগুলোর তা নেই। এ কারণে, ইংরেজি পত্রিকার দায়িত্বও অনেক বেশি।

www.pathagar.com

সংবাদক্ষেত্রে চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য
(CHARACTERISTICS OF THE PRESS)

ভারতের ইংরেজি সংবাদক্ষেত্রের বিভিন্ন চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের জন্যে ভারতীয় সাংবাদিকগণ গর্ববোধ করতে পারেন। কেননা, অন্যান্য দেশের সংবাদপত্রসমূহে যেসব মারাত্মক ত্রুটি-বিচ্যুতি দেখা যায় তা ভারতের ইংরেজি সংবাদপত্রসমূহে অনুপস্থিত। বৃটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বহুল প্রচারিত সংবাদপত্রে ও সাময়িকীতে একান্ত ব্যক্তিগত বিষয়ে অযথা হস্তক্ষেপ করা হয় এবং সবিস্তারে কাহিনী প্রকাশ করা হয়। এ বিষয়টি ঐসব পত্রিকার পক্ষে কলঙ্কজনক বিচ্যুতিস্বরূপ। অথচ এখানে এ ধরনের কোনো ঘটনার অস্তিত্ব নেই বললেই চলে। একইভাবে কারো ব্যক্তিগত পর্যায়ের বিপর্যয়কর ঘটনাকেও রঙ চড়িয়ে ফলাও করে ছাপানো হয় না। তাছাড়া, পাশ্চাত্য সংবাদপত্রগুলোর মতো ভারতীয় সংবাদপত্রসমূহে যৌন-বিষয়ক সংবাদের প্রতি তেমন গুরুত্ব দেওয়া হয় না এবং অপরাধমূলক ঘটনাগুলোকে সাধারণত যথাযথ গুরুত্ব সহকারে ছাপা হয়। ব্যক্তিগত শত্রুতা চরিতার্থ করার উদ্দেশ্যে ভারতীয় সংবাদপত্রগুলোকে মাধ্যম হিসেবে ব্যবহারের ঘটনা একান্তই বিরল।

স্বদেশে ও বিদেশে রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহই ভারতীয় সংবাদপত্রের বেশিরভাগ জায়গা জুড়ে থাকে। সংবাদপত্রে বিভিন্ন বিষয়ে নিখুঁত ও যথার্থ মূল্যায়ন থাকে এবং স্থানীয় ও জাতীয় সমস্যাবলীর প্রতি বিশেষ মনোযোগ দেওয়া হয়। প্রতিটি সংবাদপত্রেই 'সম্পাদক সমীপে পত্র' শীর্ষক স্তম্ভ (columns) ছাপা হয়। এই স্তম্ভে বহু বিচিত্র বিষয় আলোচিত হয়ে থাকে এবং পাঠকগণ তাঁদের মতামত প্রকাশের মূল্যবান সুযোগ পেয়ে থাকেন। প্রায় প্রতিটি সংবাদপত্রই পররাষ্ট্র-নীতি, শিল্প-সমৃদ্ধি, আইন-পরিষদ ও বিভিন্ন নাগরিক দায়-দায়িত্ব এবং অধিকার-সংক্রান্ত বিষয়সমূহের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে থাকে।

সব না হলেও, কিছু পত্রিকা আবার পাঠকগণের অবগতির উদ্দেশ্যে দেশের বৃহত্তর জনসমষ্টি গ্রামীণ লোকের জীবনযাত্রা ও তাদের চিরায়ত সমস্যার কথা তুলে ধরে। জাতীয় নেতৃবৃন্দের বিবৃতিসমূহে প্রায়ই সবিস্তারে ফলাও করে ছাপা হয়। এ ব্যাপারে একই কথার বিরক্তিকর পুনরুক্তি হয়ে থাকে। অবশ্য এটি কতকটা বেখেয়ালভাবেই যেন হয়ে থাকে। তবে সে যাই হোক, পাঠকগণের এতে একটা সুবিধা হয় ; তাঁরা জাতীয় জীবনের প্রবণতা কোন্ দিকে, তা বিচার করে নিতে পারেন।

সাম্প্রতিক কয়েক বছরে ইংরেজি দৈনিক পত্রিকাগুলোতে বিবৃতিসমূহ কাটছাঁট করে সংক্ষিপ্ত করার প্রবণতা দেখা যাচ্ছে। এটা অবশ্য এ কারণে হ'তে পারে যে, সরকার ও জাতীয় নেতৃবৃন্দের বিরুদ্ধে সমালোচনা সমানভাবে আরও উত্তুঙ্গ হয়ে উঠেছে।

সম্পাদকীয় রচনা, বিশেষ করে কয়েকটি প্রধান দৈনিক পত্রিকার ক্ষেত্রে প্রায়শই অত্যন্ত উঁচু মানসম্পন্ন হয়ে থাকে।

প্রচার-বৃদ্ধির জন্যে প্রতিযোগিতা ও সংবাদপত্রের শ্রেষ্ঠ ডিজাইনের জন্যে সরকারি পুরস্কারের কথা স্মরণে রেখে সম্পাদকীয় ও ব্যবস্থাপনা কর্মচারীগণ ঝকঝকে এবং

www.pathagar.com

সামঞ্জস্যপূর্ণ অঙ্গসজ্জার (layouts) বিষয়ে বিশেষভাবে মনোযোগী হয়ে উঠেছেন। কোলকাতা-সংস্করণ 'দি স্টেটসম্যান' সার্বিক বিচারে শ্রেষ্ঠ ইংরেজি পত্রিকা হিসেবে পর পর ছয় বছর ধরে সরকারি পুরস্কার লাভ করেছিলো। সাম্প্রতিক কয়েক বছর ধরে আরও অনেক পত্রিকা তাদের আকৃতিগত সৌষ্ঠবের দিক থেকে যথেষ্ট উৎকর্ষ লাভ করেছে। 'দি হিন্দু' পত্রিকাটি প্রথম পৃষ্ঠার সংবাদ-পরিবেশনা আরও আকর্ষণীয় ও পরিচ্ছন্ন করে তোলার উদ্দেশ্যে এই পৃষ্ঠায় বিজ্ঞাপন মুদ্রণ বর্জন করে। 'দি হিন্দুস্থান টাইমস' পত্রিকার অঙ্গসজ্জা সজীব নূতন রূপ নিয়েছে। অন্যদিকে, তুলনামূলকভাবে কম প্রচারিত পত্রিকাগুলির মধ্যে 'আম্বালা ট্রিবিউন' পত্রিকাটি সীমিত সামর্থ্যের গণ্ডীতে থেকেও হিসেবী ব্যয়ে অঙ্গসজ্জা কতটুকু সার্থক করা যেতে পারে সে বিষয়ে উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। পত্রিকাগুলোতে পড়ার মতো চমৎকার রাজনৈতিক ভাষ্য থাকে এবং সেই সঙ্গে রাজনৈতিক গতিধারা ও বিভিন্ন নেতৃবৃন্দের সম্পর্কে প্রতিযোগিতামূলকভাবে সর্বশেষ খবর দেওয়ার চেষ্টা করা হয়।

প্রচার-সংখ্যা বৃদ্ধি ও একনাগাড়ে অর্থনৈতিক উন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে গত দশকে অনেক সংবাদপত্রে আর্থিক অবস্থার বিশেষ শ্রীবৃদ্ধি হয়েছে। স্থানীয়ভাবে নিত্যব্যবহার্য পণ্যের উৎপাদন সংবাদপত্র-শিল্পের বিশেষ সহায়ক হয়েছে। কারণ, এর ফলে নূতন সূত্র থেকে বিজ্ঞাপন-প্রবাহের ফলে সংবাদপত্রের আয়ের ক্ষেত্র সম্প্রসারিত হয়েছে। অবশ্য সংবাদপত্রগুলোর জন্যে অত্যন্ত গৌরবের কথা যে, এভাবে তারা যে বাড়তি অর্থ উপার্জন করেছে তা পাঠকগণের অধিকতর মনোরঞ্জনের জন্যে সংবাদপত্রের মান-উন্নয়নে ব্যয় করেছে। পেশাদার সাংবাদিক আইনের (Working Journalists Act) দরুন সাংবাদিকগণ একান্ত প্রয়োজনীয় আর্থিক সুযোগ-সুবিধা লাভে সক্ষম হয়েছেন। শুধু তাই নয়, বহু সংবাদপত্র-মালিক তাঁদের পত্রিকার মান-বৃদ্ধির জন্যে যোগ্য সাংবাদিকগণের চাকরির শর্তাবলী এমন উদার ও উন্নত করছেন যা ভারতের সাংবাদিকতা পেশার ইতিহাসে এর পূর্বে ঘটেনি। এর ফলে, বহু বিশেষজ্ঞ-শ্রেণীর সাংবাদিক-লেখকের সৃষ্টি হয়েছে। বহু লোক তাঁদের লেখার ভক্তপাঠকও হয়ে উঠেছেন। ফলে, গতানুগতিক উপকরণ ও বার্তা-প্রতিষ্ঠানের (news-agency-এর) উপর সংবাদপত্রগুলোর নির্ভরশীলতাও তদনুপাতে হ্রাস পেয়েছে। যাঁরা গত দশকের ভারতীয় সংবাদপত্র সম্পর্কে জানেন না তাঁদের পক্ষে এ ক্ষেত্রে কতটা উন্নতি হয়েছে তা উপলব্ধি করা সম্ভব নয়। অবশ্য এখনও ভারতীয় সংবাদপত্রের মানোন্নয়নের যথেষ্ট অবকাশ রয়েছে। এতদিন ক্রীড়া-বিভাগটি ভারতীয় সংবাদপত্রে বিশেষ অবহেলিত ছিলো। সাম্প্রতিক কয়েক বছরে এ বিষয়ে বিশেষ যত্ন নেওয়া হচ্ছে। বিশ্বের অন্যান্য স্থানের ন্যায় ভারতীয় ক্রীড়া-সাংবাদিকগণও (sports writer) সমান পেশাগত মর্যাদা পেতে যাচ্ছেন। গত দশ বছরের তুলনায় বাণিজ্যিক সংবাদগুলো আরও অনেক বেশি যত্ন ও গুরুত্ব সহকারে পরিবেশিত হচ্ছে।

এখন বড় বড় কাগজগুলোর বিদেশস্থ সংবাদদাতাগণ (foreign correspondents) সারা বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে কর্মরত রয়েছেন। ভারতীয় সংবাদপ্রতিনিধি (newspaperman) কার্যত

www.pathagar.com

প্রায় প্রত্যেক দেশের রাজধানীতে স্ব-স্ব পত্রিকা বা সংবাদ-সংস্থার পক্ষে কাজ করছেন। দশ বছর পূর্বে এসব একান্তই বিরল বিষয় ছিলো। সংবাদপত্রে 'শীর্ষ-সম্পাদকীয় (leader)' লেখকগণও তাঁদের লেখার আওতাভুক্ত দেশগুলো সফরের জন্য আরও অধিক হারে সুযোগ লাভ করছেন এবং অনেক ক্ষেত্রে তাঁদের বিদেশ ভ্রমণের এই সুযোগ সম্পূর্ণ নূতন অভিজ্ঞতা। আজকাল পররাষ্ট্র সম্পর্কিত বিষয়ে পত্রিকার লেখায় যে বাস্তবতাবোধ লক্ষ্য করা যায় এটা উল্লিখিত সফরের ফলশ্রুতি বিশেষ। সংবাদপত্রের প্রতিটি বিভাগে এখন পেশাদারী দক্ষতা ফুটে উঠছে ; পূর্বাপেক্ষা শিল্পসম্মত পারিপাট্য দেখা যাচ্ছে। তাই বলে পত্রিকায় যা লেখা হচ্ছে তার সবই যথার্থ তথ্যভিত্তিক এমন বলা চলে না, তবে এজন্যে অন্তত চেষ্টা চল্‌ছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। এখন এমনও দেখা যাচ্ছে যে, কিছু কিছু সংবাদপত্র চলচ্চিত্র-সমালোচকও (film critic) নিয়োগ করেছে। অথচ এ পর্যন্ত এঁদের বিপরীত চরিত্র-বিশিষ্ট চাটু-লেখকগণকে (puff writers-কে) নিয়োগ করা হতো। এটা নিশ্চিতভাবেই ভারতীয় সংবাদপত্রের পরিণত বিকাশের লক্ষণ।

উল্লিখিত কারণে, ভারতীয় সংবাদপত্রের মান আরও উন্নত হয়েছে এবং এই পুস্তকের প্রথম সংস্করণে সংবাদপত্রে যে অর্থনৈতিক মুক্তির লড়াইয়ের পূর্বাভাস দিয়েছিল বর্তমানে তাতে কিছু সাফল্য অর্জিত হয়েছে বলেও নিশ্চিতভাবে অনুমান করা যায়। তবে আমি বলছি না যে, ভারতীয় সংবাদপত্রের সবকিছুই ভালো। কিছু কিছু ত্রুটি নিশ্চয়ই আছে। যেমন, পত্রিকায় এখনও অনেক কিছু যাচ্ছেতাই লেখা (shoddy writing) ছাপা হয়। সতর্কতা অবলম্বন না করে ভুল তথ্য পরিবেশন করা হয় এবং সর্বোপরি সংবাদের আবরণে মতামত ব্যক্ত করা হয়। তবু, সকল অসঙ্গতি ও ত্রুটি সত্ত্বেও ভারতের ইংরেজি সংবাদপত্রের মোটামুটি চিত্র আশাব্যঞ্জক।

'সংবাদ' সাপ্তাহিকী
(THE 'NEWS' WEEKLIES)

'ব্লিৎস' এবং 'কারেন্ট'-এর মতো তথাকথিত 'সংবাদ' সাপ্তাহিকীগুলো ভারতীয় সংবাদপত্র জগতের এখন অবিচ্ছেদ্য অংশবিশেষ। 'ব্লিৎস' পত্রিকার প্রচার-সংখ্যা সপ্তাহে এক লক্ষেরও বেশি। 'আকর্ষী-পত্রিকাগুলো (tabloids)' সংবাদ-বিচার (news treatment)', পরিবেশনা ও আকৃতির বদৌলতে, প্রায়শ প্রথম পৃষ্ঠার অধিকাংশ স্থান জুড়ে মোটা কালো অক্ষরে ছাপা সংবাদ শিরোনামা (headline) এবং সম্পাদকের রাজনৈতিক বিশ্বাসের জারক রসে সিক্ত একের পর এক চাঞ্চল্যকর কেলেংকারী প্রকাশের মাধ্যমে পাঠক তথা গ্রাহক আকর্ষণ করে।

আকর্ষী-পত্রিকাগুলো মূলত ভারতীয় সংবাদপত্রের কোনো জাতক নয়। বিদেশেই এ ধরনের পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছে সবার আগে। তবে, পত্রিকা-পাঠকগণের নিকট এ ধরনের

www.pathagar.com

পত্রিকা কদর পেয়েছে দুটি কারণে। প্রথমত, অন্যান্য পত্রিকা পড়ার মাশুলের বোঝা এবং দ্বিতীয়ত, রাজনৈতিক পরিবেশ ও অর্থনৈতিক অবস্থা। বস্তুতপক্ষে, এ দু'টোকে অস্বীকার করা যায় না। তবু যেসব সাংবাদিক নিজের পেশাকে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করেন এবং এর উঁচু মান ও ঐতিহ্য বজায় রাখতে চান তাঁরা সাংবাদিকতার বিকাশে এ সকল প্রকাশনার প্রভাবকে স্বাভাবিকভাবে মেনে নিতে পারেন না। দুর্নীতি বা প্রতারণার বিষয় ফাঁস করে দেওয়া সংবাদপত্রের পক্ষে সঙ্গত ও বিশেষ প্রশংসাজনক কাজ। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও বৃটেনে দুর্নীতি ও প্রতারণার বিষয় একাধিকবার সাহসিকতা ও দক্ষতার সঙ্গে প্রকাশ করে ব্যাপক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করা হয়েছে। তাই ভারতীয় সংবাদপত্রগুলোকে এমন সব বিষয়ে হস্তক্ষেপ করার অধিকার থেকে বঞ্চিত রাখতে চাইলে তা হবে মূর্খতার শামিল। তবে বিপদ হয় তখনই যখন কোনো নূতন 'খবর (revelation)' সপ্তাহে একবার, এমন কি দুবার করে, তথ্যের পরিবর্তে জনশ্রুতি অলংকারে সাজগোজ করে এবং একই রাজনৈতিক আদর্শের আরকে সিক্ত হয়ে পাঠকের বিরক্তির কারণ ঘটায়। যত চাঞ্চল্যকর আর রসালোই হোক না কেন, প্রথমবারের পর পরবর্তী সপ্তাহেও সেই একই গতানুগতিকতার পুনরাবৃত্তি ঘটালে পাঠকরুচি শীঘ্রই তা'তে সাড়া দিতে অনীহা দেখাবে।

এদিকে, যথেষ্ট প্রতিষ্ঠাসম্পন্ন দৈনিকগুলো (dailies) সম্ভবত জনজীবনের অপরাধ-সংক্রান্ত বিষয় প্রকাশে কিছুটা পশ্চাদপদ। এ বিষয়ে দৈনিক সংবাদপত্রগুলো সংশ্লিষ্ট পক্ষকে যেমন হেয় করার পক্ষপাতী নয়, ঠিক তেমনি তারা স্বাভাবিকভাবেই আবার সরকারের বিরাগভাজনও হ'তে চায় না। যা হোক, পাঠকগণ যে এ সম্বন্ধে একমত হবেন এমন আশা করা যায় না। গণতান্ত্রিক পরিবেশে সংবাদপত্রকে যে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব অবশ্যই পালন করতে হয় তা হচ্ছে জনজীবনের সততা ও পরিচ্ছন্নতা রক্ষার অতন্দ্র প্রহরীর (watchdog-এর) ভূমিকা। প্রকৃতপক্ষে, এ বিষয়টি পত্রিকা সম্পাদকগণের নিকট লাভজনক চিন্তার খোরাক হতে পারে। সংবোদপত্রের পাতায় যেসব বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয় তা জনস্বার্থ-বিরোধী যাতে না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখা ও সম্পাদকগণের পথনির্দেশ করতে এক রকম নীতিমালা (code) প্রচলিত রয়েছে, তবে তাঁরা খুব কমই এর অনুসরণ করেন। পাঠকদের চোখে অবশ্যই এই বিচ্যুতি খুব তাড়াতাড়ি ধরা পড়ে যায় এবং পরিশেষে সংবাদপত্রটিই পাঠকের বিরাগভাজন হয়ে ওঠে, বিজ্ঞাপনদাতাও একই সঙ্গে বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হন।

বহুল প্রচারিত ও জনপ্রিয় উদারনৈতিক দৈনিক পত্রিকা 'নিউজ ক্রনিকল'-এর সম্পাদক আর. জে. ক্রুকস্যাংক (R.J. Cruikshank) ১৯৫২ সালের মে মাসে এক লেখায় বলেছিলেন, "রাজনীতির ক্ষেত্রে কোনো নূতন আন্দোলন দেখা দিলেও তা' থেকে কোনো জাতীয় দৈনিক পত্রিকার জন্মলাভ সম্ভব নয় — এটা কোনো ভালো কথা নয়।" ঠিক এমন এক অবস্থা বিরাজ করছে বৃটেনে। সেখানে সংবাদপত্রগুলোর পারস্পরিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা বৃহত্তর জাতীয় পর্যায়ের এবং এ কারণে, সারাদেশে সংবাদপত্রের প্রচার বজায় রাখতে গেলে বিপুল অর্থের প্রয়োজন। ভারতে নূতন দৈনিক পত্রিকা প্রকাশ করা বোধহয় তেমন অসম্ভব নয়। তবে এজন্যে অগাধ অর্থ ভাণ্ডারের প্রয়োজন। অথচ আজকের দিনে রাজভাণ্ডারও

www.pathagar.com

ফুরিয়ে যায়। এরপর দিন দিন আরও সমস্যা প্রকট হয়ে দেখা দিচ্ছে। টাকা যদিও বা জোগাড় করা যায়, আমদানীর উপর যে কড়া বিধিনিষেধ বসানো হচ্ছে তাতে বড় রকমের আধুনিক সংবাদপত্রের জন্যে যাঁরা দামী মেসিনপত্র আনতে চান তাঁদের স্বপ্ন থেকে যাবে। অন্যদিকে, সরকারকে আবার উদার নীতি অবলম্বন করতে দেখা যাচ্ছে। বর্তমানে যেসব সংবাদপত্রের অস্তিত্ব রয়েছে সেসব পত্রিকা ও ভারতীয় ভাষায় প্রকাশিত সংবাদপত্রগুলোর যন্ত্রপাতি পুনর্সজ্জাকরণের জন্যে আমদানীর উদার সুযোগ দিচ্ছেন। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে, এসব পত্রিকার ছাপাখানার যান্ত্রিক উপায়ে মুদ্রাক্ষর গঠন ও শব্দ-নির্মাণ (mechanical type-setting) ব্যবস্থা করার জন্যে সরকার বৈদেশিক মুদ্রায় বিপুল ব্যয় বহন করছেন। বড় বড় সংবাদপত্রগুলোর কোনো একটির ন্যায় মান-মর্যাদা ও প্রচার-সংখ্যা অর্জন করতে একটি দৈনিক পত্রিকার বহু বছর লাগবে। এমন কি এটাও দেখা গেছে, অনেক শুভ উদ্দেশ্য প্রণোদিত ও ভালো সমর্থনপুষ্ট পত্রিকা-প্রতিষ্ঠান বিপর্যস্ত হয়ে গেছে নতুবা তারা অস্তিত্ব রক্ষার জন্যে কঠোর সংগ্রাম করে যাচ্ছে। উল্লিখিত পরিপ্রেক্ষিতে একথাই মনে হয় যে, প্রতিষ্ঠিত সংবাদপত্রগুলোরই কেবল ভবিষ্যৎ রয়েছে। অবশ্য এখানে একটা কথা বিশেষভাবে মনে রাখা দরকার যে, প্রতিষ্ঠার শীর্ষে আরোহণ দারুণ কষ্টসাধ্য, কিন্তু পতন খুবই সহজ ব্যাপার। ভারতের সংবাদপত্র পাঠকগণের যদি রক্ষণশীলতার দিকে ঝোঁক থেকেও থাকে তাহলেও তাঁরা বিশেষভাবে খুঁতখুঁতে স্বভাবের। সংবাদপত্রে মানগত কোনো অপকর্ষ দেখা দিলেই তা তাঁদের চোখে ধরা পড়ে যায় এবং রুচি পাল্টাবার উদ্যোগ নেন।

ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা
(A LOOK AHEAD)

বক্ষ্যমান নিবন্ধের উপসংহারে, ভারতের সংবাদপত্রের ভবিষ্যৎ বিকাশ সম্পর্কে কিছু আলোকপাত করা যেতে পারে। প্রত্যেক দূরদর্শী সংবাদপত্র মালিকদের উচিত অধুনা বিদেশে প্রচলিত উন্নত ধরনের যন্ত্রপাতির ব্যবহার প্রচলিত করা যা প্রতিযোগী পত্রিকাগুলোর নেই। বেতার-যোগাযোগের জন্যে উন্নত দেশগুলোতে বহুল ব্যবহৃত 'ওয়াকী-টকী'র (walkie-talkie-র) কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। তাছাড়া, সংবাদপত্রের জন্যে যোগ্য কর্মী নির্বাচন ও প্রশিক্ষণের দিকেও তাঁদেরকে বিশেষভাবে নজর দিতে হবে। ভারতে বর্তমানে যাঁরা সাংবাদিকতা পেশায় শীর্ষস্থানে সমাসীন রয়েছেন তাঁরা সাংবাদিক ঠিকই, তবে এ দায়িত্ব পালনে এখনও তাঁদের পরিপক্কতা আসে নি। এ অবস্থা চিরকাল চলতে পারে না। নয়াদিল্লীতে সংবাদপত্রসমূহের যে বিশেষ প্রতিনিধি কর্তব্যরত থাকেন তাঁর উপর যে ধকল যায় তা' অত্যন্ত বেশি। এ কারণে, এমন দিন আসবে যখন তিনি তাঁর দেওয়া ও তাঁর নামাঙ্কিত (byline-যুক্ত) বিশেষ সংবাদ-প্রতিবেদন (news-report) দেখে আর আনন্দ পাবেন না। বরং নরমগোছের কিছু (যাতে স্নায়ুর ওপর চাপ পড়ে কম) যেমন দশটা-পাঁচটা

www.pathagar.com

অফিসের নিয়মানুগ কাঠামোতে শান্ত পরিস্থিতিতে সম্পাদকীয় লেখাকেই উক্ত আনন্দ অপেক্ষা বাঞ্ছনীয় বলে মেনে নেবেন। এমন কি, বার্তা–সম্পাদক (news-editor) ও মুখ্য অবর–সম্পাদকও (chief sub-editor) এ পর্যায়ে শান্তিতে কাজ করতে একান্ত আগ্রহী হয়ে উঠেন। প্রত্যেক যোগ্য সম্পাদককেই তাঁর অধীনস্থ পদসোপানের বিভিন্ন স্থানে নিয়োজিত কর্মীগণ কোন্ পরিক্রমায় শীর্ষে আসবেন সেটার একটা ছক তাঁকে মনে রাখতে হবে। সাংবাদিকতা পেশায় ভবিষ্যতের অধিকারী তরুণ কর্মীগণ যথাযোগ্য পর্যায়ে সুযোগ লাভ করছেন কি–না — এ বিষয়টির প্রতি দৃষ্টি রাখাও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। যাঁরা ভারতীয় সাংবাদিকতার উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কামনা করেন, অন্তত আর যাই হোক তাঁরা কখনও এ বিষয়টি এড়িয়ে যেতে পারেন না। আশার কথা, প্রতিভাবনা তরুণেরা সংবাদপত্রে চাকরি লাভের ব্যাপারে বেশ সুযোগ পাচ্ছেন। তাছাড়া, সংবাদপত্র–মালিকগণও প্রতিভাধর তরুণদের সাংবাদিকতা পেশায় বিশেষ সুযোগ–সুবিধা দিয়ে আকর্ষণের চেষ্টা করছেন। তবে এখনও আরও কিছু করার বাকি আছে। তাঁদেরকে প্রশিক্ষণ দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য হবে স্বাধীনচেতা সাংবাদিক গড়ে তোলা, দাস–মনোবৃত্তি সম্পন্ন সাংবাদিক নয়।

আমার বিশ্বাস, সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে ব্যক্তিত্ববাদ (individualism) ক্রমশ জনপ্রিয় হয়ে উঠবে। কোনো সংবাদ–খন্ড (news-item) বা প্রতিবেদনের শেষে দুর্বোধ্য সই বা পূর্ণাঙ্গ অনুস্বাক্ষরের চাইতে পাঠক সংবাদদাতা বা প্রতিবেদন লেখকের নাম বা ছদ্মনাম দেখতেই বেশি পছন্দ করে থাকেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও বৃটেনে এখনও সংবাদদাতা বা প্রতিবেদকের নাম না লেখার পদ্ধতি চালু থাকলেও 'সংবাদ–কাহিনীর (news-story)' লেখকের নাম দেওয়া থাকলে ঐ সংবাদের গুরুত্ব বিশেষভাবে বেড়ে যায়। ঠিক একই কারণে, যাঁর নাম যুক্ত করে কোনো সংবাদ ছাপা হয়, তিনি তাঁর নিজের সুনাম অক্ষুণ্ন রাখার জন্যে ঐ সংবাদের সত্যতা ও যাথার্থ্য (accuracy)' সম্পর্কে বিশেষভাবে সতর্ক থাকেন। আমি অবশ্য 'রূপক স্তম্ভকারগণের (key-hole columnists-এর)' কথা বলতে চাচ্ছি না, আমার বক্তব্যের লক্ষ্য হচ্ছে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে 'ভাষ্যকার (commentator)' ও 'বিবরণ–লেখকগণ (descriptive writers)'; এই শ্রেণীর সাংবাদিকগণ ভারতের জন্যে সম্পদ বলে গণ্য হতে পারেন। কারণ, এদেশে সুখ্যাতি খুব তাড়াতাড়ি ছড়িয়ে যায় এবং এর ঐতিহ্য অক্ষুণ্ন রেখে স্থায়ী সুনামের অধিকারী হওয়া যায়।

স্বাধীন ভারতে (Free India) সাংবাদিকতার পরিমণ্ডলে এখনও সেই মহান সম্পাদকের আগমন ঘটে নি, যিনি তাঁর কাগজের ছাপা প্রতিটি লাইনে স্বকীয় ব্যক্তিত্বের ছাপ রাখবেন, তাঁর অধীনস্থ প্রতিটি কর্মীর আন্তরিক আস্থা লাভ করবেন এবং সকালে চায়ের টেবিলে তাঁর কাগজকে এমন এক অদম্য আকর্ষণে পরিণত করতে সক্ষম হবেন যা'তে চা–পানরত স্বামী–স্ত্রী কাড়াকাড়ি এড়াতে ঐ কাগজের দু'টো করে কপি রাখতে বাধ্য হবেন। সত্যিই এমন একজন সম্পাদকের আবির্ভাব এখনো ঘটেনি ; তবে তাঁর আগমন আসন্ন এবং তাঁকে আসতেই হবে। তিনি এসে দৈনিক পত্রিকার সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে এমন নূতন প্রাণ ও শক্তির সঞ্চার করবেন প্রতিযোগী পত্রিকাগুলোকে এ চ্যালেঞ্জের মোকাবেলায় সমান প্রস্তুতি নিতে

www.pathagar.com

হবে। আর তা না পারলে সম্পাদকের আসনটি তাঁদেরকে যোগ্যতর ব্যক্তির দখলে ছেড়ে দিতে হবে।

[উপর্যুক্ত অনুচ্ছেদটি আমি ১৯৫২ সালে লিখেছিলাম। আমি মনে করি, আমরা এখনও সেই মহান ব্যক্তিটির আগমনের প্রতীক্ষায় আছি। তবে, আর এক দশক পার হওয়ার আগেই তাঁর অস্তিত্বের স্বাক্ষর রাখবেন তাতে তেমন সন্দেহ নেই।]

সবশেষে, আমরা নীতির আলোচনায় প্রসঙ্গান্তরে যেতে পারি। যেসব পাঠক বিশেষ মতানুসারী তাঁরা তাঁদের মতের প্রতিধ্বনি করে তেমন পত্রিকাই পাঠ করেন। সংবাদপত্র-পাঠক যে মতামত একেবারেই পছন্দ করেন না তেমন কিছু পরিবেশন করা হলে তাতে তাঁর অন্য কোনো সংবাদপত্রের গ্রাহক হওয়ার সম্ভাবনাই সবচাইতে বেশি থাকে। তবে স্বাধীন ভারতে যথেষ্ট মনোযোগ আকর্ষণের দাবিদার অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সংবাদপত্রের বলিষ্ঠ নেতৃত্ব দেওয়ার রয়েছে। বিশেষ করে, রাজনীতিকগণ যেখানে অপারগ হয়েছেন সেখানে পত্রিকাগুলোকেই নেতৃত্ব দেওয়ার জন্যে এগিয়ে আসতে হবে। এমন ভূমিকা পালন করতে পারলে তবেই সংবাদপত্র পড়ার ও তা'তে কাজ করার উপযুক্ত হয়ে উঠবে। সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে তরুণ কর্মিদলের এ কথা অনুধাবন করা আবশ্যক যে, তাঁদের দেশে তাঁদের পেশা অন্যতম মূল্যবান উপাদান 'মানবতা' দ্বারা সমৃদ্ধ।

www.pathagar.com

২

দেশী ভাষার সংবাদপত্র

(THE VERNACULAR LANGUAGE NEWSPAPERS)

— এ. এন. শিবরমন

ভারতে ইংরেজি ভাষায় প্রচারিত সংবাদপত্র সম্পর্কে যা বলা যায় ভারতীয় ভাষায় প্রকাশিত পত্রিকার বেলাতে সেই একই কথা বলা চলে। সম্পাদকীয় বিষয়বস্তু অথবা কাগজ প্রকাশের কলা-কৌশল—এই দুই দৃষ্টিকোণ থেকে উল্লিখিত দুই শ্রেণীর পত্রিকার মধ্যেকার পার্থক্যটি সম্পর্কে সহজেই অনেক কথাই বলা যায়।

মনে রাখা দরকার, ইংরেজি ভাষায় প্রচারিত অধিকাংশ সংবাদপত্র উনবিংশ শতাব্দীতে প্রকাশিত হয় এবং পত্রিকাগুলো ছিলো দ্বিভাষিক। (বর্তমান কালের ইংরেজি দৈনিকী 'অমৃতবাজার পত্রিকা' প্রথমে বাংলা সাপ্তাহিক পত্রিকা হিসেবে প্রচারিত হয়। পরে তা' ইংরেজি ভাষাতেও প্রকাশিত হতে থাকে।)

উল্লিখিত ধারণায়, ভারতীয় ভাষায় সাংবাদিকতার সূত্রপাত ও বিকাশ ইংরেজি সাংবাদিকতারই সমসাময়িক এবং সাংবাদিকতার এ দুটো শাখার চরিত্রও তাই মূলত ভিন্ন হতে পারে না। আজও, একই প্রতিষ্ঠানের আওতাতে ভারতীয় ও ইংরেজি ভাষায় পত্রিকা প্রকাশিত হচ্ছে।

আজকের খবরের কাগজের সঙ্গে উনবিংশ শতাব্দীর কাগজের কোনো মিল নেই বললেই চলে। তবু, সাংবাদিকতার সূত্রপাত ও বিকাশের ঐতিহাসিক পটভূমিকার আলোচনা তথ্যপিপাসুদের খোরাক যোগাবে।

লর্ড লিটন (Lord Lytton) ভারতের সংবাদক্ষেত্রের সূত্রপাত ও বিকাশকে দেশজ বলেন নি বরং একে 'বিদেশী' বলে বর্ণনা করেছেন। তবু কৌতূহলের বিষয় এই যে, অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগের আগে ছাপাখানার অস্তিত্ব না থাকলেও, এমন কি মোগল রাজত্বকালেও সাংবাদিকতার অস্তিত্ব ছিলো।[১] এভাবে আমরা দেখতে পাই, বার্তা–সাংবাদিকতা (news-

---

১. "কাফি খান রচিত 'মুনতাখাবাত আল্‌লুবাব'-এ সুস্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে সে সময় হাতে লেখা পত্রিকায় শিবাজী বংশের রাজারামের মৃত্যুর খবর প্রকাশিত হলে মোগল শিবিরের লোকজন তা প্রথম জানতে পারে। এই পত্রিকাটি সবচাইতে প্রাচীন হাতে লেখা সংবাদপত্র।

www.pathagar.com

journalism)এদেশে পূর্ণাঙ্গ সাংবাদিকতার আগেই শুরু হয়েছিলো এবং সে সাংবাদিকতার মাধ্যমও ছিলো দেশীয় ভাষা।

ভারতে বৃটিশ-শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরই দেশে সর্বপ্রথম মুদ্রিত সংবাদপত্র প্রকাশিত হয়। এই বিবেচনায় ভারতে ইংরেজদের আগমন সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে এক নতুন অধ্যায় সূচিত করে।

১৭৮০ সালে একজন ইংরেজ ভারত-প্রবাসী ইংরেজদের জন্যে কোলকাতা থেকে 'হিকিজ গেজেট' নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ করেন এবং তখন থেকেই ভারতে মুদ্রিত সংবাদপত্র বা সাময়িকীর যাত্রা শুরু বলা চলে।

'প্রাক-বিদ্রোহ' যুগ
('PRE-MUTINY' ERA)

১৮৫৭ সাল পর্যন্ত ভারতীয় সংবাদপত্রের তিনটি চিহ্নিত কাল-পর্যায় রয়েছে। সেগুলো হচ্ছে ঃ –

(১) ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সঙ্গে আগত ইংরেজ পরিচালিত সাময়িকীসমূহ (এগুলোর বেশির ভাগই ব্যক্তিগত পর্যায়ের এবং ভারত-প্রবাসী ইংরেজদের চাহিদা মেটানোর উপযোগী ;)

(২) খ্রিষ্টীয় মিশনারীরা ইংরেজি ও ভারতীয় ভাষায় সংবাদপত্র প্রকাশ শুরু করলে ভারতের সংবাদপত্রের দ্বিতীয় পর্যায় শুরু হয়। [দিক্ দর্শন ও সমাচার দর্পণ (১৮১৮) এই

ঐতিহাসিক কাফি খান রচিত ইতিহাস গ্রন্থটিতে সর্বপ্রথম তখনকার যুগের খবরের কাগজ সম্পর্কে ঐ সংবাদপত্রটির উল্লেখ করা হয়েছে। এর আগে কোনো ইতিহাস-গ্রন্থে খবরের কাগজের উল্লেখ পাওয়া যায় নি।

'কাফি খান তার গ্রন্থে আরও উল্লেখ করেছেন যে, সম্রাট আওরঙ্গজেবের সময় প্রতিটি সাধারণ সৈনিককে খবরের কাগজ সরবরাহ করা হতো। তিনি আরও লিখেছেন, সম্রাট আওরঙ্গজেবের সংবাদ প্রকাশের ব্যাপারে সংবাদপত্রগুলোকে বিশেষ স্বাধীনতা দিতেন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ তিনি উল্লেখ করেছেন, বঙ্গদেশে প্রকাশিত খবরের কাগজগুলো সম্রাটের সঙ্গে তাঁর দৌহিত্র আজিম-উশ্-শানের সম্পর্কের প্রশ্নে দারুণ সমালোচনা না ক'রে সেঈরুল মুতাখারিম'-এ ডাক ও প্রকাশনা-বিভাগের প্রধান কায়েম খানের (জব্বার খানের পুত্র) নাম উল্লেখ আছে। . . . মোগল সাম্রাজ্যের পতনের যুগেও হাতের লেখা সংবাদপত্র চালু ছিলো। সম্রাট আওরঙ্গজেব মাধোজী সিন্ধিয়া ও পেশোয়া'র নিকট বঙ্গদেশ থেকে কর আদায়ের জন্যে সহায়তা চেয়েছিলেন। এ কথাও দিল্লী থেকে ১৭৯২ সালে প্রকাশিত সরকারি সংবাদপত্রের বিবরণে লিপিবদ্ধ ছিলো। বৃটিশ ঐতিহাসিকগণ তথ্যটি উদ্ঘাটন করতে সমর্থ হয়েছেন।" — মার্গারিটা বার্নস প্রণীত 'ইন্ডিয়ান প্রেস,' পৃষ্ঠা ৩২-৩৩; 'ক্যালকাটা রিভিউ, '১২৪তম খণ্ড (১৯০৭), পৃঃ ৩৫৫-৫৮।

www.pathagar.com

পর্যায়ের সংবাদপত্রের দৃষ্টান্ত এবং এসব পত্রিকাই ভারতীয় ভাষায় সংবাদপত্রের পথিকৃৎ।]

(৩) মিশনারীদের প্রচারণার প্রতিক্রিয়া হিসেবে প্রধানত খ্রিষ্টীয় যাজকদের প্রচারণার পাল্টা জবাব দিতে কতিপয় ভারতীয় পত্রিকা প্রকাশ শুরু করেন। (১৮২১ সালে ভবানীচরণ ব্যানার্জী হিন্দু সমাজের রাজনৈতিক ও সামাজিক মতামতের সাপ্তাহিক প্রচারপত্র হিসেবে 'সংবাদ-কৌমুদী' প্রকাশ করেন। রাজা রামমোহন রায় পত্রিকাটি পরে কিনে নেন। এভাবেই সর্বপ্রথম একজন ভারতীয়ের মালিকানায় ভারতীয় ভাষায় সংবাদপত্র প্রকাশিত হয়।)

১৮২৬ সালে ভারতের প্রথম হিন্দি সংবাদপত্র 'উদান্ত-মার্তুন্দ' কোলকাতায় প্রকাশিত হয়। লক্ষ্য করার মতো বিষয়, হিন্দি পত্রিকা হিন্দি ভাষাভাষী এলাকার বাইরে প্রকাশিত হয়েছিলো।

১৮৩০ সাল নাগাদ তিনটে দৈনিক, একটি ত্রিসাপ্তাহিক (tri-weekly), দু'টো দ্বি-সাপ্তাহিক, সাতটি সাপ্তাহিক, দুটো দ্বিমাসিক ও একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হ'তে থাকে। এগুলোর সব ছিলো বাংলা ভাষার পত্রিকা। একই সময়ে ইংরেজি দৈনিক পত্রিকা ও অন্যান্য সাময়িকীর মোট সংখ্যা ছিলো ৩৩। অবশ্য কোলকাতায় ইংরেজি সংবাদপত্রের মোট গ্রাহকসংখ্যা ছিলো ২,২০৫।

১৮১৯ সালে 'মুম্বাই সমাচার' নামক পত্রিকার প্রকাশনা শুরু হওয়ায় গুজরাটি সংবাদপত্রেরও সমসাময়িক কালেই যাত্রা শুরু হয়। এর পরেই ১৮৩২ সালে 'জাম-ই-জামশেদ' নামক একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। এ দুটো পত্রিকা আজও দৈনিক সংবাদপত্র হিসেবে অস্তিত্ব রেখেছে।

১৮৩৭ সালে প্রথম মারাঠি পত্রিকা 'দিক্ দর্শন' প্রকাশিত হয়।

১৮৬৭ সাল অবধি ভারতীয় পত্রিকাগুলো লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, ঐসব পত্রিকায় প্রকাশিত বিষয়বস্তু সাহিত্য, সমাজ ও ধর্মীয় সমস্যাবলীর গণ্ডীতে সীমাবদ্ধ ছিলো ; রাজনীতি বা সরকারি প্রশাসনের ব্যাপারে পত্রিকাগুলো তেমন আগ্রহ দেখায় নি।

ভারতের অন্যান্য জায়গার মতো মাদ্রাজেও খ্রিষ্টান ধর্মীয় সমিতি (Christian Religious Tract Society) ১৮৩১ সালে 'দি তামিল ম্যাগাজিন' নামে প্রথম সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করে। অবশ্য ১৮৫৬ সালে মাদ্রাজ থেকে সত্যিকারভাবে গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ-পত্রিকা বলে বিবেচিত 'দিন বার্তামনি' প্রকাশিত হয়।

উল্লিখিত সময়ে হিন্দি ভাষাভাষী প্রদেশগুলোতে হিন্দি সাংবাদিকতার কোনো অস্তিত্ব ছিলো না, উর্দুই তখন সেখানকার সাংবাদিকতার জগতে একচেটিয়াভাবে ক্রিয়াশীল ছিলো। কিন্তু ১৮৫০ সাল থেকে এককভাবে হিন্দি সংবাদপত্র প্রকাশিত হলে এ অবস্থার পরিবর্তন ঘটে। যা'হোক, 'প্রাকবিদ্রোহ' যুগে দ্বিভাষিক সাংবাদিকতার ব্যাপক প্রচলন ছিলো।

www.pathagar.com

'বিদ্রোহ-পরবর্তী' কাল
(POST-MUTINY PERIOD)

আধুনিক সংবাদপত্রের দৃষ্টিভঙ্গিতে, 'বিদ্রোহ-পরবর্তী' কালের প্রকাশনাগুলো তুলনামূলকভাবে বেশি গুরুত্ব বহন করে।

'দি ইন্ডিয়ান প্রেস ইয়ার বুক' (১৯৫১-৫২) নামক পুস্তকে ইংরেজি পত্রিকাসহ তুলনামূলকভাবে গুরুত্বপূর্ণ ভারতীয় ভাষায় প্রচারিত সংবাদপত্রের একটা তালিকা দেওয়া হয়েছে। ঐ তালিকায় দেখা যায়, আজকে যেসব বড় বড় পত্রিকার অস্তিত্ব রয়েছে এগুলোর বেশির ভাগের প্রকাশনা শুরু হয়েছে ১৯২০ সালের পরে।

একমাত্র বঙ্গদেশ ছাড়া বিদ্রোহের সময় পর্যন্ত ভারতের আর কোথাও কোনো পত্রিকা প্রকাশিত হতো না। কোলকাতায় তথা বঙ্গদেশে ঐ সময় 'সমাচার সুধাবর্ষণ' নামে একটি দৈনিক হিন্দি পত্রিকাও প্রকাশিত হতো বলে জানা যায়। ১৮৫৪ সালে পত্রিকাটি প্রথম প্রকাশিত হয় এবং কোনোক্রমে ১৮৬৮ সাল পর্যন্ত স্বীয় অস্তিত্ব বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছিলো। কিন্তু পত্রিকাটির এর পরের ইতিহাস আমরা আর কিছুই জানি না।[২]

আলোচ্য সময়ের সূচনায়, দেশী ভাষায় প্রকাশিত সংবাদপত্রগুলোর অবস্থা সংক্ষেপে নিম্নলিখিতরূপে বলা যেতে পারে ঃ -

(১) সারাদেশ জুড়ে বিক্ষিপ্তভাবে কয়েকটি সাময়িকী প্রকাশিত হতো, এগুলোর প্রধান আলোচ্য বিষয় ছিলো ধর্মীয় ও সামাজিক সমস্যাবলী। তবে গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ঘটনাও সম্ভবত প্রকাশ করা হতো ; (২) তারবার্তাযোগে সংবাদ পাঠানোর বিষয় অজ্ঞাত ছিলো ; (৩) প্রকাশনাগুলোর অধিকাংশই ছিলো মাসিক বা পাক্ষিক শ্রেণীর এবং এসব পত্রিকার প্রচার-সংখ্যা কখনোই ১০০০ কপির বেশি হতো বলে মনে হয় না। অবশ্য বঙ্গদেশে প্রকাশিত পত্রিকাগুলোর প্রচার তুলনামূলকভাবে ভালোই ছিলো।

বিদ্রোহের ঠিক পর থেকেই ইঙ্গ-ভারতীয় সংবাদপত্রগুলো ভারতীয় জনগোষ্ঠীর নৈতিক পরিপক্বতা সম্পর্কে প্রশ্ন তুলে আক্রমণ চালাতে থাকে। ফলে, এ দেশে যে স্বাদেশিকতার জোয়ার আসে তাই শেষ পর্যন্ত উল্লিখিত ইঙ্গ-ভারতীয় পত্রিকাগুলোর বিরুদ্ধ-পক্ষ গড়ে তোলে। ভারতীয় মালিকানাধীন সংবাদপত্রের জন্ম হয়। ইংরেজ শাসকগোষ্ঠী যাতে ভারতীয়দের মনোভাব বুঝতে সক্ষম হন সে জন্যেই ভারতীয় মালিকানাধীন সংবাদপত্রগুলো প্রধানত ইংরেজি ভাষায় প্রকাশিত হতে থাকে। অবশ্য এসব পত্রিকার ভূমিকা প্রধানত আত্মরক্ষামূলক ছিলো। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মতো মনীষী একই সঙ্গে ভারতীয় ভাষায় ও

---

২. 'আর. আর. ভাটনগর, 'দি রাইজ এন্ড গ্রোথ অব হিন্দী জার্নালিজম, এলাহাবাদ, কিতাবমহল, ১৯৪৮, পৃষ্ঠা ৪২৮-২৯।

www.pathagar.com

সংবাদপত্র প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করতে থাকেন। তিনি 'সোম প্রকাশ' নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ করেন। এই পত্রিকাটি ১৮৬০ সালের নীল-বিদ্রোহের সময় অত্যন্ত সক্রিয় ভূমিকা পালন করে। বঙ্গদেশের কৃষক-সম্প্রদায় এর দরুন বিশেষভাবে উপকৃত হন। এ সময়ে পত্রিকাগুলোর ভূমিকা পরিবর্তিত হয়ে আক্রমণাত্মক পর্যায়ে পৌঁছায়।

রাজনৈতিক সাংবাদিকতা

১৮৬১ সালে ইন্ডিয়ান কাউন্সিলস এ্যাক্ট পাশের ফলে ভারতের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন সূচিত হয়। উল্লিখিত আইন পাশের দরুন বিশিষ্ট ভারতীয়রা প্রথমবারের মতো আইন-প্রণয়ন কার্যে অংশগ্রহণের সুযোগলাভ করলেন। এসব সংস্কারের দরুন জনসাধারণের মধ্যে বিশেষ আলোড়নের সৃষ্টি হয় এবং এ ঘটনার দু'দশকের মধ্যে কয়েকটি সংবাদপত্র প্রকাশিত হয়।

১৮৭৬ সাল নাগাদ ভারতীয় ভাষায় অনেকগুলো পত্রিকা প্রকাশিত হতে থাকে। তখন বোম্বাই প্রেসিডেন্সিতেই মারাঠি, গুজরাটি, হিন্দুস্থানি ও ফরাসি ভাষায় ৬২টি, উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ, অযোধ্যা ও মধ্যপ্রদেশে ৬০টি, বঙ্গদেশ ২৮টি এবং মাদ্রাজে তামিল, তেলেগু, মলয়ালম ও হিন্দুস্থানি ভাষায় ১৯টি পত্রিকা প্রকাশিত হয়। পত্রিকাগুলোর প্রচার-সংখ্যা স্বাভাবিকভাবেই কম হলেও তা ধীরে ধীরে বাড়ছিলো। এ সময় পত্রিকা-পাঠকের সম্ভাব্য সংখ্যা ১,০০,০০০-এর মতো বলে হিসেব করা হয়েছিলো এবং এককভাবে বিশেষ একটি পত্রিকার সর্বোচ্চ প্রচার-সংখ্যা ৩০০০ বলেও হিসেব করা হয়।[৩]

ভারতীয় মালিকানাধীন ইংরেজি পত্রিকাগুলোতে সাধারণত শাসকগোষ্ঠীকে উদ্দেশ্য করে এবং ইংরেজি জানা সংরক্ষণশীল জনসমাজের জন্যে যুক্তিতর্ক সহকারে লেখা হতো ; অথবা ভারতীয় ভাষায় প্রকাশিত সংবাদপত্রগুলোতে রাজনৈতিক বিষয়ে যা কিছু লেখা হতো, তার লক্ষ্য ছিলো সাধারণ মানুষ এবং সাধারণত তা লেখা হতো ঐসব লেখককে অনুপ্রাণিত করার জন্যে। সরকার, এ কারণে ভারতীয় ভাষায় প্রকাশিত সংবাদপত্রগুলোর স্বাধীনতা খর্ব করার বিষয় চিন্তা করতে লাগলেন। ১৮৭৮ সালে দেশীভাষায় প্রকাশিত সংবাদপত্র-আইন (Vernacular Press Act) বলবৎ করা হয়। এই আইন বলে ভারতীয় সংবাদপত্র প্রকাশনার ব্যাপারে কড়া বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়। সরকার, এই আইন বলে প্রয়োজনবোধে দেশী ভাষায় প্রকাশিত সংবাদপত্র-সম্পাদককে এই মুচলেকা দিতে বলার ক্ষমতা লাভ করলেন যে, তিনি তাঁর সংবাদপত্রে এমন কিছু প্রকাশ করবেন না যা আনুগত্যহীনতা প্রকাশে জনসাধারণকে উস্কে দেওয়ার জন্যে লেখা হয়েছে। অন্যথায়, সরকার ঐ সংবাদপত্র-সম্পাদককে তাঁর কাগজের প্রুফ-কপি নিরীক্ষা-নিষ্কাশন (censorship) করার জন্যে জমা

৩. বার্নস, 'দি ইন্ডিয়ান প্রেস', পৃষ্ঠা ২৭৬ ঃ 'নেটিভ প্রেস অব ইন্ডিয়া', স্যার জর্জ বার্ডউড প্রণীত (১৮৭৭ সালের ২৩শে মার্চ সোসাইটি অব আর্টস-এ পঠিত)

www.pathagar.com

দিতে বলার ক্ষমতাও লাভ করলেন। উল্লিখিত মুচলেকা ভঙ্গ হ'লে, জেলা-শাসকের নিকট পত্রিকার যে জামানত থাকে তা বাজেয়াপ্ত হয়ে যাবে।

'অমৃতবাজার পত্রিকা'র মতো সংবাদপত্র উল্লিখিত আইন বলবৎ হওয়ার সময় অবধি দ্বিভাষিক পত্রিকা ছিলো। এই পত্রিকার কর্তৃপক্ষ ধরে নিলেন তাঁদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্যে এই আইন বলবৎ করা হয়েছে। তাই তাঁরা এই পরিস্থিতির মোকাবেলায় উঠে-পড়ে লাগলেন। ফলে, পত্রিকাটি রাতারাতি পুরোদস্তুর পূর্ণাঙ্গভাবে ইংরেজি পত্রিকায় রূপান্তরিত হলো। এর পর থেকে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ থেকে ভারতীয় মালিকানায় আরও পত্রিকা প্রকাশিত হ'তে থাকে।

লর্ড রিপনের (Lord Ripon-এর) উদ্যোগে দেশীয় ভাষায় প্রকাশিত সংবাদপত্র আইনটি ১৮৮১ সালে বাতিল করা হয়। লর্ড রিপন শুধু এই আইন বাতিলই নয়, তিনি ভারতে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থার ভিত্তি স্থাপন করেন এবং সুযোগ্য ভারতীয়দেরকে স্থানীয় ও পৌর-প্রশাসনে অংশ নিয়ে সহযোগিতা করার আমন্ত্রণ জানিয়ে রাজনৈতিক উৎসাহের সঞ্চার করেন।

যেসব সংবাদপত্র ঐ সময় পর্যন্ত সংবাদ-প্রধান না হয়ে মতামত-প্রধান পত্রিকা ছিলো সেগুলো তারপর থেকে আধুনিক বিবেচনায় 'সংবাদপত্র' হয়ে ওঠে এবং সাপ্তাহিক পত্রিকাগুলো দৈনিক সংবাদপত্রে রূপান্তরিত হতে থাকে।

১৮৮১ সালের পরের দিকের সংবাদপত্রের ইতিহাস স্বাভাবিক সময়পঞ্জীর ক্রমানুসারে অনুসন্ধান করার চাইতে বরং সমসাময়িক সংবাদপত্রের অবস্থা বিবেচনায় অবরোহ-পদ্ধতিতে উল্লিখিত ইতিহাস পর্যালোচনা করে দেখাই বিশেষ লাভজনক।

সমসাময়িক পরিস্থিতি

[দেশী ভাষায় প্রকাশিত সংবাদপত্রের সংখ্যা ও প্রচার ইংরেজি সংবাদপত্রের মতোই বছর বছর বেড়ে চলেছে। সংবাদপত্র-রেজিস্ট্রার রক্ষিত বিবরণীতে দেখা গেছে, শিক্ষার প্রসার, জনসংখ্যা বৃদ্ধি, স্থানীয় ভাষার পৃষ্ঠপোষকতা, দ্রুত নগরায়ন ও বাড়তি মাথাপিছু আয় প্রভৃতি কারণেই এটা সম্ভব হয়েছে।

এই বই লেখার সময় সর্বশেষ যেসব পরিসংখ্যা পাওয়া গেছে তা'তে দেখা যায় সকল ভাষা, সকল রাজ্য ও সকল কাল পর্যায়ে প্রকাশিত কাগজের সংখ্যা ও প্রচার, উভয়ই বেড়েছে।[৪] ইংরেজি ভাষায় প্রকাশিত সংবাদপত্রের সংখ্যাই সবচাইতে বেশি (১৯৬০ সালে ১,৬৪৭টি)। হিন্দি সংবাদপত্রও খুব একটা পিছিয়ে নেই। এর সংখ্যা ১,৫৩২টি। ১৯৫৮ সালে ইংরেজি ও হিন্দি সংবাদপত্র-প্রকাশনা সমান পর্যায়ে উন্নীত হয়। মহারাষ্ট্র থেকেই সবচাইতে বেশি পত্রিকা প্রকাশিত হতো। এখান থেকে ১,২৭২টি সংবাদপত্র প্রকাশিত হতে থাকে।

৪. 'দি রেজিস্ট্রারস্ অব নিউজপেপারস্ ফর ইন্ডিয়া', ভারত সরকার, নয়াদিল্লী, ১৯৬১, প্রথম খন্ড, প্রথম অধ্যায়।

www.pathagar.com

মোট ৫,৩৭১টি পত্রিকা সংবাদপত্র-রেজিস্ট্রারের নিকট তাদের বার্ষিক বিবরণী পেশ করে, তবে এদের সবাই তাদের পত্রিকার প্রচার সংখ্যার কথা উল্লেখ করে নি। ৪,৬৫১টি পত্রিকা তাদের যে প্রচার-সংখ্যার কথা জানায় তাতে জানা যায় ঐ পত্রিকাগুলোর মোট প্রচার-সংখ্যা ছিলো ১৮২.১৯ লাখ। ইংরেজি ভাষা ছাড়া অন্যান্য ভাষায় প্রকাশিত পত্রিকাগুলোর মধ্যে প্রচার-সংখ্যার দিক থেকে হিন্দির স্থান শীর্ষস্থানীয় (৩৫.৮৩ লাখ)। এর পরবর্তী স্থান তামিল পত্রিকার (২৪.৮৬ লাখ)। ১৯৫১ সাল থেকে ১৯৬০ সালের মধ্যে তেলেগু সংবাদপত্রগুলোর প্রচার সবচাইতে বেশি বৃদ্ধি পায়। অবশ্য ১৯৬০ সালে মোট প্রচার-সংখ্যা উন্নীত হয় মাত্র ৬.৩১ লাখে।

হিন্দি পত্রিকাগুলো সংখ্যা ও প্রচারের দিক থেকে ভারতীয় ভাষায় প্রকাশিত দৈনিক সংবাদপত্রগুলোর মধ্যে শীর্ষস্থানের অধিকারী হয়। হিন্দি ভাষায় প্রকাশিত মোট দৈনিক সংবাদপত্রের সংখ্যা দাঁড়ায় ১১৬-তে। উর্দু ও ইংরেজি ভাষায় প্রকাশিত দৈনিক সংবাদপত্রের সংখ্যা ছিলো ৭৩ ও ৫০।

এ অধ্যায়টি যখন প্রথম লেখা হয়, উল্লিখিত তথ্যাদি যোগাড় করা তখন বেশ কঠিন ছিলো। বর্তমানে সংবাদপত্রসমূহের রেজিস্ট্রার যে বার্ষিক বিবরণী তৈরি করেন তা থেকে ভারতীয় সংবাদপত্র-জগতের পটপরিবর্তন সম্পর্কে জ্ঞান রাখা অনেকটা সহজ হয়ে উঠেছে। — সম্পাদক]

দি ইন্ডিয়ান প্রেস ইয়ার-বুক
(THE INDIAN PRESS YEAR BOOK)

১৯৫১-৫২-সালে ২২০টি দৈনিক সংবাদপত্র এবং কিছু সংখ্যক সাপ্তাহিক, পাক্ষিক ও মাসিক প্রকাশনার তালিকা দেওয়া রয়েছে। যেসব প্রদেশে দৈনিক সংবাদপত্রগুলো তখনও সারা প্রদেশ জুড়ে তাদের পত্রিকার প্রচার সংগঠিত করতে পারে নি, সেখানে সাময়িকীর আকারে প্রকাশিত কতকগুলো সাপ্তাহিক পত্রিকা দৈনিক সংবাদপত্রের ভূমিকা পালন করতো বলা চলে। আলোচ্য সময়ে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে সাপ্তাহিক, মাসিক অথবা পাক্ষিক পত্রিকা প্রকাশের পরিসংখ্যা ১-সংখ্যক তালিকায় দেওয়া হয়েছে।

আমরা ঐ তালিকা লক্ষ্য করলে দেখতে পাবো,' ৫০-এর দশকের প্রথমভাগে প্রায় ২২০টি সংবাদপত্রের মধ্যে ১৭৫টি ভারতীয় ভাষায় প্রকাশিত হতো। সেগুলো হচ্ছে ঃ হিন্দি ৪৪, উর্দু ৪৪, গুজরাটি ১৭, মারাঠি ১৭, মলয়ালম ১৫, তামিল ১১, কানাড়া ৯, বাংলা ৫, পাঞ্জাবি ৪, তেলেগু ৩, উড়িয়া ৩, সিন্ধি ২, আসামি ১।

[১৯৬০ সালে পৌঁছে উল্লিখিত পরিসংখ্যাসমূহে ব্যাপক পরিবর্তন ঘটে। সংবাদপত্রসমূহের সংখ্যা দাঁড়ায় : হিন্দি ১১৬, উর্দু ৭৩, গুজরাটি ৩৫, মারাঠি ৪২, মলয়ালম ৩০, তামিল ২৬, কানাড়া ৩০, বাংলা ৭, পাঞ্জাবি ১৩, তেলেগু ১৪, উড়িয়া ৫, সিন্ধি ০ ; আসামি ০। লক্ষ্য করার বিষয় এই যে, অধিকাংশ ভাষায় দৈনিক সংবাদপত্রের সংখ্যা এক দশকের কম সময়ের মধ্যে দ্বিগুণ, এমন কি ত্রিগুণ হয়েছে। — সম্পাদক]

www.pathagar.com

তালিকা-১

ভারতীয় ভাষায় প্রকাশিত সাময়িকীসমূহ

প্রদেশ	সাপ্তাহিক অথবা দ্বি-সাপ্তাহিক	মাসিক অথবা পাক্ষিক
১। আসাম	১	১
২। বিহার	৯	৪
৩। বোম্বাই	৪৩	৩৫
৪। দিল্লী	৫	১২
৫। মাদ্রাজ	১১	১৯
৬। মধ্যপ্রদেশ	২৫	৯
৭। উত্তরপ্রদেশ	১২	১৮
৮। পাঞ্জাব	৭	৩
৯। পশ্চিমবঙ্গ	৯	১১
১০। ত্রিবাঙ্কুর-কোচিন	৩	১
১১। মহীশূর	৩	৪
১২। হায়দ্রাবাদ	২	১
১৩। মধ্যভারত	২	–
১৪। রাজস্থান	৪	–
১৫। সৌরাষ্ট্র	১	–
১৬। কাশ্মীর	৩	–
১৭। ভূপাল	১	১
	মোট ১৪১	১১৯

প্রাক-যুদ্ধ পর্যায়

১৮৫৭ সাল থেকে ১৯৩৯ সাল অর্থাৎ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ পর্যন্ত সময়-পরিধিকে চারটি কাল-পর্যায়ে ভাগ করা যেতে পারে। যেমন ঃ (১) বিদ্রোহের পর থেকে ১৯০৮ সাল পর্যন্ত যখন ভারতের জাতীয় কংগ্রেস দলের ভেতরে নরম ও চরমপন্থীদের মধ্যে কলহ দেখা দেয়, ঠিক এ সময় ভারতীয় ভাষায় প্রকাশিত খবরের কাগজগুলো সাংবাদিকতার উপযোগী ভাষা ও রাজনৈতিক বক্তব্য প্রকাশের মূল বিষয়গুলো আত্মস্থ করে নেয় ; (২) ১৯০৮ থেকে ১৯২০ সাল, গান্ধীজী এ সময় কংগ্রেসের নেতৃত্ব নিজ হাতে তুলে নেন এবং প্রথম মহাযুদ্ধ অনুষ্ঠিত হয়। আলোচ্য সময়ে সংবাদপত্রগুলোর রাজনৈতিক ভাষ্য, বক্তব্য ও বিতর্ক আরও তীক্ষ্ম ও জোরালো হয়ে ওঠে ; (৩) ১৯২০ থেকে ১৯২৯ সাল, এ সময়ে অসহযোগ-আন্দোলন পরিচালিত হয়, স্বরাজ্য দল গঠিত হয় এবং ভারতে রাজনৈতিক সংস্কার-সংক্রান্ত বৃটিশ রাজকীয় কমিশনের আগমন ঘটে ; এবং (৪) ১৯৩০ থেকে ১৯৩৯ সালের মধ্যে দুটো অসহযোগ-আন্দোলন পরিচালিত হয়। আবিসিনীয় যুদ্ধ ও স্পেনের গৃহযুদ্ধ সংঘটিত হয়

www.pathagar.com

এবং ১৯৩৫ সালে ভারত-শাসন-আইন পাস হয়। এ ছাড়াও উল্লিখিত সময়ে ভারতের প্রদেশগুলো স্বায়ত্তশাসন অধিকার লাভ করে এবং সেখানে প্রতিনিধিত্বশীল সরকার গঠিত হয় এবং প্রাদেশিক আইন-পরিষদের সদস্যদের শতকরা একশো জনই ভারতীয়দের মধ্য থেকে নির্বাচিত হন।

তালিকা-২

১৮৫৭ থেকে ১৯৪০ সালের মধ্যে প্রকাশিত দৈনিক পত্রিকাসমূহ

প্রকাশনার ভাষা	প্রকাশিত দৈনিক পত্রিকার সংখ্যা			
	১৮৫৭-১৯০৮	১৯০৮-১৯২০	১৯২০-১৯২৯	১৯৩০-১৯৩৯
গুজরাটি	৪	–	৩	৩
মারাঠি	১	১	৩	৭
তামিল	১	–	–	২
বাংলা	২	–	–	১
মলয়ালম	২	১	২	৫
সিন্ধি	–	১	–	–
উর্দু	–	৫	১২	১০
তেলেগু	–	১	১	১
হিন্দি	–	৩	৫	৮
উড়িয়া	–	১	১	১
পাঞ্জাবি	–	১	১	১
কানাড়া	–	–	১	৪
আসামি	–	–	–	–

অন্য ৭৯টি পত্রিকা ১৯৪০ সাল থেকে বর্তমান সময়ে প্রকাশিত হয়েছে।

উপরের তালিকায় যেসব ক্ষেত্রে কোনো কিছু উল্লেখ করা হয় নি সেসব ক্ষেত্রে বা সেসব ভাষায় উল্লিখিত সময়ে কোনো পত্রিকা প্রকাশিত হয় নি এমন নয়। যেসব পত্রিকা প্রকৃতপক্ষে অস্তিত্ব বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছে উল্লিখিত সংখ্যাগুলো তারই হিসেব। কিছু পত্রিকা কিছুদিন যাবৎ প্রকাশিত হলেও বর্তমানে সেগুলোর অস্তিত্ব না থাকায় তালিকায় ঐসব পত্রিকার উল্লেখ করা হয় নি। এ ধরনের পত্রিকার সংখ্যা চালু পত্রিকার সমান। মাদ্রাজে ১৮৬৭ থেকে ১৯৩৭ সালের মধ্যে সাপ্তাহিক ও মাসিক পত্রিকাসহ মোট ৬৭৬টি সাময়িকী প্রকাশনা শুরু হয় ; এর মধ্যে উল্লিখিত সময় শেষে শুধু ১১৪টি পত্রিকা অস্তিত্ব বজায় রাখতে সক্ষম হয়।[৫] দৈনিক পত্রিকাগুলোর জন্ম-মৃত্যুর হার হয়তো এমন বেশি নয় ; কিন্তু তবু এ কথা ধরে

৫ "মাদ্রাজ লাইব্রেরি এসোসিয়েশন মেময়র্স" মাদ্রাজ, এপ্রিল, ১৯৪০ "দি উজ্ অব তামিল পিরিওডিক্যাল্স"–এস, আর, রংগনাথন এবং কে. এম. শিবরমন প্রণীত।

www.pathagar.com

নেওয়াই ভালো যে, যেসব পত্রিকা লোপ পেয়েছে সেগুলোর সংখ্যাও বর্তমান পত্রিকাগুলোর সংখ্যার সমান।

১৯৫০ সালে ভারতীয় ভাষায় প্রকাশিত যেসব দৈনিক সংবাদপত্রের প্রকাশনা বজায় ছিলো সেগুলোর প্রদেশওয়ারী হিসেব নীচে দেওয়া হলো ঃ

তালিকা-৩

১৯৫০ সালে ভারতীয় ভাষায় প্রকাশিত দৈনিক পত্রিকা

	১৯৫০ সালে দৈনিক পত্রিকার সংখ্যা ও প্রকাশনার ভাষা													
১। আসাম	১	১	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
২। বিহার	৩	–	৪	১	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
৩। বোম্বাই	৯	–	৩	৮	১৭	১৫	১	৩	–	–	–	–	–	–
৪। দিল্লী	৫	–	৬	৭	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
৫। মাদ্রাজ	৫	–	–	–	–	–	–	–	২	১১	২	–	–	–
৬। মধ্যপ্রদেশ	২	–	৪	–	–	২	–	–	–	–	–	–	–	–
৭। উত্তরপ্রদেশ	৫	–	১৫	৭	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
৮। ত্রিবাংকুর কোচিন			–	–	–	–	–	–	–	–	১৩	–	–	–
৯। পাঞ্জাবি	১	–	–	৬	–	–	–	–	–	–	–	৩	–	–
১০। মধ্যভারত	–	–	৩	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
১১। উড়িষ্যা	২	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	৩	–
১২। পশ্চিমবঙ্গ	৪	–	৪	২	–	–	–	–	–	–	–	১	–	৫
১৩। মহীশূর	৩	–	–	১	–	–	–	৬	–	–	–	–	–	–
১৪। হায়দ্রাবাদ	৪	–	–	৪	–	–	–	–	১	–	–	–	–	–
১৫। কাশ্মীর	–	–	–	৫	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
১৬। ভূপাল	–	–	–	৩	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
১৭। রাজস্থান	–	–	৫	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

১৮৮২ সালে জি. সুব্রমানিয়া আয়ার (G. Subrahmanya Iyer) সর্বপ্রথম তামিল ভাষায় একটি নিয়মিত সংবাদপত্র প্রকাশ করেন (সুব্রমানিয়া ১৮৮৫ সালে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস দল প্রতিষ্ঠাতা ব্যক্তিদের অন্যতম)। তিনি ১৮৭৮ সালে 'দি হিন্দ' পত্রিকার একজন উদ্যোক্তা ও ঐ পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, 'দি হিন্দু' (ইংরেজি)

www.pathagar.com

ও 'স্বদেশমিত্রন্' (তামিল) উভয় পত্রিকাই শ্রী সুব্রমানিয়া ১৮৯৮ সাল পর্যন্ত সম্পাদনা করেন এবং এরপর তিনি 'দি হিন্দু' থেকে পুরোপুরিভাবে 'স্বদেশমিত্রন' পত্রিকার সম্পাদকের দায়িত্বভার নিয়ে চলে যান। ১৮৯৯ সালে পত্রিকাটি তাঁর হাতেই দৈনিক পত্রিকায় রূপান্তরিত হয়।

১৮৯৯ থেকে ১৯১৭ সাল পর্যন্ত এটি একমাত্র তামিল দৈনিক হিসেবে একচেটিয়া প্রচার লাভ করে। ১৯১৭ সালের শেষের দিকে টি. ভি. কল্যাণসুন্দর মুদালিয়রের (T.V. Kalyansundara Mudaliar-এর) সম্পাদনায় 'দেশভক্তন' নামে একটি নূতন তামিল পত্রিকা প্রকাশিত হয়। পরে বিপ্লবী সাভারকর ভ্রাতাদের (Savarkar Brothers) অন্যতম সহকর্মী শ্রী ভি. ভি. এস. আয়ার (V.V.S. Iyer) কল্যাণসুন্দরের স্থলাভিষিক্ত হন। 'দেশভক্তন' পত্রিকার এই সম্পাদকদ্বয় তামিল ভাষায় তাঁদের পান্ডিত্যের জন্যে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। তাঁরা উভয়েই সহজ ও বিশেষভাবে সুখপাঠ্য শৈলীতে সুন্দর তামিল লেখায় বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করেছিলেন। ১৯২০ সালের শেষের দিকে এই কাগজের প্রকাশনা বন্ধ হয়ে গেলেও তামিল ভাষার নূতন ও চমৎকার ছাঁদ রচনায় এর বিশেষ অবদান রয়ে যায়।

এখানে একটা কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা দরকার যে, শ্রী সুব্রমানিয়া ভারতী (Subrahmanya Bharati) আধুনিক তামিল গদ্য ও পদ্যের ক্ষেত্রে উন্নয়ন সাধনের জন্যে এককভাবে বিরাট অবদান রাখেন। শ্রী সুব্রমানিয়া ছিলেন তামিল জাতীয় জাগরণের কবি ও 'ইন্ডিয়া' নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকার পরিচালক। কিছুদিনের জন্যে তিনি 'স্বদেশমিত্রনে'ও কাজ করেছিলেন।

১৯২৬ সাল পর্যন্ত কয়েক বছর যাবৎ আর কোনো নূতন দৈনিক পত্রিকা প্রকাশিত হয় নি। এই বছরে ডঃ পি. ভরদারাজুলু নাইডু (Dr. P. Varadarajulu Naidu) 'তামিলনাড়ু' নামে একটি দৈনিক পত্রিকা বের করেন। এর আগে থেকেই তিনি অবশ্য একই নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা পরিচালনা করতেন। বলিষ্ঠ ও খুব সহজ ভাষার জন্যে[৬] পত্রিকাটি বহু সংখ্যক পাঠককে আকৃষ্ট করতে সমর্থ হয় এবং 'স্বদেশমিত্রন' পত্রিকার প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে উঠে। কিন্তু ১৯৩০ সালে 'তামিলনাড়ু' মহাত্মা গান্ধী পরিচালিত আইন-অমান্য-আন্দোলনের সঙ্গে সহযোগিতা করতে ব্যর্থ হওয়ায় কিছুসংখ্যক কংগ্রেস দলীয় নেতা 'ইন্ডিয়া' নামে একটি নূতন পত্রিকা প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করলেন। ১৯৩১ ও '৩২- এ দুটো বছরে পত্রিকাটি বিশেষ সাফল্যের স্বাক্ষর রাখলেও আর্থিক সচ্ছলতা অর্জনে ব্যর্থ হয়। এভাবে ১৯৩৩ সাল নাগাদ মাদ্রাজ থেকে তিনটি তামিল সংবাদপত্র প্রকাশিত হ'তে থাকে। এগুলোর প্রতি কপির দাম ছিলো এক আনা ক'রে। এই পর্যায়ে 'জয়ভারতী' নামে আট পৃষ্ঠার আকর্ষী পত্রিকার (tabloid) প্রকাশনা শুরু হয়। এর দাম ধরা হয়েছিলো ৩ পাই ক'রে। ১৯৩৪ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ইংরেজি প্রভাতী পত্রিকা 'ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেসে'র কর্তৃপক্ষ 'দি ফ্রি প্রেস অব ইন্ডিয়া' তামিল ভাষায় দৈনিক 'দিনমণি' পত্রিকা প্রকাশনা শুরু করে। টি. এস. চোকালিংগম

[৬]. বিকৃত বা অব্যাকরণোচিত ভাষায় নয়।

www.pathagar.com

(T. S. Chockalingam) পত্রিকাটির সম্পাদক নিযুক্ত হন। ১৯৩০ সাল পর্যন্ত শ্রী চোকালিংগম 'তামিলনাড়ু' পত্রিকায় কার্যরত ছিলেন। ছয় পাই মূল্যের এই দৈনিক পত্রিকাটি সচিত্র নিবন্ধমূলক আকর্ষণীয় পত্রিকা হয়ে উঠে। পত্রিকার প্রধান প্রধান নিবন্ধগুলো সরাসরি পত্রিকার উপরিভাগ থেকে নীচু অবধি ছাপা হতো।

প্রকাশনার মাত্র তিন সপ্তাহের মধ্যেই 'দিনমণি' সাফল্য লাভ করে। তখন সব তামিল পত্রিকা মিলিতভাবে যত কপি প্রচারিত হতো, 'দিনমণি'র প্রচার-সংখ্যা সম্ভবত তার চেয়েও বেশি ছিলো। 'দিনমণি'র প্রথম অবস্থায় প্রচার-বৃদ্ধির দরুন অন্যান্য তামিল পত্রিকার প্রচার কমে যায়। তবে 'দিনমণি' প্রকাশিত হওয়ার দরুন সামগ্রিকভাবে সংবাদপত্র পাঠকের সংখ্যাও বেড়ে যায়। এর আরও কয়েক মাস পরে অন্যান্য পত্রিকার প্রচার-সংখ্যা দারুণভাবে কমে যেতে থাকে। 'দিনমণি' পত্রিকার যে বিক্রয়-মূল্য নির্ধারণ করা হয়েছিলো তাতেও এর সাফল্য নিহিত। 'তামিলনাড়ু' ও 'ইন্ডিয়া'— এ পত্রিকা দুটো 'দিনমণি' প্রকাশের কিছুকালের মধ্যে বন্ধ হয়ে যায় এবং শেষোক্ত পত্রিকাটি আনুষ্ঠানিকভাবে 'দিনমণি' পত্রিকার সঙ্গে একত্রিত হয়ে যায়।

এদিকে 'জয়ভারতী' ১৯৪০ সাল পর্যন্ত প্রকাশিত হতে থাকে, কারণ পত্রিকাটি 'দিনমণি' বা 'স্বদেশমিত্রন' পত্রিকার প্রতিদ্বন্দ্বী পত্রিকা ছিলো না এবং এর দামও ছিলো প্রতি সংখ্যা ৩ পাই ক'রে। তবে পত্রিকাটি তেমন বেশি না থাকায় রেলযোগে পত্রিকা পাঠানো বেশ ব্যয়বহুল হয়ে উঠে। 'দিনমণি' পত্রিকা প্রকাশের দুই বা তিন বছরের মধ্যে 'স্বদেশমিত্রন' পত্রিকার দাম কমিয়ে সংখ্যা প্রতি ৬ পাই করতে হয়। কিছু দিনের মধ্যে 'স্বদেশমিত্রন' সচিত্র নিবন্ধ-পত্রিকায় রূপান্তরিত হয়।

সকল তামিল দৈনিক পত্রিকাই এখন উল্লিখিত বৈশিষ্ট্য নিয়ে প্রচারিত হচ্ছে। সকল সংবাদপত্রই এখন পাতাভর্তি 'ফলাও শিরোনাম (banner heading)' তিন বা দুই স্তম্ভ 'শীর্ষক (heading),' ছবি এবং আধুনিক ও প্রচারবহুল সংবাদপত্রের অন্যান্য সকল অঙ্গসৌষ্ঠব নিয়ে প্রকাশিত হচ্ছে। সব পত্রিকার মূল্যই এক আনা করে ধার্য করা হয়।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শুরুতে মাদ্রাজে 'দিনমণি' ও 'স্বদেশমিত্রন' — এই দুটি দৈনিক পত্রিকাই প্রকাশিত হতে থাকে।

১৯৪০ সালে তৃতীয় তামিল দৈনিক পত্রিকা 'ভারত দেবী'র প্রকাশনা শুরু হয়। ১৯৩৫ সাল থেকে আরও একটি তামিল পত্রিকার অস্তিত্ব বজায় ছিলো। তবে এই পত্রিকাটি প্রকৃতপক্ষে একটি মতপ্রধান পত্রিকা ছিলো। 'বিধুথালাই' নামের এই পত্রিকাটি অব্রাহ্মণ বা কুলীন-প্রথা বিরোধী আন্দোলনেই নিয়োজিত ছিলো বলে বলা হয়। ১৯৪৩ সালে শ্রী টি. এস. চোকালিংগম দৈনিক 'দিনমণি' পত্রিকার সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ করে ১৯৪৪ সালে 'দিনসারী' নামে একটি নূতন পত্রিকা বের করেন। পত্রিকাটি ১৯৫২ সাল পর্যন্ত প্রকাশিত হয়।

১৯৪২ সালে মাদ্রাজ থেকে ৩০০ মাইল দূরে মাদুরাই শহর থেকে 'থান্থী' পত্রিকার প্রকাশনা শুরু হয় এবং একই সঙ্গে মাদ্রাজ, সালেম ও ত্রিচুরাপল্লী এ তিনটি শহর থেকে ঐ পত্রিকার তিনটি সংস্করণও প্রকাশিত হতে থাকে। তবে এখন পত্রিকাটির মাদ্রাজ ও মাদুরাই

www.pathagar.com

সংস্করণ প্রকাশিত হচ্ছে না। মাদ্রাজের বস্ত্রশিল্প-কেন্দ্র কয়েম্বাটোর থেকে প্রকাশিত 'নব ইন্ডিয়া' ও মাদুরাই থেকে প্রকাশিত আরও একটি নূতন কাগজ 'তামিল নাড়ু'র কথাও এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে। এমনিভাবে দেখা যায়, ১৯১৫ থেকে ১৯৫২ সালের মধ্যে ১৫টি নূতন পত্রিকা প্রকাশিত হয় এবং এর মধ্যে শেষ পর্যন্ত সাতটি পত্রিকা টিকে থাকতে সমর্থ হয়।

এসব পত্রিকার বিভিন্ন কাল-পর্যায়ের বিস্তারিত জরীপ করার মাধ্যমে পাঠক তামিল এলাকার সংবাদপত্রগুলোর ভাষা, 'অঙ্গসজ্জা' (make-up) প্রচার ও বিক্রয়-সংগঠনের বিকাশ সম্পর্কে জানতে পারেন।

ভাষার ক্রমবিকাশ

ইংরেজি পত্রিকাগুলোতে প্রকাশিত সকল বিষয় তামিল ভাষায় প্রকাশের প্রথম পথিকৃত হিসেবে দৈনিক 'স্বদেশমিত্রন' কৃতিত্বের পুরো দাবীদার। পত্রিকাটি প্রকৃতপক্ষে বর্তমান শতাব্দীর প্রথম দুই দশকে এ ব্যাপারে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। রাজনীতি ও প্রশাসন-ক্ষেত্রে ব্যবহৃত অনেকগুলো ইংরেজি পরিভাষার পরিবর্তে অনেকগুলো নূতন শব্দ গড়ে তোলা হয়। এর মধ্যে কিছু শব্দ সম্পূর্ণ নূতন, আবার কিছু শব্দ সংস্কৃত থেকে নেওয়া হয়। ইংরেজি ভাষা যাঁরা জানেন না, তামিল ভাষায় প্রকাশিত সংবাদপত্র যাতে তাঁদের নিকট বোধগম্য ও সুখপাঠ্য হয় সেজন্যে সব রকমেই চেষ্টা করা হয়, কিন্তু তবু রচনাশৈলীর মধ্যে কৃত্রিমতা পুরোপুরি পরিহার করা সম্ভব হয় নি। 'দেশভক্তন' পত্রিকাটি সংবাদপত্রের ভাষায় একটা সহজ গতি সঞ্চার করে, কিন্তু 'স্বদেশমিত্রন' পত্রিকা ভাষায় শৈলীগত পরিবর্তনের জন্যে যথেষ্ট সময় টিকে থাকতে পারে নি।

'দি ইন্ডিয়া' ও 'তামিলনাড়ু' পত্রিকা সহজ, সরল ও সরাসরি বক্তব্য উপস্থাপনার উপযোগী ভাষাশৈলীর প্রবর্তন করে। তবে সার্বিক সংবাদ পরিবেশনায় 'স্বদেশমিত্রন' পত্রিকার মতো তা সর্বাঙ্গ সুন্দর ছিলো না, কিন্তু 'দিনমণি' পত্রিকা প্রকাশের দু'বছরেই সংবাদপত্র জগতে বৈপ্লবিক পট পরিবর্তন ঘটে। সংবাদপত্রে বিভিন্ন লেখা যাতে নূতন পাঠক বুঝতে পারেন সেজন্য যথাসম্ভব সতর্কতা ও যত্ন নেওয়া হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ উল্লেখ করা যায় যে, 'দিনমণি' পত্রিকা প্রকাশিত হওয়ার পর প্রথম দুই বা তিন বছরে কখনও শুধু এ কথা বলেই ক্ষান্ত হয় নি, "ম্যানিলা শহরে ভূকম্পন অনুভূত হয়েছে", বরং পাঠক যাতে সন্দেহের দোলায় দুলতে না থাকেন সেজন্যে এ কথা আবশ্যিকভাবে যোগ করে দেওয়া থাকতো, "ম্যানিলা মালয়ের প্রায় ৪,০০০ মাইল পূর্বে অবস্থিত ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জের রাজধানী।" এটিই এই পত্রিকার সমধিক 'জনপ্রিয়তা' লাভের প্রধান কারণ।

www.pathagar.com

প্রচার

প্রথম মহাযুদ্ধের আগে জনচিত্তে চাঞ্চল্য সৃষ্টি করার মতো তেমন কোনো ঘটনা ঘটতে না। অবশ্য মাঝে-মধ্যে হয়তো লোকমান্য তিলকের (Lokamanya Tilak-এর) মতো বিশিষ্ট রাজনৈতিক নেতার গ্রেফতারের সংবাদে খবরের কাগজের প্রতি জনসাধারণ আগ্রহী হয়ে উঠতো। ১৮৯৭ সালের বুয়র যুদ্ধের (Boer War) পর থেকে জনসাধারণ খবরের কাগজের প্রতি আকৃষ্ট হতে থাকেন। এই সুযোগ গ্রহণ করে 'স্বদেশমিত্রন' প্রথমে সাপ্তাহিক, পরে ত্রি-সাপ্তাহিক ও শেষে দৈনিক সংবাদপত্রে উন্নীত হয়। রুশ-জাপান যুদ্ধও একশ্রেণীর জনসাধারণকে সংবাদমনা করে তোলে এবং ১৯০৬ থেকে ১৯০৯ সাল পর্যন্ত স্বদেশী আন্দোলনের ফলে পাঠক ও সংবাদপত্রের মধ্যে নিবিড় সম্পর্ক গড়ে ওঠে। অবশ্য প্রথম মহাযুদ্ধই প্রকৃতপক্ষে জনসাধারণকে সংবাদপিপাসু করে তোলে।

১৯১৫ সালে এ. রংগস্বামী আয়েংগার (A. Rangaswami Iyenger) 'স্বদেশমিত্রন' পত্রিকার সম্পাদকের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তখনও তিনি 'দি হিন্দু' পত্রিকার ঊর্ধ্বতন সহকারী সম্পাদক। তাঁর সম্পাদনায় পত্রিকাটির মান ও সংবাদ-পরিবেশনার বিশেষ উন্নতি সাধিত হয়। যাহোক শ্রী আয়েংগার ১৯২৮ সালে 'দি হিন্দু' পত্রিকায় আবার ফিরে যাওয়া অবধি 'স্বদেশমিত্রনে'র সম্পাদনায় নিয়োজিত ছিলেন।

ঐ সময়ে কাগজের প্রচার-সংখ্যা কত ছিলো তা নির্ণয় করা যায় না। তবে মোটামুটিভাবে ধরে নেওয়া যেতে পারে যে ১৯২৮ সাল পর্যন্ত তামিল দৈনিক পত্রিকাগুলোর মোট প্রচার-সংখ্যা কখনই ১২,০০০-এর বেশি ছিলো না। এর মধ্যে শতকরা ৬০ ভাগ কাগজ ডাকযোগে গ্রাহকের নিকট পাঠানো হতো। তখন একমাত্র জেলা-সদর এবং রেলপথে সংযুক্ত বড় বড় পৌরসভা অঞ্চলে ছাড়া আর কোথাও তেমন সংবাদপত্র বিক্রয়ের জন্য এজেন্সি-প্রথা গড়ে ওঠে নি। সংবাদপত্রের প্রচার-বৃদ্ধির পথে এটি বিরাট অন্তরায়।

এজেন্সি-প্রথা

তামিল ভাষাভাষী জেলাগুলোতে সংবাদপত্র বিক্রয় ও বিতরণের জন্যে অনেক এজেন্ট নিয়োজিত রয়েছেন। এজেন্টগণ সংবাদপত্র অফিস থেকে কাগজের সরবরাহ পেয়ে আওতাধীন এলাকার গ্রাহক ও দোকানগুলোর মধ্যে বিলি করে দেন। এ ছাড়াও, অধিকাংশ এজেন্ট তাঁর এলাকার ১০/১৫টি গ্রামে ঐ কাগজ বিলিরও দায়িত্ব নিয়ে থাকেন। ফলে, পল্লী-এলাকায় মাদ্রাজে প্রকাশিত সংবাদপত্রগুলোর প্রচার বেশ ভালোই ছিলো। এজেন্সী-প্রথার সূত্রপাত ও বিকাশের ইতিহাস সংবাদপত্র-শিল্পের ক্ষেত্রে মোটেই নগণ্য নয়, বরং সংবাদপত্রের গ্রাহক সৃষ্টিতে এর সক্রিয় ভূমিকাও রয়েছে।

১৯৩০ সালে আইন-অমান্য-আন্দোলন শুরুর আগে, সে সময়কার গান্ধীবাদী আন্দোলনের অন্যতম গোঁড়া সমর্থক এস. গনেশন (S. Ganesan) ত্রি-সাপ্তাহিক পত্রিকা

www.pathagar.com

'স্বতন্ত্র সাংঘু' পত্রিকার প্রকাশনা শুরু করেন। ('স্বতন্ত্র সাংঘু'-অনুবাদ করলে অর্থ দাঁড়ায় স্বাধীনতার উদাত্ত আহ্বান) আট-পৃষ্ঠাবিশিষ্ট সিকি-ক্রাউন আকৃতির এই পত্রিকাটির প্রথম পাতায় একটি রাজনৈতিক ব্যঙ্গচিত্র এবং অবশিষ্ট সাত পৃষ্ঠায় জাতীয়তাবোধমূলক লেখা, সরকার-বিরোধী ভাষ্য ও উত্তেজনাকর লেখায় পূর্ণ থাকতো। পত্রিকাটি অত্যন্ত জনপ্রিয়তা লাভ করে এবং গান্ধী-আরউইন-চুক্তি (Gandhi-Irwin Pact) সম্পাদন ও ১৯৩২ সালের দ্বিতীয় আইন-অমান্য-আন্দোলনের মধ্যবর্তী এক বছর সময়ে তামিলনাড়ুতে বিশেষভাবে জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। আইন-অমান্য-আন্দোলনের উৎসাহী কর্মীরা নিজেরাই 'সাংঘু' পত্রিকা সংগ্রহ করে তা স্থানীয়ভাবে বিলি করার দায়িত্ব নেয়। যদিও ব্যাপারটা ঠিক বাণিজ্যিক ভিত্তিতে শুরু হয় নি, তবু দেখা যায় মাদ্রাজে প্রকাশিত একটি কাগজকে দূরবর্তী গ্রামাঞ্চলের লোকের হাতে তিন পাই-এর বিনিময়ে তুলে দেওয়া এজেন্টদের জন্যে যথার্থই লাভজনক। এভাবে 'সাংঘু' ও 'গান্ধী' (একই ধরনের আরও একটি পত্রিকা) নামের দুই পত্রিকার প্রচার প্রায় এক লাখ পর্যন্ত উন্নীত হয়। উল্লিখিত পন্থায় সারা মাদ্রাজে তামিলভাষীদের মধ্যে সংবাদপত্র-পাঠ প্রসার লাভ করে। 'সাংঘু' পত্রিকাটি পরে দ্বি-সাপ্তাহিক পত্রিকায় পরিণত হয় এবং ১৯৩৪ সালে এর প্রকাশনা বন্ধ হয়ে যায়। যাহোক তখন থেকে সংবাদপত্র বিক্রি ও বিলি তথা প্রচারের ব্যাপারে এজেন্সী-প্রথা কায়েমী হয়ে গেছে। অথচ ১৯৩০ সালের আগে পর্যন্ত কমপক্ষে শতকরা ৫০টি কাগজ ডাকযোগে সরাসরি পাঠকের নিকট পাঠানো হতো। এখন পত্রিকার বিলি-ব্যবস্থা এমনভাবে পাল্টে গেছে যে, কোনো নূতন সংবাদপত্র বেরুলে তার শতকরা ৮০ ভাগের প্রচার এজেন্টের ওপর নির্ভর করে।

মূল্য নির্ধারণ

আগেই বলা হয়েছে, প্রথমদিকে 'দিনমণি' পত্রিকার যে দাম নির্ধারণ করা হয়েছিলো তা প্রচারগত সাফল্যের অন্যতম কারণ। মনে রাখা দরকার, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে একজন সাধারণ কারখানা-শ্রমিক যে পাঁচ সেন্ট দিয়ে এক কপি 'নিউইয়র্ক টাইমস্' কিনতেন তা তাঁর দু'মিনিটের আয়ের সমান। অথচ ভারতে এক আনা আয় করতে সম্ভবত এক ঘন্টা সময় লেগে যায়। মূল্য নির্ধারণের বিষয়টি যে কত গুরুত্বপূর্ণ তা 'দিনমণি'র অভিজ্ঞতা থেকে বোঝা যায়। ১৯৫১ সালের জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি মাসে পত্রিকার দাম এক আনা থেকে দেড় আনা বাড়িয়ে দেওয়ায়, 'পত্রিকা-প্রচার গণনাকারী-বিভাগের প্রশংসা-পত্র (A B C Certificate)' অনুযায়ী জানা যায়, দু'মাসে পত্রিকার গড় প্রচার-সংখ্যা ৫৫,০০০-এ নেমে যায়। অথচ ১৯৫০ সালে ডিসেম্বর মাসে এই প্রচার সংখ্যা ছিলো ৬৭,০০০।

খবরের কাগজের এই প্রচার হ্রাসে তেমন অবাক হওয়ার কিছু নেই। কারণ, গ্রামীণ গৃহস্থ যদি একান্তই সাংবাদপত্র বা সাময়িকীর জন্যে তার পারিবারিক বাজেটে বরাদ্দ রাখেন তবে তার স্থান হয় তালিকায় সবার নীচে। এ কারণে, পত্রিকা বিক্রিতে উল্লিখিত হ্রাস আবার পুষিয়ে আসতে বেশ কয়েক মাস লেগে যায়। একটা খবরের কাগজ সাধারণত দুই বা

www.pathagar.com

তিনজনে পড়ে থাকে। তাই খবরের কাগজ বিক্রি কমে গেলে পাঠক–সংখ্যাও ঠিক ততটা কমে যাবে–এমন কোনো কারণ নেই। এ জন্যে, খবরের কাগজের দাম যত কম রাখা যায় সামাজিক দিক থেকে ততই মঙ্গল।

হিন্দি পত্রিকাগুলোর প্রচার অন্যান্য ভাষায় প্রকাশিত পত্রিকাগুলোর মতো নয়। অধিকাংশ হিন্দি পত্রিকার দাম দু' আনা করে। এই বাড়তি দাম পত্রিকার কমতি প্রচারের অন্যতম কারণও হতে পারে। বঙ্গদেশে পত্রিকা প্রচারের পরিস্থিতি একটু স্বতন্ত্র। কারণ, অন্যান্য প্রদেশের তুলনায় সেখানে সংবাদপত্র পাঠের অভ্যাস ব্যাপক প্রসার লাভ করেছে।

ভ্রান্ত ধারণা

যাঁরা ইংরেজি পত্রিকার পাঠক এবং যাঁরা তামিল ভাষায় পত্রিকা পড়েন না তাঁদের তামিল পত্রিকাগুলোর সম্পর্কে কিছু ভুল ধারণা রয়েছে। সেগুলোর বিষয়ে পরিষ্কার বক্তব্য রাখা প্রয়োজন বলে মনে করছি। এ রকম একটা বদ্ধমূল ধারণা রয়েছে যে, তামিল পত্রিকায় প্রকাশের আগেই অনেক সংবাদ ইংরেজি পত্রিকায় প্রকাশিত হয় এবং ইংরেজি পত্রিকার গুরুত্বপূর্ণ সংবাদসমূহ যে ব্যাপকভাবে পরিবেশিত হয় তামিল পত্রিকাগুলোতে ঐসব সংবাদ সেভাবে ছাপা হয় না।

যখন টেলিপ্রিন্টার চালু হয় নি, তখনকার সময়ে উল্লিখিত অভিযোগ হয়তো সত্যি হতে পারে, তবে বর্তমানে সে কথা প্রয়োজ্য নয়। তামিল সংবাদপত্রে ব্যক্তিগতভাবে কাজ করার অভিজ্ঞতা থেকে আমি এ কথা জোর দিয়ে বলতে পারি যে, দেশী ভাষায় প্রকাশিত পত্রিকাসমূহে (নিজস্ব পরিমন্ডলে প্রত্যেকটি সমগুরুত্বপূর্ণ পত্রিকার তুলনামূলক বিচারে) সংবাদ ছাপার সময় ও সংবাদের বিস্তারিত বর্ণনা–এ দুই বিষয়েই ইংরেজি পত্রিকাগুলোর মতোই সমানভাবে (সার্বিক বিবেচনায়) পরিবেশিত হয়ে থাকে। শুধু তাই নয়, ভারতীয় ভাষায় প্রকাশিত সংবাদপত্রগুলোর ক্ষেত্রে আরও দাবি করা যায় যে, এসব পত্রিকায় যেভাবে সংবাদ পরিবেশন করা হয়ে থাকে তা পাঠকের কাছে তুলনামূলকভাবে বেশি বোধগম্য। তারযোগে পাঠানো সকল সংবাদ ইংরেজি ভাষাতেই খবরের কাগজের অফিসে পৌঁছায়। ইংরেজি সংবাদপত্রের বেলায় বেশ কিছুটা সুবিধা আছে বার্তা–সম্পাদনার ক্ষেত্রে। যেমন, কোনো একটি বিশেষ 'সংবাদখন্ড (news-item)' সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট অবর–সম্পাদক ভালো করে বুঝে উঠতে না পারলেও তা ছাপাখানায় পাঠিয়ে দেওয়া সম্ভব। কিন্তু তামিল ভাষায় প্রকাশিত সংবাদপত্রে একজন অবর–সম্পাদকের নিকট বিষয়টি এত সহজ নয়। তাঁকে তারযোগে বা টেলিপ্রিন্টারে পাওয়া যে–কোনো সংবাদখন্ডের প্রতিটি অনুচ্ছেদের অর্থ ও তাৎপর্য বুঝে তা তামিল ভাষায় অনুবাদ করতে মবে। এ ক্ষেত্রে তাঁকে শুধু সম্পাদনাই নয় বরং একই সঙ্গে অনুবাদক ও টীকাকার হিসেবেও কাজ করতে হয়। তাই দেশী ভাষাভিত্তিক সাংবাদিকতায় নীচু স্তরের বুদ্ধি–বৃত্তিগত বিকাশ বর্তমান বলে যে ধারণা করা হয় তার কোনো সঙ্গত কারণ নেই।

www.pathagar.com

একটি ইংরেজি অনুচ্ছেদ সম্পূর্ণ অনুবাদ করে ছাপাখানায় অক্ষর সাজানো হলে যে জায়গা দখল করে, তা মূল ইংরেজি অনুচ্ছেদের চাইতে বেশি। সমস্যা হচ্ছে, সকল ভারতীয় ভাষাতেই স্বরবর্ণের প্রতীক চিহ্ন (যেমন, ি, ী প্রভৃতি) রয়েছে; অথচ ইংরেজিতে তা নেই। এজন্যে, ইংরেজিতে যেখানে ৭ পয়েন্ট টাইপে অক্ষর সাজানো যায় সেখানে ভারতীয় ভাষায় চোখে ভালো করে দেখতে পাওয়ার জন্যে ৯ অথবা ১০ পয়েন্ট (৭২ পয়েন্টে এক ইঞ্চি) অক্ষর সাজাতে হয়। এভাবে বাংলায় অক্ষর সাজাতে ইংরেজির তুলনায় শতকরা ৫০ ভাগ বেশি জায়গা দরকার হয়।

স্বাভাবিকভাবেই কিছু লোক মনে করে যে একই আকারের একটি দেশী ভাষায় প্রকাশিত খবরের কাগজে ইংরেজি পত্রিকার মতো অত বেশি ও বিস্তারিত খবর থাকতে পারে না। কিন্তু আসলে ব্যাপারটা ঠিক তা নয়। যেসব বক্তৃতা বা বিবৃতি, গুরুত্বের কারণে পূর্ণাঙ্গভাবে ছাপার দরকার ঠিক সেভাবেই দেশী ভাষার পত্রিকাগুলোতে হুবহু ছাপা হয়। অন্যান্য সংবাদখন্ডের বেলায়, অবর-সম্পাদকগণ সেগুলোকে বিষয়বস্তু ঠিক রেখে যথাসম্ভব সহজ ভাষায় ও সংক্ষিপ্ত আকারে নূতন করে রচনা করেন এবং এ সঙ্গে যাতে কোনো সম্পর্কিত বিষয় বাদ না পড়ে সে বিষয়েও যত্নবান হন।

ক্রিকেট বা টেনিস প্রতিযোগিতার মতো বিভিন্ন খেলাধূলার বিষয় ইংরেজি সংবাদপত্রের কমবেশি শতকরা ১০ ভাগ জায়গা জুড়ে থাকে। কিন্তু ভারতীয় সংবাদপত্রে সাধারণত এমনটা দেখা যায় না। সংবাদপত্রের এই জায়গাটা বরং সাধারণভাবে গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ ও বিভিন্ন জেলার খবর অর্থাৎ মফস্বল সংবাদের জন্যে সংরক্ষিত রাখা হয়। মফস্বল সংবাদ মাদ্রাজ থেকে প্রকাশিত খবরের কাগজগুলোর অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য।

মাদ্রাজের গ্রামে ইংরেজি সংবাদপত্র পাঠকের সংখ্যা খুব কম না হলেও ভারতীয় ভাষায় প্রকাশিত সংবাদপত্রের পাঠক-সংখ্যার চাইতে কিছুটা কম। সংবাদপত্র-পাঠকদের এই বৈশিষ্ট্যের কথা মনে রেখেই তামিল পত্রিকাগুলোকে তুলনামূলকভাবে বেশি মফস্বল সংবাদ ছাপতে হয়।

শুধু জেলা সদরেই নয়, বরং মফস্বলের তালুক 'জনপদ'গুলোতে তামিল সংবাদপত্রগুলোকে সংবাদদতা নিয়োজিত রাখতে হয়। শুধু তাই নয়, ছোট শহর বা গ্রামের লোকজন বা সাংস্কৃতিক সংস্থাসমূহের নিকট থেকেও খবর সংগ্রহ করা হয়। ব্যক্তিগতভাবে বা সাংস্কৃতিক সংস্থাসমূহের নিকট থেকেও খবর সংগ্রহ করা হতো ব্যক্তিগতভাবে বা সাংস্কৃতিক সংগঠনগুলোর পক্ষ থেকে যেসব খবর পাঠানো হয়ে থাকে তার 'সংবাদ-মূল্যে (news value)' হয়তো থাকে না বললেই চলে, তবু ভারতীয় ভাষায় প্রকাশিত খবরের কাগজগুলোর পক্ষে তা অবহেলা করা সম্ভব নয়। কারণ, এর ওপরেও কাগজের প্রচার বেশ কিছুটা নির্ভরশীল। তাই, সংবাদ-মূল্য সংক্রান্ত বিবেচনা এবং গ্রামীণ পাঠকদের সঙ্গে কাগজের 'সুসম্পর্ক' বজায় রাখার মধ্যে একটা শোভন সামঞ্জস্য করে দেওয়ার প্রয়োজন দেখা দেয়।

উল্লিখিত বিষয়টি দেশী ভাষায় প্রকাশিত সংবাদপত্রের জন্যে সমস্যার সৃষ্টি করেছে। মাদ্রাজের তামিল পত্রিকাগুলো একমাত্র খেলাধুলার বিষয় ছাড়া ইংরেজি সংবাদপত্রের মতো অন্যান্য সকল বিষয়ই প্রকাশ করে থাকে।

www.pathagar.com

প্রচার-বৈশিষ্ট্য

(NATURE OF CIRCULATION)

বক্ষ্যমান প্রবন্ধের লেখক তামিল ভাষাভাষী জেলাগুলোতে পত্রিকাপাঠকের শ্রেণী ও আনুপাতিক বিভাগ সম্পর্কে ভালোভাবে অবগত। মাদ্রাজ থেকে প্রকাশিত একটি পত্রিকার প্রচার ৬০,০০০ বর্গমাইল এলাকা জুড়ে বিস্তৃত। মাদ্রাজে ঐ পত্রিকা-পাঠকের সংখ্যা মোট পত্রিকা-প্রচারের শতকরা মাত্র ১০ থেকে ১২ ভাগ। শতকরা ৪০ ভাগ পত্রিকা-পাঠক বাস করেন ছোট ছোট শহরে ; এ সব শহরের লোকসংখ্যা গড়ে ১০,০০০ বা তার কিছু বেশি। প্রচারিত পত্রিকার শতকরা ৫০ ভাগের পাঠক তালুক বা জেলা সদর থেকে বহু দূরবর্তী গ্রামসমূহে বাস করে থাকে। মাদ্রাজের গ্রামগুলোতে ইংরেজি পত্রিকা-পাঠকের সংখ্যা কম না হলেও খুব বেশি নয়।

তবে সংবাদপত্র-পাঠকের শ্রেণী-চরিত্র খুব একটা বৈচিত্র্যময় নয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ উল্লেখ করা যেতে পারে যে, ভারতের নয়া সংবিধান-আইন যখন পাস হয় 'দিনমণি' পত্রিকায় সংবিধানের বিভিন্ন দিক নিয়ে ধারাবাহিকভাবে ১৯টি প্রবন্ধ ছাপা হয়েছিলো এবং এই সঙ্গে সম্পাদকের পক্ষ থেকে পাঠকদের উদ্দেশ্যে একটি পত্র প্রকাশ করে জানতে চাওয়া হয়েছিলো তাঁরা সংবিধান-সংক্রান্ত ঐ প্রবন্ধগুলো একত্রে বইয়ের আকারে পেতে চান কিনা। সম্পাদক এই চিঠির জবাবে পাঠকদের নিকট থেকে ২,৭০০টি চিঠি পান। প্রবন্ধগুলো বইয়ের আকারে প্রকাশিত হলে আট দিনের মধ্যে কপি বিক্রি হয়ে যায়। এমন এক নীরস বিষয়ে যদি ৮,০০০ তামিলভাষী পাঠক বই কেনার জন্যে অর্থ ব্যয় করতে পারেন তবে সম্ভবত নিশ্চিন্তে ধ'রে নেওয়া যেতে পারে যে, দেশী ভাষায় প্রকাশিত পত্রিকা-পাঠকের সর্বজনীনতা একটি অচঞ্চল ও সচ্ছল সমাজেরই পরিচয় বহন করছে।

একটি পত্রিকার অস্তিত্ব বজায় রাখা ও উন্নতির বিষয়ে বিজ্ঞাপনের ভূমিকা কতখানি, তা আলাদা দৃষ্টিভঙ্গীর ভিত্তিতে বিচার করা যেতে পারে। ধরে নেওয়া যাক, মাদ্রাজ থেকে প্রকাশিত একটি ইংরেজি ও একটি তামিল দৈনিক পত্রিকার প্রচার-সংখ্যা যথাক্রমে ১,২০,০০০ ও ৬৫,০০০। তামিল ভাষাভাষী জেলাগুলোতে ইংরেজি পত্রিকাটির গ্রাহক-সংখ্যা হচ্ছে ৬৫,০০০ এবং ঐ একই এলাকায় তামিল পত্রিকাটির প্রচার-সংখ্যা হচ্ছে ৪৫, ০০০।

যাঁদের ক্রয়ক্ষমতা তুলনামূলকভাবে কম তাঁদের সংখ্যা উল্লিখিত দুটি প্রচার-সংখ্যার অন্তরফল ২০,০০০ বলে ধরতে হবে এবং কাগজের ওঠানামা এই শ্রেণীর পাঠকের ওপর নির্ভরশীল। মোটামুটিভাবে বলতে গেলে কাগজের কাট্‌তি বা প্রচার তথা অস্তিত্ব নির্ভর করে পাঠকের 'ক্রয়ক্ষমতা'র বা কেনার ইচ্ছের ওপর। এক্ষেত্রে, পাঠক ইংরেজি পড়তে বা বুঝতে জানেন কিনা তার উপর কাগজের প্রচার নির্ভর করবে-এমন নয়। ইংরেজি ভাষায় দক্ষতা আর্থিক সক্ষমতার বিষয়ে যে একটি নির্ভরযোগ্য কোনো ইঙ্গিত কার্যত এমন কথা সঠিক প্রমাণিত না-ও হতে পারে।

www.pathagar.com

তামিল সংবাদপত্রের বিষয়ে আমার দীর্ঘ আলোচনার একমাত্র কারণ হচ্ছে আমি তামিল ভাষার সংবাদপত্র সম্পর্কেই বিশেষভাবে পরিচিত ও অন্যান্য ভাষার ভারতীয় সংবাদপত্রের সঙ্গে আমার তেমন পরিচয় নেই। তবে আমার মনে হয়, তামিল ভাষায় প্রকাশিত সংবাদপত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য ও বিকাশের বিভিন্ন দিক কমবেশি সব ভারতীয় সংবাদপত্রের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

মহারাষ্ট্র ও কানাড়ি ভাষাভাষী অঞ্চলে কয়েকটি সাপ্তাহিক ও দ্বিসাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশিত হয় এবং সেগুলো জনমত সৃষ্টি ও সেই সঙ্গে সংবাদ-প্রচারের ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকে। হিন্দি ভাষায় প্রকাশিত সংবাদপত্রগুলো অবশ্য যে কারণেই হোক ও ব্যাপারে অনেক পিছিয়ে আছে।

'অবাঞ্ছিত' সাংবাদিকতা
('UNDESIRABLE' JOURNALISM)

বাস্তবতার নিরীখে ভারতীয় ভাষায় প্রকাশিত সংবাদপত্রসমূহের একটি অশুভ প্রবণতার উল্লেখ করা একান্ত প্রয়োজন। দেখা যায়, এসব পত্রিকার নবাগত সাংবাদিকগণ শুধু পড়তে শিখেছেন, কিন্তু বুঝতে পারেন না তেমন পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্যে সস্তা সাংবাদিকতার দিকে বিশেষভাবে ঝুঁকে পড়েন। সাংবাদিকতার যে-মান যথার্থই একান্তভাবে কাম্য তা হচ্ছে অবিকৃত ও সঠিক সংবাদ পরিবেশন। দুঃখের বিষয়, ভারতীয় ভাষার সংবাদপত্রসমূহে একটা অশ্লীলতার প্রবণতাও রয়েছে।

বিভিন্ন সংবাদপত্রের মধ্যে প্রতিযোগিতার কারণে, আরও একটি প্রবণতা দেখা যায়। অবশ্য এ প্রবণতা তেমন 'অবাঞ্ছিত' নয়। পত্রিকাগুলো প্রচার বাড়াবার উদগ্র আগ্রহে অনেক সময় স্ব-প্রতিষ্ঠিত মান বিসর্জন দিচ্ছে। বিশেষ ক'রে, কোনো একটি সংবাদ-খন্ডের শিরোনাম রচনার মধ্যে প্রায়ই 'সস্তা জনপ্রিয়তা' বা চাঞ্চল্যকর গোছের একটা ভাব ফুটে ওঠে, অথচ আসলে উচিত ছিলো ঐ সংবাদটির 'তাৎপর্যময়' ও গুরুত্বপূর্ণ দিকটি তুলে ধরা। শুধু তাই নয়, পত্রিকা যে সামাজিক প্রক্রিয়াগত রূপান্তরের অভিসারী তার প্রতিও প্রায়ই অবহেলা দেখানো হয়ে থাকে। যে কেউ যদি এটা উপলব্ধি করতে সক্ষম হন যে, এই প্রবণতা সাংবাদিকতার অন্যতম মূল্য আদর্শের ভিত্তিতে কুঠারাঘাত হানে তা হলে তিনি অবাক হবেন। সংবাদপত্রের অন্যতম মৌলিক আদর্শ হচ্ছে সকল অবস্থায় নিজস্ব নীতির প্রতি অবিচল থাকা।

ব্যবসায়িক ভিত্তিতে পত্রিকা-পরিচালনার প্রেরণা কার্যকর হওয়ার বহু আগে বহু সমসাময়িক পত্রিকার প্রকাশনা শুরু হয়েছিলো সেবার আদর্শে ও জনসাধারণকে রাজনৈতিক শিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলতে। যদি ঐসব পত্রিকাও উল্লিখিত আদর্শসমূহ বিসর্জন দেয় তা হলে সেটা খুবই পরিতাপের বিষয় হবে।

www.pathagar.com

মহাযুদ্ধ পরবর্তীকালে সংবাদসমূহ একটি শিল্প হিসেবে আখ্যা লাভ করেছে। সংবাদপত্র বিশেষ করে ভারতীয় ভাষায় প্রকাশিত সংবাদপত্রগুলো খুব একটা আর্থিক লাভ করতে পারে নি। মহাযুদ্ধের সময় নিউজপ্রিন্টের দাম ও পত্রিকার জন্যে নিউজপ্রিন্টের বরাদ্দসহ খোদ পত্রিকার দামও বেঁধে দেওয়া হয়। ফলে, সব পত্রিকাই কার্যত 'ব্যবসায়ভিত্তিক' বা লাভভিত্তিক হতে বাধ্য হয়। এভাবেই সাংবাদিকতার পরিমন্ডলে 'ব্যবসায়' ঢুকে পড়ে।

বিকৃত সংবাদ-পরিবেশনের কথা আগেই বলা হয়েছে, কাজেই সে প্রসঙ্গ থাক। দেশী ভাষায় প্রকাশিত কিছু পত্রিকা অশ্লীলতা ও ন্যক্কারজনক সাংবাদিকতায় লিপ্ত বলে অভিযোগ করা হয়েছে। এই গুরুতর অভিযোগ সম্পর্কে তাই অনুসন্ধান করে দেখা দরকার। দৈনিক সংবাদপত্রগুলোর কথা ধরতে গেলে দেখা যায়, ভারতীয় ভাষায় প্রকাশিত কতকগুলো গুরুত্বপূর্ণ সংবাদপত্র ইংরেজি পত্রিকার সঙ্গে একযোগে পরিচালিত হয়। এ ক্ষেত্রে অন্তত নিরাপদেই একটা ধারণা করে নেওয়া চলে যে, একই প্রতিষ্ঠানের পরিচালনাধীন দু'টি উল্লিখিত ধরনের পত্রিকায় অশ্লীলতাকে বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গিতে নিশ্চয়ই বিচার করা যেতে পারে না। আমার মনে হয়, অভিযোগটি মত-প্রধান, অরাজনৈতিক, অ-সাহিত্যমূলক সাময়িকীর ক্ষেত্রে যতোটা প্রযোজ্য দৈনিক সংবাদপত্রগুলোর ক্ষেত্রে ততোটা প্রযোজ্য নয়। কেবল অশ্লীলতার জন্যেই পাঠক এসব পত্রিকা পড়ে থাকেন, আর কিছুর জন্যে নয়। কাজেই উল্লিখিত সাময়িক পত্রিকাগুলো সাংবাদিকতার পরিমন্ডলভুক্ত নয়। এ পত্রিকাগুলোকে অশ্লীল পত্রিকা হিসেবেই বিবেচনা করতে হবে।

দেশী ভাষায় প্রকাশিত পত্রিকাগুলো ইংরেজি জানা এবং ইংরেজি ভাষায় অজ্ঞ ভারতীয় জনসাধারণের মধ্যে কোনো বড় ধরনের ব্যবধান সৃষ্টি হ'তে দেয় না। দেশী ভাষায় প্রকাশিত পত্রিকাগুলোর গুরুত্বপূর্ণ অবদান সম্পর্কে ১৮৭৮ সালের দিকে তিনটি মন্তব্য[৭] এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। এগুলোর মূল বক্তব্য আজকের দিনেও বিশেষ তাৎপর্য বহন করছে।

তদানীন্তন মাদ্রাজ সরকারের সচিব মি. রবিনসন লিখেছেন ঃ

> "এ দেশের জনসাধারণের মনোভাব ও উত্তেজনা উপলব্ধি করার জন্যে দেশী ভাষায় প্রকাশিত সংবাদপত্রসমূহ একটা কার্যকর পরিমাপকের (মাধ্যমের) কাজ করে থাকে।"

বঙ্গদেশের তদানীন্তন গভর্নর লেখেন ঃ

> "সংখ্যাগরিষ্ঠ ভারতীয় জনসাধারণের মধ্যে যে মনোভাব অন্তর্মুখীন ফল্গুধারার মতো বয়ে চলেছে তার গতি-প্রকৃতির একটা কার্যকর আভাস দেশী ভাষায় প্রকাশিত সংবাদপত্রগুলোর দিয়ে থাকে বলে আমি মনে করি।"

ভাইকাউন্ট গ্রেক্সব্রুক (Viscount Graxebrooke) লেখেন ঃ

---

৭. ভাটনগর, পৃঃ ১২১।

www.pathagar.com

"অধিকাংশ অভিজাত ভারতীয় প্রশাসক দেশের সত্যিকার সামাজিক পরিস্থিতি ও রাজনৈতিক মনোভাব বুঝে উঠতে যথেষ্ট বেগ পেয়েছেন এবং এ ক্ষেত্রে সত্যিকার তথ্য লাভের জন্যে দেশী ভাষায় প্রকাশিত সংবাদপত্রগুলো অত্যন্ত মূল্যবান মাধ্যম হিসেবে বিবেচিত হয়েছে।"

এই সঙ্গে আরও বলা যায় যে, ভারতের এই অবাধ গণতান্ত্রিক পরিবেশে দেশী ভাষায় প্রকাশিত সংবাদপত্রগুলোর ভূমিকা মতামত–সংগঠকের ও ভাষ্যকারের। পত্রিকাগুলোর এই ভূমিকা সরকার ও সংখ্যাগরিষ্ঠ গ্রামীণ জনগণের মধ্যে সত্যিকার যোগসূত্রের কাজ করে। এই ভূমিকা নিঃসন্দেহে গঠনমূলক। ইংরেজি সংবাদপত্রগুলোর সঙ্গে দেশী ভাষায় প্রকাশিত উন্নততর ও অপেক্ষাকৃত সুপ্রতিষ্ঠিত পত্রিকাগুলো এই ভূমিকা পালনের উপযোগী হয়ে গড়ে উঠেছে।

www.pathagar.com

৩

বার্তা -প্রতিষ্ঠানসমূহ

(THE NEWS AGENCIES)

— টি. ফার্নান্দেজ

বিংশ শতাব্দীর সূচনায় ভারতীয় সংবাদপত্রগুলোর দ্রুত শ্রীবৃদ্ধি ঘটে এবং সংবাদপত্রের সংখ্যা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সস্তায় সংবাদ-পরিবেশনের একটা ব্যবস্থা গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। ইংরেজি ও ভারতীয় ভাষায় প্রকাশিত বড় সংবাদপত্রগুলো ভারত সরকারের সদর দফতর ও বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থান ও বড় বড় শহরে সংবাদদাতা নিয়োগ করে। কিন্তু এতে করে লাভজনক ভিত্তিতে সুষ্ঠু সংবাদ-সংগ্রহের সুবিধা হয় নি। বড় বড় সংবাদপত্র কিছু কিছু গুরুত্বপূর্ণ স্থানে নিজস্ব সংবাদদাতা নিয়োজিত রাখলেও, ছোট ছোট সংবাদপত্রগুলোর পক্ষে বিভিন্ন প্রদেশিক পত্রিকা থেকে সংবাদ-সংগ্রহের ওপর পুরোপুরি নির্ভর করা ছাড়া উপায় ছিলো না।

ব্যবসায়ী মহলের বাজার-দর জানিয়ে দেওয়ার মূল উদ্দেশ্যে বিশ্ববিশ্রুত সংবাদ-সংস্থা রয়টার ১৮৭৮ সালে বোম্বাইতে একটি শাখা-কার্যালয় চালু করে। অবশ্য ১৮৬০ সাল[১] থেকেই 'দি বোম্বে টাইমস', পত্রিকা ডাকযোগে পাঠানো রয়টারের খবর ছাপানো শুরু করেছিলো। যা হোক, রয়টার শীঘ্রই সংবাদপত্রগুলোর জন্যেও সংবাদ পরিবেশনে উদ্যোগী হয় এবং সংক্ষিপ্ত বিদেশী সংবাদ পরিবেশন করতে থাকে। তখন তারযোগে পাঠানো রয়টারের খবর সংবাদপত্রের প্রথম পৃষ্ঠার আধ কলাম ও একইভাবে সংগৃহীত ভারতীয় সংবাদ কলামের মাত্র এক-অষ্টমাংশ স্থান জুড়ে থাকতো।"[২]

যোগাযোগ ব্যবস্থার অপ্রতুলতা ও বার্তা পাঠানোর অসম্ভব খরচের পরিপ্রেক্ষিতে রয়টারের অগ্রগতি সীমিত ও ধীরগতিসম্পন্ন হয়ে পড়ে। অবশ্য রয়টার তখন কেবলযোগে সংবাদ পাঠানোর ব্যবস্থা চালু করেছিলো। ভারতপ্রবাসী ইংরেজরা এর বিশেষ পৃষ্ঠাপোষকতা করতে থাকে ; কারণ কেবলযোগে স্বদেশে কি ঘটছে-না ঘটছে সে সম্বন্ধে খোঁজ-খবর রাখার বিশেষ সুবিধা হয়। কিন্তু এসব সত্বেও ভারতীয় সংবাদপত্রে ভারতের খবরাখবর তুলনামূলক

---

১. জে. নটরাজন, 'হিস্ট্রি অব ইন্ডিয়ান জার্নালিজম' ২য় খণ্ড, প্রেস কমিশন রিপোর্ট, ভারত সরকার, নয়াদিল্লী, ১৯৫৪, পৃঃ ২৪৪।

২. মার্গারিট বার্নস, 'দি ইন্ডিয়ান প্রেস', জর্জ অ্যালেন অ্যান্ড আনউইন, লন্ডন, ১৯৪০, পৃঃ ২৭৭।

www.pathagar.com

কম থাকতো এবং পরিস্থিতির চাপের পরিপ্রেক্ষিতে খবর পরিবেশনের ক্ষেত্রে আঞ্চলিক ঘটনাই গুরুত্ব লাভ করতো বেশি।

বর্তমান শতাব্দীর প্রথমভাগে শ্রী কে. সি. রায় সর্বপ্রথম একটি ভারতীয় বার্তা–প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার পরিকল্পনা করেন। শ্রী রায় ভারতের তৎকালীন রাজধানীতে কোলকাতা ও বোম্বাইয়ের কয়েকটি সংবাদপত্রের সংবাদদাতা হিসেবে নিযুক্ত ছিলেন। তিনি নিজেই যথেষ্ট অর্থ উপার্জনের যোগ্যতা রাখতেন, কিন্তু তবু তিনি বার্তা–প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য সাধনে নিয়োজিত হলেন। বৃটিশ ও মার্কিন বার্তা–প্রতিষ্ঠানগুলোর সংবাদ–পরিবেশনা পদ্ধতি সম্পর্কে তাঁর অভিজ্ঞতা লাভের সুযোগ হয়েছিলো।

'দি স্টেটসম্যান,' 'দি মাদ্রাজ মেল', 'দি অ্যাডভোকেট অব ইন্ডিয়া' ও 'দি লন্ডন ডেলীমেল', পত্রিকার বিশেষ সংবাদদাতা এভারার্ড কোট্‌স (Everard Coates) ও ভারত সরকারের সদর দফতরে রয়টার প্রতিনিধি এড্‌ওয়ার্ড বাকের (Edward Buck-এর) সঙ্গে চুক্তিক্রমে শ্রী রায় একটি ভারতীয় বার্তা–প্রতিষ্ঠান গঠনের সিদ্ধান্ত নেন। ভারতের ডাক ও তার আইন অনুযায়ী কেবল তালিকাভুক্ত সংবাদপত্রগুলোই রেয়াতী মাশুলে তারবার্তা পাওয়ার অধিকারী ছিলো। এ অসুবিধা এড়ানোর জন্যে শ্রী রায় তিনটি সংবাদপত্রের সঙ্গে চুক্তি করলেন যাতে তিনি নিয়োজিত সংবাদদতা হিসেবে 'ইন্ডিয়ান ডেলী নিউজ' পত্রিকাকে যে–সংবাদ পাঠান তা ঐ তিনটি পত্রিকাও পেতে পারে। ডাক ও তার–আইন পরবর্তীকালে সংশোধন করা হয় এবং ডাক ও তার–বিভাগের তালিকাভুক্ত সংবাদপত্রসহ বার্তা–প্রতিষ্ঠানগুলোও যাতে রেয়াতী হারে সংবাদ–তারবার্তা পেতে পারে তার ব্যবস্থা করা হয়। এভাবেই, ১৯১০ সালে প্রথম ভারতীয় বার্তা–প্রতিষ্ঠান 'অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস অব ইন্ডিয়া' গঠিত হয়।

শ্রী রায় ভারতের সকল প্রধান প্রধান শহরে তাঁর প্রতিষ্ঠানের শাখা খুলে সর্বভারতীয় ভিত্তিতে সংবাদ–পরিবেশনার উদ্যোগ নিলেন। স্যার উষানাথ সেন তাঁকে সহায়তা করতে এগিয়ে এলেন। তিনি 'দি হিন্দু' ও 'স্বদেশমিত্রন' কর্তৃপক্ষের সহযোগিতায় অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস অব ইন্ডিয়া'র মাদ্রাজ শাখা প্রতিষ্ঠা করেন। যেখানেই অন্তত তিনটি পত্রিকাকে বার্তা–প্রতিষ্ঠানের গ্রাহক হিসেবে পাওয়া গেল ও তাদের দেয় চাঁদার পরিমাণ মোট ১০০০.০০ টাকায় দাঁড়ালো, শ্রী রায় সেখানেই তাঁর প্রতিষ্ঠানের শাখা খুললেন।

ঠিক এমনি সময়ে মাদ্রাজে আরবাথনট অ্যান্ড কোং (Arbuthnot & Co.) নামে একটি ব্যাংক দেউলিয়া হয়ে যায়। অথচ এ রকম একটা গুরুত্বপূর্ণ খবর বেশ কয়েকদিন পার হয়ে যাওয়ার পর একজন নিম্নতন কর্মকর্তা মাদ্রাজের একটি সংবাদপত্রে খবরটি আবিষ্কার না করা পর্যন্ত ভারত সরকার এ বিষয়ে কিছুই জানতে পারেন নি। ভাইসরয়ের নির্বাহী পরিষদের অর্থ–সংক্রান্ত সদস্য স্যার উইলিয়ম মেয়ার (Sir William Mayer) এ খবর না পাওয়াতে বিশেষভাবে বিচলিত হন এবং এভারার্ড কোট্‌সকে সরকারি কর্মকর্তাদের অবগতির জন্যে ভারতের গুরুত্বপূর্ণ স্থানসমূহ থেকে তারযোগে সংবাদ–পরিবেশনের ব্যবস্থা করতে পরামর্শ দেন। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্যে 'ইন্ডিয়ান নিউজ এজেন্সী' (আই. এন. এ.) প্রতিষ্ঠিত হয়।

www.pathagar.com

অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস অব ইন্ডিয়ার সংগঠন

'অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস অব ইন্ডিয়া' বার্তা-প্রতিষ্ঠান হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকে সংবাদপত্রগুলোতে তুলনামূলকভাবে অনেক বেশি বৈচিত্র্যময় খবর প্রকাশিত হতে থাকে। তবে এর ফলে, ভারতীয় সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে ব্যক্তিসত্তার যে সুস্পষ্ট ছোঁয়াচ লক্ষ্য করা যেতো তার অস্তিত্ব লোপ পায় ; বার্তা-প্রতিষ্ঠান পরিবেশিত খবরগুলো গতানুগতিক ও নৈর্ব্যক্তিক হয়ে ওঠে।[৩] শুধু তাই নয়, বার্তা-প্রতিষ্ঠান পরিবেশিত খবরগুলো আকর্ষণবিহীন ও 'সাদামাটা' হয়ে পড়ে।

ভারতে সংবাদ-সরবরাহ-প্রতিষ্ঠান পরিচালনা তেমন সোজা ব্যাপার ছিলো না। এর প্রধান কারণ, সংবাদপত্রগুলো এই উদ্যোগের প্রতি পৃষ্ঠপোষকতা দেখায় নি এবং এসব বার্তা-প্রতিষ্ঠানের হাতে সম্পদের পরিমাণও ছিলো খুব সীমিত। যাঁরা সংবাদ-সরবরাহ-প্রতিষ্ঠান নির্মাণ করেছিলেন তাঁদের উৎসাহে ঘাটতি ছিলো না। কিন্তু তবু 'অ্যাসোসিয়েটেড অব ইন্ডিয়া'র অভ্যন্তরীণ ব্যবস্থাপনা নিয়ে শ্রী রায় ও তাঁর ইউরোপীয় সহকর্মীদের মধ্যে মতভেদ দেখা দেয়। শ্রী রায় এই বার্তা-প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার ব্যাপারে বাক্ ও কোট্স-এর সঙ্গে প্রাথমিক উদ্যোগীর ভূমিকা নেওয়া সত্ত্বেও তাঁকে ব্যবস্থাপনায় অংশীদারিত্ব না দেওয়ায় ঐ প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে নূতন সংবাদ-সরবরাহ-প্রতিষ্ঠান 'নিউজ-ব্যুরো' গঠন করেন। যা হোক। দুই প্রতিদ্বন্দ্বী বার্তা-প্রতিষ্ঠানের তৎপরতা সত্ত্বেও তাদের অবাধ সম্প্রসারণ ঘটে নি।

"শ্রী রায়কে সিমলায় তাঁর দু'টো বাড়ি বিক্রি করে দিতে হলো এবং এর ফলে তাঁর মানসিক ভোগান্তিও হলো অনেক। কয়েকটি ইউরোপীয় মালিকানাধীন পত্রিকা তার প্রতিষ্ঠানের প্রাপ্য অর্থ নিয়মিতভাবে পরিশোধ করলেও কয়েকটি ভারতীয় মালিকানাধীন পত্রিকা সংবাদ-পরিবেশনের জন্যে দেয় টাকা কমানোর বিষয়ে দর কষাকষি করতে থাকে।"[৪]

১৯১৯ সালে কোট্স লন্ডনে যান এবং রয়টারের ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের নিকট অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস অব ইন্ডিয়া, ইন্ডিয়ান নিউজ এজেন্সী এবং নিউজ-ব্যুরো কিনে নেওয়ার প্রস্তাব দেন এবং ভারতীয় সংবাদ অভ্যন্তরীণভাবে সংগ্রহ ও পরিবেশনার জন্যে প্রতিষ্ঠান গঠনের পরামর্শ দেন। শ্রী রায় এই প্রস্তাবে তাঁর সম্মতি দেন। রয়টার ভারতে 'ইস্টার্ন নিউজ এজেন্সী' নামে একটি প্রতিষ্ঠান গঠন করে এবং এই প্রতিষ্ঠান অন্যান্য তিনটি বার্তা-প্রতিষ্ঠানের সকল সম্পত্তি ও দায়-দায়িত্ব বুঝে নেয় এবং অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস অব ইন্ডিয়া (এ. পি. আই.) নামেই ভারতে সংবাদ-পরিবেশনের কাজে নিয়োজিত হয়।

১৯৩১ সালে মৃত্যুকাল পর্যন্ত ভারতের অন্যতম সেরা ও বিশ্বস্ত সাংবাদিক হিসেবে শ্রী রায় অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস অব ইন্ডিয়া'র পরিচালকের দায়িত্ব পালন করেন।

---

৩. বার্নস, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩২২।

৪. আয়েঙ্গার, এ. এস., 'অল থ্রু দি গান্ধিয়ান এরা', হিন্দ কিতাবস' বোম্বাই, ১৯৫০, পৃঃ ১৩৬।

www.pathagar.com

শ্রী রায়ের মৃত্যুর পর তাঁর যোগ্য সতীর্থ শ্রী উষানাথ সেন অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস অব ইন্ডিয়া'র পরিচালক পদে নিয়োজিত হন এবং ১৯৪৯ সালে 'প্রেস ট্রাস্ট অব ইন্ডিয়া' এই প্রতিষ্ঠানের দায়িত্বভার না নিয়ে নেওয়া পর্যন্ত তিনি ঐ পদে বহাল থাকেন। ভারতীয় সংবাদপত্র-জগতে তাঁরা সেবার স্বীকৃতি হিসেবে ১৯৪২ সালে শ্রী সেনকে 'নাইট' উপাধিতে ভূষিত করা হয়।

রয়টারের মালিব নাধীনে অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস অব ইন্ডিয়া ভারতে কর্মতৎপরতা বিস্তারের ব্যাপক সুযোগ লাভ করে। বিদেশী সংবাদ-সরবরাহের সুবিধা এবং একই সময়ে ভারতের অভ্যন্তরে সংবাদ-পরিবেশনার একচ্ছত্র মালিকানা ও নিয়ন্ত্রণ রয়টারকে অসাধারণ জোরদার ও প্রভাবশালী করে তোলে।

এদিকে, জনসাধারণের মধ্যে রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে আগ্রহ উত্তরোত্তর বাড়তে থাকে। তাছাড়া, ভারতের জাতীয়তাবাদী আন্দোলন দানা বেঁধে উঠতে থাকার, পরিপ্রেক্ষিতে বহু ভারতীয় নেতৃবৃন্দের ধারণা হ'তে থাকে যে, বৃটিশ নিয়ন্ত্রিত একটি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে তাঁদের মনোভাবের যথার্থ প্রতিফলন সম্ভব নয়। শ্রী এস. সনাদন্দ ১৯২৫ সালে একটি জাতীয় সংবাদ-সরবরাহ-প্রতিষ্ঠান গঠনের সিদ্ধান্ত নেন। সদানন্দ এর আগে রয়টারের অধীনে কাজ করার দরুন অভিজ্ঞতা লাভ করেছিলেন। যাই হোক, তাঁর প্রতিষ্ঠানের নাম দেওয়া হয় 'ফ্রি প্রেস অব ইন্ডিয়া' এবং তিনিই এর ব্যবস্থাপক-সম্পাদক ও পরিচালক পদ গ্রহণ করেন।

এই প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিম্নলিখিতভাবে ব্যক্ত করা হয় ঃ

> "অর্থানুকূল্যপ্রাপ্ত সংবাদ-সরবরাহ প্রতিষ্ঠানগুলো সংবাদ-সরবরাহের ব্যাপারে একচেটিয়া সুবিধা ভোগ করছে — এ বাস্তবতার আলোকেই দৈনন্দিনভাবে সরবারহকৃত খবরের পরিপ্রেক্ষিতে যে ধরনের জনমত গঠিত হচ্ছো তা আর যাই হোক সুস্থ জনমত নয় এবং এ অবস্থায় সুস্থ জনমত গঠন অসম্ভব যদি নাও হয়, তবে তা যে বিশেষ অসুবিধাজনক তাতে সন্দেহ নেই।"

ভারত ও বর্মার সর্বত্র থেকে জাতীয়তাবাদী মতামতের পরিপোষক যেসব খবর আসতো ফ্রি প্রেস অব ইন্ডিয়া তার বিতরণকারী-সংস্থা হিসেবে জন্ম লাভ করে।[৫]

আর্থিক কারণে অনেক সংবাদপত্রই একটার বেশি সংবাদ-সরবরাহ-প্রতিষ্ঠানের গ্রাহক থাকতে পারতো না। তাই ফ্রি প্রেস অব ইন্ডিয়া'র গ্রাহকসংখ্যা ছিলো মুষ্টিমেয়। অবশ্য এ সত্ত্বেও ফ্রি প্রেস সংবাদ-পরিবেশনায় এক সফল উদ্যোগ হিসেবে পরিগণিত হয় এবং অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস অব ইন্ডিয়া'র প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে ওঠে। ১৯৩১ সালে শ্রী সদানন্দ বোম্বাইয়ের ভারতীয় ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের পৃষ্ঠপোষকতায় 'ফ্রি প্রেস জার্নাল' নামে একটি ইংরেজি সংবাদপত্র প্রকাশ করেন। এক শ্রেণীর ভারতীয় সংবাদপত্র এই উদ্যোগ সংবাদ-সরবরাহ-প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্যের পরিপন্থী এবং এতে করে সংবাদ-গ্রাহকদের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা শুরু হবে-এই অজুহাতে এই উদ্যোগের বিরোধিতা করে।

---

৫. জে. নটরাজন, পৃঃ ২৪৫।

www.pathagar.com

১৯৩২ সালে ফ্রি প্রেস অব ইন্ডিয়া লন্ডনে রয়টার ব্যতিরেকে অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে চুক্তি করে বিশ্ব-সংবাদ পরিবেশন শুরু করে।

শুধু তাই নয়, সদানন্দ ভারতের বিভিন্ন প্রাদেশিক শহর থেকেও ফ্রি প্রেস জার্নাল বের করারও পরিকল্পনার তৈরি করেন। এই পরিকল্পনার কথা ফাঁস হয়ে পড়লে বিশেষ করে কোলকাতার কিছু সংবাদপত্র একটা বার্তা-প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে সংবাদপত্র প্রকাশের মতলব সম্পর্কে সন্দিহান ও উদ্বিগ্ন হয়ে উঠে।

সরকার ফ্রি প্রেস অব ইন্ডিয়া পরিবেশিত ও প্রকাশিত কিছু 'সংবাদ প্রতিবেদন (news reports)' রাষ্ট্রদ্রোহমূলক বিবেচনা করে জামানত বাজেয়াপ্ত করায় এবং সংবাদপত্রসমূহ ফ্রি প্রেসের সমর্থনে এগিয়ে আসতে কার্পণ্য দেখানোর দরুন ১৯৩৩ সালে ফ্রি প্রেস অব ইন্ডিয়া বন্ধ হয়ে যায়।

কোলকাতা থেকে প্রকাশিত 'ফ্রি প্রেস'-এর তদানীন্তন সম্পাদক বি. সেন গুপ্ত কোলকাতার খবরের কাগজগুলোর সমর্থন পেয়ে 'ইউনাইটেড প্রেস অব ইন্ডিয়া' নামে নূতন একটি বার্তা-প্রতিষ্ঠান গঠন করেন। প্রতিষ্ঠানটি ফ্রি প্রেস অব ইন্ডিয়া'র প্রায় সকল কর্মচারীকেই গ্রহণ করে এবং ক্রমবর্ধিষ্ণু বার্তা-প্রতিষ্ঠান হিসেবে কর্মতৎপরতা বৃদ্ধি করতে থাকে।

এ সময়ে কংগ্রেস দলের জাতীয়তাবাদী আন্দোলন তীব্র হচ্ছিলো। ভারতের অভ্যন্তরীণ বার্তা-প্রতিষ্ঠান অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস অব ইণ্ডিয়া'র উপর এর চাপ পড়ে। ভারতে রয়টার ও অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস অব ইন্ডিয়া'র মুখ্য-ব্যবস্থাপক আয়ারল্যান্ডবাসী ডব্লিউ. জে. মোলোনী (W. J. Moloney) আন্দোলনের শক্তি সম্পর্কে দ্রুত অনুধাবন সক্ষম হন। তিনি মনে করতেন ভারতে প্রধান সংবাদ-পরিবেশক-সংস্থা হিসেবে এ. পি . আই-এর আধিপত্য বজায় রাখা উচিত এবং দেশের ক্রমবর্ধমান রাজনৈতিক উত্থান-পতন সম্পর্কে নির্বিকার থেকে ও সংবাদ-পরিবেশনে বস্তুনিষ্ঠ হয়েই কেবল বার্তা-প্রতিষ্ঠানটি এই উদ্দেশ্য সফল করতে পারে। উক্ত মনোভাবের দৃষ্টান্ত হিসেবে মি. মোলোনী কোনো একটি সংবাদকে এভাবে সম্পাদিত করার নির্দেশ দিতেন, যেমন ধরা যাক, খবর পাওয়া গেল ঃ "কংগ্রেস পরিচালিত বিক্ষোভের উপর পুলিশকে গুলিবর্ষণ করতে হয় (the police had to open fire on a Congress demonstration)।" কিন্তু সম্পাদনার পর তার চেহারা দাঁড়ালো ঃ 'পুলিশ গুলিবর্ষণ করে (the police opened fire)।"

'অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস অব ইন্ডিয়া' এবং কিছুটা 'ইউনাইটেড প্রেস অব ইন্ডিয়া' কয়েক বছর ধরে বেশ উন্নতি লাভ করতে থাকে। ১৯৩৭ সালের সংবাদ-সরবরাহ বা পরিবেশনার ক্ষেত্রে এক যুগান্তরকারী ঘটনা ঘটে ; অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস অব ইন্ডিয়া টেলিপ্রিন্টার যোগাযোগ-ব্যবস্থার মাধ্যমে প্রাদেশিক শহরগুলোকে পরস্পর যুক্ত করে। অথচ তখন পর্যন্ত সংবাদ পরিবেশক-প্রতিষ্ঠানগুলো খবর পাঠানোর জন্যে তার-বিভাগের উপর একান্তভাবে নির্ভরশীল ছিলো।

www.pathagar.com

পরীক্ষামূলকভাবে টেলিপ্রিন্টার বসানোর ব্যাপারটি এতো সাফল্য লাভ করে যে, কয়েক বছরের মধ্যে পুরো দেশটাই টেলিপ্রিন্টার যোগাযোগ ব্যবস্থার অধীনে আসে। এরপর থেকে আগের তুলনায় সংবাদ-সরবরাহ-প্রতিষ্ঠানগুলো আরও অনেক বেশি ও বিস্তারিত খবর পরিবেশনে সক্ষম হয় উঠে।

সংবাদ-রচনার ক্ষেত্রে প্রতিক্রিয়া

এরপর থেকে সংবাদপত্রগুলো এতো বেশি সংখ্যায় সংবাদ ছাপানোর ব্যাপারে সক্ষম হয়ে উঠে যে ফলে পৃষ্ঠার সংখ্যাও বাড়তে থাকে। কোনো খবরের বিস্তারিত বিষয় জানার ব্যাপারে জনগণের আগ্রহ উদগ্র থাকলেও সংবাদ-রচনার মান এর দরুন নেমে যায়। তার-যোগে সংবাদ-প্রেরণ-ব্যবস্থার অধীনে সংবাদ-পরিবেশক-প্রতিষ্ঠানের সংবাদদাতাগণকে শব্দ-ব্যবহার ও খসড়া-রচনার ব্যাপার খরচ বাঁচানোর জন্যে সবকিছু সংক্ষিপ্ত করার বিষয়ে মনোযোগী হ'তে হয়। তারবার্তার অলংকারমূলক শব্দ ও যেসব শব্দের উপস্থিতি অনিবার্য সেগুলোকে তারবার্তায় বাদ দেওয়া হয়। অবশ্য তারবার্তার মাধ্যমে সংবাদ-প্রেরণের কতকগুলো বৈশিষ্ট্য আছে।

সে সময় ভারতের ভাইসরয় একবার শিকারে গেলে তাঁর এ শিকার অভিযানের ব্যাপারে মজার ঘটনা ঘটে। এ. পি. আই-এর সংবাদদাতা 'ভাইসরয় তাঁর শিকার অভিযানে সফল হয়েছেন', এই কথাটা তারবার্তায় বিষয়বস্তু সংক্ষেপ করার নিয়ম অনুযায়ী ইংরেজিতে সংবাদ পাঠালেন ঃ 'Viceroy shot !' প্রাদেশিক পত্রিকার এক অবর-সম্পাদক (sub-editor) গভীর রাত্রিতে 'ফ্লাশ' জাতীয় খবরটি পেয়ে ছুটলেন পত্রিকার তথ্য-সংরক্ষণাগারে ভাইসরয়ের জীবনী খুঁজে বের করার জন্য। যথারীতি পরদিন সকালে কাগজ বেরুলো। সারা পাতা জুড়ে 'ফলাও শিরোনাম (banner headline)', মুখ্য-সংবাদখন্ড (lead story) ঃ ভাইসরয় গুলির আঘাতে নিহত। এক লংকাকান্ড। যা হোক, এ নিয়ে পত্রিকাটির সম্পাদকের কি পরিমাণ দুর্ভোগ পোহাতে হয়েছিলো তা সহজেই অনুমান করে নেওয়া যেতে পারে।

ইউনাইটেড প্রেস অব ইন্ডিয়াও পরে ভারতের টেলিপ্রিন্টার যোগাযোগ স্থাপন করে। অবশ্য কয়েক বছর ধরে বার্তা-প্রতিষ্ঠানটি বিদেশী সংবাদ-পরিবশেনের সুবিধার্থ কোনো আন্তর্জাতিক বার্তা-প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করতে পারে নি।

ঐ একই সময়ে মুসলিম লীগের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মুসলিম নিয়ন্ত্রিত উর্দু পত্রিকাগুলোর প্রচারও বাড়ছিলো। কারণ, মুসলমানরা সে-সময় মনে করেছিলো যে তাঁদের মতামত খবরের কাগজে যথাযথ গুরুত্ব লাভ করছে না। সরকারের সমর্থনে লীগের কিছু শীর্ষস্থানীয় নেতা হায়দ্রাবাদের মতো কয়েকটি রাজ্যের সহায়তায় 'ওরিয়েন্ট প্রেস অব ইন্ডিয়া' গঠন করেন। দেশবিভাগের আগে পর্যন্ত এই বার্তা-প্রতিষ্ঠানটি মুসলিম জনমতের

www.pathagar.com

বাহক হিসেবে সীমিত গন্ডীতে তৎপরতা অব্যাহত রাখে। বার্তা-প্রতিষ্ঠানটির টেলিপ্রিন্টার যোগাযোগ-ব্যবস্থা ছিলো না। তারবার্তাযোগে গ্রাহকদের নিকট সংবাদ পাঠানো হতো।

দেশবিভাগের ফলে আরও একটা পরিবর্তন সূচিত হয়। 'অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস অব ইন্ডিয়া' ও 'ইউনাইটেড প্রেস অব ইন্ডিয়া'র যেসব শাখা পাকিস্তান এলাকায় কার্যরত ছিলো সেগুলোকে একত্র করে 'অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস অব পাকিস্তান' ও 'ইউনাইটেড প্রেস অব পাকিস্তান' নামে স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠান গঠিত হয়।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ঠিক পর থেকেই ভারতের বার্তা-প্রতিষ্ঠানগুলোর দ্বিতীয় পর্যায়ের উন্নয়ন শুরু হয়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ চলাকালে যুদ্ধের উত্তেজনা এবং আরও তথ্যের চাহিদা উভয় কারণেই ভারতীয় সংবাদপত্রগুলোর বিশেষ শ্রীবৃদ্ধি ঘটে। ভারতের সংবাদপত্রগুলির প্রতিনিধিত্বকারী 'ইন্ডিয়ান অ্যান্ড ইস্টার্ন নিউজপেপারস্ সোসাইটি' নিজস্ব একটি বার্তা-প্রতিষ্ঠান স্থাপনের জন্যে অভিপ্রায় প্রকাশ করে। ১৯৪৭ সালে দেশ স্বাধীন হওয়ার পর একটি জাতীয় বার্তা-প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তা আরও বিশেষভাবে অনুভূত হ'তে থাকে এবং 'প্রেস ট্রাস্ট অব ইন্ডিয়া' এরই পরিপ্রেক্ষিতে জন্ম নেয়।

ভারতের অভ্যন্তরীণ বার্তা-প্রতিষ্ঠান 'অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস অব ইন্ডিয়া'র পরিস্থিতি স্বাধীনতার পর কতকটা অনিশ্চিত হয়ে উঠে। কারণ, বার্তা-প্রতিষ্ঠানটির মালিক ছিলো রয়টার। এমন পরিস্থিতিতে ইন্ডিয়ান অ্যান্ড নিউজপেপারস সোসাইটি সংবাদ-সরবরাহের জন্য অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস অব আমেরিকার সঙ্গে কথাবার্তা শুরু করে। তাছাড়া, একই সঙ্গে রয়টারের সঙ্গেও আলোচনা চলতে থাকে। দীর্ঘকাল ধরে পত্র-যোগাযোগের পর রয়টারের সঙ্গে একটি চুক্তি-সম্পাদনের ব্যাপারে আলোচনার জন্যে কে. শ্রীনিবাসন, রামনাথ গোয়েঙ্কা, সি. আর. শ্রীনিবাসন, এস. সদানন্দ ও এ. এস. ভারতন্ ১৯৪৮ সালের মে মাসে ইংল্যান্ডে যান। অষ্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ডের সঙ্গে রয়টারের সংবাদ-পরিবেশনের ক্ষেত্রে যে ধরনের চুক্তি রয়েছে প্রতিনিধিদল অনুরূপ ধরনের অংশীদারী চুক্তির প্রস্তাব নিয়ে দেশে ফিরে আসেন। 'ইন্ডিয়ান অ্যান্ড ইস্টার্ন নিউজপেপারস সোসাইটি' ঐ প্রস্তাব গ্রহণ করে।

প্রেস ট্রাস্ট অব ইন্ডিয়া'র জন্ম

উল্লিখিত চুক্তি অনুযায়ী ১৯৪৯ সালের ১লা ফেব্রুয়ারি তারিখে ভারতে রয়টারের পুরো ব্যবসায় ভারতীয় কোম্পানী-আইন অনুযায়ী 'প্রেস ট্রাস্ট অব ইন্ডিয়া' নামে নবগঠিত প্রতিষ্ঠানের নিকট হস্তান্তরিত হয়। যেসব সংবাদপত্র পি.টি.আই.-এর গ্রাহক হলো তারাই ঐ বার্তা-প্রতিষ্ঠানের মালিকানা স্বত্ব লাভ করলো এবং সঙ্গে সঙ্গে এ শর্তও আরোপ করা হলো যে, বার্তা-প্রতিষ্ঠানের যা লাভ হবে তা অংশীদারদের মধ্যে বিলি করা হবে না, বরং ঐ অর্থ সংবাদ-পরিবেশন-তৎপরতার সম্প্রসারণ ও উন্নয়নের কাজে ব্যয় করা হবে। ভারতীয় সংবাদপত্রগুলোর মালিক ও সম্পাদকদের মধ্য থেকে ট্রাস্ট পরিচালনার জন্যে

www.pathagar.com

পরিচালকমন্ডলী বাছাই করা হলো। 'দি হিন্দু' পত্রিকার সম্পাদক কে. শ্রীনিবাসন ট্রাস্টের প্রথম চেয়ারম্যান হিসেবে নিয়োজিত হন।

অংশীদারী চুক্তির অধীনে, প্রেস ট্রাস্ট অব ইন্ডিয়া রয়টারের বিশ্বসংবাদ পরিবেশন বলয়ের (Reuters world pool) কায়রো থেকে সিঙ্গাপুর পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চলের সংবাদ-সংগ্রহের অধিকার পেলো। এই অঞ্চলে প্রেস ট্রাস্ট অব ইন্ডিয়া'র প্রাথমিক দায়িত্ব ছিলো সংশ্লিষ্ট অঞ্চলে নিয়োজিত সংবাদদাতাদের নিয়ন্ত্রণ করা ও তাঁদেরকে যথাযথভাবে পরিচালিত করা। লন্ডনে একজন পি.টি.আই. প্রতিনিধির অধীনে একটি বিশেষ ভারতীয় 'সংবাদ-পীঠ (Indian news-desk)' প্রতিষ্ঠা করা হয় এবং একজন ভারতীয়কে সেখানে নিয়োজিত করা হয়। লন্ডনে রয়টারের পরিচালক পর্ষদে দেবদাস গান্ধী একজন পরিচালক হিসেবে নিযুক্ত হন এবং সি. আর. শ্রীনিবাসন রয়টারের অন্যতম ট্রাস্টি নিয়োজিত হন।

রয়টার ও প্রেস ট্রাস্ট অব ইন্ডিয়ার মধ্যে যে চুক্তি সম্পাদিত হয় তার প্রস্তাবনায় এ কথা উল্লেখ করা হয় যে, "উভয় পক্ষই এই মর্মে ঘোষণা করছে যে, বার্তা-প্রতিষ্ঠান হিসেবে নিরপেক্ষ ও সত্য সংবাদ প্রচারই তাদের একমাত্র লক্ষ্য, তারা কোনো রকম সরকারী বা উদ্দেশ্যমূলক নিয়ন্ত্রণের অধীন নয় এবং তারা একে অপরকে যে-সংবাদ সরবরাহ করবে সংবাদ-মূল্যের (news value-র) বস্তুনিষ্ঠতা (objectivity) বিচারসাপেক্ষেই কেবল তা নির্বাচন ও গ্রহনা করা হবে। তারা সংবাদের সততার মূল নীতির বিষয়ে সম্পূর্ণ একমত ও সমঝোতায় পৌঁছে এই চুক্তি করেছে।"

রয়টারের সঙ্গে অংশীদারিত্ব বজায় থাকাকালে প্রেস ট্রাস্ট অব ইন্ডিয়া দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া, মধ্যপ্রাচ্য ওয়াশিংটন, জেনিভা ও লন্ডনেও কয়েকজন সংবাদদাতা নিয়োগ করে। কিন্তু অংশীদারী ব্যবসায়ের পরিচালনা সন্তোষজনক নয় দেখে প্রেস ট্রাস্ট অব ইন্ডিয়া রয়টারের সঙ্গে অংশীদারিত্ব বাতিল করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়।

১৯৫৩ সালের জানুয়ারি মাসে রয়টারের সঙ্গে নূতন করে এক চুক্তি সম্পাদিত হলে প্রেস ট্রট্রস্ট অব ইন্ডিয়া'র কর্মতৎপরতার ইতিহাসে দ্বিতীয় অধ্যায় সূচিত হয়। এই চুক্তি কার্যত সংবাদ কেনা-বেচার চুক্তি ছিলো। চুক্তির অধীনে পি. টি. আই. রয়টারের বিশ্ব-সংবাদ কিনে নিয়ে তা ভারতের সংবাদপত্র, অল ইন্ডিয়া রেডিও এবং অন্যান্য গ্রাহকদের নিকট বিক্রি করতে থাকে। পরিবর্তে পি. টি. আই. রয়টারের বিশ্ব-সংবাদ পরিবেশনার চাহিদা মেটাতে ভারতীয় সংবাদ সরবরাহ করতে থাকে।

বার্তা-প্রতিষ্ঠানটি ১৯৬০ সালে এ. এফ. পি. (AFP) পরিবেশিত বিশ্ব-সংবাদ ক্রয় ও তা ভারতে প্রচারের জন্য 'আঁজা ফ্রাঁস প্রেসে'র (Agence France Presse-এর) সঙ্গে এক চুক্তি সম্পাদন করে। এভাবে পি. টি. আই. দু'টি আন্তর্জাতিক সংবাদ-সরবরাহ-প্রতিষ্ঠান রয়টার ও এ. এফ. পি.-র সংবাদ ভারতে পরিবেশনার স্বত্ব কিনে নেয়।

www.pathagar.com

অন্যান্য বার্তা-প্রতিষ্ঠানের সংগঠন

ভারতে বার্তা-প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে প্রতিযোগিতার ক্ষেত্র সীমিত হলেও এ বিষয়ে উদ্যোগের অভাব হয় নি। ভারতীয় ভাষায় প্রকাশিত সংবাদপত্রগুলোর ভাষায় সংবাদ পরিবেশন ও প্রাদেশিক সংবাদপত্রগুলোকে প্রাদেশিক সংবাদ-পরিবেশনের উদ্দেশ্য নিয়ে ১৯৪৮ সালে বোম্বাইয়ে 'হিন্দুস্থান সমাচার' নামক বার্তা-প্রতিষ্ঠান গঠিত হয়। শ্রী এস. এস. আপ্তে (S.S. Apte) এই প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা-পরিচালক নিযুক্ত হন। 'হিন্দুস্থান সমাচার, বিভিন্ন রাজ্যে কাজ করছে। তবে সীমিত আর্থিক ক্ষমতা ও এই প্রতিষ্ঠানের সংবাদের জন্যে তেমন চাহিদা না থাকায় এর কর্মতৎপরতাও সেই অনুপাতেই সীমাবদ্ধ।

সাম্প্রতিককালে 'হিন্দুস্থান সমাচার' হিন্দিতে সংবাদ-প্রেরণ তথা পরিবেশনের জন্যে 'দেবনাগরী' অক্ষরের টেলিপ্রিন্টার চালু করেছে। বার্তা-প্রতিষ্ঠানটি স্থানীয় খবর পরিবেশনেই প্রধানত নিয়োজিত। বিদেশী সংবাদ-পরিবেশনের জন্যে কোনো আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে এর যোগাযোগ নেই।

১৯৫২ সালে ভারত সরকার ভারতের সংবাদপত্র-জগতের অবস্থা তদন্ত করে দেখার জন্যে একটি তদন্ত-কমিশন গঠন করেন। বিচারপতি রাজাধ্যক্ষের (Justice G. S. Rajadhyaksha-এর নেতৃত্বে এই কমিশন ভারতের সংবাদ-সরবরাহ-প্রতিষ্ঠানসহ পুরো সংবাদপত্র-শিল্প সম্পর্কে এক বিস্তারিত সমীক্ষা পরিচালনা করেন এবং ১৯৫৪ সালের শেষ নাগাদ পূর্ণাঙ্গ মতামত ও সুপারিশসহ প্রতিবেদন (report) পেশ করেন।

বার্তা-প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্যে প্রধান প্রধান সুপারিশের অন্যতম সুপারিশ ছিলো প্রতিষ্ঠানগুলোর তখনকার গঠনতন্ত্র পরিবর্তন করা সম্পর্কে। কমিশন প্রেস ট্রাস্ট অব ইন্ডিয়ার জন্যে সরকারি সংস্থার আকারে একটি ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠার সুপারিশ করেন। কমিশন তাঁদের সুপারিশে অভিমত প্রকাশ করেন, "সংস্থাটির ব্যবস্থাপনার পুরো দায়িত্ব একটা অছি পর্ষদের (Board of Trustees-এর) উপর ন্যস্ত করতে হবে। ভারতের প্রধান বিচারপতি পর্ষদের চেয়ারম্যান নিয়োগ করবেন। চেয়ারম্যান বাদে পর্ষদের শতকরা ৫০ ভাগ ব্যক্তি হবে সংবাদপত্র-শিল্পের বহির্ভূত লোক। বাকি ট্রাস্টিগণ ছোট-বড় সংবাদপত্রসহ সাধারণভাবে কার্যরত (পেশাদার) সাংবাদিকদের (working journalists-এর) প্রতিনিধিত্বসহ সংবাদপত্র-শিল্প সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্য থেকে বাছাই করতে হবে। এঁদের মধ্যে অন্তত একজন ট্রাস্টি হবেন প্রেস ট্রাস্ট অব ইন্ডিয়ার কর্মকর্তা। অছি পর্ষদের চেয়ারম্যান ট্রাস্টিদেরকে মনোনীত করবেন এবং তাঁদের কার্যকালের মেয়াদ হবে তিন বছর।"[৬]

অবশ্য প্রেস ট্রাস্ট অব ইন্ডিয়া'র পরিচালকমন্ডলী এই সুপারিশ গ্রহণ করা তাঁদের পক্ষে সম্ভব নয় বলে সিদ্ধান্তে পৌঁছুলেন। তবে পার্লামেন্টে বা অন্যত্র যাতে পি. টি. আই-এর প্রশাসন-ব্যবস্থার বিরুদ্ধে সমালোচনার ঝড় না উঠে সেজন্যে সংস্থার সংঘপত্র (

---

৬. প্রেস কমিশন রিপোর্ট, প্রথম খণ্ড ; ১৫০।

www.pathagar.com

Memorandum of Association) ও পরিমেল-নিয়মাবলী (Articles of Association) সংশোধন করে নাগরিক জীবনে প্রতিষ্ঠার অধিকারী দু'ব্যক্তিকে সংস্থার পরিচালক হিসেবে গ্রহণ করার ব্যবস্থা করা হলো। এর মধ্যে একজন ভারতের সাবেক প্রধান বিচারপতি শ্রী পতঞ্জলি শাস্ত্রী (Patanjali Sastri) এবং অপরজন একজন বিখ্যাত আইনবিদ ও সাবেক পার্লামেন্ট সদস্য সি. সি. শাহ (C. C. Shah)।

ইউনাইটেড প্রেস অব ইন্ডিয়ার জন্যে কমিশনের প্রস্তাব ছিলো ঃ এর ব্যবস্থাপনা হবে ট্রাস্ট (অছি) ধরনের ব্যবস্থাপনা। ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব থাকবে একটি ট্রাস্টি পর্ষদের উপর এবং গ্রাহক ও সংস্থার কর্মচারিদের প্রতিনিধিত্ব থাকবে এই পর্ষদে।[৭]

১৯৫৮ সালের শেষের দিকে কয়েক বছর ধরে আর্থিক ক্ষতি স্বীকার করার পর আর্থিক অনটনের কারণে ইউনাইটেড প্রেস অব ইন্ডিয়া বন্ধ হয়ে যায়। ফলে, ভারতে প্রেস ট্রাস্ট অব ইন্ডিয়াই একমাত্র বড় ধরনের ভারতীয় বার্তা-প্রতিষ্ঠান হিসেবে রয়ে যায়। অবশ্য এ অবস্থা খুব বেশি দিন থাকে নি। ১৯৬০ সালের শেষের দিকে সংবাদ-পরিবেশনা ব্যবসায় পরিচালনার জন্যে দু'টি সংস্থা রেজিস্ট্রি করা হয়। প্রতিষ্ঠান দুটি হচ্ছে 'ইউনাইটেড নিউজ অব ইন্ডিয়া' ও 'ইন্ডিয়ান নিউজ সার্ভিস।' দুটি সংস্থাই ভারতীয় সংবাদপত্রগুলোর সমর্থন পায় এবং ১৯৬১ সাল নাগাদ ভারতের প্রধান শহরগুলোর মধ্যে নিজস্ব টেলিপ্রিন্টার যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তোলে।

'ইউনাইটেড নিউজ অব ইন্ডিয়া' ইউ.পি.আই. থেকে উদ্ভূত বার্তা-প্রতিষ্ঠান। তবে এর পরিচালকমন্ডলী বিলুপ্ত প্রতিষ্ঠানটির চেয়ে অনেক বেশি বিকেন্দ্রীকৃত। সংবাদপত্রসমূহের সম্পাদক ও মালিকগণকে এর পরিচালন পরিষদে তুলনামূলকভাবে আরও ব্যাপক হারে গ্রহণ করা হয়েছে। ইউ. এন. আই. সম্প্রতি বিদেশী সংবাদ-পরিবেশনের সুবিধার্থে অ্যাসোসিয়েট প্রেস অব আমেরিকা'র সঙ্গে বৈদেশিক খবর সরবরাহ নেওয়ার জন্যে একটা চুক্তি সই করেছে।

'দি ইন্ডিয়ান নিউজ সার্ভিস' প্রধানত 'এক্সপ্রেস' ও 'টাইম্‌স অব ইন্ডিয়া' পত্রিকাগোষ্ঠীর পৃষ্ঠপোষকতায় গড়ে উঠে। প্রতিষ্ঠানটি বিশ্বসংবাদের সরবরাহ লাভের জন্যে মার্কিন বার্তা-প্রতিষ্ঠান 'ইউনাইটেড প্রেস ইন্টারন্যাশন্যাল'-এর সঙ্গে চুক্তি করেছে। ভারতীয় ভাষায় প্রকাশিত বর্ধিষ্ণু পত্রিকাগুলোর বিশেষ চাহিদা মেটানোর জন্যেই এই বার্তা-প্রতিষ্ঠান গঠন করা হয়। যথাসময়ে হিন্দিতে ও অন্যান্য আঞ্চলিক ভাষায় সংবাদ-পরিবেশনও এই বার্তা-প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য ছিলো। অবশ্য ১৯৬১ সালের ডিসেম্বর মাসে বার্তা-প্রতিষ্ঠানটি বন্ধ হয়ে যায়।

ভারত সরকার এই মর্মে আইন প্রণয়ন করেন যে, কোনো বিদেশী বার্তা-প্রতিষ্ঠান ভারতে কাজ করতে চাইলে জাতীয় বার্তা-প্রতিষ্ঠানগুলোর মাধ্যমে তা করতে হবে। এই আইন অনুযায়ী, চারটি আন্তর্জাতিক বার্তা-প্রতিষ্ঠানের বিশ্ব-সংবাদ ভারতের জাতীয় বার্তা-প্রতিষ্ঠানগুলোর মাধ্যমে প্রচারিত হচ্ছে।

---

৭. প্রেস কমিশন রিপোর্ট, প্রথম খণ্ড, পৃঃ ১৫২।

www.pathagar.com

ইউরোপ, পশ্চিম-এশিয়া ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশসমূহ এবং জাপান ভারতের সংবাদ-সরবরাহ প্রতিষ্ঠানগুলোর সঙ্গে সংবাদ-বিনিময়ের বিষয়ে বিশেষ চুক্তি করতে বিশেষ আগ্রহ প্রদর্শন করে এবং আনুষ্ঠানিকভাবে যোগাযোগও করে। তবে এ পর্যন্ত কোনো অগ্রগতি হয় নি।

সংবাদ-গ্রহণ, জাতীয় সংবাদের বিষয়বস্তু ও এর বস্তুনিষ্ঠতার (objectivity) পরিমাণ প্রভৃতির সঙ্গে সংবাদ-বিনিময়ের বিষয়টি নির্ভরশীল।

বিভিন্ন সূত্র থেকে বিশ্ব-সংবাদের বৈচিত্র্যময় ও ব্যাপক পরিবেশনার ফলে যে সুস্থ প্রতিযোগিতার সৃষ্টি হয়েছে, তা'তে ভারতের ক্রমবর্ধমান পাঠক-সমাজ বিশ্বের ঘটনা-প্রবাহ সম্পর্কে যথার্থ জ্ঞানার্জনের মারফত নিশ্চিতভাবেই উপকৃত হবেন।

বার্তা-প্রতিষ্ঠানগত সাংবাদিকতার ইতিহাসে পি. টি. আই-এর সাবেক মহা- ব্যবস্থাপক (General Manager) এ. এস. ভারতন্(A. S. Bharatan) -এর ভূমিকা এখানে উল্লেখ না করলে একটি অধ্যায় অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। তিনি প্রেস ট্রাস্ট অব ইন্ডিয়া প্রতিষ্ঠার বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। ১৯৩০ সালে তিনি প্রতিবেদক (reporter) হিসেবে রয়টারে যোগ দেন। পি. টি. আই ও রয়টারের মধ্যে চুক্তি সম্পাদনের বিষয়ে আলোচনা চলাকালে তিনি উপমহাব্যবস্থাপক (Deputy General Manager) ছিলেন। পরে, তিনি পি. টি. আই-এর মুখ্য কর্মকর্তা নিযুক্ত হন এবং ঐ পদাধিকার বলেই তিনি প্রতিষ্ঠান পরিচালনার জন্যে প্রয়োজনীয় মূলধন সংগ্রহ করেন। শ্রী ভারতনের সাংগঠনিক গুণে ও কর্মদক্ষতায় পি. টি. আই-এর কর্মতৎপরতা শুধু ভারতেই নয়, বিদেশেও সম্প্রসারিত হয়।

ভারতে পি. টি. আই-এর ৪৫টি শাখা-অফিস টেলিপ্রিন্টার যোগাযোগ-ব্যবস্থার মাধ্যমে পরস্পর যুক্ত। এভাবে টেলিপ্রিন্টার যোগাযোগ পথের মোট দৈর্ঘ্য দাঁড়িয়েছে ২৩,০০০ মাইল। নিজস্ব সংবাদদাতা (staffers) ছাড়াও বিভিন্ন জেলা ও ছোট ছোট শহরগুলোতে এই প্রতিষ্ঠানের ২০০ সংবাদদাতা (correspondents) নিয়োজিত রয়েছে।

দেশের অভ্যন্তরে সংবাদ-পরিবেশনার ক্ষেত্রে পি. টি. আই বিশেষভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত এবং একই সঙ্গে বিদেশী সংবাদ-পরিবেশনা, বিশেষ করে এশীয় ও আফ্রিকান দেশগুলোর সংবাদ-সংগ্রহের বিশেষ লক্ষ্যে নিয়োজিত। পি. টি. আই-এর ১২ জন সংবাদদাতা এখন পাকিস্তান, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া, টোকিও, কাঠমুন্ডু, কায়রো, লন্ডন, নিউইয়র্ক এবং প্যারিস-এর নিজস্ব কর্তব্যস্থল থেকে সরাসরি বোম্বাইতে নিজ নিজ সংবাদ পাঠিয়ে দিচ্ছেন। প্রয়োজনীয় তহবিল যোগানোর সঙ্গে সঙ্গে পি. টি. আই-এর বিদেশী সংবাদ-সংগ্রহ ও পরিবেশন সম্প্রসারিত হয়েছে।

বার্তা-প্রতিষ্ঠানটি ভারতের সংবাদ বহির্বিশ্বে বিক্রির জন্যেও পরিকল্পনা করেছে। এই উদ্যোগের প্রাথমিক পদক্ষেপ হিসেবে ১৯৩২ সালের মাঝামাঝি কাবুল, কাঠমুন্ডু এবং টোকিও'র গ্রাহকগণকে সংবাদ-পরিবেশনের জন্যে পি. টি. আই 'মর্সকাস্ট (morsecast)' বেতার যোগাযোগ-ব্যবস্থার মাধ্যমে দৈনিক সংবাদ-পরিবেশনের ব্যবস্থা করে। ১৯৫৪ সালে

www.pathagar.com

সিংহলে পি. টি. আই-এর একটি শাখা-অফিস খোলা হয় এবং মাদ্রাজের সঙ্গে টেলিপ্রিন্টার যোগাযোগের মাধ্যমে ঐ শাখা-অফিসটিকে যুক্ত করা হয়।

সংবাদপত্রগুলোর সংবাদ-সরবরাহ ছাড়াও ভারতীয় সংবাদ-সরবরাহ প্রতিষ্ঠানগুলো ব্যবসায়-বাণিজ্য ও বাজার-দর সংক্রান্ত খবরাখবর বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান ও ব্যবসায়ী মহলকে জানিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা গড়ে তুলেছে। এ ধরনের সেবামূলক পদক্ষেপের ফলে ভারতে ব্যবসায়-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বিশেষ উন্নতি হয়েছে এবং বার্তা-প্রতিষ্ঠানগুলোর আয়ও এর দরুন যথেষ্ট বেড়ে গেছে।

প্রদেশভিত্তিক বার্তা-প্রতিষ্ঠানসমূহ

সংবাদ-সংগ্রহ ও পরিবেশনা ভারতের বড় বড় বার্তা-প্রতিষ্ঠানের ভেতরেই সীমিত নয়। ভারতের বহু রাজ্যে ব্যক্তিগত পর্যায়ে এদিকে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে বা হচ্ছে। এসব প্রচেষ্টা মনোযোগ আকর্ষণের দাবি রাখে। সাবেক আগ্রা ও অযোধ্যা নিয়ে যুক্তপ্রদেশ বা বর্তমান উত্তর-প্রদেশে এ ধরনের উদ্যোগ বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়।

১৯৩০ সালে আমিন সালুভী (Amin Salouvi) 'লাক্ষ্মৌতে 'ইনডিপেনডেন্ট নিউজ সার্ভিস' নামে একটি বার্তা-প্রতিষ্ঠান চালু করেন। প্রতিষ্ঠানটি প্রধানত উর্দু সংবাদপত্রগুলোর চাহিদা মিটিয়ে থাকে ও উল্লেখযোগ্য পারদর্শিতা সহকারে অপরাধমূলক সংবাদ পরিবেশন করে।

১৯৪২ সালে লাক্ষ্মৌতে বিজয় কুমার মিশ্র 'দি ন্যাশনাল প্রেস অব ইন্ডিয়া'র প্রতিষ্ঠা করেন। এই প্রতিষ্ঠানটি এলাহাবাদ রাজ্যের এবং এর বাইরের হিন্দি সংবাদপত্রগুলোর জন্যে সংবাদ পরিবেশন করে।

একই বছর শ্রী রামকৃষ্ণ উত্তর-প্রদেশে 'নিউজ ফিচার্স অব ইন্ডিয়া' চালু করেন। প্রতিষ্ঠানটি সংবাদ-সংগ্রহ ও কাহিনী-নিবন্ধ (feature stories) প্রচারের বিষয়ে এক যৌথ কর্মোদ্যোগ বিশেষ। ভারতের কয়েকটি শহরে এই প্রতিষ্ঠানের সংবাদদাতা নিয়োজিত রয়েছেন বলে দাবি করা হয়েছে। প্রতিষ্ঠানটি বিশেষ সাপ্তাহিক নিবন্ধ, ভারত ও আন্তর্জাতিক বিষয়ভিত্তিক সংবাদ-চিঠি (newsletter), ছোটগল্প ও আলোকচিত্র একযোগে পরিবেশন করে।

উত্তর-প্রদেশের কানপুর থেকে 'দি ইনডিপেনডেন্ট প্রেস-ব্যুরো' এবং 'টাইম্‌স নিউজ সার্ভিস' নামে দুটো বার্তা-প্রতিষ্ঠান সম্প্রতি চালু হয়েছে। দুটি প্রতিষ্ঠানই এক ব্যক্তির একক কর্মোদ্যোগ।

কোলকাতায় 'হিন্দু নিউজ সার্ভিস' নামে একটি বার্তা-প্রতিষ্ঠান বাংলায় আঞ্চলিক সংবাদ পরিবেশনের কাজে নিয়োজিত ছিলো। সেটি বর্তমানে চালু নেই, তবে 'ইস্টার্ন ইন্ডিয়া নিউজ সার্ভিস' নামে অন্য একটি প্রতিষ্ঠান এখন ডাকযোগে সংবাদ-পরিবেশন করছে।

www.pathagar.com

অন্ধ্রপ্রদেশের বর্তমান রাজধানী হায়দ্রাবাদে বিগত দশ বছরে অনেকগুলো স্থানীয় বার্তা-প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠে। তবে মাত্র তিনটে প্রতিষ্ঠান বর্তমানে চালু রয়েছে।

অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস অব ইন্ডিয়া'র একজন সাবেক কর্মচারি জনাব রাজা আলী 'দি অ্যাসোসিয়েটস নিউজ সার্ভিস' প্রতিষ্ঠা করেন। অন্ধ্র রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় ও শহরে এই প্রতিষ্ঠানের সংবাদদাতাগণ নিয়োজিত রয়েছেন এবং প্রতিষ্ঠানটি আঞ্চলিক ধরনের খবর পরিবেশন করে থাকে।

'দি ডেক্যান নিউজ এজেন্সি' নামে একটি বার্তা-প্রতিষ্ঠান সাবেক হায়দ্রাবাদ রাজ্যে এক সময়ে যথেষ্ট প্রভাবশালী ছিলো, তবে বর্তমানে এই প্রতিষ্ঠানের খবর রাজ্যের সংবাদপত্রগুলোতে খুব কমই ছাপা হয়। সাম্প্রতিককালে সংগঠিত 'ভারত নিউজ এজেন্সি'রও একই অবস্থা।

কেরালার (সাবেক ত্রিবাংকুর-কোচিন) কুইলনে নিয়োজিত সাবেক এ. পি. আই সংবাদদতা শ্রী সি. জি. কেশবন (V. G. Keshavan) কেরালা প্রেস সার্ভিস' চালু করেন। বার্তা-প্রতিষ্ঠানটি আঞ্চলিক সংবাদ ও আলোকচিত্র সরবরাহ ছাড়াও বর্তমানে কাহিনী-নিবন্ধ (feature-articles) এবং সমসাময়িক সমস্যার প্রশ্নে বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মতামতমূলক সাক্ষাৎকার প্রচারে আত্মনিয়োগ করেছে।

১৯৪৭ সালে ভারতের পেশাদার সাংবাদিক ফেডারেশনের সাবেক সাধারণ সম্পাদক শ্রী জে. পি. চতুর্বেদী (J. P. Chaturvedi) 'দি পিপ্‌লস প্রেস অব ইন্ডিয়া' প্রতিষ্ঠা করেন। ভারতীয় রাজ্যগুলোর রাজনীতিসংক্রান্ত সংবাদ, বিশেষ করে রাজ্যগুলোর জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকার ও আশা-আকাঙ্ক্ষা সংক্রান্ত সংবাদ প্রচার এই প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য ছিলো। দেশবিভাগের সঙ্গে সঙ্গে সংশ্লিষ্ট রাজ্যগুলো ভারতের অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় এই প্রতিষ্ঠানের অবলুপ্তি ঘটে।

রাজ্যগুলোতে ভারতীয় ভাষার সংবাদপত্র যখন তাদের নিজস্ব গতিতে এগিয়ে যাচ্ছে, তখন আঞ্চলিক সংবাদ সম্বন্ধে পাঠকের আগ্রহও বেড়ে যেতে দেখা যায়। ফলে, আঞ্চলিক সংবাদপত্রগুলোর জন্য আঞ্চলিক সংবাদ-সংগ্রহের বিষয়ে বার্তা-প্রতিষ্ঠানগুলোর সামনে সুযোগের দ্বার উন্মোচিত হয়।

বার্তা-প্রতিষ্ঠানের সমস্যাবলী

ভারতে সংবাদ-পরিবেশন ব্যবসায়ের বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কে আমরা এখানে আলোচনা করবো। সংবাদপত্রের আয়ের সিংহভাগ এসে থাকে বিজ্ঞাপন থেকে, কিন্তু বার্তা-প্রতিষ্ঠানগুলো সংবাদ-পরিবেশনের জন্যে সংবাদপত্র ও অন্যান্য প্রচার-মাধ্যমগুলোর নিকট থেকে যে অর্থ পেয়ে থাকে তা ছাড়া আয়ের আর কোনো সূত্র নেই। তাই, সংবাদপত্রের সংখ্যা বৃদ্ধি ও সেই সঙ্গে ঐসব সংবাদপত্রের শ্রীবৃদ্ধির উপর বার্তা-প্রতিষ্ঠানের সম্প্রসারণ একান্তভাবে নির্ভরশীল।

www.pathagar.com

সরকার যদি টেলিপ্রিন্টার লাইনের জন্যে প্রাপ্য রাজস্ব কমিয়ে নিয়ে এবং সস্তায় সংবাদ প্রেরণের জন্যে উন্নততর সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা করে পরোক্ষভাবে সহায়তা দানের ব্যবস্থা করেন তা'হলে ভারতে বার্তা-প্রতিষ্ঠানগুলোর শ্রীবৃদ্ধি সাধনে বিরাট পদক্ষেপ সূচিত হবে। ভারতে শিক্ষিতের হার বৃদ্ধি ও শিল্প-সমৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে নিশ্চিতভাবেই সংবাদপত্র পাঠকের সংখ্যা বেড়ে যাবে। তবে, ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে বহু ভাষা প্রচলিত থাকার দরুন কোনো একটি বিশেষ পত্রিকার প্রচার যতটা বেশি হতে পারতো তা হবে না। তবু এ সত্ত্বেও, সংবাদপত্রগুলোর যথেষ্ট প্রচার ও আয়ু বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বার্তা-প্রতিষ্ঠানের অর্থাগম নিশ্চিত হবে।

ভারতের সংবাদ-সরবরাহ প্রতিষ্ঠানগুলোর সংবাদ প্রেরণের জন্যে যেসব কারিগরি যন্ত্রপাতি ব্যবহৃত হয়ে থাকে তার সবই এ পর্যন্ত বিদেশ থেকে আমদানী করা হয়েছে। বিষয়টি নিঃসন্দেহে একটা সমস্যা। পি. টি. আই. নিজস্ব কারখানায় টেলিপ্রিন্টার যন্ত্রের কয়েকটি খুচরা যন্ত্রাংশ তৈরি করে এ বিষয়ে স্বয়ংসম্পূর্ণ হওয়ার চেষ্টা করছে। অত্যধিক ব্যয় ও বৈদেশিক বিনিময়-মুদ্রার সংকট প্রভৃতি কারণে যন্ত্রপাতির আমদানীর বিষয়টি একটি সংকটজনক সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

ভারত সরকার সম্প্রতি একটি ইতালীয় প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সহযোগিতাক্রমে দেশে টেলিপ্রিন্টার তৈরি কারখানা বসিয়েছেন।

কমনওয়েলথ্ দেশগুলোর মধ্যে সংবাদ প্রেরণের জন্যে বিশেষ ক'রে, বৃটেনে 'প্রতি শব্দ এক পেনি' হিসেবে যে মাশুল নেওয়ার হার প্রচলিত রয়েছে তা বার্তা-প্রতিষ্ঠানগুলোর সংবাদ-প্রচারের জন্যে বিশেষভাবে সহায়ক হয়েছে। ভারতের বার্তা-প্রতিষ্ঠানসমূহ ও সংবাদদাতার কমনওয়েলথ দেশগুলো থেকে সংবাদ পাঠানোর বেলায় এই 'হার'-এর সুবিধা নিতে পারে। কিন্তু কমনওয়েলথ ছাড়া অন্যান্য দেশ থেকে সংবাদ-পরিবেশন-ব্যবস্থার উন্নয়ন করতে হলে আর্থিক দিক থেকে সুলভে সংবাদ আদান-প্রদানের ব্যবস্থা করতে হবে। ভারতের সঙ্গে কয়েকটি দেশ দ্বিপক্ষীয় চুক্তি সম্পাদন করে সংবাদ-বার্তা (press messages) প্রেরণের মাশুলের হার কমিয়েছে। তবে, অর্থনৈতিক দিক থেকে লাভজনক হতে হলে এই হার আরও কমানো দরকার।

ভারতের বার্তা-প্রতিষ্ঠানগুলোর টেলিপ্রিন্টার যোগাযোগ-ব্যবস্থা মোটামুটিভাবে একটি সাধারণ কোণ যা কেন্দ্রবিশিষ্ট দুটি ত্রিভুজ বলে বর্ণনা করা যায়। ত্রিভুজের সাধারণ কেন্দ্রটি হচ্ছে বোম্বাই এবং অপরগুলো হচ্ছে যথাক্রমে দিল্লী, মাদ্রাজ ও কোলকাতা। এই চারটি কেন্দ্র সংবাদপ্রচারের মূল ঘাঁটি এবং এসব ঘাঁটির সঙ্গে দেশের উত্তর, পশ্চিম, দক্ষিণ ও পূর্বাঞ্চলের যোগাযোগ প্রতিষ্ঠান করা হয়েছে। প্রেস ট্রাস্ট অব ইন্ডিয়া, রয়টার ও এ. এফ. পি.-এর বৈদেশিক সংবাদ বোম্বাইতে বেতার টেলিপ্রিন্টারযোগে পেয়ে থাকে এবং অন্যান্য বার্তা-প্রতিষ্ঠানগুলো একইভাবে দিল্লীতে পেয়ে থাকে।

বর্তমানে ইংরেজি ভাষার মাধ্যমে সংবাদ-পরিবেশন করা হয়ে থাকে এবং এটা আরও কিছুকাল ধরে অব্যাহত থাকবে। তবে শেষাবধি, এক্ষেত্রে নিশ্চিতভাবেই রাষ্ট্রভাষা হিন্দি চালু

www.pathagar.com

হবে। হিন্দি সাংবাদিকতাও আসলে বেশ উন্নতি করেছে। তবে অন্যান্য ভারতীয় ভাষা যেমন, বাংলা, তামিল, মলয়ালম, গুজরাটি ও মারাঠি ভাষার সাংবাদিকতা আরও বেশি অগ্রসর। কাজেই এসব ভাষার সংবাদপত্র আরও উন্নতি করতে থাকবে এবং তাদের নিজ নিজ এলাকায় যে প্রভাব ও পৃষ্ঠপোষকতা স্বভাবতই থাকবে হিন্দি সংবাদপত্রগুলোর পক্ষে সেসব এলাকা দখল করা খুব একটা সহজ হবে না। এমন অবস্থায় বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষার সংবাদপত্রগুলোকে তাদের নিজ নিজ ভাষায় সংবাদ-পরিবেশনের জন্যে বহু ভাষাভিত্তিক সংবাদ বিতরণের উপযোগী উন্নততর কারিগরি-ব্যবস্থা গড়ে তোলা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে।

ইংরেজি বা হিন্দি যাই হোক, যে কোনো একটি ভাষা সংবাদ-পরিবেশনের মাধ্যম হলে অনুবাদের ক্ষেত্রে অসুবিধা দেখা দেয়। ভারতীয় ভাষায় প্রদত্ত বিবৃতি ইংরেজিতে প্রথমে অনুবাদ করা হয়। অনূদিত এই সংবাদ যখন দেশী ভাষায় প্রকাশিত সংবাদপত্রগুলোতে পৌঁছায় তখন ইংরেজিতে অনূদিত ঐ বিবৃতি ভারতীয় ভাষায় আবার অনুবাদ করতে হয়। এর দরুন বিবৃতির গাঁথুনী এবং ওজস্বিতাই কেবল দুর্বল হয় না, অনেক সময় বিবৃতির বক্তব্যই আলাদা হয়ে যায়। এর একটা উদাহরণও দেওয়া যেতে পারে ঃ স্কাউটদের একজন শিক্ষক "কাব্‌স"দের উদ্দেশ্যে কিছু বলছিলেন। একজন সংবাদ-প্রতিবেদক (reporter) তাঁর ঐ বিবৃতির উপর যথারীতি প্রতিবেদন লিখলেন। বার্তা-প্রতিষ্ঠান সেই প্রতিবেদন ইংরেজিতে পরিবেশন করলেন। উর্দু পত্রিকায় সংবাদটির অনুবাদ প্রকাশিত হ'ল এভাবে ঃ স্কাউট-শিক্ষক সিংহের শাবকদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দিচ্ছিলেন।

ছোটবড় সকল সংবাদপত্রই যাতে নিজ নিজ ক্ষমতা ও চাহিদা অনুযায়ী সংবাদের সরবরাহ পেতে পারেন সেজন্যে বার্তা-প্রতিষ্ঠানে সংবাদ-পরিবেশনের দুই বা তিনটি শ্রেণী থাকে। এতে করে সবচেয়ে ছোট সংবাদপত্রও কয়েক 'শ টাকার বিনিময়ে ভারতীয় ও বিশ্ব-সংবাদ সরবরাহ লাভের সুবিধা পেতে পারেন।

সংবাদ-সংগ্রহ ও পরিবেশন কারিগরি ধরনের ব্যবসায়। এ জন্যে সংবাদদাতা, অবর-সম্পাদক, টেলিপ্রিন্টার পরিচালক, কৌশলী ও ব্যবস্থাপনা কর্মচারি নিয়োগের প্রয়োজন হয়। সংবাদ পাঠানোর জন্যে বার্তা-প্রতিষ্ঠানগুলো টেলিপ্রিন্টার, টেলিফোন, টেলিগ্রাফ ও বেতারের সাহায্য নিয়ে থাকে। যতদূর সম্ভব দ্রুত সংবাদ-প্রেরণ বার্তা-প্রতিষ্ঠান পরিচালনার অপরিহার্য অঙ্গ। দক্ষতার একটা নির্দিষ্ট মান অর্জনের জন্যে বার্তা-প্রতিষ্ঠানের সবাইকে ত্বরিত গতিতে ও সমন্বয় নিশ্চিত করে কাজ করতে হয়। বার্তা-প্রতিষ্ঠানের কর্মতৎপরতায় 'সময়' অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উপাদান ; কারণ বার্তা-প্রতিষ্ঠান যত আগে সংবাদ পৌঁছে দিতে পারবে ততই সার্থকতা লাভ করবে। সংবাদ-প্রতিবেদন যাতে বস্তুনিষ্ঠ ও মন্তব্য বিবর্জিত হয় সেজন্যে সংবাদদাতাগণকে প্রশিক্ষণ দিতে হবে। সংবাদ প্রেরণে দক্ষতা ও দ্রুততার দৃষ্টান্ত হিসেবে বলা যায় ঃ মহাত্মা গান্ধী ১৯৪৮ সালের ৩০শে জানুয়ারি তারিখে বিকেল ৫টা ১০ মিনিটে আততায়ীর গুলিতে নিহত হন। বিশ্বে এ খবর প্রচারিত হতে দু'মিনিটেরও কম সময় লেগেছিলো।

www.pathagar.com

ভারতের বিভিন্ন বার্তা-প্রতিষ্ঠানগুলো, বিশেষ করে প্রেস ট্রাস্ট অব ইন্ডিয়া দৈনিক গড়ে ৮০ হাজার থেকে এক লক্ষ শব্দের খবর পরিবেশন করে থাকে এবং এর মধ্যে ভারতীয় সংবাদের অংশ হচ্ছে ৫০ থেকে ৬০ হাজার শব্দের সমষ্টি। ২৪ ঘন্টার সব সময় একই হারে সংবাদ প্রেরণ করা যায় না। সাধারণত দুপুর থেকে শুরু করে মাঝরাত পর্যন্ত খবরের প্রবল চাপ থাকে। এ কারণে সমস্যার সৃষ্টি হয়। সংবাদপত্রগুলো অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কাগজে স্থানাভাবে এই বিপুল শব্দ-রাশির একটা সামান্য অংশ মাত্র ছাপাতে পারে।

স্বাধীনতার আগে ভারতে খেলা বা বাণিজ্য-সংক্রান্ত সংবাদের প্রতি উপেক্ষা না দেখানো হলেও বেশির ভাগই ছিলো রাজনৈতিক সংবাদ। স্বাধীনতার পর সংবাদের বৈচিত্র্য বাড়ছে। ভারতীয় সংবাদপত্রে স্বভাবত ভারতীয় সংবাদের প্রাধান্য থাকে, তবে বিদেশী সংবাদও যথার্থ স্থান লাভ করে।

পৃথিবীর ৩২টি দেশের সংবাদপত্র-সম্পাদকগণকে নিয়ে গঠিত জুরিখের আন্তর্জাতিক প্রেস ইন্সটিটিউট ভারত ও বহির্বিশ্বের মধ্যে সংবাদ আদান-প্রদানের পরিমাণ এবং ভারতীয় সংবাদপত্রে আন্তর্জাতিক সংবাদের প্রচার সম্পর্কে এক গবেষণামূলক সমীক্ষা পরিচালনা করেন। এতে দেখা যায়, ভারতীয় সংবাদপত্রের শতকরা প্রায় ৩০ ভাগ জায়গা জুড়ে থাকে আন্তর্জাতিক সংবাদ। তাছাড়া, যেসব আন্তর্জাতিক সংবাদ প্রকাশিত হয় তার বেশির ভাগ জাতিসংঘ ও অন্যান্য আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান সম্পর্কিত।

বিদেশী সংবাদে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যুক্তরাজ্য ও পশ্চিম ইউরোপের কথাই বেশি স্থান পায়। সে তুলনায় অনেক এশীয় দেশের সংবাদ অনেক কম থাকে। এর কারণ সেসব দেশে সংবাদ-সরবরাহ প্রতিষ্ঠানের তেমন উন্নতি হয় নি। তবে ভারত বা জাপানে বার্তা-প্রতিষ্ঠানের উন্নতি হলেও, উল্লিখিত অবস্থার তেমন একটা হেরফের এ পর্যন্ত ঘটে নি। তবে বর্তমানে অবস্থা আস্তে আস্তে পাল্টে যাচ্ছে। আফ্রিকা ও এশিয়ার দেশগুলোতে বার্তা-প্রতিষ্ঠান সুসংগঠিত হচ্ছে। এশিয়া, আফ্রিকার সংবাদও ভারতীয় সংবাদপত্রে এখন আগের চাইতে বেশি স্থান পাচ্ছে।

ভারতে সংবাদপত্রগুলো অভ্যন্তরীণ যেসব সংবাদ সংগ্রহ করে থাকেন তার বেশির ভাগই হচ্ছে ভারত সরকারের তৎপরতা ও পার্লামেন্টের কর্মধারা সংক্রান্ত বিষয়।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় মার্কিন সংবাদ-প্রতিষ্ঠানগুলো ভারতে ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে পা রাখার চেষ্টা করেছিলো। আগেই বলা হয়েছে যে, 'দি ইন্ডিয়ান অ্যান্ড ইস্টার্ন নিউজপেপার্স সোসাইটি' 'অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস অব আমেরিকা'র সঙ্গে আলাপ-আলোচনা চালায় ; কিন্তু তা' শেষ পর্যন্ত সফল হয় নি। এখন 'অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস অব আমেরিকা' ও 'ইউনাইটেড প্রেস ইন্টারন্যাশনাল' — দুটো মার্কিন প্রতিষ্ঠানই ভারতীয় বার্তা-প্রতিষ্ঠানগুলোর মাধ্যমে তাঁদের সংবাদ-প্রচারের জন্যে চুক্তিতে পৌঁছেছে।

অল ইন্ডিয়া রেডিও এবং প্রায় ২৫০টিরও বেশি সংবাদপত্র সংবাদ-সরবরাহ লাভের জন্যে বিভিন্ন বার্তা-প্রতিষ্ঠান বিশেষ করে পি. টি. আই. এর উপর নির্ভরশীল বড় বড় সংবাদপত্রের কথা অবশ্য আলাদা। কারণ, তাঁরা তাঁদের সংবাদের একক বৈশিষ্ট্য বজায় রাখার জন্যে সারা ভারতে ও বিদেশে বহু সংবাদদাতা নিয়োজিত রাখা ছাড়াও সংবাদ-বিনিময়ের জন্যে বিদেশী সংবাদপত্রের সঙ্গে চুক্তি করে থাকে।

www.pathagar.com

দ্বিতীয় খণ্ড

সংবাদ-রচনা ও সম্পাদনা পদ্ধতিসমূহ
(WRITING AND EDITING TECHNIQUES)

www.pathagar.com

www.pathagar.com

৪

প্রতিবেদন ও সংবাদ-রচনা

(REPORTING AND WRITING NEWS)

— নদীগ কৃষ্ণমূর্তি

ওয়েন্ডেল ফিলিপ্স (Wendell Phillips) বলেছেন, "আমরা সরকার ও প্রভাতী সংবাদপত্রের ছত্রছায়ায় বসবাস করি।" পত্রিকার সবচেয়ে সার্থক ব্যবহার সবচাইতে বেশি পরিমাণ গুরুত্ববহ সত্য প্রকাশে — যে সত্য মানবজাতিকে আরও প্রাজ্ঞ করে তোলে — বলেছেন হোরেস গ্রীলী (Horace Greeley) । জনগণের পছন্দসই করে বলার বা ব্যক্ত করার বিশেষ কৌশলটিই হচ্ছে সাংবাদিকতা। যদি কেউ কোনো একটা প্রবন্ধ বা বই লেখেন তা তাঁর নিজের তুষ্টির জন্যে নয় বরং আর সকলের জন্যে। একারণেই প্রাচীন যুগের লেখকগণের মতো আধুনিক লেখকগণ নিজের আনন্দের জন্যে বা ভবিষ্যৎ বংশধরদের জন্যে লেখেন না। তাঁরা সমসাময়িক পাঠকের জন্যে লিখে থাকেন। এ কারণে একজন ভালো সাংবাদিক সমসাময়িক পাঠকদের মনস্তাত্ত্বিক চাহিদা ও আনন্দের কথা মনে রেখে লেখেন এবং সংবাদপত্রই সাংবাদিকতার উৎকর্ষের মাধ্যম।

আজকের অনেক প্রতিষ্ঠাবান লেখকের প্রতিভার প্রথম স্ফুরণ ঘটেছে সংবাদপত্রের পাতায়। চার্লস ডিকেন্স (Charles Dickens), মার্ক টোয়েন (Mark Twain), ড্যানিয়েল ডিফো (Daniel Defoe), বেঞ্জামিন ফ্রাংকেলিন. Bengamin Frankliy এইচ. জি. ওয়েলস (H G. Wells), জর্জ বার্নার্ড শ (George Bernard shaw), সি. পি. স্কট (C. P. Scott), মহাত্মা গান্ধী (Mahatma Gandhi), আর্নেস্ট হেমিংওয়ে (Ernest Hemingway), জে. বি. প্রিস্লী (J.B. Priestley), রাজা রাম মোহন রায়, (Raja Ram Mohan Roy), জোসেফ এডিসন (Joseph Addison), রির্চাড স্টিল (Richard Steele), ও রুডিয়ার্ড কিপলিং (Rudyard Kipling) তাঁদের প্রথম জীবনে সংবাদপত্রে কলম পেশার বিনিময়ে জীবিকা নির্বাহ করেছিলেন। আজ তাঁদের সেই 'তুচ্ছ' লেখার 'জঞ্জাল' আবিষ্কারের জন্যে পন্ডিত ব্যক্তিরা হন্যে হয়ে পোকায় খাওয়া সংবাদপত্রের ফাইল অপরিসীম ধৈর্য্য নিয়ে উল্টে যাচ্ছেন। পাঠকের মনোরঞ্জনের জন্যে একজন সাংবাদিককে সংবাদপত্রের স্তম্ভগুলোকে (columns-কে) প্রায়ই প্রাণবন্ত বর্ণনায় সমৃদ্ধ করতে হয়। তিনি বিশেষ সতর্কতা সহকারে ঈপ্সিত প্রতিক্রিয়া সৃষ্টির প্রয়াসী হন। এমন কিছু সাংবাদিক আছেন যাঁরা খাপছাড়া ও

www.pathagar.com

দায়সারা গোছের করে ঘটনার 'বর্ণনা' লেখেন অথচ একজন ভালো সাংবাদিক তা করেন না। তিনি ঐ ঘটনার সাদামাটা শুধু বর্ণনা নয়, লেখার মাধ্যমে ঐ ঘটনার একটা প্রাণময় ছবি তুলে ধরেন, তাতে স্থাপত্যের সৌন্দর্য আরোপ করেন।

নেপোলিয়ন এক লাখ সঙ্গীনের চেয়ে মাত্র তিনটে সংবাদপত্রকে ভয় করতেন বেশি। এডমান্ড বার্ক (Edmund Burke) বলেছেন, "পার্লামেন্টের তিনটে রাষ্ট্র (estate) রয়েছে ; কিন্তু ঐ যে দূরে সাংবাদিকগণের আসন সারি সেটি হচ্ছে পার্লামেন্টের 'চতুর্থ রাষ্ট্র (fourth estate)' এবং আগের তিনটে রাষ্ট্রের চেয়ে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ।" গণতান্ত্রিক দেশে সংবাদপত্রে গুরুত্ব পার্লামেন্টের পরেই। বস্তুতপক্ষে পার্লামেন্ট ও সংবাদপত্র গণতন্ত্রের দুটি স্তম্ভ স্বরূপ। সাংবাদিকতা দেশের প্রথম শ্রেণীর শক্তিতে উন্নীত হয়েছে। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ফ্রাংকলিন ডিলানো রুজভেল্ট (Franklin D. Roosevelt) এ প্রসঙ্গে বলেছেন, "যদি কখনো সংবাদপত্রের স্বাধীনতা কার্যকরভাবে খর্ব করা সম্ভব হয়, তবে মত-প্রকাশের স্বাধীনতা, শিক্ষার স্বাধীনতা, বক্তব্য রাখার ও জনসমাবেশের অধিকার প্রভৃতি গণতান্ত্রিক মৌল অধিকার অর্থহীন হয়ে পড়বে।" সংবাদপত্র নির্বাচিত একজন রাজনীতিকের মতোই জনগণ ও সরকারের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ যোগসূত্র। রাজনীতিক প্রধানত তাঁর নির্বাচনী এলাকার জনগণের মুখপাত্র হিসেবে কাজ করেন। কিন্তু সংবাদপত্রের ভূমিকা আরও ব্যাপক তাৎপর্যময়। সংবাদপত্র পুরো রাষ্ট্রীয় ও রাজনৈতিক কর্মতৎপরতার মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন করে এবং এ-সংক্রান্ত সকল খবরাখবর প্রচার করে। সংবাদপত্রকে যদি গণতন্ত্রের মূল অবয়ব বলা যায়, তা হলে সংবাদ-প্রতিবেদনকে (news-reporting-কে) কাগজের প্রাণ বলা যেতে পারে। পত্রিকাকে দৈনিক সংবাদপত্রের রূপদানে এই সংবাদ-প্রতিবেদন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। একই সঙ্গে যাথার্থ্য (accuracy) ও শব্দবাহুল্যহীনতা (precision), দক্ষতা (skill) ও দ্রুততা (speed), প্রতিভা ও রোমাঞ্চ এবং সংবাদ-চেতনা (news-sense) সংবাদ-প্রতিবেদন কর্মের জন্যে প্রধান ও তাৎপর্যপূর্ণ উপাদান। অন্তত আধুনিক সমাজ এসব উপাদানকে যথাযথভাবে ক্রিয়াশীল দেখতে উৎসুক।

সংবাদ-প্রতিবেদকের বৈশিষ্ট্যাবলী

সংবাদ-সংগ্রহের বিষয়টি মানব-সভ্যতার মতোই পুরোনো। তবে বর্তমান যুগে সংবাদ-সংগ্রহের পরিসর দ্রুত সম্প্রসারিত হচ্ছে এবং আজকে এর ক্ষেত্র সারা বিশ্বজোড়া। আজকের দুনিয়ায় একজন সংবাদ-লেখক আর 'বয়ানকারী (scribe)' নন, বরং একদিক থেকে তিনি একজন শিল্পী। তাই আজ যদি কাউকে সংবাদ-সংগ্রহের শিল্প-কাজে নামতে হয়, তবে তাঁকে অবশ্যই জ্ঞানের অস্ত্রে সুসজ্জিত হতে হবে, তাঁর কাজের প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম সঙ্গে নিতে হবে। সংবাদ-সংগ্রহ ও রচনা ক্রমশ আরও বিশেষজ্ঞ পর্যায়ের শিল্প-কাজে পরিণত হচ্ছে এবং এ কারণে যোগ্য ও সফল সংবাদ-প্রতিবেদক হতে হলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে যথাযথভাবে প্রস্তুতি নিতে হবে।

www.pathagar.com

অনেকেই হয়তো এ সম্বন্ধে অনেক বাধা-বিঘ্ন ও নিরাশার সম্মুখীন হবেন, কিন্তু তা সত্ত্বেও এ কথা ভুলে গেলে চলবে না যে লেখার পেশাদারীতে এ রকম ঘটনা হরহামেশাই ঘটে এবং একে এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। যে হতাশার সম্মুখীন হতে হয় তাকে বরং আরও উন্নত ও আরও উৎকৃষ্টমানের কাজ করার জন্যে প্রেরণা হিসেবে ধ'রে নেওয়া উচিত। যাঁরা সংবাদ-প্রতিবেদক হিসেবে প্রতিষ্ঠা পেতে চান তাঁদেরকে অবশ্যই কঠোর পরিশ্রম করে যেতে হবে। হাল ছেড়ে দিলে চলবে না। লেখার বৈচিত্র্যময় শৈলী অনুসরণ করা উচিত এবং যা করা হলো তা অর্থাৎ পরিশ্রমের ফল যাতে মানসম্পন্ন হয় তার দিকেও খেয়াল রাখা উচিত।

অনেকেরই ধারণা, সংবাদ-প্রতিবেদকের কাজ বেশ সুখের। অথচ আসলে সংবাদপত্র-প্রতিবেদকের কর্মদায়িত্ব অত্যন্ত শ্রমসাধ্য। তাঁকে তাঁর পেশার স্বার্থে অসময়ে অনভিপ্রেত জায়গায় হাজির থাকতে হয়। তাঁর কাজ রুটিন-মাফিক হওয়ার যো নেই, ১০টা — ৫টার ধরাবাঁধা সময়সূচি নেই। প্রতিবেদকের কাজ এমনই যে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে সব সময়েই কাজে নেমে পড়ার জন্যে তৈরি থাকতে হবে এবং যথাসম্ভব আতঙ্কশূন্য হয়ে যথাযোগ্য আগ্রহ সহকারে দায়িত্ব সম্পাদন করতে হবে। সভা-সমিতি ভালো বা মন্দ হোক, স্কুলের সামান্য কাবাডি খেলা বা পরম প্রত্যাশিত টেস্ট ক্রিকেট খেলা হোক, ধাঙড়দের ধর্মঘটী সমাবেশ হোক কিংবা বিশ্ববিদ্যালয়ের আকর্ষণীয় কনভোকেশন অনুষ্ঠান হোক, প্রতিবেদককে এর সবখানেই এই বিশ্বাস নিয়ে উপস্থিত হতে হবে যে সেখানে এমন কিছু ঘটবে যার সংবাদ তাঁর হাত হয়ে সংবাদপত্রের শিরোনাম হওয়ার যোগ্যতা লাভ করবে। প্রতিবেদকের দেওয়া সংবাদ-কাহিনী (news-story) যতোই প্রভাব বিস্তারকারী বা তথ্যসমৃদ্ধ হোক না কেন তাঁর নামে ঐ সংবাদ প্রচার করা হয় না। এদিকে থেকে বিবেচনা করলে প্রতিবেদকের কাজের কোনো আকর্ষণ নেই। অবশ্য প্রতিবেদককে তাঁর কাজে আত্মনিবেদিত হতে হবে এবং তাঁকে নাম কেনার প্রয়াসী হলে চলবে না। সংবাদের সঙ্গে তাঁর নামও প্রচারিত হতে হবে — এটা কখনোই প্রতিবেদকের একমাত্র লক্ষ্য হতে পারে না। তাঁকে এ কথা ভেবে কাজে পরিপূর্ণভাবে আত্মনিয়োগ করতে হবে, তাঁর দেওয়া খবরের প্রতিটি প্রশংসাই তাঁর প্রতিভা ও স্বার্থের প্রতি নীরব পৃষ্ঠপোষকতা স্বরূপ। বর্ণিত সংবাদ-কাহিনী যাতে পাঠকের উচ্চ প্রশংসা লাভ করে তার দিকে একান্ত যত্নবান হওয়া প্রতিবেদকের পক্ষে বিশেষ প্রয়োজন।

কাহিনী-রচনার সুদক্ষ কারিগর রবার্ট লুই স্টিভেনসন (Robert Louis Stevension) বলেছেন ঃ "বর্ণনাভঙ্গী সাহিত্যের এক বৈশিষ্ট্যময় ভাব প্রকাশ।" সংবাদ ব্যক্ত করা সহজ কাজ। কিন্তু এ থেকে কাহিনী তৈরি করা তেমন নয়। অথচ এটা সম্ভব হলে ঐ সংবাদ চিত্রময় ও প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে। ভালো সংবাদ-কাহিনীর গুণাগুণ সম্পর্কে সংক্ষেপে স্টিলিং ফ্লিটের (Stilling Fleet-এর) ভাষায় বলা যায় ঃ "একটি সংবাদ-কাহিনী হৃদয়গ্রাহী হতে হলে সেটাকে প্রাসঙ্গিক, সুকথিত, সংক্ষিপ্ত ও নূতন হতে হবে, বাস্তব বলে মনে হতে হবে ; যখনই এর ব্যতিক্রম হবে বুদ্ধিমান ব্যক্তিগণ নিরস্ত হবেন, শুধু নির্বোধ ব্যক্তিই তখনও প্রশংসার মরীচিকার পেছনে ছুটতে থাকবে।" সংবাদ-কাহিনী সত্যিকারভাবে ভালো হলে পাঠক তা শেষাবধি পড়ে যান, ক্লান্তিতে ঘুমিয়ে পড়েন না। যতো উত্তমই হোক না কেন কেউ

www.pathagar.com

গৎবাঁধা স্তোত্রধর্মী কিছু পছন্দ করেন না। পাঠকের হৃদয়গ্রাহী করতে সাংবাদিককে তাঁর কাহিনীর বক্তব্য অত্যন্ত সহজ করতে হবে। সংবাদপত্রের পাতায় যা কিছু পরিবেশন করা হয় তা সংবাদপত্র গ্রাহকের দৈনন্দিন রুচির চাহিদা মেটাতে পারে ; কিন্তু তাই ব'লে তাতে মিথ্যা বা ধোঁকাবাজীমূলক (fictitious) কিছু থাকা উচিত নয়।

জনস্বার্থ-সংক্রান্ত প্রশ্ন তোলা প্রতিবেদকের কাজ। এ কারণে তাঁর লক্ষ্য হবে সত্যিকার বিবেচনাপ্রসূত একটি ভালো সংবাদ-কাহিনী রচনা করা, বাহাদুরী নেওয়া নয়। তবে, আজকাল অবশ্য আমাদের নিকট অত্যন্ত সুপরিচিত শ্রেষ্ঠ দৈনিক সংবাদপত্রগুলো প্রতিবেদকদের নাম তাঁদের সংবাদের সঙ্গে প্রকাশ করছে। এটা হচ্ছে যখন কোনো প্রতিবেদক তাঁর কাজ অত্যন্ত সুচারুরূপে সম্পন্ন করছেন, তাঁদের বেলায়। এটা প্রতিভাবান উঠতি সাংবাদিকদের জন্যে সত্যিই প্রেরণাদায়ক।

সাফল্য-প্রয়াসী প্রতিবেদককে সকল সময়ে নম্র, উদার ও বিবেকসম্পন্ন হতে হবে এবং সকল পরিস্থিতিতে সকলের সঙ্গে প্রফুল্লচিত্তে মিশতে হবে। সফল প্রতিবেদকের কয়েকটি গুণের কথা নিম্নে উল্লেখ করা হলো।

তাঁর অবশ্যই সংবাদ-চেতনা গড়ে তুলতে হবে যাতে তাঁর পক্ষে কোনো কিছুর সংবাদ-মূল্য (news-value) নির্ণয় করতে অর্থাৎ ত্বরিৎ গতিতে তিনি যেন সংবাদ-দৃষ্টিকোণ থেকে (from news angle) কোন্‌টি গ্রাহ্য ও কোন্‌টি পরিত্যাজ্য তা স্থির করতে পারেন। ধৈর্য্য ও অধ্যবসায়ও তাঁর থাকতে হবে। সংবাদ-সংগ্রহের পথে যতো বাধাই আসুক তা তাঁকে সংগ্রহ করতেই হবে এবং সেটাই তাঁর কাজ। প্রতিবন্ধকতার মাঝে কোথাও যদি নমনীয়তার অস্তিত্ব থাকে তা হলে প্রতিবেদকের মুগ্ধকর ও প্রত্যয়ী আচরণ (pleasant and confident manner) ঐ প্রতিবন্ধকতা বা বিঘ্ন কাটিয়ে উঠতে সহায়ক হবে। বিনয়ী ব্যবহারও এ ব্যাপারে অনুকূল প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। আত্মবিশ্বাস থাকলে প্রতিবেদকের দায়িত্ব সম্পাদনের পথে সকল বিঘ্ন দূর হয়ে যায়।

সাংবাদিকতা অত্যন্ত সুসংগঠিত তৎপরতাবিশেষ এবং এই তৎপরতায় বিশেষ কলাকৌশল প্রয়োগেরও ব্যাপার রয়েছে। এ কারণে সাংবাদিকতার এসব কলাকৌশলের দিকে বিশেষভাবে মনোযোগ দেওয়া প্রয়োজন। সময়ের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে সাংবাদিকতারও অগ্রগতি সূচিত হয়। প্রায় ক্ষেত্রেই দেখা যায়, সাংবাদিকতার ফলশ্রুতিতে এমন অনেক পরিস্থিতির সূচনা হয়, যার জন্যে আমরা সত্যিই গর্ববোধ করতে পারি। সাংবাদিকতা পেশায় আন্তরিক ও অব্যাহত পরিশ্রমের প্রয়োজন। এই পেশায় অনেক সম্ভাবনা, অনেক ব্যর্থতা একই সঙ্গে সুপ্ত রয়েছে। কিন্তু তবু যাঁরা সাংবাদিকতায় নিয়োজিত তাঁদের মনে সর্বক্ষণ অনুভূতি জেগে থাকে যে তাঁরা একটা কাজের মতো কাজ করছেন। যাঁরা উচ্চাকাঙ্ক্ষী, লিখতে পারেন ও রোমাঞ্চের স্বাদ পেতে আগ্রহী তাঁদের অনুভূতিতে সাংবাদিকতার পেশা চুম্বকের আকর্ষণ সৃষ্টি করে। অন্যান্য জীবনবৃত্তিতে (career-এ) হয়তো অনেক বেশি প্রাপ্তিযোগ আছে ; আছে অধিকতর স্বাচ্ছন্দ্য ও নিরাপত্তা, তবু একজন সাংবাদিকের জীবনবৃত্তিতে যে আকর্ষণ তা আর কোনোটিতেই পাওয়া যাবে না।

www.pathagar.com

স্যার লেস্‌লী স্টিফেন (Sir Leslie Stephen) বলেছেন ঃ "সফল সাংবাদিকতার মাপকাঠি কি সে-সম্পর্কে তরুণ-বন্ধুরা যখন আমার পরামর্শ নিতে আসেন তখন তাঁদেরকে প্রথমেই যে-কথা বলে রাখি তা হচ্ছে-যে কোনো প্রকারেই হোক আপনারা কোনো কিছুকে সত্যিকারভাবে জানতে চেষ্টা করুন, খাঁটি ও মৌলিক চিন্তাধারার অধিকারী হোন, খবরের কাগজের গতানুগতিক যান্ত্রিকতার দাস হবেন না, মানুষ হওয়ার চেষ্টা করুন।" বিখ্যাত বৃটিশ সম্পাদক ডব্লিউ. রবার্টসন নিক্‌ল (W. Robertson Nicoll) হবু সাংবাদিকদের (would-be-journalist-দের) জন্যে পরামর্শ দিতে গিয়ে বলেছেন ঃ "সংবাদপত্র-পাঠকের আগ্রহ কতোখানি তার মাঝেই নিহিত রয়েছে একজন দক্ষ সাংবাদিকের পরীক্ষা। তাঁর হয়তো সার্বজনীন অনুসন্ধিৎসা থাকতে পারে। কিন্তু তাঁকে অবশ্যই তাঁর কাজকে ভালোবাসতে হবে এবং এ জন্যে গর্ববোধও করতে হবে।"

অফুরন্ত কর্মশক্তি, সৃষ্টিধর্মী প্রতিভা এবং সহজে ও সংক্ষেপে সংবাদ ও অভিমত জনসাধারণের বোধগম্য করে তোলা সাংবাদিকের জন্যে জরুরী। মানবীয় তৎপরতার পর্যবেক্ষক হিসেবে সংবাদপত্রের প্রতিবেদককে দ্রুততার সঙ্গে সংবাদ-সংগ্রহের ব্যাপারে বিশেষজ্ঞ হতে হবে। তাঁকে প্রতিটি বিষয়ের কিছুটা এবং কোনো একটি বিশেষ বিষয়ে পূর্ণাঙ্গ জ্ঞান রাখতে হবে। তাঁর সাধারণ জ্ঞান সম্পর্কে ভালো দখল থাকতে হবে এবং কৃষি, বাণিজ্য, অর্থনীতি, ভূগোল, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক, আইন, সঙ্গীত রাষ্ট্রবিজ্ঞান, সামাজবিজ্ঞান, খেলাধুলা বা জাতিসংঘ — এর অন্তত যে-কোনো একটি বিষয়ে সুষ্ঠু জ্ঞানের অধিকারী হতে হবে।

অন্য যে-কোনো পেশায় যেসব গুণ বা যোগ্যতা সাফল্য নিশ্চিত করে মোটামুটি সেসব গুণ সাংবাদিকতায় সাফল্য লাভের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। সাংবাদিকতা পেশার ক্ষেত্রে যেসব গুণ একান্তই জরুরী সেগুলোর মধ্যে চিন্তাশক্তি (brain power), দূরদর্শিতা (foresight), উদ্যোগ (enterprise) ও পরিশ্রমের কথা বলা যেতে পারে। হৃদয়বান হওয়াও প্রতিবেদকের প্রাথমিক গুণাবলীর অন্যতম। তাঁকে অবশ্যই সহানুভূতিশীল হতে হবে, নিন্দা করা চলবে না। যেখানেই সম্ভব জীবনকে বিষয়বস্তুর মধ্যে প্রতিফলিত করা হবে একজন সাংবাদিকের প্রথম দায়িত্ব। অর্থাৎ, সাংবাদিককে নিজে জীবনবোধে উজ্জীবিত থাকতে হবে। যাঁর পক্ষে এটা সম্ভব হবে না সাংবাদিক হিসেবে তাঁর অস্তিত্ব রাখাও সম্ভব হবে না। সময় সাংবাদিকের নিকট অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলতে গেলে সব কিছু 'এবং সময়ের মূল্যবোধ' সম্পর্কে সচেতনতা অত্যন্ত জরুরী। তাঁকে তাঁর পেশার মালমসলা কি এবং কোথায় তা পাওয়া যাবে, জানতে হবে। আরও একটা বিশেষ গুণ সংবাদ-প্রতিবেদকের স্বভাবজাত হতে হবে, সেটা হচ্ছে স্বতঃপ্রবৃত্তি বা স্বতঃজ্ঞান (instinct or intuition) অর্থাৎ সংবাদ বা অন্যান্য উপকরণ খুঁজে নেওয়ার জন্যে অনুমানশক্তি অত্যন্ত প্রখর হতে হবে।

সংবাদ-প্রতিবেদককে জানতে হবে পাঠক-সাধারণ আগামীকাল কি পড়তে চাইবেন। কল্পনায় প্রত্যক্ষকরণের এই জটিলতা স্ত্রী-ধর্মী, কিন্তু তাকে নিয়ন্ত্রণ করবে পুরুষোচিত বিচারবুদ্ধি।

www.pathagar.com

যাঁরা সাংবাদিকতায় সাফল্য লাভের অভিলাষী টি. পি. ও. কোনর (T. P. O. Connor) তাঁদের উদ্দেশ্যে বলেছেন ঃ "আপনার লেখার ব্যাপারে সত্যিকার প্রতিভা আছে কি–না সবার আগে সে সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে নিন।" নিবিড় নিষ্ঠার প্রেরণাদায়ক শক্তির সাহায্যেই কেবল সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে পরিণত উদ্যোগ বা প্রচেষ্টার উঁচু আদর্শ অব্যাহত রাখা যায়। উচ্চাকাঙ্ক্ষী সাংবাদিকের নিকট থেকে প্রত্যাশা করা হয়, তিনি তাঁর কাজকে ভালোবাসবেন। বস্তুতঃপক্ষে এটি হবে তাঁর একটি বিশেষ অতিরিক্ত যোগ্যতা। "এমন অনেক পেশা আছে যাতে সাংবাদিকতার চেয়ে আরও তীব্র ও একাগ্র মানসিক তৎপরতা প্রয়োজন, কিন্তু আধুনিক সাংবাদিকতার দৈনন্দিন কর্মপ্রবাহে যে বৈচিত্র্যময় ও অফুরন্ত যোগাযোগ ঘটে তাতে যে মাদকতা ও মাধুর্য্য আছে তা কারুর পক্ষে ভাষায় প্রকাশ করা সুকঠিন ব্যাপার।"[১]

"সঠিক ও সঙ্গতভাবে কোনো রকমে প্রভাবান্বিত না হয়ে বা ব্যক্তিগত মতামত মিশিয়া না দিয়ে সংবাদ–লিখন প্রতিবেদকের প্রথম দায়িত্ব।"[২] একজন সাংবাদিক যে কর্তব্য পালন করবেন বলে সঙ্গতভাবে আশা করা হয় তা পালন করার জন্যে সংশ্লিষ্ট সাংবাদিকের মৌলিক যোগ্যতা থাকতে হবে। দক্ষ সংবাদ–প্রতিবেদক হিসেবে সাফল্য লাভ করতে হলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে সত্যিকারভাবে তাঁর পেশায় আত্মনিয়োগ করতে হবে। তাঁকে সাংবাদিকতা–সংক্রান্ত কলেজে বা সংবাদপত্রের কার্যালয়ে প্রশিক্ষণ নিতে হবে এবং পূর্ণ সাফল্য লাভ না করা পর্যন্ত সংবাদ–প্রতিবেদনের কাজে নিয়োজিত থাকতে হবে।

বিশ্ববিদ্যালয়গুলো এবং কলেজসমূহের সাংবাদিকতা–বিভাগ বা যোগাযোগ (communication) –সংক্রান্ত স্কুলে সংবাদপত্রের কর্মতৎপরতা সম্পর্কে উন্নতমানের বৃত্তি ও পেশাগত প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে। যেসব ছাত্র এসব প্রতিষ্ঠান থেকে ডিগ্রী বা ডিপ্লোমা লাভ করছেন তাঁদের উন্নততর সাংবাদিক–জীবন শুরুর সত্যিকারের সম্ভাবনা রয়েছে। উচ্চাকাঙ্ক্ষী তরুণ সাংবাদিকের জন্যে প্রথম শ্রেণীর সংবাদপত্র কার্যালয়গুলো চমৎকার প্রশিক্ষণক্ষেত্র সন্দেহ নেই। কিন্তু শিক্ষানবীশির জন্যে সংবাদপত্রের কার্যালয় তেমন উপযোগী নয়। অবশ্য বেশির ভাগ সংবাদপত্রই প্রাণ–প্রাচুর্য্য ও যোগ্যতাসম্পন্ন এমন লোকদের নিয়োগ করতে আগ্রহী যাঁরা আশাতিরিক্ত কাজ করতে স্বেচ্ছাপ্রণোদিত এবং উন্নততর কাজ করতে সক্ষম। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ও অন্যান্য প্রগতিশীল দেশের সঙ্গে ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর সাংবাদিকতা–বিভাগের মিল রয়েছে এবং প্রতিষ্ঠানগুলো সংবাদপত্রসমূহের প্রয়োজনীয় সাংবাদিক যোগাতে পারে। শুধু তাই নয়, সাংবাদিকতা শিক্ষা–প্রতিষ্ঠানসমূহ সাংবাদিকতার অন্যান্য আনুষঙ্গিক

---

১. এম. জি. মিচেল (M. G. Mitcell) সাবেক প্রেসিডেন্ট, ন্যাশনাল ইউনিয়ন অব জার্নালিস্ট, গ্রেট বৃটেন।

২. কার্ল ওয়ারেন (Car Warren), 'মডার্ন নিউজ রিপোর্টিং, হার্পার, নিউইয়র্ক, ১৯৫৯, তৃতীয় সংস্করণ, পৃ ঃ ৭৯।

www.pathagar.com

ক্ষেত্রে যেমন, বেতার, বিশেষ ধরনের সাময়িকী, তথ্য-অফিস, শিল্প-প্রতিষ্ঠানসমূহের জনসংযোগ-শাখা ও বিজ্ঞাপনী-প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্যে কর্মী সরবরাহ করতে পারেন। এর কারণ, সংবাদ-প্রতিবেদন এমন এক দক্ষতা বা গুণবিশেষ যা শুধু সংবাদপত্রের অফিসেই কাজে লাগে না জনজীবনের প্রাত্যহিক তৎপরতার আরও অনেক পর্যায়ের কাজে লাগানো যেতে পারে।

আরও পরিষ্কার করে বলতে গেলে, একজন আদর্শ সংবাদ-প্রতিবেদক প্রতিটি জিনিস সম্পর্কে সব কিছুই জানেন। তিনি যে কাগজের প্রতিনিধিত্ব করছেন তাঁর ভাষাশৈলী তাঁকে উপলব্ধি করতে হবে এবং যতোদিন পর্যন্ত তিনি তাঁর বক্তব্য ঐ বিশেষ ভাষায় সুবিধাজনকভাবে ও সংক্ষেপে প্রকাশ না করতে পারছেন ততোদিন তাঁকে ঐ ভাষা আয়ত্ত করার প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। বক্তব্যের অত্যন্ত সুষ্ঠু ও সাবলীল প্রকাশ ও শব্দ ব্যবহারে মিতব্যয়িতা তাঁর আদর্শ হওয়া উচিত। সরল সাদাসিধে, পথচারী প্রাত্যহিক গড় মানুষকে, তার সামাজিক অবস্থান, তার চাহিদা, পছন্দ-অপছন্দ এবং তার চিন্তাধারার সঙ্গে সংবাদ প্রতিবেদকের নিবিড় পরিচয় থাকতে হবে।

"সংবাদ-প্রতিবেদন একই সঙ্গে পেশা, ব্যবসায়, বিজ্ঞান, শিল্পকলা, কর্মকুশলতা, এমন কি কোনো কোনো সময় খেলাও বটে।"[৩] এ ছাড়াও, যিনি এই বহুধাবিভক্ত শিল্পকলায় পারদর্শিতা অর্জনের প্রয়াসী তাঁকে নিম্নলিখিত গুণাবলীরও অধিকারী হতে হবে ঃ

(১) ভালো দৃষ্টি ও শ্রবণ-শক্তি ;
(২) বলিষ্ঠ একজোড়া পা ;
(৩) টাইপরাইটার ব্যবহারের পারদর্শিতা ;
(৪) বানান ও ব্যাকরণের জ্ঞান ;
(৫) যাথার্থ্য ও নিখুঁত সৃষ্টিতে ঐকান্তিক আগ্রহ ;
(৬) জটিল বিষয় অনুধাবনের যোগ্যতা ;
(৭) পড়াশুনার বিস্তৃত পটভূমিকা ;
(৮) অন্ততপক্ষে একটি বিদেশী ভাষায় দক্ষতা; এবং
(৯) সমসাময়িক ঘটনাবলী সম্পর্কে বিশেষ জ্ঞান।

সংবাদ-প্রতিবেদকের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আরও জানার অদম্য কৌতূহল থাকা উচিত। সুনির্দিষ্ট ও নিখুঁত খুঁটিনাটি তথ্য জানার জন্যে উদগ্র আকাঙ্ক্ষা একজন সুযোগ্য প্রতিবেদকের যথার্থ গুণ। তাঁকে সমস্যার গভীরে ডুব দিয়ে নিজ দক্ষতা, বুদ্ধিমত্তা, বিবেক ও কান্ডজ্ঞান প্রয়োগ করে লুক্কায়িত বাস্তবতা বা সত্যকে টেনে বের করতে হবে।

বস্তুনিষ্ঠতা সৎ সংবাদ-প্রতিবেদনের আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের বিভিন্নমুখি কার্যকলাপ সম্পর্কে পক্ষপাতশূন্যভাবে বা বিচ্ছিন্ন ব্যক্তি হিসেবে

---

[৩]. ওয়ারেন, 'মডার্ন নিউজ রিপোর্টিং' হার্পার নিউয়র্ক, ১৯৫৯ তৃতীয় সংস্করণ পৃ ১১।

www.pathagar.com

লেখা সংবাদ-প্রতিবেদকের জন্যে খুবই দুষ্কর ব'লে মনে করা হয় ; কারণ তাঁর লেখা পক্ষপাতদুষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। কিন্তু এতদসত্ত্বেও প্রতিবেদককে সংবাদটি যতোদূর সম্ভব নৈর্ব্যক্তিক ও ন্যায়সঙ্গতভাবে বর্ণনা করার চেষ্টা করতে হবে। মনে রাখতে হবে যে, ছাপার জন্যে সংবাদ-কাহিনী জমা দেওয়ার আগে পর্যন্ত বিবেকসম্পন্ন প্রতিবেদককে মানুষ হিসেবে যতোটা সম্ভব মৌলিক সত্য তথা তথ্যকে আঁকড়ে ধ'রে থাকতে হবে। এটা তাঁর পবিত্র দায়িত্ব।

তাঁকে সি. পি. স্কট (C. P. Scott)-এর মূল্যবান উপদেশের কথা অবশ্যই মনে রাখতে হবে। তিনি যেসব নীতির বর্ণনা রেখে গেছেন শ্রেষ্ঠ বৃটিশ সাংবাদিকগণ এখনও তা মেনে চলেন। সি. পি. স্কট-এর সংবাদপত্রের কর্মপরিক্রমা সংক্রান্ত নেতৃস্থানীয় নিবন্ধটিতে বলা হয়েছে : "সংবাদপত্র সংবাদ সংগ্রহের প্রাথমিক কার্যালয়। সংবাদপত্র অফিসকে নিজের ক্ষতি হ'লেও দেখতে হবে সংবাদের সরবরাহ যেন কলুষিত না হয়। কোন্ সংবাদে কি আছে বা কি নেই-সে যাই হোক না কেন নির্মল সত্য যেন কলঙ্কিত না হয়। সংবাদের ভাষ্য যেমন-তেমন করার স্বাধীনতা আছে, কিন্তু সত্য তথা তথ্য পবিত্র ; এর রদবদল কোনোক্রমেই চলবে না।"[৪]

যেসব মৌলিক গুণের কথা এ পর্যন্ত উল্লেখ করা হয়েছে একজন সংবাদ-প্রতিবেদককে অন্তত তার কিছু গুণের অধিকারী হতে হবে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য বিষয়টি হচ্ছে ঃ সংবাদ-প্রতিবেদককে জনসাধারণের প্রতি তাঁর কর্তব্য পালনের ব্যাপারে বিশ্বস্ত হতে হতে সাম্প্রতিক ঘটনা প্রচারের জটিলতা সম্পর্কে তাঁর একটা উপলব্ধি থাকতে হবে, তাঁকে তথ্যের এক সমৃদ্ধ ভান্ডারের অধিকারী হতে হবে, বিশেষ করে তাঁকে নিজ দেশের ইতিহাস, অর্থনীতি ও রাজনীতি সম্পর্কে বিশেষ জ্ঞান রাখতে হবে। এসব গুণ যদি থাকে, তবে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির পক্ষে প্রতিবেদকের অন্যান্য প্রয়োজনীয় যোগ্যতা অর্জনেও কোনো অসুবিধা হবে না।

সংক্ষেপে বলতে গেলে প্রতিবেদক অবশ্যই একাধারে ভাল পাঠক, শ্রোতা ও লেখক হবেন। সর্বোপরি তিনি একজন মিশুক ভদ্রলোক হবেন। তিনি মানুষ ও ঘটনাবলী সম্পর্কে যতোই জানবেন তাঁর সাংবাদিকতা ততোই সাফল্যমন্ডিত হবে।

এসব ছাড়াও, আরও একটা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে, সাংবাদিকতায় আগ্রহী ব্যক্তিকে টাইপরাইটিং ও শর্টহ্যান্ড জানতে হবে। এ দুটো জরুরী বিষয়ে পারদর্শী না হলে কারুর সংবাদ-প্রতিবেদক হওয়ার চেষ্টা করা উচিত নয়। প্রতিবেদক যদি টাইপ করতে না জানেন তা হলে তাঁর লেখা সংবাদ হাতে লিখে দিতে হবে। এখন ঐ বিশেষ সংবাদটি যদি একান্তভাবেই বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ মনে না হয় বা অনন্যসাধারণ কৌতূহলোদ্দীপক না হয় তা হলে খুব কম অবর-সম্পাদকই যাচ্ছেতাই করে লেখা ঐ হাতেলেখা পান্ডুলিপির পাঠ-উদ্ধারের জন্যে পরিশ্রম করবেন। শর্টহ্যান্ডের জ্ঞান অর্থাৎ দ্রুত ও তাড়াতাড়ি শব্দ-চিহ্ন লেখার ক্ষমতা সাংবাদিকদের একটি বাড়তি যোগ্যতা। কারণ, এর সাহায্যে একজন সংবাদ-

---

[৪]. সি পি. স্কট (C.P. Scott), ম্যানচেস্টার গার্ডিয়ান-এর সম্পাদক (১৮৭২-১৯২৯)

www.pathagar.com

প্রতিবেদক এক গাদা তথ্য সর্বোচ্চ বিশুদ্ধতা বজায় রেখে নিখুঁতভাবে লিখে নিতে পারেন। দ্রুত ভাষণ দানের বেলাতেও এটা বিশেষভাবে সহায়ক। শর্টহ্যান্ড জানলেই কেবল সংবাদ-প্রতিবেদকের পক্ষে বক্তার ত্বরিৎ ভাষণ যথাযথভাবে অক্ষরে অক্ষরে লিখে নেওয়া সম্ভব।

সম্প্রতি শর্টহ্যান্ডের প্রয়োজনীয়তা অনেক মহলে আলোচ্য বিষয় হয়ে পড়েছে। অনেকেই অবশ্য শর্টহ্যান্ডের দক্ষতা গৌণ বিষয় বলে গণ্য করতে শুরু করেছেন। তবু জনসাধারণের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ শর্টহ্যান্ড জানার সপক্ষে। যাঁরা শর্টহ্যান্ডের মূল্য বোঝেন তাঁদের নিকট এটা সত্যিই প্রয়োজনীয় যোগ্যতা। সাংবাদিকতা পেশায় নোট নেওয়ার ও 'উদ্ধৃতি (quotes)' উল্লেখের প্রয়োজন হয় ; আর শর্টহ্যান্ডের দক্ষতা সেই কাজ সবচাইতে নিখুঁত ও দ্রুততার সাথে সম্পন্ন করতে সাহায্য করে।

পাঠক সাধারণ-জ্ঞান ও তথ্য লাভের জন্যে সংবাদপত্রের ওপর বিশেষভাবে নির্ভরশীল। তাছাড়া শব্দ, বানান ও এসবের ব্যবহারের বিষয় জানার জন্যেও খবরের কাগজ পড়া হয়। এ জন্যে সাংবাদিককে শুধু তথ্যের নির্ভুলতা সম্পর্কে নয়, ব্যাকরণ ও যথাযথ যতি (punctuation) ব্যবহার সম্পর্কেও সজাগ থাকতে হবে। মোটামুটিভাবে সাংবাদিকগণ বৃহত্তর জনসাধারণের ভাষাজ্ঞানের ব্যাপারে শিক্ষকের ভূমিকা পালন করে থাকেন। সংবাদপত্র-জগৎ তাই সমাজের এক মৌল-প্রতিষ্ঠান যা স্বাভাবিক তাগিদে সমাজবদ্ধ মানুষের পরস্পরের মধ্যে নিবিড় যোগাযোগ গড়ে তোলার বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। সংবাদ-প্রতিবেদন প্রকাশ করা সংবাদপত্রের মৌলিক দায়িত্ব। জনসাধারণের নিকট কৌতূহলোদ্দীপক তথ্যাদি সংগ্রহ করে সহজ ভাষায় ও বোধগম্য করে তাদের সামনে তুলে ধরাই সংবাদপত্রের কাজ।

গভীরভাবে চিন্তা করতে গেলে সংবাদ-প্রতিবেদন ঠিক সংবাদ-সংগ্রহ মাত্র নয়। সংবাদ-প্রতিবেদন লেখা, কাহিনী-নিবন্ধ রচনা এবং সংবাদ-চিত্র (news-photograph) ও নিবন্ধ-চিত্র (feature-photo) গ্রহণও এর আওতায় পড়ে। তাই, সংবাদপত্রের কাজ এ হিসেবে রোমাঞ্চ ও সজীব অভিজ্ঞতায় ভরপুর। ঐতিহাসিক বিবেচনায় সাংবাদিকের কর্মভূমিকা দু'রকমের ঃ (এক) সংবাদ-প্রতিবেদন, এবং (দুই) সংবাদের ভিত্তিতে বিশ্লেষণ ও অভিমত প্রদান।[৫]

সংবাদ

পাঠক বা শ্রোতার নিকট কৌতূহলোদ্দীপক সাম্প্রতিক ঘটনাবলীর মধ্যেই 'সংবাদ' নিহিত। অভিধানে 'সংবাদ'-এর সংজ্ঞায় বলা হয়েছে ঃ "কোনো সাম্প্রতিক ঘটনা বা প্রস্তাব

---

[৫]. এমারি এডউইন, ফিলিপ. এইচ. ডাল্ট এবং ওয়ারেন, কে এজী (Emery Edwin, Phillip. H. Ault and Warren K. Agee), ইনট্রোডাকশান টু মাস কমুনিকেশনস' ডড মীড, নিউইয়র্ক, ১৯৬০, পৃ ৮।

www.pathagar.com

সম্পর্কিত বিবরণ।" 'কোনো নূতন বা এ পর্যন্ত অজানা জিনিস সম্পার্কত খবর বা তথ্য।"[৬] 'সংবাদ' কথাটি অত্যন্ত ছোট শব্দ হ'লেও এর তাৎপর্য অনেক। সংবাদ সম্পর্কে অন্যতম সুপরিচিত প্রবাদ-বাক্যে বলা হয়েছে : "তৃষ্ণার্তের নিকট যেমন ঠান্ডা পানি, ঠিক তেমনি বিদেশ থেকে আকাঙ্ক্ষিত কোনো সুসংবাদ।"[৭] শেকস্‌পিয়ার তাঁর একটি নাটকের সংলাপে 'সংবাদ'কে এভাবে বুঝিয়েছেন, "বাইরে থেকে ভয়ানক দুঃসংবাদ আছে আপনার জন্যে।"[৮] সংবাদের অনেক বৈচিত্র্যময় সংজ্ঞা পাওয়া যায়, অথচ এদের কোনোটাই পূর্ণাঙ্গ বা প্রত্যয়িত নয়।

তবে সকল সংজ্ঞাতেই একটা মিল দেখতে পাওয়া যায়। 'সংবাদ' জনসাধারণের নিকট আগ্রহের বিষয় হতে হবে, না হলে তা আর যাই হোক সংবাদ নয়। মহীশূরে যা সবার জন্যে খবর নাগপুরে সকলের নিকট তা প্রলাপ হতে পারে। নারীদের নিকট যা 'সংবাদ' পুরুষের নিকট তা বিরক্তিকর হতে পারে। একজন অধ্যাপকের নিকট সংবাদ হিসেবে পরিগণিত বিষয় ঝাড়ুদারের নিকট ক্লান্তিকর বিষয়। ছায়াছবির দর্শকের নিকট যা সুসংবাদ ধর্মানুসারীর নিকট তা ময়লা, আবর্জনা। প্রতিটি সময়ে প্রতিটি জায়গায় কৌতূহলোদ্দীপক, উপভোগ্য ও মনোযোগ আকর্ষণের উপযোগী না হলে তা কোনো সংবাদই হতে পারে না। প্রায় ক্ষেত্রেই একই সংবাদের বিরাট তারতম্য পরিলক্ষিত হয়। এক রাস্তা থেকে আরেক রাস্তায়, গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে, শহর থেকে শহরে, নগরে ও দেশে একই সংবাদের গুরুত্ব ক্ষেত্রবিশেষে বাড়ে-কমে।

সংবাদের কতকগুলো স্থায়ী উপকরণ বা উপাদান (element) আছে। এগুলো হচ্ছে তাৎক্ষণিকতা (immediacy), নৈকট্য, (proximity), গুরুত্ব (prominence), চমৎকারিত্ব (oddity), বিরোধ (conflict), বিস্ময় (suspense), আবেগ (emotions) ও পরিণতি (consequence)। সাংবাদিকতাকে বলা হয় "সাত তাড়াতাড়ির সাহিত্য (literature in a hurry)।" অনুরূপভাবে সংবাদকে বলা হয় "চলন্ত ইতিহাস (history on the wings)।" কারণ, আগামীকাল যাঁরা ইতিহাস লিখবেন তাঁদের যে খবর বা তথ্যের দরকার হবে তার গুরুত্বপূর্ণ ও বিশেষ উপদানসমৃদ্ধ সূত্র হবে সংবাদপত্র। এটা আধুনিক ঐতিহাসিকদের জন্যে বিরাট সুযোগ ও সৌভাগ্য। অথচ আধুনিক ঐতিহাসিকদের পূর্বসূরিদেরকে এমন একটা সুযোগের অভাবে বিস্তর পরিশ্রম করতে হয়েছে।

সংবাদ বলতে প্রকৃতপক্ষে, কোনো নূতন কিছু বা সর্বশেষ তথ্যকে বোঝায়। সময়ানুবর্তিতার (timeliness-এর) ওপর সংবাদের যাথার্থ্য নির্ভরশীল। ঘড়ির কাঁটা যতো এগুতে থাকে সংবাদের মূল্যও ততো হ্রাস পেতে থাকে। 'সময় (time)' সংবাদের জন্যে সব

---

৬. ওয়ার্ডস (Words), 'দি নিউ ডিকশনারি', চার্লস পি. চ্যাডসী, উইলিয়াম মরিস এবং হ্যারলড ওয়েন্টওয়ার্থ (Charles P. Chadesy, William Morris and Harold Wentworth), স্প্রীং বুক্‌স, লন্ডন, পৃঃ ৩৩৯।

৭. প্রোভার্বস, ২৫।

৮. চতুর্থ হেনরী (Henry IV), প্রথম খণ্ড, পালা-২, দৃশ্য-৪।

www.pathagar.com

চাইতে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান ও সময়ানুগ হওয়ার কারণেই সংবাদ যথাযথ গুরুত্ব ও মর্যাদা লাভ করে এবং তা খবরের কাগজের শীর্ষ-সংবাদ (lead-story) ও শিরোনামের মর্যাদা লাভ করে।

গ্রহণ-বরণ বা আস্থার যোগ্য হতে হলে সংবাদকে সত্য হতে হবে। ডিজরেলী (Disraeli) সংবাদের সত্যতার ওপর গুরুত্ব আরোপ প্রসঙ্গে বলেছেন, 'সময়' সংবাদের জন্যে অত্যন্ত মূল্যবান, কিন্তু সংবাদের সত্যতা তার চেয়েও বেশি দামী। সংবাদের জন্যে 'সত্যতা' একটা মৌলিক বিষয় হলেও সংবাদপত্র-জগতের বাইরের লোকদের নিকট ব্যাপারটা ঠিক বোধগম্য নয়। ইংল্যান্ডে সংবাদের সত্যতা রক্ষার জন্যে অব্যাহতভাবে সংগ্রাম চলছে। সত্যতা নিশ্চিতভাবেই উৎপীড়কের শত্রু এবং মানুষের বন্ধু। সপ্তদশ শতাব্দীতে থমাস ব্রুকস (Thomas Brooks) বলে গেছেন, "সত্যতা অত্যন্ত বলিষ্ঠ এবং সত্যতাই পরিণামে জয়ী হবে।"

"সত্যতার অনেক রকম প্রকার-ভেদ আছে। এক ধরনের সত্যতা আছে যা সহজ সরল যাথার্থ্যকে বোঝায় ; কিন্তু আরও এক ধরনের সত্যতা আছে যা বজায় রাখতে হলে সংবাদ গোপন করা চলবে না। এ ছাড়াও সংবাদের সত্যতা বা বিশুদ্ধতা রক্ষা করতে জটিল বিষয়সমূহকে এমনভাবে তুলে ধরতে হবে যাতে সত্যিকার ও সামঞ্জস্যপূর্ণ চিত্র প্রকাশ পায়।"[৯] সংবাদ প্রকাশনার সাধারণ ব্যবহার-পদ্ধতি প্রসঙ্গে বলতে হয় যে, সংবাদ সম্পর্কিত যেসব বাস্তবতার কথা আগে বলা হয়েছে তা সব সময়েই একটি ব্যবহারিক প্রশ্নের সঙ্গে জড়িত ; আমরা তাকে "সংবাদ-মূল্য (news-value)" ব'লে থাকি। প্রথমে আমাদের সংবাদের 'সত্যতা বা বিশুদ্ধতা' এবং পরে তার 'সংবাদ-মূল্য' যাচাই করে স্থির করতে হয়, সেটা সংবাদ কি সংবাদ নয় কিংবা তা ছাপার যোগ্য ছিলো কিনা?

কোনো কিছু সংবাদ হিসেবে গণ্য হতে পারে কি-না তা জানতে হলে আমাদের সংবাদের সকল গুরুত্বপূর্ণ উপাদানগুলো কি-কি তা এবং সংবাদের সবচেয়ে সার্বিকভাবে গ্রাহ্য সংজ্ঞার কথা মনে করতে হবে। নিম্নলিখিত বিষয়গুলো এ সম্পর্কে বেশ ভালো ধারণা দেবে।

> "বিপুল সংখ্যক পাঠকের আগ্রহ সৃষ্টি করতে সক্ষম যে-কোনো 'যথার্থ বাস্তবতা বা ধারণা'কেই 'সংবাদ' হিসেবে সংজ্ঞা দেওয়া যেতে পারে।"[১০]
>
> "যা কিছু 'সময়োপযোগী' এবং ব্যক্তিগত বিষয় বা সমাজের সঙ্গে সম্পর্কে-সংক্রান্ত প্রশ্নে পাঠকের নিকট যা তাৎপর্য ও কৌতূহলের বিষয় তা-ই সংবাদ এবং এর তাৎপর্য ও কৌতূহল যতো বেশি পাঠক বা লোকের মধ্যে সঞ্চারিত হবে ততোই সংবাদের উৎকর্ষ উন্নততর হবে এবং শ্রেষ্ঠ সংবাদের মর্যাদা লাভ করবে।"[১১]

---

৯. ক্রিস্টোফার চ্যান্সেলার (Chirstopher Chancellor), জেনারেল ম্যানেজার, রয়টার। লন্ডনের চেকোশ্লোভাক ইন্সটিটিউটে ১৯৪৫ সালে ২২শে ফেব্রুয়ারি এথিক্স ইন ইন্টারন্যাশনাল নিউজ ডিস্ট্রিবিউশন' শীর্ষক বক্তৃতা থেকে।

১০. এম. লাইল স্পেন্সার (M. Lyle Spencer), 'নিউজ রাইটিং' হীথ বোস্টন, ১৯১৭, পৃঃ ২৬।

১১. উইলার্ড জি ব্লেইয়ার (Willard G. Bleyer), 'নিউজ পেপার রাইটিং অ্যান্ড এডিটিং" , হাফটন মিফীন, বোস্টন, ১৯২৩, পৃঃ ৪।

www.pathagar.com

"সংবাদ হচ্ছে যথার্থ সময়ে সংঘটিত ঘটনার 'তাৎপর্যপূর্ণ' বাস্তবতাসমূহের 'নিরপেক্ষ' বর্ণনা এবং যেসব সংবাদপত্রে এই বিবরণ প্রকাশিত হয় তার পাঠকের মধ্যে ঐ সংবাদ 'আগ্রহ' সৃষ্টি করবে।"[১২]

"যেসব 'তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা সম্পর্কে জনসাধারণ আগ্রহী ঐসব ঘটনার 'প্রথম প্রকাশিত বিবরণই হচ্ছে সংবাদ।"[১৩]

"প্রচলিত ধারণা, 'ঘটনা বা সমস্যা' যা জনসাধারণ 'জানতে উৎসুক' তার বর্ণনাই সংবাদ।"[১৪]

উল্লিখিত সংজ্ঞাগুলোয় একটাই সাধারণ বিষয় খুঁজে পাওয়া যায় যাকে আমরা সংবাদ হিসেবে গ্রহণ করবো সে সম্পর্কে জনসাধারণের 'ঔৎসুক্য বা আগ্রহ' থাকতে হবে।"[১৫]

সংবাদের গুণগত মান

আধুনিক সাংবাদিকতায় সংবাদের মতো সংবাদ-রচনার পদ্ধতিও বেশ গুরুত্বপূর্ণ। সংবাদ-বিচারের জন্য দক্ষতা ও সংবাদ-মূল্যজ্ঞান আয়ত্ব করতে হলে উন্নতমানের সংবাদপত্রগুলো বিভিন্ন স্তম্ভের লেখা মনোযোগ দিয়ে পড়তে হবে এবং সাংবাদিকরা কোন্ কোন্ বিষয়ের ওপর গুরুত্ব আরোপ করছেন, বিভিন্ন সংবাদ-কাহিনীকে সংবাদপত্রের কোথায় ছাপছেন এবং কেন ছাপছেন তা বোঝার চেষ্টা করতে হবে।

নৈকট্য (proximity) সংবাদের জন্যে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ, যে-ব্যক্তি খবরের পাতায় লক্ষ্য করেন যে এক সংবাদ-প্রতিবেদনে বলা হচ্ছে ঃ আগাদীরে এক প্রবল ভূমিকম্পে লাখ লাখ টাকার সম্পত্তি ধ্বংস হয়েছে এবং সেই ধ্বংসস্তূপের নীচে হাজার হাজার মানুষের জীবন্ত সমাধি রচনা করেছে, কিংবা অন্য এক প্রতিবেদনে ঃ আলজিরিয়ায় শত শত জাতীয়তাবাদী নিহত হয়েছেন। সেই একই ব্যক্তি যদি পাশাপাশি আরও এক খবর দেখতে পান যে, তাঁরই এক প্রতিবেশী বড় রাস্তায় দুর্ঘটনায় আহত বা নিহত হয়েছেন তা হলে তাঁর সমগ্র মনোযোগ

---

১২. উইলিয়াম এস. মোলসবী (William S. Maulsby), গেটিং দি নিউজ' হারকোর্ট, ব্রেস, নিউইয়র্ক, ১৯২৫, পৃঃ ৭১।

১৩. ইরী সি. হপউড (Erie C. Hopwood), সাবেক সম্পাদক, ক্লীভল্যান্ড (ও) [Cleveland (O)], প্লেইন ডিলার ; মট, জর্জ ফক্স (Mott, George Fox) ও সহযোগী সম্পাদকবৃন্দ-রচিত "নিউ সার্ভে অব জার্নালিজম' পুস্তকে উদ্ধৃত।

১৪. লরেন্স আর. ক্যাম্পবেল (Laurence R. Campbell) এবং রোল্যান্ড ই. উল্সলী (Roland E. Wolseley), 'হাউ টু রিপোর্ট অ্যান্ড রাইট দি নিউজ', প্রেন্টিস হল ইনক, এংগেলউড ক্লীফস, এন জে. ১৯৬১ পৃঃ ৮।

১৫. মট, জর্জ ফক্স (Mott, George Fox) ও সহযোগী সম্পাদকবৃন্দ, 'নিউ সার্ভে অব জার্নালিজম, বার্নস অ্যান্ড নোবল, নিউইয়র্ক, ১৯৫৮, পৃঃ ৫৮।

www.pathagar.com

দ্রুত ঐ সংবাদ-খণ্ডটির ওপর এসে নিবদ্ধ হবে, তিনি ঐ খবরটি বিশেষ অভিনিবেশ সহকারে পাঠ করবেন। এ ক্ষেত্রে 'সময়, স্থান ও সম্পর্কে নৈকট্যের কারণেই সংবাদটি পাঠকের কৌতূহল সৃষ্টি করেছে। বিশ্বের প্রতিটি মানুষের নিকট বর্ণ-ধর্ম-জাতি ও অন্যান্য বিবেচনা নির্বিশেষে সবচেয়ে "নিকটতম" ঘটনা সবচাইতে বেশি গুরুত্ব বহন করে।

যৌন-বিষয় সংবাদের এক শক্তিশালী ও আকর্ষণীয় উপাদান। রোমান্স, বিবাহ-বন্ধন, বিবাহ-বিচ্ছেদ, রহস্যজনক আত্মহত্যা এবং কখনও কখনও হত্যাকাণ্ড-সংক্রান্ত সংবাদ-কাহিনীতেও যৌন-বিষয় প্রায়ই জড়িয়ে থাকে। অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে, নারী-পুরুষের সম্পর্ক ও তাদের আচরণ-সংক্রান্ত বিষয়গুলোকে মানব-আবেদন (human interest) উপাদানের ছদ্মাবরণে সংবাদ হিসেবে প্রকাশের জন্য নির্বাচিত করার ব্যাপক প্রবণতা রয়েছে। বস্তুত যৌন-বিষয়কে কেন্দ্র করে দ্বন্দ্ব (conflict) ও তার পরিণতি (consequence) আবহমান কালের সাধারণ ও একই সঙ্গে সংবেদনশীল ঘটনা।

সংবাদে মানুষের আবেগকে বিশেষ সংবেদনশীল করে তোলা হলে ঐ সংবাদকে মানব-আবেদনমূলক সংবাদ বলা হয়। নিরপেক্ষ-সংবাদের (straight-news-এর) বিপরীতধর্মী কোনো বিবরণে তীব্র আবেগ মিশ্রিত থাকলে তাকে মানব-আবেদনমূলক কাহিনী (human interest story) বলা হয়। এ ধরনের সংবাদ-কাহিনীকে সাধারণত লক্ষণীয় করে তোলার জন্যে মোটা টাইপে (bold type-এ) বা আলঙ্কারিক টাইপে সাজানো হয় চারধারে আকর্ষণীয় রেখা টেনে (রুল বসিয়ে) বাক্সবন্দী করা হয়। এ ধরনের সংবাদ-কাহিনীকে "বাঁধাই-কাহিনী (box-story)" ব'লে অভিহিত করা হয়। এ ধরনের সংবাদ-কাহিনী এমন বিষয়বস্তু নিয়ে লেখা যাতে পাঠক-সাধারণ তা পড়তে বিশেষ আকর্ষণ বোধ করেন। এ ধরনের কিছু সংক্ষিপ্ত ও যথার্থ মানব-আবেদনমূলক কাহিনী এখানে তুলে ধরা হচ্ছে ঃ

জোড়হাটে এক ব্যক্তির পকেট মারার অভিযোগে একজন পুলিস কর্মকর্তাকে গ্রেফতার করা হয়েছে বলে প্রকাশ। জনৈক ব্যক্তি টাকা জমা দেওয়ার জন্যে স্টেট ব্যাংকে যাওয়ার সময় পুলিশ কর্মকর্তাটি নাকি তার পকেট কেটে এক হাজার টাকা তুলে নেয়। — **স্টেটসম্যান,** কোলকাতা।

[A police official, it is reported, has been taken into custody in Jorhat for, it is alleged, picking a person's pocket.He is alleged to have stolen Rs 1,000.00 from a man who went to deposit money into the State Bank. -- **Statesman**, Calcutta.]

মহারাষ্ট্রের দুর্নীতি-দমন বিভাগ গত সোমবার বোম্বাই-এর সেন্ট্রাল রেলওয়ে পুলিশ ফাঁড়িতে হানা দিলে চারজন পুলিশ মদ পানরত অবস্থায় ধরা পড়ে। — **ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস,** বোম্বাই।

[The Anti-Corruption and Prohibition Intelligence Bureau of Maharashtra on Monday raided the Central Railway Police Station in Bombay and found four policemen drinking liquor. -- **Indian Express, Bombay.**]

www.pathagar.com

জামনগরের একটি অফিসে উঁচু তাকের উপর নথিপত্রের বিরাট স্তূপ হঠাৎ করে নীচে পড়লে চেয়ারে উপবিষ্ট জনৈক কেরাণী আঘাত পেয়ে মারা যান।

হতভাগ্য কেরাণী নথিপত্রের পাহাড়-প্রমাণ স্তূপের নিচে চাপা পড়ে যান। উপায়ান্তর না দেখে, তাঁকে উদ্ধার করার জন্যে জরুরী পুলিশ-বাহিনী ডাকা হয়।

তাঁকে উদ্ধার করার পর দ্রুত হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যে তাঁর মৃত্যু ঘটে। — **ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস**, বোম্বাই।

[A huge pack of old records hurtled down from a rack over a clerk seated at his table and sent him to his death in an office at Jamnagar.

The clerk lay buried underneath the mass of records for sometime until he was extricated by the emergency police who had been summoned for assistance.

The victim who was rushed immediately to hospital,died shortly after admission. -- Indian Express. Bombay.]

দক্ষিণ মাদ্রাজের একটি ভোটকেন্দ্রে দুপুরের প্রচন্ড রোদে অপেক্ষমান শত শত ক্ষীণাঙ্গী ভোটদাতা মহিলাদের তৃষ্ণার্ত ঠোঁট থেকে পানির গ্লাস কেড়ে নেওয়া হয়েছে।

কথাটা বিস্ময়কর হলেও সত্যি। ভোটদান কেন্দ্রটিতে লম্বা লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা ক্ষীণকায় মহিলারা তৃষ্ণার্ত হয়ে পানি চাইলে তাঁদেরকে যখন পানি দেওয়া হচ্ছে, তখন একজন ভোটপ্রার্থী তাতে বাদ সাধলেন। তিনি যুক্তি দেখিয়ে বললেন, পানি বিতরণ করা যাবে না, কারণ তা হবে প্রচারের শামিল।

ভোট গ্রহণকারী কর্তৃপক্ষ এই আপত্তির পরিপ্রেক্ষিতে সঙ্গে সঙ্গে ভোটারদেরকে পানীয় জল বিতরণ বন্ধ করার ব্যবস্থা নেন। — **সানডে স্ট্যান্ডার্ড**, চিত্তুর।

[Hundreds of drooping women voters, queuing up in long lines under the midday burning sun in a South Madras polling booth, went thirsty as water cups were snatched away from their parched lips.

Strange but true, it happened when a candidate raised an objection that distribution of drinking water amounted to canvassing.

The polling authorities took immediate steps to stop distribution of water to voters. -- **Sunday Standard,** Cittoor.]

স্বামীর অভিযোগ তাঁর স্ত্রী "২৫০ পাউন্ড ওজনের জাহাজ"। স্ত্রী তালাকের আবেদনে অভিযোগ এনেছেন, তাঁর স্বামী তাঁকে পরিত্যাগ করেছেন। কিন্তু স্বামী এ অভিযোগ অস্বীকার করলেন, বরং বললেন, জাঁহাবাজ স্ত্রীকে ছাড়তে হচ্ছে-এতে সত্যিই তিনি হাঁপ ছেড়ে বাঁচবেন, যদিও তিনি এটা চান নি।

www.pathagar.com

ব্যাপারটা ঘটেছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আয়োয়া অঙ্গরাজ্যের 'দ্য ময়েস' (Des Moines) বিবাহ-বিচ্ছেদ আদালতে। প্রতিপক্ষ হচ্ছেন স্বামী প্রবর। ওজন ১২৫ পাউন্ড।

যাহোক স্ত্রীর আবেদনে স্বামী ভদ্রলোক আরও বললেন, "স্ত্রীর হাত থেকে পরিত্রাণ পেয়ে তিনি সুখী", কারণ তাঁর শরীরের আকার ছোট আর তিনি তেমন সবলও নন। পক্ষান্তরে, বাদিনী বিরাটবপু মহিষমর্দিনী, বাজখাঁই মেজাজের এবং সবচেয়ে মারাত্মক ব্যাপার যে, তিনি একজন প্রথম শ্রেণীর যোদ্ধা। এ হেন জাঁহাবাজ মহিলার হাতে দু'দুবার করে এমন উত্তম-মধ্যম জুটেছে যে স্বামী-প্রবরকে ভালোমন্দ বিবেচনা করে ঝুঁকি নেওয়ার চাইতে পালিয়ে গিয়ে শারীরিক ও মানসিক ক্ষতি এড়ানোই শ্রেয় মনে হয়েছে ; করেছেনও তাই। — **দি হিন্দু**, মাদ্রাজ।

[A 125-pound defendant in a divorce suit in Des Moines, Iowa, U. S., described his wife as a "250-pound battleship"", but denied that he had willingly deserted her.

Instead, he explained in a written answer to her divorce petition, he was "glad to get away from her" because the defendant is small and an individual of not great physical strength. The Plaintiff is a female of great physical strength, violent temper and a prize fighter of the first rank who gave the defendant two severe beatings before he, recognising that discretion was the best part of valour, took himeslf away to preserve his own health, physical safety, and mental order. -- **The Hindu,** Madras.]

দাড়ি না থাকায় এক মহিলা এক ভদ্রলোককে তাঁর দাবি অনুযায়ী তাঁকে স্বামী ব'লে মানতে অস্বীকৃতি জানিয়েছেন।

ভদ্রলোক আদালতে অভিযোগ করেছেন, তিনি স্ত্রীকে ছাড়তে না চাইলেও তাঁর স্ত্রী তাঁকে পরিত্যাগ করেছেন।

জম্মুর এক আদালতে উক্ত মহিলা ম্যাজিস্ট্রেটকে জানান, স্বামীর নিকট থেকে সে যখন বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে, তখন তাঁর স্বামীর দাড়ি ছিলো এবং সে ছিলো শিখ ধর্মাবলম্বী। আদালতে মহিলা বাদীকে উদ্দেশ্য করে জানান যে তাঁর কোনো দাড়ি নেই।

বাদী ভদ্রলোক এর উত্তরে জানান, তিনি শিখ ধর্মাবলম্বী ঠিকই, তবে সম্প্রতি দাড়ি কেটে ফেলেছেন।

বিচারক প্রতিবাদী মহিলাকে তাঁর স্বামী কোন্‌টি দেখাতে বললে, এজলাসে উপস্থিত অন্য এক ব্যক্তিকে তাঁর স্বামী বলে দাবি করেন। — **সমাচার**, মহীশূর।

[A young woman has refused to recognise as her husband the man who claimed her as his wife, because he has no beard.

The man lodegd a complaint that his wife deserted him and that he wanted to keep her.

www.pathagar.com

The woman told the Jammu Magistrate that when they were separated her husband was a Sikh youth with a beard. The man standing in the court and claiming her, she said, was clean-shaven.

The claimant said that he was a Sikh but had shaved off his beard recently.

Asked by the Court to recognise her husband, the woman pointed out another man standing in the court and said ; He should be my husband! -- **Samachar**, Mysore]

উল্লিখিত সংবাদ কাহিনীগুলোকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, পাঠকসাধারণ অন্যের জীবন ও ভালোমন্দ সম্পর্কে জানতে আগ্রহী। সঠিক অর্থে আবেগাত্মক মানবিক কাহিনীর প্রধান উপজীব্য উপাদান হচ্ছে ঃ বয়স, জীবজন্তু, যৌন-সম্পর্কিত বিষয়, দ্বন্দ্ব, অর্থ, শিশু, সৌন্দর্য, লড়াই, উৎকণ্ঠা (suspense) ব্যক্তিগত আবেদন এবং সহানুভূতি।

সংবাদের সূত্র

প্রতিবেদক সংবাদের সূত্র সম্পর্কে অবহিত থাকবেন — এটা একান্তভাবেই প্রত্যাশিত। অন্যান্য যোগ্যতার মতো সংবাদ কোথা থেকে জোগাড় করে নিতে হবে তা জানাও একটা গুণ। ছোট বা বড় যে-কোনো শহর বা নগরে নিয়োজিত থাকুক না কেন, ঐ এলাকার খুঁটিনাটি সবকিছুই প্রতিবেদকের নখদর্পণে থাকতে হবে, সেটাই তাঁর প্রাথমিক দায়িত্ব। ঐ এলাকার থানা, আইন-আদালত, পৌরসভা অফিস, শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান, সরকারি কার্যালয়, অগ্নি-নির্বাপক বাহিনীর দফতর, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, সাংস্কৃতিক সংগঠন, বিশিষ্ট ব্যক্তিদের বাসস্থান, বিমানবন্দর এবং সংবাদ-সম্ভাবনাপূর্ণ (newsworthy) অন্যান্য স্থানগুলো তাঁকে অবশ্যই চিনে রাখতে হবে।

সরকারের তথ্য ও প্রচার দফতরও সংবাদ সংগহের অন্যতম প্রধান সূত্র। সাধারণত বিশ্বের সব দেশেই তথ্য অফিস আছে। সরকারি তথ্য অফিসগুলোর মাধ্যমেই সরকারের বিভিন্ন তৎপরতা-সংক্রান্ত খবর সহজে জানা যায়। বর্তমানে ভারতের সব গুরুত্বপূর্ণ শহরেই তথ্য ও বেতার মন্ত্রণালয়ের অফিস রয়েছে। এ ছাড়াও রাজ্য সরকারগুলো তাঁদের সচিবালয় মারফত প্রেসনোট, গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ-বিজ্ঞপ্তি (releases) ও তথ্যবিবরণী (handouts) প্রকাশ করে থাকেন।

ব্যক্তিগত পর্যায়ে যোগাযোগ রক্ষা ও সংবাদ সংগ্রহের আরও একটি সূত্র। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির ব্যক্তিগত ও সামাজিক পর্যায়ে সম্পর্ক থাকলে প্রতিবেদক তাঁর সংবাদ-কাহিনী ভাবে তথ্যসমৃদ্ধ করে তৈরি করতে পারেন এবং ঐ কাহিনীতে অন্তরঙ্গ একটা মানবিক

www.pathagar.com

আবেদনও তিনি আরোপ করতে পারেন। বড় বড় শিল্প-প্রতিষ্ঠান, সরকারি ও বেসরকারি ব্যবসায় বা বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান, বড় বড় বাণিজ্যিক সংস্থা, পর্ষদ (boards), ট্রাস্ট, ব্যাংক ও অন্যান্য সংগঠনের নিজস্ব জনসংযোগ-বিভাগ রয়েছে। সেগুলোও তথ্য-সংগ্রহের সূত্র হিসেবে কাজ করে। তবে জনসংযোগ অফিসগুলোতে যেসব তথ্যবিবরণী প্রকাশ করা হয় তাতে প্রকৃত সংবাদের চাইতে প্রচারণাই থাকে বেশি। এগুলোকে তাই অবশ্য 'রঞ্জনকাহিনী (puff-stuff)' হিসেবে বিবেচনা করতে হবে।

আধুনিক সংবাদ-সংগ্রহের আধুনিক মাধ্যম হিসেবে বর্তমানে 'সাংবাদিক-সম্মেলন (press conference)'-এর চল্ রয়েছে। সরকারি বিভাগসমূহের নির্বাহী প্রধান, রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ এবং ব্যবসায় সংগঠনের জনসংযোগ কর্মকর্তারা নূতন প্রকল্পসমূহের বিস্তারিত বিবরণ কিংবা সাম্প্রতিক পদক্ষেপসমূহের পক্ষে বিভিন্ন যুক্তিযুক্ততা সাংবাদিক-সম্মেলনে ব্যাখ্যা করে থাকেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে হোয়াইট হাউসে প্রেসিডেন্টের সাংবাদিক-সম্মেলন সংবাদ-সংগ্রহের গুরুত্বপূর্ণ সূত্র। প্রধানমন্ত্রী মাসান্তে একবার করে নিয়মিতভাবে সাংবাদিক সম্মেলন করে থাকেন। কিছু সংখ্যক রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীও আজকাল সাংবাদিক-সম্মেলনে তাঁদের নীতি-নির্ধারণী বিবৃতি দেওয়ার পক্ষপাতী। কখনও বেসরকারি ব্যক্তিগণও এ ধরনের সাংবাদিক-সম্মেলন আহ্বান করে থাকেন। প্রতিবেদকরা এই সুযোগে মন্ত্রী, কর্মকর্তা ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের সান্নিধ্যলাভের সুযোগ পান। যিনি সংবাদ-সম্মেলন ডাকেন তাঁর আনুষ্ঠানিক ভাষণ শেষে আসে প্রশ্ন ও উত্তরের পালা এবং বুদ্ধিমান প্রতিবেদকের জন্যে তখনই আসে মোক্ষম সুযোগ ও তখনই তিনি চাতুর্যের সঙ্গে প্রশ্ন করে তাঁর যা জানার দরকার তা বের করে নিতে পারেন।

সংবাদপত্রের জন্যে সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সংবাদ-প্রতিবেদন ভারতে বিশেষভাবে উন্নতি করেছে। সংবাদ-মূল্য বিচার, তথ্য-সংগ্রহ এবং সংবাদের যথাযথ প্রকাশনার বিষয়ে ভারতের সাংবাদিকগণ অগ্রসর দেশগুলোর সাংবাদিকগণের সমতুল্য যোগ্যতা অর্জন করেছেন। স্বদেশ প্রেমের সূত্র ধরেই ভারতে সাংবাদিকতার সূত্রপাত এবং এ জন্যে প্রথম দিকে সংবাদ-প্রতিবেদনের লক্ষ্য ছিলো পাঠকগণের রাজনৈতিক পরিস্থিতি সঠিকভাবে বুঝতে সাহায্য করা। শুরুতে সংবাদ-প্রতিবেদনের বিশেষ ব্যবহার বা প্রয়োগরীতি ভারতে অজ্ঞাত ছিলো। আগে সংবাদ-সারের (news-gist-এর) উপরই জোর দেওয়া হতো বেশি। আঙ্গিকের প্রতি নজর দেওয়া হতো না। এখন আঙ্গিক বা প্রয়োগ-রীতির উপর গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে এবং আধুনিকতা লক্ষ্য হিসেবে গৃহীত হচ্ছে।

ভারতে বহু ভাষার প্রচলন। ভারতের সংবাদপত্রগুলোও অনিবার্যভাবে বাহ্যত বিপরীত প্রকৃতিসম্পন্ন। দেড় শতাব্দী আগে ইংরেজরাই প্রকৃতপক্ষে সংবাদপত্র জগতের গোড়াপত্তন করে থাকলেও, এর চরিত্র একান্তভাবে স্বদেশী হয়ে উঠেছে। ভারতের সংবাদপত্র সাধারণভাবে তথ্যসমৃদ্ধ (informative), বলিষ্ঠ এবং জনমত সৃষ্টির এক গুরুত্বপূর্ণ বাহন হিসেবে পরিচিত। ভারতে সাংবাদিকতা-সংক্রান্ত তৎপরতা ব্যাপকতর পরিধিতে বিস্তৃত হয়েছে। বার্তা-প্রতিষ্ঠানগুলো সংবাদ-সরবরাহে নিয়োজিত এবং সংবাদ-সংগ্রহের ক্ষেত্রেও সুবিশাল। এর ফলে সংবাদ-পরিবেশনের ক্ষেত্রেও ব্যাপক পরিবর্তন সূচিত হয়েছে।

www.pathagar.com

বিশেষ প্রতিবেদন-রচনা

প্রতিবেদন ও সংবাদ-সংগ্রহ-পরবর্তী গুরুত্বপূর্ণ পদ্ধতি হচ্ছে বিদেশে ও ভারতের বড় বড় শহরে নিয়োজিত বিশেষ সংবাদদাতাদের মাধ্যমে সংবাদ-প্রতিবেদন সংগ্রহ করা। ইংরেজি ও দেশী সকল ভাষায় প্রকাশিত সংবাদপত্রই তাঁদের নিজস্ব সংবাদদাতা নিয়োজিত রেখেছেন। এদের কেউ বৈদেশিক সংবাদদাতা, কেউ লবী সংবাদদাতা এবং কেউ শুধু বিশেষ সংবাদদাতা। নয়াদিল্লীতে এই ধরনের সংবাদদাতাদের সংখ্যা অত্যন্ত বেশি।

ভারতীয় সংবাদপত্রের কার্যালয়ে নিয়োজিত একজন বিশেষ প্রতিবেদককে বিশেষ ধরনের, যেমন খেলাধুলা, বাণিজ্য বা আইন-আদালতের কার্যকলাপ সংক্রান্ত সংবাদ সংগ্রহ ও প্রতিবেদনের দায়িত্ব নিতে হয়। ক্রিকেট, হকি, বাস্কেটবল, ফুটবল, দৌড়, মুষ্টিযুদ্ধ, গল্ফ, লন-টেনিস্ এবং ব্যাডমিন্টনের মতো বিভিন্ন খেলা সম্পর্কে ক্রীড়া-সম্পাদককে বিশেষভাবে জ্ঞাত থাকতে হবে। কিছু সংখ্যক বড় সংবাদপত্রে আবার খেলাধুলা বিভাগের জন্যে, বিশেষ করে খেলাধুলার বিশ্লেষণ ও সে-সম্পর্কে ক্রীড়া-বিশেষজ্ঞসুলভ প্রস্তাব সহকারে লেখার জন্যে বিশেষ স্তম্ভ-লেখক (Special columnist) নিয়োজিত থাকেন। ইংরেজি হোক বা ভারতীয় ভাষাসমূহেই প্রকাশিত হোক খবরের কাগজের খেলাধুলা-সংক্রান্ত পাতাই সম্ভবত সবচাইতে বেশি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। একইভাবে টেবিল-টেনিস, দাবা এবং তাসের মতো অন্তরাঙ্গন (indoor) খেলাধুলা সম্পর্কেও পাঠকরা বিশেষ আগ্রহ দেখিয়ে থাকেন। বাণিজ্যিক বিষয়ক প্রতিবেদক ব্যবসায়ী সম্প্রদায়কে বিশেষভাবে সহায়তা করে থাকেন। শুধু বাজার-দরই নয়, তিনি আগ্রহী পাঠকদের জন্যে বাজারের প্রবণতা এবং শিল্প ও বাণিজ্য-পরিমণ্ডলের অন্যান্য তাৎপর্যপূর্ণ পটপরিবর্তন-সংক্রান্ত তথ্য পরিবেশন করে থাকেন। শুধু আর্থিক, শিল্প ও বাণিজ্য-সংক্রান্ত বিষয়ের ওপর ভিত্তি করে ভারতে দুটো সংবাদপত্র প্রকাশিত হয়েছে।[১৬] এর ফলে ভারতে আর্থনীতিক সাংবাদিকতায় বিশেষজ্ঞ সৃষ্টিরও সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে।

এ ছাড়াও চলচ্চিত্র প্রতিবেদকও রয়েছেন। চলচ্চিত্র প্রতিবেদক আবার শুধু সাদামাটা সাংবাদিকই নন। তিনি একজন সমালোচকও বটে। এজন্যে তাঁকে শিল্পকলা, সঙ্গীত, আলোকচিত্র-শিল্প এবং চলচ্চিত্র-শিল্পের অন্যান্য কারিগরি দিক সম্পর্কেও জ্ঞান রাখতে হয়। চলচ্চিত্র প্রতিবেদক তাঁর কর্মপরিক্রমায় চলচ্চিত্র-প্রদর্শনীতে উপস্থিত থাকেন। চলচ্চিত্র শিল্পের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং বিপুল চলচ্চিত্র-দর্শকদের জন্যে নায়ক বা নায়িকার সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেন। চলচ্চিত্র-জগৎ সম্পর্কে আগ্রহ দিনদিন এতো বেড়ে যাচ্ছে যে প্রতিটি প্রতিষ্ঠিত সংবাদপত্রকে সপ্তাহে অন্তত এক কলাম জায়গা ছেড়ে দিতে

---

১৬. টাইমস্ অব ইন্ডিয়া গ্রুপ বোম্বাই কর্তৃক প্রকাশিত 'ইকোনমিক টাইমস' এবং বোম্বাই থেকে এক্সপ্রেস গ্রুপ অব নিউজপেপারস কর্তৃক প্রকাশিত 'ফিনানসিয়াল এক্সপ্রেস' পত্রিকা দু'টিই দৈনিক পত্রিকা।

www.pathagar.com

হচ্ছে চলচ্চিত্র-সংক্রান্ত বিষয়ের জন্যে। এখনও কোনো চলচ্চিত্র-দৈনিক প্রকাশিত হচ্ছে না বটে, কিন্তু সাপ্তাহিক চলচ্চিত্র-সংক্রান্ত পত্রিকা পরিচালনা বেশ লাভজনক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। এগুলোর প্রচারও অনেক। ইংরেজি এবং বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায় চলচ্চিত্র সাপ্তাহিক প্রকাশিত হয়। কয়েক ভাষায় প্রকাশিত চলচ্চিত্র পত্রিকার প্রচার অত্যন্ত বেশি।

আইনসংক্রান্ত প্রতিবেদকরা এক বিশেষ শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত, যে প্রতিবেদক আদালতে কর্মতৎপরতার প্রতিবেদন লেখার দায়িত্বে নিয়োজিত থাকবেন তাঁকে আইন, বিচার-পদ্ধতিসমূহ সাংবাদিক বা সংবাদপত্রের অধিকার ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা সম্পর্কে জানতে হবে। গণতান্ত্রিক ভারতে শুধু আইনজীবীরাই রীট আবেদন-সংক্রান্ত মামলাগুলোর খবর পড়েন না। সাধারণ পাঠকরাও দেশের সংবিধানে প্রদত্ত মৌলিক অধিকারসমূহের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে পরিচিত হওয়ার জন্যে আইন-সংক্রান্ত ঐসব সংবাদ আগ্রহের সঙ্গে পড়ে থাকেন। হত্যাপরাধীদের বিচার-অনুষ্ঠান পাঠক-সাধারণের মধ্যে স্বভাবতঃই চাঞ্চল্য সৃষ্টি করে।

উল্লিখিত বিশেষ প্রতিবেদকগণ ছাড়াও গতানুগতিক সভাসমিতি সম্পর্কে খবর পরিবেশনের জন্যে কিংবা বহুল আলোচিত ব্যক্তির সাক্ষাৎকার গ্রহণের জন্যেও সাংবাদিক নিয়োজিত রয়েছেন। এরা নিয়মিত বা আকস্মিক সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত থাকেন, সাংবাদিকদলের বিশেষ সফরে শামিল হন এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে জনজীবনের বিভিন্ন বিতর্কিত বিষয়ে প্রভাব বিস্তারকারী ব্যক্তিগণের সাক্ষাৎকারও নিয়ে থাকেন।

সাক্ষাৎকার গ্রহণ

ভারতের বেশিরভাগ প্রতিবেদকই সাক্ষাৎকার গ্রহণের (interviewing-এর) কৌশল ভালোভাবে এখনও রপ্ত করতে পারেন নি। সংবাদ-সংগ্রহের অন্যতম পন্থা হিসেবে সাক্ষাৎকার গ্রহণের কৌশল খুব কমই কাজে লাগানো হয়ে থাকে। সাংবাদিকের যদি পরিস্থিতির উপর ভালো দখল থাকে তা হলেই সাক্ষাৎকার (interview) সংবাদ-সংগ্রহের জন্যে বিশেষ অনুকূল হতে পারে।

'সাক্ষাৎকার' এক ধরনের বিশেষ আলাপ। খবর বা মতামত সংগ্রহ বা সরবরাহ এই আলোচনার উদ্দেশ্য। সংবাদপত্রের জন্যে সাক্ষাৎকার গ্রহণের ক্ষেত্রে সাংবাদিকদের নিকট একমাত্র কাজ হচ্ছে সংবাদ বা তথ্য-সংগ্রহ করা। তাই কি-কি তথ্য বা সংবাদ জানা দরকার, সাক্ষাৎকার শুরু হওয়ার আগেই তা স্থির করা উচিত। অধিকাংশ সাক্ষাৎকারের ক্ষেত্রেই আগে থেকেই প্রশ্নের একটা তালিকা তৈরি রাখা উচিত। এর ফলে যিনি সাক্ষাৎকার নেবেন তাঁর পক্ষে ধারাবাহিকতা রক্ষা করার সুবিধা হয়। তাছাড়া সাক্ষাৎকারকালে যাতে কোনো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বাদ না পড়ে যায় সেজন্যে লিখিত প্রশ্নতালিকা বিশেষভাবে উপযোগী হবে। এর দরুন শুধু সাক্ষাৎকার-গ্রহণকারীই (interviewer-ই) নয় বরং সাক্ষাৎকার দানকারীরও (interviewee-রও) সুবিধা হবে ; কারণ সময় কম ব্যয় হবে। সাক্ষাৎকার নেওয়ার জন্যে যাঁকে মনোনীত করা হবে তিনি যাতে প্রতিবেদকের চাহিদা মেটাতে পারেন তা অবশ্যই

www.pathagar.com

নিশ্চিত করতে হবে। যাঁদের সাক্ষাৎকার নেওয়া হবে তাঁদেরকে বেছে নেওয়ার ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট সাংবাদিককে অবশ্যই বিবেচনার পরিচয় দিতে হবে। তাঁকে ভুললে চলবে না যে যিনি সাক্ষাৎকার দিচ্ছেন তাঁর সময় অধিকতর মূল্যবান হতে পারে। এ কারণে, যেসব প্রশ্নের জবাব নিজেই ঠিক করে নেওয়া যায় সাক্ষাৎকার দানকারীকে সেসব প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা উচিত নয়। যাঁর সাক্ষাৎকার নিতে হবে তাঁর সম্পর্কে সব সময়ই আগে থেকে কিছু তথ্য জেনে রাখা উচিত। এতে সাক্ষাৎকারদানকারীর সঙ্গে আলোচনা করতে সুবিধা হবে এবং অনেক জানা বিষয় সম্পর্কে আনুষ্ঠানিকতার পুনরাবৃত্তিতে যে সময় নষ্ট হতো তা বেঁচে যাবে।

সাক্ষাৎকারের জন্যে আগে থেকে সময় নির্ধারণ করে নেওয়া বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ও সুবিধাজনক। পত্র বা টেলিফোনে যোগাযোগ করে, কিংবা যিনি সাক্ষাৎকার দিচ্ছেন তাঁর বাড়ি বা অফিসে ব্যক্তিগতভাবে দেখা করে এটা করা যায়। সাক্ষাৎকারের প্রস্তাবিত তারিখ ও সময় সাক্ষাৎকারদানকারীর সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ স্থাপন করে বা তাঁর সচিবের মাধ্যমে স্থির করে নেওয়া যেতে পারে। যাঁর সাক্ষাৎকার নেওয়া হচ্ছে সাক্ষাৎকারের সময় ও স্থান এবং তার সুযোগ-সুবিধা অনুযায়ী স্থির হওয়া উচিত ; কারণ তিনিই আসলে সাক্ষাৎকার দিয়ে বাধিত করছেন।

যখন সাক্ষাৎকার চাওয়া হয়, তখন সাক্ষাৎ গ্রহণের উদ্দেশ্য কি তা জানানো ভালো। কারণ, যিনি সাক্ষাৎকার দিচ্ছেন তিনি সাক্ষাৎকার-প্রার্থীর উদ্দেশ্য জানতে পারলে ঠিক তেমনি করে প্রস্তুতি নিতে পারেন এবং সাক্ষাৎকার-গ্রহণকারীর পক্ষেও সাক্ষাৎকার নেওয়া অত্যন্ত সহজ এবং আনন্দদায়ক হবে। সাক্ষাৎকার দানকারী আগে থেকে জানতে পারলে, তিনি কিছু তথ্য তৈরি করে রাখার সময় পান, যেসব বিবৃতি তিনি দেবেন তা পরীক্ষা করে নিতে পারেন এবং সর্বোপরি, সাক্ষাৎকার গ্রহণকারী সাংবাদিক যাতে তাঁর সংবাদ-কাহিনী আরও নির্ভরযোগ্য ও সুখপাঠ্য করে রচনা করতে পারেন সেই উদ্দেশ্যে আরও অন্যান্য তথ্য জানাবার ব্যবস্থা করে রাখেন।

সাক্ষাৎকার স্থির হয়ে যাওয়ার পর, সাংবাদিককে অবশ্যই সঠিক সময় ও নির্ধারিত স্থানে দেখা করতে হবে। তাঁকে যথাযথ পোষাকে সজ্জিত হতে হবে ; কারণ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন পোষাক ও সুদর্শন চেহারা প্রকৃতপক্ষে এ ক্ষেত্রে অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টির ব্যাপারে সহায়ক হয়।

সাক্ষাৎকারের শুরুতেই যে-পরিবেশ তৈরি হয় তার রেশ শেষাবধি স্থায়ী হয়। সাক্ষাৎকারের সময় সাক্ষাৎকারদানকারীর চোখে সরাসরি চোখ রেখে আলাপ করতে হবে। তারপর তিনি যে-সাক্ষাৎকার দিয়ে যে-অনুগ্রহ দেখালেন তার জন্যে তাঁকে যথাযোগ্য অভিনন্দন জানাতে হবে। গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো লিখে নেবার আগে সাক্ষাৎকার দানকারীর অনুমতি চেয়ে নিতে হবে।

সাবলীল, সহজ সাক্ষাৎকার-পরিচালনা একটি সুষ্ঠু ও সুন্দর সাক্ষাৎকারের গোপন কথা। ভালোভাবে গুছিয়ে প্রশ্ন তৈরি করে রাখা এবং 'সুকৌশলে' একে একে প্রশ্নগুলো তুলে সাক্ষাৎকার গ্রহণের কাজ অনেক সহজ করে তোলা যায়। সাক্ষাৎকারদানকারীকে জিজ্ঞাসা

www.pathagar.com

করে সুতীক্ষ্ণ উত্তর বের করে নেওয়া এবং একের পর এক আরও সূক্ষ্ম প্রশ্ন করে আরও সূক্ষ্ম জবাব আদায় করা একটা বিশেষ সুকুমার শিল্পবিশেষ। বিষয়বস্তু নির্বিশেষে, সাক্ষাৎকার দানকারীকেও অতর্কিত প্রশ্ন ও পাল্টা প্রশ্ন করার বিষয়ও অনুমোদিত। সাংবাদিক সাক্ষাৎকার-গ্রহণকালে জেরাকারী পেশাদার আইনজীবীর ভূমিকা নেবেন। সাক্ষাৎকারের সাফল্য সাক্ষাৎকার দানকারীর চাইতে সাক্ষাৎকারগ্রহণকারীর ওপর অনেক বেশি নির্ভর করে। সাক্ষাৎকার গ্রহণের শেষ পর্যায়ে প্রাপ্ত তথ্যাবলীর বিশুদ্ধতা যাচাই করে নিতে হবে। সাক্ষাৎকারের জন্যে সময় ও সহযোগিতা দেওয়ার জন্যে সাক্ষাৎকার দানকারীকে কৃতজ্ঞতা জানাতে হবে।

সাংবাদিকগণ (pressmen) সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে অনেক গুরুত্বপূর্ণ ও চাঞ্চল্যকর খবর পেয়ে থাকেন। ভারতে অনেক প্রখ্যাত ব্যক্তি প্রায়ই হয় প্রচার এড়িয়ে যেতে চান, নয়তো কাগজের লোকদের সঙ্গে কোনো বিষয়ে তলিয়ে আলোচনা করতে চান না। কিছু প্রভাবশালী ব্যক্তি আবার প্রায়ই অবাঞ্ছিত ও অনাবশ্যকভাবে অপ্রয়োজনীয় বিষয়ে চাঞ্চল্যকর বিবৃতি দিয়ে থাকেন। ভারতীয় প্রতিবেদকদের সবারই এসব গুরুত্বপূর্ণ লোকের সংস্পর্শে এসে খবর সংগ্রহ করার চেষ্টা করা উচিত। এটা একটা বিরাট অভিজ্ঞতা।

নবীশ-প্রতিবেদক

সংবাদপত্রের কর্মচারীদের মধ্যে সবচাইতে তরুণতম কর্মী বা সাংবাদিক হচ্ছেন নবীশ-প্রতিবেদক (cub-reporters)। প্রথমদিকে তাঁদেরকে শহরের আশেপাশে ঘুরে সংবাদের বিভিন্ন গতানুগতিক সূত্র যেমন-থানা, সরকারি অফিস, পৌর-অফিস, অগ্নিনির্বাপক কেন্দ্র, রাজনৈতিক দলের কার্যালয় এবং হাসপাতাল থেকে সংবাদ-সংগ্রহের দায়িত্ব দেওয়া হয়।

প্রথম অবস্থায় নবীশ-প্রতিবেদক সাধারণ সরকারি অফিসগুলোর 'তথ্য-বিবরণী (handouts)' সংগ্রাহক হিসেবেই বিবেচিত হন। তাঁরা যখন উল্লিখিত ধরনের সংবাদবিজ্ঞপ্তি (release) সংগ্রহে পারদর্শিতা লাভ করেন তখন তাঁদেরকে ছোটখাটো দুর্ঘটনা, অগ্নিকান্ড ও নানা বিষয়ে সংবাদ সংগ্রহের দায়িত্ব দেওয়া হয়। এর পরবর্তী পর্যায়ে তাঁরা ছোটখাটো বিভিন্ন ধরনের অনুষ্ঠানে যোগ দেন এবং নানাবিধ বিষয়ে খবর সংগ্রহ করেন। পরীক্ষামূলক বা প্রশিক্ষণমূলক এই সংকীর্ণ আওতার মাঝে থেকেই নবীশ-প্রতিবেদক আরও শিক্ষালাভের সুযোগ পান। ফলে, নবীশ-প্রতিবেদক সাংবাদিকতা পেশায় নিজ সম্ভাবনা ও দক্ষতার স্বাক্ষর রাখতে যথেষ্ট সুযোগ পেয়ে থাকেন।

প্রতিবেদকগণ যেসব সংবাদ-কাহিনী জমা দেন অবর-সম্পাদকগণ সেগুলোর পুঙ্খানুপুঙ্খ সম্পাদনা করে সেগুলোকে প্রকাশের উপযোগী করে চূড়ান্ত-লিপি (copy) তৈরি করেন। সংবাদ-কাহিনীগুলোর সম্পাদনা তথা সংস্কারকালে ব্যাপক রদবদল হতে পারে। সংবাদ-শীর্ষ (lead) পরিবর্তন করে দেওয়া হতে পারে, বিষয়বস্তু আরও সংক্ষিপ্ত করা হতে পারে, লেখার রীতি ও সংবাদের সুর (tone) বদল হতে পারে এবং সংবাদপত্রের আদর্শ ও

www.pathagar.com

নীতির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ করার জন্যে পুরো সংবাদ-কাহিনীই পুনর্লিখিত হতে পারে। অবর-সম্পাদকগণ কখনও কখনও প্রতিবেদকদের দেওয়া সংবাদ-প্রতিবেদন প্রকাশের জন্যে গ্রহণ করেন, আবার কখনও ঐ প্রতিবেদনে বিস্তর কাটছাট করে দেন।

এ জন্যে অবশ্য ভারতীয় সংবাদ-প্রতিবেদকরা ঠিক দায়ি নন ; কারণ তাঁদের অনেক ব্যবহারিক ও অন্যান্য প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হতে হয়। ভারতে শহর, নগর এবং বড় গ্রামের মধ্যেই সাধারণত সংবাদ-প্রতিবেদকদের তৎপরতা সীমিত। শহরের উপকণ্ঠ এবং গ্রাম এলাকায় প্রতিবেদকের সংখ্যা মুষ্টিমেয়। তার উপর মফস্বল সংবাদদাতারা তাঁদের পেশায় তেমন সুশিক্ষিত নন, অভিজ্ঞতাও কম এবং সেই সঙ্গে তাঁরা ভালো বেতনও পান না। ভালো যোগাযোগ সুবিধার অভাবও আর এক সমস্যা। এর দরুন অনেক যথার্থ সংবাদও অনেক সময় খবরের কাগজে পৌঁছায় না ; ফলে পল্লীর সাধারণ মানুষ উপেক্ষিত থেকে যান। ভারতে গণতন্ত্রের সফল পরিচালনা ও বিকাশ নিশ্চিত করতে হলে রাষ্ট্রের সাধারণ নাগরিকগণের খবরাখবর পাঠকের সামনে তুলে ধরতে হবে। কিন্তু সাধারণত দেখা যায়, খবরের কাগজগুলো মন্ত্রীগণের দীর্ঘ বক্তৃতা এবং গণ্যমান্য ব্যক্তিদের বিভিন্ন তৎপরতার কথা ছাপতেই খবরের কাগজের অনেকটা জায়গা ভরিয়ে ফেলে। যেসব সাধারণ ঘটনার প্রভাব সংখ্যাগরিষ্ঠ সাধারণ নাগরিকদের ক্ষেত্রে অত্যন্ত ক্রিয়াশীল সে খবরগুলোই সাধারণত উপেক্ষিত হয়ে থাকে। এ জন্যেই সাধারণ মানুষের জীবনভিত্তিক সংবাদ জীবন্তিকা (news features) অবশ্যই বেশি করে লিখতে হবে এবং সাধারণ মানুষের সংবাদতুল্য সাধারণ তৎপরতার কথা সংগ্রহ করার জন্যে মফস্বল ও গ্রামগুলোতে সুশিক্ষিত সংবাদদাতাগণকে নিয়োজিত করতে হবে।

উল্লিখিত পদক্ষেপ নেওয়া সম্ভব হলে, সাধারণ জনগণ সংবাদপত্র পাঠে আকৃষ্ট হবে এবং এতে যেসব পত্রিকার এখন ব্যাপক জনপ্রিয়তা নেই সেগুলোও সাধারণ মানুষকে আকৃষ্ট করতে সক্ষম হবে। তাছাড়া, পল্লী-অঞ্চলে দক্ষ সাংবাদিকের আগমন ঐ এলাকায় সংবাদপত্রের প্রচারেরও সহায়ক হবে।

সংবাদ-শীর্ষ
(THE LEAD)

কৌতূহলোদ্দীপক করে সংবাদ-কাহিনী (news-story) লেখা সম্ভব হলে তা পাঠকের বিশেষ মনোযোগ আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়। সংবাদকাহিনীগুলোকে যথার্থ আগ্রহ সঞ্চারকারী করতে হলে, ঐ কাহিনীর সংবাদ-শীর্ষ (lead) লেখার ব্যাপারে বিশেষভাবে মনোযোগী হতে হবে। ভালো সংবাদ-শীর্ষ লেখার দক্ষতা সংবাদ-রচনায় (news-writing-এ) পারদর্শিতা অর্জনের পথে প্রথম নিশ্চিত ও সফল পদক্ষেপ। আসলে, দক্ষতার সঙ্গে সংবাদ-শীর্ষ লেখার যোগ্যতা সংবাদ-আহরণের একান্ত প্রয়োজনীয় গুণবিশেষ। প্রকৃতপক্ষে, যে অনুচ্ছেদটি দিয়ে সংবাদ-কাহিনীর শুরু তাকেই বলা হয় সংবাদ-শীর্ষ। ইংলন্ডে সংবাদপত্রের প্রথম সম্পাদকীয়টিকে 'শীর্ষক (leader)' বলার রেওয়াজ রয়েছে। মনে হয়, এ থেকেই উল্লিখিত সংবাদ-শীর্ষ কথাটি এসে থাকবে।

www.pathagar.com

বিষয়টি আরও সহজ ভাষায় ব্যাখ্যা করলে দাঁড়ায় ঃ সংবাদ-কাহিনীর উপস্থাপনামূলক বাক্যসমূহই (এক বা একাধিক অনুচ্ছেদ) সংবাদ-শীর্ষ হিসেবে অভিহিত। যাঁরা সাংবাদিকতা পেশায় বিশেষ দক্ষতা অর্জন করেছেন তাঁরাও মত প্রকাশ করেছেন যে, আকর্ষণীয় সংবাদ-শীর্ষ সহকারে সংবাদকাহিনী রচনা দারুণ কঠিন কাজ। এর কারণ, সংবাদের 'সূচনা (start)' যে-কটি শব্দ দিয়ে শুরু তার জন্যে যথেষ্ট চিন্তা-ভাবনার প্রয়োজন হয় এবং এ শব্দসমষ্টির উপরই নির্ভর করে পাঠক ঐ বিশেষ সংবাদ-খণ্ডটুকু পড়তে আগ্রহী হবেন কি না।

বস্তুত সংক্ষিপ্ত সংবাদ-সারকে উপস্থাপিত করাই সংবাদ-শীর্ষের একমাত্র উদ্দেশ্য নয় ; পাঠককে ঐ নির্দিষ্ট সংবাদ-কাহিনী পাঠে কৌতূহলী করে তোলাও এর উদ্দেশ্য। এ কারণেই সংবাদ-শীর্ষ বিশেষ গুরুত্বের দাবীদার। অভিজ্ঞতাই একজন সংবাদ-প্রতিবেদককে ভালো 'সংবাদ-শীর্ষ' রচনায় সাহায্য করে। যাই হোক সংবাদ-শীর্ষকে একটি বুলেটিন, সংক্ষিপ্ত সার, পূর্ণতা এবং একটা ছোট মোড়কে সামগ্রিক সংবাদ-সার বলা যায়।[১৭]

সংবাদ-প্রতিবেদকের পেশায় যাঁদের হাতে-খড়ি হয়েছে তাঁরা তাঁদের সংবাদ-প্রতিবেদনের বেলায় নিজের লেখার প্রতিভাকে কাজে লাগাতে পারেন এবং এতে করে তাঁর হাত দিয়ে যে লেখাটি বেরিয়ে আসবে-সে জন্যে তিনি গর্ববোধ করার কারণও খুঁজে পেতে পারেন।

সারা বিশ্বের সংবাদপত্রসমূহে যেসব আঙ্গিকে 'সংবাদ-শীর্ষ' লেখার পদ্ধতি চালু রয়েছে সেগুলোকে **'ষড়-ক' (কি, কখন কেন, কোথায়, কে এবং কেমন করে** প্রভৃতির আদ্যাক্ষর) নামে অভিহিত করা যায়। সংবাদ-শীর্ষের অনুচ্ছেদে সাধারণত উল্লিখিত সব প্রশ্নেরই জবাব থাকে। উত্তম সংবাদ-শীর্ষে পুরো সংবাদ-কাহিনীর মূল সুর ও মেজাজ নিহিত থাকে এবং শুধু তাই নয়, সংবাদ পাঠ করে একজন পাঠকের মনে যেসব প্রশ্নের উদয় হতে পারে তার উত্তরও থাকে ঐ সংবাদ-শীর্ষে। সংবাদ শীর্ষ সংবাদ-খণ্ডের সবচাইতে আকর্ষণীয় অংশ এবং সংবাদ-রচনার সব চাইতে শ্রেষ্ঠ পন্থা অবলম্বনে এটা লেখা হয়ে থাকে। নিম্নে ভারতীয় সংবাদপত্রে প্রকাশিত বিভিন্ন সংবাদ-শীর্ষের কিছু নমুনা দেওয়া হলোঃ

'কি' শীর্ষ

('WHAT' LEAD)

"হাজার হাজার লোক এবার প্রজাতন্ত্র দিবসের কুচকাওয়াজ দেখার আনন্দ থেকে বঞ্চিত হয়েছেন ; প্রকৃতি বাদ সেধেছে। যাঁরা বৃষ্টিকে তুচ্ছ করেও এসেছিলেন, স্যাঁতসেঁতে ভেজা ঠান্ডা তাঁদের হাড়ে কাঁপুনি ধরিয়েছে। তাই আনন্দের উষ্ণতা নয়, শরীর গরম রাখতে নিজেদেরকেই কুচকাওয়াজ করতে হয়েছে।"–**দি টাইমস্ অব ইণ্ডিয়া**, বোম্বাই।

[১৭]. গ্রান্ট মিলনর হাইড, 'নিউজপেপার রাইটিং, প্রেন্টিস হল্ ইনক, নিউইয়র্ক ১৯৫৬, পৃঃ ৫১।

www.pathagar.com

["Inclement weather kept thousands of spectators away from the Republic Day parade this year while those who braved the rain shivered in the damp cold and stamped their feet to keep warm." -- THE TIMES OF INDIA, Bombay.]

"আগামী রোববার ভোটদান পর্ব শুরু হচ্ছে। ভোটদান পর্বের দ্বিতীয় পর্যায় যতো ঘনিয়ে আসছিলো ততোই মাইকযোগে ভোটারদের নিকট প্রার্থী ও তাঁদের সমর্থকদের আবেদন প্রচার, নাটকের ক্লাইম্যাক্সের মতোই প্রচণ্ড, তীব্র হচ্ছিল। গত শুক্রবার মধ্যরাত থেকে ভোটদান পর্ব শুরু হওয়া অবধি নির্বাচনী-প্রচারণা আইনত নিষিদ্ধ। তাই কানফাটানো, কানে তালা লাগানো মাইক্রোফোনের নির্ঘোষ এখন নিশ্চুপ, নিস্তব্ধ।" -ডেকান হেরাল্ড, বাঙ্গালোর।

["The blaring appeals by candidates and their supporters through mike, which carried to defending proportions as the day of second phase in polling was nearing, ceased from zero hour on Friday night preparatory to polling on Sunday' -- DECCAN HERALD, Bangalore]

'কখন' শীর্ষ

('WHEN' LEAD)

"সিরিয়ার নূতন সরকার আজ জাতিসংঘে সিরিয়ার অন্তর্ভুক্তির আবেদন জানিয়েছেন।" —**হিন্দুস্থান টাইমস্**, নয়াদিল্লী।

["Today the new Syrian government requested Syria's readmission to the United Nations, "-- HINDUSTAN TIMES, New Delhi]

"শনিবারের প্রচণ্ড সামুদ্রিক ঝড় (হারিকেন) উত্তর সাগর উপকূল বরাবর প্রলয়ঙ্করী ধ্বংসচিহ্ন রেখে গেছে। ঝড়ে কমপক্ষে ৫০ ব্যক্তির প্রাণহানি ঘটেছে। পশ্চিম জার্মানীর বিখ্যাত সমুদ্র-বন্দর এলাকাও মারাত্মক বন্যা কবলিত হয়েছে। ১৮২৫ সালের পর থেকে নাকি এই এলাকায় এমন ভয়ঙ্কর বন্যা আর হয়নি। উত্তর সাগর থেকে ১৫টি জাহাজও ঝড়ের কবলে পড়ে সাহায্যের জন্যে বেতার-বার্তা পাঠিয়েছে।" —**ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস**, চিত্তুর।

["On Saturday hurricanes battered the North Sea coasts leaving a trail of havoc, at least 50 dead, and the worst floding in the huge port of Hamburg (West Germany), since 1825 Fifteen ships radioed distress signals from the North Sea," -- INDIAN EXPRESS, Chittoor.

www.pathagar.com

'কেন' শীর্ষ
('WHY' LEAD)

"মহীশূরে পর্যটক-আগমন উৎসাহিত করার জন্যে রাজ্য সরকার মহীশূরের পর্যটন-সম্ভাবনাসম্পন্ন অনুন্নত জেলাগুলোতে পর্যটন-আইন শিথিল করার সম্ভাবনা পরীক্ষা করে দেখছেন।" **ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস,** চিত্তুর।

["In a bid to boost tourist traffic in Mysore the State Government is likely to liberalise the rule in places of tourist interest situated in the dry districts" - INDIAN EXPRESS, Chittoor].

"জনসাধারণ ও সরকারি কর্মকর্তাদের অসুবিধা দূর করার জন্যে বাঙ্গালোরের রাজ্য ট্রেজারি সরবরাহ ও অন্যান্য কাজের জন্যে প্রাপ্য অর্থের বিল জমা দেওয়ার বিস্তারিত নির্দেশাবলী প্রকাশ করেছেন।" — **দি হিন্দু,** মাদ্রাজ।

["To avoid inconveninee to the Drawing Officers and to the public, the State Huzur Treasury, Bangalore, has issued detailed instructions regarding the presentation of the bills for supplies and services" -THE HINDU, Madras]

"গতকাল মাদ্রাজে স্বাধীনতা দিবস সমাবেশে ভাষণ দানকালে রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্র প্রসাদ জনগণের প্রতি প্রাদেশিকতাবাদ, বর্ণবাদ, সাম্প্রদায়িকতা, আঞ্চলিকতাবাদ ও ভাষাবাদ-এর চ্যালেঞ্জের মোকাবেলা করার আহ্বান জানিয়েছেন। " — **মেল,** মাদ্রাজ।

["In Madras, yesterday, President Prasad, addressing the Independence Day gathering called upon the people of the country to meet the challenge of forces of parochialism, casteism, communalism, regionalism and linguism". -- MAIL Madras.]

"মহীশূর হাইকোর্ট, বিচারপতি সদাশিবায়া রায়চুর কর্মবিনিয়োগ দফতরের কেরাণী শ্রী রামাচারী আনীত ফৌজদারী আপীলের আবেদন মঞ্জুর করেছেন। এর আগে শ্রী রামাচারীকে দুর্নীতি-নিরোধ আইনের (৫) (১) (ঘ) ধারার অধীনে দোষী সাব্যস্ত করে তাঁকে এক বছরের সশ্রম কারাদণ্ড ও ৫০০/-টাকার জরিমানা করা হয়।" —**দি হিন্দু** মাদ্রাজ।

["In The Mysore High Court, Mr. Justice Sadasivayya allowed a criminal appeal preferred by Ramachari, a clerk in the office of the Employment Exchange, Raichur, who had been convicted and sentenced to undergo rigorous imprisonment for one year and pay a fine of Rs. 500/-under Section (5) (1) (D) of the Prevention of Corruption Act" -- THE HINDU Madras.]

www.pathagar.com

'কে' শীর্ষ
('WHO' LEAD)

"প্রধানমন্ত্রী নেহেরু গত শনিবার এখানে বলেছেন, সারা জাতির নিকট বিগত ১৪ বছরে পরাধীনতা থেকে গোয়ার মুক্তির মতো একক ও আনন্দদায়ক ঘটনা আর ঘটেনি।" — **ডেক্যান হেরাল্ড**, বাঙ্গালোর।

["Prime Minister Nehru said here on Saturday that no other single event during the past 14 years had pleased the entire nation so much as the liberation of Goa" --DECCAN HERALD, Bangalore.]

"প্রেসিডেন্ট কেনেডী গত শুক্রবার এখানকার ক্ষেপণাস্ত্র ঘাঁটিতে এক অনুষ্ঠানে নভোচারী জন গ্লেনকে জাতীয় বিমান ও মহাশূন্য প্রতিষ্ঠানের বিশেষ সেবাসূচক পদকে ভূষিত করেন।" — **ডেক্যান হেরাল্ড**, বাঙ্গালোর।

["President Kennedy decorated spaceman John Glenn with the Distingusihed Service Medal of the National Aeronautics and Space Administration at the missile base here on Friday "-- DECCAN HERALD, Bangalore]

'কেমন করে' শীর্ষ
('HOW' LEAD)

"সোভিয়েট ইউনিয়নের উচ্চ শক্তিসম্পন্ন বোমা বিস্ফোরণের নিন্দা করে ভারতের প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরু নয়াদিল্লীতে বলেছেন, রাশিয়া, জাতিসংঘের আবেদন সত্ত্বেও পারমাণবিক বোমা বিস্ফোরণে প্রবৃত্ত হয়েছে।" — **দি হিন্দু**, মাদ্রাজ।

["Deploring the Soviet action in exploding her super bomb, Pandit Jawaharlal Nehru, Prime Minister of India, said in New Delhi that Russia had proceeded with the test with a nuclear bomb more than 50 megatons inspite of the appeal of the United Nations not to do so -- THE HINDU. Madras.]

"ত্বরিৎ তৎপরতার মাধ্যমে ভারতের সশস্ত্র বাহিনী গোয়ায় চারশ' বছরের পুরনো ঔপনিবেশিক শাসনের সমাপ্তি সূচিত করেছে।[১৮]

---

১৮. দি পত্রিকোদিয়ামী, মহীশূর (মহীশূর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতা বিভাগের ব্যবহারিক জার্নাল), জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি, ১৯৬২-সংখ্যা পৃঃ ৪।

www.pathagar.com

["By their Swift action the Indian armed forces set the seal on the collapse of four hundred years of colonial rule over Goa."১৮)

একবার 'সংবাদ-শীর্ষ' তৈরি হয়ে গেলে এবং সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সবার আগে সন্নিবেশ করার ব্যাপারে নিশ্চিত হতে পারলে, সংবাদের বাকি কাহিনী স্বাভাবিক নিয়মে গড়ে উঠবে।

সাময়িক পত্রের প্রতিবেদন রচনা

সাময়িক পত্রের জন্যে প্রতিবেদন লেখার কাজ বেতনভুক লেখক (staffwriter) এবং স্বাধীন সাংবাদিক (freelancer) উভয়েই করে থাকেন। পাঠকদেরকে তথ্য-পরিবেশন, আনন্দদান ও তাঁদের ওপর প্রভাব বিস্তার করার মাধ্যমেই সাময়িক পত্র-পত্রিকা অস্তিত্ব রক্ষা করে। দৈনিক সংবাদপত্রে অনেক সমস্যা, অনেক বিষয়ের আলোচনা থাকে ; তবে সময় অত্যন্ত সংকীর্ণ ব'লে উল্লিখিত বিষয়সমূহ সম্পর্কে গভীরভাবে আলোচনা বা বিশ্লেষণ সম্ভব হয় না। পক্ষান্তরে, সাময়িক পত্রগুলোতে সময়ের সমস্যা তুলনামূলকভাবে অনেক কম। এই কারণে সাময়িক পত্রপত্রিকা বিভিন্ন ঘটনার বিস্তারিত বিষয়ে যথাযভাবে আলোকপাত করতে পারে।

সাময়িক পত্রিকার প্রতিবেদন আরও গভীর, আরও তথ্যসমৃদ্ধ, আনন্দদায়ক এবং সামসময়িক ঘটনাপ্রবাহ-সংক্রান্ত হওয়া উচিত। তাছাড়া, বিভিন্ন সমস্যার প্রশ্নে সাময়িক পত্রিকার দৈনিক পত্রিকার চাইতেও সুনির্দিষ্ট মনোভাব প্রকাশ করা বা থাকা উচিত। সাময়িক পত্রের প্রতিবেদনের ভাষা আকর্ষণীয়, উপভোগ্য, গবেষণাধর্মী হওয়া উচিত। তা ছাড়া বিভিন্ন ঘটনা-প্রবাহ ও পরিস্থিতির বিষয়ে লিখিত পরিশীলিত ও সুনির্দিষ্ট বিবরণের মধ্যে অত্যন্ত পরিষ্কার বিশ্লেষণ থাকতে হবে। সংবাদপত্র সাধারণত নষ্ট করে ফেলা হয়, কিন্তু সাময়িক পত্রগুলোকে সযত্নে রেখে দেওয়া হয়। সাময়িকপত্র তাই কার্যত মৌলিক তথ্য-সমৃদ্ধ গ্রন্থ (reference records) হিসেবে কাজে লাগে। সামায়িকপত্রে যা প্রকাশিত হয় সেসব তথ্যের স্থায়িত্ব ও বিশ্বস্ততা সম্পর্কে পাঠকদের মনে স্বভাবতই অনুকূল ধারণা বিরাজ করে এবং এ জন্যেই এসব পত্র-পত্রিকায় যা প্রকাশিত হয় তা সংগ্রহ ও পরিবেশনের ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট প্রতিবেদকদেরকেও অতিরিক্ত সতর্কতা অবলম্বন করতে হয়। লেখায় ভালো হাত আছে এমন কলেজ গ্রাজুয়েটদের সাময়িক পত্রের সাংবাদিকতায় সম্ভাবনা আছে।

গল্প-লেখা সাময়িক পত্র-সাংবাদিকতার (magazine journalism-এর) অন্যতম জনপ্রিয় দিক এবং তা লাভজনকও বটে। গল্প বা কল্প-রচনার (fiction-এর) প্রধান বৈশিষ্ট্য হবে এর আকর্ষণ-ক্ষমতা অর্থাৎ পাঠকের কৌতূহল জীইয়ে রাখার ক্ষমতা থাকতে হবে গল্পের। তাছাড়া, গল্পের গঠনশৈলীর একটা ঐক্য বজায় রাখতে এর ঘটনার অগ্রগতি ধীরে ধীরে হবে ও একই সঙ্গে রোমাঞ্চকরভাবে পরিণতির দিকে ও উত্তেজনার চরম শিখরে যাবে।

www.pathagar.com

এ ক্ষেত্রে সাংবাদিকের নিজস্ব ব্যক্তিত্ব বিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকে। কারণ, আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্বের ছোঁয়াচ পেয়ে তাঁর লেখা বিশেষভাবে আকর্ষণীয় ও দ্যুতিময় হয়ে উঠে। তাই, পাঠককে মুগ্ধ করার জন্যে লেখায় ব্যক্তিত্ব আরোপ একান্ত আবশ্যক। যে-লেখা সাময়িক পত্রে প্রকাশনার জন্যে গ্রহণ করা হয়ে থাকে তার কতকগুলো গুণ থাকতে হবে। ঐ লেখায় একটা ঘরোয়া স্বাচ্ছন্দ্য,জীবনবোধ ও গভীরতা পরিব্যাপ্ত থাকতে হবে। সাধারণ পাঠকদের জীবনের অনেক অপরূপ উপাদান তাঁদের অলক্ষিতে, অগোচরে হারিয়ে যায়। সাময়িক পত্রের রচনায় ঐসব বিরল অথচ উপেক্ষিত সৌন্দর্যকে পরিবেশন করতে হবে।

সাময়িক পত্রের প্রতিবেদন হবে প্রেরণার আধার, ভাবাদর্শের স্বচ্ছ ও সুচিন্তিত প্রকাশ। পাঠকের আনন্দের জন্যে সাংবাদিককে কোনো এক ত্বরিৎ মুহূর্তে বৈচিত্র্যময় চিন্তাধারার মধ্যে ঐক্যবিধানে পারদর্শী হতে হয়। তিনি কার্যত সাহিত্যের ঐন্দ্রজালিক বিশেষ। তাঁর প্রধান কাজ হচ্ছে পাঠকের ক্ষুধার্ত মনকে জ্ঞান ও আনন্দ-সমৃদ্ধ অপূর্ব ও উপাদেয় ভোজের টেবিলে বসিয়ে দেওয়া। প্রায় দুই শতাব্দী আগে জোসেফ এডিসন (Joseph Addison) সাময়িক পত্রে রচনার গুরুত্ব ও জটিলতা সম্পর্কে বলেছিলেন ঃ "এ কাজের জন্যে যে চিন্তাধারার প্রয়োজন তা খুবই জটিল প্রকৃতির।"

ভারতের অধিকাংশ সাময়িক পত্রে বাইরের লোকের লেখা নিবদ্ধ থাকে না। সংবাদজাতীয় অধিকাংশ লেখাই লিখে থাকেন বেতনভুক কর্মীরা। আসলে, ভারতে স্বাধীন সাংবাদিকদের (freelance journalist-দের) লেখার ভালো সম্ভাবনা রয়েছে। তাঁরা শুধু এ ব্যাপারে এগিয়ে এলেই হয়। কিছু কাহিনী-নিবদ্ধ প্রচারকারী প্রতিষ্ঠান সাময়িক পত্রগুলোকে কাহিনী-নিবদ্ধ ও প্রতিবেদনই পরিবেশন করে থাকে। ভারতে 'ইলাস্ট্রেটেড উইকলী অব ইন্ডিয়া' ও 'কারেন্ট'-এর মতো সাময়িক পত্রিকার দেশে ও বিদেশে নিজস্ব সংবাদদাতা (staff-correspondent) রয়েছে। পত্রিকাগুলো তাঁদের প্রতিবেদকদের প্রতি বিশেষ বিশেষ ঘটনার প্রতিবেদন লেখার দায়িত্ব দেন।

চিত্র-সাংবাদিকতারও (pictorial journalism-এরও) বেশ ভাল ভবিষ্যৎ রয়েছে এবং এ ক্ষেত্রে তৎপরতাও সম্প্রসারিত হচ্ছে। কলম ও টাইপরাইটার ব্যবহারের সঙ্গে ক্যামেরা ব্যবহার করা হলে সাধারণত বেশ ভালো ফল পাওয়া যায় ও পাঠকের মনে চিত্রসহকারে লেখা স্থায়ী রেখাপাত করে। প্রতিবেদকের যেমন, তেমনি আলোকচিত্র-গ্রাহকেরও আলোকচিত্র গ্রহণের জন্যে সংবাদ-চেতনা (news-sense) থাকতে হবে। 'সংবাদ-সংক্রান্ত আলোকচিত্র, বিশেষ করে সংবাদ-চিত্র গ্রহণের সব চাইতে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে একটা কোনো রকমের 'তৎপরতা'।"[১৯]

সাময়িক-পত্রিকার সাংবাদিকতায় যাঁরা পারদর্শিতা লাভ করতে চান তাঁদেরকে অবশ্যই লক্ষ্য রাখতে হবে তিনি যে-বিষয়বস্তু লেখার জন্যে বাছাই করে নিচ্ছেন তাকে সম্পূর্ণ নূতন

---

১৯. কীথ ব্যারী (Keith Barry), "রাইটিং ফর প্রফিট," থরসনস্ লন্ডন, ১৯৫৫, তৃতীয় সংস্করণ পৃঃ ৪৮।

www.pathagar.com

চোখে দেখতে হবে। প্রথম শ্রেণীর কোনো সমিয়িকীতেই বাঁধা-ধরা, গতানুগতিক বা অপরিণত বুদ্ধিবৃত্তি চর্চার কোনো স্থান নেই। সতর্ক পরিকল্পনা এবং দক্ষতাপূর্ণ লেখার গুণ একান্ত জরুরী।

বেতার-প্রতিবেদন রচনা

ভারতে বেতার সরকার-নিয়ন্ত্রিত। এ জন্যে এখানে সংবাদ প্রতিবেদনসংক্রান্ত তৎপরতার ক্ষেত্রও বিশেষভাবে সীমিত। বাণিজ্যিক ভিত্তিতে বেতার প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার কোনো সম্ভাবনা এখানে নেই। টেলিভিশনের ক্ষেত্রেও একই কথা। অল্ ইন্ডিয়া রেডিও'র (এখন, আকাশবাণী'র)[২০] মূল প্রতিষ্ঠান নয়াদিল্লীতে এবং ভারতের বহু গুরুত্বপূর্ণ শহর ও নগরে শাখাকেন্দ্র রয়েছে।

টেলিভিশন ও বেতার, সাংবাদিকতার দুটো নূতন মাধ্যম হলেও এসব ক্ষেত্রে ভারতীয় তরুণদের সম্ভাবনা সীমিত। যাঁরা সংবাদ লেখা ও সম্পাদনার পর বেতার-সম্প্রচারের জন্যে প্রয়োজনীয় ব্যক্তিত্ব ও কণ্ঠস্বরের অধিকারী, ভারতের জাতীয় বেতার তাঁদের মতো সুশিক্ষিত ও যোগ্যতা-সম্পন্ন সাংবাদিকদের নিয়োগ করতে সক্ষম। বেতারের উপযোগী লেখার নিজস্ব গুণগত চাহিদা আছে। বেতার সম্প্রচারের জন্যে যে-সংবাদ লেখা হয় তা কেবল শ্রোতাদের জন্যে অর্থাৎ কানে শোনার জন্যে। কাজেই খবরের কাগজের খবর ও রেডিও'র খবরে সুস্পষ্ট পার্থক্য রয়েছে। বেতারসংবাদ সব সময়েই সংক্ষিপ্ত, সহজ এবং বিষয়ানুগ। বেতার-সংবাদের ভাষা ঘরোয়া এবং ঘরে বসে শোনার বা বোঝার উপযোগী করেই বেতার সংবাদের ভাষ্য তৈরি করা হয়ে থাকে। তাছাড়া, বেতারে প্রচারিত হয় এবং পরিবারের সবাই শুনতে ও বুঝতে পারেন বলে প্রচারিত সংবাদের ভাষা রুচিসম্পন্ন হয়ে থাকে।

দৈনিক সংবাদপত্রে যেসব খবর প্রকাশিত হয় সেই একই মাল-মসলা থেকে আকাশবাণীর অন্তর্দেশীয় (home) ও বহির্বিশ্ব (external) সংবাদ প্রচারের উপকরণ নেওয়া হয়। একটা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে বার্তা-প্রতিষ্ঠান পরিবেশিত খবরের সঙ্গে বেতার-সংবাদের উল্লেখযোগ্য মিল দেখা যায়। যেমন বার্তা-প্রতিষ্ঠান পরিবেশিত খবরের মতো বেতার সংবাদও মতামত ও সবরকম রাজনৈতিক প্রভাব বিবর্জিত সাদামাটা নির্ভেজাল সংবাদের সমষ্টি। সারাদেশের লোক বেতারে প্রচারিত সংবাদ শুনে থাকেন। বেতারে যে বহির্বিশ্ব অনুষ্ঠান প্রচার করা হয়ে থাকে বিভিন্ন দেশের শ্রোতারা তা শুনে থাকেন। ভারতে যতোগুলো প্রধান ভাষা রয়েছে প্রায় সবক'টি ভাষাতেই 'আকাশবাণী' থেকে সংবাদ প্রচারিত হয়ে থাকে। নথিপত্রের সাক্ষ্যে দেখা যায়, আকাশবাণী সবসময়েই সুনির্বাচিত বিভিন্ন সংবাদ-খণ্ড যথাযথভাবে প্রচার করেছে। আকাশবাণী থেকে রেডিও নিউজরীল বা সংবাদ-বিচিত্রা

---

২০. আকাশবাণী ঃ ভয়েস অব হেভেন ('হেভেন' এখানে আকাশ' অর্থে)।

www.pathagar.com

নামে বিশ্লেষণ ও ভাষ্যমূলক একটি জনপ্রিয় অনুষ্ঠান প্রচার করা হয়ে থাকে। সংবাদের উপর মতামত প্রকাশ করতে গিয়ে ভাষ্যকারগণ, তাঁদের ব্যক্তিগত মতামত দিয়ে থাকেন এবং একই কারণে বেতারের নিয়মিত সংবাদ-প্রচার অনুষ্ঠান থেকে এগুলোকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র রাখা হয়।

আকাশবাণী সংবাদের সরবরাহ লাভের জন্যে প্রধানত সংবাদসরবরাহ-প্রতিষ্ঠানগুলোর ওপর নির্ভরশীল। তবে অতিরিক্ত ব্যবস্থা হিসেবে দেশের বড় বড় শহর ও গুরুত্বপূর্ণ বিদেশী রাজধানীতে বেতারের বিশেষ যোগ্যতাসম্পন্ন সংবাদদাতারা নিয়োজিত রয়েছেন। অভিজ্ঞতাসম্পন্ন সংবাদদাতার স্বাধীনতা দিবস, প্রজাতন্ত্র দিবস, ক্রিকেট খেলা, গুরুত্বপূর্ণ-ব্যক্তিবর্গের অন্ত্যেষ্টি-অনুষ্ঠান, জাতীয় মেলা ও উৎসবের খবর পরিবেশন করে থাকেন। এ ছাড়া, বিশেষ সংবদদাতারা 'একান্ত সংবাদ-কাহিনী (exclusive news-story)' সরবরাহ করার দায়িত্ব পালন করে থাকেন। আকাশবাণী'র সংবাদকক্ষ (news room) বহুদিক থেকেই পত্রিকার সংবাদকক্ষের মতো। ইংরেজি ও হিন্দি ভাষা ছাড়াও আকাশবাণী বাংলা, উড়িয়া, তামিল, তেলেগু, কানাড়ি, মলয়ালম, পাঞ্জাবি, মারাঠি, গুজরাটি, আসামি ও উর্দু ভাষায় সংবাদ প্রচার করে। এ ছাড়া, কাশ্মীরি ও ডোপরি ভাষাতেও বিশেষ সংবাদ-অনুষ্ঠান প্রচার করা হয়। নিজস্ব অনুষ্ঠানসমূহ পত্রিকাযোগে সাধারণ্যে প্রচারের জন্যে আকাশবাণী অনেক ভাষায় সাপ্তাহিক বা পাক্ষিক সাময়িকী প্রকাশ করে।

ভারতের অধিকাংশ পত্রিকার একটি স্তম্ভে কাছাকাছি অবস্থিত বা জনপ্রিয় বেতারকেন্দ্রের অনুষ্ঠানসূচি প্রকাশিত হয়। রাষ্ট্রায়ত্ত বেতার সবচাইতে শক্তিশালী যোগাযোগ মাধ্যম। ভারতের জনসাধারণের মাঝে বেতারের যথেষ্ট প্রভাবও রয়েছে।

www.pathagar.com

৫

অবর-সম্পাদনা

(SUB-EDITING)

— পি.পি. সিং

ভারতীয় সাংবাদিকতার সূচনায় অবর-সম্পাদনার কাজ তেমন হতোই না বলা চলে। প্রাচীনকালেও, এমন কি মোগল যুগেও সংবাদপত্রের প্রচলন ছিলো। তখন কেউ কেউ ব্যক্তিগত পর্যায়ে ছোট আকারে খবরের কাগজ প্রকাশ করতো।

১৭৮০ সালের ২০শে জানুয়ারি জেম্স অগাস্টাস হিকি (James Augustus Hicky) নামে এক বিদেশী ভদ্রলোক ভারতে সর্বপ্রথম একটি পত্রিকা প্রকাশ করেন। এটি ইংরেজি ভাষায় প্রকাশিত হয়। হিকি তাঁর জীবিত অবস্থায় সংবাদপত্রের একচ্ছত্র মালিক ছিলেন। একই সঙ্গে তিনি প্রতিবেদক, অবর-সম্পাদক, বার্তা-সম্পাদক, সম্পাদক, মুদ্রাকর (printer) ও প্রকাশক ছিলেন। তাঁর সময়ে সংবাদপত্রের সব কাজ একই হাতে করা হতো। তখনকার সংবাদপত্রের আকার ও বিষয়বস্তু পরিমাণে কম হওয়ায় অন্য কর্মী রাখারও তেমন জরুরী ছিলো না।

পরে যখন কাহিনী-নিবন্ধ (feature article) প্রকাশকের সংখ্যা ও কাজের চাপ বেড়ে গেল, তখন সংবাদ-পরীক্ষা, সংশোধন ও কাগজে প্রকাশের অন্যান্য লেখা দরকার মতো ঠিক করে দেওয়ার জন্যে আলাদা লোকের প্রয়োজন দেখা দেয়। এসব ব্যক্তিই অবর-সম্পাদক (sub-editor বা subs) বা লিপিপাঠক (copy-reader) নামে পরিচিতি লাভ করেন।

সংবাদপত্র জগতের নেপথ্য নায়ক হচ্ছেন অবর-সম্পাদকবৃন্দ। অবর-সম্পাদকরা সংবাদে ব্যক্তিত্ব, স্বাতন্ত্র্য ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যে বিশিষ্ট করে সংবাদপত্রের ভাবমূর্তি নির্মাণের কুশলী শিল্পীর ভূমিকা পালন করেন। অসংস্কৃত লেখা অবর-সম্পাদকের হাতের ছোঁয়া পেয়ে সংস্কৃত, শোভন ও যথার্থ হয়ে ওঠে। তিনি শুকনো, নীরস বিষয়কে এমনভাবে ঢেলে সাজান, এমন মিষ্টি রসে নিষিক্ত করে একান্ত লোভনীয় করে তোলেন যে পাঠক তা থেকে রস সংগ্রহের উদগ্র আগ্রহে দুচোখ ডুবিয়ে রাখেন। প্রকৃত তথ্য-পরিবেশন ও পরিবেশনার শৈলী যথার্থ হচ্ছে কিনা সে দিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখা অবর-সম্পাদকের আর এক দায়িত্ব। সারা দুনিয়ার খবর এবং অন্যান্য আকর্ষণীয় বিষয়বস্তুকে দ্রুত, সঠিক ও কৌতূহলোদ্দীপকভাবে পাঠকদের নিকট তুলে ধরার দায়িত্বও অবর-সম্পাদকের। তিনি নিজে যথেষ্ট জ্ঞান রাখেন

www.pathagar.com

এবং তাঁর বিস্তর পড়াশুনাও আছে বিভিন্ন বিষয়ে। ভাষার উপরেও তাঁর বিশেষ দখল রয়েছে। অবর-সম্পাদক নিজে তেমন লেখেন না, তবে সংবাদপত্রের বিশেষ রীতির সঙ্গে সাযুজ্য বিধানের জন্যে খুব বড় বড় লেখকের লেখাতেও তিনি কাটছাঁট করেন।[১]

অবর-সম্পাদনা কক্ষ
(SUB-EDITORIAL ROOM)

মুখ্য অবর-সম্পাদক অবর-সম্পাদনা কক্ষের কর্তাব্যক্তি। খবরের কাগজে প্রকাশের জন্যে সংগৃহীত সকল সংবাদ ও সংবাদচিত্র মুখ্য অবর-সম্পাদকের টেবিলে এসে জমা হয়। তিনি সাধারণত লিপি-পরীক্ষক (copy taster) হিসেবে কাজ করেন। কোনো একটি সংবাদ-কাহিনীকে ছেঁটে অর্ধেক করা হবে কিংবা কাহিনীটিকে পাঁচ লাইন থেকে বাড়িয়ে এক স্তম্ভ বা তারও বেশি পরিমাণ করা হবে বা আদৌ কাহিনীটিকে কাজে লাগানো হবে কিনা সে সম্পর্কে মুখ্য অবর-সম্পাদকই সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকেন।

মুখ্য অবর-সম্পাদক তাঁর জটিল কর্তব্য-কর্ম পালনে কয়েকজন অবর-সম্পাদকের সহযোগিতা পেয়ে থোকেন। সংবাদপত্রের অফিসে সাধারণত কাজের জন্যে 'দুটি' করে পালা (shift) থাকে একটি 'দিনের' আরেকটি 'রাতের'। কিছু পত্রিকার আবার 'সংযোগ-পালা (link-shift)' বা 'মাঝের পালা (mid-shift)' নামে আরও একটি কাজের পালা থাকে। এই পালার দায়িত্বে থাকে অপেক্ষাকৃত কম অভিজ্ঞতাসম্পন্ন কর্মীরা।

অবর-সম্পাদকদের কাজের তত্ত্বাবধান ও সমন্বয় মুখ্য অবর-সম্পাদকের প্রধান দায়িত্ব। তিনি সংবাদপত্রের একটি নির্দিষ্ট সংস্করণ প্রকাশের জন্যে দায়ি থাকেন। অবর-সম্পাদকদের মধ্যে 'কপি' বিলি, সংবাদ-কাহিনীগুলোর পাণ্ডুলিপির সংরক্ষণ প্রভৃতি কাজও তাঁকে করতে হয় এবং কে কোন্ বিষয়ের সংবাদ সম্পাদনায় দক্ষ তার খোঁজও তাঁকে রাখতে হয়। মুখ্য অবর-সম্পাদকের মনে পুরো সংবাদপত্রটি কিভাবে ছাপা হয়ে বেরুবে তার একটা পরিষ্কার ধারণা থাকে। কোন্ পাতায়, কোন্ স্তম্ভে বা কোন্ অবস্থানে (position-এ) কোন্ বিশেষ সংবাদখণ্ড (news-item) বা চিত্র প্রকাশিত হবে তা তিনি সঙ্গে সঙ্গে বলে দিতে পারেন।

মুখ্য অবর-সম্পাদক প্রকৃতপক্ষে সংবাদপত্রের মূল স্থপতি। তিনি খবরের কাগজের পাতাগুলোর অঙ্গসজ্জাকার (make-up man)। একমাত্র বাণিজ্য ও ক্রীড়া-বিষয়ক পাতা ছাড়া

---

১. ভারতে ইংরেজি সংবাদপত্রসমূহে যেসব রীতি-পদ্ধতি ও শৈলী প্রচলিত ছিলো বক্ষ্যমান অধ্যায়ে সে সম্পর্কে একটা মোটামুটি চিত্র দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। পত্রিকাগুলোর মধ্যে একটি হতে অন্য পত্রিকার শৈলীতে সামান্য পার্থক্য থাকলেও সবগুলোর মধ্যে একটা মোটামুটি ঐক্য লক্ষ্য করা যায়। এই নিবন্ধে প্রতিটি খুঁটিনাটি বিষয়ই আলোচিত হয়েছে লেখক এমন দাবি করেন না। তা ছাড়া, আলোচ্য বিষয়ে যাঁদের দৃষ্টিভঙ্গী বাদ পড়েছে লেখক তার জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করছেন।

www.pathagar.com

তিনি আর সব পাতার অঙ্গসজ্জা করে থাকেন। কিছু সংবাদপত্রের মুখ্য অবর-সম্পাদক পত্রিকার সব পাতারই অঙ্গসজ্জা নিজ হাতে করে থাকেন। কাগজ মুদ্রণযন্ত্রে ছাপাবার কিছু আগে তিনি অঙ্গসজ্জা-সংক্রান্ত নির্দেশ দেওয়ার জন্যে ছাপাঘরে যান।

ভারতীয় সংবাদত্রের সূচনাপর্ব থেকে ঐসব কাগজের অঙ্গসজ্জা ও মুদ্রণকৌশল লক্ষ্য করলে সাংবাদিকতা-বিভাগের যে-কোন ছাত্রই এর অগ্রগতি লক্ষ্য করতে সক্ষম হবেন। প্রথম যুগের ভারতীয় সংবাদপত্রের অঙ্গসজ্জা করা হতো উল্লম্ব (vertical) পদ্ধতিতে। স্তম্ভের (column-এর) উপর থেকে নিচু পর্যন্ত একই ধরনের কালো মোটা অক্ষর দিয়ে অক্ষর-বিন্যাস করা হতো। তাছাড়া মুদ্রণ-কৌশল সম্পর্কেও বড় একটা পরিকল্পনা করা হতো না তখন। ফলে চোখের কাছে সংবাদপত্রের একঘেয়ে অঙ্গসজ্জা অত্যন্ত পীড়াদায়ক হয়ে উঠতো। তবে আজকাল অবশ্য ভারতীয় সংবাদপত্রের সে দিন নেই। কারণ, অঙ্গসজ্জা ও মুদ্রণ-পারিপাট্যের দিকে থেকে ভারতের অনেক সংবাদপত্রেরই বিদেশী সংবাদপত্রের মানগত আদর্শের সমকক্ষতা দাবি করতে পারে। বর্তমানে ভারতের সংবাদপত্রগুলোর অঙ্গসজ্জা আনুভূমিক (horizontal)। 'সংবাদ-শিরোনাম (news-headline)' অনেক সুগঠিত ও সুন্দর, ফলে সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তাছাড়া, 'শীর্ষকগুলো (tops)' সবই কাগজের মধ্য ভাঁজের উপর দিকে থাকে। শিরোনামে যথোপযুক্ত আকারের অক্ষর ব্যবহার করা হয়। অবশ্য, অনেক ক্ষেত্রে এই নিয়মের হেরফের ঘটে ; শিরোনাম গঠনে নানা জাতের ও নানা ওজনের অক্ষরের সমাবেশ ঘটে এবং ছোটখাটো আরও কিছু ব্যতিক্রমসহ বহুস্তর শিরোনাম (multiple decked headline) দেওয়া হয়। ভারতের বিশিষ্ট সংবাদপত্রগুলোর আধুনিক অঙ্গসজ্জা পাঠকের মনোযোগ আকর্ষণ করতে ও কৌতূহল সৃষ্টিতে সক্ষম।

মুখ্য অবর-সম্পাদক সম্পাদকীয় বৈঠক ডেকে কিংবা বিভিন্ন নির্বাহী কর্মকর্তাদের সঙ্গে, বিশেষ করে বার্তা-সম্পাদক ও বিজ্ঞাপন-ব্যবস্থাপকের (advertisement manager এর) সঙ্গে পরামর্শ করে কাগজের অঙ্গসজ্জার পরিকল্পনা করেন। কাগজে ছাপার জন্যে কি-কি কাহিনী জমে আছে বা আরও কি-কি কাহিনী এসে পড়ার সম্ভাবনা রয়েছে এবং সেগুলো কাগজের কতোটা জায়গা নেবে বার্তা-সম্পাদক সে সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা দিতে সক্ষম। বিজ্ঞাপন-ব্যবস্থাপক তাঁর বিজ্ঞাপনের জন্যে কতোটা জায়গা দরকার সেটা জানানোর জন্যে কাগজের নকশায় (dummy-তে) ঐ জায়গাগুলো চিহ্নিত করে দেন। এদিকে, কাগজে যেসব কাহিনী নিবন্ধ বা অন্যান্য বিষয় ছাপা হবে মুখ্য অবর-সম্পাদকের তা জানা থাকে। এবার এসব মিলিয়ে তিনি কাগজের একটা খসড়া-পরিকল্পনা তৈরি করেন। তবে কাগজের খসড়া-পরিকল্পনায় শেষ মুহূর্তেও রদ-বদল হতে পারে ; প্রচারগত কারণে সংবাদের অবস্থান এবং আকার বদলে যেতে পারে। তেমন পরিস্থিতি দেখা দিলে মুখ্য অবর-সম্পাদককে সেজন্য দ্রুত পদক্ষেপ নেওয়ার জন্যেও তৈরি থাকতে হয়।

ভারতীয় সংবাদপত্রের বার্তা-সম্পাদকগণ সাধারণত চিত্র বা শিল্প-সম্পাদক হিসেবে কাজ করে থাকেন। বিভিন্ন চিত্র-সরবরাহ-প্রতিষ্ঠান, দূতাবাসসমূহের তথ্য-বিভাগ, সরকারি তথ্য-বিভাগ, বিভিন্ন প্রচার-প্রতিষ্ঠান ও অপেশাদার চিত্রগ্রাহকগণের নিকট থেকে পাওয়া

www.pathagar.com

বিভিন্ন চিত্র তিনি কাজে লাগান। যতোদূর সম্ভব পত্রিকার নিজস্ব আলোকচিত্র-শিল্পীর ছবিই পত্রিকার প্রধান ছবি হিসেবে ছাপা হয়। মুখ্য অবর-সম্পাদক সংবাদ-কাহিনীর পাণ্ডুলিপিসহ সংবাদ-চিত্রগুলোর তত্ত্বাবধান করে থাকেন। যেসব ছবিতে উত্তেজনামূলক তৎপরতা ও পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণের অন্যান্য উপকরণ রয়েছে এবং যে ছবির সংবাদ-মূল্য আছে সেসব ছবি প্রকাশের ব্যাপারে অগ্রাধিকার লাভ করে।

শীর্ষ পরিচয় ও পরিচিতি
(OVERLINES & CAPTIONS)

খবরের কাগজে ব্যবহারের জন্যে নির্বাচিত চিত্রগুলোর ছক (lay-out) রচনার ব্যাপারে মুখ্য অবর-সম্পাদককে একজন যথার্থ শিল্পীর পারদর্শিতা দেখাতে হবে। খবরের কাগজে যে অংশ জুড়ে ছবি বসবে তার সাথে চিত্র-পরিচিতির প্রয়োজনীয় জায়গা যোগ করে পুরো এলাকাটা আল্‌তোভাবে পেন্সিলের ডগা ছুঁইয়ে চিহ্নিত করে দিতে হবে। খবরের কাগজে যেসব ছবি ছাপা হয় সেগুলোর শীর্ষ-পরিচয় ও পরিচিতি দেওয়া হয়। শীর্ষ-পরিচয়টি খুব সংক্ষিপ্ত লেবেলের মতো, তাতে শুধু ছবিতে দেওয়া লোক, জায়গা বা বস্তুর নাম লেখা থাকে। পরিচিতিতে ছবি সম্পর্কে বর্ণনা ও ছবির বিশেষ তাৎপর্যের ব্যাখ্যা থাকে।

খবরের পরিস্থিতি বা অন্যান্য বিষয় বর্ণনা এবং ঐ খবরের নেপথ্য ইতিবৃত্ত তুলে ধরার জন্যে ছবির ব্লকের পুরোনো স্তূপ থেকে মুখ্য অবর-সম্পাদক অনেক সময় বিশেষ ব্লকটি খুঁজে বের করে কাগজে প্রকাশের ব্যবস্থা করেন। তবে তাঁকে এ ক্ষেত্রে চিত্র-পরিচিতি ও কালোপযোগিতার কথা বিশেষভাবে খেয়াল রাখতে হবে। সংশ্লিষ্ট ছবিটির পরিচিতি হয়তো লেখা রয়েছে ঃ "মালাবারের মহারাজা"। এখন এ ধরনের বর্ণনা ভ্রমাত্মক তথা বিতর্কসাপেক্ষ হতে পারে। এ ক্ষেত্রে মুখ্য অবর-সম্পাদককে অবশ্যই দেখতে হবে ছবিটি বর্তমান মহারাজার না মৃত মহারাজার।

এ প্রসঙ্গে একটা ঘটনার কথা দৃষ্টান্ত হিসেবে বলা যায়। একজন রাজনৈতিক নেতা ৮০ বছর বয়সে পরলোকগমন করেন। এখন তাঁর এই মৃত্যু-সংবাদের সঙ্গে তাঁর বয়ঃসন্ধির সদ্য দাঁড়িগোফ উঠা একটা ছবি যদি প্রকাশ হয় তাহলে তা হাস্যকর মনে হবে। সচ্চিদানন্দ সিন্‌হা (Sachchidanand Sinha) পরিপূর্ণ বয়সে মারা যান। এই খবর প্রকাশ করতে গিয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ দৈনিক পত্রিকা তাঁর যৌবনকালের এক বলদৃপ্ত ছবি প্রকাশ করেছিলো। তাতে ব্যাপারটা পাঠকের দৃষ্টিতে জীবনের শেষ প্রান্তে দাঁড়ানো এক বৃদ্ধের ছবি মনে হলো না বরং তা যেন কোনো দেশী বা বিদেশী টনিকের বিজ্ঞাপন হয়ে দাঁড়ালো।

মুখ্য অবর-সম্পাদক সকল চিত্র-পরিচিতি বিশেষভাবে পরীক্ষা করে নেন। পুরোনো ব্লকের পরিচিতিগুলো দেখে নিয়ে সেগুলো পরিচিতি সময়োপযোগী করে নেওয়া হয়। এ ছাড়াও কোনো ঘটনা বা খবরের সর্বশেষ পরিস্থিতির উপর তোলা ছবির ব্যাপারে আলোকচিত্র

www.pathagar.com

গ্রাহকের কোনো ভুল হলো কিনা-সেটা দেখে দেওয়ার দায়িত্বও মুখ্য অবর-সম্পাদকের। অবশ্য কোনো অবর-সম্পাদক চিত্র-সাংবাদিকতার বিষয়ে দক্ষ থাকলে মুখ্য অবর-সম্পাদক এ দায়িত্বটা তাকে দিয়ে নিশ্চিত হতে পারেন।

মুখ্য অবর-সম্পাদক বাধ্যতামূলকভাবে শীর্ষ-সংবাদ (lead-story) সম্পাদনা করেন এবং একই সঙ্গে তাঁকে অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ ও নিয়মিত কাহিনী নিবন্ধগুলোও দেখতে হয়। তিনি হয় বড় টেবিলের কেন্দ্রস্থলে, নয় কক্ষের সব চাইতে গুরুত্বপূর্ণ অংশে বড় ডেস্কে কিংবা কর্মরত অবর-সম্পাদকের অর্ধগোলাকৃতি টেবিলের ভেতরের দিকে বসে কাজ করেন। অবশ্য যেসব পত্রিকার আর্থিক অবস্থা তেমন সচ্ছল নয় তেমন প্রতিষ্ঠানগুলোতে মুখ্য অবর-সম্পাদক অন্যান্য অবর-সম্পাদকের সঙ্গে একই টেবিলে এবং একই কক্ষে বসে থাকেন এবং ঐ কক্ষের নাম দেওয়া হয় অবর-সম্পাদকীয় কক্ষ (sub-editorial room)। মুখ্য অবর-সম্পাদককে সহজেই চিনে নেওয়া যায়। কারণ, তাঁর মধ্যে একটা তড়িঘড়ি, একটা কর্মব্যস্ত ভাব সহজেই লক্ষণীয়। দেখা যাবে, তিনি বার বার ঘড়ির দিকে চোখ ফেলছেন, খবরের কপি দেওয়ার জন্যে হাঁকডাক লাগাচ্ছেন কিংবা কাউকে চিৎকার করে ডাকছেন।

মুখ্য অবর-সম্পাদক তাঁর অধীন কর্মীদলের সর্বাধিনায়ক। তিনি বার্তা-সম্পাদকের নিকট থেকে নির্দেশ গ্রহণ করে থাকেন এবং যখনই সমস্যা দেখা দেয় তখনই বার্তা-সম্পাদকের শরণাপন্ন হন। অবর-সম্পাদনা শেষে খবরের সব কপি মুখ্য অবর-সম্পাদকের হাত ঘুরে ছাপাখানায় যায়। তিনি অবশ্য এ ব্যাপারে তাঁর অভিজ্ঞ সহকারিদের উপর আস্থা রাখতে পারেন। তবে যাঁদের হাত কাঁচা তাদের কপিগুলো তাঁকে অবশ্য দেখেই দিতে হবে। অবর-সম্পাদকের শিক্ষানবিশীতে বেশ কয়েক সপ্তাহ কেটে যায়।

অবর-সম্পাদকের কর্মপরিক্রমা

খবরের কাগজে অবর-সম্পাদক হচ্ছেন সবচেয়ে বহুমুখী গুণের অধিকারী ব্যক্তি। তাঁকে প্রতিটি জিনিস সম্পর্কে মোটামুটি জ্ঞান এবং কোনো নির্দিষ্ট বিষয় সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ জ্ঞান রাখতে হয়। স্বদেশী, বিদেশী, আর্থিক, বাণিজ্যিক কিংবা খেলাধূলা-সংক্রান্ত যে রকম খবরই হোক না কেন সব ক্ষেত্রেই তাঁর উপর নির্ভর করা যেতে পারে। অবর-সম্পাদক প্রকৌশলী সম্মেলন, বিশ্বজনীন বিভিন্ন ধর্ম, রবীন্দ্রনাথের শিল্পকলা বা গান্ধী-হত্যাসংক্রান্ত যে কোনো বুনটের (texture) সংবাদ সম্পাদনায় দক্ষতা রাখেন। তাঁর শিক্ষার উঁচু মান ও পেশাগত প্রশিক্ষণ তাঁকে জটিল বিষয়বস্তু সম্বলিত ও পারিভাষিক শব্দ-সংকুল সংবাদ-খণ্ড দক্ষতার সঙ্গে সহজভাবে সম্পাদনায় সহায়তা করে। তিনি ঐ সংবাদ-খণ্ডটিকে পাঠকসাধারণের বোঝার উপযোগী সহজ ভাষায় পরিবেশন করেন।

অবর-সম্পাদক পেন্সিল, আঠা ও কাঁচি নিয়ে তাঁর সম্পাদনার কাজে বসেন। মুদ্রাকরের বোঝার জন্যে তিনি সংবাদের বিশেষ কতকগুলো চিহ্ন (symbols) দিয়ে ঐ সংবাদ-খণ্ডটি সম্পাদনা করেন। সংবাদ-খণ্ডটির কাহিনীতে কি-কি পরিবর্তন করতে হবে তা ঐসব চিহ্ন

www.pathagar.com

দিয়ে বোঝানো হয়। অবর-সম্পাদনায় যে সব চিহ্ন ব্যবহার করা হয়ে থাকে তার কিছু চিহ্নের সঙ্গে প্রুফ-সংশোধন চিহ্নের মিল আছে। তবে এ ক্ষেত্রে এসব চিহ্নের ব্যবহার-প্রণালী আলাদা। অবর-সম্পাদক প্রয়োজনীয় শুদ্ধির পর অক্ষরের লাইনের মধ্যেই সংশোধন চিহ্ন লিখে থাকেন।

ছাপাখানার কর্মীদের নিকট লাইনের উপরে-নীচে লেখা (সংশোধন করা) কপি অসুবিধাজনক। কারণ, এতে তাঁদের কাজের খুবই অসুবিধা হয়, বিশেষ করে তাড়াতাড়ি অক্ষর সাজাবার জন্যে কম্পোজিটরদের মধ্যে পাতাটি কয়েক খণ্ড করে ভাগ করে দেওয়া এক রকম অসম্ভব হয়ে পড়ে। অবর-সম্পাদক এ জন্যে কপিতে পরিষ্কার করে চিহ্ন দেওয়ার ব্যাপারে বিশেষ যত্নবান হন। তিনি সংবাদের লাইন কেটে দিতে পারেন। কিন্তু তা বোঝা না যায় এমন করে কাটেন না। কারণ, ঐ লাইনটি বা ঐ বিশেষ শব্দটি যদি আবার রেখে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন তাহলে সেক্ষেত্রে অনুরূপ নির্দেশসূচক চিহ্ন সেখানে দিয়ে দিলেই চলে।

নীরস, বিশেষ করে অপ্রয়োজনীয় ধরনের সংবাদ সম্পাদনার ভার পড়ে অভিজ্ঞতায় নবীন অবর-সম্পাদকের উপর। প্রায়ই তাঁকে মফস্বল-সংবাদ সম্পাদনার কাজ দেওয়া হয় এবং এ কাজ প্রকৃতই এক বিরাট বোঝা বলা চলে। মফস্বল-সংবাদদাতাগণ সাধারণত কাঁচা ও প্রশিক্ষণবিহীন প্রতিবেদক। তাঁদের বেশির ভাগই হচ্ছেন মক্কেলবিহীন উকিল, অলস ব্যবসায়ী অথবা নাম কিনতে উৎসুক অবসরপ্রাপ্ত লোক। তাঁরা যে প্রতিবেদন পাঠান তা প্রকৃতপক্ষে সভার আলোচ্যসূচীবিশেষ ; শুধু তাই নয়, ঐ প্রতিবেদনে তাঁর আবার সম্পাদকসুলভ ভঙ্গীতে যাঁকে পছন্দ তাঁর প্রশংসা কীর্তন করেন, আবার যাঁকে অপছন্দ তাঁকে নিন্দার নরকে পাঠিয়ে ছাড়েন। এমতাবস্থায়, অবর-সম্পদাকগণই এহেন মফস্বল-সংবাদদাতাদের উদ্ধারে এগিয়ে আসেন। অবর-সম্পাদকগণের কর্মগুণেই মফস্বল-সংবাদদাতারা তাঁদের অস্তিত্ব রক্ষা করেন। অবর-সম্পাদকরা এতো কিছু করার পরেও কিন্তু সবসময়েই তাঁদেরকেই দোষারোপ করা হয়। খুব ভালো সংবাদ-কাহিনীকে 'হত্যা (killing)', 'জবাই (butchering)', একেবারে যাচ্ছেতাই করে ফেলার অভিযোগ আনা হয়। সংবাদ-প্রতিবেদকরা যাঁরা সংবাদ লেখার রীতি-পদ্ধতি সম্পর্কে জানেন না, সংবাদ প্রতিবেদন রদবদল করে দেওয়ার জন্যে তাঁরা অবর-সম্পাদককে দোষারোপ করে থাকেন। কারণ, তাদের দেওয়া সংবাদ-প্রতিবেদন আসলে কুৎসিৎ হলেও তাঁদের ধারণা থাকে সেটি পরিচ্ছন্ন ও সুন্দর ছিলো। তরুণ অবর-সম্পাদক, সংবাদ-কাহিনীর ভাষা ও বর্ণনা মন্দ মনে করলে সেটিকে ঢেলে সাজাবার চেষ্টা করেন, ফলে ঐ সংবাদ-খণ্ডটিতে অবর-সম্পাদনার সুযোগ থাকে না।

অবর-সম্পাদক সংবাদখণ্ডের সংবাদমূল্য বিচার করে সেটিকে পুরোপুরি বাদ দিতে পারেন না বরং সেটিকে নূতন করে লেখার সিদ্ধান্ত নেন। অবশ্য নূতন করে লেখা জরুরী না হলে তিনি এটা করেন না ; কারণ তিনি জানেন সংবাদ পরীক্ষা করা এবং তাতে প্রয়োজনীয় সংশোধন ও সংস্কারই তাঁর আসল কাজ। প্রতিটি সংবাদই তাঁকে নূতন করে লেখার দরকার নেই। তিনি কোথাও শব্দ কেটে, কোথাও বাক্য ছেঁটে আবার কোথাও বা একটা অনুচ্ছেদ বাদ দিয়ে যতোদূর সম্ভব তিনি আসল কাহিনীকে বজায় রাখেন।

www.pathagar.com

অবর-সম্পাদক সংবাদ-কাহিনীর ওপর ত্বরিত দৃষ্টি বুলিয়ে বিষয়বস্তু সম্পর্কে ধারণা করে নেন। তারপর তিনি দেখেন সংবাদ-প্রতিবেদক পাঠকের জিজ্ঞাস্য **কে, কখন, কি, কেন, কোথায়** এবং **কেমন করে** – এসব প্রশ্নের যথাযথ জবাব দিয়ে তাঁর কাহিনীর সংবাদ শীর্ষ রচনা করেছেন কিনা। তাঁকে আরও লক্ষ্য রাখতে হয়, সংবাদের বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ উজ্জ্বল দিক অথবা আলোচনার মূল বিষয় সংবাদ-শীর্ষের সর্বাগ্রে পরিবেশিত হয়েছে কিনা এবং খুঁটিনাটি ও কম গুরুত্বপূর্ণ বিবরণগুলো শেষে রেখে সংবাদের অবয়ব গড়ে তোলা হয়েছে কিনা।

একটা জিনিস এখানে উল্লেখযোগ্য। অবর-সম্পাদক কোনোক্রমেই কাহিনীর বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়বস্তুকে কাহিনীর শেষে থাকতে দেন না। কারণ, যিনি কাগজের নকশায় অঙ্গসজ্জা করেন তাঁর হাতে ব্যবহারিক কারণে ঐ গুরুত্বপূর্ণ শেষাংশটি ছাঁটাই হয়ে যেতে পারে। তারপর যে বিষয়কে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিবেচনায় সংবাদ-শীর্ষে দেওয়া হলো তার উপর ভিত্তি করে সংবাদের অবয়বে (body-তে) যে-কটি অনুচ্ছেদ হবে তার একটিও যদি সংবাদের শেষে থাকার জন্যে বাদ পড়ে তাতেও একটা প্রতিকূল পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়ে থাকে। পাঠক সংবাদের অবয়বে সংবাদ-শীর্ষে প্রদত্ত উল্লিখিত বিশেষ বিষয়টি বিস্তারিতভাবে দেখতে চান এবং সেটি যদি না থাকে তা হলে পাঠক বিস্মিত হবেন, তাঁর বিশ্বাসে চিড় ধরবে, তিনি ঐ কাগজটিকে অবিশ্বাস করতে শুরু করবেন।

টেলিপ্রিন্টারযোগে যেসব সংবাদ-কাহিনী পাওয়া যায় সেগুলো বড় একটা নূতন করে লেখা বা নূতন আঙ্গিকে পরিবেশন করার ব্যবস্থা করা হয় না। বার্তা-প্রতিষ্ঠান পরিবেশিত সংবাদ সাধারণত সুলিখিত হয়ে থাকে। ঐ সংবাদের ভালো সংবাদ-শীর্ষও দিয়ে দেওয়া থাকে। ছোটখাটো সংশোধন করে অসামঞ্জস্য দূর করার পরই ছাপার উপযোগী হয়ে ওঠে কাহিনীটি। অবর-সম্পাদকও শুধু কাহিনীটিকে নিজ সংবাদপত্রের ধারা অনুযায়ী ছোটখাটো কাটছাঁট করেই ক্ষান্ত হন।

সংবাদ-সরবরাহ-প্রতিষ্ঠান ও প্রচার-সংগঠন থেকে যেসব সংবাদ আসে সেগুলো সতর্কতার সঙ্গে সম্পাদনা করতে হবে। একই কাহিনী সকল সংবাদপত্রে একইভাবে পরিবেশিত হয়। তবে কোনো পত্রিকা যদি ঐ সংবাদ-কাহিনীতে স্বকীয়ত্ব (exclusiveness)' আরোপ করতে চান তবে সংবাদশীর্ষ ও সংবাদ-শিরোনাম বদলে দিতে হবে।

পাঠক চান নির্ভেজাল সংবাদ। অবর-সম্পদককে এ বিষয়ে সতর্ক হতে হবে। সংবাদ-কাহিনীতে প্রতিবেদকের নিজস্ব মতামতের গন্ধ পাওয়া গেলে তা তাঁকে সতর্কতার সঙ্গে বাছাই করে বাদ দিতে হবে। এ ছাড়া, তিনি যদি বুঝতে পারেন আসল তথ্য চেপে মতামত প্রকাশ করা হয়েছে কিংবা শুধু কতকগুলো বিষয়ে অযাচিত গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে তা হলে সেগুলো শোধরানোর জন্যে তাঁকে আশু ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে এবং সংশ্লিষ্ট প্রতিবেদককে এ ব্যাপারে হুঁশিয়ার করে দিতে হবে।

কিছু প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তিবর্গের নিজস্ব বিজ্ঞাপন ও প্রচার-বিশারদ রয়েছেন। তাঁরা বিজ্ঞাপন ও প্রচারণামূলক বিষয় সংবাদ বলে সংবাদপত্রে খবর হিসেবে চালিয়ে দেওয়ার চেষ্টা

www.pathagar.com

করেন। অবর-সম্পাদককে এটা ধরে ফেলার ক্ষমতা থাকতে হবে এবং এ ধরনের বিষয়বস্তু খবরের স্তম্ভে যাতে কোনোভাবে স্থান না পেতে পারে সেজন্য তাকে নির্মম হতে হবে। যাঁরা উল্লিখিত ধরনের কৌশলে বিজ্ঞাপন ও প্রচারণার প্রয়াস নেন তাঁদেরকে অবশ্যই বিজ্ঞাপন বাবদ অর্থ দিয়ে বিজ্ঞাপন স্তম্ভে তাঁদের বিষয়বস্তু পাঠকদের নিকট উপস্থাপিত করতে হবে।

একক মূলমন্ত্র -- যাথার্থ্য

যাথার্থ্য (accuracy) অবর-সম্পাদকের মূলমন্ত্র (watchword)। যদি কোনো বিবৃতি বা তথ্যের নির্ভরযোগ্যতা সম্পর্কে তাঁর মনে বিন্দুমাত্র সন্দেহ দেখা দেয় তাহলে তিনি ঐ বিবৃতি বা তথ্য সম্ভাব্য সকল উপায়ে যাচাই করার চেষ্টা করবেন। তিনি কোনো রকম সন্দেহজনক বিবৃতি ছাপতে দেবেন না।

অবর-সম্পাদককে বিভিন্ন বিষয়ে ভালো জ্ঞানের অধিকারী হতে হবে। তাঁকে ইতিহাস, ভূগোল, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক আইন, বাণিজ্য ও শিল্প সম্পর্কে জানতে হবে। শুধু তাই নয়, আধুনিক সংবাদপত্রে আরও বহু বিষয় স্থান পাচ্ছে, সেসব বিষয়েও তাঁকে জানতে হবে। তা ছাড়া কোন সংবাদ কোথায় পাওয়া যাবে তা-ও তাঁকে অবশ্যই জানতে হবে। সংবাদপত্রের জন্যে একটা সুসজ্জিত গ্রন্থাগার থাকা প্রয়োজন। অথচ ভারতের অনেক বিশিষ্ট সংবাদপত্রেরও সুসজ্জিত লাইব্রেরি নেই।

নামের ক্ষেত্রে প্রায়ই বানান বিভ্রাট লক্ষ্য করা যায়। জওয়াহেরলাল নেহেরুর নাম লেখা হয় জহরলাল নেহেরু। এটা হওয়া উচিত নয়।

সংবাদপত্রে ছোটবড় সব ব্যাপারেই যাথার্থ্য রক্ষা করা প্রয়োজন। এ জন্যে প্রত্যেক প্রতিবেদকের উচিত সব নাম বড় অক্ষরে লেখা। কিছু সংবাদ-প্রতিবেদক আবার গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিবর্গের সঠিক নামের একটা তালিকা রাখেন। এটা থাকলে কোনো রকম বিতর্ক বা সন্দেহ দেখা দিলে অবর-সম্পাদক এ তালিকা থেকে নামের শুদ্ধতা যাচাই করে নিতে পারেন। অপরাধ-কাহিনীতে (crime-story-তে) নামের বানান ভুল লেখা এবং তার যথাযথ পূর্ণাঙ্গ পরিচিতি না দেওয়ার জন্যে সংশ্লিষ্ট কাগজের বিরুদ্ধে মানহানির মামলা হতে পারে। তাছাড়া সৎ ও নির্দোষ ব্যক্তিগণ নাম ভুল করে ছাপার দরুন নিজের নাম মনে করেও ক্ষতিপূরণের মামলাও করতে পারেন।

তারিখ ও সংখ্যাগুলো সতর্কতার সঙ্গে পরীক্ষা করা হয় এবং সন্দেহ দেখা দিলে অবর-সম্পাদক ঐ সংবাদের সূত্রের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করে তার সত্য-মিথ্যা যাচাই করে নেন। সতর্ক ও দক্ষ প্রতিবেদকগণ তারিখ ও সংখ্যা কথায় লেখেন এবং কম্পোজিটররা যাতে ঐসব জায়গায় সংখ্যা বসাতে পারে সেজন্যে সঙ্কেত হিসেবে অবর-সম্পাদকগণ ঐ শব্দগুলো 'বলয় (ring)' দিয়ে চিহ্নিত করে দেন।

তিনি 'পরিশীলিত লেখা (fine writing)' নিরুৎসাহিত করেন। কারণ, সংবাদপত্রের লেখা যাঁদের উদ্দেশ্যে রচিত তাঁরা সাধারণত অফিস, দোকান, স্কুল ও কলেজগামী ব্যক্তি

www.pathagar.com

যাঁদের হাতে সময় খুব কম। পাঠকদের কোনো সংবাদ ভালো করে বুঝবার জন্যে অভিধান দেখার মতো ধৈর্য্য বা সময় থাকে না। অবর-সম্পাদক সকল শক্ত পরিভাষা বদলে, ব্যাকরণ ও রচনারীতির ভুল শুধরে ভাষা সংবাদপত্রের উপযোগী করেন।

সংবাদ-কাহিনীর জন্যে প্রয়োজনীয় না হলে অবর-সম্পাদক বিকৃত ভাষা আরোপ করেন না। তাছাড়া শক্ত শব্দ প্রয়োগও তাঁর বিবেচনায় অন্ধসংস্কার। অতিরিক্ত বিশেষণ প্রয়োগও তাঁর নজর এড়াতে পারে না।

যতিপ্রয়োগের দিক থেকে কপি যথাযথ হতে হবে। সংবাদপত্রের মুদ্রণ-কৌশলের (typographical style-এর) বিষয়ও কপি তৈরির সময় লক্ষ্য রাখতে হবে। যতি-প্রয়োগ ও মুদ্রণ-কৌশলসংক্রান্ত নিয়মাবলী বিভিন্ন সংবাদপত্রে বিভিন্ন রকম হতে পারে। কিন্তু এমন কতকগুলো নিয়ম এ ক্ষেত্রে প্রচলিত যা সর্বসম্মত। বিরতি প্রদর্শন আজকাল, বিশেষ করে সংবাদপত্রের ক্ষেত্রে অনাবশ্যক বিবেচিত হচ্ছে।

কমাকে সেমিকোলন, সংযোগমূলক অব্যয় বা পূর্ণচ্ছেদের বিকল্প হিসেবেও ব্যবহারের অনুমতি দেওয়া হচ্ছে না। কোনো কিছু উদ্ধৃত করা হলে তার শুরু ও শেষ উদ্ধৃতি চিহ্ন দিয়েই করতে হবে। কোনো উদ্ধৃতির ভেতরে উদ্ধৃতি থাকলে সেখানে একক উদ্ধৃতি চিহ্ন দিতে হবে। শিরোনামের বেলায় একক উদ্ধৃতি চিহ্নও দেওয়া যায়। Great-grandfather ও great-grandfather, every one ও everyone এবং any one ও anyone-এর মতো ইংরেজি শব্দের মধ্যে পার্থক্য অবর-সম্পাদক সতর্কতার সঙ্গে লক্ষ্য করে ঠিক করে দেন।

আজকাল যতোদূর সম্ভব বড় অক্ষর কম লেখার প্রবণতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। বড় অক্ষর উঁচু বেশি, দেখতেও একই রকমের, জায়গা বেশি খেয়ে ফেলে। অক্ষরের 'নীচু-মুদ্রণ-শৈলী (lower-case style)', 'উঁচু-মুদ্রণ (upper case)' শৈলীর চাইতে সহজ ও সুখপাঠ্য। কোনো বিশেষ সংবাদ-পত্র যদি নীচু মুদ্রণ শৈলী অনুসরণ করে তাহলে সেক্ষেত্রে বড় অক্ষরের ব্যবহার তেমন থাকেই না। উঁচু-মুদ্রণ-শৈলীর ক্ষেত্রে এর ঠিক বিপরীত ঘটে। Ganges River' এবং 'Ganges river'-এ দুই মুদ্রণরীতিই সিদ্ধ। তবে প্রথমটি ছাপা হয়েছে 'উঁচু' এবং দ্বিতীয়টি ছাপা হয়েছে 'নীচু-মুদ্রণ-শৈলী' অনুসারে। অবর-সম্পাদক জানেন তাঁর সংবাদপত্রে কোন্ রীতি অনুসরণ করা হয় এবং সেভাবেই তিনি মুদ্রণ-কৌশলে ঐক্য আনার জন্যে কপিতেও সংশোধন করেন।

সংবাদপত্রের স্তম্ভগুলো অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ। এ জন্যে খবরের কাগজের টাইপ বই বা সাময়িক পত্রিকায় ব্যবহৃত টাইপের চাইতেও ছোট। অন্যদিকে, পাঠকরাও ব্যস্ত-সমস্তভাবে যতো তাড়াতাড়ি সম্ভব কাগজ পড়ে নিতে চান। তাই সংবাদ-পাঠকের নিকট যাতে বোধগম্য হয়ে ওঠে সেজন্যে বাক্যগুলো সহজ ও সংক্ষিপ্ত হওয়া উচিত যাতে চোখ বুলিয়ে নিলেই মোটামুটি বোঝা যায়। অনুচ্ছেদগুলোও একই কারণে ছোট হওয়া উচিত। এতে এ সংবাদ-পাঠকের চোখে তা পীড়াদায়ক হতে পারে না।

অবর-সম্পাদকের কুশলী হাতের ছোঁয়ায় মুহূর্তে বড় বড় বাক্যগুলো ছোট ছোট বাক্যের রূপ নেয়। সমগ্র পৃষ্ঠা অসংখ্য অক্ষরের জমাট -বাঁধা চেহারা তাঁর অনুচ্ছেদ চিহ্ন দেওয়ার পর

www.pathagar.com

ফাঁক হয়ে সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হয়ে যায়। সংবাদ-শীর্ষ আরও উন্নত, বাক্য ও অনুচ্ছেদগুলো আরও সুনির্মিত ও সুচিহ্নিত হয়ে ওঠে। শব্দ ও বাক্যাংশগুলো আরও মার্জিত এবং কাহিনী আরও সুখপাঠ্য হয়। কুশলী অবর-সম্পাদক প্রতিটি কাহিনী এভাবে রূপান্তরিত করেন। পরে যে সংবাদপত্র বেরিয়ে আসে তাতে সুফল সুস্পষ্টভাবে প্রতিভাত হয়ে উঠে এবং পাঠকের নিকট সংবাদপত্রটি আরও সমাদর লাভ করে।

আইন ও অবর-সম্পাদক

ভারতীয় ছাপাখানা আইন, মানহানি আইন, আদালত অবমাননা আইন, লিপিস্বত্ব (copyright) আইন ও ১৯৫১ সালের সংবাদপত্র আইন (অধ্যায় ১৪ দ্রষ্টব্য) সম্পর্কে অবর-সম্পাদকের জ্ঞান থাকা উচিত।

কোনো বিবৃতি বা বিবরণ কোনো ব্যক্তির সুনাম ক্ষতিগ্রস্ত করবে কিংবা স্বাভাবিক ও সঙ্গত বিচার-কার্যে বিঘ্ন সৃষ্টি করবে মনে করলে অবর-সম্পাদক সতর্কতার সঙ্গে ঐসব বিবৃতি বা বিবরণ খবর থেকে ছাঁটাই করে দেবেন। জনস্বার্থে কোনো নগ্ন সত্য প্রকাশ করার প্রয়োজন থাকলে মুখ্য অবর-সম্পাদক এ সম্বন্ধে সম্পাদকের সঙ্গে আলাপ করে ব্যবস্থা নেবেন। সম্পাদক অসৎ তৎপরতা ফাঁস করে দিয়ে সম্মান ও গৌরব অর্জন করতে চান এবং আইনের দৃষ্টান্ত উল্লেখ করে তিনি আত্মপক্ষ সমর্থন করেন।

বিচারকার্যে একবার হস্তক্ষেপ করার পর বা একজন বিচারকের সততার বিষয়ে প্রশ্ন তুলে কোনো পত্রিকার পক্ষে আদালত অবমাননার হাত থেকে রেহাই পাওয়া খুবই কঠিন ব্যাপার। তবে নিঃশর্ত ও খোলাখুলিভাবে ক্ষমা প্রার্থনা করে এ থেকে মুক্তি পাওয়ার একটা পথ পাওয়া যেতে পারে। তবে বিচারক ক্ষমা প্রার্থনাতেও সন্তুষ্ট না-ও হতে পারেন। কোনো পত্রিকা যদি প্রায়ই এ ধরনের অপরাধ করে, তবে ক্ষমা প্রার্থনা করলেও মার্জনা পায় না বরং দ্রুত দোষী সাব্যস্ত হয়। তবে যথাশীঘ্র সম্ভব আন্তরিকতা সহকারে ক্ষমা প্রার্থনা করলে আদালতের হাত থেকে অব্যাহতি পাওয়া যায় এবং বিচারকের রায় কঠোর না হয়ে অনেকটা নমনীয় হতে পারে।

সাহিত্য, নাটক, সঙ্গীত বা শিল্পকলা — যে বিষয়েই হোক না কেন উল্লিখিত বিষয়সমূহ সম্পর্কে মূল লেখার লিপিস্বত্বের অস্তিত্ব সম্পর্কে অবর-সম্পাদক সজাগ। তিনি আরও জানেন যে, কিছু ধ্যান-ধারণা বা বিষয়কে উল্লেখ করার পদ্ধতিতে বা আকারের মধ্যেই মৌলিকতা নিহিত থাকে, যে ধ্যান-ধারণা সার্বজনীন তাতে কোনো মৌলিকতা থাকে না এবং সেটা সকলেরই সম্পত্তিবিশেষ। সমালোচনা, পর্যালোচনা ও সংবাদপত্রে সংক্ষিপ্তাকারে প্রকাশের জন্য যে-কেউ নির্ভয়ে কোনো মৌলিক রচনা থেকে উদ্ধৃতি নিতে পারেন। যে চিত্র বা আলোকচিত্র সর্বসাধারণের জন্যে রাখা হয় সেসব চিত্র সংবাদপত্রে ছাপা যেতে পারে। একইভাবে ব্যক্তিবিশেষের বক্তৃতাও পত্রিকায় অবাধে ছাপা চলে, কারণ বক্তৃতার কোনো লিপিস্বত্ব নেই।

www.pathagar.com

পুনর্লেখক হিসেবে অবর-সম্পাদক

ভারতীয় সংবাদপত্রে 'পুনর্লেখক (rewrite man)' বলে আলাদা কোনো কর্মী নেই। তবে অবর-সম্পাদক পুনর্লেখকের কাজ করে থাকেন। মফস্বল সংবাদদাতাগণ কার্যত শিক্ষিত নন। কাজেই তাঁরা যে প্রতিবেদন পাঠিয়ে থাকেন অবর-সম্পাদক সেগুলোর অধিকাংশই নূতন করে লেখেন। অন্যান্য পত্রিকায় যেসব কাহিনী প্রকাশিত হয় এবং তাঁর নিজের পত্রিকায় যেসব সংবাদ ছাপতে বাদ পড়ে যায় সেসব কাহিনী সময়োপযোগী করে নূতনভাবে লেখেন। এটা করার সময় তিনি ঐ কাহিনীর সর্বশেষ পরিস্থিতি কিছু থেকে থাকলে তা যোগ করে দেন। তিনি টেলিফোনযোগে অথবা নিজস্ব সংবাদ-প্রতিবেদকের মাধ্যমে এতদসংক্রান্ত খবর সংগ্রহ করে নেন।

যদি সর্বশেষ পরিস্থিতি সম্পর্কে কিছু না জানা যায় তা হলে, সেক্ষেত্রে প্রথম কাহিনীর অঙ্গীভূত কতকগুলো বিশেষ বিষয়কে নূতন করে লেখা কাহিনীতে বিশেষভাবে তুলে ধরেন। পুনর্লিখিত কাহিনীটির সংবাদশীর্ষে তিনি যে-বিষয়টিকে যে-দৃষ্টিভঙ্গীতে তুলে ধরেন তা হয়তো এর আগে অন্যান্য পত্রিকায় প্রকাশিত ঐ একই সংবাদে উপেক্ষিত থেকে গেছে। তাছাড়া, এমনও হয়ে থাকে যে, নূতন করে লেখা কাহিনীর সংবাদ-শীর্ষ তৈরি হয় সংবাদের ঘটনাবলীর সম্ভাব্য পরিণতি কি হতে পারে তাই নিয়ে। ধরা যাক, মূল সংবাদটি ছিলো কোনো বিশিষ্ট ব্যক্তির পদত্যাগ সম্পর্কে। সেখানে অবর-সম্পাদক ঐ ব্যক্তির স্থলাভিষিক্ত কে হতে পারেন তাঁর নামের পূর্বাভাস দিতে পারেন। তবে যার প্রতিবাদ আসার সম্ভাবনা রয়েছে — এমন পূর্বাভাস করা থেকে সব সময়েই বিরত থাকেন।

অন্যান্য পত্রিকা থেকে যেসব সংবাদ-কাহিনী ছাপার জন্যে সংগ্রহ করা হয় অবর-সম্পাদক সেগুলো ভালোভাবে পরীক্ষা করে নেওয়ার পর যত্নসহকারে নূতন কাহিনী গড়ে তোলেন। তিনি সংবাদ-শীর্ষই শুধু বদলে দেন না, তিনি সেটাকে নূতন আঙ্গিকে লেখেন ; কাহিনীর আকার আগাগোড়া বদলে একটা মৌলিক পরিবর্তন আনেন। তিনি প্রতিটি অনুচ্ছেদ ও বাক্য নূতনভাবে লিখে ঐ কাহিনীর একটা স্বতন্ত্র ও আকর্ষণীয় চেহারা দেন। যদি কাহিনীটি খুব বড় হয় তা হলে তিনি সেটার আকার কমিয়ে এক তৃতীয়াংশ করে দিতে পারেন। আর কাহিনীর আকার ছোট হলে সেটা সম্প্রসারণের ব্যবস্থা করেন। পুনর্লিখনের মাধ্যমে মূল কাহিনী নিশ্চিতভাবেই উন্নত হয়। কারণ, এই কাহিনীটির গঠন-শৈলী আরও উন্নত হয়। কাহিনীটি নূতন রূপ নেয় এবং একই সঙ্গে আরও বেশি তথ্যসমৃদ্ধ হয়ে উঠে।

অবর-সম্পাদকের ভাষার ওপর দখল ও সংবাদ-মূল্য সম্পর্কে বিশেষ জ্ঞান থাকার দরুন তিনি একজন চমৎকার ও দক্ষ পুনর্লেখকের ভূমিকা পালন করেন। তিনি তাঁর লেখনীর যাদুস্পর্শে জরাজীর্ণ কাহিনীতে যৌবনের আকর্ষণীয় বর্ণোজ্জ্বল মহিমা দিতে পারেন, নীরস কাহিনীতে সজীবতা আরোপ করতে পারেন।

www.pathagar.com

বার্তা-প্রতিষ্ঠানসমূহে অবর-সম্পাদনা

ভারতের সংবাদপত্র এবং বার্তা-সরবরাহ প্রতিষ্ঠানসমূহে অবর-সম্পাদনার কাজে খুব একটা পার্থক্য নেই। ভারতের বার্তা-প্রতিষ্ঠানসমূহ তাদের সংবাদের শিরোনাম দেন না। বিদেশী সূত্রের সঙ্গে সংবাদ-বিনিময়ের ব্যবস্থা ছাড়াও সংবাদ সংগ্রহের জন্যে প্রতিষ্ঠানগুলোর সংবাদদাতারা বিভিন্ন স্থানে নিয়োজিত রয়েছেন। প্রেস ট্রাস্ট অব ইন্ডিয়া ও ইউনাইটেড প্রেস অব ইন্ডিয়া'র মতো বার্তা-সরবরাহ প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন কেন্দ্রে গ্রন্থনা-পীঠ (editorial desk)' রয়েছে। গ্রন্থনা-পীঠে কর্মরত অবর-সম্পাদক টেলিপ্রিন্টারযোগে সংবাদ পাঠিয়ে দেওয়ার আগে সংশ্লিষ্ট সংবাদ-কাহিনীটি বিশেষ সতর্কতার সঙ্গে গ্রন্থনা করে দেন।

বোম্বাইয়ের নিকট এক বিমান দুর্ঘটনায় ১৩ ব্যক্তির প্রাণহানি ঘটে। এখন এই সংবাদটি বোম্বাইয়ের বার্তা-প্রতিষ্ঠান সারাদেশের জনগণকে সামগ্রিকভাবে বিচার করে যেভাবে পরিবেশন করবেন তা উপমহাদেশের সব কাগজে একইভাবে প্রকাশিত হতে পারে না । সংবাদ-কাহিনীটির সংবাদ-শীর্ষ ও অবয়ব সারা দেশের বিভিন্ন পাঠকগোষ্ঠীর নিকট সমানভাবে আকর্ষণীয় হয় না। কাহিনীটি যখন বোম্বাইয়ে বার্তা-সরবরাহ প্রতিষ্ঠানের অফিস থেকে দিল্লী শাখায় পৌঁছায়, কর্তব্যরত অবর-সম্পাদক সেই কাহিনীর সংবাদ-শীর্ষ রদবদল করে দিয়ে তাতে উল্লিখিত দুর্ঘটনায় নিহতদের অন্যতম দিল্লীর জনৈক কোটিপতির নাম বিশেষভাবে ফলাও করে লেখেন এবং সেই অনুসারে কাহিনীও ঢেলে সাজিয়ে দেন। সংবাদ-কাহিনীর সঙ্গে স্থানীয় বিষয়ের সংযোজন সংবাদকে হাজার হাজার পাঠকের নিকট আরও তাৎপর্যপূর্ণ ও কৌতূহলোদ্দীপক করে তোলে।

এতদসংক্রান্ত আরও একটি দৃষ্টান্তের অবতারণা করা যেতে পারে। সংবাদটি এ রকম ঃ লণ্ডন, ৩১শে ডিসেম্বর — স্যার জর্জ ব্রেকেনহেড পরলোকগমন করেছেন। এখন স্যার জর্জ ব্রেকেনহেড নামের ব্যক্তি সম্পর্কে এখানে কারই-বা আগ্রহ থাকতে পারে? তাছাড়া, প্রশ্নও দাঁড়ায়, এই ব্যক্তি কোন্ সে মহাজন, কি তার পরিচয়? অবর-সম্পাদক যদি এ ক্ষেত্রে খুঁজে পেতে বের করতে পারেন ইনি ভারতের অমুক প্রদেশের গভর্নর ছিলেন এবং ১৯১৭ সালের প্রবল বন্যা ও ভূমিকম্পের সময় তিনি সেবা ও ত্রাণমূলক কাজে বিশেষ অবদান রেখেছিলেন তবেই এ সংবাদ পরিবেশনের যোগ্যতা লাভ করবে, আর তা না হলে সংবাদটি নষ্ট করে দেওয়া হবে। উল্লিখিত বিবেচনায় সংবাদটি ছাপার উপযোগী বিবেচিত হলে অবর-সম্পাদকের আরও কিছু কাজ বেড়ে যাবে। তিনি এবার তথ্যমূলক বই বা নথিপত্র ঘেঁটে জর্জ ব্রেকেনহেডের অতীত জীবন সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করবেন এবং সংবাদ-শীর্ষে তাঁর মৃত্যুর খবর দেওয়ার পরেই একটা অনুচ্ছেদ জুড়ে দিয়ে তাতে তাঁর সংক্ষিপ্ত-জীবনী বিবৃত করবেন। এখন সংবাদটি ভারতীয় সংবাদ-পাঠকের নিকট বিশেষ গুরুত্ব লাভ করতে সক্ষম হবে ; স্যার

www.pathagar.com

ব্রেকেনহেডের সাদামাটা মৃত্যুর খবর তাঁর অতীত স্মৃতি নিয়ে প্রাণবন্ত হয়ে উঠবে পাঠকের নিকট।

বার্তা–সরবরাহ প্রতিষ্ঠানের অবর–সম্পাদক প্রতিটি সংবাদ-খণ্ডই বিশেষ সতর্কতার সঙ্গে পরীক্ষা করেন এবং কোনো সংবাদের সঙ্গে তাঁর কর্মস্থলের কারুর বা কোনো বিষয়ের সম্পর্ক থাকলে ঐ সংবাদের সঙ্গে তা পরিবেশন করার কথা তিনি ভুলে যান না। তাছাড়া দূরদেশের কোনো অপরিচিত স্থানের খবর পরিবেশনের বিষয়েও অবর–সম্পাদক সজাগ থাকেন। তেমন খবর পাঠকের বোঝার সুবিধে করে দেওয়ার জন্যে তিনি ঐ খবরের একটা ব্যাখ্যামূলক টীকাও সংযোগ করে দেন। সংবাদের কোনো রকম ত্রুটি যদি লিপি–পাঠকের (copyreader-এর) সতর্ক চোখ এড়িয়ে যায়, অবর–সম্পাদক সেসব ত্রুটি খুঁজে বের করে যথাযোগ্য ব্যবস্থা গ্রহণ করেন।

সাময়িকীর অবর–সম্পাদনা

বাণিজ্যিক, রাজনৈতিক, টেকনিক্যাল বা জনপ্রিয় ধরনের যে সাময়িকীই হোক না কেন, প্রতিষ্ঠান বা সাময়িকীটি তেমন অবস্থাসম্পন্ন না হলে সম্পাদকের নিজেকেই অথবা বড় প্রতিষ্ঠান হলে সম্পাদকের একজন সহকারিকে প্রতিটি নিবন্ধের অবর–সম্পাদনা সতর্কতার সঙ্গে সম্পন্ন করতে হবে এবং ঐ সাময়িকীর পরিকল্পনাও ভালো হতে হবে।

পাঠকের অবগতি ও মনোরঞ্জন সাময়িক পত্রিকাগুলোর লক্ষ্য। সাময়িকীগুলোতে প্রকাশিত বিভিন্ন বিষয় অত্যন্ত সজীব এবং পাঠকের আকর্ষণ বেশ কিছুকাল ধরে রাখতে সক্ষম ; ফলে তা দেশের প্রতিটি প্রান্তে পৌঁছে যাওয়ার মতো মূল্য রাখে। সাময়িক পত্রিকার বিভিন্ন শ্রেণীর ব্যাপক পাঠক রয়েছে। এ জন্যে সাময়িক পত্রিকায় সংবাদপত্রের চাইতেও লেখার সুযোগও অনেক বেশি। সংবাদপত্র একটা ক্ষুদ্রতর গোষ্ঠীর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে এবং এর বিষয়বস্তুও খুবই সাময়িক গুরুত্বের অধিকারী। সংবাদপত্রেরও সাময়িকী বিভাগ রয়েছে। এ জন্যে সাময়িকীগুলোকে বেতার ও অন্যান্য প্রচার ও প্রমোদ মাধ্যমসমূহের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে হয়। এ কারণে অস্তিত্ব বজায় রাখার তাগিদে সাময়িক পত্রিকার বহিরাঙ্গ–সজ্জা আরও আকর্ষণীয় এবং বিষয়বস্তুর সমাবেশ ও বৈচিত্র্য রবিবাসরীয় সংবাদপত্রের চেয়ে আরও চিত্তাকর্ষক, আরও নিখুঁত হতে হবে।

পাঠক তাঁর কর্মব্যস্ততার একান্ত অবকাশে সাময়িকী পড়ে আনন্দ পেয়ে থাকেন। সাময়িক পত্রিকার লেখা এবং ছাপার প্রস্তুতিও চলে ধীরেসুস্থে। সাময়িক পত্রিকার অবর–সম্পাদক তাঁর সাময়িকীর পরবর্তী সংখ্যার নকশা কয়েক সপ্তাহ আগেই তৈরি করে রাখেন। তাঁকে সময়ঘাতের (deadline-এর) জন্যে চিন্তিত হতে হয় না। তিনি পাঠককে কি উপহার দিচ্ছেন এবং পাঠকগণই বা কি চান তা তিনি জানেন।

সাময়িক পত্রিকার ওপরের পাতার বর্ণাঢ্য আকর্ষণ পাঠকের চোখ এড়ায় না। ভিতরের পাতাগুলোও কম মুগ্ধকর নয়। বিষয়সূচিতে থাকে পাঠকমনের রুচিসম্মত অথচ বিপুল

www.pathagar.com

খোরাকের আয়োজন। সাময়িকীর প্রত্যেক বিষয় যত্নের সঙ্গে নিখুঁতভাবে সজ্জিত করা হয়। শিরোনামগুলোও আকর্ষণীয় এবং কৌতূহলোদ্দীপক। পাঠক-মনে অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করার জন্যে একজন শিল্পী শিরোনামগুলো সুন্দর করে অঙ্কন করে দেন। শিরোনামগুলো পাতার ওপরে এবং উপ-শিরোনামগুলো (sub-heads) যথাযথভাবে সাময়িকীর পাতায় সাজিয়ে দেওয়া হয়।

সাময়িক পত্রিকা গ্রাফ, চার্ট, ব্যঙ্গচিত্র ও আলোকচিত্র দিয়ে সজ্জিত করা হয় এবং এসব উপাদানের আশেপাশে সুন্দর করে সংশ্লিষ্ট লেখাও ছাপিয়ে দেওয়া হয়। সাময়িকী নিবন্ধ, গল্প বা অন্যান্য বিষয় শুরু হয়ে একটানা ছাপা হয় ; এদের কোনো অংশ বিছিন্ন করে শেষের পাতাগুলোতে ছাপানো হয় না। এতে কোনো একটা বিষয় পাঠকের একটানা পড়ে নেওয়ার সুবিধা হয়। নিবন্ধ বা কাহিনীগুলো কাগজে বরাদ্দ জায়গা অনুযায়ী কাটছাঁট করে দেওয়া হয়। সাময়িক পত্রের সম্পাদক বিষয়বস্তু বা উপস্থাপনার দিক থেকে আকর্ষণীয় সাময়িকী উপহার দিতে সক্ষম ; কারণ এ জন্যে তাঁর সময়-সামর্থ্য কোনো কিছুরই অভাব নেই।

সাময়িক পত্রিকায় ছাপানোর জন্যে কাহিনী-নিবন্ধ (feature) সাধারণত আগেভাগেই লিখে ফেলা হয়। তাই, প্রায়ই সাময়িকী-সম্পাদক বা অবর-সম্পাদককে বিশেষ নিবন্ধ বা চলতি ঘটনা-প্রবাহ বা সমস্যাবলী নিয়ে লেখা কাহিনী-নিবন্ধের শীর্ষ-অনুচ্ছেদগুলো চলতি ঘটনার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ করে দেওয়ার জন্যে নূতন করে লিখে দিতে হয়।

ভারতের খুব কম সংখ্যক সাময়িক পত্রিকাই বিষয়বস্তু নির্বাচন ও পত্রিকার অঙ্গসজ্জার বিষয়ে যত্নবান। যা কিছু গুটিকয়েক পত্রিকা এ ব্যাপারে সতর্ক সেগুলোই জনপ্রিয় ও সাফল্যের দাবিদার।

বেতারে অবর-সম্পাদনা

সংবাদপত্রের জন্যে যেমন পাঠক, বেতারের জন্যে তেমন শ্রোতা। রেডিওযোগে প্রচারিত বিষয়বস্তু শ্রবণেন্দ্রিয়যোগে শুনে থাকেন শ্রোতা। কাজেই রেডিওর আবেদন সংবাদপত্রের চাইতে ভিন্নতর। সংবাদপত্র খুব ব্যস্ততার মধ্যেও পড়া হয়, একান্ত অবসরে ধীরেসুস্থেও পড়া হয়। সংবাদপত্রের কোনো একটা কাহিনী যদি তাড়াতাড়িতে ভালো পড়া সম্ভব না হয়ে ওঠে, তবে পরে আবার তা ভালো করে মনোযোগ সহকারে পড়া যায়। পাঠকগণ এ জন্যে ইচ্ছেমতো সুবিধাজনক সময় বেছে নিতে পারেন। কিন্তু বেতারযোগে প্রচারিত সংবাদের ক্ষেত্রে তেমন সুবিধা নেই।

সংবাদপত্রের কয়েকটি স্তম্ভ জুড়ে যা লেখা হয় বেতারের কয়েকশ' সহজ ও সংক্ষিপ্ত শব্দে তা বলা যায়। একটা নির্দিষ্ট সময়ে অল্পকালের জন্যে বেতার-সম্প্রচার অনুষ্ঠিত হয়। কানে শুনতে ভালো লাগে এমন সব শব্দ বাছাই করে সংক্ষিপ্ত আকারে বেতার-সংবাদের ভাষ্য তৈরি করা হয়। তাছাড়া, শ্রোতারা পূর্ববর্তী সংবাদ-বুলেটিন প্রচারকালে সম্ভবত

www.pathagar.com

শোনেনি এ রকম গুরুত্বপূর্ণ সংবাদগুলো বাছাই করে সংক্ষিপ্ত আকারে পরবর্তী সংবাদ-বুলেটিনে প্রচার করা হয়। বেতারের অবর সম্পাদক সংবাদ-মূল্য বিচারে, সংবাদের গঠন ও আকৃতি নির্ণয়, অথবা কোনো সংবাদ পুনঃপ্রচার করা হবে-কি-হবে-না সে সম্পর্কে সংবাদপত্রের বার্তা-সম্পাদকের মতোই, এমনকি তাঁর চেয়েও ভালো জ্ঞান রাখেন। বেতারের অবর-সম্পাদক খবরের বাড়তি ও বর্জনীয় শব্দগুলোই নয় প্রয়োজনবোধে তথ্য ছাঁটাই করে শুধু খবরের নির্যাসটুকু রেখে দেন। তিনি সংবাদ-পরিবেশনে 'কথকতার ভাষা (spoken language)' কাজে লাগান এবং সংবাদ-বক্তা যাতে বিরতির যথাযথ সুযোগ ও উচ্চারণগত গুরুত্ব আরোপ করতে পারেন সেজন্যে দরকার মতো জায়গায় উপযুক্ত যতির ব্যবস্থা করেন।

আকাশবাণী (অল্ ইন্ডিয়া রেডিও) একটি সরকারি সংগঠন, এ কারণে বেতার অবর-সম্পাদকের অতিরিক্ত দায়িত্ব রয়েছে। কোনো সংবাদ সম্প্রচারের জন্যে পাঠানোর আগে তাঁকে দেখতে হয় ভারত-সরকারের সঙ্গে ঐ সংবাদের কোনো সম্পর্ক আছে কিনা কিংবা ঐ সংবাদে ভারত-সরকার কোনোভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবেন কিনা। আকাশবাণীর কেন্দ্রীয় সংবাদ-পীঠ (central desk) বা সংগ্রহকেন্দ্রে কমপক্ষে একজন উর্ধ্বতন সম্পাদক ও তাঁর সহকারি দুজন অবর-সম্পাদক ৪ ঘণ্টা কর্মরত থাকেন। পি. টি., আই., ইউ.এন. আই., রয়টার, বিভিন্ন সরকারি সূত্র, বিশেষ সংবাদদাতা এবং বেতারের মনিটরিং বিভাগ থেকে খবর এসে জমতে থাকে। কেন্দ্রীয় সংবাদ-সংগ্রহ কেন্দ্র (pool) সংবাদউপকরণ (news-material) বাছাই ও গ্রন্থনার দায়িত্ব পালন করে। ১৬টি সংবাদ পীঠে উল্লিখিত সংবাদ-উপকরণ বাছাই ও গ্রন্থনার জন্যে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। সংবাদ-গ্রন্থনা-পীঠে বিভিন্ন সংবাদ বাছাই করা হয় ভারতের অভ্যন্তরে ও বাইরে বিভিন্ন ভাষাভাষী অঞ্চলে প্রচারের উদ্দেশ্যে।

ভারতের অভ্যন্তরে প্রচারের জন্যে হিন্দি ও ইংরেজিতে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ-বুলেটিন আকাশবাণী থেকে পরিবেশিত হয় এবং এই সংবাদগুলো দিনে চারবার প্রচারিত হয়। এর মধ্যে দুটি বুলেটিন ১৫ মিনিটের-সংবাদ বুলেটিনে আকাশবাণী ২০০০ শব্দের সংবাদ প্রচার করতে পারে। এ দিক থেকে খবরের কাগজ অনেক বেশি ও বিস্তারিত খবর পরিবেশন করতে পারে। কারণ খবরের কাগজের প্রতিটি স্তম্ভেই থাকে আট শ'য়ের মতো শব্দ।

প্রতিটি সংবাদ বুলেটিনের আবার অবর-সম্পাদনার প্রয়োজন হয় — মোট শ্রোতার কিছু অংশ পূর্ববর্তী সংবাদ শুনেছেন এবং কিছু অংশ শুনেননি এ কথা মনে রেখে। অবর-সম্পাদককে এ কাজ এতো সুকৌশলে করতে হবে যে পূর্ববর্তী বুলেটিনের শ্রোতারা বর্তমান বুলেটিনে পুরোনো খবর শোনার বিরক্তি অনুভব না করেন এবং যাঁরা আগেকার বুলেটিন শুনেছেন তাঁদের নিকটও যেন মনে না হয় যে ওঁরা সত্যি সত্যিই আরও কিছু খবর থেকে বঞ্চিত হয়েছেন।

সকাল বেলার যে সংবাদ-বুলেটিন প্রচারিত হয়, অবর-সম্পাদকের নিকট তা সবচাইতে শ্রমসাধ্য ও গুরুত্বপূর্ণ। কারণ গতরাত ৯টা থেকে সকাল ৮টা পর্যন্ত — এই দীর্ঘ সময়ে সংবাদ-বুলেটিন প্রচার হয় না বলে এ সময়ের সব খবর সকালের সংবাদ-বুলেটিনে প্রচারের চেষ্টা করতে হয়। সংবাদপত্রে রাত তিন বা চারটের পর আর কোনো খবর ছাপার জন্যে

www.pathagar.com

ছাপাখানায় যেতে পারে না। বেতারের সকালের সংবাদে রাত ৩/৪টা থেকে সকাল ৮টা অবধি সময়ের খবর পরিবেশনেরও ব্যবস্থা করতে হয় এবং তা করতে হয় মাত্র দুই হাজার শব্দের গণ্ডীর মধ্যে ; কাজেই এ জন্যে অবর-সম্পাদককে নির্মম হাতে অথচ বিচক্ষণতার সঙ্গে খবর যথাসম্ভব ছেঁটে দিয়ে সংক্ষিপ্ত করতে হয়।

প্রতিবার প্রচারের জন্যে সর্বশেষ পরিস্থিতি-সংক্রান্ত খবরকে সংবাদ-শীর্ষ করে সংবাদ নূতন করে লেখা হয়। খবরের একটা নূতন চেহারা দেওয়ার জন্যে, বেতারে প্রচারের উপযোগী করার জন্যে এবং বিশেষ কোনো ভাষাভাষী বা ভৌগোলিক অঞ্চলের শ্রোতাদের চাহিদা মেটানোর জন্যেও সংবাদ নূতন করে সাজিয়ে লেখা হয়। সংবাদ পত্রের অবর-সম্পাদক খবরের গুরুত্বের ক্রমানুসারে খবর যথাযথভাবে ছাপেন। কিন্তু বেতারের ক্ষেত্রে সংবাদ-বিন্যাসে (news arrangement) বা সংবাদ-ক্রম (news order) অন্য রকমের। বেতারে প্রচারিত প্রথম সংবাদটি অবশ্যই শীর্ষ-সংবাদ, তবে এর পরের সংবাদটি সব সংবাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ দ্বিতীয় সংবাদ না-ও হতে পারে। এ ছাড়াও, অবর-সম্পাদক একই ধরনের সংবাদগুলো পর পর প্রচারের ব্যবস্থা করে প্রচারিত সংবাদ বুলেটিনের একটা শ্রেণীবিন্যাসও করতে পারেন। যেমন, মাদ্রাজে গোলযোগের সংবাদ পরিবেশনের পরপরই পৃথিবীর অন্যান্য অঞ্চলের একই ধরনের সংবাদ পরিবেশন করতে পারেন।

এবং সেটাও যদি সম্ভব না হয়, তবে ভৌগোলিক অবিচ্ছেদ্যতা বজায় রেখে সংবাদের সাবলীল গতি অক্ষুণ্ন রাখার জন্যে অন্যান্য দেশী সংবাদ প্রচারের ব্যবস্থা নিতে পারেন। সংবাদপত্রের সংবাদ-বৈচিত্র্যের মতো বেতার-সংবাদেরও বৈচিত্র্য-বৈশিষ্ট্য রয়েছে। এক ধরনের বা এক জাতীয় বা একই এলাকার সংবাদগুলো একত্রে সাজানো হয় এবং এভাবে এক-একটি সংবাদ-বুলেটিনে এ ধরনের তিন-চারগুচ্ছ সংবাদ থাকে।

সংবাদের যেসব অংশ বিভিন্ন সম্প্রদায় ও শ্রেণীর লোকদের মধ্যে ঘৃণা ও বিদ্বেষ সৃষ্টি বা সরকারের মর্যাদা ক্ষুণ্ন করতে পারে কিংবা দেশে বিরাজমান পরিস্থিতি সম্পর্কে প্রতিকূল ও ভুল ধারণার জন্ম দিতে পারে অবর-সম্পাদক সেগুলো ছাঁটাই করে দেন। কোনো সংশয় দেখা দিলে কেন্দ্রীয় সংবাদ-সংগ্রহ-সংস্থা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করে খবরের সত্যতা বা নির্ভরযোগ্যতা যাচাই করে নেন। সংবাদপত্র দেশ ও সম্প্রদায়ের স্বার্থরক্ষার বিষয়ে সচেতন ; কিন্তু বেতার এ সম্বন্ধে আরও বেশি মাত্রায় সচেতন।

শিরোনাম

সংবাদ-কাহিনীর নিখুঁত শিরোনাম সংবাদের সবচেয়ে সংক্ষিপ্ত রূপ এবং পুরো সংবাদ-কাহিনীর বিজ্ঞাপন ; এ কথা সর্বজন স্বীকৃত। উল্লিখিত বর্ণনামাফিক শিরোনাম রচিত হলে তা কাগজের প্রত্যেক পাঠকের আগ্রহ বৃদ্ধি করে।

বেশ কিছু সংখ্যক গুরুত্বপূর্ণ সংবাদপত্র সংবাদের সার-সংক্ষেপ শিরোনামের অন্তর্ভুক্ত করতে চেষ্টা করে। অবর-সম্পাদক জানেন, পাঠক খবরের কাগজে তড়িঘড়ি চোখ বুলিয়ে

www.pathagar.com

নিতে চান। তাই তিনি পাঠকের চাহিদা রক্ষা করতে তৎপর থাকেন। অবশ্য এ ক্ষেত্রে তিনি ব্যর্থ হলেও সেটা অসাধারণ কিছু নয়।

তাঁর এ ব্যর্থতার কারণ, তিনি নিজেই ব্যস্ততার মধ্যে কাজ করেন এবং তাঁকে সময়ের সাথে পাল্লা দিয়ে চলতে হয়। তাছাড়া কাগজের যেটুকু জায়গা তাঁকে ছেড়ে দেওয়া হয় তাও সীমিত। এই পরিস্থিতি আরও জটিল হচ্ছে। বহু-স্তর-শিরোনামের (multiple-deck headline-এর) প্রচলন উঠে গিয়ে তার জায়গায় সর্বত্র ছোট ও চাপা (stubby) শিরোনাম চালু হচ্ছে। তিন বা চার স্তরবিশিষ্ট শিরোনাম সংবাদের পূর্ণ সার-সংক্ষেপ দিতে সক্ষম, কিন্তু তাতে কাগজের মূল্যবান জায়গা নষ্ট হয়। বরং সে জায়গাতে আরও বেশি সংবাদ ছাপা বা বিজ্ঞাপন প্রকাশ করে কাগজের জন্যে আরও কিছু আয়ের ব্যবস্থা করা যায়। এ ছাড়াও, দীর্ঘ-সংবাদ শিরোনাম সংবাদ-পীঠ এবং কম্পোজ-কক্ষের কাজ ও সেই সঙ্গে খরচও বাড়িয়ে দেয়।

রাজধানী থেকে প্রকাশিত কয়েকটি শীর্ষস্থানীয় সংবাদপত্র পর্যালোচনা করে দেখলে দেখা যায় এসব পত্রিকার প্রথম পাতায় শীর্ষ-সংবাদের শিরোনাম দুই অথবা তারও বেশি স্তম্ভ জুড়ে তিন-স্তরের হয়ে থাকে এবং অন্যান্য সংবাদ-কাহিনীর শিরোনাম দুই বা কেবল শুধু এক স্তম্ভ জুড়ে দুই বা এক-স্তরবিশিষ্ট হয়ে থাকে। অবশ্য কখনো কখনো এই নিয়মের ব্যতিক্রম লক্ষ্য করা যায়। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস' পত্রিকা বিশেষভাবে শিরোনাম দেওয়ার বিষয়ে নূতন ভাবধারার সংযোজন করেছে। এই পত্রিকাটি দুই বা তারও বেশি স্তম্ভ জুড়ে তিন-স্বরবিশিষ্ট শিরোনাম দিয়ে শীর্ষ-সংবাদ প্রকাশ করে এবং অন্যান্য সকল সংবাদ-কাহিনীতে এক-স্তরবিশিষ্ট বিভিন্ন গঠন ও আকৃতির শিরোনাম থাকে।

শিরোনাম তার আকৃতি, গঠন, অক্ষর-বিন্যাস-কৌশল এবং উপস্থাপনার গুণে খবরের কাগজের বাহ্যিক আকর্ষণ আরও বাড়িয়ে তোলে, কালো সীসার অক্ষরের একঘেয়েমির মাঝে আনন্দদায়ক বৈচিত্র্য আনতে সহায়তা করে। সম্ভাব্য পাঠক যিনি হয়তো ছুটে রাস্তা পার হয়ে তাঁর নির্দিষ্ট বাস ধরবেন, অন্য কিছুর দিকে তেমন তাকাবার অবকাশ নেই, আকর্ষণীয় শিরোনামই তাঁর দৃষ্টিকে আটকে দেবে খবরের কাগজের পাতায় ; খবরের কাগজ তাঁকে কিনতে হবে।

শিরোনাম খবরের কাগজের নিজের বিজ্ঞাপন। কি-কি পণ্য-সম্ভার-সংবাদ-কাহিনী ও অন্যান্য বিষয় সংবাদপত্রের কলেবরে ছাপার অক্ষরে পাঠককে উপহার দেওয়া হবে — শিরোনাম তারই পরিচিতি।

ভারতীয় সংবাদপত্রসমূহে সাধারণত এক থেকে তিন বা চার স্তরবিশিষ্ট (লাইন) বিশিষ্ট বিভিন্ন আকারের শিরোনাম দেওয়া হয়। এসব শিরোনামে লাইনগুলোকে ড্যাশ (—) চিহ্ন দিয়ে বিভিন্ন অংশে ভাগ করে কয়েক লাইনে লেখা হয়। সংবাদপত্রের বিভিন্ন ধরনের শিরোনামের বিভিন্ন পরিচিতি রয়েছে, যেমন উল্টো পিরামিড (inverted pyramid) শিরোনাম, ক্রস-লাইন (crossline) শিরোনাম, দক্ষিণ-বাম স্পর্শক (flush right and left), বাম-স্পর্শক (flush left), এবং কটিরেখ (waistline) শিরোনাম।

www.pathagar.com

উল্টো পিরামিড (inverted pyramid) শিরোনাম দুই, তিন কিংবা চার লাইনবিশিষ্ট হয়ে থাকে। প্রথম লাইনটি একদিকের স্তম্ভরেখা থেকে বিপরীত দিকের স্তম্ভরেখা (column rule) পর্যন্ত প্রসারিত হয়। পরবর্তী লাইনগুলো ক্ষুদ্রতর হতে থাকে এবং সেগুলো মধ্যস্থলে বসানো হয়।

ক্রস লাইন (cross-line) শিরোনামে একটি মাত্র লাইন থেকে এবং এটি হয় একদিকের স্তম্ভরেখা থেকে বিপরীত দিকে স্তম্ভরেখা পর্যন্ত বিস্তৃত নতুবা ডান ও বাম দিকে সমান ফাঁকবিশিষ্ট কেন্দ্রীকৃত (indented) একটি মাত্র লাইন থাকে।

দক্ষিণ-বাম স্পর্শক (flush right and left) শিরোনামে দুই থেকে তিনটি লাইন দুই দিকের স্তম্ভরেখার মধ্যবর্তী পুরো এলাকা জুড়ে থাকে।

বাম-স্পর্শক (flush left) শিরোনাম দুই বা তিন লাইনের হয়ে থাকে। তবে সাধারণভাবে এই শিরোনামটি তিন স্তরবিশিষ্ট। প্রতিটি লাইন আবার বামদিকের স্তম্ভরেখা (column-rule) থেকে শুরু হয় এবং ঐ লাইনের জন্যে ডানদিকে যে জায়গা বরাদ্দ থাকে তার কোথায় গিয়ে লাইন শেষ হবে সে সম্পর্কে কোনো বিধিনিষেধ নেই। এই শিরোনামটি নূতন ধরনের, সহজ ও বিশেষভাবে জনপ্রিয়।

কটিরেখ (waist-line) শিরোনামে তিনটি লাইন থাকে। এর প্রথম ও তৃতীয় লাইনটি দুটি স্তম্ভরেখার মধ্যবর্তী পুরো এলাকা বা অনুরূপ স্থান জুড়ে অবস্থান করে এবং মধ্যের দ্বিতীয় লাইনটি ছোট ও মাঝামাঝি অবস্থানে থাকে। এই খেয়ালী শিরোনামটি 'দি স্টেটসম্যান' ও 'দি ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস' নামক পত্রিকাদ্বয়ের পাঠকগণের নিকট বিশেষভাবে পরিচিত।

অসামান্য গুরুত্বসম্পন্ন সংবাদ ছাপানোর জন্য ভারতীয় সংবাদপত্রসমূহে মাঝে মাঝে 'ফলাও শিরোনাম (banner headline)' ব্যবহার করা হয়ে থাকে। 'ফলাও' শিরোনাম বলতে খবরের কাগজের প্রথম পাতার শীর্ষদেশে সবকটি স্তম্ভ জুড়ে ছাপা মোটা হরফের ক্রসলাইনকে বোঝায়। এই শিরোনামটি 'শীর্ষ-সংবাদের' প্রথম স্তর হিসেবে ভূমিকা পালন করে। মোটা অক্ষরে ছাপা ফলাও শিরোনাম প্রাচীরপত্র বা পোস্টারের শিরোনাম হিসেবে কাজ করে এবং সংবাদপত্রের সরাসরি বিক্রয় বৃদ্ধিতে সহায়ক হয়। রোমাঞ্চ বিলাসী সংবাদপত্রগুলো পাঠকের দৃষ্টি সত্বর আকর্ষণের জন্যে এ ক্ষেত্রে ৭২ পয়েন্ট মাপের অক্ষর ব্যবহার করে থাকে।

ভারতীয় সংবাদপত্রের শীর্ষ-সংবাদের শিরোনাম তিন বা চারটি 'উল্টো পিরামিডে'র সমবায়ে গঠিত হয়। তবে অবর-সম্পাদক ভালো মনে করলে একটি 'উল্টো পিরামিড'-এর সঙ্গে একটি বা তারও বেশি 'দক্ষিণ-বাম স্পর্শক', 'কটিরেখ' শিরোনাম বা 'ক্রস-লাইন' মিলিয়ে শীর্ষ-সংবাদের শিরোনাম গড়ে তুলতে পারেন।

শীর্ষ-সংবাদের শিরোনাম সাধারণত দুই স্তম্ভ পরিমাণ প্রস্তুত হয়ে থাকে। শিরোনামের প্রথম 'উল্টো পিরামিড' স্তরের প্রথম লাইন প্রায়ই দুই স্তম্ভেরও বেশি জায়গা জুড়ে থাকে এবং দ্বিতীয় লাইনটি অন্যান্য স্তরের দখল-করা জায়গার কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত থাকে এবং তা

www.pathagar.com

না হলে এক স্তম্ভরেখা থেকে আরেক স্তম্ভরেখা পর্যন্ত পুরো স্থান জুড়ে থাকে। এ ক্ষেত্রে শিরোনামের আকৃতিতে কিছুটা বিকৃতি দেখা দেয়, কিন্তু তা অনিবার্য।

দুই স্তরবিশিষ্ট শিরোনামের জন্যে 'পিরামিড', 'ক্রসলাইন', 'দক্ষিণ-বাম স্পর্শক' এবং 'কটিরেখ'-এর সমবায়ে পিরামিড গড়ে তোলা হয়।

'বাম-স্পর্শক' একক ও আলাদাভাবে থাকে। এটি সব সময়েই একাকী। একক স্তর (single deck) শিরোনামের জন্যে বাম-স্পর্শকের ব্যবহার সবচাইতে জনপ্রিয়। এর পরে আসে অন্যান্য শিরোনাম, যেমন উল্টো পিরামিড, ক্রস-লাইন, দক্ষিণ-বাম স্পর্শক এবং আরও নানারকম শিরোনামের ব্যবহার। দেশের অধিকাংশ গুরুত্বপূর্ণ সংবাদপত্র ভালোভাবে পর্যালোচনা করে দেখলে শিরোনাম লেখার আরও কয়েকটি রীতি-পদ্ধতির সন্ধান পাওয়া যাবে। বক্ষ্যমান নিবন্ধে শিরোনামের আলোচনার সুবিধার জন্যে শুধু কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সংবাদপত্রের অনুসৃত শিরোনাম দেওয়ার সাধারণ পদ্ধতিসমূহের কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

অধিকাংশ বড় বার্তা-প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন পদ্ধতির মুদ্রণ-বিন্যাসের একটা তালিকা থাকে। এর ফলে অবর-সম্পাদকের বিশেষ কোনো একটি শিরোনাম-পদ্ধতি বেছে নেওয়া সহজ হয়, তাঁর সময়ও বাঁচে। তিনি শিরোনামটি লেখার পর তালিকায় দেওয়া বাছাই করা পদ্ধতিটির সংখ্যা বা নম্বর তার পাশে লিখে দেন। মুদ্রাকর এর পর বাকি আর সব কাজ করেন। কিছু সংখ্যক অবর-সম্পাদক আবার তালিকা থেকে নম্বর লিখে দেওয়ার পর আবার শিরোনামের আকার কি হবে এবং কত পয়েন্টের হবে তা-ও উল্লেখ করেন। তবে এটা সাধারণত দরকার হয় না। কারণ শিরোনামের তালিকাটি মুদ্রাকরের নখদর্পণে থাকে।

অবশ্য এ ধরনের তালিকা না থাকলে অবর-সম্পাদককে তাঁর মুদ্রণ নির্দেশাবলী অবশ্যই পরিষ্কারভাবে উল্লেখ করে শিরোনামের লিপিতে বলে দিতে হবে শিরোনাম কতো স্তম্ভ জুড়ে হবে, অক্ষর ও আকার এবং পয়েন্ট কি হবে। সংবাদের লিপির সম্পাদনা শেষ হওয়ার পর অবর-সম্পাদক (লিপি-পাঠক) শিরোনাম লিখবেন। অবর-সম্পাদক সাধারণত আলাদা কাগজে শিরোনাম লিখে থাকেন। তবে শিরোনামের অক্ষর ১২ বা ১৪ পয়েন্ট আকারের হলে সংবাদের মূল অবয়ব বা কাহিনী সাজাবার সময়ে শিরোনাম একই সঙ্গে সাজিয়ে নেওয়া যায় বলে আলাদা কাগজে লেখার দরকার হয় না। শিরোনাম তুলনামূলকভাবে বড় অক্ষরের হলে অন্য যন্ত্রের সাহায্য নেওয়া হয় অথবা হাতে শিরোনাম তৈরি করা হয়।

টাইপ বা সীসার অক্ষরসমূহের আয়তন নির্দিষ্ট। স্তম্ভের প্রস্থও নির্দিষ্ট। শিরোনাম নির্দিষ্ট স্থানে এবং নির্ধারিত আয়তনের জায়গাতে লিখতে হয়। যদি কোনো একটি লাইনে ২০টি বিশেষ ধরনের অক্ষর বা টাইপের স্থান সঙ্কুলান হয়, তবে অবর-সম্পাদক সেক্ষেত্রে মুদ্রাকরকে আরও অতিরিক্ত একটি অক্ষরও বসিয়ে দেওয়ার জন্যে বলতে পারেন না। কারণ, সেটা কোনোক্রমেই সম্ভব নয়।

প্রতিটি শিরোনামের প্রতি লাইনে কটি করে অক্ষর বসতে পারে অবর-সম্পাদক তা সঠিকভাবে বলে দিতে পারেন। বিভিন্ন আকারের ও অক্ষরের শিরোনামের তালিকা অবর-সম্পাদকের নিকট না থাকলে, পুরোনো কাগজ অনুসরণ করে শিরোনাম তৈরি করে থাকেন।

www.pathagar.com

তিনি শিরোনাম লেখার বেলায় প্রতিটি অক্ষরকে সাধারণত এক-একক হিসেবে গণনা করেন তবে এম (M), ডব্লিউ (W) বা ড্যাস (—) প্রভৃতির জন্য দেড়-একক হিসেবে গণনা করেন, এবং পূর্ণচ্ছেদ বা দাড়ি, কমা, কোলন, সেমিকোলন, বিস্ময়-সূচক চিহ্ন, হাইফেন, ঊর্ধ্ব কমা, আই (I) অক্ষর বা ওয়ান (1)-এর জন্য অর্ধ-একক ধরা হয়। পাঁচ মিশালী বিভিন্ন ধরনের অক্ষর-বিন্যাসের ক্ষেত্রে সামান্য এদিক- ওদিক হতে পারে। তবে ব্যবহারিক ক্ষেত্রে সাধারণ নিয়ম অনুসরণ করা উচিত। নিম্নের উদাহরণ লক্ষণীয় ঃ

১ ১ ১ ১ ১/২ ১ ১ ১/২ ১ ১ ১ ১   ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১

F O R M A T I O N   O F   A N D H R A

১ ১ ১ ১ ১

S T A T E = ২৫ একক।

সীমিত স্থানে শিরোনাম দিতে গিয়ে যদি অবর-সম্পাদক দেখেন ঐ স্থানের উপযোগী তিনি যে শিরোনাম দিচ্ছেন তা সংবাদ-কাহিনীকে ব্যক্ত করছে না তা হলে ঐ শিরোনাম পাল্টে দিয়ে সেখানে সাদামাটা প্রাথমিক পরিচয়-জ্ঞাপক শিরোনাম (label headline) বসাতে হবে।

কতিপয় নিয়ম-কানুন

সংবাদ-শীর্ষ (lead) অথবা সংবাদ-ভূমিকায় (introduction-এ) যে বিষয়বস্তুর সমাবেশ ঘটে তার গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোকে ভিত্তি করে লিপিপাঠক তাঁর সংবাদ-শিরোনাম গড়ে তোলেন। শিরোনামের প্রথম স্তরেই সংবাদের সবচাইতে আকর্ষণীয় বক্তব্য থাকে এবং পরবর্তী স্তরগুলোতে গুরুত্বের ক্রম-অনুযায়ী বক্তব্য থাকে। শুধু একটি বা একটি শব্দসমষ্টিতেই সারা সংবাদ-কাহিনী নিহিত থাকে। তাই স্বভাবতঃই ঐ মূল শব্দ বা শব্দসমষ্টি প্রথম স্তরের সংবাদ-শিরোনামের প্রথম ও প্রধান বক্তব্য হবে। এর উদ্দেশ্য, যতোদূর সম্ভব পুরো কাহিনীটিকে ব্যক্ত করা। বিশেষ বিশেষ তথ্য সংবাদ-শিরোনামের অন্তর্ভুক্ত করা হয়ে থাকে, সার্বিক তথ্যপরিবেশন এ ক্ষেত্রে নিরুৎসাহিত। শিরোনামে কোনো মতামত ব্যক্ত করা নিষিদ্ধ ; কিন্তু তবু মাঝে মাঝে যে এমন শিরোনাম দেখা যায় না তা নয়। যেমন দেখা যায় শিরোনাম দেওয়া হয়েছে ঃ **পাটনায় পুলিশের দুর্নীতি।**

সতর্ক ও কুশলী অবর-সম্পাদক সংবাদ-শিরোনাম কখনো অতিরঞ্জিত করেন না বরং সংবাদের অবয়বে তেমন কিছু থাকলেও তা এড়াবার জন্যে শিরোনাম লিখে শেষে প্রশ্নবোধক চিহ্ন দিয়ে দেন, যেমন **মস্কোতে সুভাষ বোস?'** তবে একই বিষয়ে কয়েকটি প্রশ্নবোধক চিহ্ন থাকলে পাঠক আবার পত্রিকার নির্ভরযোগ্যতা সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করতে পারেন। এ কারণে অবর-সম্পাদক একান্ত অপরিহার্য না হলে জিজ্ঞাসা চিহ্ন ব্যবহার করেন না।

www.pathagar.com

সংবাদ-কাহিনীতে ঘটনার গতিময়তা বা সক্রিয়তা কতোটুকু তার উপর ঐ কাহিনী সম্পর্কে পাঠকের আকর্ষণ নির্ভরশীল। শুধু ক্রিয়াপদই তৎপরতার প্রকাশ ঘটাতে পারে। অবর-সম্পাদক স্বাভাবিকভাবেই তাই তাঁর কাহিনী বলার জন্যে প্রাণবন্ত-ক্রিয়াপদ ব্যবহারের বিষয়ে চেষ্টিত থাকেন এবং তাঁর ব্যবহৃত ক্রিয়াপদ সাধারণত সকর্মক হয়ে থাকে। শিরোনামের বিভিন্ন স্তরে একই শব্দ কখনো একবারের বেশি লেখেন না বরং তেমন প্রয়োজন দেখা দিলে সমার্থক শব্দ ব্যবহার করেন।

ভাল ও সুদক্ষ অবর-সম্পাদক শিরোনাম লিখতে গিয়ে একটি শব্দকে হাইফেন দিয়ে ভেঙ্গে অন্য লাইনে লেখেন না। তিনি পুরো স্তম্ভের অর্ধেকেরও বেশি সংবাদ-কাহিনীর জন্যে সব সময়েই উপ-শিরোনাম ব্যবহার করেন এবং সেগুলোকে সমদূরত্বে কাজে লাগান। তিনি এ কথাও জানেন যে, কখনো শুধু একটি উপ-শিরোনাম দেওয়া যায় না। তিনি শিরোনামের শেষে সংক্ষেপকৃত কোনো শব্দ (abbreviated word) না থাকলে কখনো পূর্ণচ্ছেদ দেন না। তা ছাড়া সংক্ষেপকৃত কোনো শব্দ বসাতে গেলেও অবর-সম্পাদক নিশ্চিত হয়ে নেন যে ঐ শব্দ পাঠকেরা বুঝতে পারবেন।

সংক্ষিপ্ত ও সহজ শব্দাবলী সম্পর্কে অবর-সম্পাদকের অগাধ জ্ঞান থাকে। লম্বা বড় বড় শব্দের প্রতি তিনি মোটেই আগ্রহী নন। কারণ তাঁর বক্তব্য যতোদূর সম্ভব কম শব্দে বলতে হবে। তিনি 'ধ্বংস (ruins)' হয়ে যাওয়া থেকে 'বিনষ্ট (destroys)' হওয়া, 'প্রশংসা (lauds)' থেকে 'সুখ্যাতি (appreciates)' পছন্দ করেন এবং 'তুলে নেওয়া (withdrawn)' শব্দ কেটে 'প্রত্যাহার (lifted)' বসিয়ে দেন সেখানে। এভাবে সংস্কারের মাধ্যমে পুরো কাহিনী, আর তা না হলে অন্তত কাহিনীর বড় অংশটি পাঠকের নিকট গ্রহণযোগ্য করে তুলে থাকেন।

সমাপ্তি পর্যায়ের করণীয়

সকল সংবাদ-কাহিনীর সম্পাদনা, শিরোনাম প্রদান এবং চূড়ান্ত অক্ষরবিন্যাস (compose) শেষ হলে সংবাদপত্রের পাতার অঙ্গসজ্জার কাজ শুরু হয়। পরিকল্পনা অনুযায়ী এ কাজ চলে এবং সংবাদপত্রের নকশা (dummy) এ ব্যাপারে পথ-নির্দেশকের ভূমিকা পালন করে। মুখ্য অবর-সম্পাদক চূড়ান্ত অঙ্গসজ্জার নির্দেশনা দান করেন। তিনি দিনের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ-কাহিনীটি খবরের কাগজের ভাঁজের (fold-এর) উপরের দিকে এবং অধিকাংশ প্রধান খবর সংবাদপত্রের প্রথম পাতায় প্রকাশের চেষ্টা করেন। মুদ্রাকলা, অক্ষরবিন্যাস-কৌশল এবং সংবাদপত্রের অঙ্গসজ্জা সম্পর্কে ভালো দখল তাঁকে শেষবারের মতো ছোটখাটো রদবদল ও বিন্যাসের মাধ্যমে কাগজ আকর্ষণীয় ও সুখপাঠ্য করে বের করতে সাহায্য করে।

ভারতীয় সংবাদপত্রসমূহের অঙ্গসজ্জার কতকগুলো বাঁধাধরা রীতি রয়েছে বলে দৈনন্দিন সংবাদপত্র-প্রকাশনা রুটিন মাফিক সহজ, সুষ্ঠুভাবেই চলে। তবে শেষ মুহূর্তে অসাধারণ

www.pathagar.com

গুরুত্বপূর্ণ খবর এসে পড়লে কাগজের পরিকল্পনা বদলে দেওয়ার প্রয়োজন হয়। সে ক্ষেত্রে বিভাগীয় প্রধানদের সভা ডেকে ত্বরিৎ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

ছাপার আদেশ দেওয়ার আগে মুখ্য অবর-সম্পাদক শেষবারের মতো 'ব্লাঙ্কেট প্রুফ'-এ চোখ বুলিয়ে নেন। এটা করতে গিয়ে হয়তো দেখা যায়, একই সংবাদ দুবার ছাপা হয়েছে, এক সংবাদের শিরোনাম অন্য সংবাদের উপর লাগানো হয়েছে, একটা লোকের সঠিক পরিচিতি দেওয়া হয়নি, শীর্ষ-সংবাদের নায়কের ছবিটি হয়তো সংবাদের সঙ্গে উপযুক্ত জায়গায় না বসে সম্পর্কহীন জায়গায় বসেছে, সংবাদের স্থান, তারিখ অন্য জায়গায় দেওয়া হয়েছে কিংবা একজন বিখ্যাত ব্যক্তির নাম যেমন 'লালা' হয়ে গেছে 'শালা'। অবর-সম্পাদক নীল পেন্সিল দিয়ে এসব ত্রুটি-বিচ্যুতি নির্দেশ করেন এবং মুদ্রাকর তদনুযায়ী সব কিছু সংশোধন করে দেন।

এরপর মুখ্য অবর-সম্পাদকের চূড়ান্ত নির্দেশ আসে 'ছাপুন (print)' এবং সঙ্গে সঙ্গে আশ্চর্যজনক ঘটনা ঘটে। সংবাদপত্র মুদ্রিত হয়ে বেরিয়ে আসে।

যে-সংবাদপত্র আমরা পরম আগ্রহের সঙ্গে পড়ে থাকি সেই আকাঙ্ক্ষিত বস্তুটিই হচ্ছে নীরব নেপথ্য নায়ক অবর-সম্পাদকের হাতের সৃষ্টি। তাঁকে খুব কম লোকেই জানে ; আসলে আমরা তাঁর নিকট বিশেষভাবে ঋণী।

www.pathagar.com

৬

কাহিনী-নিবন্ধ ও নিবন্ধ-রচনা

(FEATURE & ARTICLE WRITING)

— পি. ডি. ট্যান্ডন

কাহিনী-নিবন্ধ ঠিক নিবন্ধ নয় বরং এর কিছুটা স্বাতন্ত্র্য আছে। ১৯৪৭ সালে ভারত যখন স্বাধীনতা লাভ করে তখন ভারতীয় সাংবাদিকতায় কাহিনী-নিবন্ধের অস্তিত্ব ছিলোই না বলা চলে। প্রকৃতপক্ষে, ১৯৪৭ সাল থেকেই ভারতীয় সংবাদপত্রে কাহিনী-নিবন্ধ অবশ্য অনেক সুগঠিত, তথ্যসমৃদ্ধ ও সৌষ্ঠবসম্পন্ন ; এক কথায় বলা চলে যৌবন ও পূর্ণ বিকাশোন্মুখ। কাহিনী-নিবন্ধগুলো এখন জীবনের অভিজ্ঞতায় পরিপক্ক ও নতুন দিগন্তের দিকে ধাবমান।

ভারতীয় সাংবাদিকগণ সকলেই সাধারণভাবে স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রশ্নে এতোবেশী জড়িত ছিলেন যে তাঁদের ভেতর অরাজনৈতিক বিষয়বস্তুর প্রতি একটা নিস্পৃহতা গড়ে উঠে। প্রকৃতপক্ষে, একজন ভারতীয় সাংবাদিকের নিকট রাজনীতিই ছিলো তাঁর শ্লোগান, সঙ্গীত এবং চরম ইন্দ্রিয় সুখানুভূতি। স্বভাবতঃই তার মন ছিলো এক-পথগামী। তিনি কলম পরিচালনা করতেন স্বাধীনতা অর্জনের হাতিয়ার হিসেবে। এ বিবেচনায় তিনি ছিলেন যোদ্ধা ; সাহিত্য-শিল্পী নন। এতে অবশ্য আশ্চর্যেরও কিছু নেই, কারণ রাজনৈতিক জীব হিসেবে তাঁর লেখার বিষয়বস্তুও হতো রাজনীতি ; তিনি সংবাদ-প্রতিবেদন লিখতেও তাতে রাজনৈতিক চরিত্র আরোপ করতেন। তিনি মনে করতেন রাজনীতি ও জীবন অবিচ্ছেদ্য। তবে ইদানীং ভারতীয় সাংবাদিকরা এ ধরনের একাদর্শী চিন্তাধারা ঝেড়ে ফেলে অরাজনৈতিক বিষয়বস্তু নিয়ে লেখা শুরু করেছেন। তাঁরা এখন বিভিন্ন স্তরে, বিভিন্ন ক্ষেত্রে, বিচিত্র পরিসরে জীবনের স্পন্দন আবিষ্কার করে তা পাঠকের নিকট চলমান ছায়াচিত্রের মতো তুলে ধরেন, পাঠককে এক নতুন সজীবতায় সঞ্জীবিত করে তোলেন। মানুষের জীবনের বহু গতানুগতিক ও গোপন দিক সাংবাদিকের আলোকচিত্র, নকশা ও অক্ষর-বিন্যাসে পাঠকের নিকট নূতন, আকর্ষণীয় ও তাৎপর্যময় হয়ে উঠে। কাহিনী-নিবন্ধ আজ স্থায়ী আসন করে নিয়েছে পাঠকের মনে। কাহিনী-নিবন্ধ নিবন্ধ নয়, এ কথা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। এ দুটোর মধ্যে অবশ্য অনেক মিল, তবু এদের উভয়েই গুণ ও বৈশিষ্ট্যে স্বতন্ত্র সত্তার অধিকারী। নিবন্ধ ও কাহিনী-নিবন্ধ — দুটোরই রচনারীতি অসংবাদসুলভ (non-news form or

www.pathagar.com

writing)। দুটোর জন্যে সুন্দর ও সাবলীল গদ্য-রচনা রীতি অপরিহার্য। প্রায়ই দেখা যায় নিবন্ধ হয়ে উঠেছে অনেকটা কাহিনী-নিবন্ধের মতো, আবার কাহিনী-নিবন্ধ নিবন্ধের চরিত্রগুণসম্পন্ন হয়ে উঠেছে। তাই নিবন্ধ আর কাহিনী-নিবন্ধের মধ্যে ভেদরেখা টানা সহজ নয়।

নিবন্ধ-রচনার ব্যাপারে বইপত্র পড়াশুনা ও নেপথ্য উপকরণসমূহ (background material) বিশেষ সহায়ক। কিন্তু কাহিনী-নিবন্ধ লিখতে গেলে শুধু এগুলোতে চলবে না, চোখ-কান রাখতে হবে ; আবেশ অনুভূতির কথা স্মরণ রাখতে হবে ও পর্যবেক্ষণশীল হতে হবে। নিবন্ধ-রচনার ব্যাপারে বাস্তব তথ্য, পরিসংখ্যা এবং অন্যান্য তথ্যাবলীর ওপরে নির্ভর করা যায়। কাহিনী-নিবন্ধ একদিক চিন্তা করে দেখলে নিবন্ধ-রচনার চেয়ে কঠিন। কাহিনী-নিবন্ধ লেখার জন্যে লেখার বিশেষ ধরনের ভঙ্গী একান্ত আবশ্যক। সে তুলনায় নিবন্ধ-রচনার কাজ অনেকটা সহজ ; কারণ প্রকৃত তথ্যাদি, পরিসংখ্যা ও মতামতের সংহত উপস্থাপনার নাম দেওয়া যেতে পারে 'নিবন্ধ'। নিবন্ধ গুরুগম্ভীর ও পরিমিত রীতিতে লেখা চলে। একঘেয়েমিতেও নিবন্ধের মূল্য নষ্ট হয় না। কিন্তু কাহিনী-নিবন্ধের ক্ষেত্রে এটি মারাত্মক। আনন্দদায়ক করে ঘরোয়াভাবে, এমন কি কথকতার ভঙ্গীতে 'কাহিনী-নিবন্ধ' লেখা উচিত।

নিবন্ধ ও কাহিনী-নিবন্ধের পার্থক্য বিষয়বস্তুর চাইতে বিষয়বস্তুর পরিবেশন-পদ্ধতির উপর নির্ভর করে। কোনো একটা লেখা নিবন্ধ হচ্ছে, না কাহিনী-নিবন্ধ হবে তা ঐ কাহিনীর মৌল-প্রতিপাদ্য (theme) বিষয়কে কিভাবে কোন্ পদ্ধতিতে ফুটিয়ে তোলা হয়-তার ওপর নির্ভরশীল। তবে দেখা গেছে, কতকগুলো বিষয় কাহিনী-নিবন্ধ হিসেবেই পূর্ণ বিকশিত হতে পারে, আবার নিবন্ধ আকারে কিছু বিষয়কে সব থেকে ভালোভাবে উপস্থাপিত করা যায়। একজন সাংবাদিক যদি একজন প্রখ্যাত ব্যক্তি তাঁর স্ত্রীর জন্মদিন কিভাবে পালন করেন — তা লিখতে কলম ধরেন তবে সেটি ভালো কাহিনী-নিবন্ধ হবে, নিবন্ধ হয়। নিবন্ধ সাধারণত একটি সমস্যা বা ঐ সমস্যার একটি বিশেষ দিক সম্পর্কিত পূর্ণাঙ্গ সমীক্ষাবিশেষ। নিবন্ধের আনুষ্ঠানিক সূচনা, কেন্দ্র ও সমাপ্তি রয়েছে। কাহিনী-নিবন্ধের বেলাতেও তাই, তবে একটু বিশেষত্ব আছে। কাহিনী-নিবন্ধের শুরু যেমন সাধারণত আকস্মিক তেমনি 'সারা'ও হয় অকস্মাৎ। কাহিনী-নিবন্ধের আকার বড় নয়, অল্প পরিসর এর প্রাণ। বর্ণনা ও ব্যাখ্যার বাহুল্য এবং বাগাড়ম্বর এর আকর্ষণ নষ্ট করে দেয়। কাহিনী-নিবন্ধ একটি একক ভাবব্যঞ্জনাকে উজ্জ্বল করে তুলে ধরে। এটা প্রকৃতপক্ষে, গদ্যের আকারে এক ধরনের কাব্যময়তা — 'শব্দ-ফসলের ভাড়ারে ধরে রাখা ক্ষণজন্মা ভাবাবেগ।" অন্যদিকে, নিবন্ধে নানা ভাবধারার বিচিত্র সমাবেশ ঘটতে পারে, সেখানে থাকতে পারে কবরের নিঝুম নৈঃশব্দ, থাকতে পারে কলস্বরা আনন্দ, থাকে মহত্তর উপাদান, থাকে হাস্যকৌতুকের তুচ্ছাতিতুচ্ছ যোগান। নিবন্ধ বহু কক্ষবিশিষ্ট দালান বাড়ি ; কাহিনী-নিবন্ধ ছিমছাম, পরিপাটি "ধরনীর এককোণে এতোটুকু বাসা।"

www.pathagar.com

নিবন্ধ শিক্ষামূলক কাহিনী-নিবন্ধ আনন্দদায়ক। নিবন্ধ কখনো কখনো ভালো হলেও অত্যধিক চাঁচাছোলা বা নাঙ্গা, এবং পড়তেও পীড়াদায়ক। প্রধানত আনন্দ ও চিত্ত-বিনোদনের উদ্দেশ্য নিয়েই কাহিনী-নিবন্ধ লেখা হয়ে থাকে। অন্যদিকে, নিবন্ধ শিক্ষামূলক হওয়া উচিত এবং তাতে কোনো বিষয় বা বিষয়সমূহের পক্ষে বক্তব্য ও শেষ রায় বা সিদ্ধান্ত থাকা উচিত। কাহিনী-নিবন্ধ লেখককে তাঁর নিজের ভাব ও অনুভূতি অনুযায়ী বক্তব্য-বিষয়কে তুলে ধরতে হয়। তিনি তাঁর বক্তব্য বিষয় সম্পর্কে স্তুতি ও নিন্দাবাদ যা খুশি করতে পারেন। কাহিনী-নিবন্ধে হাস্যরসের পরিবেশন বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

ভারতের ভিখারী-সমস্যা নিয়ে লিখতে সাংবাদিককে বই-পুস্তক ঘেঁটে তথ্য যোগাড় করে, সেগুলোর মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন করার পর সেগুলোকে বিন্যস্ত করতে হবে এবং নিজস্ব মতামত দিতে হবে। কিন্তু তাঁকে যদি কোনো একটি বিশেষ ভিখারির জীবনের করুণ আলেখ্য লিখতে হয় তাহলে পুঁথি বা নথি বহির্ভূত অনেকগুলো কাজ করতে হয় ; তাঁকে ঐ বিশেষ ভিখারিটির সঙ্গে কিছুক্ষণ কাটিয়ে তার, তার বন্ধুবান্ধব, স্ত্রী ও ছেলেমেয়েদের সাক্ষাৎকার নিতে হবে। অবশ্য কাহিনী-নিবন্ধ তৈরি করতে লেখককে তাঁর নিজস্ব জীবনবোধ ও পর্যবেক্ষণ-ক্ষমতাকে কাজে লাগাতে হবে। অবশ্য এ জন্যে যদি ধারণা করে নেওয়া হয় যে কাহিনী-নিবন্ধ লেখকের বই-পুস্তক পড়ার কোনো দরকার নেই তাহলে ভুল হবে।

ঐতিহাসিক বিষয়বস্তু অবলম্বনে কাহিনী-নিবন্ধ লিখতে গেলে লেখককে তথ্যবহুল বইপত্র ঘাঁটতেই হবে। এ ব্যাপারে আমি নিজের অভিজ্ঞতার কথাই বলছি। একবার আমি এলাহাবাদের ঐতিহাসিক খসরুবাগ যাই। সেখানে একটি সমাধিফলক আমার চোখে পড়ে। সমাধিটি শাহ্‌জাদা খসরুর। এটা দেখে আমার মনে পড়লো বিয়োগান্ত কাহিনীর কথা। ভাই খুররম (পরবর্তীকালে সম্রাট শাহজাহান) তাঁকে হত্যা করেছিলেন। আমি মানব-আবেদন কাহিনীর উপকরণ খুঁজে পেলাম এখানে। আমার কল্পনা ও কৌতূহল উদগ্র অতৃপ্ত হয়ে উঠলো। পরে যখন শাহজাদার ব্যক্তিত্বকে ফুটিয়ে তোলার মতো পর্যাপ্ত উপকরণ আমি সংগ্রহ করতে সক্ষম হলাম শুধু তখনই আমার কৌতূহলী ও অনুসন্ধিৎসু মন শান্তি পেলো।

কাহিনী-নিবন্ধের প্রকার

ভারতীয় সাংবাদিকতায় ব্যক্তিত্ব-ভিত্তিক কাহিনী-নিবন্ধই (personality feature-ই) সবচাইতে বেশি জনপ্রিয়। অন্যান্য দেশের তুলনায় ভারতে ইতিহাস কমবেশি বিভিন্ন ব্যক্তির আত্মজীবনী হিসেবে বিবেচনা করা হয়ে থাকে। যেসব বড় নেতা জনগণের শ্রদ্ধা লাভ করেছেন, তাঁদের নিয়ে কাহিনী-নিবন্ধ লেখা হয় এবং এগুলো লেখা হয় সাধারণত তাঁদের জন্মদিন উদযাপন উপলক্ষে।

জীবনীমূলক কাহিনী-নিবন্ধের অনুরূপ আরেক ধরনের কাহিনী-নিবন্ধ রয়েছে। এদেরকে বলা হয় অতিকথামূলক (mythological feature) কাহিনী-নিবন্ধ। দশহরা বা দেওয়ালীর জাতীয় উৎসবে লেখকগণ বছরের পর বছর উৎসবগুলোর ধর্মীয় তাৎপর্য ব্যাখ্যা

www.pathagar.com

করেন এবং মেলা ও উৎসব অনুষ্ঠানের মাধ্যমে স্মৃতিতে চিরভাস্বর দেব-দেবীর কাহিনী বর্ণনা করেন। অতিকথামূলক কাহিনী-নিবন্ধ একঘেয়েমী ও নিষ্প্রাণ হতে দেখা যায়। এর কারণ, এই কাহিনী লেখার সময় চিন্তার ক্ষেত্রে নতুন উপাদানের আমদানী কদাচিৎ ঘটে থাকে বরং এখানে সনাতন চিন্তাধারাই প্রবল।

মানব-আবেদনমূলক (human interest feature) কাহিনী-নিবন্ধ তুলনামূলকভাবে সাম্প্রতিক। বৃটিশ ও মার্কিন সংবাদপত্রের প্রভাবেই এ ধরনের কাহিনীর বিকাশ ঘটেছে বলে ধরে নেওয়া যায়। ভারতের সাংবাদিকগণ এখন এর গুরুত্ব বুঝতে শুরু করেছেন। একশ' বছরের বৃদ্ধের পঞ্চম পানিগ্রহণ কিংবা দুহাত-উঁচু বেঁটে বামনের সদম্ভ শহর প্রদক্ষিণ অথবা পুরুষের মহিলায় রূপান্তর, এ ধরনের অদ্ভুত বিষয়বস্তুর গুরুত্ব সম্পর্কে এক নতুন জাগৃতি এসেছে তাঁদের মধ্যে। কাহিনী-নিবন্ধকাররা এখন অদ্ভুত, উৎকেন্দ্রিক এবং ব্যতিক্রমধর্মী বিষয়ে লেখার সম্ভাবনা সম্পর্কে পরীক্ষা-নিরীক্ষায় নিয়োজিত।

চিত্র-কাহিনীতে (pictorial feature-এ) এক বিশেষ ধারায় ধারাবাহিকভাবে সজ্জিত আলোকচিত্রের সাহায্যে কোনো একটা বক্তব্য বা বিষয়বস্তুর বর্ণনা দেওয়া হয়। চিত্র-কাহিনী বেশ জনপ্রিয়তা লাভ করছে। তবে নিউজপ্রিন্টের অভাব, ব্লক তৈরির সুযোগ-সুবিধার অভাব এবং মুদ্রণ ও প্রকাশনা-শিল্পে অনগ্রসরতার দরুন চিত্র-কাহিনী তার যথাযথ স্থান করে নিতে পারছে না। অবশ্য এর ভবিষ্যৎ খুবই উজ্জ্বল।

অন্যান্য দেশে কৌতুক-কণিকা (conic-strip) নামে কৌতুক-কাহিনী ছাপা হয়ে থাকে। কিন্তু ভারতে এর কোনো সঠিক দেশী প্রতিকল্প নেই। অবশ্য দু'একটা সংবাদপত্র এখন মার্কিন ও বৃটিশ প্রতিষ্ঠানের সরবরাহ করা কৌতুক-কণিকা ছাপতে শুরু করেছে। বিষয়টি ভারতীয় পাঠকের মনে তেমন এখনও পুরোপুরি বিজাতীয়ই বলা চলে। এখন অবশ্য কাগজে এর যে 'চল্' দেখা যাচ্ছে তা হুজুগের কারণেই হচ্ছে। যতোদিন কোনো ভারতীয় প্রতিভাধর ব্যক্তি ভারতীয় সংস্কৃতি ও পরিবেশের সঙ্গে কৌতুক-রচনার একটা নিবিড় সম্বন্ধ করিয়ে দিতে সক্ষম না হচ্ছেন ততোদিন এর বিকাশ ব্যাহত হবে। জওহরলাল নেহেরু একবার বলেছিলেন, ভারতের কিছু পত্রিকায় কৌতুক-কণিকা প্রকাশিত হতে দেখে তিনি বিস্মিত হয়েছেন। তিনি বলেন, তিনি নিজে এগুলোর পক্ষপাতী নন। তাঁর মতে, কৌতুক তাঁকে আনন্দ দেবার পরিবর্তে বিষণ্ন করে তোলে। জওহরলাল নেহেরুর এ কথায় কৌতুক-রচনা সম্পর্কে সারা ভারতের সংখ্যাগরিষ্ঠের মতামত প্রতিধ্বনিত হয়েছে।

কৌতুক-কণিকার চেয়ে ভারতে ব্যঙ্গচিত্রের ভবিষ্যৎ অনেক উজ্জ্বল। ভারতের সব চাইতে বিখ্যাত ব্যঙ্গচিত্রকার শংকর তাঁর ব্যঙ্গচিত্রকে বৃটিশ রাজত্বকালে রাজনৈতিক সমালোচনামূলক ব্যঙ্গরচনার শক্তিশালী হাতয়ার হিসেবে ব্যবহার করেছিলেন। ১৯৪২ সালের বিদ্রোহের সময় তাঁর ব্যঙ্গচিত্রের মাধ্যমে বৃটিশের বিরুদ্ধে ভারতীয় জনসাধারণের তীব্র ঘৃণা ও ক্ষোভ ব্যক্ত হয়েছে। শংকর এখন তাঁর ব্যঙ্গচিত্রকে সামাজিক ত্রুটি-বিচ্যুতির বিরুদ্ধে কাজে লাগিয়েছেন। তিনি তাঁর ব্যঙ্গচিত্রে এখন রাজনৈতিক নেতাদের দুর্বলতা ও প্রশাসনের গলদকে ফাঁস করে দিচ্ছেন। তাঁর ব্যঙ্গচিত্র প্রকাশের একটা একক প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা হচ্ছে।

www.pathagar.com

স্বাধীনতা-আন্দোলনের সময়ে ভারতের সকল সংবাদপত্র বৃটিশরাজের বিরুদ্ধে এক হয়ে তাদের কাগজের প্রায় সব পাতাতেই জাতীয়তাবাদী আন্দোলন, স্বদেশ প্রেমিকদের তৎপরতা ও বৃটিশ সরকারের দুষ্কর্ম-সংক্রান্ত সংবাদ ছাপতে থাকে। এ ছাড়াও কাগজগুলোতে জাতীয় স্বার্থের পরিপোষক বিভিন্ন নিবন্ধ ও প্রতিবেদন প্রকাশ নিত্য-নৈমিত্তিক বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। ফলে, লঘু ধরনের কাহিনী-নিবন্ধ রচনার জন্যে কাগজে তেমন জায়গাই থাকতো না।

সমগ্র জাতি স্বাধীনতা-সংগ্রামজনিত রাজনীতিতে জড়িত থাকায় দৈনিক, মাসিক, এবং সাপ্তাহিক পত্রিকায় নিবন্ধ প্রকাশকে উৎসাহিত করা হতে থাকে এবং অন্যদিকে, মানুষের জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে লঘু রচনা কাহিনী নিবন্ধ প্রকাশের পথ রুদ্ধ হয়। ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট পর্যন্ত ভারতীয় সাংবাদিকতায় রাজনীতি ওতোপ্রোতভাবে জড়িত ছিলো। অধিকাংশ জাতীয় নেতা স্বাধীনতা আন্দোলনকে জোরদার ও জনপ্রিয় করার জন্যে সাপ্তাহিক পত্রিকা বের করেন। মহাত্মা গান্ধীর সম্পাদনায় 'হরিজন' প্রকাশিত হতে থাকে। কয়েক দশক ধরে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য, ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি এবং মধ্যপ্রদেশের গভর্নর ড. পট্টভি সীতারামিয়া (Dr. Pattabhi Sitaramayya) 'জন্মভূমি' পত্রিকা পরিচালনা করেন। অন্যদিকে, পাঞ্জাবের লাজপত রায়ের (Lajpat Rai-এর) ছিলো 'দি পিপ্‌ল', মহান স্বদেশপ্রেমিক সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (Surendra Nath Banerji) বের করতেন 'দি বেংগলী' এবং সুভাষচন্দ্র বসু 'ফরোয়ার্ড ব্লক' প্রকাশ করতেন।

এসব পত্রিকাই ছিলো ভারতীয় সাংবাদিকতার মুখপত্র। রাজনীতি ছিলো ভারতীয় সাংবাদিকতার মুখপত্র। রাজনীতি ছিলো ভারতীয় সাংবাদিকতার রন্ধ্রে রন্ধ্রে সম্পৃক্ত। তাই একান্ত স্বাভাবিকভাবেই শিল্পকলা, সাহিত্য, সঙ্গীত ও জীবনের লঘু দিকগুলো কাগজে ঠাঁই বা সমাদর পেতো না বরং বৃটিশ সরকার-বিরোধী বিষয়বস্তু সমাকীর্ণ হয়ে কাগজগুলো বিকাশ লাভ করতো। পাঠকরাও কাগজে অরাজনৈতিক কিছু পড়বার মতো না পেয়েও অসুবিধা বোধ করতেন না, কারণ তখন সকলেই মনে-প্রাণে রাজনৈতিক আন্দোলনের গতিপ্রবাহ সম্পর্কে উৎসুক থাকতেন।

স্বাধীনতা-আন্দোলনের সঙ্গে নিবিড় সম্পর্কের কারণে কাগজে চিন্তামূলক ও সারগর্ভ নিবন্ধ লেখার প্রসার ঘটে। এই অবস্থায়, যাঁরা কাহিনী-নিবন্ধের লেখক তাঁরা জীবিকা-নির্বাহের তাগিদে অনেক সময় নিবন্ধ লিখতেন।

আমি নিজে একবার 'সাধারণ মানুষকে জানুন (Meet Common Man)' শীর্ষক এক নিবন্ধে একজন বাগানের মালী, গৃহস্থের চাকর, একজন ঝাড়ুদার, একজন সব্জীওয়ালা, একজন টাংগাওয়ালা এবং একজন হোটেল-বয় সম্পর্কে লিখি। এ সঙ্গে দরকারী আলোকচিত্রও কাগজে পাঠিয়েছিলাম। কিন্তু আমার নিবন্ধটি প্রকাশের জন্যে গ্রহণ করলেন একটি মাত্র কাগজ এবং ১২টি কাগজ ফিরিয়ে দিলেন। তা-ও যে কাগজ শেষ পর্যন্ত আমার নিবন্ধটি প্রকাশ করেছিলো সেই কাগজের কর্তৃপক্ষকে আমার বোঝাতে হয়েছিলো যে, সব সময় বড় বড় লোকের কথা ছাপা এবং দেশের নগণ্য সাধারণ মানুষকে পুরোপুরি অবহেলা

www.pathagar.com

করে তাদের কথা না লেখার কোনো যুক্তি নেই এবং এ জন্যে কাহিনী-নিবন্ধ লেখাকে অবশ্যই উৎসাহিত করা উচিত।

আমার স্বল্পায়ু সাংবাদিক জীবনে আমি কয়েকশ নিবন্ধ লিখেছি এবং সেগুলো সারাদেশের অনেক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু আমি দেখেছি, যখনই আমি কাহিনী-নিবন্ধ লিখতে চেষ্টা করেছি তখনই সংবাদপত্রগুলোর উৎসাহে ভাটা পড়েছে। কাহিনী-নিবন্ধ লিখে আমার উপার্জন আশানুরূপ হয়নি। কখনো কখনো আমি কাহিনী-নিবন্ধ তৈরি করতে কি পরিমাণ খরচ হয় তা-ও ভুলে গেছি। কিন্তু তবু কাহিনী-নিবন্ধের আকর্ষণ আমার নিকট কিছুমাত্র কমে নি এবং কাহিনী-নিবন্ধ লেখা ছাড়ার কথা চিন্তাও করি না। স্বাধীনতার পর দেশের শিক্ষিতের হার বাড়বে, পাশ্চাত্যের সঙ্গে তাদের আরও নিবিড় পরিচয় ঘটবে, আলোকিচিত্র-শিল্পের উন্নতি হবে এবং সেই সঙ্গে কাহিনী-নিবন্ধ রচনার বহুল প্রসার হবে ও ব্যাপক চাহিদা দেখা দেবে — এ আমার নিশ্চিত বিশ্বাস। এখন আমাকে বিভিন্ন কাগজে কাহিনী-নিবন্ধ ছাপার ব্যাপারে আগের মতো বেগ পেতে হচ্ছে না এবং পত্রিকা-সম্পাদকগণ বরং কাহিনী-নিবন্ধ লেখার পৃষ্ঠপোষকতা করতেও শুরু করেছেন।

ভারতীয় সংবাদপত্রের শতকরা ৯০ ভাগ জায়গা জুড়ে থাকে লম্বা ও পীড়াদায়ক বিবৃতিসমূহ — এটা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যের ব্যাপার। এগুলো খবরের কাগজকে বিরক্তিকর, নিষ্প্রাণ ও আকর্ষণহীন করে তোলে এবং সেই সঙ্গে নিবন্ধ ও কাহিনী-নিবন্ধ ছাপার জায়গা খেয়ে ফেলে। অবশ্য, আজকাল লম্বা বিবৃতিগুলোকে দারুণভাবে ছেঁটে ফেলে ছোট করে দিয়ে অসংবাদসুলভ লেখার জায়গা করে দেওয়ার শুভ প্রবণতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। কাহিনী-নিবন্ধের লেখকরা তেমন কোনো সহায়তামূলক নির্দেশনা পান না, তাঁদেরকে নিজের বিচার-বুদ্ধি ও অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করতে হয়। কাহিনী-নিবন্ধ বা নিবন্ধ লেখার পদ্ধতি বা রীতি সম্পর্কে শিক্ষার কোনো সুযোগ যেমন তাঁদের নেই, তেমন কাহিনী-নিবন্ধ লেখার ঐতিহ্যও তাঁদের সামনে নেই যে-দৃষ্টান্ত থেকে তাঁরা কাহিনী-নিবন্ধ রচনার একটা আদর্শ বা অনুপ্রেরণা লাভ করতে পারেন। যাহোক, কাহিনী-নিবন্ধ লেখার শিল্পরীতি সম্পর্কে তাঁদের ধারণা মাঝে মাঝে মার্কিন সাময়িক পত্রিকা 'লাইফ' ও 'লুক' পড়ার ফলেই গড়ে উঠেছে।

এখন ভারতীয় ভাষায় প্রকাশিত সংবাদপত্রগুলোও কাহিনী-নিবন্ধ সম্পর্কে আগ্রহী হয়ে উঠেছে। পত্রিকগুলোর এ ব্যাপারে এখন হাতে-খড়ি চলছে বলা যায় ; কারণ পত্রিকায় মহিলা ও শিশুদের পাতা প্রকাশিত হচ্ছে বটে, কিন্তু কাহিনী-নিবন্ধ লেখার ব্যঞ্জনা সেখানে অনুপস্থিত। পত্রিকাগুলোর কাহিনী-নিবন্ধের বিশেষ পাতাটি ইংরেজিতে লেখা নিবন্ধের অনুবাদ, আলোকচিত্র, কৌতুক-রচনা এবং ব্যঙ্গচিত্রের এক দারুণ খিচুড়ি-বিশেষ। পত্রিকাগুলোর সাময়িকী বিভাগও তেমন আকর্ষণীয় নয়। কিন্তু তবু বিরক্তিকর লম্বা বিবৃতি এবং নীরস নিবন্ধগুলোর চেয়ে তা অনেক ভালো। সংবাদপত্রে যখন-তখন প্রকাশিত বিশেষ ক্রোড়পত্রের (special supplement-এর) বেলাতেও একই অবস্থা। ক্রোড়পত্রগুলো কতকগুলো নিবন্ধ আর সেগুলোর মাঝে মাঝে সেঁটে দেওয়া কয়েকটা আলোকচিত্রের সমষ্টিমাত্র, ফলে যা হবার তাই হয়। পাঠক, অন্তত সংখ্যাগরিষ্ঠ পাঠক, বিশেষ ক্রোড়পত্র

www.pathagar.com

কাগজ থেকে আলাদা করে রেখে কাগজের ওজন কমিয়ে তবে পড়তে বসেন ; ক্রোড়পত্রগুলো শেষ পর্যন্ত ময়লা কাগজের ঝুড়িতেই যায়। পত্রিকা কর্তৃপক্ষ বুঝে নিয়েছেন ক্রোড়পত্রগুলো বাড়তি আয়ের উৎস এবং বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই এর মাধ্যমে বিজ্ঞাপনদাতাদের আকর্ষণ করা হয়।

তবে পরিস্থিতি একান্তভাবেই নৈরাশ্যজনক নয়। 'দি ইলাস্ট্রেটেড উইকলি অব ইন্ডিয়া' এবং কতিপয় পত্রিকার সাময়িকী বিভাগ আজকাল কাহিনী-নিবন্ধ লেখাকে অনেকটা উৎসাহিত করছেন। কাহিনী-নিবন্ধ প্রকাশ করছে — এমন কতকগুলো পত্রিকাও আজকাল জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। 'দি স্টেটস্‌ম্যান', 'দি টাইমস্‌ অব ইন্ডিয়া', এবং 'দি ন্যাশনাল হেরাল্ড' প্রভৃতি পত্রিকা কাহিনী-নিবন্ধ লেখার বিষয়ে বিশেষ মনোযোগী এবং এ সম্বন্ধে তারা লেখকগণকে উৎসাহিতও করে থাকে। আমি একবার এক ঝাড়ুদারের ওপর একটা ছোট কাহিনী-নিবন্ধ লিখি। শুধু 'দি ন্যাশনাল হেরাল্ড' পত্রিকা সেটি প্রকাশ করে। ঝাড়ুদারের মতো ইতরজনের সম্পর্কে মনোযোগী হওয়ার জন্যে পাঠকদের নিকট থেকে আমি বেশ কয়েকটি অভিনন্দনপত্র লাভ করি। ঝুড়ি ও ঝাঁটা হাতে ঝাড়ুদারের ছবি প্রকাশিত হওয়ায় পাঠকরা বিশেষভাবে খুশি হয়।

ভারতে নিবন্ধ ও কাহিনী-নিবন্ধ পরিবেশনের জন্যে সুসংগঠিত সংঘ বা সংস্থা নেই বললেই চলে। কিছু লোক এ ব্যাপারে উদ্যোগী হলেও তাঁরা বড় একটা সাফল্য লাভ করতে পারেন নি। তাঁদের ব্যর্থতার মূল কারণ হচ্ছে, তাঁরা খ্যাতির শীর্ষে প্রতিষ্ঠিত গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের নিকট থেকে লেখা সংগ্রহ করতে পারেন নি।

পাশ্চাত্যের মতো ভারতেও গুরুত্বপূর্ণ নামী-দামী লোকদের দ্বিতীয় শ্রেণীর লেখা বরং প্রকাশ করা হয়, কিন্তু স্বীয় প্রতিভার স্বীকৃতি লাভের জন্য একজন সংগ্রামী লেখকের অত্যন্ত উন্নতমানের লেখাও প্রকাশ করা হয় না। খুব কম কাগজ যেমন কাহিনী-নিবন্ধ ছাপতে আগ্রহী, তেমন খুব কম লোকই কাহিনী-নিবন্ধ লিখে থাকেন। কিছু বার্তা-প্রতিষ্ঠান মাঝে মাঝে কিছু নিবন্ধ প্রকাশের জন্যে পাঠিয়ে থাকেন, তবে তাকে আর যাই হোক সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টা বলা যায় না।

কাহিনী-নিবন্ধ লেখার পদ্ধতি

যদি নিজস্ব প্রকাশ-ক্ষমতা থাকে এবং কেউ যদি পরিশ্রমী ও উদ্যোগী হন তবে মধ্যম মানের শিক্ষায় শিক্ষিত যে-কেউ বইপত্রের সাহায্য নিয়ে ভালো নিবন্ধ রচনা করতে পারেন। কাহিনী-নিবন্ধ লেখার ব্যাপারটা অবশ্য একটু স্বতন্ত্র। কারণ, যিনি কাহিনী-নিবন্ধ লিখবেন তাঁর বিশেষ পর্যবেক্ষণ-প্রতিভা এবং মানুষ ও তাঁর পারিপার্শ্বিক পরিবেশ সম্পর্কে বিশেষ উপলব্ধি বা অনুভূতি থাকতে হবে। কাহিনী-নিবন্ধের চেয়ে নিবন্ধ লেখা তুলনামূলকভাবে সহজ।

www.pathagar.com

ধরা যাক, কোনো জীবনীমূলক বা ঐতিহাসিক বিষয়ে নিবন্ধ লিখতে হবে। যিনি এটা লিখবেন বা রচনা করবেন তাঁকে খুব একটা এদিক-সেদিক দৌড়াদৌড়ি করতে হবে না উপকরণ সংগ্রহের জন্যে ; গ্রন্থাগারে বসেই তিনি এই লেখা শেষ করতে পারেন। কিন্তু, যদি কাউকে কোনো মেলা বা সঙ্গীত-সম্মেলন সম্পর্কে একটা কাহিনী-নিবন্ধ তৈরি করতে হয় তাহলে তাঁকে অন্য কৌশল বা পদ্ধতির আশ্রয় নিতে হবে। তাঁকে ঐ মেলায় বা সঙ্গীত-সম্মেলনে যেতে হবে এবং শিল্পীদের সঙ্গে সাক্ষাৎ-আলোচনা করতে হবে। কাহিনী-নিবন্ধ কিভাবে লিখতে হয় তার কিছু ব্যাখ্যামূলক দৃষ্টান্ত আমি দিচ্ছি। একবার এক নাপিতের দোকানে গিয়ে দেখলাম, দোকানে গান্ধিজীর একটা আলোকচিত্র টাঙ্গানো রয়েছে। আলোকচিত্রে দেখা যাচ্ছে নাপিতটি গান্ধিজীর দাড়ি কামিয়ে দিচ্ছে এবং ছবির নীচে কয়েকটি কথাও লেখা রয়েছে। কাহিনী-নিবন্ধের এটা একটা ভালো বিষয়বস্তু হতে পারে বলে আমার কাছে মনে হলো।

আমি নাপিতটিকে তার মূল্যবান সম্পদ এই আলোকচিত্রটি সম্পর্কে সজাগ না হতে দিয়েও সাধারণভাবে তাকে এই ছবিটি কিভাবে সংগ্রহ করলো এবং তাতে গান্ধিজীর ছোট প্রসংশাপত্রও (certificate) কিভাবে সে পেলো তা জানতে চাইলাম। সে আমাকে পুরো ঘটনাই অত্যন্ত উৎসাহের সঙ্গে বলে গেলো, আর আমিও তা বিস্তারিতভাবে লিখে নিলাম। গান্ধিজীর প্রসংশাপত্রটি সম্পর্কে বিশেষভাবে জিজ্ঞাসাবাদ করলাম এবং তাকে ঐ আলোকচিত্রটি ধার দেওয়ার অনুরোধ জানালাম। সে আমাকে বেশ ভালোভাবেই চিনতো ; কিন্তু তবু সে আলোকচিত্রটি হারিয়ে যাওয়ার ভয়ে আমাকে তা দিতে রাজী হলো না। অগত্যা উপায় না দেখে আমি ঐ জায়গার একজন নামকরা ও গণ্যমান্য চিকিৎসকের শরণাপন্ন হলে সে শেষ পর্যন্ত আলোকচিত্রটি আমায় দিতে রাজী হলো। আলোকচিত্রটি অবলম্বন করে আমি ইংরেজিতে একটি কাহিনী-নিবন্ধ লিখলাম। কাহিনী-নিবন্ধটির নাম দিয়েছিলাম, "বাপু অ্যান্ড দি বার্বার"। কারণ, চিত্রটির মূল নায়ক হচ্ছেন গান্ধিজী। আর আমি এই কাহিনী-নিবন্ধে গান্ধিজীর চরিত্রে নিহিত বিশেষ মানবিকতাবোধ, সমাজের অবহেলিত ও পতিতদের জন্যে তাঁর অসীম মমত্ববোধকে ফুটিয়ে তুলেছিলাম।

বেশ কয়েক বছর যাবৎ এলাহাবাদের 'আনন্দ-ভবনে' আমার যাতায়াত ছিলো। নেহেরু পরিবারের বাসভবনে কাহিনী-নিবন্ধের অনেক ভালো উপকরণের সন্ধান পাওয়া যেতো। একদিন প্রধানমন্ত্রীর কন্যা আমায় বললো, 'জানেন, আমাদের বাবুর্চি বুধী রাশিয়ায় গিয়েছিলো পিসীর (শ্রীমতী বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিতের) সঙ্গে। সে রাশিয়ার অনেক গল্প জানে। বেশ ভালো একটা লেখার উপকরণ পাওয়া গেলো এতে ঃ "বাবুর্চি দেখে এলো রাশিয়া"।

আমি বুধীকে আমাদের বাড়িতে ডেকে নিয়ে এলাম একদিন। লম্বা আলাপ হলো তার সঙ্গে। সে অনেক মজার ঘটনার কথা শোনালো। তার সে অভিজ্ঞতার বর্ণনা অত্যন্ত সজীব ও কৌতূহলোদ্দীপক। এর কারণ, সে অত্যন্ত গরীব শ্রেণীর লোক এবং রাজনীতি সম্পর্কে একান্তই অজ্ঞ বলে রাজনীতির জটিলতা থেকে তার মন ছিলো মুক্ত। তার সাক্ষাৎকার

www.pathagar.com

নেওয়ার পর আমি যে কাহিনী-নিবন্ধটি লিখলাম তা আমার লেখা অন্যতম শ্রেষ্ঠ নিবন্ধ-কাহিনী।

নেহেরু যখনই এলাহাবাদে আসতেন আমি তখন তাঁর গতিবিধি লক্ষ্য করে আবেগধর্মী কাহিনী-নিবন্ধ তৈরির উপকরণ খুঁজতাম। একবার এলাহাবাদে 'আনন্দ-ভবনে' পৌঁছে বললেন, তিনি শুধু রাতটা এ শহরে কাটাবার জন্যে এসেছেন। সঙ্গে সঙ্গে কথাটা আমি লুফে নিলাম। আমার হবু কাহিনী-নিবন্ধের শিরোনাম দিলাম ঃ "শুধু রাতটা কাটাবার জন্যে"। তাঁর উপর আমি নজর রাখছি, তিনি বাড়ির চাকরদের সঙ্গে আলাপ করছেন, বাগানের ফুল তুলছেন, পুরোনো বন্ধুদের সঙ্গে গল্প করছেন, কখনো বা তাঁর নিজের ব্যক্তিগত কাগজপত্রে চোখ বুলিয়ে নিচ্ছেন। এসব উপাদানের সংমিশ্রণে আমার লেখা যখন ছাপা হলো সকলেই তা অত্যন্ত আগ্রহ সহকারে পড়লেন, আমি পাঠকমহলের প্রশংসা লাভ করলাম। কারণ, জনসাধারণ রাজনীতিক নেহেরুর চাইতে 'মানুষ' নেহেরু সম্পর্কে জানতে বিশেষ আগ্রহী।

কয়েক বছর আগে, বিখ্যাত মহিলা টেনিস খেলোয়াড় গাসী মর্‍যান এলাহাবাদে এক টেনিস প্রতিযোগিতায় খেলতে এলেন। সঙ্গে তাঁর বন্ধু প্যাট টডও এসেছেন। তাঁকে দেখার জন্যে বিপুল জন-সমাগম হলো। সাধারণ লোক কিন্তু গাসী মর্‍যান-এর টেনিস খেলার পারদর্শিতার জন্যে যতো না আগ্রহী ছিলো তার চাইতেও বেশি আগ্রহী ছিলো অন্য কারণে। কারণটা হচ্ছে এই, গাসী মর্‍যান লেসের তৈরি বেশবাস পরে থাকতেন বলে তাঁর একটি বিশেষ পরিচিতি ছিলো। যাহোক, অধিকাংশ সংবাদপত্রে কিন্তু তাঁকে টেনিস খেলোয়াড় হিসেবে প্রচার করা হতো। কিন্তু, তাঁকে টেনিস খেলোয়াড় হিসেবে না দেখে, একটি মেয়ে হিসেবে পর্যবেক্ষণ করা শুরু করলাম। আমি-আমার কাহিনী-নিবন্ধে তাঁর স্ত্রীসুলভ বৈশিষ্ট্যগুলো ধরে রাখলাম, ভারত সম্পর্কে তাঁর লেখা কবিতা তাঁর স্বকণ্ঠে আবৃত্তি করিয়ে নিলাম, তাঁকে মোটরযোগে বেড়াতে নিয়ে গেলাম।

আমি তাঁকে গঙ্গা-যমুনার সঙ্গমস্থলে নিয়ে গিয়ে উটের পাশে তাঁকে এবং ভারতে তাঁর মার্কিন বন্ধুটিকে উটের পিঠে বসিয়ে ছবি নিলাম। ছবিটা হলো অদ্ভুত ধরনের। পরে, গাসী শাড়ি কিনতে আমার সঙ্গে বাজারে গেলো এবং সে যখন ভারতীয় রেশমী শাড়ি বাছাই-এ ব্যস্ত, আমি তখন সেই দৃশ্যের একটা ছবি তুলে নিলাম। প্যাট এবং গাসী একত্রে আমার সঙ্গে 'আনন্দ-ভবনে' গেলো। দু'জনের একজন আবার মাথায় গান্ধী টুপিও পরেঁ নিলো। ঐতিহাসিক 'আনন্দ-ভবনে'র নিচে আমি তাঁদের ছবি নিলাম। মোটামুটি কাহিনী-নিবন্ধের জন্যে একটা সম্পূর্ণ নূতন বিষয়বস্তু গড়ে তুললাম। কাহিনীটি অত্যন্ত সাফল্য লাভ করেছিলো।

কাহিনী-নিবন্ধের শুরুতে এমন আকর্ষণীয় ভূমিকা লেখার চেষ্টা করা উচিত যাতে পাঠক-চিত্তে আলোড়ন ও কৌতূহল সৃষ্টি হয়। মাঝে মাঝে কৌতুককর মজাদার ঘটনা সন্নিবেশ বা নাটকীয়তা আরোপ করলেও এতে বেশ ভালো ফল দিতে পারে। কাহিনী-নিবন্ধের শুরু ও

www.pathagar.com

শেষ কি ভাবে করতে হবে — এ দুটোই সমান গুরুত্বপূর্ণ। অনেক সময় ছোট গল্প লেখার কৌশল কাহিনী-নিবন্ধ লেখার ক্ষেত্রেও খুব সাফল্যের সঙ্গে কাজে লাগানো যেতে পারে।

একজন দক্ষ কাহিনী-নিবন্ধকার তাঁর কাহিনীর শুরুতে ধীরেসুস্থে এগুতে পারেন, বর্ণনাও ধীরগতি হতে পারে এবং তা সত্ত্বেও তিনি এর উপরেই নির্মাণ করতে পারেন তার কাহিনীর সুরম্য প্রাসাদ এবং এভাবেই একে নিয়ে যেতে পারেন পরিণতি বা ক্লাইম্যাক্সের উত্তুঙ্গ শিখরে। এই পদ্ধতি পাঠকের মনোযোগ সব সময় চুম্বকের মতো আকর্ষণ করে রাখে এবং সব সময়ই পরবর্তী ঘটনা কি ঘটতে যাচ্ছে তা অনুমান করার গোলোক ধাঁধায় আটকে রাখে। অবশ্য এ পদ্ধতি নিঃসন্দেহে দুরূহ। এই পদ্ধতি প্রয়োগে শুধু একটা বিশেষ ধরনের নিবন্ধ রচনা সম্ভব। সকল সময়েই কাহিনী-নিবন্ধের শুরু ও শেষে উচ্ছ্বাসময় ও অলঙ্কারবহুল শব্দ ও ভাষা আরোপ করা ভালো।

সফল কাহিনী-নিবন্ধের রচনার সবচেয়ে জরুরী বিষয় হচ্ছে সুন্দর সূচনা ও বর্ণবহুল উপসংহার। কিন্তু যদি নিবন্ধ লেখা হয় তা হলে তার শেষে জোর করে শব্দ ও ভাষালঙ্কার আরোপ করতে যাওয়া নিষ্প্রয়োজন।

www.pathagar.com

৭

বিশেষ-সংবাদদাতা ও তাঁর কাজ

(SPECIAL CORRESPONDECE)

-- কৃষ্ণলাল শ্রীধরণী

বিশেষ-সংবাদদাতাগণ সংবাদপত্র জগতের অভিজাত সম্প্রদায় বলা চলে। কলেজ থেকে সদ্য ডিগ্রি নিয়ে বেরিয়ে আসা তরুণের দল 'চতুর্থ রাষ্ট্রের (fourth estate-এর)' সর্বাপেক্ষা আকর্ষণীয় 'মানুষ' হিসেবে সাংবাদিকতা পেশায় প্রবেশের জন্যে বিশেষভাবে আগ্রহী থাকেন ; সম্পাদকের পদও এ তুলনায় তাঁদের নিকট কম আকর্ষণীয়। আমাদের বর্তমান যুগে সম্পাদকগণ বরং এদিক দিয়ে অলক্ষ্যে থেকে যাচ্ছেন ; যদিও তাঁরা তাঁদের নিজ নিজ আসনে যথেষ্ট শক্তির অধিকারী। অন্যদিকে, বিশেষ সংবাদদাতারা সর্বত্রই বিশেষভাবে প্রচারিত বিশিষ্ট ; খবরের সঙ্গে তাঁর নামও প্রকাশিত হচ্ছে, খুব বড় বড় এবং আপাত 'মহাজন'দের সঙ্গে তাঁরা উঠাবসাও করছেন।

সাংবাদিকতা পেশার চাকচিক্য যা কিছু তার প্রায় সবটাই বিশেষ সাংবাদদাতাদের। অবশ্যই এটা মৌলিক সত্য হলেও এরই মধ্যে একটা বাস্তবতা নিহিত রয়েছে যে, ঐ চাকচিক্য তাঁদের কাজের জন্যে বড়জোর শতকরা একভাগের মতো প্রেরণা স্বরূপ, আর বাকী শতকরা ৯৯ ভাগই মাথার ঘাম পায়ে-ফেলা খাটুনী। কিন্তু তা সত্ত্বেও স্যার ফিলিপ্ গিবস্ (Sir Philip Gibbs)-এর ভাষায়, "সাংবাদিকতা পেশায় সবার থেকে মহান এবং সবচে' আনন্দদায়ক কাজ করে থাকেন বিশেষ-সংবাদদাতারা ; কারণ, তাঁরা অন্য লোকের বদৌলতে জীবনের অত্যন্ত মূল্যবান অনেক কিছু বিষয় সম্পর্কেই অভিজ্ঞতা লাভ করে থাকেন।"

যাহোক, সাংবাদিক-সম্প্রদায় থেকে, আসুন, আমাদের আকাঙ্ক্ষিত ব্যক্তিকে খুঁজে বের করি। ভারতে বিশেষ-সংবাদদাতার সংখ্যা খুবই কম, এমন কি বিরল বলা চলে। কারণ, সংবাদপত্রগুলো সংবাদ-সরবরাহ প্রতিষ্ঠানগুলোর উপর অতিমাত্রায় নির্ভরশীল। বিশেষ-সংবাদদাতাগণ আসেন প্রতিবেদকদের মধ্য থেকে। প্রতিবেদক হিসেবে প্রাথমিক অবস্থায় তাঁদেরকেও একদিন হয়তো খবর আবিষ্কারের সন্ধানে নিয়মিতভাবেই আদালত, অগ্নিনির্বাপন-কেন্দ্র, মুখ্য কমিশনারের কার্যালয় এবং সরকারি তথ্য-বিভাগে যেতে হয়েছে।

বিশেষ-সংবাদদাতা হিসেবে উন্নীত হওয়ার পর থেকে তাঁকে সংবাদ সংগ্রহের বিশেষ বিশেষ দায়িত্ব নিতে হয়। অবশ্য এ জন্যে তাঁর যথেষ্ট স্বাধীনতা ও আর্থিক সুযোগ-সুবিধা

www.pathagar.com

থাকে। বিশেষ-সংবাদদাতাগণ প্রায়ই সম্পাদকের নাগালের বাইরে থাকেন বলা চলে এবং সে কারণে, তিনি তাঁর আপন নিয়মের কক্ষপথে প্রদক্ষিণ করে থাকেন। সরকার ও সমাজ এঁদের সম্পর্কে বিশেষভাবেই সচেতন থাকেন। কারণ, এঁরা তাদের যেমন সেবা করতে পারেন, তেমনি তাদের নিয়ে হৈ-চৈ সৃষ্টিরও ক্ষমতা রাখেন।

ভারতীয় সংবিধান মার্কিন-সংবিধানের মতো না হলেও ভারতের সংবাদপত্রগুলোকে অন্যান্য শিল্প ও পেশা থেকে আলাদা মর্যাদা দিয়েছে এবং স্বাধীনতার নিশ্চয়তা দিয়েছে। সংবিধানের বদৌলতে একজন বিশেষ-সংবাদদাতা একজন পার্লামেন্ট সদস্যের অধিকার ও সুযোগ-সুবিধা ভোগ করে থাকেন। তিনি। বিভিন্ন অনুষ্ঠান ও সচিবালয়ে অবাধে প্রবেশ করতে পারেন। রেলপথে মাশুল-সংক্রান্ত বিশেষ সুবিধা লাভ করেন এবং বাসস্থানের সুবিধাও ভোগ করেন। তিনি প্রধানমন্ত্রীকে প্রশ্ন করতে পারেন এবং ঐ প্রশ্নের উত্তর পাওয়ার অধিকারও তাঁর রয়েছে। এসব কারণে জেমস্ গর্ডন বেনেট (James Gordon Bennet) একজন বিশেষ-সংবাদদাতাকে "অর্ধেক কূটনীতিবিদ ও অর্ধেক গোয়েন্দা" বলেছেন। একজন পার্লামেন্ট সদস্যের তুলনায় একজন বিশেষ-সংবাদদাতা অনেকটা স্বাধীন ; কারণ তাঁকে শুধু একটি রাজনৈতিক দলের নিকট অনুগত থাকতে হয় না বরং পুরো সমাজের নিকটই তিনি দায়িত্বশীল।

গণতন্ত্রে জনসাধারণ শুধু সকল বাস্তব সত্যই জানার অধিকারী নন, বরং জনস্বার্থ-সংক্রান্ত এবং শ্রেণীগত ও জাতীয় স্বার্থ সম্পর্কিত সকল বিষয়ে তাঁরা যাতে একটা সুষ্ঠু রায় দিতে পারেন সে জন্যে ঐসব বাস্তব তথ্যের বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার-বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যাও তাঁদের জানার অধিকার রয়েছে এবং এ কারণেই বিশেষ-সংবাদদাতার ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিশেষ-সংবাদদাতাই তাঁদের উল্লিখিত প্রয়োজনীয় উপকরণ যোগাতে পারেন। তাঁর কৃতকাজের বিশেষ গুরুত্বের দরুন কতিপয় দেশে বিশেষ-সংবাদদাতা জাতীয় কার্যনির্বাহের উঁচুমহলে অত্যন্ত উঁচু মর্যাদায় সমাসীন। বিশেষ-সংবাদদাতা কি ঘটেছে তা জানান। কিন্তু তার চাইতেও গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হচ্ছে এই যে, কি হতে চলেছে বা কি হতে পারে তার পূর্বাভাসও তিনি দেন। তিনি শুধু পূর্বাভাসই নয়, হুঁশিয়ারীও দিয়ে থাকেন। সংবাদ-পরিবেশক সংস্থাগুলো যেসব খবর দেন তিনি ঠিক সেই খবরও পরিবেশন করতে পারেন। তবে তাঁর প্রতিবেদনে তাঁর একটা স্বকীয়তা থাকে। তিনি, এমন কি, কোনো একটা বিষয়ে আগে থেকেই তাঁর মতামত দিতে পারেন।

ভারতের অনেক সংবাদপত্র আর্থিক অসচ্ছলতার জন্যে বিশেষ-সংবাদদাতা নিয়োগ করতে পারে না। তাঁরা সরকারি তথ্য-বিবরণী ও সংবাদ-প্রতিষ্ঠানের (news service-এর) উপর বিশেষভাবে নির্ভরশীল থাকেন। শোনা যায়, মফস্বলের ছোট ছোট পত্রিকা কর্তৃপক্ষ সংবাদ-প্রতিষ্ঠানের খবর ক্রয় এড়ানোর জন্যে আকাশবাণীর খবর তাড়াতাড়ি লিখে নিতে দক্ষ-সাঁট-লিপিকার নিয়োগ করে থাকেন। পত্রিকার সমস্যা প্রধানত আর্থিক অথচ বিশেষ-সংবাদদাতা নিয়োগ দারুণ ব্যয়সাপেক্ষ ব্যাপার।

www.pathagar.com

তবে, বিশেষ করে ভারতে বেতার সরকারের একচ্ছত্র নিয়ন্ত্রণাধীনে থাকায় এবং প্রচার-মাধ্যমটি কার্যত সরকারি প্রচার-মাধ্যম হওয়ায় বিশেষ-সংবাদদাতা একজন বেতার-প্রতিবেদক অথবা সংবাদ-প্রতিষ্ঠানের চেয়েও অনেক স্বাধীনভাবে কর্তব্য পালন করতে পারেন। তিনি ন্যায়ের সপক্ষে কথা বলতে পারেন, সংগ্রাম করতে পারেন। তিনি প্রশংসার মোহ ভেঙ্গে দিতে পারেন আবার পরম সুখ্যাতিও করতে পারেন ; কারণ তিনি যাই করুন, সম্পূর্ণ নিজ দায়িত্বে করেন। তিনি যে সংবাদ-প্রতিবেদন (despatch) পাঠান তার জন্যে তাঁকে দায়ি করা যায় এবং তিনি যেসব তথ্য পরিবেশন করে থাকেন সেগুলোকে যাচাই করেও নেওয়া যায়। এ কারণে, সম্পাদক কাগজের ভবিষ্যৎ গড়তে অন্যান্য গতানুগতিক সংবাদ-সূত্রের চেয়ে তাঁর উপরেই বেশি নির্ভর করেন।

ভারতে, সংবাদদাতাকে আরও একটা অতিরিক্ত কাজ করতে হয়। তিনি যে সংবাদ পাঠান তাঁর একটা ভূমিকাও লিখে দেন যা সংবাদ-প্রতিষ্ঠানের খবরে সাধারণত থাকে না। তাঁর লেখা ভূমিকা (intro) অনুচ্ছেদটি অংশত পুরো খবরের সংক্ষিপ্তসার, অংশত ভাষ্য। এর ফলে বার্তা-প্রতিষ্ঠান খাপছাড়া এবং ইতঃক্ষিপ্ত আকারে যে সংবাদ পাঠান তার চেয়ে বিশেষ-সংবাদদাতার পাঠানো খবর পাঠকের নিকট সহজবোধ্য হয়ে উঠে; সংবাদের পূর্ব-প্রসঙ্গে স্মরণ করার বিষয়ে কষ্ট করতে হয় না।

নেপথ্য-সংবাদদাতা এবং ভাষ্যকার

বিশেষ-সংবাদদাতা ক্ষুদ্রতর পরিসরে হলেও সংবাদ-ভাষ্যকারের কাজ করে থাকেন। তিনি সংবাদের নেপথ্য-কাহিনী খুঁজে বের করে এবং তা পরিবেশন করে তাঁর সংবাদ-কাহিনীর একটা সুঠাম চেহারা দেন। ফলে, তিনি যে ঘটনা বা ঘটনাবলী সম্পর্কে প্রতিবেদন তৈরি করেন তাকে গাছে ঝুলে থাকা ফলের সঙ্গে তুলনা করা চলে। কারণ, তার একটা স্বয়ংসম্পূর্ণ রূপ প্রবহমান জীবনশক্তি আছে — সেই জীবনরস সরবরাহকারী মাটির সঙ্গে সম্পর্ক আছে শিকড়ের মাধ্যমে। অথচ গাছের নিচে পড়ে থাকা ফলের তা নেই ; সে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন, মৃত। প্রকৃতপক্ষে, একজন সংবাদদাতার কাজই হচ্ছে একটি সংবাদখণ্ডের সকল বিচ্ছিন্ন তথ্যকে ফলসমৃদ্ধ গাছের মতো সুসমন্বিত ও সুগ্রথিত করা — তিনি হচ্ছেন তথ্যাদি সুসংযোজনের কেন্দ্রীয় চরিত্রবিশেষ। বিশেষ-সংবাদদাতার সাফল্য তাঁর ইতিহাস, অর্থনীতি, রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও সাহিত্য সম্পর্কিত বিষয়ে অভিজ্ঞতা ও পাণ্ডিত্যের উপর নির্ভরশীল। অন্তত সব বিষয়ে পারদর্শী না হলেও তাঁকে উল্লিখিত বিষয়ে বিভিন্ন প্রামাণ্য ও স্বীকৃত রচনাবলীর সঙ্গে পরিচিত থাকতে হবে।

বিশেষ-সংবাদদাতা, বার্তা-প্রতিষ্ঠানের সংবাদ-প্রতিবেদক, বেতারের বার্তা-প্রতিনিধি (অন্যান্য কয়েকটি দেশে বেতার-প্রতিনিধির ব্যাপারটা স্বতন্ত্র, কারণ সেখানে ব্যক্তিগত ও বেসরকারি মালিকানাধীন বেতার-সংস্থা রয়েছে এবং ঐসব সংস্থার ভাষ্যকারগণও বিশেষভাবে

www.pathagar.com

স্বাধীনচেতা) ও সরকারের সংবাদ-প্রতিনিধিদের থেকে স্বতন্ত্র। তাঁর লেখায়, বিশেষ করে, তাঁর স্বনামে প্রকাশিত প্রতিবেদনে বিশেষ-সংবাদদাতার ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য ফুটিয়ে তোলার উদার-স্বাধীনতা রয়েছে। বৃটিশ শাসিত ভারতে স্বনামে সংবাদ-প্রতিবেদন লেখার যে প্রতিবন্ধকতা ছিলো বা এ ব্যাপারে যে সংস্কার ছিলো আজকের ভারতে তা ধীরে ধীরে অপসারিত হচ্ছে।

ঘটনা বা ঘটনাবলীকে পুরোনো বিষয়ের সঙ্গে সম্পর্কিত করা ও তাদের ভবিষৎ ফলাফল সম্পর্কে পূর্বাভাস দেওয়া, বিশাল ঘটনা-প্রবাহে কোনো একটা বিশেষ ঘটনাকে সুসংযোজিত করে পাঠকের মনে একটা বিশেষ ধাঁচের ধারণা গড়ে তোলা সাধারণ বিদ্যাবুদ্ধি দিয়ে সম্ভব নয়। কারণ, একটা বিশেষ ধাঁচ বা শৈলী না থাকলে, কোনো ঘটনার বিবরণ হয়তো উত্তেজনার খোরাক হতে পারে, কিন্তু তাতে তাৎপর্য খুঁজে পাওয়া যাবে না।

বিশেষ-সংবাদদাতাকে কোনো নির্দিষ্ট স্তম্ভে লেখার অধিকারবিহীন কিন্তু বহুল উচ্চারিত বার্তা-কিলকের (news peg-এর) অধিকারী স্তম্ভকারের (columnist-এর) সঙ্গে তুলনা করা যায়। স্তম্ভকার শুধু একটি পত্রিকাতেই লিখতে পারেন। কিন্তু এসব সত্ত্বেও একজন বিশেষ-সংবাদদাতা একজন সত্যিকার স্তম্ভকারের মতো কোনো বিশেষ মতাবলম্বী, স্বাধীন চিন্তাধারার অধিকারী, কর্তৃত্বশীল হতে পারেন না। বিশেষ-সংবাদদাতা সংবাদ-প্রতিবেদন লিখতে গিয়ে তাঁর ভাষ্য দিতে পারেন — এ সম্বন্ধে তাঁর বিশেষ অধিকার রয়েছে ; কিন্তু স্তম্ভলেখকের মতো তিনি মতামত প্রকাশ করতে পারেন না। শুধু তাই নয়, স্তম্ভলেখক এমন মত প্রকাশ করতে পারেন যার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট পত্রিকার নীতিগত ব্যবধান রয়েছে। কিন্তু বিশেষ-সংবাদদাতার তেমন স্বাধীনতা নেই, পত্রিকার নীতির সীমিত পরিসরেই তাঁর তৎপরতা সীমিত থাকে।

পত্রিকার সদর দফতর থেকে প্রায়ই বিশেষ-সংবাদদাতাকে সম্পাদকীয় লেখার জন্য কৌশলগত সুবিধার দিকে লক্ষ্য রেখে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহের একটা সূচি তৈরি করে দেওয়ার জন্যে বলা হয়। বিশেষ-সংবাদদাতা যে শহরে কর্তব্য পালনে নিয়োজিত যদি সেই শহরেই তাঁর পত্রিকার সদর-দফতর থাকে তা হলে সেক্ষেত্রে তিনি শীর্ষ-সম্পাদকীয় (leader) লেখকদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করেন। লন্ডনে পত্রিকার কূটনৈতিক সংবাদদাতাগণও (Diplomatic correspondents-ও) ঠিক অনুরূপভাবে দায়িত্ব পালন করেন। শুধু সংবাদ-সংগ্রহই নয় বরং সংবাদপত্র-সংক্রান্ত খবরাখবরের সন্ধানও তাঁদের রাখতে হয়। 'দি হিন্দু' পত্রিকার নয়াদিল্লী প্রতিনিধি বি. শিব রাও (B. Shiva Rao)-এর মতো ব্যক্তি সাংবাদিক পরিচিতি ছাড়াও পত্রিকার সংযোগ রক্ষাকারী কর্মকর্তা হিসেবে কাজ করতেন। সম্পাদক তাঁর মতো প্রতিনিধিগণকে বলতেন আচরণগত সংবাদ-কাহিনী লিখতে যার উপর ভিত্তি করে পরবর্তীকালে সম্পাদকীয় অভিযান পরিচালনা করা যায়।

সাধারণত ভারতীয় সংবাদপত্রসমূহ নিজস্ব বিশেষ-সংবাদদাতাকে অন্য পত্রিকায় লেখার অনুমতি দেয় না। তবে বিদেশী সংবাদপত্র ও সাময়িকীতে তাঁরা লিখলে পত্রিকা কর্তৃপক্ষ তাতে তেমন আপত্তি তো করেনই না বরং এজন্যে তাঁরা গর্ববোধ করে থাকেন। 'দি টাইমস্

www.pathagar.com

অব ইন্ডিয়া' ও 'দি স্টেটসম্যান' পত্রিকার বহু সাংবাদিক-কর্মী বৃটিশ সংবাদপত্রের সঙ্গেও জড়িত। অন্যদিকে 'অমৃতবাজার-পত্রিকা' ও 'দি হিন্দু' পত্রিকার কর্মরত সাংবাদিকগণ মার্কিন সংবাদপত্রের প্রতিনিধিত্ব করেন। অবশ্য, পাশ্চাত্যের সংবাদপত্রগুলো যতোদূর সম্ভব তাদের নিজ দেশের নাগরিকগণকে প্রতিনিধি নিয়োগ করে ; তাদের বিবেচনায়, ভারতীয়রা খুব কমই তাদের 'চাহিদা' 'পূরণের যোগ্যতা রাখেন। পক্ষান্তরে, 'দি হিন্দুস্তান টাইমস্' কায়রো, লন্ডন ও নিউইয়র্কের মতো গুরুত্বপূর্ণ বিশ্বসংবাদকেন্দ্রে বৃটিশ ও মার্কিন সাংবাদিকগণকে বিশেষ প্রতিনিধি হিসেবে নিয়োগ করে।

কর্মরত সাংবাদিকগণের মধ্যে পূর্ণাঙ্গ ও প্রকৃত সংবাদ তথা বিভিন্ন বাস্তব তথ্যের সাহসিকতাপূর্ণ পরিবেশনের দিকে একটা ক্রমপ্রবণতা পরিলক্ষিত হচ্ছে। অবশ্য একই সঙ্গে এ কথাও ঠিক যে, একটা বিশেষ দৃষ্টিকোণ থেকে লেখা উজ্জ্বল (brilliantined) সংবাদ-কাহিনীর জন্যে পাঠক-সাধারণের উল্লিখিত রুচির জন্য বিশেষ-সংবাদদাতাগণ তাঁদের ঘনিষ্ঠ আছেন এখনও। এজন্যে বিশেষ-সংবাদদাতাগণ তাঁদের অন্যান্য সহকর্মীদের ঈর্ষার পাত্র। কারণ, তাঁদেরকে কতকগুলো বাস্তব তথ্যের গৎবাধা (prosaic) বয়ানের মধ্যেই তৎপরতা সীমিত রাখতে হয়। কিন্তু পাঠকগণ এই নীরস বয়ানে মোটেই আগ্রহী নন, তাঁরা এর অন্তর্নিহিত তাৎপর্য জানতেই উৎসুক বেশি। এটা বিশেষ করে, এই জটিল প্রযুক্তিতান্ত্রিক যুগে বেশি করে প্রযোজ্য। কারণ, এ যুগে কোনো একটা বিশেষ বিষয় বুঝতে হলে জটিল বর্ণনা বা ভাষার সঙ্গে মোটামুটি পরিচয় থাকতে হয়।

পাঠক-সাধারণ তাঁদের ও বিশেষজ্ঞদের মধ্যে ভাব-বিনিময়ের জন্যে একটা মাধ্যম চান এবং বিশেষভাবে লিখিত রচনা ঐ মাধ্যমের প্রয়োজন মেটায়। বিশেষ-সংবাদদাতাকে অবশ্যই বস্তুনিষ্ঠ হতে হয় কিন্তু তাই বলে তাঁর মধ্যে নৈতিক মূল্যবোধ বা বিশ্বাসের লেশমাত্র থাকবে না তা নয়। তাঁকে বৈরী মতামতকে ঠাণ্ডা মাথায় গ্রহণ করতে হবে এবং তাঁর লেখা সংবাদ-কাহিনীর জন্যে প্রয়োজন হলে ঐ বৈরী মতকে অন্তর্ভুক্ত করার মতো মানসিকতাও রাখতে হবে। যা তাঁর নিকট যথার্থ মনে হয় সে রকম মতামত পরিবেশনের বেলায় পলায়নী মানসিকতা নেওয়ার দরকার নেই।

আজকের ভারতে বিশেষ-সংবাদদাতাগণের নামাঙ্কিত যা কিছু সংবাদপত্রে প্রকাশিত হচ্ছে তাতে যথার্থ কোনো-কিছু খুব কমই থাকে, এ অবস্থার জন্যে তাঁদের পূর্বসুরিরাই দায়ি। কেন না, তাঁরা এ সম্বন্ধে যথোচিত দৃষ্টান্ত রাখতে পারেন নি। এ ক্ষেত্রে বিশেষ কয়েকজন কৃতি ব্যক্তির কথা বিবেচনায় রেখেও এ কথা ঐতিহাসিক বাস্তবতা বলে উল্লেখ করতে হয় যে, আজ ভারতে প্রবীণ সাংবাদিকদের মধ্যে যে কয়জন খ্যাতির শীর্ষে রয়েছেন তাঁদেরও সাংবাদিকতা-জীবনের শুরু হয়েছিলো দৈনিক সংবাদপত্র ও বার্তা-প্রতিষ্ঠানে ইংরেজি কর্মকর্তাদের সাঁটলিপিকার-প্রতিবেদক (stenographer-reporter) হিসেবে। তাঁদের একমাত্র পুঁজি ছিলো সাঁটলিপিকার ও মুদ্রাক্ষরিক হিসেবে পারদর্শিতা ; লেখা ও ভাষ্যরচনায় তেমন দক্ষতা তাঁদের ছিলো না। যাঁরা সাফল্য, ব্যর্থতা, অপরিসীম অধ্যবসায় নিয়ে এবং রাজনৈতিক পট-পরিবর্তনের কারণে জীবনের সকল স্তরে ইংরেজ ও অ্যাংলো-ইন্ডিয়ানদের

www.pathagar.com

স্থলাভিষিক্ত হওয়ার সুযোগে ভাগ্য পরিবর্তনের দরুন উন্নতির শীর্ষে প্রতিষ্ঠিত হন তা কৃতিত্বের বিষয়। কিন্তু বিশেষ-সংবাদদাতার কর্তব্য পালনের যে ধাঁচ তাঁরা তৈরি করেন তার ফলে বহু ব্যবস্থাপক সম্পাদক (managing editor) প্রকাশদক্ষ ও উপযুক্ত শিক্ষাগত যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তিদেরকে সাংবাদিকতা পেশায় গ্রহণ করার ক্রমবর্ধমান চাহিদা উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হন।

যুক্তরাষ্ট্র এবং যুক্তরাজ্যের সংবাদপত্র-মহল যতোটা তাড়াতাড়ি উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছে ততোটা শীঘ্র ভারতীয় সংবাদপত্রসমূহ বুঝতে পারে নি বা পারছে না যে সাঁটলিপিকার-প্রতিবেদকের দিন শেষ হয়ে গেছে। কারণ, আমাদের দেশে একবার একটা জিনিস ঐতিহ্য হিসেবে চালু হলে আর সহজে তা অচল হয় না। ভারত সরকারের সদর দফতরে বিভিন্ন পত্রিকার এমন বেশ কিছু বিশেষ-প্রতিনিধি নিয়োজিত রয়েছেন যাঁদের কাজ-কর্ম এখনও পর্যন্ত রুটিন-বাঁধা গতানুগতিক। অবশ্য কিছু অনন্য ব্যতিক্রমও রয়েছে গতানুগতিক দায়িত্ব পালনরত বিশেষ প্রতিনিধিরা বার্তা-প্রতিষ্ঠানের অনুসরণে বক্তৃতাসমূহ ও স্থানিক-সংবাদ (spot-news) পাঠিয়ে থাকেন। এ ধরনের প্রতিবেদন প্রকৃতপক্ষে এমন এক প্রকার অনুলিপি (duplication) যা বিশেষভাবে সংবাদ-পরিবেশনকে নির্বিশেষ (non special) ও আকর্ষণবিহীন করে তোলে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মতো দেশে বক্তৃতাবলী হুবহু নকল করে নেওয়ার জন্যে বিশেষ এক শ্রেণীর কর্মী আছেন। বিশেষ-সংবাদদাতা তাঁদের দেওয়া এ বক্তৃতাবলী নিয়ে স্বাধীনভাবে নেপথ্য-তথ্যাদির সংযোজন ও একটা বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গী আরোপের মাধ্যমে সংবাদ-কাহিনীটিকে সজীব, অনন্য ও কেন্দ্রীভূত করে তোলেন। আজকের যুগে সবাই যখন নিজেকে জাহির করতে ব্যস্ত তখন একক-সংবাদ (scoop-news) কাহিনী নয় বরং কাহিনী-পরিবেশনের ব্যতিক্রমধর্মিতাই অগ্রগণ্য। একজন বিশেষ-সংবাদদাতাকে কিছুটা গল্প-কথকের (story teller-এর) মতো এবং প্রায় একজন হতাশাগ্রস্ত ঔপন্যাসিকের মতো হতে হবে, যাঁর মধ্যে নিহিত থাকবে জোরালো বর্ণনা-প্রতিভা। তিনি এই প্রতিভাবলে পাঠকের মনে এমন প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করবেন যাঁর ফলে ঐ পাঠক নিজেকে ঐ কাহিনীর একজন প্রত্যক্ষদর্শী বা চরিত্র হিসেবে মনে করবেন। কি বলা হয়েছে বা কি ঘটেছে তার বর্ণনা দিয়েই তিনি দায়িত্ব শেষ-করেন না। তার চাইতে আরও কিছু তাঁকে করতে হয়। তিনি পুরো দৃশ্যের একটা নিখুঁত মহড়া দিয়ে থাকেন।

তবে যাঁর গল্প-বর্ণনা করার ক্ষমতা অত্যন্ত চমৎকার তাঁকে যদি পরিপূর্ণ সাফল্য লাভ করতে হয়, তবে তাঁর কাজের তত্ত্বাবধান করার জন্যে পত্রিকার সদর-দফতরের সৃষ্টিধর্মী সম্পাদকের অস্তিত্ব থাকাও প্রয়োজন। তিনি যে-কাহিনী লিখলেন তা কেমন লিখলেন এবং কিভাবে তা ছাপা হলো ও কেমন ছাপা হলো তার ওপর কাহিনীর সাফল্য নির্ভরশীল। আমাদের দেশের অনেক সম্পাদকই এখনো বুঝে উঠতে পারেন নি যে সংবাদ-প্রতিষ্ঠানের দেওয়া কোনো খবরের বিপুল বিস্তারিত বিবরণ প্রথম পাতায় (front page-এ) ছাপার চাইতে তাদের বিশেষ-সংবাদদাতার পাঠানো ঐ সংবাদের কয়েকটি বর্ণনা ও ভাষ্যমূলক

www.pathagar.com

অনুচ্ছেদ ছাপানো অনেক বেশি শ্রেয়। এমন কি, দেখা যায়, প্রতিদ্বন্দ্বী কাগজগুলোও একই ভুলের পুনরাবৃত্তি করছে ; তারাও খবরের সবচাইতে উজ্জ্বল কেন্দ্রবিন্দুটির প্রতি অবহেলা করে 'বিশ্বস্ততা'র প্রতি গুরুত্ব আরোপ করছে।

যেসব পত্রিকার বিশেষ-সংবাদদাতা নিয়োগ করার ক্ষমতা আছে ঐসব সংবাদপত্রেও সংবাদ-প্রতিষ্ঠান পরিবেশিত খবরগুলো ভিতরের পাতায় (inside page-এ) দেওয়া হয় প্রথম পাতার নিজস্ব খবরের পরিশিষ্ট হিসেবে। 'দি নিউইয়র্ক টাইমস্' পত্রিকার সদর-দফতরের বাইরে অন্যান্য পত্রিকার তুলনায় সবচে' বেশি সংবাদদাতা (৪০০) নিয়োজিত রয়েছেন। তাঁরা রোজ কমপক্ষে ১০ লক্ষ শব্দের সংবাদ পত্রিকার সদর-দফতরে পাঠিয়ে থাকেন। 'দি নিউইয়র্ক টাইমস্' পত্রিকা এর মধ্যে ১,২৫,০০০ শব্দ কাজে লাগাতে পারেন এবং বার্তা-প্রতিষ্ঠান পরিবেশিত একই খবর থাকলে তা বাদ দিয়ে নিজস্ব বিশেষ-সংবাদদাতার খবরই পরিবেশন করে থাকে। সংবাদ-প্রতিষ্ঠানকে বহু বিরোধী মতাবলম্বী গ্রাহক-পত্রিকার চাহিদা মেটাতে হয় এবং সে জন্যে স্বভাবতঃই বারোয়ারী ধরনের সকলের উপযোগী সংবাদ পরিবেশন করতে হয়। বিশেষ-সংবাদদাতা তাঁর সংবাদপত্রের ব্যক্তিত্ব পরিস্ফুটনের দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং ঐ পত্রিকায় তাঁর নিজের ব্যক্তিত্ব আরোপ করেন।

বিশেষ প্রতিনিধি

প্রতিবেদক, সম্পাদক, বার্তা-প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি, বেতার-ভাষ্যকার এবং স্তম্ভকারের সঙ্গে বিশেষ-সংবাদদাতার পার্থক্য আলোচিত হয়েছে। আমরা দেখেছি বিশেষ-সংবাদদাতার বিশেষত্ব কোথায়। কিন্তু এ পর্যন্ত আমরা যে চিত্র পেয়েছি তা বিশেষ-সংবাদদাতার সমষ্টিগত ছবি এবং এ কথা জেনেছি যে, বুদ্ধিমত্তাই বিশেষ-সংবাদদাতাদের অন্যতম সম্পদ। এখন আমাদেরকে বিশেষ-সংবাদদাতাদের শ্রেণী-বিভাগ সম্পর্কে অবহিত হতে হবে।

ভারতে 'বিশেষ-প্রতিনিধি (special representative)' শ্রেণীর বিশেষ-সংবাদদাতাদের অস্তিত্ব একরকম ঐতিহ্যগত বলা চলে। ১৮৯৯ সালে লর্ড কার্জনের (Lord Curzon-এর) সময় থেকে ভারতের রাজধানী গরমকালে যখনই কোলকাতা থেকে সিমলায় সরিয়ে নেওয়া হতো, তখনই নেতৃত্ব-স্থানীয় সংবাদপত্রগুলো ফ্যাসন হিসেবে সিমলাতে উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন ও প্রভাবশালী বিশেষ-প্রতিনিধি নিয়োগ করতো।

তখন দিল্লী অঞ্চলে তেমন কোনো প্রভাবশালী দৈনিক পত্রিকা ছিলো না ; সবচেয়ে কাছাকাছি অঞ্চল বলতে লাহোর থেকেই 'সিভিল অ্যান্ড মিলিটারি গেজেট' নামে একটি দৈনিক পত্রিকা প্রকাশিত হতো। এ কারণেই প্রকৃতপক্ষে সিমলায় বিশেষ-প্রতিনিধি নিয়োজিত রাখার প্রথা গড়ে উঠে। মাদ্রাজ, বোম্বাই ও কোলকাতা থেকে প্রকাশিত প্রভাবশালী পত্রিকাগুলো ভারত সরকারের সদর-দফতরে কেবল 'সংবাদ-সন্ধানী (news-hounds)' নিয়োগ করতেন তা নয় বরং সেখানে তাঁদের 'দূত' হিসেবেও 'বিশেষ-সংবাদদাতাদেরকে

www.pathagar.com

নিয়োজিত করতেন। সরকারের ভেতরের খবর ছাড়াও পত্রিকাগুলো বিশেষ-প্রতিনিধিদের মাধ্যমে সরকারের পোষকতা ও সুযোগ-সুবিধা আদয়ের ব্যাপারে আলা-আলোচনা করতেন।

তাই বৃটিশ রাজ-প্রতিনিধির ভবনে যেসব ব্যক্তির সহজ যাওয়া-আসা ছিলো বা সন্ধ্যার আসর জমাবার মতো যাঁরা মিশুক ছিলেন বিশেষ-প্রতিনিধি পদে নিয়োগের জন্যে তাঁদেরকে খোঁজ হতো। এলাহাবাদের 'পাইওনিয়ার' পত্রিকার বিশেষ-প্রতিনিধি হাওয়ার্ড হ্যানসম্যান (Howard Hansman) ছিলেন এমনি ধরনের বিশেষ যোগ্যতাসম্পন্ন লোক। তিনি তখনকার শাসকশ্রেণীর ব্যক্তিদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে ওঠাবসা ও তাঁদের একান্ত-সাক্ষাৎকার (exclusive interview) নেওয়ার বিষয়ে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন। তখন বিশেষ সাংবাদিকদের সবাই ছিলেন ইংরেজ। এ প্রসঙ্গে 'দি ইংলিশম্যান' পত্রিকার স্যার এডওয়ার্ড জে. বাক (Sir Edward J. Buck), 'দি স্টেটস্‌ম্যান'-এর এভেরার্ড কোটস্‌ (Everard Coates) এবং 'ইন্ডিয়ান ডেলী নিউজ'-এর ডাল্লাস (Dallas)-এর নাম উল্লেখ করা যেতে পারে। বৃটিশ রাজ-প্রতিনিধির বাসভবনে অবাধ প্রবেশাধিকার বিশেষ-প্রতিনিধির সবচেয়ে বড় যোগ্যতা ছিলো এবং ইংরেজরাই শুধু সেখানে যেতে পারতেন। (বিশেষ প্রতিনিধি হিসেবে প্রথম ভারতীয়দের মধ্যে কে. সি. রায় এবং ইউ. এন. সেন-এর নাম উল্লেখ করা যেতে পারে।) পরবর্তীকালে আমরা প্রভাব বিস্তারকারী যে 'লবী' মহল গড়ে উঠতে দেখেছি বিশেষ-প্রতিনিধিগণ তেমনি ধরনের প্রভাব সৃষ্টিকারী ব্যক্তিবর্গ ও একই সঙ্গে সংবাদ-সংগ্রাহক হিসেবে কাজ করতেন। তাঁদের এক কর্তাব্যক্তির সঙ্গে সাক্ষাৎকার আরও অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সঙ্গে সাক্ষাতের সুযোগ করে দিতো এবং সেই সঙ্গে সামাজিক দিক থেকে জনসাধারণ অনেকটাই লাভবান হতেন। আরও একটা বিষয় বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, সরকারের সদর-দফতরে বিশেষ প্রতিনিধিগণ আংশিকভাবে ব্যবসায় প্রতিনিধির কাজও করে থাকেন ; কারণ সেখান থেকেই কাগজের জন্যে নিউজপ্রিন্ট বরাদ্দের বিষয়টি নিয়ন্ত্রণ করা হয়। তাছাড়া সরকারি প্রশাসন দেশের সর্বাপেক্ষা বড় বিজ্ঞাপন দাতাও বটে।

আমরা ভারত সরকারের সদর-দফতরে নিয়োজিত যাঁদেরকে 'বিশেষ-প্রতিনিধি' বলি তাঁরা লন্ডনে 'কূটনৈতিক সংবাদদাতা' এবং ওয়াশিংটনে 'জাতীয়-সংবাদদাতা' (national correspondent) নামে পরিচিত। দৃষ্টান্ত হিসেবে বলা যায়, জেমস্‌ বি. রেস্টন (James B. Reston) 'দি নিউইয়র্ক টাইমস্‌' পত্রিকার ওয়াশিংটনস্থ ব্যুরো-প্রধান। ব্যুরোতে ১৮ জন প্রতিবেদক নিয়োজিত রয়েছেন। রেস্টন যে বেতন পান তা মহারাজার বিপুল ভাতার সমান বলা চলে এবং তিনি অত্যন্ত উচ্চ সম্মানের অধিকারী। তিনি যে-কোনো লোকের সঙ্গে টেলিফোনে আলাপ করতে পারেন। তাঁর মতো জাতীয়-সংবাদদাতাগণ একটি বিশেষ পরিস্থিতির সামগ্রিক তাৎপর্য সম্বন্ধে জানাবেন — সবার আগে সেটিই তাঁর নিকট থেকে আশা করা হয়ে থাকে।

যেসব সংবাদপত্র এ ধরনের বিশেষ সংবাদ-প্রতিনিধি নিয়োগ করতে পারেন না সেসব সংবাদপত্রে সংবাদ-পুনর্লিখনের জন্যে একদল কর্মী থাকেন। তাঁরা সংবাদের সময়রেখা (date-line) রাজধানীরই দিয়ে থাকেন, কিন্তু তাঁদের 'একান্ত সংবাদ-কাহিনী (exclusive news-

www.pathagar.com

story)' সম্পাদকীয় অফিসেই তৈরি হয়। অবশ্য ভারতের কিছু সংবাদপত্র সরকারি তথ্য-বিবরণীগুলোর শিরোনাম নূতন করে লিখে দেওয়ার প্রয়োজন বোধ করেন না।

সম্পাদকীয় সদর-দফতর থেকে দূরে অবস্থিত সরকারের সদর-দফতরে নিয়োজিত থাকলে বিশেষ-সংবাদদাতাগণ বিশেষ-প্রতিনিধি হিসেবে অভিহিত হন। আবার দেশের বাইরে বিদেশে দায়িত্ব দেওয়া হলে কিংবা জাতিসংঘের মতো আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানে নিয়োগ করা হলে তাঁকে বলা হয় বৈদেশিক সংবাদদাতা (foreign correspondent)। একইভাবে, তিনি যুদ্ধক্ষেত্র বা সংঘর্ষসঙ্কুল এলাকায় নিয়োজিত থাকলে হন সমর-সংবাদদাতা (war correspondent)। আসলে মূলত তিনি বিশেষ-সংবাদদাতাই, অবস্থানভেদে তাঁর পরিচয় ঈষৎ পরিবর্তিত হয় মাত্র। বিশেষ-প্রতিনিধি তাঁর সম্পাদকের নিকট থেকে যতো দূরে থাকেন ততোই তাঁর প্রভাব-প্রতিপত্তি ও ব্যয় বৃদ্ধি পায়। বিশেষ-সংবাদদাতা বহু গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় তাঁর কাগজের প্রতিনিধিত্ব করে থাকেন এবং অধিকাংশ সময়ই গুরুত্বপূর্ণ স্থানের কাছাকাছিই অবস্থান করেন। তিনি প্রকৃতপক্ষে চলতি ইতিহাসের সার্বক্ষণিক সাক্ষী এবং এরই কোনো এক মুহূর্তে তিনি ইতিহাসের স্রষ্টা হয়ে যান। ১৯৩০ সালে জর্জ স্লোকোম্বে (George Slocombe) এমনি এক ইতিহাস-স্রষ্টা হয়ে যান। ঐ সময়ে তিনি ভারতে বৃটিশ রাজ-প্রতিনিধির আশীর্বাদপুষ্ট হয়ে মহাত্মা গান্ধীর সাক্ষাৎ গ্রহণ করে সারা বিশ্বের নিকট অনন্য সংবাদ প্রচার করেন যে, 'স্বাধীনতা-সারবস্তু' দেওয়া হলে ভারতীয় নেতৃবৃন্দ সন্তুষ্ট হবেন। ভারতীয় নেতাদের এই প্রস্তাবের দরুন তাঁদের সঙ্গে বৃটিশ সরকারের আরও আলোচনা ও আপোষ-মীমাংসা সম্ভব হয়ে উঠে। এ ধরনের বিশেষ-প্রতিনিধিগণই আধুনিক আবিষ্কারক, জটিলতার আবর্তে সন্ধানী নায়ক। তাঁরা এক কথায় কূটনীতিকগণের সমকক্ষ বিশ্বনাগরিক।

আলোচনার শেষে 'বিশেষ' ধরনের বিশেষ-সংবাদদাতাদের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। তাঁদের সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে শ্রম, রণকৌশল, অর্থনীতি বা বিজ্ঞানের মতো বিষয়ে সীমিত থাকে এবং তাঁরা সাধারণত এর যে কোনোটির সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি। এ ধরনের বিশেষ-সংবাদদাতার অস্তিত্ব ভারতে না থাকলেও, তাঁদের বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। বিশেষজ্ঞদের জটিল মতবাদ ও বিজ্ঞানের জটিল আবিষ্কারকে জনসাধারণের নিকট সহজবোধ্য করে প্রচার করার কৌশল ভারতে এখনও বিকাশলাভ করেনি।

সংবাদদাতাগণের গুণগত বৈশিষ্ট্যাবলী

বিশেষ-সংবাদদাতা উঁচু ক্ষমতা ও প্রভাবসম্পন্ন বলে তাঁদের দায়িত্ব-কর্তব্য যাই হোক না কেন, স্বাভাবিকভাবেই উঁচু মহল থেকে তাঁদের নিকট নানাভাবে প্রলোভন আসে এবং এ কারণেই, ঐ বিশেষ-সংবাদদাতার কি ধরনের গুণগত বৈশিষ্ট্য থাকা উচিত তা বিচার করে দেখা দরকার তার বিভিন্ন পর্যায়ে ব্যাপক যোগাযোগ থাকতে হবে। সকল পর্যায়ে বন্ধু থাকতে হবে, সকলের আস্থা তাঁকে অর্জন করতে হবে। তাঁকে কোনো অবস্থাতেই বিশ্বাসভঙ্গ করলে চলবে না, কেননা এটিই তাঁর প্রথম চারিত্রিক গুণ। তিনি যদি এক বা দুজন

www.pathagar.com

কর্তাব্যক্তির আস্থাভাজন থাকেন তা হলেও ভালো। কিন্তু এ কাজটি তাঁর ব্লেড বা তলোয়ারের তীক্ষ্ম ধারের উপর দিয়ে হাঁটার মতোই দুরূহ। কখনো কখনো দেখা যায়, বড় বড় ক্ষমতাশালী কর্তাব্যক্তিগণ বিশেষ-সংবাদদাতাকে তাঁর স্বার্থসিদ্ধির হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করতে চান। তাঁকে এ সম্বন্ধে বিশেষ সতর্ক থাকতে হবে এবং কারুর গোপন তথ্য গোপনীয়তা রক্ষার প্রতিশ্রুতি দিয়ে গ্রহণ করার ব্যাপারে বিচার-বিবেচনা করে দেখতে হবে। মাঝে মাঝে হয়তো এ রকম ব্যাপার ঘটতে পারে ঃ

প্রভাবশালী কর্তাব্যক্তি ঃ "দেখুন, বিষয়টি খুবই গোপন, আপনি-আমি ছাড়া কাকপক্ষী জানলে চলবে না, সম্পূর্ণ চেপে যেতে হবে, আপনি বিষয়টি আর কাউকে বলবেন না, এই প্রতিশ্রুতি দিতে হবে।"

বিশেষ-সংবাদদাতা ঃ "ক্ষমা করবেন, স্যার বিষয়টি যখন এতোই গোপন তখন আমাকে বরং রেহাই দিন।"

এ ধরনের আত্ম-নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা ও সাহসের দরকার প্রায়ই হবে। কয়েক ক্ষেত্রে গোপন তথ্য বেশ মূল্যবান হতে পারে এবং তা জেনে নিতে হবে ; কিন্তু অন্য কয়েক ক্ষেত্রে এ ব্যাপারে বিশেষ-সংবাদদাতাকে গোপন তথ্য সরবরাহ করার প্রস্তাব দৃঢ়চিত্তে খোলাখুলিভাবে বলতে পারতে হবে ঃ "দয়া করে আপনার গোপন তথ্য আমার কাছে ফাঁস করবেন না, কারণ এ ক্ষেত্রে আমি গোপনীয়তা রক্ষা করার প্রতিশ্রুতি দিতে পারছি না।" বহু ক্ষেত্রেই বিশেষ-সংবাদদাতার তথাকথিত "গোপন তথ্য" আগে থেকে জানা থাকতে পারে। আর যদি জানা না থাকে তা হলে অন্তত শতকরা ৯০টি ক্ষেত্রে বিশেষ-সংবাদদাতা ঐ গোপন তথ্যটি অন্য সূত্র থেকে জানতে পারবেন। এর কারণ, কর্মকর্তারা হাজার হলেও মানুষ এবং তাঁদের অনেকেই আত্মপ্রচারের জন্যে বিশেষভাবে আগ্রহী। এ জন্যে প্রতিদ্বন্দ্বী সংবাদদাতা যেখানে অন্য কোনো মহল থেকে ঐ গোপন তথ্যটি জেনে নিয়ে একক-সংবাদ (scoop) তৈরি করতে পারেন সে ক্ষেত্রে বিশেষ-সংবাদদাতার পক্ষে ঐ একই সংবাদ শর্তসাপেক্ষে গ্রহণ করা সমীচীন হবে না। সংবাদ-সূত্র (news source) যতো গুরুত্বপূর্ণই হোক না কেন তিনি যাতে প্রচার-প্রতিনিধি (publicity agent) না হয়ে পড়েন তার বিরুদ্ধে তাঁকে সতর্ক থাকতে হবে।

বিশেষ-সংবাদদাতা জনগণের নিকটই সবচাইতে বেশি দায়িত্বশীল, ব্যক্তির নিকট তাঁর দায়িত্বশীলতা স্বভাবত গৌণ হবে। বিশেষ-সংবাদদাতার যেসব জরুরী গুণ থাকতে হবে সেগুলো হচ্ছে ঃ

(১) সরকারি সূত্র, বিরোধী রাজনৈতিক মহল দূতাবাস, সহকর্মী সংবাদ-প্রতিবেদক, একান্ত সচিব এবং এক বা দুজন উচ্চপদস্থ ও প্রভাবশালী ব্যক্তির সঙ্গে ব্যাপক যোগাযোগ থাকতে হবে।

(২) গোপনীয়তা রক্ষার সামর্থ্য থাকতে হবে।

(৩) মাঝে মাঝে শর্তসাপেক্ষ গোপন তথ্য গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানানোর মতো সাহস দেখাতে হবে। গোপনীয়তা রক্ষা করতে দায়িত্ববদ্ধ হতে হবে এবং কিছু জানা এড়াতে হবে।

www.pathagar.com

(৪) সমাজ ও মানবিক-বিজ্ঞানে প্রাক-প্রশিক্ষণের ভিত্তিতে গবেষণাধর্মী মন থাকতে হবে। বাস্তব তথ্য জানার জন্যে অনুসন্ধিৎসু মন থাকতে হবে।

(৫) নিষিদ্ধ এলাকায় সফরের জন্যে তাক লাগিয়ে দিয়ে উদ্দেশ্য সিদ্ধির বুদ্ধি থাকতে হবে।

(৬) অন্য লোকজন যাতে আলাপ করতে উৎসাহিত হয় এমন আলাপ করার কৌশল রপ্ত থাকতে হবে এবং নিজেকেও একজন উৎসাহী আলাপী হতে হবে।

(৭) লোকের সঙ্গে মেলামেশা করার এবং যে-কোনো প্রতিকূল অবস্থার সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে নেওয়ার যোগ্যতা থাকতে হবে। মুখে বন্ধুসুলভ হাসি টেনে রাখতে হবে ; কারণ এর ফলে 'মানব-আবেদনধর্মী' তথ্যাদি জানা সহজ হয়।

(৮) শারীরিক সামর্থ ও নৈতিক সাহস। মাঝে মাঝে বিশেষ ক্ষেত্রে বিনিদ্র সময় কাটাতে হবে।

(৯) মানবিক ও সার্বজনীন তৎপরতা, সৌন্দর্যবোধ ও জীবন সম্পর্কে প্রাণবন্ত বিচার-বিশ্লেষণের সামর্থ থাকতে হবে।

(১০) কল্পনাশক্তি এবং সহজ ও উজ্জ্বল রীতির প্রকাশভঙ্গী থাকতে হবে।

বৈদেশিক সংবাদদাতাগণের আরও কিছু অত্যাবশ্যক গুণাবলী থাকা প্রয়োজন। তাঁরা সংবাদপত্র বা প্রতিষ্ঠানের দূতবিশেষ এবং তাঁরা অনুধাবন না করলেও, বৈদেশিক সংবাদদাতারা যুদ্ধ বা শান্তি – যে কোনো সময়েই হোক না কেন একটা ভূমিকা পালন করেন। তাঁদের নিম্নলিখিত গুণাবলীর অধিকারী হতে হবে ঃ

(১) বিদেশী ভাষায় জ্ঞান থাকতে হবে। (ভারতে ইংরেজি ছাড়াও ফরাসি ও জার্মান দ্বিতীয় ভাষা হিসেবে প্রচলিত। তবে রুশ, চীন এবং স্পেনীয় ভাষা-জ্ঞান কূটনীতির মতো সাংবাদিকতার ক্ষেত্রেও সাফল্য লাভের সহায়ক)।

(২) চিত্রময় বর্ণনার প্রতিভা থাকতে হবে।

(৩) বৈদেশিক সংবাদদাতার জ্ঞান থাকতে হবে যে, কতকগুলো আন্তর্জাতিক সমস্যা ও বিরোধ আছে যেগুলোর আশু ও সহজ সমাধান নেই এবং বিবাদ এমন দুই পক্ষের মধ্যে হতে পারে যাদের উভয়ের দাবির যথার্থতা আছে অথচ এক পক্ষের দেশপ্রেমমূলক কার্যকলাপ যুক্তিসঙ্গত হলেও তা সব সময় ন্যায়সঙ্গত নয়।

বৈদেশিক সংবাদদাতাকে মাঝে মাঝে দারুণ কঠিন দায়িত্ব দেওয়া হয়ে থাকে। বিশেষ করে 'নিউ স্টেটসম্যন এন্ড নেশান' (লন্ডন) এবং ওয়াশিংটনের 'নিউ রিপাবলিক' পত্রিকা কর্তৃপক্ষ এ ধরনের দায়িত্ব দিয়ে থাকে। সংবাদপত্রে বৈদেশিক সংবাদদাতাদের লেখা 'লন্ডন লেটার' 'ওয়াশিংটন লেটার বা 'দিল্লী লেটার' শীর্ষক প্রতিবেদনে সংশ্লিষ্ট সপ্তাহে পুরো দেশের মোটামুটি পরিস্থিতি কি ছিলো তার একটা প্রতিচ্ছবি প্রত্যাশা করা হয়। বৈদেশিক সংবাদদাতাগণ তাঁদের প্রতিবেদনে সাধারণত একাধিক সংবাদ-কাহিনী পাঠিয়ে থাকেন। তবে কখনো তাঁরা যদি একটি মাত্র সংবাদ তাঁদের প্রতিবেদনে লিখে পাঠান তবে তা অন্তত ঐ দেশের ঘটনার বিশ্লেষণ হিসেবে দেখানো হয়ে থাকে।

www.pathagar.com

সংবাদ-প্রতিবেদনে অশালীনতা ও ছলনা পরিহার করা বেশ কঠিন ব্যাপার। অথচ এটা সম্ভব করে তুলতে পারা নিঃসন্দেহে সর্বোচ্চ সাফল্যের সূচক ; কারণ, এক্ষেত্রে বিশেষ-সংবাদদাতা প্রতিবেদন সাহিত্যের পর্যায়ে ছুঁয়ে যায়। ১৮৪০ সালে বৃটেনের প্রধানমন্ত্রী ডিজরেলী (Disraeli) লন্ডনের 'টাইম্‌স' সম্পর্কে বলেছিলেন :

"আমি যা বলি 'টাইমস' সে সম্পর্কে প্রশংসো করার মতো প্রতিবেদন লেখে ; অথচ আশ্চর্যের ব্যাপার, যে-প্রতিক্রিয়া জনসাধারণের মধ্যে সৃষ্টি হয় সে-সম্পর্কে টাইমস্' ঐ প্রতিবেদনে যে ধারণা দেয় তা অত্যন্ত নৈরাশ্যব্যঞ্জক।"

তাঁর এ কথার অন্তর্নিহিত তাৎপর্য হচ্ছে, সংবাদের প্রধান বা উজ্জ্বলতর অংশ তুলে ধরার সাথে সাথে বিশেষ-সংবাদদাতাকে অবশ্যই অনুজ্জ্বল দিকগুলো ও চিন্তাধারা তুলে ধরতে হবে। সংবাদ বা সংবাদে উল্লিখিত ঘটনা বিচ্ছিন্ন হতে পারে ; কিন্তু তা সত্ত্বেও যে-কোনোভাবেই হোক ঐ সংবাদ বা ঘটনার একটা পূর্ণাবয়ব দিতে হবে।

বিশেষ-সংবাদদাতার কর্মসূচি

অধিকাংশ বিশেষ-সংবাদদাতার এক বা দুজন সহকারি থাকে। দিনের প্রধান বা শীর্ষ-সংবাদ খুঁজে বের করার জন্যে কিংবা কাগজপত্র বিনিময়ের জন্যে প্রত্যেকদিন সকালে কাজের সুবিধার জন্যে বিশেষ-সংবাদদাতা তাঁর সহকারিদের সঙ্গে বৈঠকে বসেন। মাঝে মাঝে পত্রিকার সদর-দফতর থেকেও বিশেষ নির্দেশ থাকে। তাছাড়া সকালের কাগজে অনেক সময় হারানো সূত্রের সন্ধান থাকে। অথবা এমন খবর থাকে তার অনুগামী-কাহিনী (follow-up) তৈরির দরকার থাকতে পারে। প্রভাবশালী বন্ধুরাও অনেকে আবার কোনো একটা বিষয় বা খবরের বিস্তারিত ঘটনা সম্পর্কে টেলিফোনে আভাসও দিতে পারেন। এমন কি, বিভিন্ন সরকারি বিভাগ ও প্রতিষ্ঠান থেকে যে তথ্যাবলী দেওয়া হয়, বিশেষ-সংবাদদাতা তাঁর অভিজ্ঞ চোখকে কাজে লাগিয়ে ঐসব সংবাদপত্রের মধ্য থেকেই ভালো সংবাদ-শীর্ষ তৈরি করে নিতে পারেন, এমন কি এ জন্যে ঐ সংবাদের সূত্র ধরে, অধিকতর তথ্য সংগ্রহের জন্যে অনুসন্ধান করতে ও সাক্ষাৎকার নিতে পারেন।

উল্লিখিত সূত্রসমূহ ছাড়াও, বিশেষ-সংবাদদাতাকে বিশেষ ধরনের সাময়িকী, মোটা মোটা সরকারি রিপোর্ট, বিজ্ঞান-বিষয়ক চিঠি-পত্রাদি ও সাময়িক বই-পুস্তক অবশ্যই পড়তে হবে। এর ফলে, তাঁর পক্ষে ব্যতিক্রমধর্মী সংবাদ-শীর্ষ রচনার জন্যে প্রয়োজনীয় উপকরণ লাভ সহজ হবে। বিশেষ-সংবাদদাতা যতো বেশি পরিচিত ও প্রভাবশালী হয়ে উঠেন ততোই তাঁর কাজ সহজ হয়ে উঠে। তখন বন্ধুমহল থেকে ক্ষমতাসীনদের শত্রু বা বিরোধী পক্ষ থেকে, এমন কি শাসকমহল থেকে তাঁর নিকট বিভিন্ন তথ্য পৌছুতে থাকে। এসব তথ্য সরবরাহের পেছনে এঁদের সকলেরই প্রচার-লাভের ইচ্ছে বা উদ্দেশ্য থাকে। খবর যেভাবেই সংগৃহীত

www.pathagar.com

হোক, বিশেষ-সংবাদদাতাকে বিভিন্ন লোকজনের সঙ্গে তাঁর আলাপ-আলোচনা ও নিজের জ্ঞানের উপর নির্ভর করে সংবাদ-কাহিনী তৈরি করতে হবে।

বিশেষ-সংবাদদাতাগণের দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে সাধারণ প্রতিবেদকদের চেয়ে অনেক বেশি বিঘ্ন ও অন্তরায় আছে। এসব বাধাবিঘ্ন ছোটখাটোও নয়। বিশেষ-সংবাদদাতা বিশেষ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করতে পারেন বলে তিনি হয়তো তাঁর নিজের সম্বন্ধে অযথা উঁচু ধারণা বা আস্থা পোষণ করা শুরু করতে পারেন। কিন্তু এটাই তাঁর পতনের সূচনা হয়ে দাঁড়ায়। বিশেষ-সংবাদদাতা ঠিক একইভাবে তাঁর 'গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ-সূত্রসমূহ' সম্পর্কে বিরাট ধারণা পোষণ করতে পারেন। এতে তাঁর বিচার-বিশ্লেষণ ও অনুমান-শক্তিতে ভাঁটা পড়ে। তাছাড়া, শুধু উঁচু পর্যায়ের যোগাযোগের দরুন তাঁর সংবাদ-কাহিনী শূন্যগর্ভ হয়ে উঠতে পারে। উঁচু পর্যায়ের সূত্রসমূহ থেকে হয়তো সংবাদ-শীর্ষ তৈরির উপকরণ পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু পুরো ও বিশদ সংবাদ-পেতে হলে নিচু স্তরের লোকজনের সঙ্গেও তাঁর যোগাযোগ রাখা একান্ত প্রয়োজন। উঁচু পর্যায়ে যোগাযোগ সীমাবদ্ধ রাখলে, বিশেষ-সংবাদদাতা শীঘ্রই পার্টিতে যাওয়া 'ফুলবাবু' হয়ে পড়বেন, আস্তে আস্তে সাংবাদিকতার দায়িত্ব পালনের অযোগ্য হয়ে পড়বেন। যখন কোনো কাজ সহজেই শেষ হতে পারে, তাঁর বিচক্ষণতার অভাবে, সেটা করার জন্যেই দুরূহ পথে পাড়ি দেবার কথা তিনি চিন্তা করবেন।

ভারতে সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে বিশেষ-সংবাদদাতাদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনের সুযোগ এখনও আসেনি। তবে সাংবাদিকতার পরিমণ্ডলে নূতন নতুন জ্যোতিষ্কের উদয় দেখে এবং ভারতীয় সংবাদপত্রগুলোর একটা নিজস্ব বৈশিষ্ট্য পাঠক-মনে আরোপের বর্ধিষ্ণু প্রবণতা লক্ষ্য করে বলা যায় যে, সে সময় এখন দ্বারে সমাগত।

www.pathagar.com

৮

সম্পাদকীয় লিখন
(EDITORIAL WRITING)
— এস. নটরাজন

আপনারা বলতে পারেন, সাংবাদিকতা আমার রক্তের সঙ্গে মিশে আছে। ছোটবেলা থেকেই প্রুফ দেখা, আকার ঠিক করে দেওয়া, নিবন্ধ লেখা, সময়ঘাত ঠিক রাখা, গাদা গাদা খবরের কাগজ ও সমালোচনার জন্যে পাঠানো বই-পুস্তকের পড়াশোনার কাজ করতে হতো। ঠিক চার ভাঁজ করে কাটা একটি ফুলস্কেপ কাগজ এবং যেগুলি সেঁটে রাখার জন্যে ৯´´ × ১৪´ আকারের কাঠের বোর্ড, পিতলের স্তম্ভ-বুল — এই ছিলো মোটামুটি আমার কাজের সরঞ্জাম। 'দি ইন্ডিয়ান সোস্যাল রিফরমার' পত্রিকার মি. গ্যারিসন (Garrison) সম্পাদকীয় লেখকদের যথার্থ আদর্শের মূল্যায়ন করেছেন। 'দি ইন্ডিয়ান সোস্যাল রিফরমার' পত্রিকার প্রতিটি সংখ্যায় তাঁর এ লেখাটি ছাপা হতো ঃ

"আমি হবো সত্যের মতো কঠোর, ন্যায়বিচারের মতো পক্ষপাতহীন ; আমি একান্তভাবে বিশ্বাস করি ঃ আমি দ্বিরাচারী হবো না, আমি হবো ক্ষমাহীন — এক বিন্দু পশ্চাদপসরণ করবো না। আমার কথা সকলে শুনবে।"

সাংবাদিকতা সম্পর্কে গ্যারিসনের আদর্শ তুলে ধরতে গিয়ে লোয়েল (Lowell) তাঁর কবিতায় বলেছেন ঃ

In a small chamber, friendless and unseen,
Toiled over his types one poor,
unlearned young man ;
The place was dark, unfurnitured, and mean ;
Yet there the freedom of a race began.
Help came but slowly ; surely no man yet
Put lever to the heavy world with less :
What need of help? He knew
How types were set,
He had a dauntless spirit and a press.

www.pathagar.com

তবু আমি সত্যিকারভাবে বলতে পারি না যে, আমি এই পেশায় আকৃষ্ট হয়েছিলাম। আমার ধারণা ছিলো, এই পেশায় যোগ্য হতে গেলে যেসব যোগ্যতা থাকা প্রয়োজন সেসব আমার নেই। আরও কিছু কারণে আমার এ ধারণাও হয়, সম্পাদকীয় লেখার জন্যে যে নিষ্ঠার প্রয়োজন তা যে-কোনো একটি পরিবারে শুধু একজনের থাকতে পারে। অথচ শুধু আমিই নই, আমার ভাইও তখন সাপ্তাহিক 'রিফরমার' পত্রিকা থেকে দৈনিক পত্রিকার সাংবাদিকতায় ঢুকেছেন এবং 'দি টাইমস অব ইন্ডিয়া'র সম্পাদকীয় বিভাগে দায়িত্ব পালন করছেন।

বি. জি. হর্নিম্যানের (B. G. Horniman-এর) সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতের কথা আমার বেশ মনে পড়ে। ১৯৩২ সালে হর্নিম্যান নবসারী চেম্বার্সে লিফটের জন্যে আমাদের সঙ্গে অপেক্ষা করছিলেন। তিনি আমার বাবাকে জিজ্ঞাসা করলেন, আমি সাংবাদিকতা পেশাতেই ঢুকে পড়েছি কি না। বাবা স্মিতহাস্যে সে কথায় সায় দিলে হর্নিম্যান কপট বিস্ময়ে চোখ কপালে তুলে বললেন ঃ "আচ্ছা নটরাজন, তুমি এই সাংবাদিকতা সম্পর্কে কি জান?"

বাবা গম্ভীরভাবে বললেন ঃ "আরতো এমন কিছু দেখি না যে পেশায় নটরাজনকে শিক্ষা দিতে পারি। তাছাড়া সে অন্য কোনো পেশা নিক তা-ও আমি চাই না।"

হর্নিম্যান আমার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে থেকে বললেন ঃ "কথাটা ঠিকই ; তবে ভারতে সাংবাদিকতা-জীবন কতোটা কঠোর তা আমার চাইতে আপনিই ভালো জানেন।

যাই হোক, আমি এই দুই ব্যক্তির চিন্তাধারায় পার্থক্য দেখে বিস্মিত হইনি। তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গীর মধ্যে বিরাট ব্যবধান থাকলেও তাঁরা উভয়েই সাংবাদিকতা-জীবনের কঠোরতা সম্পর্কে একইভাবে ওয়াকেফহাল। আমি শুধু আমার সাংবাদিকতা পেশা গ্রহণ সম্পর্কে বাবার আগ্রহ লক্ষ্য করেই সেদিন অবাক হয়েছিলাম। আমি আর বাবা কখনো এ সম্পর্কে নিজেদের মধ্যে আলাপ করিনি এবং সবচাইতে বড় কথা, 'দি রিফরমার'-এর চাকরিতেও আমার জীবিকা নির্বাহ হয় নি।

'দি রিফরমার' পত্রিকাতেই আমার সাংবাদিকতায় হাতেখড়ি এবং স্বাভাবিক নিয়ম অনুযায়ী আমাকে তখন লেখক ও প্রুফরিডার-এর চাকরি দেওয়া হয়। 'দি লিডার' পত্রিকার সি. ওয়াই. চিন্তামনি (C. Y. Chintamani) সাংবাদিকতায় প্রশিক্ষণ-সংক্রান্ত বিষয়ে একবার বলেছিলেন ঃ সাংবাদিকতায় প্রশিক্ষণ লাভের উদ্দেশ্য হচ্ছে, গোছানো কথা বলতে বা লিখতে অভ্যস্ত হওয়া। 'দি রিফরমার' পত্রিকা তাঁর এ বক্তব্য পরিপূর্ণভাবে গ্রহণ করে এবং সংবাদ ও মতামত প্রকাশের ক্ষেত্রে শব্দবাহুল্যহীনতা, সংক্ষিপ্ততা (brevity) ও তীক্ষ্ণতার (terseness-এর) ঐতিহ্য গড়ে তোলে। ১৯৪০ সালে স্টেটসম্যান পত্রিকার তৎকালীন সম্পাদক আর্থার মুরের (Arthur Moore-এর) সঙ্গে যখন আমার পরিচয় হয় তখন তিনি তাঁর মত প্রকাশ করে বলেন, 'দি রিফরমার' পত্রিকার সম্পাদকীয় টিকা (editorial notes) অত্যন্ত উঁচু মানের। প্রকৃতপক্ষে 'দি রিফর্মার' পত্রিকায় কাজ নিয়মানুবর্তিতা ও শৃংখলার মূর্ত প্রতীক। যতো তুচ্ছ ভুল বা মুদ্রণ-প্রমাদই হোক না কেন পত্রিকার পরবর্তী সংখ্যায় তার ভ্রম-

www.pathagar.com

সংশোধন ছাপতে হতো। কাগজ ছেপে বেরুবার পর বাবা এতো মনোযোগ দিয়ে তা পড়তেন এবং ভুল জায়গাগুলোতে পেন্সিলের চিহ্ন দিয়ে দিতেন তাতে প্রায়ই আমার পাগল হয়ে যাওয়ার মতো অবস্থা হতো। আমার মন বিদ্রোহী হয়ে উঠতো, মনে করতাম সামান্য জিনিসের জন্যে এটা বড় বেশি বাড়াবাড়ি। কিন্তু তবু আমার সজাগ মন বলতো, আমার এ ভুল দেখে তিনি হয়তো বিচলিত হয়ে পড়বেন আর তা নইলে লাল পেন্সিলে চিহ্নিত আমার অবহেলা লক্ষ্য করে আমায় ঘৃণার চোখে দেখবেন। সে কারণে আমি বরং ভুল এড়ানোর বিষয়ে আরও বেশি সতর্কতার সঙ্গে কাজ করতে শুরু করলাম।

তবু বাধাবিপত্তির এখানেই শেষ নয়। আমি যা-ই লিখি না কেন সব তাঁর টেবিলে যেতো। আমি চাইতাম তিনি আমার লেখা আমার অনুপস্থিতিতে দেখুন বা সংশোধন করুন। কিন্তু তা কখনোই হওয়ার নয়। যখনই তিনি আমার লেখা দেখতে বসতেন আমাকেও তাঁর পাশে বসতে হতো। বসে বসে আমার অসহায়ভাবেই দেখতে হতো তরুণপাঠকদের একান্ত প্রিয় আমার লেখা সুন্দর অনুচ্ছেদগুলোর উপর কি নির্মমভাবে অস্ত্রোপচার চলছে। আমার মনে আছে, একবার আমার সবচাইতে ভালো লেখাটি (আমার মতে) তাঁকে দেখার জন্য দিলে, সেটি তিনি একবার পড়ে নিলেন ; আমি গভীর স্বস্তির সঙ্গে লক্ষ্য করলাম তার লাল পেন্সিল আমার লেখা কয়েকটি লাইন না ছুঁয়েই কিছুদূর এসে থেমে গেলো।

তারপর তিনি আমার দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, "ধর তুমি যদি এই তিনটি লাইন বাদ দিয়েই দাও তা হলে তোমার লেখার বক্তব্যের কোনো ক্ষতি হবে?"

আমি অবশ্য লাইনগুলোর দিকে চেয়ে দেখার দরকার আছে বলে মনে করলাম না। কারণ, সেগুলো যদি অনাবশ্যক বাড়তি বোঝাই হবে তা হলে আমি তা লিখতে যাবো কেন? আভাসে সে কথাই তাঁকে জানিয়ে দিলাম।

যা হোক, তিনি আমাকে ভালোমন্দ যাচাই করতে বললেন। তাঁর কথা অনুযায়ী একবার ঐ লাইনগুলোসহ পড়লাম এবং পরে লাইনগুলো বাদ দিয়ে আমার লেখা আবার পড়লাম। আশ্চর্যের ব্যাপার, আমি নিজে যখন লাইনগুলো লিখেছিলাম তখন তা আমার নিকট সবচাইতে ভালো মনে হয়েছিলো, কিন্তু এখন সেই লাইনগুলো বাদেই আরও ভালো মনে হলো।

আমার নিকট এই ব্যাপারটা সবসময়ে ধাঁধা হয়ে রইলো। চিন্তা করতে লাগলাম, এর রহস্য কি? উল্লিখিত কয়েকটি লাইন সরিয়ে দিতেই আমার সেই 'সুন্দর রচনা'র প্রাসাদ একেবারে গুঁড়িয়ে গেল বটে, কিন্তু সেই সঙ্গে লেখার যা কিছু অস্পষ্টতা ও অগোছালো ভাব ছিলো তা সম্পূর্ণ দূর হয়ে গেলো। আমি নিজের লেখা পড়তে সবচাইতে অপছন্দ করি। কিন্তু তা যদি আবার আর কারো সঙ্গে একত্রে পড়তে হয় তা হলে দুর্ভোগের আর শেষ থাকে না। তবে এ দুর্ভোগ ভোগ করার ফল খুবই ভালো হয়েছে — তা আমায় স্বীকার করতেই হবে। আমি আমার কাজ তেমন একটা নিয়ম- মাফিক করি না। তা ছাড়া, অসাধারণ পরিশ্রমও আমি করি না। তবু এই পেশায় অন্যান্য যাঁরা আছেন তাঁদের কাজের ধারা আমি যখন দেখি, তখনই বুঝতে পারি, কতোটা ভাগ্যবান আমি। আরও একটা বিষয় আমি এখানে উল্লেখ

www.pathagar.com

করবো, আমার বাবা সবসময়ই প্রামাণ্য নথিপত্র থেকে তথ্যাদির বিশ্বস্ততা মিলিয়ে নিতেন। এ ব্যাপারে তিনি বিশেষ মনোযোগী ছিলেন। তাঁর স্মৃতিশক্তি ছিলো অসাধারণ। খুব তুচ্ছ বিষয়ও তাই তিনি মিলিয়ে নেওয়ার উপর বিশেষ গুরুত্ব দিতেন। আমার মনে পড়ছে, একবার সেক্সপীয়রের রচনা থেকে উদ্ধৃতি দিতে গিয়ে কিছু শব্দ সামান্য রদবদল হয়ে যায়। সেটার জন্যে শেষ পর্যন্ত প্রেসে দৌড়ুতে হয়।

কিন্তু তাতেও শেষ রক্ষা হলো না। 'দি রিফরমার' পত্রিকার একজন মনোযোগী ও ধৈর্যশীল পাঠক ভি. এস. শ্রীনিবাস শাস্ত্রী (V.S.Srinivasa Sastri) সেই উদ্ধৃতির শুদ্ধি সহকারে একটা চিঠি পাঠালেন পত্রিকা অফিসে। বাবা চিঠিটা দেখে শুধু আমাকে একটা কথা বললেন, "মিলিয়ে নাও"। শেষ পর্যন্ত, আমাকে আমার শিক্ষানবিশীর অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসেবে বৃটিশ ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ ও দিল্লী থেকে প্রকাশিত বিভিন্ন সরকারি রিপোর্ট, ভারতীয় রাজ্যগুলোর বার্ষিক প্রশাসনিক রিপোর্ট এবং পত্রিকার বদ্‌লী (exchange) হিসেবে পাওয়া অন্যান্য কাগজ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়তে হতো। পড়ার ব্যাপারে আমাকে তেমন তাগাদা দিতে হতো না, কিন্তু আসলে এ কাজটিই ছিলো একেবারেই অন্য রকম। খবরের কাগজ আর রিপোর্ট পড়ে পড়ে আমার এমন বিতৃষ্ণা ধরে যায় যে আজও খবরের কাগজ পড়তে গিয়ে আমাকে এক রকম জোর করেই তা পড়তে হয়। ছুটির দিন হলে খবরের কাগজ কখনো পাশে রাখি না। সরকারি রিপোর্ট সম্পর্কে আমার একটা স্বতন্ত্র দৃষ্টিভঙ্গী গড়ে উঠেছে। আমাকে স্বাধীনভাবে পড়তে দেওয়া হলে রিপোর্টগুলো আদৌ ছুঁতাম কিনা সন্দেহ আছে। তবে এটাও আমার শিক্ষানবিশীর অঙ্গ ছিলো ভেবে সুখী।

সেদিন আজ অনেক দূরে। এখন আমি প্রাত্যহিক সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে কাজ করছি। সাপ্তাহিক পত্রিকা থেকে দৈনিক পত্রিকায় কাজের গতি অনেক বেড়েছে। পাঠকদের জন্যে পত্রিকার ভাষাও তুলনামূলকভাবে সহজ করতে হয়। তবে আমার মনে হয় না যে, দৈনিক সংবাদপত্রে কাজ করতে গেলে আলাদা কোনো প্রশিক্ষণ গ্রহণ বা মান অর্জনের দরকার। আমার তো মনেই হয় না 'দি রিফরমার' পত্রিকার সম্পাদকীয় পাতার (editorial page-এর) ফাঁক (space) ভরানোর জন্যে লেখার প্রয়োজন হয়েছিলো বলে। বদ্‌লী খবরের কাগজগুলো যত্ন সহকারে দেখলে দৈনিক পত্রিকার এই পাতা পূরণের জন্যে নূতন করে লেখার প্রয়োজন পড়ে না।

পুরো বিষয়টা আমার নিকট যেমন মনে হয়েছে, তা ইতঃস্তত আকারে হলেও মোটামুটি বিস্তারিতভাবে লিখেছি। আপনারা হয়তো জিজ্ঞাসা করবেন আপনার শিক্ষানবিশীর ভিত্তি কি-কি ছিলো তা জেনে আমাদের কি কাজ হবে? এ কথা ঠিক, আমার এ লেখায় তেমন কিছু নেই। তবে আমি যা করেছি এ পেশায় কাজ শিখতে হলে অন্যদেরকেও একই পদ্ধতির আশ্রয় নিতে হবে।

আমি যে দুটো বিষয়ে মৌলিক শিক্ষালাভ করেছিলাম তা হচ্ছে অপর্যাপ্ত বর্ণনা (understatement) এবং মৌলিক সত্যনিষ্ঠার। লেখার উপকরণ জোগাড় করতে গিয়ে যদি দেখতে পান আপনার লেখায় আপনি যে বক্তব্য তুলে ধরতে চাচ্ছেন তার বিরুদ্ধে অনেক

www.pathagar.com

যুক্তি রয়েছে তা হলে মৌলিক সত্যনিষ্ঠার খাতিরে তার উল্লেখ করা এবং নিজ বক্তব্যকে উজ্জ্বল রাখার জন্যে তার বিস্তারিত ও পূর্ণাঙ্গ বর্ণনা থেকে বিরত থাকা উচিত। আমি এই নীতি সব সময় অনুসরণ করেছি–আমি তা দাবি করি না। বরং আমি বলি যখনই আমি এ নীতি থেকে বিচ্যুত হয়েছি তখন ঘুমিয়ে জেগে থাকার মতো সচেতন ছিলাম। আমার মনে আছে, প্রখ্যাত সাংবাদিক এস. সদানন্দর সঙ্গে তাঁর 'ফ্রি প্রেস জার্নালে' চার বছর ধরে কাজ করার সৌভাগ্য হয়েছিলো। তিনি প্রায়ই আমার লেখায় এই ভুলের দিকটি উল্লেখ করতেন। সবচাইতে অবাক হতাম যে, তিনি তাঁর যুক্তি প্রদর্শন করতে কামাক্ষী নটরাজনের (Kamakshi Natarajan-এর) উদ্ধৃতি দিয়ে বলতেন, সম্পাদকীয়তে একটিমাত্র সুনির্দিষ্ট বক্তব্য প্রকাশ পাবে (এর অর্থ, তাঁর মতে, সংশ্লিষ্ট প্রশ্নে পরস্পর-বিরোধী বক্তব্য রাখা যাবে না)। সদানন্দ তাঁর যুক্তিকে আরও জোরদার করার জন্যে আরও যোগ করতেন যে, "কামাক্ষী নটরাজন এ বিষয়ে ম্যাথ্যু আরনল্ডের (Mathew Arnold-এর) উদ্ধৃতি দিয়ে বলতেন যে, জনগণ সুনির্দিষ্ট ও সুস্পষ্ট বক্তব্য চায়।"

আমি এ কথার জবাব দেওয়ার চেষ্টা করতাম, ব্রাউনিংয়ের (Browning-এর) উদ্ধৃতি দিয়ে। বলতাম, জনগণ সুনির্দিষ্ট হুঁশিয়ারী পাওয়ার পর বরং উচ্ছৃঙ্খল হয়ে উঠে, কাউকে গ্রাহ্য করে না। অবশ্য আমার এ যুক্তি তাঁর মনে রেখাপাত করেনি। 'দি রিফর্মার' পত্রিকায় আমি যেসব ভুলের কথা স্বীকার করতাম তা থেকে সাংবাদিকতার জন্যে অত্যন্ত দরকারী নীতি উদ্ভাবন করেছিলাম। সেটা হচ্ছে ঃ যদি কোনো ব্যক্তি কিংবা সরকার পত্রিকায় লেখার জন্যে বিরক্ত হন, তবে তাঁদের সন্তুষ্টির সবচাইতে ভালো উপায় হচ্ছে তাঁরা যেভাবে পছন্দ করেন সেভাবে সংশোধনী প্রকাশ করা।

এটাকে এতো সামান্য বিষয় মনে করা হয়ে থাকে যে, পত্রিকাগুলো এ নীতি মেনে চলার জন্যে তেমন পরোয়া করে না। অথচ এটা নিঃসন্দেহে খুবই মৌলিক বিষয়। যদি কোনো সময়ে ত্রুটি স্বীকার করা হয় বা ভ্রম-সংশোধন করা হয় তা সংশ্লিষ্ট পক্ষের উদ্দেশ্যে করা উচিত। মাঝে মাঝে এ ধরনের নাকে খত দেওয়া ভালো না দেখালেও এর একটা বড় সুবিধাও আছে। পাঠকদের আমি এই শিক্ষানবিশী বা প্রশিক্ষণের বিষয়ে হুঁশিয়ার করে দিয়ে বলছি যে সম্পাদকীয় লেখায় আবেগধর্মী রচনার কোনো স্থান নেই। বিষয়টি একেবারেই অসুবিধাজনক তা-ও বলা যায় না, কারণ আবেগবর্জিত লেখায় অনেক অযথা-উচ্ছ্বাস বা যাচ্ছেতাই আবর্জনা এড়াতে এটা খুবই সাহায্য করে। দৃষ্টান্ত হিসেবে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, 'ফ্রি প্রেস জার্নাল' পত্রিকায় একবার ভারতের ক্যাবিনেট মিশন (১৯৪৬) সম্পর্কে একটি সম্পাদকীয় ছাপা হয়। সম্পাদকীয়টির প্রথম লাইনে লেখা ছিলো, "The Cabinet Mission is still-born" (মৃতজন্ম ক্যাবিনেট-মিশন) ; অথচ একই সম্পাদকীয়ের ষষ্ঠ লাইনে লেখা হয় ঃ "The Cabinet Mission has committed infanticide" (ক্যাবিনেট-মিশন নবজাত শিশু হত্যা করেছে)। তবে আবেগ-বিবর্জিত লেখার দরুন ভালো লেখাও সীমিত হয়ে পড়তে দেখা যায়।

www.pathagar.com

সংবাদপত্রে সম্পাদকীয় লেখার চাহিদা

সম্পাদকীয় লেখার সরঞ্জাম-উপকরণ ও সম্পাদকীয় -লেখকের প্রশিক্ষণের বিষয় সম্পর্কে আলোচনা ছেড়ে সংবাদপত্র-অফিসের বিশেষ চাহিদার কথায় আসতে গেলে এ কথা মনে রাখতে হবে, সব কাগজেরই কতকগুলো একই ধরনের বৈশিষ্ট্য এবং সেই সঙ্গে একক ব্যতিক্রমও রয়েছে। দুটো কাগজের সম্পাদকীয়-পাতার পার্থক্য কখনোই তেমন সুস্পষ্ট নয়। তরুণ সম্পাদকীয় লেখকের মনে রাখতে হবে যে, যেসব বিষয়ের ওপর লিখতে হবে তার প্রতিটিই অনুসৃত নীতির গণ্ডীতে বাঁধা নয়। প্রকৃতপক্ষে, পত্রিকার নীতির বহিঃপ্রকাশ যতো কম সংখ্যক বিষয়ে এবং যতো সুনির্দিষ্ট ও চিহ্নিত ক্ষেত্রে সীমিত রাখা যাবে ততোই ভালো। যে সংবাদপত্র প্রতি বিষয়কেই তার নীতির ছকে ফেলে বিচার করতে চায় ততোই বেশি সে পত্রিকা অপ্রয়োজনীয় ঝামেলায় জড়িয়ে পড়ে।

প্রকৃতপক্ষে এখানেই সাধারণ-সম্পাদকীয় ও শীর্ষ-সম্পাদকীয়ের (the leaders-এর) ব্যবধান । শীর্ষ-সম্পাদকীয় কার্যত পত্রিকার নীতি-সম্পাদকীয়। স্বাভাবিক কারণেই পত্রিকার এমন সম্পাদকীয়ের সংখ্যা বেশি নয়। সাংবাদিকতা সংক্রান্ত বইতে শীর্ষ-সম্পাদকীয়ের সংজ্ঞায় বলা হয়েছে, শীর্ষ-সম্পাদকীয় পত্রিকার মুখ্য-নিবন্ধ। একজন গ্রন্থকারের মতে, পত্রিকার প্রথম সম্পাদকীয়ই হচ্ছে শীর্ষ-সম্পাদকীয় ; আর একজন মত প্রকাশ করেছেন, শীর্ষ-সম্পাদকীয় পত্রিকার অন্যান্য নিবন্ধ থেকে আগে দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং এটি শীর্ষে ছাপা হয় বলে এই নাম চালু হয়েছে। তৃতীয় আরেকজন গ্রন্থকার এ প্রসঙ্গে বলেছেন, শীর্ষ-সম্পাদকীয় একমাত্র সম্পাদকীয়-ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ, নিবন্ধের সঙ্গে এর কোনো সম্পর্ক নেই এবং এটি পাঠকের পাঠে অগ্রাধিকারভিত্তিক নির্দেশনা দেয়। কোনো নিবন্ধ শুধু ছাপার অবস্থান এবং প্রদর্শনীর প্রকারের জন্যেই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠতে পারে না।

সম্পাদকীয় লেখার ঐতিহ্যগত পদ্ধতি অনুযায়ী এটি তিনটি অংশে যেমন, বিষয় (topic), ব্যাখ্যা (development) ও উপসংহার বা সিদ্ধান্তে (conclusion-এ) বিভক্ত। আজকাল প্রায়ই এ নিয়ম মেনে চলা হয় না। তবে সাধারণভাবে এ নিয়ম রক্ষিত হয়।

বেশির ভাগ সম্পাদকীয় তথ্য বা বিশ্লেষণমূলক (interpretative) হয় এবং সেগুলো সম্পাদকীয় লেখার সাধারণ নিয়ম মেনে লিখতে হয়।

সুখ্যাত বা সমালোচনামূলক নিবন্ধের ক্ষেত্রে রীতি-শৈলীতে বৈচিত্র্য সৃষ্টির তুলনামূলকভাবে ব্যাপক সম্ভাবনা রয়েছে।

মানব-আবেদনমূলক সম্পাদকীয় একক বৈশিষ্ট্যে বিশিষ্ট। ভারতের সাংবাদিকতায় এটা খুবই বিরল। মানব-আবেদনমূলক সম্পাদকীয় লেখা অনেকটাই সম্পাদকীয় লেখকের উপর নির্ভরশীল।

www.pathagar.com

উল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজন যে বির্তকমূলক লেখা অবশ্যই বোধগম্য ও কৌতূহলোদ্দীপক হতে হবে। অন্যান্য ধরনের লেখার চাইতে এই ধরনের লেখা সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে ও পাঠকের মনোযোগ ধরে রাখে বলে বেশি লেখা হয়। তথ্যমূলক (informative) সম্পাদকীয় ও মানব-আবেদনমূলক নিবন্ধগুলোতেও পাঠকদের জন্যে নূতন ও ব্যতিক্রমধর্মী উপাদান থাকা উচিত। অথচ এ বিষয়টি অনেক সময়েই উপেক্ষিত হয়। আপনার লেখার প্রথম কয়েকটি ছত্রে যদি পাঠকের মনোযোগ আকৃষ্ট করতে না পারেন, তা হলে পাঠকের পুরো কাহিনী না পড়ারই সম্ভাবনা থাকবে বেশি। ইদানীং সংশয় প্রকাশ করে বলা হচ্ছে, পাঠকগণ সংবাদপত্রের সম্পাদকীয় হয়তো আদৌ পড়েন না। কিন্তু যিনি সম্পাদকীয় লেখেন তাঁর দৃঢ় আস্থা থাকতে হবে যে এমনটি হবে না। দুর্ভাগ্যবশত এ কথা বলা যায় না, যিনি সম্পাদকীয় লেখা সম্বন্ধে বিশেষ যত্নবান তাঁর পাঠক নিশ্চিতভাবেই থাকবে এবং তাঁর লেখা স্বীকৃতি লাভ করবে।

তবু তার এই সযত্ন সতর্কতা শিথিল করলে চলবে না। এতে আর কিছু হোক বা না হোক লেখকের নিজের অন্তত আস্থা থাকবে, তিনি যা লিখেছেন তা একটা ভালো কাজ করা হয়েছে। যারা সাংবাদিকতায় নূতন, বাহুল্য হলেও, তাদের জানতে হবে যে, এ পেশায় পারদর্শিতা লাভের সংক্ষিপ্ত রাস্তা নেই। এমন কি কাহিনী-নিবন্ধ বা কথকতা-স্তম্ভ (gossip-column) লিখলেও প্রতিষ্ঠা পাওয়া যাবে তারও কোনো নিশ্চয়তা নেই।

আগেই বলেছি এক পত্রিকার সঙ্গে আর এক পত্রিকার পার্থক্য রয়েছে। এক স্থান থেকে প্রকাশিত পত্রিকার সঙ্গে অন্য স্থান থেকে প্রকাশিত পত্রিকার ব্যবধানও সুস্পষ্ট। মাদ্রাজের 'দি হিন্দু' পত্রিকার বিদগ্ধ সম্পাদকীয়গুলো ভারতের অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ স্থানের সংবাদপত্রের সম্পাদকীয়গুলোর কাছে বেমানান। বোম্বাইয়ের পত্রিকাগুলোর লেখায় একটা লঘু ছোঁয়াচ বেশ ভালোভাবে উপলব্ধি করা যায় ; 'ফ্রি প্রেস জার্নাল' পত্রিকার অন্তরঙ্গ বক্তব্য ও আলোচনা 'ভারত জ্যোতি' পত্রিকার সম্পাদকীয়ের দারুণ জনপ্রিয়তা এবং দৈনিক পত্রিকাগুলোতে লঘুবিষয়ক তৃতীয় সম্পাদকীয় অন্য স্থানের পত্রিকাসমূহে অনুসৃত হয় না। বঙ্গদেশের সংবাদপত্রের লেখার একটা পরিচিত বৈশিষ্ট্য আছে, সে বৈশিষ্ট্য আগেকার যুগে অনুসৃত গুরুগম্ভীর শৈলীর কথা মনে করিয়ে দেয়। ভারতের গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রগুলো থেকে প্রকাশিত নেতৃস্থানীয় সংবাদপত্রগুলোর সম্পাদকীয়সমূহ পর্যালোচনা করে দেখলে সাংবাদিকতার ছাত্রগণ বিশেষভাবে উপকৃত হবেন।

এ ছাড়াও, সংবাদপত্রের সম্পাদকগণও অদ্ভুত আচরণ করে থাকেন। তবে আমি আশা করি, যাঁরা সাংবাদিকতা শিখছেন তাঁরা কর্মজীবনে এমন অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হবেন না। 'পাইওনিয়ার' পত্রিকায় আমি অবর-সম্পাদক হিসেবে চাকরিতে ঢুকি। আমি এ সময় মাঝে মাঝে সম্পাদকীয় লিখে বার্তা-সম্পাদক ও সহকারী সম্পাদকের নিকট পেশ করতাম। এতে সহকারী সম্পাদকগণ বিশেষভাবে বিরক্ত হতেন। ভাবখানা এই ঃ আমি যেন তাঁদের কাজে অনধিকার নাক গলাচ্ছি। এ দিকে বার্তা-সম্পাদকও আমার এ কাজ সমর্থন করতেন না।

www.pathagar.com

তিনি এই বলে বরং প্রতিবাদ করতে চাইতেন যে, "এসব হতচ্ছাড়া লিখিয়েদের মনে হয় কাজ নেই, সেজন্য এসব মাথা-মুণ্ডু লিখে সম্পাদকদের কাজ কমাবার চাইতে বাড়াচ্ছে।

কিন্তু বছর চারেক পর আমি নিজে যখন সহকারী সম্পাদকের পদে নিয়োজিত হলাম তখন আবার রগচটা উপরিওয়ালা ডেসমন্ড ইয়ং (Desmond Young) -এর খপ্পরে পড়তে হলো আমাকে। তিনি যখন-তখন তাঁর খাম-খেয়ালীর খ্যাপা ঘোড়া আমাদের উপর চালিয়ে দিতেন। একদিন বিষণ্ন বিকেলে বসে ভারতে ইস্পাত-শিল্প সম্পর্কে শুল্ক-পর্ষদের (Tariff Board-এর) রিপোর্ট দেখার সঙ্গে সঙ্গে এটাও আমি লক্ষ্য রেখেছিলাম আমাদের পত্রিকার বিজ্ঞাপন-বিভাগ 'টাটা'র সুনজরে থাকার বিষয়ে আগ্রহী কি-না।

ছয়'শ শব্দের তৃতীয় সম্পাদকীয়টির লিপি যখন আমি মি. ইয়ং-এর নিকট দিলাম, তিনি সম্পাদকীয়টির শিরোনামে চোখ বুলিয়েই আমার দিকে প্রশ্ন ছুড়লেন, "ইস্পাত-উৎপাদন সম্পর্কে কি খোঁজ-খবর রাখো তুমি? জামসেদপুর ইস্পাত-কারখানার ভেতরে কখনো গিয়েছো?" আমি মিন মিন করে জানালাম, যাইনি। "আশ্চর্য, তাহলে এমন একটা বিষয়বস্তু সম্বন্ধে লেখার সাহস তোমার হলো কি করে?" তিনি ভর্ৎসনার সুরে বললেন। এর পরেও ইয়ং সাহেব ছাড়ার পাত্র নন। শুল্ক-পর্ষদের রিপোর্ট থেকে আমি তথ্য যোগাড় করেছি, এ কথা জানাতেই নাক সিটকে তিনি যে-কথা আমায় বুঝাতে চাইলেন তা হলো — আমার লেখার দরুন 'টাটা' শিল্প-গোষ্ঠীর আমরা বিরাগভাজন হতে পারি এবং বিজ্ঞাপন কমে যেতে পারে। তবুও নাছোড়বান্দার মতো আমি তাঁকে জানালাম, এ কথা খেয়াল রেখেই আমি লিখেছি।

দু'দিন বাদে তিনি আবার আমাকে ডাকলেন এবং নারকেল সম্পর্কে লিখতে বললেন। আমি তাঁকে স্পষ্ট বললাম, নারকেল আমার নিকট ইস্পাতের মতোই অপরিচিত বস্তু, কাজেই . . .। কিন্তু বললে কি হবে, তাঁর কথা, আদেশ আমাকে পালন করতেই হবে।

পরে আমি 'ফ্রি প্রেস জার্নাল' পত্রিকায় চাকরি পেলাম। এ চাকরি পাওয়াকে অনেকটা বোহেমিয়ান কায়দায় চাকরি পাওয়া বলা চলতে পারে। 'ফ্রি প্রেস জার্নাল' পত্রিকায় শ্রীসদানন্দের নাম সম্পাদক হিসেবে ছাপা হলেও কার্যত সম্পাদক ছিলেন কে. শ্রীনিবাসন। নিখিল-ভারত পত্রিকা-সম্পাদক সম্মেলনে (All India Editors' Conference-এ) তাঁর সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতার সুযোগ ঘটে। একদিন সন্ধ্যায় 'ফ্রি প্রেস জার্নাল' অফিস থেকে আমাকে খোঁজাখুঁজি করা হলো। যোগাযোগ হলে পত্রিকা-কর্তৃপক্ষ জানালেন, শ্রী নিবাসন তাঁদেরকে জানিয়েছেন, তাঁর অবর্তমানে আমিই নাকি সেদিনকার সম্পাদকীয় লিখে দেব। শ্রী নিবাসন সেদিন মাদ্রাজে এক সভায় যোগ দেবার জন্য গিয়েছিলেন। অগত্যা উপায় না দেখে আমাকে যেতেই হলো।

আমার সেদিন রাতে সর্বশেষ ৯টার মধ্যে ডিনারে যোগ দেওয়ার আমন্ত্রণ ছিলো। এদিকে 'ফ্রি প্রেস জার্নালে'র অফিসে পৌঁছুতে সাড়ে সাতটা বেজে গেলো। এর আগে আমি সম্পাদকের টেবিলে 'ফ্রি প্রেস জার্নাল' পত্রিকার ছ'মাস আগের কিছু কপি, একটা টাইপরাইটার ও কিছু টাইপ করার কাগজ রেখে দিতে বলেছিলাম। অফিসে পৌঁছে অফিস-বয় ছাড়া আর কাউকেই আমি দেখতে পেলাম না। অবশ্য এটাই স্বাভাবিক, কারণ তখন

www.pathagar.com

ছিলো কাগজের দুটো পালার (shift-এর) মাঝামাঝি সময়। লম্বা ঘরের কোণে একটা টেলিপ্রিন্টার তখন টিক টিক করে চলেছে। পুরানো পত্রিকাগুলোতে চোখ রেখে আমি কাজে বসে গেলাম।

বিশ মিনিটের মধ্যে কাগজ দেখে সিদ্ধান্তে পৌছুলাম ; সাম্প্রতিককালে পোলান্ড সম্পর্কে কাগজে লেখা হয়নি এবং এরই মধ্যে 'ফ্রি প্রেস' পত্রিকার লেখার শৈলীও কিছুটা রপ্ত করে নিলাম। বাকি কাজ সহজ না হলেও মোটামুটি সাদামাটা বলা চলে।

আমি যে একটা দারুণ কিছু করে ফেলেছি এ রকম সেদিন মোটেই মনে হয়নি। তবে সম্পাদকীয়টি লিখে তার সঙ্গে একটা ছোট্ট কাগজ জুড়ে দিয়ে তাতে লিখে দিয়ে এসেছিলাম, পরে ঐ রাতে শ্রী নিবাসনের লেখা চলে এলে আমার লেখার পরিবর্তে সেটাই যেন ছাপা হয়। আমি যথারীতি আমার ডিনারে চলে গেলাম। লেখাটা শ্রী সদানন্দের মনে ধরে গেলো। তখন আমি আবার একটা সবেতন চাকরি খুঁজছিলাম। সদানন্দ আমাকে তাঁর পত্রিকায় চাকরির প্রস্তাব করতেই কথাবার্তা পাকা হয়ে গেলো। যাহোক 'ফ্রি প্রেস জার্নাল' পত্রিকার আমি বেতনভোগী কর্মচারী, বিশেষত ঐ পত্রিকার সম্পাদকের দায়িত্বভার নেওয়ার পর আমার কাজ তাঁর ভালো লাগতো বলে মনে হয় না। তবে আমরা নিজেদের মধ্যে এ সম্বন্ধে একটা কার্যকর আপোষ রক্ষা করে নিয়েছিলাম। 'ফ্রি প্রেস জার্নাল' পত্রিকার সম্পাদকীয় লিখতে 'একটি বাক্য দিয়ে অনুচ্ছেদে' রচনার রেওয়াজ ছিলো। এটা আমার ভালো লাগতো না। অথচ অদ্ভুত ব্যাপার, কিছুদিনের মধ্যেই এটা আমার রপ্ত হয়ে গেলো এবং কিছুদিন পরে আমার চিন্তাধারাও যেন ঐ খাতেই বইতে লাগলো। আরও অদ্ভুত ব্যাপার, আমি যখন 'বোম্বাই ক্রনিকল্' পত্রিকায় যোগ দিলাম তখন 'ফ্রি প্রেস জার্নালে'র লিখনরীতি আমার হাত থেকে অকস্মাৎ বিদায় নিলো।

এরই মধ্যে আমি 'দি রিফরমার' পত্রিকাও চালিয়েছি এবং একটা জিনিস এখানে উল্লেখ করার মতো যে, 'ফ্রি প্রেস জার্নালে' কাজ করার সময়ে আমার কখনো মনে হয়নি যে, দৈনিক পত্রিকায় যেভাবে লিখেছি সাপ্তাহিক পত্রিকাতেও সেভাবে লিখে সবকিছু গুলিয়ে ফেলেছি। পরে ক্রনিকল্ পত্রিকায় কাজ করার সময় অত্যন্ত সচেতনভাবে আমাকে আমার এই ধারণার বিরুদ্ধে সজাগ থাকতে হয়েছে।

সংবাদপত্রে 'ব্যক্তিত্ব'

সংবাদপত্রসমূহের নিজস্ব একটা ব্যক্তিত্ব আছে যাকে অবহেলা করা চলে না। বিশেষত যেসব সংবাদপত্র একজনের একক প্রচেষ্টায় প্রকাশিত হয় তাঁদের বেলায় এ কথা আরও বেশি করে প্রযোজ্য। তাছাড়া এ ধরনের পত্রিকার সংখ্যা ভারতে কম নয়। তবে এসব পত্রিকার তেমন উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ নেই এবং স্বভাবত এমন পত্রিকায় সাংবাদিকতা পেশায় নিয়োজিত হওয়ার কথা চিন্তা করা সাংবাদিকতা-বিভাগের ছাত্রদের উচিত নয়। তবে একক উদ্যোগে প্রকাশিত সংবাদপত্রগুলো জনসাধারণের জীবনে কোনো গুরুত্ব বহন করবে না, এ

www.pathagar.com

কথা আমি বলতে চাই না। পত্রিকাগুলো লেখকের নিকট গুরুত্বপূর্ণ হতেও পারে, নাও হতে পারে। তবে যে ব্যক্তি এই পত্রিকা বের করে থাকেন তিনি যদি পত্রিকার আকর্ষণ ও বৈচিত্র্য বাড়াতে সঙ্কল্পবদ্ধ হয়ে কাজ করেন তা হলে ঐ পত্রিকা জনসাধারণের নিকট গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠতে পারে বৈকি। তবু এসব পত্রিকার জীবন-পরিসর সীমিত। বিশেষ করে এই পত্রিকার পেছনে যদি কোনো সংগঠন বা গোষ্ঠীর সমর্থন এবং আধুনিক সাংবাদিকতার চাহিদা পূরণের উপযোগী সম্পদ না থাকে তা হলে ঐ পত্রিকার অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখা কঠিন। শক্তিশালী লেখক-গোষ্ঠীর জন্যে এই পত্রিকায় কাজের আকর্ষণ সৃষ্টি করতে হলে পরোক্ষভাবে হলেও সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টার একান্ত প্রয়োজন।

আজকের ভারতে তেমন কোনো বড় নেতা নেই এবং একই কারণে এখন আর কেউ আশাও করতে পারে না যে, গান্ধিজীর 'ইয়ং ইন্ডিয়া' ও 'হরিজন' মিসেস বেসান্তের (Mrs Besant-এর) 'নিউ ইন্ডিয়া' এবং মি. মোহাম্মদ আলী (খিলাফত নেতা) কর্তৃক প্রকাশিত সাপ্তাহিক পত্রিকার মতো সংবাদপত্র প্রকাশিত হবে। আজকাল মতামতের চেয়ে তথ্য-পরিবেশনের গুরুত্ব বেড়েছে এবং সংবাদপত্রে এই পরিবর্তন সার্বিকভাবে সুস্থ পরিবর্তন বলা যায়। তবে সজাগ থাকতে হবে যাতে মতামত উপেক্ষিত এবং শুধু স্বার্থের প্রশ্নটিই বড় না হয়ে দাঁড়ায়। আমি এখানে একটা ব্যতিক্রমধর্মী দৃষ্টান্ত হিসেবে এ. ডি. গোরেওয়ালার (A. D. Gorwala-র) সাপ্তাহিক পত্রিকা 'ওপিনিয়ন'-এর কথা উল্লেখ করবো। পত্রিকাটিতে একমাত্র সম্পাদকীয় ছাড়া কোনো সংবাদ-প্রতিবেদন বা কাহিনী-নিবন্ধ ছাপা হতো না। একক-স্তম্ভবিশিষ্ট চারপাতার ছোট্ট পত্রিকা 'ওপিনিয়ন'-এর নিজস্ব পাঠক-শ্রেণী বর্তমান ছিলো। শ্রী গোরেওয়ালা তখনকার পত্রিকাগুলোর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ হিসেবে এই পত্রিকাটি প্রকাশ করেছিলেন। কারণ, পত্রিকাগুলো নিজেদের ক্ষেত্রে মত প্রকাশের স্বাধীনতা চাইলেও নানা কারণে বিশেষ করে গোরেওয়ালার সরকার-বিরোধী মত প্রকাশের জন্য তাঁকে সুযোগ দিতো না। শ্রী গোরেওয়ালা যে দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন সেটা যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ সন্দেহ নেই, তাঁর মহৎ উদ্যোগ আর্থিক দিক থেকে লাভজনক ছিলো না। যে শ্রেণী ভারতের শিক্ষাবিদ ও একক চিন্তানায়ক ও বিশেষজ্ঞদের জন্ম দিয়েছে, ১৯৩০ সালের পর হতে সেই মধ্যবিত্ত শ্রেণীর হাত থেকে সংবাদপত্রসমূহের মালিকানা ব্যবসায়ী-সম্প্রদায়ের হাতে চলে যেতে থাকে। সংবাদপত্র-প্রকাশনার বিপুল ব্যয়ভার এর অন্যতম কারণ। সংবাদপত্রের মান বজায় রাখা 'লিখিয়ে'দের বিবেচনা বোধের উপর নির্ভরশীল এবং এই দায়িত্ব পুরোপুরি বহন করা অনেক সময়েই দুঃসাধ্য হয়ে পড়ে।

লিখন-কৌশল

সংবাদপত্রে লিখন-শৈলী (style of writing) বলেও একটা কথা আছে। আমি লক্ষ্য করেছি, ইংরেজি ভাষায় আমাদের আয়ত্ত বা দক্ষতা কমার সঙ্গে অলঙ্কারবহুল বাগাড়ম্বরও বাড়ছে। এ ধরনের লেখার দক্ষ লোকের অভাব নেই, তবে এসব অলঙ্কারময় লেখার মধ্যে

www.pathagar.com

সারবস্তুর অস্তিত্ব সাধারণত থাকেই না বলা চলে। কথিত আছে, একবার এ ধরনের লেখার জনৈক তুখোড় সমালোচক-সাংবাদিককে জিজ্ঞাসা করা হলো, তিনি তাঁর নিবন্ধের জন্য এতো তথ্য কিভাবে যোগাড় করতে পারলেন? উত্তরে তিনি বলেছিলেন, "তথ্যের কথা আর কেন বলছ হে। আমি আমার বিষয়বস্তু সম্পর্কে যখন সম্পূর্ণ অজ্ঞ থাকি তখনই আমি বরং সব চেয়ে ভালো লিখি।"

এ ছাড়াও লেখা সম্বন্ধে আরও অনেক কিছু ভাবনা-বিতর্কের অবকাশ আছে। যাঁরা অলঙ্কারবহুল রচনায় 'সিদ্ধহস্ত' তাঁরা অনবরত সামঞ্জস্যবিহীন লেখা লিখে থাকেন। উদ্ধৃতি প্রয়োগের বেলাতেও এ ধরনের আতিশয্য লক্ষ্য করা যায়। কোথায় কিভাবে উদ্ধৃতির যথার্থ প্রয়োগ করতে হয় খুব কম লোকই তা জানে, অথচ পাঠকের মনোযোগ আকর্ষণের মোক্ষম উপায় হিসেবে অনেকেই যত্রতত্র উদ্ধৃতি দিয়ে লিখে থাকেন।

আমার ধারণা ওয়াল্টার পেটার (Walter Pater) লিখন-শৈলী সংক্রান্ত রচনায় যে হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করেছেন লেখার ব্যাপারে সেটাই চূড়ান্ত রায়। শীলার (Schiller) বলেছেন, "শিল্পী তার কর্মকীর্তির যে স্বাক্ষর রাখেন তা নয় বরং কি বাকি রাখলেন তাতেই তাঁর পরিচয়। অলঙ্কারবহুল শব্দ, সংখ্যা বা আকৃতি, আনুষঙ্গিক গঠন, বর্ণ বা নির্দেশের ব্যাপক সমাবেশ পাঠক বা দর্শকের চিত্তে দীর্ঘস্থায়ী আলোড়ন তোলে, যথাসময়ে চিন্তাধারায় এর বিলয় ঘটে না, বরং অবশ্যম্ভাবী ফল হিসেবে তা কিছুক্ষণের জন্য মস্তিষ্ক জুড়ে থাকে ; শুধু তাই নয়, এর পরেও মস্তিষ্কে এর দীর্ঘ অনুরণন থেকে যায়, এমন কি চিন্তাধারা আসল বিষয়বস্তু থেকে বিজাতীয় খাতেও মোড় নিয়ে থাকে।"

যিনি লেখক হিসেবে জীবনবৃত্তি গড়ে তুলতে চান, তাঁদেরকে শব্দ ব্যবহারে মিতাচার, সংযম ও শৃঙ্খলা অত্যন্ত কড়াকড়িভাবে মেনে চলতে হবে। শব্দ যেন পাঠকের সঠিক চিন্তাধারায় সহজ উত্তরণের কোন অন্তরায় না হয়ে দাঁড়ায় তা অবশ্যই দেখতে হবে। বস্তুতঃপক্ষে এটাই লেখকদের জন্য একমাত্র নির্দেশ-নীতি (guiding principle)।

যেসব সাংবাদিক লম্বা এবং ছোট বাক্য সহযোগে ভালো লেখায় উদ্যোগী তাঁদের সঙ্গে আমার লম্বা বিতর্ক হয়েছে। যাই হোক, এ পর্যন্ত যা বলা হয়েছে তা আমার আসল বক্তব্য নয়। আসলে, কথা হচ্ছে যখন কেউ আপনার সম্পাদকীয় পাঠে মনোনিবেশ করেন তখন সম্পাদকীয়ের বক্তব্য ছেড়ে আপনি কতো সুন্দর করে সম্পাদকীয়টি লিখেছেন এবং আপনি কতো শিক্ষিত ও জ্ঞানী, পাঠক তা যেন ভাবতে না বসেন। পাঠক সম্পাদকীয় পাঠ করতে বসে প্রথমে যুক্তিতর্ক লক্ষ্য করবেন এবং আপনার মতামত তাঁর নিজস্ব ধারণার সঙ্গে মিলিয়ে নেবেন। ভালো লেখা পাঠকের পাঠের রুচি বাড়ায় এবং পরবর্তীকালে স্বমহিমায় পাঠকের চোখে ভেসে উঠে। আর যিনি এর লেখক তাঁর কথা পাঠকের মনে পড়বে আরও পরে।

ভারতীয় সাংবাদিকতার একটা বড় রকমের বিপদ সম্পর্কে আমাকে অবশ্যই লেখকদেরকে হুঁশিয়ার করে দিতে হবে। তাঁদেরকে আমি বলতে চাই, আপনারা কথকতা-শৈলীর (colloquial writing-এর) লেখা আর আলগা-লেখাকে (slipshod writing-কে) এক করে ফেলবেন না। কারণ সাধারণ কথোপকথনে যে ইংরেজি সাধারণত আমরা বলে

www.pathagar.com

থাকি তাতে অনেক ভারতীয় শব্দ, বাগধারা ও কথা থাকে। এ কারণে সহজ লিখতে গিয়ে কি ধরনের ভুল বোঝাবুঝির অবকাশ হতে পারে তা সহজেই অনুমান করা যায়।

ইংরেজি আপনাদের ভাষা নয় — ভারতীয় সাংবাদিকদের এই খোঁড়া যুক্তি তোলা উচিত নয়। ইংরেজিতে যতোদিন লিখতে হচ্ছে ততোদিন সে বাস্তবতাকে মেনে চলতে হবে। তাছাড়া, ইংরেজিতে লিখতেই হবে, নইলে আর উপায় নেই এমনতো নয়। সাময়িকীতে দ্বিতীয় শ্রেণীর লেখার ক্ষেত্রেও নিকৃষ্ট লেখার কথা চিন্তা করা হয় না। সঠিকভাবে লিখতে অভ্যস্ত হতে একটু সময় নেবে, কিন্তু তাতে ক্ষতি নেই। এতে পাঠকের পক্ষে খুবই সুবিধা হবে।

সাংবাদিকতার প্রভাবে ভারতীয় ভাষাগুলো অনেক সরল হয়ে এসেছে, ফলে সাহিত্যমূলক লেখার সঙ্গে এই লেখার যে একটা সুস্পষ্ট পার্থক্য ছিলো তা অনেকটা কমে এসেছে। অনুরূপভাবে ইংরেজি লেখার ক্ষেত্রেও অনেক বাস্তববাদ (realism) এসেছে। এ ক্ষেত্রে কিছুটা ঔদাসীন্যের কারণে উল্লিখিত বাস্তববাদের সুবিধা অনেকটা নষ্ট হয়েছে। তবু এ কথাও সত্যি যে, আজকাল অনেকেই নিজেরা লিখতে পারেন বলে মনে করছেন। এটা শুভ লক্ষণ সন্দেহ নেই। অবশ্য লেখকগণকে মনে রাখতে হবে যে, লেখা সাবলীল, স্বাভাবিক হতে হবে, স্পর্শকাতর হলে চলবে না।

সম্পাদকীয়-বিভাগের সুযোগ-সুবিধা

প্রায়ই বলা হয়ে থাকে, ভারতীয় সংবাদপত্রের সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী বিভাগ হচ্ছে এর সম্পাদকীয় বিভাগ। অথচ ভারতীয় সংবাদপত্রের যেসব ত্রুটি-বিচ্যুতি রয়েছে তা প্রধানত এই ধারণার জন্যেই হয়ে আসছে বা হয়ে থাকবে। যাঁরা নতুন নতুন সাংবাদিকতা পেশায় আসেন তাঁদের নিকট মন্তব্য করা বা ভাষ্য দেওয়া, সমালোচনা বা প্রশংসা করতে পারার সুযোগ একটা বিশেষ আকর্ষণ। ঐতিহাসিক দিক থেকে বিচার করলে আমাদের দেশে শুধু অভিমত ব্যক্ত করার জন্যেই বহু সংবাদপত্রের সৃষ্টি হয়েছে। অতীতে ভারতের সংবাদপত্র কার্যত রাজনৈতিক, সামাজিক কিংবা ধর্মীয় প্রচারপত্র ছিলো। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হওয়ার পর এবং স্বাধীনতা লাভের পরই ভারতের সংবাদপত্রগুলো সংবাদ-পরিবেশনের দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠেছে।

প্রতিবেদন-লিখন ও অবর-সম্পাদনা উভয় ক্ষেত্রেই পুরোনো প্রবণতা আজও বজায় রয়েছে ; কাহিনীর উপস্থাপনায় প্রতিবেদক ও অবর-সম্পাদকের মতামত এখনও তাই প্রতিফলিত হতে দেখা যায়। আমার নিজের অভিজ্ঞতা থেকেই আমি বলতে পারি অবর-সম্পাদক হিসেবে আমিও কাহিনীতে নিজের মনের ছাপ রাখার প্রলোভনকে দমিয়ে রাখতে পারিনি। স্বাভাবিকভাবেই তাই, শিরোনামে নিজের অভিরুচির প্রতিফলন ঘটানোর জন্যে

www.pathagar.com

যেসব অবর-সম্পাদক তিরস্কৃত হন এবং নিরুৎসাহিত বোধ করেন তাঁদের জন্যে আমার বিশেষ সহানুভূতি রয়েছে।

আমি সামান্য কিছুদিনের জন্যে প্রতিবেদকের কাজ করেছিলাম। তখন প্রতিবেদন লিখতে গিয়ে প্রায়ই এমন একটা ছোট্ট শব্দ জুড়ে দিতাম যার ফলে আমি যা চাইতাম এবং প্রতিবেদনটির যা বক্তব্য, এ দুটোর এক নতুন রূপ গড়ে উঠতো। আমি নিজে নিজেই এই পন্থা উদ্ভাবন করতে পেরে খুব খুশী হয়েছিলাম। কেননা এতে বুঝতে ও বিস্তারিত খুঁটিনাটি জানতে খুবই সাহায্য হতো।

খুবই পরিতাপের কথা, আজকে কোনো হবু-প্রতিবেদককে এ কথা বুঝিয়ে দেওয়া খুবই কঠিন যে, তাঁকে প্রতিবেদক হতে হলে অবশ্যই সাঁটলিপি (শর্টহ্যান্ড) জানতে হবে। অথচ সকলে জানলে অবাক হবেন যে, ভারতে যাঁরা প্রতিবেদক হিসেবে সুনাম অর্জন করেছেন তাঁদের প্রায় শতকরা ৯০ ভাগই সাঁটলিপি জানেন না। হবু অবর-সম্পাদকদের ক্ষেত্রেও একই কথা। তাঁরাও এ কথায় কান দিতে চান না যে, অবর-সম্পাদক হতে চাইলে তাঁকে মুদ্রণিকা-সংশোধন (proof-reading) জানতে হবে, লিপিতে 'নির্দিষ্ট' (the) 'অনির্দিষ্ট' (a) আর্টিকল বসাবার মতো গাধার খাটুনী খাটতে হবে, অন্য লোকের লেখার ভাব নষ্ট না করে তাকে নতুন করে লিখতে হবে।

তবে এর পরেও খুব দুর্ভাগ্যজনক কথা হচ্ছে, ভারতীয় সাংবাদিকতার যাত্রা শুরু হয়েছে ভুল পদক্ষেপে। এটা মনে হয় অবশ্যম্ভাবী ছিলো, কারণ পরিস্থিতিও ছিলো অনুরূপ। কর্তৃপক্ষের অগ্রহণযোগ্য মতামতের ধারক হয়েই ভারতে সংবাদপত্রের প্রকাশনা শুরু হয়। পরে সংবাদপত্রগুলো কর্তৃপক্ষীয় মতামতের বাহন হয়ে উঠে। বিভিন্ন সংবাদপত্র বিভিন্ন মতামত প্রকাশ করতে থাকে। অবশ্য সংবাদপত্রগুলো এখনও জনমতের মূর্ত প্রকাশ হয়ে উঠতে পারেনি। পরোক্ষ দিক থেকে মুষ্টিমেয় শিক্ষিত লোক এ জন্যে দায়ি। অবশ্য প্রত্যক্ষ দিক বিবেচনা করলে দেখা যায়, সাংবাদিকতাকে সেবার ব্রত হিসেবে গুরুত্ব আরোপকারী ভারতীয় সাংবাদিকতার অগ্রনায়কেরাও এ জন্যে কম দায়ি নন।

যদি আধুনিক সাংবাদিকতা তথাকথিত 'সেবাব্রত' উদ্দেশ্যের গুরুভারে পীড়িত বলা হয় তা হলেও উক্ত সেবাব্রতের নিকট সাংবাদিকতার ঋণকে অস্বীকার করা হয় বলে মনে করা যায় না। আজকের ভারতে যেসব সংবাদপত্র চালু রয়েছে সেগুলোর সকলেরই জন্ম ১৯২০-এর পূর্ববর্তী দশকে এবং পত্রিকাগুলোর প্রতিষ্ঠাতাদের সেবাব্রতের কারণেই তাদের অস্তিত্ব রক্ষা পেয়েছে। কিন্তু আজ সেই সেবাব্রতের প্রয়োজন ফুরিয়েছে। আধুনিক সংবাদপত্র এখন এক বিরাট ব্যবসায়-সংগঠন, এ ধরনের সংগঠনে যখন সেবাব্রতের নীতি কার্যকর করা হয় তখন একমাত্র জরুরী সাজ-সরঞ্জাম সংগ্রহের উদ্দেশ্যেই তা করা হয়ে থাকে। দৃষ্টান্তস্বরূপ এখানে বলা যায়, যেসব সংবাদপত্র-প্রতিষ্ঠানের সহায়ক গ্রন্থাগার (reference library) আছে তাদের সংখ্যা আঙ্গুলে গোনা যায়।

আরও সমস্যা রয়েছে। দৃঢ় ও অটল মতাদর্শে বিশ্বাসী লোকের অভাব ক্রমশ বড় হয়ে দেখা দিচ্ছে। সাংবাদিকদের যাঁদের এমন চারিত্রিক দৃঢ়তা আছে তাঁরাও দেখতে পাচ্ছেন

www.pathagar.com

তাঁদের নিজের মতামতের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়ার জন্যে সংস্থায় তাঁদের কোনো স্থান নেই' পর্যাপ্ত তথ্যের অভাব এবং আস্থাহীনতার কারণে লেখকগণ গড়ে সবাই শূন্যগর্ভ স্তম্ভ পূরণের যন্ত্রবিশেষে পরিণত হন।

আমাদের সংবাদপত্রসমূহের সম্পাদকীয় স্তম্ভে অসংলগ্ন উদ্দেশ্যহীনতা লক্ষণীয়। আমি এখন এ কথা বিশ্বাস করি, আমরা শিক্ষানবীশ কর্মচারি দিয়ে সংবাদপত্র চালাবার মতো আঁধার-যুগ কাটিয়ে উঠেছি। কিন্তু তা সত্ত্বেও, সম্পাদকীয়-বিভাগে কর্মরত ব্যক্তিকে প্রশিক্ষণ দেওয়ার মতো সময় ও সামর্থ্য ভারতীয় সংবাদপত্রগুলোর হয়নি। যাঁরা নতুন শিক্ষার্থী হিসেবে আসেন তাঁরা সংবাদপত্রের প্রধান করণীয় কাজের বোঝা অবিশ্রান্ত পরিশ্রম ও নিয়মতান্ত্রিকতা যথাসম্ভব পরিহার করতে চান। শুধু তাই নয়, তাঁরা শুধু কৃতিত্ব নেবার মতো কাজ করতে এবং কথকতা-স্তম্ভ লেখার বিষয়ে কাড়াকাড়িতে লিপ্ত হওয়ার ফলে শিক্ষানবীশরা সত্যিকার শিক্ষালাভ করতে পারে না।

আর কোনো পেশাতেই সাংবাদিকতা পেশার মতো এত ধৈর্য ও কষ্ট সহকারে পড়াশোনা করার প্রয়োজন হয় না। আবার সাংবাদিকতার মতো অন্য কোনো পেশায় যেমন এতো বেশি কাজ করার সুযোগ নেই, তেমনি অবিশ্রান্ত কাজের ঝামেলাও নেই। শুধু তাই নয়, সাংবাদিকতায় যে পরিশ্রম ও পড়াশোনা করতে হয় তার তুলনায় পুরস্কার মেলে খুব নগণ্য। আমারও বিশ্বাস, আমরা যারা কাগজে ছাপার জন্য লিখি, প্রায়ই ভুলে যেতে বসি যে আমরা যা লিখছি তা অন্যে পড়বে বলেই লিখছি। পাঠক-সাধারণ গড়ে ইংরেজি ভাষা সম্পর্কে যে জ্ঞান রাখেন ইংরেজি ভাষায় লেখকগণ তাঁদের চেয়ে গভীর জ্ঞানের অধিকারী। 'সংযুক্ত কর্নাটক' পত্রিকার শ্রী. এইচ. ভি. মোহারী (H. V. Moharey) আমাকে সব সময়েই বলতেন, এদেশে ইংরেজি সাংবাদিকতার দিন শেষ। কারণ, ইংরেজি লেখকগণ দেখবেন তাঁদের লেখার যৌক্তিকতা আর নেই, তাঁরা যেসব শব্দ ব্যবহার করছেন পাঠক-সাধারণ তা মোটেও হজম করতে পারছেন না।

আমি শ্রী মোহারীর মত সমর্থন করি না। আমি জানি ভারতীয় ভাষায় প্রকাশিত সংবাদপত্রগুলো ভারতের কথ্য ভাষাসমূহের ন্যায় এক ভাষায় সংবাদ প্রকাশ করেন বলে তাঁদের একটি বড় সুবিধা হয়েছে। অধিকাংশ ভারতীয় ভাষার দুরূহ শাস্ত্রীয় রূপ এভাবে স্বচ্ছ হয়ে উঠেছে। তবে সত্যিকার সমস্যা এতো সরল বলে আমি মনে করি না। সম্পাদকীয় লেখকগণ কেন এতো দুর্বোধ্য লেখা লিখতে বাধ্য হন, তা বলার দায়িত্ব তাঁদেরই। অথচ এ সম্বন্ধে তাঁরা তেমন বক্তব্যই রাখেন নি। ভারতীয় ভাষায় প্রকাশিত সংবাদপত্রসমূহ যদি এ পরিস্থিতির মোকাবিলায় এগিয়ে না আসেন, তবে আজ হোক বা কাল হোক তাঁদেরকেও একই ধরনের সমস্যায় পড়তে হবে। বক্তব্যের যাথার্থ্য (accuracy), বিশদতা (clarity) ও শব্দবাহুল্যহীনতার (precision-এর) প্রতি কড়াকড়ি আনুগত্যের মাধ্যমেই কেবল সম্পাদকীয় লেখার প্রতি সাধারণের আগ্রহ জিইয়ে রাখা সম্ভব।

ঐতিহ্যগতভাবে বলতে গেলে ভারতীয় সাংবাদিকতা বলতে শুধু লেখার বিষয়ই বোঝাতো। যে ব্যক্তি সাংবাদিকতা পেশায় আসতে চাইতেন তিনি সাংবাদিকতা পেশার

www.pathagar.com

কারিগরি দিক সম্পর্কে বড় একটা আগ্রহী থাকতেন না। এখন সম্পাদকীয়-লেখকগণ তাঁদের তৎপরতা লেখনীর কার্যকলাপ ও প্রায়ই বিশেষ বিষয়ে বিশেষজ্ঞজনোচিত কাজে সীমিত রাখতেন। যা হোক, দেশে অনেক কাগজ প্রকাশিত হওয়া ও প্রতিযোগিতার চাপ বেড়ে যাওয়ার দরুন ভারতে সম্পাদকীয় লেখকদের উল্লিখিত সীমিত তৎপরতা পুরোপুরি লোপ পেয়েছে, আকর্ষণীয় বিষয়বস্তুর পরিসর আরও প্রসারিত হয়েছে এবং একই সঙ্গে লেখার গভীরতা আরও কমে গেছে। তবু সাংবাদিকতার ব্যবহার-রীতি সম্পর্কে জ্ঞানলাভের পথে মনস্তাত্ত্বিক প্রতিরোধ বাধা দিচ্ছে এবং বহু ক্ষেত্রেই লেখক তাঁর লেখার চাকরি হারাবেন এই ভয় পাচ্ছেন।

সংবাদপত্র-অফিসে সম্পাদক প্রধানত প্রশাসকের ভূমিকা নিয়ে থাকেন এবং কাগজে লেখার ব্যাপারে সহকারি সম্পাদকদের ওপরেই বেশি নির্ভর করা হয়ে থাকে। অবশ্য সম্পাদকীয় লেখকদের সম্পর্কে এই ধারণা অনেকটাই ঠিক নয়। বহু কারণে ভারতে সম্পাদকীয় লেখার সুযোগ সীমিত। একক মালিকানাধীন বহু সংবাদপত্র প্রকাশ ও আধুনিক সংবাদপত্র-শিল্পে নানারকম প্রযুক্তিগত উন্নতির কারণে আজকের সংবাদপত্র কর্তৃপক্ষকে অবশ্যই কাগজের অন্যান্য শাখার বিকাশের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করতে হবে। সংবাদপত্রে কর্মরত সাংবাদিকদের বাইরেও সাহিত্য-সংস্কৃতির মতো জীবনের বহু ক্ষেত্রেই অভিজ্ঞ অনেক বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি রয়েছেন। তাঁরা তাঁদের কর্ম-প্রতিভাকে জনসাধারণের নিকট তুলে ধরতে চান এবং অনেক ক্ষেত্রে আগ্রহীও থাকেন। তাঁদেরকে কাগজে লিখতে উৎসাহিত করা যায়। বিশেষজ্ঞ-পর্যায়ের লেখার দ্রুত কদর বাড়ছে। এ কারণে, কাগজে যাঁরা লিখবেন তাঁরা একজন সর্ববিশারদের বিস্তৃত পটভূমিকায় বিশেষজ্ঞ-পর্যায়ের কতোটুকু কর্ম-প্রতিভার স্বাক্ষর রাখতে পারবেন সেই দক্ষতার ভিত্তিতেই তাঁদের সত্যিকারের অবদান নির্ণীত হবে। এই চাহিদা মেটানো নিঃসন্দেহে গুরুভার ও বিরাট ব্যাপার। বিশেষজ্ঞগণ যেসব দাবি করে থাকেন এবং বলে থাকেন যে তাঁরাই শুধু অগ্রাধিকার পাওয়ার অধিকারী তাতে সমস্যা দেখা দেয়, তা আমরা বিশেষজ্ঞ না হলেও অনুধাবন করতে পারি। তবে এ সমস্যার একটি স্বতন্ত্র চিত্রও আছে।

ওরতেগা গ্যাসে (Ortegay Gasset) বলেছেন ঃ খুব ভালোভাবে পড়াশোনা করে আধুনিক লেখক যখন সংশ্লিষ্ট বিষয়ে লিখতে বসেন তখন ঐ বিষয়ে অজ্ঞ সাধারণ পাঠকের কথা তাঁর খেয়াল রাখা উচিত। লেখককে মনে রাখতে হবে, সাধারণ পাঠক তাঁর নিকট থেকে কিছু শিখতে বা জানতে চান না; বরং লেখকের সঙ্গে সাধারণ মানুষের সাধারণ চিন্তাধারার ঐ সাধারণ পাঠকের যখন মতের মিল হয় না তখন পাঠক, লেখকের লেখা সম্পর্কে রায় দেয়ার জন্যেই লেখা পড়ে থাকেন।"

উল্লিখিত গভীর জ্ঞানগর্ভ ও অজ্ঞতা এ দুটো বিপরীত মেরুর মাঝখানে সংবাদপত্রের অবশ্যই স্থান নিতে হবে। সংবাদপত্রের সকলেরই এ ব্যাপারে ভূমিকা পালন করার রয়েছে। তবে সম্পাদকীয়-লেখকদের দায়িত্ব এ ক্ষেত্রে অনেকটা বেশি ও বিশেষ ধরনের।

www.pathagar.com

এমতাবস্থায়, ভালো শিক্ষা ও পড়াশোনা করার অভ্যাস না থাকলে কারুর পক্ষে ঐ দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালন করা সম্ভব নয়।

কিছুদিন আগে আমার এক বন্ধু তাঁর ছেলেকে পেশা স্থির করার বিষয়ে পরামর্শ দেওয়ার অনুরোধ করলেন। আমার বন্ধু আবার নিজেই সাংবাদিকতা পেশায় ঢুকে তা আবার ছেড়েও দিয়েছিলেন। তাঁর ছেলে সাংবাদিকতাকে পেশা হিসেবে বেছে নেওয়ার জন্যে মোটামুটি ইচ্ছুক ছিলো। আমি তরুণ ছেলেটিকে সবার আগে যে কথাটি বলেছিলাম তা হচ্ছে সাংবাদিকতা-পেশা সম্পর্কে আমি কি বলি বা তার বাবা কি বলেছেন তার পরিপ্রেক্ষিতে বিষয়টিকে সে বিচার করার চেষ্টা না করে। সাংবাদিকের জীবন কঠোর, কিন্তু এর বিনিময়ে কি প্রতিদান মিলবে এবং তা পর্যাপ্ত হবে কিনা তা তাকে নিজেই স্থির করে নিতে হবে। যাঁরা সাংবাদিকতা পেশায় ঝানু ব্যক্তি তাঁরাও এ সম্পর্কে সঠিক পরামর্শ দিতে পারবেন — এ কথা ঠিক নয়। বড় জোর তাঁরা বলতে পারেন তাঁদের নিজ নিজ অভিজ্ঞতার কথা — তার বেশি কিছু নয়। যদি তাঁদের তিক্ত অভিজ্ঞতা হয়ে থাকে, তবে তাঁদের নিজেদেরও ত্রুটি এ জন্য দায়ি হতে পারে।

www.pathagar.com

৯

সাময়িকী-সম্পাদনা

(EDITING A MAGAZINE)

--এম. এস. কিরলোসকার

সারা পৃথিবীতে সেদিন হৈ চৈ পড়ে গেছে। মানুষের সফল মহাশূন্য ভ্রমণের খবর সব জায়গায় আসর গরম করে তুলেছে। আমি ঠিক সেদিনই এক বন্ধুর সঙ্গে ট্রেনে করে কোথায় যেন যাচ্ছিলাম। সে এক গাদা খবরের কাগজ কিনে নিয়ে এসে আগ্রহের সঙ্গে পড়া শুরু করলো।

"আমি কালই রেডিওতে প্রথম নভোচারীর কথা শুনলাম", বন্ধুটি বললো, "আমি এখন জানতে চাচ্ছি খবরের কাগজে তাঁর সম্পর্কে সর্বশেষ খবর পাওয়া যাবে কিনা" — এ কথা বলেই হঠাৎ ঘাড় ফিরিয়ে সোজাসুজি আমার দিকে চোখ রেখে বললো, "দুনিয়াটা কি তাড়াতাড়ি বদলে যাচ্ছে! রেডিও এবং সংবাদপত্রের পক্ষে না হয় এমনি দ্রুত পট-পরিবর্তনের সঙ্গে তাল রাখা সম্ভব, কিন্তু সাময়িক পত্রিকার পক্ষে তা কি করে সম্ভব হতে পারে? সাময়িক পত্রিকা নিজের অস্তিত্ব বাঁচিয়ে রেখেও কি সময়ের চাহিদা মেটাতে পারে?"

প্রশ্নবোধক এই মন্তব্যগুলো নিতান্তই আকস্মিক ও লঘু ধরনের। কিন্তু এদের জিজ্ঞাস্যেই নিহিত রয়েছে সমগ্র সাময়িক পত্রিকা-জগতের আত্মানুসন্ধান তথা অস্তিত্বের সমস্যাবলী।

প্রাত্যহিক ও সাপ্তাহিক খবরের কাগজ, বেতার ও টেলিভিশনে ক্রমবর্ধমান প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সাময়িকী কি স্বীয় অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে পারবে? আজকের দ্রুত আগুয়ান বিশ্বে এ সকল মাধ্যম যে-অবিশ্বাস্য দ্রুততায় পাঠক, দর্শক ও শ্রোতার প্রয়োজন মেটাতে সক্ষম, তা সাময়িকীর ক্ষেত্রে কল্পনাই করা যায় না।

তবু এ সত্ত্বেও সাময়িকী সংখ্যায় ও বৈচিত্র্যে বেড়েই চলেছে। ভারতের সংবাদপত্রসমূহের রেজিস্ট্রার-এর ১৯৬১ সালের রিপোর্ট এ প্রসঙ্গে লক্ষ্য করা যেতে পারে। এতে বলা হচ্ছে ঃ

> সাময়িকীর সার্বিক প্রচার শতকরা ৮.৩ ভাগ বেড়েছে। দেশী ভাষায় প্রকাশিত ও প্রচারিত সাময়িকীগুলো প্রচারের দিক থেকে দৈনিক পত্রিকাগুলোর চেয়ে ভালো অবস্থায় আছে। সমগ্র সামায়িকীর মোট প্রচার-সংখ্যা হচ্ছে ১৩২.১১ লক্ষ। এর মধ্যে দেশী ভাষায় প্রকাশিত সাময়িকীর প্রচার-সংখ্যা হচ্ছে ১০৪.৮৩ লক্ষ। ৫০,০০০-এরও বেশি প্রচারসম্পন্ন ২২টি সাময়িকীর মধ্যে ১৭টিই ইংরেজি ভাষায় প্রকাশিত হয় না। ৫০ হাজার থেকে ১০ হাজার কপি প্রচারসম্পন্ন আরও ১৮৯টি সাময়িকী রয়েছে। এর মধ্যে ২০টি ছাড়া আর সব কয়টিই ভারতীয় ভাষায় প্রকাশিত হয়ে থাকে।

www.pathagar.com

সবচেয়ে বেশি সংখ্যক (১,৬১৬টি) সাময়িক পত্রিকায় সংবাদ ও চলতি ঘটনা-প্রবাহ সম্পর্কিত বিষয়ে লেখা হয়। সাহিত্য ও সংস্কৃতিমূলক সাময়িক পত্রিকার সংখ্যা ৮১৫ এবং ধর্ম ও দর্শন বিষয়ক সাময়িক পত্রিকার সংখ্যা ৭০৯। সাহিত্য ও সংস্কৃতিমূলক সাময়িকীর প্রচার সবচেয়ে বেশি। এ রকম কতকগুলো পত্রিকার প্রচার সংখ্যা সকল সাময়িকীর তুলনায় সর্বাপেক্ষা বেশি। এ রকম চারটি সাময়িকীর প্রচার-সংখ্যা এক লাখের ওপর। ঐ 'রিপোর্টে'র আরও উদ্ধৃতি দেওয়া যায় ঃ

> কারিগরি ও বিশেষ ধরনের সাময়িকীর পর্যালোচনায় দেখা যায় গত ১০ বছরে এ ধরনের সাময়িক পত্রিকাগুলোর বিশেষ অগ্রগতি হয়েছে। বিশেষ করে যেসব সাময়িক পত্রিকায় দেশের উন্নয়ন-তৎপরতা আলোচিত হয়েছে সেগুলির অর্থাৎ অর্থনীতি ও অর্থ-সংস্থানসংক্রান্ত সাময়িকী এবং বাণিজ্য ও শিল্প-সাময়িকী প্রভৃতির শ্রীবৃদ্ধি হয়েছে। বিজ্ঞান-বিষয়ক পত্রিকাগুলোর প্রচার তুলনামূলকভাবে কম হলেও সাম্প্রতিক কয়েক বছরে তা বেড়ে গেছে।

সাময়িকী-প্রকাশনার উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ

ভারতের মতো অনুন্নত দেশেও সাময়িক পত্রিকা-প্রকাশনার ভবিষ্যৎ রয়েছে।

প্রশ্ন থেকে যায় ঃ রেডিও, দৈনিক ও সাপ্তাহিক সংবাদপত্র যখন সকল গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এবং খবরই ছাপে তখন সাময়িক পত্রিকার শ্রীবৃদ্ধি কি করে হচ্ছে?

উত্তর হচ্ছে ঃ সাময়িকীতে এমন অনেক বিষয় থাকে যা খবরের কাগজ, বেতার বা টেলিভিশনে প্রচার করা হয় না। তা ছাড়া, খবরের কাগজে প্রকাশিত এবং বেতার ও টেলিভিশনে প্রচারিত বিভিন্ন বিষয়ও সাময়িকীতে সম্পূর্ণভাবে পরিবেশন করা হয়।

বিষয়টা তুলনা করে দেখার জন্য দৈনিক সংবাদপত্রের কর্মতৎপরতা বিচার করে দেখা যেতে পারে।

বার্তা-প্রতিষ্ঠানসমূহ, নগর-প্রতিবেদক (city reporter), নগর পৌরসংস্থা, আইনসভা, প্রাদেশিক বা কেন্দ্রীয় রাজধানীর খবর পরিবেশনকারী সংবাদদাতাদের নিকট থেকে সংবাদপত্র অফিসে অনবরত খবর আসতে থাকে। শুধু তাই নয়, টেলিপ্রিন্টার, টেলিগ্রাম, বৈদেশিক তারবার্তা, স্থানীয় ও দূরবর্তী টেলিফোন, অভ্যন্তরীণ ও বিদেশী ডাকযোগে সংবাদের আকারে হাজার হাজার শব্দ সংবাদপত্র অফিসে পৌঁছায়।

একজন দক্ষ ও অভিজ্ঞ কর্মী প্রাপ্ত সকল সংবাদ-খণ্ড বাছাই করেন এবং সংবাদপত্রসমূহের এই বিরাট শব্দ-সম্ভার কাঁটছাট করে, অপরিহার্যতা বিবেচনা সাপেক্ষে এবং গুরুত্বপূর্ণ খবরগুলো রেখে খবরের বোঝা যতোদূর সম্ভব কমিয়ে আনেন। বার্তা-সম্পাদক অনেক খবরের মধ্য থেকে কয়েকটি মাত্র গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ-খন্ড বেছে নেন। এই বাছাই করার সময় কোনটি প্রকৃতপক্ষে 'সংবাদ' বার্তাসম্পাদককে তা খেয়াল রাখতে হয়। পাঠককে বিশ্বের সর্বশেষ ঘটনাবলীর সংবাদ উপহার দেওয়াই তাঁর প্রধান লক্ষ্য।

www.pathagar.com

কিন্তু সাময়িকীতে এ রকম সুযোগ-সুবিধা নেই। সাময়িকী দৈনিক সংবাদপত্র, বেতার বা টেলিভিশনের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারে না এবং প্রকৃতপক্ষে প্রতিদ্বন্দ্বীও নয়। এর কারণ সাময়িকী একটা লম্বা সময়ের ব্যবধানে প্রকাশিত হয়। তা ছাড়া, সাধারণ সংবাদ প্রকাশ করাও সাময়িকীর আওতায় পড়ে না।

সাময়িকী জাতীয় বইপত্রের দোকানে গেলে একটা জিনিস খুব সুস্পষ্টভাবে চোখে পড়ে যে, বিভিন্ন সাময়িকীর মধ্যে বিশেষ পার্থক্য রয়েছে। এর কারণ, প্রতিটি সাময়িকীরই বিশেষ এক শ্রেণীর পাঠক ও গ্রাহক রয়েছেন যাঁদের রুচি শ্রেণী-বিশেষে ভিন্ন ধরনের। তবে সব সাময়িকীর একটা বিশেষত্ব এই যে এর কোনোটাতে 'সংবাদ' পরিবেশনের উপর প্রধান গুরুত্ব দেওয়া হয় না।

কিন্তু তা সত্ত্বেও, সাময়িকী সংবাদের নেপথ্য-খবর পরিবেশন করে। এ সম্বন্ধে উদাহরণ দেওয়া যাক। উইন্ডসরের ডিউক সিংহাসন পরিত্যাগ করার আগের ও পরের কয়েকদিন তাঁর খবরটি সংবাদপত্রের গরম ও মুখরোচক খবর ছিলো। তখন সারা বিশ্বের সংবাদপত্রে ডিউক ও তাঁর প্রণয়িনী মিসেস সিমসনকে (Mrs Simpson-কে) নিয়ে অজস্র খবর ছাপা হয়।

কিন্তু সারা বিশ্বে যখন সংবাদটি প্রচারিত হয়ে গেল, যখন জনসাধারণ জানতে পারলো কে এই মিসেস সিমসন, কেনই বা ডিউকের সিংহাসন পরিত্যাগ এবং এ ব্যাপারে বৃটিশ নাগরিকদের প্রতিক্রিয়া কি, ঠিক তখন থেকেই খবরের কাগজগুলো 'উইন্ডসর সমাচার' ছেড়ে দিয়ে অন্য সব বিশেষ সংবাদের প্রতি মনোনিবেশ করা শুরু করলেন।

অথচ সাধারণ সাময়িকীগুলো ডিউক অব উইন্ডসরের বিষয়টিকে তাদের পত্রিকায় প্রকাশের জন্যে এ রকম স্থায়ী বিষয়বস্তু করে নেয়। উইন্ডসর দম্পতির অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ এবং তাঁরা কিভাবে জীবনযাপন করছেন, তাঁদের ভাবাবেগ কি, এসব বিষয় নিয়ে সাময়িকীতে প্রায়ই বিপুল কলেবর কাহিনী ছাপা হতে থাকে। তবে এসব লেখা ছাপার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিলো সাধারণ পাঠকের মনোরঞ্জন। কারণ, সাধারণ পাঠক যখন এডওয়ার্ডের বৃটিশ সিংহাসন পরিত্যাগের খবর পড়েন তখন তাঁদের মনে স্বভাবত কৌতূহল উঁকি দেয় ঃ কি এমন সুন্দরী সেই মহিলা যাঁর রূপের মোহে ডিউক এতো বড় স্বার্থ ত্যাগ করলেন? তবে কি মহিলা খুব ধনী? প্রণয়িনীকে যখন সমালোচনা করা হলো ডিউক তখন কি মনে করেছিলেন?

সাময়িকীগুলো মানুষের এই মানবীয় কৌতূহলের খোরাক যোগায়।

সাময়িকী পুরোকাহিনী তুলে ধরে

প্রত্যেক ঘটনারই অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ আছে। মানুষের জীবনে এর প্রভাব পড়ে। সাময়িকী ঘটনার অতীত, বর্তমান আর ভবিষ্যৎকে পাঠকের নিকট সম্পূর্ণ আকারে তুলে ধরে।

www.pathagar.com

মানুষের প্রথম মহাশূন্যাভিযানের খবর সংবাদপত্র ও বেতারযোগে সারা পৃথিবীময় রাষ্ট্র হয়ে পড়তে পারে। এমন কি রকেটযোগে নভোচারীবাহী যানের উৎক্ষেপণের প্রকৃত দৃশ্যও টেলিভিশনযোগে দেখানো সম্ভব। কিন্তু তবু পুরো ঘটনা সংবাদপত্র, বেতার বা টেলিভিশনের কোনোটার মাধ্যমেই বলা যায় না, খণ্ডাংশ দেখানো বা বলা যায় মাত্র। নভোচারীগণকে কিভাবে বাছাই করা হলো? তাঁরা কিভাবে প্রশিক্ষণ পেলেন? মহাশূন্য যাত্রায় তাঁদের কি কি আশঙ্কা ছিলো? নভোচারীদের পরিবারগুলোর মানসিক অবস্থা কি ছিলো? মানুষ কি তা হলে চাঁদেও এখন যেতে পারবে? পৃথিবীতে রাজ্য দখল নিয়ে যুদ্ধ তা হলে কি এবার থেমে যাবে — অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের এমনি হাজারো প্রশ্নের উত্তরে রচিত মহাশূন্য অভিযানের বিরাট পূর্ণাঙ্গ কাহিনী। সাময়িকীতে এই বিরাট কাহিনীর এক-একটা বিশেষ দিক নিয়ে লেখা হয়।

মানুষের হাবভাব, চলাফেরা, আকৃতি, পোশাক-পরিচ্ছদ ও চরিত্রে যেমন বৈচিত্র্য, তেমন বিভিন্ন সাময়িকীর মধ্যেও পার্থক্য রয়েছে। সাময়িকী যেখানে বিক্রি হয় সেখানে একবার গেলেই এই পার্থক্য ধরা পড়বে। দেখা যাবে, সেখানে এমন কতগুলো উগ্র চক্‌চকে রংয়ের প্রচ্ছদযুক্ত সাময়িকী রয়েছে যা পীড়াদায়ক মনে হলেও সেগুলো হয়তো কলের শ্রমিকদের রুচি মাফিক ছাপানো হয়েছে এবং তারাই এই সাময়িকীগুলো পড়বে। আবার দেখা যাবে চিকিৎসা-বিজ্ঞান, আলোকচিত্র গ্রহণ ও জ্যোতির্বিদ্যার মতো বিশেষ বিষয়ের সাময়িকীও রয়েছে। তবে বেশির ভাগ সাময়িকী সাধারণ পাঠকের চাহিদা মেটায়।

এ ধরনের সাময়িকীতে নানারকম জানার বিষয় নকশা ও ছবি সহকারে ছাপা হয়। নিরস্ত্রীকরণের মতো আন্তর্জাতিক গুরুত্বসম্পন্ন বিষয় থেকে শুরু করে পারিবারিক জমা-খরচ পর্যন্ত সব বিষয়ই তাতে থাকে। এ ধরনের সাময়িক পত্রিকাগুলোকে সাধারণ সাময়িকী বলে গণ্য করা হয়।

সাধারণ সাময়িকীগুলোকে বৃহত্তর সাধারণ পাঠকের চাহিদা মেটাতে হয় বলে স্বভাবতঃই এই সাময়িকীতে সংশ্লিষ্ট পাঠকবর্গের পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতির বর্ণনা থাকে।

ভারতে এই শতাব্দীর প্রথমার্ধে সাময়িকী-পাঠ প্রধানত একান্তভাবে মুষ্টিমেয় শিক্ষিত শ্রেণীর মধ্যেই সীমিত ছিলো। তাঁরা ছিলেন তখনকার মোট জনসংখ্যার বড় জোর শতকরা দশভাগ। এঁদের মধ্যে বেশীর ভাগ লোক আবার শুধু ভারতীয় ভাষাই লিখতে ও পড়তে জানতেন। সাময়িকী পাঠকদের একটা সামান্য অংশ ছিলো স্কুল ও কলেজে শিক্ষাপ্রাপ্ত এবং এঁরাই ইংরেজি জানতেন। ফলে, তখনকার সমাজে তাঁরা ছিলেন অভিজাত ও উঁচু শ্রেণীর লোক।

পাঠক-শ্রেণীর উল্লিখিত বৈশিষ্ট্যের কারণে চল্‌তি শতাব্দীর প্রথমার্ধে প্রকাশিত ভারতীয় সাময়িকীগুলোর আকার ও বৈশিষ্ট্য এবং উপকরণও অনুরূপভাবে প্রভাবান্বিত হতো।

উল্লিখিত সময়ে ভারত প্রধানত কৃষিভিত্তিক দেশ ছিলো। ভারতের শিল্পবিকাশ তখনও শিশু-পর্যায়ে। এসব কারণে তখন বিশেষ ধরনের সাময়িকী প্রকাশ খুব কঠিন ছিলো। চিত্ত-

www.pathagar.com

বিনোদন ও তথ্য আহরণের জন্যে তখনকার শিক্ষিত সমাজ ইংরেজি ভাষায় প্রকাশিত বিদেশী সাময়িকীগুলোর উপর নির্ভর করতেন।

সাধারণ সাময়িকীগুলো উল্লিখিত কারণে ও মুষ্টিমেয় পাঠক বা গ্রাহকদের পরিপ্রেক্ষিতে প্রধানত বিনোদন-ধর্মী হয়ে ওঠে। কতকগুলো সাময়িকী অবশ্য তাদের পাঠকদের অন্য ধরনের সমস্যা ও কৌতূহল মেটানোর উদ্যোগ গ্রহণ করে। এতে ঐ সাময়িকীগুলোর ভূমিকা হয়ে উঠেছে পাঠকদের জীবনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়ে পরোক্ষভাবে তাদের শিক্ষকের মতো। এ ক্ষেত্রে বিষয়বৈচিত্র্য সীমিত ছিলো, কারণ সংশ্লিষ্ট পাঠক-শ্রেণী বিপুল নিরক্ষর জনসাধারণের প্রতিনিধি নয়।

ভারতের সাময়িকীর পাঠক-সংখ্যা সম্প্রতি কয়েক বছরে বিশেষভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে।

পাঠক-সংখ্যা বাড়ছে

ভারতে ইংরেজি ও ভারতীয় ভাষায় প্রকাশিত সাময়িক পত্রিকার পাঠকসংখ্যা বাড়ছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর থেকে পাঠক বৃদ্ধির প্রবণতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। যুদ্ধের পরে, বিশেষ করে স্বাধীনতার পর, ভারতের অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়ন-পরিকল্পনার বাস্তবায়ন শুরু হওয়ায় বিরাট সামাজিক পরিবর্তনের হাওয়া বইতে শুরু করেছে। এই নতুন সবুজ-বিপ্লবের ফলে নতুন পাঠক-শ্রেণী, বিশেষ করে পল্লী-জনগণ ও শহরাঞ্চলের শিল্প-শ্রমিকদের মধ্যে পাঠক সৃষ্টি হয়েছে। নতুন পাঠক-সমাজ সাময়িকীর বিষয়বস্তুতেও বৈচিত্র্য এনেছে। সাময়িকীয় এই নবায়ন প্রক্রিয়া এখনও চলছে। শিল্পোন্নয়ন ও শিক্ষিতের হার এখনও বেড়ে চলেছে এবং এর ফলে খবরের কাগজ ও সাময়িকীর ক্রেতাও বাড়ছে। কাজেই স্বভাবতঃই ধরে নেওয়া যায় ভারতীয় সামায়িকীগুলোর বৈচিত্র্য আরও বাড়বে। এগুলো সুস্পষ্ট চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যও অর্জন করবে।

সাময়িকীসমূহের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য

আমি 'ব্যক্তিত্ব' তথা চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের কথা ইচ্ছে করেই বলেছি। সাময়িকী অত্যন্ত সংবেদনশীল সৃষ্টি। প্রচার বা চিত্ত-বিনোদনের যতো রকম মাধ্যম আছে তার মধ্যে সাময়িকীতে সম্পাদকের ব্যক্তিত্বের ছায়াপাত ঘটে সবচয়ে বেশি।

'রিডার্স ডাইজেস্ট', 'রেডবুক'-এর মতো নয়, আবার একই কারণে রেডবুক ও 'লেডিস হোম জার্নাল' স্বতন্ত্র ; ভারতে 'কল্যাণ' নামের একটি ধর্মবিষয়ক সাময়িকী প্রকাশিত হয়ে থাকে। 'সারিতা' নামের ছোটগল্প প্রকাশকারী সাময়িকীর সঙ্গে এর কোনো মিল নেই, অথচ দুটো সাময়িকীই হিন্দি ভাষায় প্রকাশিত হয়। এ দুটি সামায়িকীর পাঠক-শ্রেণী ভিন্ন। কারণ ঐ দুটো সাময়িকীর ব্যক্তিত্ব ভিন্ন। এক শ্রেণীর পাঠক একটি বিশেষ সাময়িকীর ব্যক্তিত্বের

www.pathagar.com

অনুসারী। কাজেই ঐ শ্রেণীর পাঠক অন্য ব্যক্তিত্ববিশিষ্ট অন্য সাময়িকীরও পাঠক হতে পারেন না।

সাময়িকীগুলোর বিষয়বস্তু পর্যালোচনা করলে তাদের পার্থক্য সহজেই টের পাওয়া যায়। ঐ ধরনের বৈশিষ্ট্য গড়ে তোলা এবং এভাবে একই জাতীয় সাময়িকীর ভিড়ে নিজ সাময়িকীর পরিচয় সুচিহ্নিত করা সাময়িকী-সম্পাদনার একটা গুরুত্বপূর্ণ কর্মকীর্তিবিশেষ। আপনি কোন্ ধরনের সাময়িকী, কোন্ শ্রেণীর পাঠকের জন্য সম্পাদনা করতে যাচ্ছেন তা অবশ্যই জানতে হবে। এটা জানা সম্ভব হলে, আপনাকে আপনার সাময়িকী ও সেই সঙ্গে সাময়িকী-পাঠকের উপযোগী উকরণ যোগাড় করার বিষয়ে বা বাছাই করার জন্যে বিশেষ বেগ পেতে হবে না।

তবে, কে আপনার সাময়িকীর পাঠক বা সেই পাঠকের প্রতিক্রিয়া কি তা জানার কিছু উপায় আপনার অবশ্যই থাকতে হবে। বর্তমানে ইংরেজি ও দেশী ভাষায় প্রকাশিত সাময়িকীগুলোর পাঠকের পছন্দ-অপছন্দ যাচাইয়ের তেমন ব্যবস্থা নেই। মুষ্টিমেয় কিছু প্রকাশক পাঠক-সংক্রান্ত গবেষণা পরিচালনা করে থাকেন। সাময়িকীগুলো আর্থিক টানাটানির জন্যে গুরুত্বপূর্ণ হলেও পাঠকসংক্রান্ত গবেষণার ব্যয়বহুল বিভাগ পরিচালনা করতে পারে না।

আমি আপনার সাময়িকীর 'ব্যক্তিত্ব' সংক্রান্ত সিদ্ধান্তের উপর বিশেষভাবে গুরুত্ব আরোপ করছি। কারণ, এ ছাড়া আপনি সফল সম্পাদক হিসেবে কাজ করতে পারবেন না। কার জন্যে আপনি সাময়িকী সম্পাদনায় হাত দিচ্ছেন তা জানা না থাকলে সাময়িকীর বিষয়বস্তুতে কি-কি স্থান পাবে এবং কিভাবে তা পরিবেশন করা হবে সে সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নিতে পারবেন না। অথচ এগুলো একবার জানা হয়ে গেলে, কোন্ কোন্ উপকরণ আপনি সবচেয়ে ভালোভাবে ও লাভজনক উপায়ে কাজে লাগাতে পারবেন তা বাছাই করা এবং সাময়িকীর ব্যক্তিত্বকে সজীব ও প্রাণবন্ত করে তোলাই হবে আপনার পরবর্তী কাজ।

ভারতের অনেক সাময়িকীর সম্পাদনা-বিভাগের আকার খুবই ছোট। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই আধ ডজনের বেশি কর্মী থাকেন না। এই বিভাগে কিছু পারিশ্রমিকের বিনিময়ে কিছু নামকরা লেখকের নিকট থেকে গল্প ও লেখা সংগ্রহই সাময়িকীর উপকরণ যোগাড়ের সনাতন রীতি। এসব সংগৃহীত উপকরণের সঙ্গে আরও কিছু উপকরণ মিলিয়ে সাময়িকী ছাপা হয়। শেষোক্ত ধরনের লেখাগুলো স্বতঃস্ফূর্তভাবেই (অনাহূতভাবেও) সম্পাদকীয় দফতরে এসে পৌঁছায় এবং সেগুলোর কিছু ছাপাবার উপযোগী বলে বিবেচিত হয়।

সম্প্রতি, সাময়িকী-সম্পাদকের মধ্যে জাগরণ এসেছে। তাঁরা সাময়িকীতে নতুন ধরনের বিষয়বস্তু ছাপার এবং তা ব্যতিক্রমধর্মী উপায়ে পরিবেশনের' কথা চিন্তা করছেন। কিন্তু তবু অংশত আর্থিক অসামর্থ্যের কারণে ও কিছুটা পাঠকদের তরফ থেকে উৎসাহ ও অনুকূল সাড়ার অভাবে তাঁরা এখনও গতানুগতিক ধারার গণ্ডীতে বন্দী থাকতে বাধ্য হচ্ছেন, ফলে পরিবর্তনের ধারা ত্বরান্বিত হচ্ছে না। উঠ্‌তি একজন সম্পাদককে এ কথা ভুললে চলবে না। সাময়িকীতে যা ছাপা হয় তা সম্ভাব্য সবচেয়ে বেশি পাঠকের বোধগম্য ও উপভোগ্য হতে হবে, এ কথা তাঁকে অবশ্যই মনে রাখতে হবে। যদি দেখা যায়, সাময়িকীর বিষয়বস্তু বাছাই-এ নিজস্ব অভিরুচিকে প্রাধান্য দেওয়ার দরুন সাময়িক ক্ষতি হলেও তা সাময়িকী ও

www.pathagar.com

সাময়িকী-পাঠকের উভয়ের দীর্ঘস্থায়ী স্বার্থের পক্ষে কল্যাণকর, সে ক্ষেত্রে সম্পাদক তা করতে পারেন। তবে তাঁর প্রধান লক্ষ্য হবে তাঁর নিজের ব্যক্তিগত সন্তুষ্টির উর্ধ্বে পাঠকের চাহিদাকে স্থান দেওয়া।

সম্পাদকীয় বলিষ্ঠতার প্রয়োজনীয়তা

সাময়িকী সম্পাদনাকালে অনেক সময় এমন পরিস্থিতির উদ্ভব হতে পারে যখন সম্পাদককে অন্যান্য ও অদ্ভুত ধরনের বিষয়বস্তুর পাল্লায় পড়তে হয় এবং সেগুলোকে কিভাবে কাজে লাগানো যায় সে সম্পর্কে চিন্তা করতে হয়। এতে করে হয়তো পাঠক-শ্রেণীর একটা অংশ অসন্তুষ্ট হতে পারেন। অবশ্য সম্পাদক যদি মনে করেন, তাঁর সাময়িকীর ব্যক্তিত্বের আরও বিকাশ ও ব্যক্তিত্বের জন্যে তাঁর নতুন ধ্যান-ধারণার বাস্তবায়ন দরকার তা হলে তাঁকে তা করার সাহস দেখাতে হবে।

সম্পাদকের এ ধরনের দূরদর্শিতা, বিচক্ষণতা ও কিছু সংখ্যক পুরোনো পাঠকের রুচি-বিরোধী কিছু কিছু পরিবর্তন আনার সাহসের অভাবে অনেক সফল সাময়িকীও কয়েক বৎসর চলার পর পাঠকের নিকট আবেদন হারায়, পাঠক ঐ পত্রিকাটি আর হাতে তুলে নেন না।

সাময়িকীতে ঈপ্সিত উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য প্রতিটি নিবন্ধ, প্রতিটি গল্প ও প্রতিটি ছবির যথার্থ ব্যবহার করতে হবে এবং ঈপ্সিত উদ্দেশ্য কি তা নির্ধারণ করার একচ্ছত্র অধিকার সম্পাদকের থাকবে। এটা তাঁর অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব। শুধু বিশ্লেষক মন ও সংবেদনশীলতাসম্পন্ন ব্যক্তিই কেবল সম্পাদকের দায়িত্ব পালনে সফল হতে পারেন। সাময়িকীর প্রতিটি বিষয়ই যাতে পাঠক ও সাময়িকীর মধ্যেকার সম্পর্ক আরও নিবিড় করে তা নিশ্চিত করতে হবে। সাময়িকী ও পাঠকের এই সম্পর্কে যে-কোনো প্রতিষ্ঠিত সাময়িকীর ভিত্তিস্বরূপ। কারণ, সাময়িকীর কার্যকরতা এই সম্পর্কের ঘনিষ্ঠতার উপর নির্ভরশীল।

সম্পাদককে সুপরিজ্ঞাত হতে হবে

ভারতের মতো দেশে সম্পাদককে সাময়িকী-প্রকাশনার অন্যান্য দিক, বিশেষ করে মুদ্রণ-সংক্রান্ত কারিগরি জ্ঞানও রাখতে হবে।

সম্প্রতি কয়েক বছর ধরে ভারত সরকার নিউজপ্রিন্ট আমদানীর উপর বিশেষ কড়াকড়ি আরোপ করেছেন। এদিকে, ভারতের প্রায় সব সাময়িকী নিউজপ্রিন্টে ছাপা হয়। কাজেই নিউজপ্রিন্টের উপর সরকারি নিয়ন্ত্রণের কথা জানা থাকলে নিউজপ্রিন্ট ব্যবহারে কতোটা যত্ন ও সতর্কতা অবলম্বন করা দরকার তা সম্পাদকের পক্ষে উপলব্ধি করা সহজ হয়।

সাময়িকী ছাপাতে কি ধরনের মুদ্রণযন্ত্র ব্যবহার করা হয় তা-ও সম্পাদকের জানা উচিত। বিভিন্ন সাময়িকীর জন্যে বিভিন্ন মুদ্রণযন্ত্র ব্যবহার করা হয় ; এক ধরনের মুদ্রণযন্ত্রে

www.pathagar.com

যেমন ছাপা শুরুর অন্তিম মুহূর্তেও ছাপার বিষয়বস্তুতে রদবদল করা যায়, অন্য ধরনের যন্ত্রে তা করার সময় থাকে না।

ভারতে সাধারণত ডিমাই ও ক্রাউন– এই দুই আকারে সাময়িকীসমূহ ছাপা হয়। 'ক্রাউন' কাগজ ও 'ডিমাই' কাগজের মাপ যথাক্রমে ২০´ × ৩০´´ ও ২৩´´ × ৩৬´´। এই কাগজের এক–এক দিকে আটটি করে পৃষ্ঠা হতে পারে। অন্যান্য আকারেও সাময়িকী ছাপা হয়। বিজ্ঞাপন–প্রতিষ্ঠানগুলো তাঁদের বিজ্ঞাপন প্রধানত প্রমাণ আকারে তৈরি করে থাকেন। অল্প সংখ্যক ভিন্ন আকারের সাময়িকীর জন্যে উপযোগী বিজ্ঞাপন তৈরি করতে তাঁরা আগ্রহ দেখান না।

অনেক সাময়িকী–প্রকাশক বেতনভুক নিয়মিত অঙ্কনশিল্পী রাখেন না, পেশাদার শিল্পীদেরকে চুক্তির অধীনে কাজে নিয়োগ করেন। গল্প বা নিবন্ধ বোঝাবার জন্যে সবচেয়ে কার্যকরভাবে ছবি কিভাবে আঁকা হবে সে সম্পর্কে সম্পাদকের ভালো জ্ঞান থাকতে হবে। অঙ্কনশিল্পী ও ব্লক প্রস্তুতকারককে সব সময় সুস্পষ্ট ও নিখুঁত নির্দেশ দিতে হবে। এ কারণে, ছবি অঙ্কন ও ব্লক তৈরির বিভিন্ন ধাঁচ, পদ্ধতি ও প্রয়োগরীতি সম্পর্কেও তাঁর ভালো জ্ঞান রাখতে হবে।

সাময়িকী-সম্পাদনা দক্ষতাপূর্ণ ও সৃষ্টিধর্মী কাজ। সঠিক বিষয়বস্তু ও লেখক বাছাই, কার্যকর শিরোনাম ও উপশিরোনাম রচনা, উপযুক্ত ছবি ও সামগ্রিক পরিকল্পনার বিষয়ে সম্পাদকের সৃষ্টিধর্মী মনের বহিঃপ্রকাশ ঘটতে হবে। একটি নিবন্ধ বা গল্পকে বিশেষভাবে, বিশেষ করে উপস্থাপনার মাধ্যমে সম্পাদক পাঠকের মন সম্পূর্ণ অপরিচিত বিষয়ে আকৃষ্ট করতে পারেন কিংবা পাঠকের মনে ঈপ্সিত প্রতিক্রিয়া সৃষ্টির জন্যে পাঠকের মনকে তৈরি করে নিতে পারেন।

সম্পাদক যদি পরিণত ও সুষম মনের অধিকারী হন, নিরপেক্ষ ও বস্তুনিষ্ঠভাবে চিন্তা করতে তৈরি থাকেন, মন যদি তাঁর সংস্কারমুক্ত হয় এবং প্রতিভা আবিষ্কারের অনুসন্ধানী শক্তি যদি গড়ে তুলতে পারেন তা হলেই কেবল তিনি এ কাজ সাফল্যের সঙ্গে করতে পারবেন। আধুনিক পাঠকের নিকট অনেক তথ্যমাধ্যম অবারিত, চিত্ত–বিনোদনের উপকরণও অনেক। তাই আধুনিক পাঠক সাময়িকীর প্রতিটি সংখ্যাতেই অভিনবত্ব আশা করেন। সম্পাদককে পাঠকের এ অভিনবত্বের তৃষ্ণা মেটাতে হবে।

সঠিক তথ্য পরিবেশনের সঙ্গে সঙ্গে উল্লিখিত চাহিদা মেটানোর স্বার্থে সম্পাদকীয়–বিভাগে ঐক্যবদ্ধ কর্ম–প্রচেষ্টার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। এখন প্রায় সম্পাদকীয়–বিভাগের সকল শাখায় বিশেষজ্ঞ ধরনের কর্মী সৃষ্টি হয়েছে। কল্প–রচনা (fiction), রাজনীতি, সামাজিক বিষয়, খেলাধুলা, শিল্প সংস্কৃতি, নাটক, বিজ্ঞান — প্রতিটি বিভাগেই একজন করে সম্পাদক রয়েছেন। অবশ্য এভাবে আলাদা করে সম্পাদক–নিয়োগ সাময়িকীর সামর্থ্য ও ঈপ্সিত উদ্দেশ্য অর্জনের জন্যে সমষ্টিগত প্রয়াস সৃষ্টি করার দক্ষতার উপর নির্ভরশীল।

যাঁরা বছরের পর বছর সাফল্যের সঙ্গে সাময়িকী–সম্পাদনায় কাটিয়েছেন তাঁরা নিশ্চয়ই আস্থার সঙ্গে বলবেন, এ কাজের পুরস্কার আছে। সফল সাময়িকী–সম্পাদক মুদ্রিত অজস্র অক্ষরের ছদ্মবেশে পাঠকের মনের অন্তঃপুরে প্রবেশ করেন। আপনার এই প্রবেশ যদি অনধিকার প্রবেশ বা অনুপ্রবেশ হয় তা হলে আপনার কর্মকীর্তি নিঃসন্দেহে সেবার স্মারক।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

তৃতীয় খণ্ড

সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রসমূহ
(RELATED FIELDS)

www.pathagar.com

www.pathagar.com

১০

জনসংযোগ ও প্রচার

(PUBLIC RELATIONS AND PUBLICITY)

— রোল্যান্ড ই. উলস্‌লে

ভারতে জনসংযোগ ও প্রচার-তৎপরতা এখনও শৈশব অবস্থায় রয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জনসংযোগ ও প্রচার বিশেষ পেশায় পরিণত হয়েছে। যুক্তরাজ্য, ইউরোপের বিভিন্ন অঞ্চলে ও দক্ষিণ-আমেরিকায় জনসংযোগ ও প্রচার বিজ্ঞাপন-তৎপরতার গুরুত্বপূর্ণ অংশ। সামান্য কয়েকটি ক্ষেত্র ছাড়া ভারতে উল্লিখিত তৎপরতার সম্ভাবনা এখনও স্বীকৃত হয়নি বলা চলে।

ফলে উন্নয়ন, বিজ্ঞাপন ও প্রচারণার সঙ্গে জনসংযোগ ও প্রচারের সম্পর্ক কি সে সম্পর্কে বিভ্রান্তি রয়ে গেছে। এ জন্যে সাংবাদিকতার সঙ্গে আনুষঙ্গিক তৎপরতাসমূহের মধ্যে পার্থক্য কি তা নীচে বলতে চেষ্টা করা হয়েছে।

জনসাধারণকে আকর্ষণের মাধ্যমে ব্যবসায়ের লেনদেন তথা বিক্রি বাড়াবার কর্ম-প্রক্রিয়াকেই 'উন্নয়ন (promotion)' বলা যায়।

প্রচারণা-বিশ্লেষণ সংক্রান্ত ইনস্টিটিউট প্রণীত 'প্রচারণার (propaganda-র) সংজ্ঞায় বলা হয়েছে ঃ "পূর্ব নির্ধারিত লক্ষ্যসমূহ সামনে রেখে অন্য ব্যক্তি বা ব্যক্তি-সমষ্টির অভিমত বা কার্যকলাপকে প্রভাবান্বিত করার সুপরিকল্পিত প্রয়াসে কতিপয় ব্যক্তি বা ব্যক্তি-সমষ্টির অভিমত প্রকাশ বা তৎপরতাকে প্রচারণা বলা হয়।"

জনসাধারণ বা কিছু বিশেষ জনসমষ্টিকে কিছু বাস্তব তথ্য ও মতামত জানিয়ে দেওয়ার জন্যে এবং এভাবে ঐ তথ্য ও মতামত প্রচারের জন্যে যোগাযোগ স্থাপনকে 'প্রচার (publicity)' বলা যেতে পারে। প্রচার জনসংযোগের একটি হাতিয়ার স্বরূপ।

জনসংযোগ-সংক্রান্ত বিষয়ের লেখক জেরাল্ড এস. বেস্কিন (Gerald S. Beskin) -এর সংজ্ঞা অনুযায়ী 'জনসংযোগ (public relation)' মনোভাব বা দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ন্ত্রণের বিজ্ঞান।

'সংবাদক্ষেত্রীয় প্রচারণা (press agentry)', প্রচারের চেয়েও ব্যাপক তাৎপর্য সংবলিত ; তবে প্রচারের অনেক কিছুই এর অঙ্গীভূত। তা ছাড়া, মনোযোগ আকর্ষণের জন্য চমক (stunt)-এর ব্যবহার কিছুটা এর আওতাভুক্ত।

www.pathagar.com

'বিজ্ঞাপন'কে প্রধানত বেতার, সংবাদপত্র, সাময়িকী, বিলবোর্ড, প্রাচীরপত্র, এবং ছোট ছোট হ্যান্ডবিলের কথন ও মুদ্রণ-প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বিক্রয় বলা যায়। ডক্টর লরেন্স আর. ক্যাম্পবেল (Dr. Laurence R. Campbell)-এর ভাষায় বিজ্ঞাপন আস্থা, পণ্য ও সেবা বিক্রয়ের বাণিজ্যিক বার্তাবিশেষ। এ বিষয়ে অন্যত্র আরও বিস্তারিতভাবে আলোচিত হয়েছে।

জনসংযোগ

যাঁরা জনসংযোগের কাজে নিয়োজিত তাঁরা জনসাধারণ বা বিশেষ জনগোষ্ঠীর নিকট পৌঁছে দেওয়ার একটা বার্তা, বিশেষ করে আস্থা স্থাপনের যোগ্য বার্তা চান। তাঁরা তাঁদের এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য নিজেদের তৎপরতা সংগঠিত করেন। যাঁরা একটি প্রতিষ্ঠানের সেবা করেন (চাকরি করেন) এবং যাঁরা ঐ প্রতিষ্ঠানের সেবা লাভ করে থাকেন তাঁদের মধ্যকার সম্পর্ক কি এটা তাঁরা বুঝতে চান? প্রতিটি ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান পারিপার্শ্বিকতার উপর কি প্রভাব ফেলেছে সে সম্পর্কে সচেতন।

দৃষ্টান্ত হিসেবে, সরকারি নীতি জনসাধারণের মধ্যে কি প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে সরকারের তা জানা দরকার। যদি ঐ নীতি মূলত সুষ্ঠু ও নিখুঁত না হয় তা হলে সরকারের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্বন্ধে জনমনে যে ভ্রান্ত ধারণার জন্ম নেবে তাতে পরিকল্পনা-বাস্তবায়নে সরকারি ব্যর্থতা বহুগুণে বৃদ্ধি পাবে। ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানের মতো যে-কোনো-সরকারই চান সকল নির্বাচন এলাকার লোকই (যেমন ব্যবসায়ে মক্কেল বা গ্রাহক) সন্তুষ্ট থাকুক। এই সরকারের সঙ্গে অন্যান্য সরকারেরও সম্পর্ক থাকে এবং প্রথম পক্ষ এটাও চান যে সকলের সঙ্গে তার সম্পর্ক ভালো থাকুক। অন্য কথায়, সরকার বিভিন্ন জনসাধারণের নিকট নিজেরই অনুমোদন চান।

এ ধরনের অনুমোদন শুধু সতর্কতার সঙ্গে প্রণীত নীতি, পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন এবং সেই সঙ্গে বিভিন্ন জনসমষ্টিকে এসব নীতি ও পরিকল্পনার বিষয় জানিয়ে ও বুঝিয়ে দেওয়ার কাজ এক বিশেষ ব্যবস্থার মাধ্যমেই সম্পন্ন হতে পারে। এই বিশেষ ব্যবস্থাই হচ্ছে জনসংযোগমূলক তৎপরতা। জনসংযোগ উপদেষ্টা বা পরিচালকগণ এই তৎপরতা পরিচালনা করে থাকেন। জনসংযোগ-বিভাগে প্রচার, সংবাদক্ষেত্রীয় প্রচারণা, বিজ্ঞাপন উন্নয়ন ও প্রচারণা-এর সব কিছুই কাজে লাগানো হয়। তা ছাড়া সাংবাদিকতার বিভিন্ন রীতি-পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয় যেমন, সংবাদ-কাহিনী তৈরি করে পাঠানো হয়, বিশেষ ধরনের সাময়িকী ও সংবাদপত্র সম্পাদনা করা হয়, পুস্তিকা ও প্রচার — পত্র লেখা হয় এবং বেতারে প্রচারের উপযোগী লেখা তৈরি করা হয়। ভারতে মোটামুটি এর সব কিছুই সীমিত আকারে অনুশীলন করা হয়ে থাকে। ভারতে বেতার সরকারি মালিকাধীন বলে এ কাজে বেতারকে ব্যবহার করা যায় না। তা ছাড়া, মূল্য বা রাজস্বের বিনিময়ে বেতার-বিজ্ঞাপনের সীমাবদ্ধতা রয়েছে প্রধানত বহু ভাষার অস্তিত্বের কারণে।

www.pathagar.com

ভারতে প্রচার-তৎপরতা

ভারতে প্রধানত দুটি ক্ষেত্রে প্রচার-তৎপরতার উন্নতি হয়েছে, (এক) বিরাট সরকারি সংগঠনে ও (দুই) বড় ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানে। প্রেস ইনফরমেশন ব্যুরো ভারতে রাজধানী দিল্লীতে, প্রচার ও তথ্য-কার্যালয়গুলো প্রদেশে, সংশ্লিষ্ট প্রচার কার্যালয়গুলো বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠানে এবং একই ধরনের প্রচার-প্রতিষ্ঠান বড় বড় কর্পোরেশনের প্রচার-তৎপরতা পরিচালনা করে থাকে। অনেক বড় শহরে বেসরকারি প্রচার-প্রতিষ্ঠানও রয়েছে। অবশ্য এসব প্রতিষ্ঠান তাদের বেশির ভাগ সময় ও দক্ষতা রাস্তায় রাস্তায় মাইক্রোফোন ও গান-বাজনা সহকারে ছায়াছবির প্রচার, প্রাচীর-পত্র লাগানো ও মূল্য পরিশোধকৃত বিজ্ঞাপন প্রকাশ বা প্রচারে নিয়োজিত রাখে।

অধিকাংশ ভারতীয় রাজ্যগুলোর (প্রদেশ) সরকারি প্রচার-বিভাগ যেসব কাজ করে থাকে সেসবই হচ্ছে সরকারি প্রচার-বিভাগের গতানুগতিক কাজ। সাংবাদিকতার এ ধরনের কাজে কোনো কোনো প্রচার-বিভাগের অভিজ্ঞতা পঁচিশ বছরেরও বেশি।

সরকারি প্রচার-বিভাগের প্রধান কাজ সাধারণত বিভিন্ন সরকারি বিভাগের তথ্য সাধারণ্যে প্রচার করা। হায়দ্রাবাদের তথ্য ও জনসংযোগ বিভাগের ভাষায় ঃ "এ ধরনের একটি বিভাগের কাজ হচ্ছে সংবাদপত্র ও অন্যান্য লভ্য গণ যোগাযোগ মাধ্যমে সরকারের বিভিন্ন নীতি ও কর্মসূচী সর্বাপেক্ষা গ্রহণযোগ্য ও কার্যকরভাবে জনসাধারণকে জানিয়ে দেওয়া এবং একই সঙ্গে প্রচার-বিভাগ সরকারি নীতির প্রশ্নে জনগণের মনোভাব ও প্রক্রিয়া সম্পর্কেও সরকারকে অবহিত রাখেন। এই দায়িত্ব পালনের উদ্দেশ্যে প্রচার-বিভাগ সংবাদপত্রের মতামতের গতি-প্রকৃতি, দলীয় নীতি ও জন-আন্দোলনের বিষয় পর্যালোচনা করে এবং সরকারের নেওয়া মূল কর্মসূচী ও পাল্টা কার্যক্রমের বিষয়বস্তু প্রকৃতি ও সময় নির্ধারণের ব্যাপারে সরকারকে পরামর্শ দিতে পারে এবং বিভ্রান্ত ব্যক্তিদের মতামত বা প্রচারণাকে সুস্থ ও গঠনমূলক খাতে প্রবাহিত করে জনসমর্থন গড়ে তুলতে ও প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষের প্রতি জনসাধারণের শুভেচ্ছার মনোভাব গড়ে তুলতে সহায়তা করতে পারে।

উল্লিখিত ধরনের কার্যক্রম বাস্তবায়ন করার জন্য প্রচার-বিভাগ প্রেসনোট, সংবাদ-ইশতেহার (press communique) বেসরকারি বিজ্ঞপ্তি, নেপথ্য তথ্যাদি, কাহিনী-নিবন্ধ, প্রচার-পত্র, পুস্তিকা, রিপোর্ট, আলোকচিত্র, ব্লক ও আরও অন্যান্য উপকরণ সংবাদপত্র এবং উপযুক্ত শিক্ষাবিদ, লেখক ও অন্যান্য ব্যক্তিদের মধ্যে বিলি করে। তা ছাড়া, এই বিভাগকে বিশেষ তথ্য সরবরাহের জন্যে অজস্র অনুরোধ রক্ষা করতে হয়। এ ছাড়া দৈনন্দিন ও সাপ্তাহিক ঘটনাপ্রবাহ ও জনসংযোগ-সংক্রান্ত রিপোর্ট সরকারি কর্মকর্তাদের দেখার জন্য তৈরি করা হয় এই বিভাগে।

সরকারি তৎপরতা-সংক্রান্ত বিভিন্ন খবরের কাটিং রাখতে ও তার গ্রন্থনা কাজেও অনেক সময় ব্যয় হয়। দেশী ভাষায় প্রকাশিত অনুরূপ খবরাখবর অনেক সময় ইংরেজিতে অনুবাদ করাও জরুরী হয়ে দাঁড়ায়।

www.pathagar.com

প্রচার-বিভাগকে সাংবাদিক-সম্মেলনের আয়োজন করতে হয়। প্রেসকক্ষ ও গ্রন্থাগার পরিচালনা করতে হয়। তা ছাড়া একটি চলচ্চিত্র শাখাও পরিচালনা করতে হয়। এ শাখা গ্রামে বিভিন্ন ধরনের গণ-জমায়েতের সামনে দেখানোর জন্যে ছায়াছবি নির্মাণ করে, মূল্য পরিশোধকৃত বিজ্ঞাপন নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা করে, বেতার-কথিকার ভাষ্য তৈরি ও প্রচার করে, সংশ্লিষ্ট শহর বা প্রদেশ সফরে আগত অতিথিদের সুখ-সুবিধা নিশ্চিত করে এবং সম্মেলন, প্রদর্শনী ও কমিটিসমূহের বিষয় সীমিত আকারে বে-সরকারিভাবে প্রচার করে।

সরকারি জনসংযোগ ও প্রচার-বিভাগ যখন এসব কাজে এক ডজনেরও বেশি নিজস্ব সার্বক্ষণিক কর্মচারী নিয়োগ করে, তখন ব্যবসায়ী-প্রতিষ্ঠান ঐ একই ধরনের সেবা লাভের জন্যে হয় নিজস্ব সংগঠন প্রতিষ্ঠা করে এবং বড় বড় শহরে ও সদর কার্যালয় এলাকায় শাখা-অফিস চালু করে, আর তা না হলে সাংবাদিকতাসুলভ কাজে বিশেষজ্ঞসুলভ দক্ষতাসম্পন্ন বেসরকারি প্রতিষ্ঠানকে নিয়োগ করে।

এ বিষয়ে ভারত সরকারকেই সর্বাপেক্ষা বড় প্রতিষ্ঠান বলা যেতে পারে। কারণ, ভারত সরকারের তথ্য ও বেতার মন্ত্রণালয়ের আটটি শাখা-প্রতিষ্ঠান রয়েছে এ কাজ করার জন্যে। সেগুলো হচ্ছে ঃ অল ইন্ডিয়া রেডিও, প্রেস ইনফরমেশন ব্যুরো, প্রকাশনা-বিভাগ, চলচ্চিত্র-বিভাগ, বিজ্ঞাপন ও দর্শনমূলক প্রচার দফতর, গবেষণা ও রেফারেন্স বিভাগ, ফিল্ড পাবলিসিটি দফতর এবং সঙ্গীত ও নাটক-বিভাগ। বিভিন্ন কেন্দ্রীয় মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে সংযোগ বজায় রাখার জন্যে প্রেস ইনফরমেশন ব্যুরোর কর্মচারীগণকে নিযুক্ত রাখা হয়। ভারত সরকারের প্রেস ইনফরমেশন ব্যুরোর শাখা-কার্যালয় প্রায় ১২টিরও বেশি শহরে রয়েছে। নয়াদিল্লী, জলন্ধর, শ্রীনগরের প্রতিষ্ঠানের বড় বড় কার্যালয় রয়েছে। তা ছাড়া ভারতের বিভিন্ন রাজ্য-সরকারের সহযোগিতায় বিভিন্ন রাজধানীতে ব্যুরোর আরও কিছু অফিস পরিচালিত হয়। ব্যুরো ১৩টি ভাষায় সংবাদ প্রচার করে থাকে।

শুধু ভারত সরকারই নয়, জাতিসংঘ ও অন্যান্য ৯টি দেশ সাধারণত বোম্বাই বা নয়াদিল্লীতে এবং তাদের কনসুলেটগুলোর সঙ্গে সহযোগিতাক্রমে তথ্য-কেন্দ্র পরিচালনা করে থাকে।

অনেক দেশে প্রচার ও জনসংযোগের কাজ একটি বিভাগের মতো বিরাটকায় বিজ্ঞাপন-প্রতিষ্ঠান করে থাকে। ভারতও এর ব্যতিক্রম নয়। ভারতের ১১৭টি বিজ্ঞাপন-প্রতিষ্ঠানের মধ্যে কমপক্ষে ১৭টি প্রতিষ্ঠান প্রচার-ব্যবসায়ে জড়িত। তা ছাড়া হিসেবের বাইরেও অনেক প্রতিষ্ঠান প্রচারের কাজ করে থাকে। এরা সকলেই জনসাধারণের মধ্যে দীর্ঘমেয়াদী কৌতূহল বা আগ্রহ সৃষ্টিতে আগ্রহী কিংবা কিছু বিশেষ কার্যক্রম ও অভিযান পরিচালনা করতে আগ্রহী এবং বেসরকারি ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠান বা জন-প্রতিষ্ঠানের পক্ষে ঐ ধরনের কার্যক্রম ও অভিযান পরিচালনার দায়িত্ব নিয়ে থাকে।

এয়ার ইন্ডিয়া ইন্টারন্যাশনালের জনসংযোগ-অফিসার উল্লেখ করেছেন[১] যে তাঁর মতে জনসংযোগ-এর চারটি মূলনীতি রয়েছে। সেগুলো হচ্ছে ঃ

---

১. এম. আর. পাই (সম্পাদক) 'ইন্ডিয়ান জার্নালিস্টস্ গাইড', বোম্বাই কলেজ অব জার্নালিজম, বোম্বাই, ১৯১৬, পৃ. ৬২।

www.pathagar.com

"আপনাকে আপনার গ্রাহকের সঙ্গে, মানুষের সঙ্গে কাজ করতে হবে। তাই আপনাকে সাধারণ মানুষ সম্পর্কে অবশ্যই জানতে হবে। আপনি বিচ্ছিন্ন অবস্থায় একাকী কাজ করতে পারেন না . . . কি বক্তব্য অপরকে বুঝিয়ে বা জানিয়ে দিতে হবে তা অবশ্যই আপনাকে জানতে হবে।" তিনি আরও বলেছেন ঃ "প্রত্যেক ব্যবসায়ের সঙ্গেই কিছু না কিছু লোক জড়িত। প্রত্যেক মানুষ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ যেভাবেই হোক জনসংযোগ কার্যে জড়িত—তা তিনি পছন্দ করুন বা না-ই করুন। যদি একটা ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানকে টিকে থাকতে হয় তা হলে ব্যবসায়িক সাফল্যের জন্যে বিভিন্ন লোকজনের উপর এ প্রতিষ্ঠানকে অবশ্যই নির্ভর করতে হবে।"

ঘরোয়া প্রকাশনা

ঘরোয়া-প্রকাশনা বা মুখপত্র, সরকারি প্রতিষ্ঠান ও ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠান উভয়ের জনসংযোগ-তৎপরতায় সুস্পষ্ট অন্যতম প্রধান সাংবাদিকতামূলক হাতিয়ার। ঘরোয়া-প্রকাশনা বা মুখপত্র প্রকাশে সাংবাদিকসুলভ কর্ম-প্রতিভা, বিশেষ করে লিখন, সম্পাদন ও আলোকচিত্রবিদ্যার ব্যাপক ব্যবহার হয়ে থাকে। ত্রিচুরাপল্লীতে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক ঘরোয়া-সাময়িকী প্রদর্শনীতে এসব প্রকাশনার একটা সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছিলো। ঐ সংজ্ঞায় বলা হয়, "শিল্পপ্রতিষ্ঠান, ব্যবসায়-সংগঠন, জনসংযোগমূলক সংস্থা বা বাণিজ্য-সমিতি, নিজ কর্মচারী, সদস্য বা গ্রাহকদের জন্যে যে-প্রকাশনা মুনাফার উদ্দেশ্য সামনে না রেখে প্রকাশ করা হয় তাই ঘরোয়া-প্রকাশনা।"

এ ধরনের প্রকাশনা সংবাদপত্র বা সাময়িকী যে-কোনো আকারেই হতে পারে। এই প্রকাশনা আবার অন্তর্মুখী ও বহির্মুখী দু'রকম হতে পারে। ঘরোয়া-প্রকাশনা সংশ্লিষ্ট প্রকাশক-প্রতিষ্ঠানের কর্মীদের মধ্যে প্রচারিত হয় এবং বহুমুখী প্রকাশনা ঐ প্রতিষ্ঠানের পণ্যের ব্যবহারকারী, সম্ভাবনাময় গ্রাহক, ব্যবসায়ী ও অন্যান্যের নিকট পাঠানো হয়। কখনও আবার এই দুই ধরনের প্রচার একই প্রকাশনায় করা হয়ে থাকে।

ভারতে এ ধরনের প্রকাশনার সংখ্যা একশ'র মতো। তাই সাধারণ লোক এসব প্রকাশনা সম্পর্কে বড় একটা জানেন না। তা ছাড়া এগুলো যাঁরা পড়েন তাঁদের সংখ্যাও অত্যন্ত কম। তবে একটা কথা উল্লেখ করার মতো যে, ঐ মাত্র একশ'টির মতো প্রকাশনার মধ্যে এমন কয়েকটি প্রকাশনা রয়েছে যা বিশ্বের যে-কোনো স্থানের সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠ প্রকাশনার সমতুল্য।

ভারতে ব্যবসায় ও শিল্প-তৎপরতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আরও এ ধরনের কাগজ ও সাময়িকী প্রকাশিত হবে। অন্যান্য দেশেও শিল্প-অগ্রগতি অনুযায়ী এ ধরনের প্রকাশনা রয়েছে। অতীতে যখন ব্যবসায়ের অবস্থা ভালো থাকতো তখনই এসব প্রকাশনার প্রসার ঘটতো, আবার ব্যবসায়ে অবনতি দেখা দিলে এসব প্রকাশনাও উধাও হতো ; কার্যত এ ধরনের প্রকাশনা তখন ব্যয়বিলাস হিসেবে গণ্য হতো। কিন্তু গত কয়েক দশক ধরে এসব প্রকাশনার অস্তিত্ব অব্যাহত রয়েছে। কারণ, ব্যবসায়-ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ জনসংযোগ রক্ষার কাজে এসব প্রকাশনার কার্যকর ভূমিকা উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছেন।

প্রতিষ্ঠানের শ্রমিক-মালিক সম্পর্কের উন্নতি, গ্রাহক বা ব্যবসায়ীর সঙ্গে সুসম্পর্ক স্থাপন এবং আরও বেশি পণ্য বিক্রির বিষয়ে ব্যবসায়ী ও পরিবেশককে সহায়তা করাই এসব প্রকাশনার প্রধান উদ্দেশ্য।

www.pathagar.com

এ ধরনের পত্রিকা বা সাময়িকী প্রকাশনার ক্ষেত্রে জনসংযোগ ও প্রচারের মূলনীতি অনুধাবন করা দরকার ও সেই সঙ্গে অন্যান্য প্রকাশনার মতো এ ক্ষেত্রেও সাংবাদিকতা পেশাসুলভ দক্ষতারও প্রয়োজন রয়েছে। সংবাদ-সংগ্রহের ও নিবন্ধ লেখার উদ্দেশ্যে এই প্রকাশনার জন্যেও প্রতিবেদক ও লেখকের প্রয়োজন। সাময়িকী বা পত্রিকার বিষয়লিপিগুলো সম্পাদনা এবং ব্লক তৈরির জন্যে আলোকচিত্রগুলোর যথাযথ নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে সম্পাদকেরও প্রয়োজন রয়েছে।

ত্রিচুরাপল্লীতে দি সাউথ মাদ্রাজ ইলেক্ট্রিক সাপ্লাই কর্পোরেশনের প্রচারকর্মকর্তা আর. পার্থসারথী একটি প্রদর্শনীতে বক্তৃতা দেওয়ার সময় ঘরোয়া-প্রকাশনাকে নৈতিক প্রেরণা এবং শ্রমিক ও ব্যবস্থাপনা-কর্তৃপক্ষের মধ্যে সমঝোতা সৃষ্টির একটি শক্তি ও কারিগরি তথ্যাদি প্রচারের অমূল্য হাতিয়ার বলে বর্ণনা করেন।

তিনি তাঁর নিজ প্রতিষ্ঠানের প্রকাশনা 'ইলেক্ট্রোলাইট'-এর প্রসঙ্গে বলেন, "যদি জনসাধারণের একটা ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অংশও উজ্জ্বল আনন্দাভা বিকিরণকারী এ ছোট আলোকময় বৈদ্যুতিক বাতির পেছনের ইতিহাস কি জানেন — যদি জানেন ঐ আলোর নেপথ্যে অন্য কোথাও ইন্ধন যোগানোর কাজ চলছে এবং যদি আমাদের নিজ কর্মীরা এ কথা উপলব্ধি করতে পারেন, তাঁদের সুখ-দুঃখ-বেদনা উপলব্ধি করার মতো একটা মাধ্যম রয়েছে তা হলে আমাদের এই সাময়িকীখানি একেবারেই ব্যর্থ হয়েছে তা বোধ করি বলা যাবে না।"

ভারতের ঘরোয়া-প্রকাশনাগুলো সাধারণত চার পাতার সংবাদপত্র অথবা ৩২ থেকে ১০৪ পাতার চার বর্ণে ছাপা ছোট সাময়িকীর আকারে প্রকাশিত হয়। এর মধ্যে সর্বাপেক্ষা আকর্ষণীয় হচ্ছে বোম্বাই-এর সদর কার্যালয় থেকে প্রকাশিত ৪৮ পাতার অন্তর্মুখী প্রকাশনী 'বার্মা-শেল নিউজ'। প্রকাশনাটিতে উঁচুমানের কাগজ, ব্লক ও মুদ্রণের সমাবেশ রয়েছে। তা ছাড়া, এতে বিশেষ নিবন্ধ ও সারা ভারতে বার্মা-শেল কর্মীদের বিভিন্ন তৎপরতার সংবাদও ছাপা হয়ে থাকে।

'ডানলপ গেজেট'ও একইভাবে উন্নতমানের পত্রিকা। এর সুনামও বহুদিনের। কোলকাতা থেকে এটি প্রকাশিত হয়। পত্রিকাটির মুদ্রণ-শৈলী অত্যন্ত আধুনিক। এতে ডানলপের তৈরি পণ্যের ব্যবহারকারীদের উদ্দেশ্যে ভ্রমণ ও সংশ্লিষ্ট বিষয়ে নিবন্ধও ছাপা হয়। অন্যান্য নামকরা প্রকাশনাগুলো সাময়িকীর আকারে প্রকাশিত হয়। এগুলোর মধ্যে রয়েছে, 'মার্টিন বার্ন হাউস ম্যাগাজিন', 'স্টানভ্যাক ম্যাগাজিন', 'টেলকো নিউজ', 'দি রাউন্ডেল', 'ইন্ডিয়া লিংক', 'পরিচয়', ম্যাজিক কার্পেট', 'সেন্ট্রাল রেলওয়ে ম্যাগাজিন', এবং 'এস. আই. আর. ডি. (SIRD) নিউজলেটার'।

ভারতে সাধারণত সংবাদপত্রসমূহের তুলনায় এ ধরনের বিশেষ সাংবাদিকতার তৎপরতা তুলনামূলকভাবে সীমিত। তবে, এর বিকাশের লক্ষণ টের পাওয়া যাচ্ছে। সম্প্রতি 'ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন অব ইন্ডাস্ট্রিয়াল এডিটর্স' গঠিত হয়েছে এবং এর নিজস্ব একটি প্রকাশনাও রয়েছে। প্রতিষ্ঠানটির সদস্য-সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৯৩-এ। এর মধ্যে ৫৫-টিই হচ্ছে ব্যবসায় বা শিল্পপ্রতিষ্ঠান প্রকাশিত সাময়িকী ; প্রতিষ্ঠানটি 'ইন্টারন্যাশনাল কাউন্সিল অব ইন্ডাস্ট্রিয়াল এডিটর্স-এর সদস্য।

www.pathagar.com

১১

সংবাদ-মুদ্রণ
(PRINTING FOR THE JOURNALIST)
-- নরম্যান এ. এলিস

পাশ্চাত্যের নিয়ম অনুযায়ী ভারতেও বলতে গেলে একইভাবে সংবাদপত্র ও সাময়িকী প্রকাশিত হচ্ছে । এর কারণও খুব স্বাভাবিক। পাশ্চাত্য থেকে আগত ব্যক্তিগণই এ দেশে মুদ্রণ-শিল্পের উদ্যোক্তা। মিশনারিরাই (খ্রীস্টান ধর্ম-প্রচারক) ছাপাখানা স্থাপনের কাজে প্রথম সাফল্য অর্জন করেন। পরে ব্যক্তিগত ও রাজকর্মচারী পর্যায়েও মুদ্রণ-প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠে। তবে, ব্যক্তিগত ছাপাখানাগুলোর অধিকাংশই বন্ধ হয়ে যায় এবং শেষোক্ত ছাপাখানাগুলো আমলাতন্ত্রের চাহিদার যোগান দিতে অস্তিত্ব বজায় রাখে। ভারতের প্রাথমিক পর্যায়ে ইংরেজি ভাষার মাধ্যমে সাংবাদিকতা শুরু হয়েছিলো বলে মুদ্রণ ও প্রকাশনা-সংক্রান্ত বিষয়ে আমাদের দেশ পাশ্চত্যের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কযুক্ত। ভারতে এ কথা সানন্দে ও খোলাখুলিভাবে স্বীকার করা হয়।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে এবং তার কিছুদিন পরেও সংবাদপত্র, পত্রিকা বা সাময়িকীর মুদ্রণে গ্রাহকের আকর্ষণ বাড়ানোর জন্যে প্রদর্শন-কলা (display) প্রয়োগের কোনো চেষ্টা দেখা যায়নি। সে সময় সংবাদের মূলপাঠে (tex-এ) ব্যবহৃত জ্যেষ্ঠাক্ষরসমূহ (capital letters) স্তম্ভের উপর সাজিয়ে প্রধান শিরোনাম দেওয়ার কাজ চালানো হতো। অবশ্য পরবর্তীকালে প্রদর্শন-কলার বিকাশও হয়েছে খুব ধীর গতিতে। আজও পত্রিকা ও সাময়িকীতে আগেকার দিনের মতো সাদামাটা ছাপার প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। বিশেষ করে, সাময়িক পত্র-পত্রিকায় প্রদর্শন-সৌষ্ঠব খুব একটা ফলাও করে করা হয় না এবং বিশেষ কয়েক শ্রেণীর টাইপের মধ্যেই মুদ্রণ সীমিত রাখা হয়।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে প্রাচীন মহাদেশীয় আকৃতির সুন্দর অক্ষরসমূহের পুনর্জাগরণ (renaissance of old continental faces) টাইপের আধুনিক শৈলীর ব্যাপক প্রভাব সেই সঙ্গে অভিনব প্রদর্শন-কলা মুদ্রণ ও অঙ্গসজ্জায় সুদূরপ্রসারী পরিবর্তন এনেছে। সংবাদসুলভ প্রদর্শন-কৌশলের কল্যাণে প্রধানত এই ঈপ্সিত পরিবর্তন সম্ভব হলেও মাঝে মাঝে আবার যখন এই দায়িত্ব প্রদর্শন-কুশলীর (display-man-এর) উপর এককভাবে অর্পিত হয়েছে,

www.pathagar.com

তখন তিনি তাঁর বিবেচনা-শক্তির উপযুক্ত প্রয়োগে ব্যর্থ হয়েছেন। ফলে, এর ফল ভালো না হয়ে উল্টোটাই হয়েছে।

ভারতের পত্র-পত্রিকাগুলো পর্যবেক্ষণ করলে পাশ্চাত্যের পত্র-পত্রিকার অনুসৃত ও প্রদর্শন-কৌশলের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ লক্ষ্য করা যায়। প্রধান সংবাদ কাগজের প্রথম পাতায়, প্রধান নিবন্ধ (leading articles) দুই-এর পাতায় বামদিকে, খেলাধুলার খবর শেষে, ছোট ছোট বিজ্ঞাপন তিন-এর পাতায় — সবই পাশ্চাত্য কাগজের মতোই ছাপা হয়। তবে এ সত্ত্বেও কিছুটা তারতম্য হতে পারে। সেটা নির্ভর করে কর্তৃপক্ষের উপর। তাঁরা তাঁদের গ্রাহকদের আকর্ষণের একটা বিশেষ উপায় হিসেবে কাগজে বৈচিত্র্য আনার ব্যবস্থা করতে পারেন ।

মুদ্রণ

এক বা একাধিক ভাব বা ভাবনিচয়ের (ideas-এর) বোধগম্য ও আকৃতিগত প্রকাশের বৈচিত্র্যময় মাধ্যমই হচ্ছে মুদ্রণ। মুদ্রণ এমন প্রতীকী-প্রকাশ যার মাধ্যমে শব্দকে প্রকাশ করা যায় না, ঐ শব্দের বিকল্প প্রতীক প্রকাশ করা যায়। মুদ্রণ একটি বিশেষ কোনো বস্তু বা ঘটনার বাস্তব ছবি দিতে পারে না, তবে অঙ্কন ও বর্ণনার মাধ্যমে ঐ বস্তু বা ঘটনাকে স্থায়ীভাবে 'স্মৃতি' হিসেবে সংরক্ষণের সামর্থ্য রাখে। চিত্রণ বা অঙ্কনের সমতুল্য ভূমিকা পালনের যোগ্যতা মুদ্রণের নেই, তবে লাখ লাখ মানুষ যে ছবি বা খোদাই-কর্ম কখনও দেখেনি বা সাধারণত তাদের পক্ষে দেখা সম্ভব নয়, মুদ্রণ-বর্ণনার মাধ্যমে ঐ ছবি বা খোদাইকর্মের একটা মানসচিত্র তুলে ধরা সম্ভব। এ কারণে মুদ্রণ হচ্ছে এমনিভাবে ভাব-বিন্যাসের (অক্ষরের মাধ্যমে) কৌশল যা পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ভাব-বিন্যাসের জন্যে আবার এক বা একাধিক রীতিতে বা পদ্ধতিতে মুদ্রণ করা হতে পারে।

মুদ্রণশৈলীর একটা বিশ্বজনীনতা আছে। এ জন্যে এক দেশে যা ভালো ছাপা হিসেবে বিবেচিত অন্য দেশেও তা ভালো ছাপা হিসেবে বিবেচিত হয়। যে-কোনো সুপরিকল্পিত মুদ্রণ-বিন্যাস সংবলিত সংবাদপত্র যে-কোনো ভাষায় সুপবিকল্পিত মুদ্রণ-বিন্যাস সংবলিত সংবাদপত্রে রূপান্তরিত হতে পারে। তাই ভালো মুদ্রণ বা ছাপার কোনো আঞ্চলিক বা জাতীয় সীমারেখা নেই। ভাষার অক্ষর আলাদা হতে পারে, তবে ঐ অক্ষরসমূহ ছাপার আকারে প্রকাশের যে-মান নির্ধারিত রয়েছে তা আন্তর্জাতিক।

এ ছাড়াও, মুদ্রণের সঙ্গে আরও কিছু বিষয় জড়িত। ছাপার জন্যে যেসব মেশিনপত্র ব্যবহৃত হয়ে থাকে তা মূলত এক। এগুলির আকারেই শুধু বাহ্যিক পার্থক্য থাকে। বিশ্বের প্রায় সব দেশেই কার্যত একই ধরনের মেশিনপত্রে যান্ত্রিক-পদ্ধতিতে অক্ষর সাজানো হয়। সর্বত্রই ছাপার কাজে কাগজ ব্যবহার করা হয়ে থাকে। শিরোনামের অক্ষরসমূহের আকার মূল পাঠের চেয়ে বড় হয়।

www.pathagar.com

মুদ্রণ-পর্যায়

মুদ্রণ বলতে কি বোঝায় আমরা তা জেনেছি। কিন্তু যে প্রশ্ন রয়ে যায় তা হচ্ছে মুদ্রণ কিভাবে সম্পন্ন হয়? ধরা যাক, আপনি একটা নিবন্ধ পেয়েছেন এবং তা ছাপার জন্যে স্থিরও করেছেন। নিবন্ধটির অবর-সম্পাদনাও শেষ হয়েছে এবং অক্ষর সাজানোর জন্যে তা তৈরি। আরও ধরা যাক, আপনার এই নিবন্ধের দুটি প্রধান অংশ আছে, শিরোনাম আছে, সম্ভবত উপশিরোনামও আছে, সর্বোপরি মূলপাঠসহ একটা ভূমিকাও দেওয়া আছে। মুদ্রণ-পরিকল্পক (lay-out man) সাময়িকী বা সংবাদপত্র যাই হোক না কেন তাঁর পত্রিকার অঙ্গসজ্জাশৈলী সম্পর্কে বিশেষভাবে অবগত। তিনি তাঁর পত্রিকার অঙ্গসজ্জাশৈলী অনুযায়ী শিরোনাম সাজান এবং কি পদ্ধতিতে ও কোন্ আকারের অক্ষর তাতে ব্যবহার করতে হবে তা নির্ধারণ করেন।

আপনি সংগৃহীত সাময়িকীগুলো দেখুন। দেখবেন, কতো রকমের কতো বৈচিত্র্যময় মুদ্রণ-পরিকল্পনা তৈরি করা যেতে পারে। এ জন্যে, মুদ্রণ-পরিকল্পকের কাজের আওতা একটা নির্দিষ্ট গণ্ডীর মধ্যে সীমিত থাকলেও দু'জন মুদ্রণ-পরিকল্পক কখনই ঠিক একই রকমের মুদ্রণ-পরিকল্পনা তৈরি করবেন না, তাঁদের কাজের মধ্যে কিছু না কিছু তারতম্য থাকবেই।

প্রতিটি সামায়িকীর মুদ্রণ-পরিকল্পনায় একটা আলাদা বৈশিষ্ট্য থাকে এবং এ রকম বৈশিষ্ট্য থাকাও উচিত। যদি কোনো সাময়িকীর এমন বৈশিষ্ট্য না থাকে তা হলে মুদ্রাকরের হাতে ঐ সাময়িকীর এতিম দশা হতে বাধ্য। আর মুদ্রাকর অভিজ্ঞ ও দক্ষ না হলে তো কথাই নেই, সে ক্ষেত্রে দুর্গতির চরম হওয়াটাই একান্ত প্রত্যাশিত।

আপনার নিবন্ধখানির শিরোনামের জন্যে ব্যবহার্য টাইপ যখন নির্ধারণ করা হয়, কম্পোজিটর যখন ঐ টাইপের অক্ষর সাজায় এবং নিবন্ধের মূল পাঠখানির অক্ষর সাজানো হয়, তখন আকর্ষণ বৃদ্ধি ও পাঠকের মনোযোগ ধরে রাখার জন্যে অনুচ্ছেদ-শিরোনামও (paragraph heading-ও) দেওয়া হয়।

এভাবে, নিবন্ধটির পুরোটাই ছাপা হয় এবং প্রথম প্রুফ বের করে নেওয়া হয়। পরে সবকিছু ঠিক হয়ে গেলে, সাময়িকীর যে-পাতায় নিবন্ধটি অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে ছাপা হবে সেই পাতায় (নিবন্ধটি ছাপার জন্যে পুরো একপাতা জায়গা নির্দিষ্ট করে দেওয়া হলে অবশ্য খুবই ভালো হয়) পুরো নিবন্ধটি বসিয়ে দেওয়া হয়। সাময়িকীটি যদি বেশ বড় আকারের হয় তা হলে সে ক্ষেত্রে নিবন্ধ ও ছাপার অন্যান্য বিষয়ের একটা মুদ্রণফলক (stereo) তৈরি করা হয়। এই মুদ্রণফলকটির আকার বেশ বড় ও অর্ধচন্দ্রাকার এবং সাময়িকীর একটি পৃষ্ঠার উপকরণ এতে থাকে। ফলকটিকে ঠিক করে নেওয়ার পর তা মুদ্রণযন্ত্রের সিলিন্ডারের চারপাশে ঘুরিয়ে স্থাপন করা হয়। সবকিছু ঠিক হয়ে গেলে, মেশিন ঘুরলেই আপনার নিবন্ধটি ঝকঝকে ছাপা হয়ে বেরিয়ে আসবে। ছাপা শেষ হওয়ার পর পরই বড় যন্ত্রে কাগজগুলোকে ভাঁজ করা হয় এবং বিক্রির জন্যে পাঠানো হয়।

www.pathagar.com

এই হলো পাণ্ডুলিপি থেকে পূর্ণাঙ্গ সাময়িকীতে নিবন্ধ ছাপার এবং তা পাঠকের নিকট পৌঁছে দেওয়ার সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত। আজকাল মুদ্রণের ব্যাপারটি ক্রমশঃই যান্ত্রিক হয়ে উঠছে। অবশ্য উর্দু ভাষায় প্রকাশিত সংবাদপত্রগুলোর লেখা সবই হাতের লেখা এবং লিথোগ্রাফিক পদ্ধতিতে ছাপা হয়। তবে হাতের লেখার পরিবর্তে মুদ্রাক্ষর-যন্ত্রের ব্যবহার আস্তে আস্তে ব্যাপকতা লাভ করছে।

যান্ত্রিক অক্ষর-সজ্জার (mechanical type-setting-এর) প্রচলনের পর থেকে অন্যান্য ভারতীয় ক্ষেত্রে ক্রমবর্ধমান হারে যান্ত্রিক অক্ষর-সজ্জা চালু হচ্ছে। হিন্দি ভাষার কথা এ প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখ করা যায়। যান্ত্রিক-ব্যবস্থা চালু হওয়ার দরুন অক্ষর-সজ্জার সময় এক-পঞ্চমাংশ হ্রাস পাওয়ায় পত্র-পত্রিকা মুদ্রণের ক্ষেত্রে বৈপ্লবিক পরিবর্তন এসেছে। এ ক্ষেত্রে সাম্প্রতিক অগ্রগতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। আগেকার কালে বহু প্রাচীন অক্ষর তৈরি ও ঐসব অক্ষরের বহু বিচিত্র প্রতিনিধিত্বমূলক প্রতীক তৈরি এবং অক্ষরের বিভিন্ন ছাঁচ নির্মাণের কথা ভাবলে বর্তমান কালের অক্ষর-সজ্জাকারী যন্ত্রের বিরাট কর্মভূমিকার কথা উপলব্ধি করা যেতে পারে।

মাত্র ২৬টি রোমান বর্ণমালা ও এর যতিচিহ্নসমূহের আকৃতি নির্মাণ করা এক কথা আর ৬০০টি বিভিন্ন আকৃতি ও বিভিন্ন তলবিশিষ্ট একটি বর্ণমালার আকৃতি বা টাইপ তৈরি করা সম্পূর্ণ ভিন্ন কথা। শুধু তাই নয়, সংস্কৃত ও আরবি অক্ষরের ভিত্তিতে বিভিন্ন ভারতীয় ভাষার অক্ষরের রেখা ও বাঁকের যে বিপুল বৈচিত্র্য (যেমন বাংলা, তামিল ভাষা) তাতে হাতে অক্ষর-সজ্জা পরিহার করে ভারতীয় পত্র-পত্রিকা প্রকাশ সম্ভব করে তোলা বিশ্বে কম অভাবনীয় ব্যাপার নয়।

ভারতীয় মুদ্রণ-শিল্পের উন্নয়ন

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরই ভারত সর্বপ্রথম ছাপাখানা আধুনিকীকরণের সুযোগ লাভ করে। পাশ্চাত্য ও প্রতীচ্যের দেশগুলো পরস্পরের মধ্যে পণ্য-বিনিময়ে আগ্রহী থাকায় ভারত ছাপাখানার প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও সাজসরঞ্জামে সুসজ্জিত হয়ে উঠার বিশেষ সুযোগ লাভ করে। ভারতে বর্তমানে লাইনোটাইপ ও মনোটাইপ-যন্ত্র থাকার ফলে অক্ষর-সজ্জার সুবিধা সম্প্রসারিত হয়েছে। রোটারী প্রেসের মতো অত্যাধুনিক ও ব্যয়বহুল মুদ্রণ-যন্ত্র ভারতে শত শত না হলেও অনেক রয়েছে। মুদ্রণ-ফলক তৈরি সরঞ্জাম, শিরোনাম দেওয়ার জন্য লুডলোস (Ludlows) এবং এলরড্স যন্ত্র, রুল ও বর্ডার ভারতের অন্যান্য অক্ষরসজ্জাকারী যন্ত্রের দক্ষতা বহুলাংশে বাড়িয়ে দিয়েছে। শুধু তাই নয়, মুদ্রণ-শিল্পের অন্যান্য সাধারণ যন্ত্রাদি যেমন, ভাঁজ করার যন্ত্র, বাঁধাই ও সেলাই-যন্ত্র কর্তন-যন্ত্র প্রুফ-প্রেস, ক্যামেরা এবং ব্লক-নির্মাণের পূর্ণাঙ্গ সাজ-সরঞ্জাম ভারতের মুদ্রণ-শিল্পকে আরও সমৃদ্ধ করেছে।

আজকাল উন্নত ধরনের পত্র-পত্রিকা প্রকাশের জন্যে উল্লিখিত সাজ-সরঞ্জাম একান্ত প্রয়োজন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্যে অবশ্য মুদ্রণ-শিল্পে আরও উন্নততর পদ্ধতির

www.pathagar.com

পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে। সেখানে মুদ্রণ-শিল্পে ইলেকট্রনিকসের সাহায্য নেওয়া হচ্ছে, অক্ষরের আলোকচিত্র-সজ্জা হচ্ছে। এ ছাড়া টেলি-যোগাযোগ ও বহনযোগ্য বেতারযন্ত্র এবং প্লাস্টিকের ব্যবহার মুদ্রণ শিল্পকে আরও উন্নত করে চলেছে।

পাঠকের মনোযোগ আকর্ষণ

মুদ্রণ-পরিকল্পকের হাতে 'লিপি' পৌঁছে যাওয়ার পর পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করার অবশিষ্ট দায়িত্ব তাঁর উপর বর্তায়। তাঁর কাজ হচ্ছে লিপিকে শিরোনামে রূপ দেওয়ার মাধ্যমে বা প্রদর্শনের মাধ্যমে পাঠকের মনোযোগ মূল পাঠে নিবদ্ধ করা। (অবশ্য, সাময়িকীর বিশেষ রচনাটির পাণ্ডিত্যমূলক প্রকাশ দেখে সম্ভাব্য পাঠক যদি হতবুদ্ধি হয়ে পড়েন কিংবা এ ব্যাপারে তাঁর আগ্রহ না জন্মায় তা হলে সেক্ষেত্রে চাতুরীপূর্ণ শিরোনাম ব্যবহার না করলে পাঠক হয়তো মোটেই ঐ নিবন্ধ পড়ে দেখবেন না। আমার নিজেরও এ রকম অভিজ্ঞতা হয়েছে। কোনো একটি বিশেষ সাময়িকীর আকর্ষণীয় প্রচ্ছদ দেখে তা পড়তে আমি প্রলুব্ধ হই। পাতা উল্টে দেখি, অত্যন্ত সংরক্ষণশীল পদ্ধতিতে আমার নিকট অজানা এক বিদেশী পাখি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে)।

প্রত্যেক পত্র-পত্রিকা সে যে মেয়াদেই প্রকাশিত হোক না কেন — এর প্রতিটি পাতা এমনভাবে অক্ষর-সজ্জা ও মুদ্রণ-বিন্যাসের মাধ্যমে সাজানো হয় যাতে তা পাঠকদের মনোযোগ আকর্ষণ করে। পত্র-পত্রিকার ছাপা কেমন হবে তা পাঠকের রুচির উপর নির্ভরশীল। আবার পত্র-পত্রিকার পৃষ্ঠা-সজ্জার উপরও নির্ভরশীল হতে পারে। মুদ্রিত পৃষ্ঠার অনেক কিছুই থাকে। এতে শিরোনাম, স্তম্ভ, বিজ্ঞাপন, রুল, বর্ডার, মোটা অক্ষর (bold type), হালকা (lightface) অক্ষর, ইটালিক অক্ষর, হাতে লেখার আদর্শে মুদ্রাক্ষর, ছবি, হাতে আঁকা অক্ষর, পাদটীকা, পরিচিতি, ও অন্যান্য অলঙ্কারমূলক অঙ্গসজ্জা ও উপকরণ থাকতে পারে। তবে এর সবগুলোই একই সঙ্গে সাধারণত এক পৃষ্ঠাতে সন্নিবেশিত থাকে না ; মূলত পৃষ্ঠার ছাপা ও যে-কাগজে ছাপা হচ্ছে-এর মধ্যে একটা সুন্দর ও সামঞ্জস্যপূর্ণ একক প্রকাশ যথার্থই পাঠকের মনোযোগ আকর্ষণ করতে পারে। যদি এই সামঞ্জস্যময় একক প্রকাশে কোনো খুঁত থাকে, তবে ধরে নিতে হবে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের কেউ না কেউ এ জন্যে দায়ি।

যে-কোনো একটি বিশেষ পত্রিকার অঙ্গ-সৌষ্ঠবের ধারা দেখেই ঐ পত্রিকার নাম বলে দেওয়া যায়। পত্রিকার প্রদর্শন-ভঙ্গী তার নামের পরিচিতি জানাতে পারে।

প্রদর্শনের ধরন বা কৌশল অনেকটাই বিষয়বস্তুর ওপর নির্ভরশীল। দৈনিক সংবাদপত্র শুধু রোজকার পড়া এবং ঐ দিনটার জন্য সংরক্ষণের উপযোগী করে লেখা ও ছাপা হয় (অবশ্য তেমন কোনো বড় ঘটনা ঘটলে বা ব্যক্তিগত দরকার থাকলে এর ব্যতিক্রম হয়ে থাকে)। তাই, প্রধানত নিবন্ধ ও সমালোচনায় পূর্ণ মাসিক পত্রিকা থেকে দৈনিক পত্রিকার প্রদর্শনের ধরন অবশ্যই আলাদা হতে হবে।

www.pathagar.com

চাঞ্চল্যকর সংবাদের জন্যে দুঃসাহসিক প্রদর্শনীর প্রয়োজন। কাগজের এক পাশ থেকে অন্য পাশ জুড়ে থাকবে ফলাও শিরোনাম (banner headline), বড় আকারের টাইপ, ভারী উপশিরোনাম, আলোকচিত্রাবলী, দ্বি-স্তম্ভ শিরোনাম (double column headline), এবং বাঁধাই (boxes) কাহিনী (বাঁধাই কাহিনী সাধারণত ব্যতিক্রম-ধর্মী সংবাদ-খণ্ড) প্রভৃতি সহযোগে চাঞ্চল্যকর সংবাদ পাঠকের নিকট চাহিদা অনুযায়ী পরিবেশন করা সম্ভব। পক্ষান্তরে গাণিতিক তথ্য ও অন্যান্য উল্লেখ সমর্থিত ও যুক্তিনির্ভর বক্তব্য ও যুক্তিতর্ক সম্বলিত বৈজ্ঞানিক রচনার ক্ষেত্রে একটা শান্ত ও বিদ্যানুশীলনমূলক (academic) পরিবেশ রচনাকারী প্রদর্শন-কৌশল অবলম্বন একান্তভাবে কাম্য। তবে, সংবাদপত্রসমূহ বিভিন্ন কাহিনী বিভিন্ন প্রদর্শন-কৌশলে ছেপে থাকে। অনাড়ম্বর প্রদর্শন-পদ্ধতিতে যা কিছু ছাপা হয় সেগুলোর একমাত্র দর্শনীয় বিষয় হচ্ছে তাদের শিরোনামসমূহ ও ঐসব সংবাদ-খণ্ড বা কাহিনীর গুরুত্ব একান্তভাবেই বস্তুনির্ভর। অথচ 'সরব (screamer)' প্রদর্শন-পদ্ধতিতে পরিবেশিত বিষয়বস্তু দ্বারা পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করা হয় এবং এ ব্যাপারে অতিমাত্রায় গুরুত্ব আরোপ করে বিষয়বস্তুর অতিরঞ্জন ঘটানো হয়।

কতকগুলো সাময়িকী আবার প্রতি সংখ্যাতেই ভিন্নতর প্রচ্ছদ ও কলেবরে প্রকাশিত হয় এবং বিষয়বস্তুর পরিবেশনও অন্যরকম হয়ে থাকে। এ ধরনের সাময়িকীর আবেদন অবশ্য সাময়িক বা সমসাময়িক পর্যায়ে সীমিত থাকে। কারণ ঘন ঘন পরিবর্তনের ফলে এ সাময়িকীগুলোর দর্শন-আকর্ষণ (eye catching appeal) বিরাট চমকের ভূমিকা পালন করে থাকে। তা ছাড়া, সাময়িকীর বৈশিষ্ট্য সমকালীন প্রবণতার পরিচয় বহন করে তথা আরশীর ভূমিকা পালন করে। এটা অনেকটা স্থাপত্যকলা, মোটরগাড়ি ও মেশিনের রীতি বা মডেল পরিবর্তনের মতো কাজ।

পত্র-পত্রিকার প্রতিটি সংখ্যার অঙ্গশোভা ও সজ্জার জন্যে, বিশেষ করে টাইপ নির্বাচনের সময়ে বিশেষ প্রতিভা ও দক্ষতা একান্ত জরুরী। তা ছাড়া, এ জন্যে বিভিন্ন আকৃতির টাইপ ও ব্যয়বহুল ব্লকের প্রয়োজন হয়। এ ধরনের পত্রিকা প্রকাশ অত্যন্ত ব্যয়বহুল এবং স্বাভাবিক কারণেই তা ব্যয়বহুল পত্রিকার শ্রেণীভুক্ত ; তবে এই শ্রেণীর পত্রিকার সঙ্গে সাধারণ পত্রিকার যে পার্থক্য তাতে ঐ ব্যয় পুষিয়ে যায়।

খবরের কাগজের অঙ্গসজ্জার জন্যে দ্রুত সিদ্ধান্ত নেওয়ার যোগ্যতা থাকতে হবে। কাগজের প্রতিটি পাতা অক্ষর সাজিয়ে, নকশা দিয়ে যথার্থভাবে সাজাতে হবে, কোনো কিছু একটা বিশেষ পাতায় বেশিও হতে পারবে না কিংবা অন্য পাতায় ছাপানোও খুব বেশি চলবে না। খবর-সম্পাদক মূল্য নির্ধারণ করে দেবেন এবং মুদ্রণ-পরিকল্পককে এই মূল্যের প্রকাশ ঘটাতে হবে। একটি মাত্র স্তম্ভ দিয়ে পাতার ওপর থেকে নিচু পর্যন্ত ভরাট ছাপা দিয়ে পত্রিকা প্রকাশের দিন আর নেই। তবে, ভারতে এখনও অনেক পত্রিকা পরিকল্পনাবিহীনভাবে ছাপা হচ্ছে। দ্বিস্তম্ভ শিরোনাম দেওয়া খুব একটা কঠিন কাজ নয়। তবে যদি কেউ মনে করেন যে এটাকে সাধারণ নিয়ম হিসেবে মেনে চলা কঠিন তা হলে অবশ্য স্বতন্ত্র কথা। খবরের কাগজের সবচেয়ে পাণ্ডিত্যময় ও দুষ্প্রাপ্য পৃষ্ঠাটি হচ্ছে সম্পাদকীয় পৃষ্ঠা। তবু এ পাতাটিকে

www.pathagar.com

তেমন আকর্ষণীয় না করাই বাঞ্ছনীয়। 'রোমাঞ্চবিলাস (sensationalism)' ছাড়াই কাগজে বৈচিত্র্য আনা যায়, তবে আমাদের দৈনিক পত্রিকায় এই উদ্যোগ নেওয়া হয়নি।

টাইপের শৈলী ও আকৃতি নির্ধারণের বিষয়টি পত্রিকার অঙ্গসজ্জার ব্যাপারে একটি বিশেষ ভূমিকার অধিকারী। অঙ্গসজ্জার এই বিশেষ উপকরণ টাইপের শৈলী ও আকৃতি বোম্বাই থেকে প্রকাশিত বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার 'সরব' ও 'উচ্চকিত (hit and hit hard)' পদ্ধতি থেকে 'অনাড়ম্বর' ও 'নীরব-শৈলী (peace-perfect-peace make-up)' পর্যন্ত প্রসারিত। আজকাল শিরোনামের বিভিন্ন ধরনের টাইপ ও দরকারী বর্ডার সংগ্রহ করা কঠিন নয়। অথচ খুব কম পত্রিকাই এটা উপলব্ধি করে।

সাময়িকীর অঙ্গসজ্জা

দৈনিক পত্রিকার অঙ্গসজ্জার চেয়ে সাময়িকীর অঙ্গসজ্জা তুলনামূলকভাবে অনেক সহজ। অবশ্য প্রশিক্ষিত একজন 'অক্ষর-শিল্পী (typographer)' খবরের কাগজের বৈশিষ্ট্য তথা লেখা ও সম্পাদকীয়ের মধ্যে নিহিত অদৃশ্য উপাদানকে অক্ষর-প্রদর্শন-কৌশলের মাধ্যমে পাঠক-মানসে তুলে ধরে তাঁর কাগজে বিপ্লব আনতে পারেন। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই একান্ত অবসরে বসে সাময়িকীর শিরোনাম দেওয়া চলে। সময় এখানে একটা কোনো বড় প্রতিবন্ধক নয়। দৈনিক পত্রিকায় বৈচিত্র্যমূলক রদবদলের চেষ্টা চলতে পারে এবং এর ফলাফলও সন্তোষজনক হতে পারে। একটা বিশেষ ধারা বা শৈলী এবং ভালো আকৃতির অক্ষর শিরোনামে ব্যবহার করে অধিকাংশ সংবাদপত্রই উল্লিখিত ফল লাভ করতে পারে। এর উৎকৃষ্ট উদাহরণ হচ্ছে, 'লন্ডন টাইমস' ও 'নিউইয়র্ক টাইমস'। অথচ কিছু পাঠক আছেন, তাঁরা মনে করেন কাগজের এই ধোপ দুরস্ত চেহারা একটা নির্দিষ্ট সীমা অতিক্রম করলে তা ভালো না হয়ে মন্দের পর্যায়ে চলে যায়।

অধিকাংশ ছোট ছোট সাময়িক পত্র-পত্রিকাগুলো দ্বি-স্তম্ভ পত্রিকা মুদ্রণ-পদ্ধতির উপর নির্ভরশীল। এতে বৈচিত্র্য আনয়নের কিছুটা সুবিধা হয়। তা ছাড়া, যতো বেশি স্তম্ভের স্থান করে দেওয়া যাবে প্রদর্শনীর সুযোগ-সুবিধার পরিসরও ঠিক ততোটাই বেড়ে যাবে। এ জন্য নানা আকৃতির ব্যাপক ধরনের টাইপের দরকার হয় এবং ব্লক তৈরির জন্যে বাড়তি খরচ লেগে যায়। শুধু তাই নয় এক স্তম্ভবিশিষ্ট সাময়িকীতেও অত্যাশ্চর্যভাবে প্রদর্শনের ব্যবস্থা করা যায়।

একই ধরনের টাইপ হোক তাতেও ক্ষতি নেই, জ্যেষ্ঠাক্ষর, ছোট অক্ষরের খোপ, ইটালিক অক্ষর, ক্ষুদ্র জ্যেষ্ঠাক্ষর, মোটা ও হালকা আকৃতির টাইপ ব্যবহার করেও সহজে সুন্দর বৈচিত্র্য আনা যায় অঙ্গসজ্জার ক্ষেত্রে। শিরোনামের প্রথম কথাটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ করে ছাপা হয়, বড় ধরনের টাইপ ব্যবহার করা হয়, দ্বিতীয় স্তরে তুলনামূলকভাবে একটু ছোট ও অনাড়ম্বর টাইপ এবং তৃতীয় স্তরে সব থেকে ছোট ও সাদাসিধে টাইপ ব্যবহার করা

www.pathagar.com

হয়। এভাবে মুদ্রণ-পরিকল্পক দায়িত্ব পালন করলে পাঠকের নিকট বার্তাটি আকর্ষণীয় হয়ে উঠে। টাইপ সব সময়েই কেন্দ্রস্থলে স্থাপন করতে হবে এমন কোনো কথা নেই। বাম দিকে ফাঁক রেখে টাইপ বসিয়ে অথবা প্রথম বা গুরুত্বপূর্ণ শব্দটির সঙ্গে ডানদিক পর্যন্ত টাইপ সাজিয়ে পরিবর্তন আনা ও সৌন্দর্য বিধান করা যায় এবং এ কাজটির জন্য বেশ চিন্তাভাবনার প্রয়োজন এবং এর প্রতিক্রিয়াও বেশ অনুকূল। প্রধান শিরোনামটি কেন্দ্রস্থলে বসিয়ে এবং এর ঠিক নীচে উপশিরোনাম দিয়ে ও চারপাশে যথেষ্ট জায়গা ফাঁকা রেখে সরল ও সহজ টাইপ-সজ্জা বা বিন্যাস সম্ভব। পক্ষান্তরে, প্রধান লাইন বা কথাটি বাম দিকে সরিয়ে বসান, এবং বাকি কথাগুলো বিশেষ একটা বিন্দু থেকে ধরুন, বাম দিক থেকে আধ ইঞ্চি সরিয়ে সাজান, ঐ বিন্যাসে একটা পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাবে। তা ছাড়া লেখকের নামটি শীর্ষে বামে বা দক্ষিণে স্থাপন করুন এবং অক্ষরগুলো ফাঁক ফাঁক করে দিন-কোনো রকম তথ্য-বিকৃতি না ঘটিয়ে গুরুত্ব আরোপ করা সম্ভব হবে।

প্রকৃতপক্ষে অক্ষর বা টাইপ-সজ্জা যে ধরনেরই হোক না কেন তা ছন্দের আকারে সম্পন্ন হয়। নিখুঁত ও সুন্দর কতকগুলো নিয়ম আছে। সেগুলোর সংজ্ঞা দেওয়া কঠিন, কিন্তু সেভাবে ছাপা হলে তা সহজেই বোধগম্য হয়ে উঠে। আসলে টাইপ বা অক্ষর-সজ্জার পারিপাট্য সুসামঞ্জস্য ছাড়া কিছু নয়। কারণ, অক্ষর-সজ্জা যতো বেশি আধুনিক হয়ে উঠবে 'সুসামঞ্জস্যই সবকিছু ছাপিয়ে পরিস্ফুট হয়ে উঠবে। এ সঙ্গে ছন্দ একটা অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসেবে সীমিত পর্যায়ে হলেও অস্তিত্ব রাখবে। অক্ষর ও অঙ্গসজ্জা সম্পর্কে অনেক বই লেখা হয়েছে। প্রয়োজন মতো সেগুলো যোগাড় করে নেওয়া যায়।

শিরোনাম অর্থে ব্যবহৃত 'হেডিং' কথাটি বর্তমানে একটা অপপ্রয়োগ বিশেষ। 'ইন্ডিয়া প্রিন্ট অ্যান্ড পেপার' পত্রিকায় প্রকাশিত এক নিবন্ধে উল্লেখ করা হয়েছিলো যে, 'হেডিং বলে আসলে কিছুই নেই।' পরে এই মন্তব্যের সমর্থনে দৃষ্টান্তস্বরূপ এই নিবন্ধের মূল-পাঠ্যাংশের পাদদেশে শিরোনাম তথা হেডিং বসিয়ে দেখানো হয় যে, এই স্থানটি হেডিং বসানোর অনুপযুক্ত নয় এবং কোনোভাবে বেমানানও নয়। আগে 'হেডিং-এর ব্যাপারে যেসব নিয়ম অলঙ্ঘনীয় হিসেবে বিবেচিত হতো তা এখন লঙ্ঘিত হচ্ছে। ফলে পাঠক অক্ষরসজ্জা সম্পর্কে কিছু না জানলেও তাঁর চোখে নতুন অঙ্গসজ্জা ভালো লাগছে।

সাময়িকী দুই স্তম্ভে ছাপা হলে মুদ্রণ-পরিকল্পকের পক্ষে নতুন বৈচিত্র্য আরোপের বিষয়ে সুবিধা হয়। তিনি তাঁর বহুমুখী প্রতিভার রূপায়ণ করতে পারেন। সাময়িকীর অঙ্গ-সৌষ্ঠব ও মুদ্রণ-বিন্যাসে।

বিভিন্ন স্তম্ভের উপর দিয়ে, প্রথমে দুই স্তম্ভের উপর ও পরে তৃতীয় স্তম্ভের উপর দিয় অথবা শুধু এক স্তম্ভের উপর কখনো সাময়িকীর পাতার শীর্ষদেশ দিয়ে, অথবা পাদদেশ বরাবর উপরে শিরোনাম বসিয়ে বা প্রথম স্তম্ভের নীচে আঁকা ছবি বা নকশা সহকারে শিরোনাম দিয়ে সাময়িকীর অঙ্গ-সৌষ্ঠব ও মুদ্রণ বিন্যস্ত করা যায়। অবশ্য এগুলো যথেচ্ছভাবে বিন্যস্ত করা চলবে না বরং এতে পরিমিতি, অনুপাত ও একটা সামগ্রিক

www.pathagar.com

বিবেচনা-বোধের স্বাক্ষর অবশ্যই থাকা উচিত যাতে সমগ্র কর্ম-প্রচেষ্টাটি নিখুঁত ও পাঠকের মনোরঞ্জন করতে পারে।

আলোকচিত্র শীর্ষে বসিয়ে, ঠিক তার নীচে শিরোনাম দিয়ে অথবা বাম দিকে আলোকচিত্র বসিয়ে ডানদিকে-শিরোনাম স্থাপন করে সাময়িকীর মুদ্রণ উপস্থাপনাকে আরও জোরদার করা যায়। এর দরুন সহজ, সরল পন্থার একই পাতায় বিভিন্ন বৈচিত্র্যের একটা মোটামুটি সমাবেশ সম্ভব।

সাময়িকীর আকার যতো বড় হবে মুদ্রণ-উপস্থাপনার বিকাশের সুযোগও ততোটা বাড়বে। অবশ্য কতকগুলো পকেট-সাইজ সাময়িকীর উপস্থাপনা প্রথম শ্রেণীর এবং ঐসব সাময়িকীর অক্ষর-সজ্জা শিল্প পর্যাদের অন্তর্ভুক্ত।

ত্রি-স্তম্ভবিশিষ্ট সাময়িকীতে অঙ্গ-সৌষ্ঠব বৃদ্ধির সুযোগ সত্যিই অনেক বেশি। অনেক বাণিজ্য বিষয়ক পত্র-পত্রিকা, বিশেষ করে মুদ্রণ-শিল্পের সঙ্গে জড়িত সাময়িকীগুলোর বেশিরভাগ পৃষ্ঠাই তিন স্তম্ভে ছাপা ; পাঠকের বিরক্তি এড়াবার জন্যে মাঝে মাঝে দুই স্তম্ভ ব্যবহার করা হয়। দুই স্তম্ভে মুদ্রিত বড় আকারের সাময়িকীর মর্যাদা যেমন বেশি, তিন স্তম্ভে ছাপা সাময়িকী তেমন পাঠকের দৃষ্টি তুলনামূলকভাবে বেশি আকর্ষণ করতে সক্ষম। সাময়িকী চার স্তম্ভেও ছাপা হয়ে থাকে। তবে, ঐ সাময়িকীর পাতায় একটি মাত্র নিবন্ধ ছাপা হলে কিছুটা আকর্ষণহীন ও সাদামাটা হয়ে পড়তে পারে। এ ক্ষেত্রে মোটা বা ভারী শিরোনাম ব্যবহার করে এবং নিখুঁত ও উপযুক্ত ছবি বা নকশা যোগ করে চার স্তম্ভবিশিষ্ট পাতাটিকে সুদর্শন করা যায়।

আজকাল আগাগোড়া একটানা একই বিষয়ের লেখায় ভর্তি স্তম্ভ ছাপার 'চল' উঠে গেছে। রুল বসিয়ে বা সীমারেখা টেনে বিভিন্ন পাঠ্যবিষয় সন্নিবেশিত করে কিংবা একই রকমের টাইপের একটানা একঘেয়েমী এড়ানোর জন্যে বিশেষ একটি কলামের টাইপ পরিবর্তন করে এবং পাঠ্য-বিষয়ের কোনো একটি বিশেষ আকর্ষণীয় অনুচ্ছেদকে বাঁধাই (box) করে বিভিন্ন বৈচিত্র্য সৃষ্টির মাধ্যমে পাঠকের কৌতূহল ধরে রাখা হয়।

টাইপ বা অক্ষর

টাইপের কথা এর আগে বারবার উল্লিখিত হয়েছে। টাইপের গুরুত্ব উল্লেখ এ ক্ষেত্রে অপ্রয়োজনীয়।

টাইপকে শৈলী বা স্টাইল অনুযায়ী প্রাচীন ও নবীন-এ দুটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। তা ছাড়া প্রাচীন ও নবীন-এই দুটি শব্দের ব্যাখ্যাকেও দুটি ভাগে ভাগ করা যায়। এই দুটি ভাগকে বলা হয় পুরনো-শৈলী (old-style) পদ্ধতির টাইপ-ডিজাইন এবং নতুন-শৈলী (new style) পদ্ধতির টাইপ-ডিজাইন। যা হোক, আমরা এখন টাইপের প্রকৃত ডিজাইনসমূহের পার্থক্য সম্পর্কে আলোচনা করবো।

www.pathagar.com

ত্রিশ বছর আগে টাইপের যেসব ডিজাইন প্রচলিত ছিলো সেগুলো ৫০ বছর ধরে চালু ছিলো। পরবর্তীকালে এই টাইপ দ্রুত পাল্টে যায়। নতুন আকর্ষণীয় টাইপের প্রচলন শুরু হয়। প্রাচীন ধরনের টাইপ-সজ্জায় যাঁরা এতোদিন অভ্যস্ত ছিলেন তাঁদের নিকট এই নতুন ধরনের টাইপের ব্যবহার-বিধি খুব কঠিন মনে হতে থাকে। ইউরোপের মূল ভূখণ্ডে এই পরিবর্তন শুরু হয় প্রথম মহাযুদ্ধের পর। "সবকিছু মধ্যস্থলে এবং সব টাইপ-রেখা একই সমতলে'-এই প্রাচীন শৈলীটিকে এক পাশে সাময়িকভাবে সরিয়ে দিয়ে সেখানে নতুন উৎকেন্দ্রিক (eccentric) "বৈচিত্র্যের জন্যে যে-কোনো কিছু" পদ্ধতি আরোপ করা হয়। পরে ধীরে ধীরে এই 'নতুন', 'পুরাতন'-এর মধ্যে একটা সামঞ্জস্য গড়ে উঠে এবং দেখা যায় যে দুটি পদ্ধতির একটা আপোষমূলক সহাবস্থান হতে পারে।

পালা বদলের স্মারক ও অংশ হিসেবে নতুন টাইপ-ডিজাইন চালু হয়। নতুন নতুন এই পরিবর্তনে অনেকেই খুশি হতে পারেন নি। আবার এই পরিবর্তনের বিরুদ্ধে প্রতিরোধও গড়ে উঠে নি। তাই, ক্রমশ টাইপের আধুনিক ডিজাইন আধুনিক মুদ্রণ-শিল্পের অঙ্গ হয়ে উঠেছে এবং এই শিল্পকে আরও সমৃদ্ধ ও শক্তিশালী করেছে।

অবশ্য পরে টাইপ-ডিজাইনের ক্ষেত্রে কিছুটা 'হঠকারী (rash)' প্রচেষ্টা দেখা দেয় ; কিন্তু তাঁর স্থায়িত্ব কাল ছিলো সীমিত। কিছুকালের মধ্যে এই 'হঠকারিতা'র বিলোপ ঘটে। তবে এর প্রভাব একেবারেই লোপ পায়নি, রয়ে গেছে। যাঁরা পাঠক তাঁরা এ বিষয়ে হয়তো কিছুই জানেন না যে, আজকালকার প্রতিটি পত্র-পত্রিকাতেই কিছু না নতুন শৈলীর টাইপ-ডিজাইন ও বিন্যাস রয়েছে।

এতে আমাদের ধারণা, এখন মুদ্রণ-পরিকল্পনার শৈলী 'সুষম' হওয়ার পরিবর্তে বিষম হয়ে উঠেছে ; আমাদের মনে হচ্ছে ঃ আগেকার সকল ধ্যান-ধারণা বিসর্জন দেওয়া হয়েছে এবং পাঠকের মনোযোগ বাড়ানোর জন্যে উৎকেন্দ্রিকতার উপর নির্ভরতা বেড়েছে। আসলে এ ধারণা কিন্তু ঠিক নয়। যদি ধরে নেওয়া যায়, কোনো বিষয়কে মুদ্রণের মাধ্যমে রূপ দেওয়া হচ্ছে তা মুদ্রণ-পরিকল্পকের মনে আছে তা হলে সে ক্ষেত্রে চমকের জন্যই চমক আরোপ করা আতিশয্যবিশেষ। আগেই বলা হয়েছে, ভাবের প্রতীকী রূপান্তরই হচ্ছে মুদ্রণ। তবে, মুদ্রণ আবার একই সঙ্গে বিষয়বস্তুর উপর গুরুত্ব সংবলিত প্রতীকী রূপান্তরও বটে।

দৈনিক পত্র-পত্রিকার মুদ্রণ-পরিকল্পনা বা ছকের নিত্য নতুন পরিবর্তন ঘটলেও এই পরিবর্তন সবচেয়ে বেশি চোখে ধরা পড়ে সাময়িক পত্রিকায় প্রচ্ছদ ও পাতায়। মহিলা-মহলে বহুল প্রচলিত সাময়িকী ও একটি শিল্পকলা-সংক্রান্ত সাময়িকীর মধ্যে নিশ্চিতভাবেই পার্থক্য থাকে ; কিন্তু তবু দুটো পত্রিকাই ভাবের উপস্থাপনায় নিয়োজিত। লঘু বিষয়বস্তু তথা মনোরঞ্জনমূলক সাময়িকী যেমন, ফ্যাসন সম্পর্কিত সাময়িকী সধারণত আপনার বাড়তি সময় কাটানোর জন্যে, অথবা ট্রেনে যাওয়ার সময় পড়তে পারেন। শিল্পকলা-সংক্রান্ত সাময়িকীর শ্রেণীতে মুদ্রণ এই প্রচার-সংক্রান্ত কারিগরি সাময়িকীও অন্তর্ভুক্ত। কারণ মুদ্রণকুশলী ও প্রচারবিদেরা যে প্রকাশনা বের করবেন তা তাঁদের সর্বাপেক্ষা চুলচেরা সমালোচক, অর্থাৎ তাঁদের স্বগোত্রীয়দের সন্তুষ্ট করতে হবে।

www.pathagar.com

শিল্পকলা সমৃদ্ধ সাময়িকীর স্তম্ভগুলো সরল এবং শিরোনামগুলো আকর্ষণীয়। অঙ্গ-সৌষ্ঠবে কল্পনার প্রয়োগ উদার, ব্লকের আধিপত্য স্বীকৃত, শিরোনামসমূহও বৈচিত্র্যময় এবং চারদিকে বিন্যস্ত। অন্যদিকে মুদ্রিত বিষয়ের মূলপাঠ আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় পরিকল্পিত নয় যদিও তা সতর্কতার সঙ্গে পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যাবে যে, এত সহজ, সাবলীল ও স্বচ্ছন্দ বিন্যাসের পেছনে অনেক চিন্তাভাবনার কাঠ-খড় পোড়াতে হয়েছে। এ ধরনের মুদ্রণ-পরিকল্পনার জন্যে টাইপ, ব্লক ও লিপি সম্পর্কে অত্যন্ত বেশি মনোনিবেশের প্রয়োজন যাতে টাইপ, ব্লক ও লিপি এই তিন উপকরণকে অবিচ্ছেদ্য একক সত্তা হিসেবে উপলব্ধি করা সম্ভব হয়। ব্যাপারটা শুধু 'এক যোগ এক' অর্থাৎ তিন নয় ; এর মধ্যে তার চেয়েও বেশি কিছু নিহিত। পাঠক যাতে এই তিনটি উপাদানকে প্রায় অজ্ঞাতসারেই একক সত্তা হিসেবে গ্রহণ, করেন, সামগ্রিক প্রকাশ হিসেবে উপলব্ধি করেন তা নিশ্চিত হতে হবে ; টাইপ বা ব্লক যেন পাঠকের এই সামগ্রিক উপলব্ধির পথে অন্তরায় না হয়।

পাঠকেরা লক্ষ্য করে থাকবেন, মাঝে মাঝে ব্লক পাতার উপর এমনভাবে ছাপা হয়েছে যে তা যেন পাতার বাইরে চলে গেছে। ইংরেজিতে এর কারিগরি পরিভাষা হচ্ছে 'ব্লীডঅফ (bleed off)'। এ ধরনের ছাপা আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে তা ব্যাপক প্রসার লাভ করে। সাধারণ মুদ্রণের চেয়ে এই ছাপার খরচ বেশি। কারণ, সংশ্লিষ্ট ব্লক পাতার স্বাভাবিক সীমার বাইরেও মুদ্রিত হয়। আবার ব্লকের ছাপ অনবরতভাবে কাগজের ধারে সিলিন্ডারের কাছে বারবার গিয়ে পড়তে থাকলে যান্ত্রিক বিপর্যয়ের সমূহ সম্ভাবনা থাকে। তাই এ ধরনের ব্লক ছাপাতে অপেক্ষাকৃত বড় কাগজে তা ছাপা হয় এবং পরে কাটনীযন্ত্রের (cutting machine-এর) সাহায্যে প্রয়োজন মাফিক পাতা ছেঁটে নেওয়া হয়।

ভারতের বহু সাময়িকী মুদ্রণের এই পদ্ধতি অনুসরণ করে থাকে এবং এগুলো সহজেই চিনে নেওয়া যায়। যে ক্ষেত্রে পাতার ধারে ফাঁকা জায়গা দেখতে পাওয়া যায় না সেখানে 'ব্লীড অফ' পদ্ধতিতে ছাপা হয়েছে বলে ধরে নিতে হবে। এ ধরনের ছাপার ছবিগুলো এক ধরনের অসীম ব্যঞ্জনা লাভ করে থাকে।

সাময়িকীর মুদ্রণ-পরিকল্পনার সাম্প্রতিক বিকাশে দেখা যায়, সাময়িকীর প্রাথমিক উপস্থাপনায় অপেক্ষাকৃত বড় আকারের টাইপ ব্যবহার করা হচ্ছে ; বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে প্রাচীন পদ্ধতির ও বর্ধিত টাইপ দেওয়া হচ্ছে এবং মুদ্রণ পরিকল্পনা বা উপস্থাপনার ব্যবহারে উদার পন্থার আশ্রয় নেওয়া হচ্ছে। শিরোনামসমূহের বিভিন্ন লাইনের মধ্যেও যথেষ্ট ফাঁক রাখা হচ্ছে। গুরুত্ব আরোপ তথা অগ্রাধিকার ভিত্তিতে পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্যে মোটা সোজা রুল ও রূপরেখাধর্মী অক্ষর ব্যবহৃত হচ্ছে।

দুই ধরনের নতুন টাইপ দৈনিক পত্রিকার অঙ্গসজ্জা সমৃদ্ধ করেছে। এ দুটো নতুন টাইপ হচ্ছে লাইনোটাইপ জুবিলী ও ইন্টারটাইপ রয়্যাল। লাইনোটাইপে শিরোনামের উপযোগী 'ক্যালেডোনিয়া বোল্ড' ও বোল্ড ইটালিক' টাইপ উদ্ভাবিত হওয়ায় মুদ্রণ-কৌশলে আরও বৈচিত্র্য এসেছে। একটি পাশ্চাত্য পত্রিকা সম্প্রতি প্রাচীন গ্যারামন্ড ইটালিক টাইপ ব্যবহার করে পত্রিকার অঙ্গসজ্জায় এক আকর্ষণীয় বৈচিত্র্য আরোপ করতে সক্ষম হয়েছে।

www.pathagar.com

রবিবাসরীয় পত্রিকায় সাময়িকী পাতাগুলোতে বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনা হচ্ছে। সংবাদপত্রের অঙ্গসজ্জা সংক্রান্ত বিষয়ের যে-কোনো ছাত্রই এসব বিকাশ পর্যবেক্ষণে বিশেষ আনন্দ ও প্রেরণা পাবেন। মুদ্রণের ব্যাপারে যে কতোটা উদার ও প্রগতিশীল হওয়া সম্ভব সংবাদপত্রের অঙ্গসজ্জা ও মুদ্রণ-পরিকল্পনা সংক্রান্ত সম্প্রতি প্রকাশিত একটি বইয়ে তার নমুনা মিলবে। উক্ত বইতে লন্ডন থেকে প্রকাশিত একটি পত্রিকার ক্রীড়া-সংক্রান্ত পৃষ্ঠার অঙ্গসজ্জা দেখানো হয়েছে। মজার ব্যাপার বইটি যখন বাজারে বেরিয়েছে তখন এ বইয়ে দেওয়া পত্রিকার আধুনিক মুদ্রণ-পরিকল্পনা ও অঙ্গসজ্জা 'সেকেলে' ও 'বাসী' হয়ে গেছে। সে যাই হোক এ কথা সত্যি, সাম্প্রতিক কয়েক বছরে লন্ডনের দৈনিক পত্রিকাগুলোতে উল্লিখিত ক্ষেত্রে যেসব পরিবর্তন এসেছে তা বিশেষভাবে লক্ষ্য করার মতো। আসলেও, সংবাদপত্র বা সাময়িকী যাই হোক না কেন, যুগের প্রতিফলন ঘটাতে হলে সমসাময়িক হতেই হবে।

ভারতে এ ক্ষেত্রে অনুকরণ প্রসার লাভ করায় ভারতীয় পদ্ধতিতে পত্রিকার অঙ্গসজ্জা ও মুদ্রণের বিকাশ ব্যাহত হচ্ছে। অবশ্য বোম্বাই থেকে প্রকাশিত 'মার্গ' নামক পত্রিকাটি উজ্জ্বল ব্যতিক্রম। পত্রিকার পাতায় স্বদেশী ঐতিহ্যের দুঃসাহসিক স্বাক্ষর লক্ষ্য করা যায়। 'ডিজাইন' কথাটি আধুনিক চিন্তাধারায় তুলনামূলকভাবে এক নতুন সংযোজন এবং এটিতে আন্তর্জাতিকতা অত্যন্ত প্রবল। এ প্রসঙ্গে বড় বড় ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রকাশিত ঘরোয়া-সাময়িকীর (house journal-এর) কথাও উল্লেখ করা যায়। সাময়িকীগুলো ভারতের সর্বোৎকৃষ্ট পত্রিকাগুলোর অন্যতম। মর্যাদা, সুনাম ও ঐতিহ্য অক্ষুণ্ণ রাখা ও বৃদ্ধি করার বিষয়ে এই সাময়িকীগুলো ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম। পাশ্চাত্যের মতো ভারতের এই সাময়িকীগুলোও বিজ্ঞাপন-প্রতিষ্ঠানের পরিকল্পনা, সম্পাদনা ও তত্ত্বাবধানে ছাপা হয়।

এ ধরনের সাময়িকী প্রকাশের বেলায় মুদ্রাকর তাঁর দখল হারিয়েছেন। তবে ক্ষেত্রবিশেষে এমনও দেখা যায় যে, মুদ্রাকর ও গ্রাহকরা যে-কোনো মানের বিচারে উৎকৃষ্ট সাময়িকী প্রকাশের ক্ষেত্রে সমবেতভাবে কাজ করছেন। বিজ্ঞাপনী প্রতিষ্ঠানগুলো বিভিন্ন ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানের সাময়িকী প্রকাশের একচেটিয়া ব্যবসা করছে বলে হয়তো অনেকে অভিযোগ করতে পারেন, সেজন্য পাঠকদেরকে আশ্বস্ত করতে এই আশ্বাস আমি দিতে চাই যে, যেখানে মুদ্রাকর শিল্পী হিসেবে ভূমিকা পালনে ব্যর্থ হয়েছেন কেবল সেখানেই বিজ্ঞাপনী প্রতিষ্ঠান তথা শিল্পীর এই দায়িত্ব পালন করতে এগিয়ে এসেছেন। বিজ্ঞাপনী প্রতিষ্ঠানগুলো সে হিসেবে বরং মুদ্রণ-শিল্পের সহায়ক এবং ভারতের মুদ্রণ-শিল্পের বিকাশে বিজ্ঞাপনী প্রতিষ্ঠানগুলোর গৌরবময় অবদান রয়েছে।

সম্ভাবনা

যদি প্রশ্ন তোলা হয়, উৎপাদনের উৎকর্ষ বিবেচনায় ভারতে পত্র-পত্রিকার বিকাশের সম্ভাবনা কতোটুকু তা হলে তার পূর্ণাঙ্গ জবাব দিতে হলে বেশ কয়েকটি বিষয় বিবেচনা করতে হবে।

www.pathagar.com

ভারতে সাময়িকী উৎপাদনের (প্রকাশনার) ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা সম্ভবত পৃথিবীর যে-কোনো স্থানের চেয়ে বেশি। প্রকাশনা-সংখ্যা ও প্রতিটি সাময়িকীর উপস্থাপনা-উভয় ক্ষেত্রেই ঐ একই কথা বলা চলে। ভারতে সাময়িকী পত্রিকার, বলতে গেলে, অবিশ্বাস্য রকমের বিরাট সম্ভাবনা রয়েছে।

আগেই বলা হয়েছে, মুদ্রণের বিষয়টি আন্তর্জাতিক। এ সত্য বিশ্বজনীনভাবে স্বীকৃত। কাগজের সুষ্ঠু ব্যবহার, কালির উপযুক্ত প্রয়োগ, সঠিক যন্ত্র পরিচালন, সুষ্ঠু বাঁধাই ইত্যাদি বিশ্বের সর্বত্রই প্রকাশনা-শিল্পের জন্যে ভালো মানের পরিচায়ক বলে স্বীকৃত। তবু এক দেশের ছাপার সঙ্গে অন্য দেশের ছাপার বা মুদ্রণ সংশ্লিষ্ট কাজ-কর্মের পার্থক্য থাকে। ভাষার বিভিন্নতার প্রশ্নটি ছেড়ে দিলেও দেখা যায়, ইংল্যান্ড, ফ্রান্স, ইটালি বা জার্মানিতে যে-রকম ছাপা হয়, আমেরিকান ছাপা তার চেয়ে অনেকটা ভিন্নতর। যে-কোনো দুটো দেশের সংস্কৃতি যেমন এক নয়, তেমনি তাদের ছাপার বৈশিষ্ট্যও অন্তত কিছুটা হলেও আলাদা হতে বাধ্য। কারণ, শাড়ি আর পশমী পোশাক কখনোই এক হতে পারে না। একটি হচ্ছে প্রতীচ্যের আর একটি হচ্ছে পাশ্চাত্যের। অথচ এ দুটি পরিধেয় বস্ত্র এবং যে-যে উদ্দেশ্যে বস্ত্র দুটি তৈরি করা হয়েছে তার প্রতিটিই প্রশংসার দাবিদার। অবশ্য এ কথা কেউ দাবি করতে পারবেন না যে ভারত তার নিজস্ব বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত সুচিহ্নিত মুদ্রণ-পদ্ধতি তৈরি করে নিয়েছে। (এ প্রসঙ্গে আমার বক্তব্য হচ্ছে এই যে, ভাষা মুদ্রণের সঙ্গে জড়িত নয় বরং তা একমাত্র মুদ্রণ-শৈলীর সঙ্গে জড়িত)। মুদ্রণ-ক্ষেত্রে ভারত এখনও আত্মপরিচয় নিয়ে আত্মপ্রকাশ করতে পারেনি, তবে এ পথে 'হাঁটি হাঁটি পা পা' করে এগুচ্ছে বলা চলতে পারে।

ভারতের নিজস্ব বহু ভাষা রয়েছে। এসব ভাষার অধিকাংশ অক্ষরই যান্ত্রিক পদ্ধতিতে সাজানোর উপযোগী। এ ছাড়াও, ভারতের নিজস্ব জলবায়ু, বৈচিত্র্যময় দৃশ্যাবলীর সম্ভার, আচার-পদ্ধতি, পোষাক-পরিচ্ছদ, গাছ-পালা জীবজন্তু, পাখি, ঐতিহ্যবাহী স্বদেশী অনুকৃতি এবং সর্বোপরি নিজস্ব বৈশিষ্ট্য রয়েছে। কিন্তু যতোক্ষণ শিল্পী তাঁর তুলিতে এসবের ছবি না আঁকছেন এবং ঐ ছবির ব্লক না তৈরি হচ্ছে ততোক্ষণ ভারত মুদ্রণের মাধ্যমে তা প্রকাশ করতে বা তুলে ধরতে অপরাগ।

সম্পূর্ণ ভারতীয় উপাদান ও ভাবাদর্শের ভিত্তিতে তৈরি মুদ্রণ-শিল্পের বর্ডার ও টাইপের অলঙ্কারের পরিমাণ খুব কম। তবে, এর পরিমাণ সামান্য হলেও বিশ্ব-সংস্কৃতিতে এর অবদান অসামান্য। ভারত এ জন্যে প্রধানত পাশ্চাত্যের উপর নির্ভরশীল। হিন্দি অক্ষরের বলিষ্ঠতা, উর্দুর সৌন্দর্য গোলাকৃতি উড়িয়া অক্ষরের আবর্তক শ্রী, তামিল অক্ষরের শক্তি এবং অন্যান্য ভাষার বিশেষত্বগুলো ফুটিয়ে তুলতে যে অলঙ্কারের প্রয়োজন তা টাইপের অক্ষরে পাওয়া যায় না।

নতুন বর্ডার ও অলঙ্কারমূলক ব্লুল তৈরি ব্যয়বহুল ব্যাপার। তা ছাড়া ভারতে টাইপ তৈরির ফাউন্ড্রিগুলোও তেমন বড় প্রতিষ্ঠান নয়। এ কারণে অলঙ্কারমূলক ব্লুল, বর্ডার প্রভৃতির নকশা আঁকতে আগ্রহী শিল্পীর যেমন দরকার, তেমনি যেসব ঢালাই কারখানা

www.pathagar.com

তাঁদের নকশা অক্ষর হিসেবে ঢালাই করতে রাজী হবেন সে রকম প্রতিষ্ঠানেরও প্রয়োজন। এ ক্ষেত্রে শিল্পী ও প্রতিষ্ঠান উভয়েরই বিরাট আর্থিক ভবিষ্যৎ রয়েছে।

ভারতে যেসব কলকব্জা রয়েছে তার সর্বোৎকৃষ্ট ব্যবহার করতে সক্ষম এবং যিনি মুদ্রণ-শিল্পে আত্মনিবেদিত এমন কুশলী শিল্পীর প্রয়োজন রয়েছে। ভারতের দরকার এমন সব কর্মীর যাঁরা মুদ্রণ-কলা সম্পর্কে গবেষণায় নিয়োজিত হবেন এবং গজদন্ত ও কাঠ খোদাই, রৌপ্য পাত্র, অপূর্ব রেশমী কাপড় ও পুনরুজ্জীবিত লোক-শিল্পের নকশয় যে অমূল্য সম্ভার রয়েছে তা থেকে তাঁরা দেশকে মুদ্রণের স্থায়ী নকশা উপহার দেবেন। শুধু তাই নয়, ছাপার উন্নতির জন্যে নিঃস্বার্থ নিবেদিত কর্মী ও প্রতিষ্ঠানেরও ভারতের দরকার রয়েছে ; যারা মুদ্রণের মাধ্যমে ভারতের আত্মপ্রকাশকে সহায়তা করার জন্যে আত্মোৎসর্গ করবেন।

এ ছাড়া টাইপের উন্নতি ও বিকাশে আগ্রহী এবং এসব টাইপের সুশৃঙ্খল ও সুবিন্যস্ত প্রকাশের বিষয়ে নিবেদিত প্রাণ মুদ্রণ-পরিকল্পক তথা অঙ্গসজ্জাকারেরও (layout man) প্রয়োজন অনস্বীকার্য। ভারতের অধিকাংশ সংবাদপত্র মুদ্রণ-পরিকল্পক নিয়োগকে একটা অনাবশ্যক ব্যয়বাহুল্য বলে মনে করেন এবং সে জন্যে এ পর্যন্ত কোনো মুদ্রণ-পরিকল্পক নিয়োগ না করায় তাঁদের সংবাদপত্রগুলোর সাফল্য লাভে চরমভাবে ব্যর্থ হয়েছে। এসব সংবাদপত্র বিজ্ঞাপনের টাইপ সজ্জার ব্যাপারেও চরম ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছেন। তা ছাড়া, এমন সব আঁকা ছবি বা নকশা তাঁরা বিজ্ঞাপনের সঙ্গে ছাপান যার সঙ্গে আলোকচিত্রের কোনো রকম সম্পর্ক নেই।

বড় বড় সংবাদপত্রের দশাই যখন এই, তখন ছোট ছোট পত্র-পত্রিকা বা সাময়িকীর বড় একটা দোষই দেওয়া যায় না। প্রচারবহুল সাময়িকীগুলোই এ জন্যে সবচেয়ে বেশি দোষী। কারণ, এসব পত্রিকার যে ক্ষেত্রে নেতৃত্ব দেওয়া প্রয়োজন সে ক্ষেত্রে তারাই শ্লথগতির আশ্রয় নিয়েছে।

সামান্য ব্যতিক্রম ছাড়া, ভারতের অধিকাংশ পত্রিকাই টাইপ বা অক্ষর-সজ্জার প্রশ্নের অবহেলার দায়ে দায়ি। তারা টাইপের আকার নির্বাচনের ক্ষেত্রে কোনো রকম মনোযোগী নয়। ফলে, যেসব সুন্দর টাইপ পত্রিকায় দেওয়া একান্ত প্রয়োজন তা ঐ পত্রিকায় না দেখে পাঠকবর্গ ধরতে গেলে অপ্রচলিত পত্র-পত্রিকায় তা দেখার দুর্ভাগ্য বরণ করেন। তাই কথা হচ্ছে, বড়-রা পথ না দেখালে ছোট পত্রিকাগুলোর সেসব অনুসরণের কোনো প্রশ্নই উঠতে পারে না।

পত্র-পত্রিকার মুদ্রণ-সম্ভাবনা বিরাট। যাঁরা এ ধরনের মুদ্রণের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট এবং যাঁরা এসব পত্র-পত্রিকার পাঠক, তাঁদের উভয় পক্ষের জন্যে বিরাট সম্ভবনা রয়েছে এতে। শিক্ষিত লোকের সংখ্যা যতো বাড়বে, পত্র-পত্রিকার সম্ভাবনাও ততো সম্প্রসারিত হতে থাকবে। এ পর্যন্ত আমাদের সর্ব ভারতীয় পর্যায়ের সাময়িকী খুবই কম। দৈনিক পত্রিকার প্রচারও বিশেষ বিশেষ অঞ্চলে সীমিত। কোনো দৈনিক পত্রিকাই তিন স্থানের চাইতে অতিরিক্ত স্থান থেকে প্রকাশিত হয় না। অথচ যে কেউই প্রশ্ন করতে পারেন, সংবাদ-সার হিসেবে ও বহু ভাষায় সংবাদপত্রের বহু সংস্করণ প্রকাশে বাধা কোথায়? সাপ্তাহিক ও মাসিক পত্রিকাগুলোর ক্ষেত্রেও

www.pathagar.com

একই কথা তোলা চলে। ভারতে লাখ লাখ অগণিত পাঠক রয়েছেন এবং পাঠকের সংখ্যা কেবল বাড়তেই থাকবে। সংবাদপত্রের প্রচারও অবিশ্বাস্য রকমে বেড়ে যাবে ; কারণ, ভারতে জনসাধারণ যতো শিক্ষিত হয়ে উঠবেন ততোই তাঁরা বেশি করে পড়তে চাইবেন।

মুদ্রণ-শিল্পে রংয়ের প্রভাব প্রবল না হয়ে উঠা পর্যন্ত ভারতের সাধারণ মুদ্রণ-সংক্রান্ত সমস্যাবলীর সমাধান করতে হবে। ভারতে বর্তমানে আবহাওয়ার উপযোগী মুদ্রণ-যন্ত্র তৈরি হচ্ছে। কাগজের কলও রয়েছে। তা ছাড়া, বনজ সম্পদও প্রচুর রয়েছে। ছাপার কালির কারখানাও রয়েছে। দেশে শিক্ষিতের হার যতো বাড়বে-এসব সম্পদের ব্যবহার তথা চাহিদাও ততো বেড়ে যাবে। তাই, আশু ভবিষ্যতে সম্পদ ও উপকরণের অভাব দেখা দেবে না। তবে, পত্র-পত্রিকা জাতিকে যে সেবা দিয়ে থাকে তাতে কাজে লাগাতে উল্লিখিত সম্পদ ও উপকরণের ব্যবহার জানা দক্ষ কারিগরের অভাব দেখা দেবে।

যে পরিবর্তন বা পালাবদল আসন্ন, তা ভারতের পত্র-পত্রিকার ইতিহাসে সবচেয়ে বড় সুযোগ ও সম্ভাবনা নিয়ে আসবে। তবে, এই সুযোগকে যথার্থ কাজে লাগানোর জন্যে গভীর ও ব্যাপক কল্পনা-শক্তি ও দূরদৃষ্টির প্রয়োজন। মানুষকে আগামীতে এক অসম পরিস্থিতির জন্যে তৈরি থাকতে হবে। বিরাট ধরনের মুদ্রণ-কাজে অর্থসংস্থানের জন্যে তৈরি থাকতে হবে এবং এমন বিপুল আকারে পত্র-পত্রিকা ছাপার আয়োজন করতে হবে যা পুরো দেশের চাহিদাসহ প্রবাসী ভারতীয়দের দাবি মেটাতেও সক্ষম হবে।

www.pathagar.com

১২

বেতার-সাংবাদিকতা

(JOURNALISM BY RADIO)

— এম. হেনরী স্যামুয়েল

"In the begining was the SOUND
Sound begat WORD
Word begat SPEECH and WRITING."
[" সূচনা ছিলো ধ্বনি
ধ্বনি আনলো ভাষা
ভাষা দিলো কথা ও লেখা"]

'ভাষা' থেকে উপজাত 'কথা' ও 'লেখা'র মধ্যে একে অপরের উপর আধিপত্য বিস্তারের জন্যে পরস্পরের মধ্যে সংগ্রাম চলেছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত মুদ্রণশিল্পের মতো বিভিন্ন আবিষ্কারের বলে বলীয়ান হয়ে 'লেখা'ই জয়ী হয়েছে।

'কথা'র কোনো চরিত্রগত পরিবর্তন হয়নি এবং কার্যকরতার বিবেচনায় অটুট রয়ে গেছে। 'কথা' ভাব-বিনিময় সম্ভব করেছে এবং 'কথা' 'ধ্বনি'র প্রতিভূ বলে লাখ লাখ লোককে নিজ আবেদন-গুণে প্রভাবিত করেছে। তা ছাড়া যে-কোনো ভাষায় 'ধ্বনি' অর্থের চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও মৌলিক উপাদান।[১] 'লেখা'র গ্রাহক শুধু শিক্ষিতরাই হতে পারেন। তাঁদের সংখ্যা সঙ্গতভাবেই সীমিত।

পক্ষান্তরে, মুখে ব্যক্ত 'কথা' স্বতঃস্ফূর্ত, সামান্য শ্রমসাধ্য এবং তা খ্যাতিমান স্বভাবকবি, প্রচারক ও বাগ্মীর স্বভাবসিদ্ধ প্রতিভায় বিকশিত হয়। তবে এ ধরনের প্রতিভাধর ব্যক্তির সংখ্যা খুবই নগণ্য।

বেতার আবিষ্কারের ফলে 'কথা'র প্রকাশ ও বিকাশের ক্ষেত্রে বিরাট অগ্রগতি সূচিত হয়েছে। 'লেখা'র ক্ষেত্রে মুদ্রণ-যন্ত্রের আবিষ্কারের সঙ্গে এর একটা ভালো তুলনা করা যেতে

---

১. 'দি ইন্ডিয়ান লিসনার (The Indian Listener)' (১৯৪১) পত্রিকায় প্রকাশিত ড. নারায়ণ মেনন রচিত নিবন্ধ থেকে।

www.pathagar.com

পারে। ই. এম. ফরস্টার (E. M. Forster), জেমস স্টিফেন্স (James Stephens), উইলিয়াম সারোয়ান (William Saroyan) ও লুই ম্যাকনিস (Louis MacNiece) প্রমাণ করে দেখিয়েছেন, 'কথা' এখন 'লেখা'র শৈলী ও প্রকাশভঙ্গীর মান নির্ধারণ করতে শুরু করেছে।

বেতারের শ্রোতার সংখ্যা পাঠকের চেয়ে অনেক বেশি। শিক্ষিতরাও বেতার শ্রোতাবর্গের অন্তর্ভুক্ত। অ ছাড়া, গণ-প্রজাতন্ত্রী সংবিধানের আওতায় বিপুল নিরক্ষর জনগণের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা সাপেক্ষে বেতারের মাধ্যমে 'কথা' প্রচারে ব্যাপক সুযোগ রয়েছে।

বেতার-সম্প্রচারের ইতিবৃত্ত

১৯৩২ সালের ৫ই মে ভারতে প্রথমবারের মতো সংগঠিতভাবে বেতারপ্রচার শুরু হয়। ভারত সরকার এ সময় থেকে রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনায় বেতার-সম্প্রচারের সিদ্ধান্ত নেন। বেসরকারি পর্যায়ে বেতার-সম্প্রচারের কয়েকটি উদ্যোগ ব্যর্থতায় পর্যবসিত হওয়ার পর এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ১৯২৪ সালের ১৬ই মে মাদ্রাজে ভারতের প্রথম রেডিও-ক্লাব চালু হয়। ক্লাব কর্তৃপক্ষ এ বছরের ৩১শে জুলাই প্রথম বেতার সম্প্রচার শুরু করেন। ১৯২৭ সালের অক্টোবর মাসে এই প্রতিষ্ঠানটি উঠে যায়।

ইতিমধ্যে 'ইন্ডিয়ান ব্রডকাস্টিং' নামে একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠে এবং ১৯২৭ সালের ২৩শে জুলাই ভারতের তদানীন্তন রাজপ্রতিনিধি (ভাইসরয়) লর্ড আরউইন (পরবর্তীকালে লর্ড হ্যালিফ্যাক্স এই প্রতিষ্ঠানের ১.৫ কিলোওয়াট শক্তিবিশিষ্ট মধ্যম-তরঙ্গ বেতার[২] কেন্দ্রের উদ্বোধন করেন। বেতার-কেন্দ্রটি বোম্বাই শহরে স্থাপন করা ময়। ঘটনাক্রমে এটিই ছিলো ভারতে স্থাপিত প্রথম ট্রান্সমিটার। প্রতিষ্ঠানটির বেতার-সাময়িকী (ইংরেজি ভাষায় 'দি ইন্ডিয়ান রেডিও টাইমস' একই সঙ্গে প্রকাশিত হয়। ইন্ডিয়ান ব্রডকাস্টিং কোম্পানির কোলকাতা-কেন্দ্র পরের মাসে স্থাপন করা হয়, এরও শক্তি ছিলো ১.৫ কিলোওয়াট। ১৯২৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে কোলকাতা বেতার-কেন্দ্রের সাময়িকী 'বেতার-জগৎ' প্রকাশিত হয়।

তবে, কিছুদিনের মধ্যেই কোম্পানির অবস্থা সংকটাপন্ন হয়ে পড়ে। ১৯২৯ সালের বেতার-যন্ত্রের লাইসেন্সের সংখ্যা ছিলো ৭,৭৭৫। তখন লাইসেন্স ফি বাবদ অর্থ আদায়ের কোনো সুব্যবস্থা ছিলো না। কোম্পানির অনুমোদিত (authorised) ও পরিশোধকৃত (paid-

---

[২] কিছু সংখ্যক লোক মনে করেন, এটাই দেশে সুসংগঠিত বেতার-সম্প্রচার ব্যবস্থার সূত্রপাত। কিন্তু, পরে কোম্পানি দেওলিয়া দশার জন্যে ভারত সরকার কর্তৃক ঐ প্রতিষ্ঠানটি রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনার আওতাধীন করার বিষয়টি তাঁদের ধারণার ভ্রান্তি প্রমাণ করে।

www.pathagar.com

up) মূলধনের পরিমাণ ছিলো যথাক্রমে ১৫ লাখ ও ৬ লাখ টাকা। বেতার-কেন্দ্রের যন্ত্রপাতি সাজ-সরঞ্জাম বসাতেই পরিশোধিত মূলধনের দুই-তৃতীয়াংশ এবং বাদ বাকি অর্থ চল্‌তি খরচ হিসেবে শীঘ্রই খরচ হয়ে যায়। ১৯৩০ সালের জানুয়ারি মাসে কোম্পানি সরাসরি অর্থানুকূল্যের জন্য ভারত সরকারের নিকট আবেদন করেন এবং ১লা মার্চ প্রতিষ্ঠানটি দেওলিয়া ঘোষিত হয়।

এ ছাড়াও 'ইয়ং মেনস্ ক্রিশ্চিয়ান অ্যাসোসিয়েশন' ১৯২৮ সালে লাহোরে একটা ছোট আকারের বেতার-কেন্দ্র চালু করে। ১৯৩০ সালের এপ্রিল মাসে 'কর্পোরেশন অব মাদ্রাজ'-ও একটি ছোট বেতার-কেন্দ্র চালু করে। কিন্তু এ দুটি উদ্যোগও শেষ পর্যন্ত ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়।

ভারত সরকার ১৯৩০ সালের ১লা এপ্রিল বেতার সম্প্রচার সরাসরি নিজস্ব নিয়ন্ত্রণে নিয়ে নেন এবং এর নাম দেওয়া হয় 'ইন্ডিয়ান স্টেট ব্রডকাস্টিং সার্ভিস'। কিন্তু ১৯৩১ সালের ৯ই অক্টোবর এ প্রতিষ্ঠানটিও বন্ধ করে দেওয়া হয়, অবশ্য, ১৯৩২ সালের ৫ই মে ভারত সরকার বেতার সংগঠনটিকে রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনার অধীনে ন্যস্ত করার সিদ্ধান্ত নেন।

এই সময়ে বেতার-গ্রাহকযন্ত্রের লাইসেন্সের সংখ্যা ছিলো ৮,৫৫৭ এবং শ্রোতার সম্ভাব্য সংখ্যা ছিলো ২০,০০০।

এর পর থেকে বেতার-সম্প্রচারের দ্রুত প্রসার ঘটেছে এবং প্রতি বছরই রেডিও-সেটের লাইসেন্সের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। নিচের সারণীতে এই বৃদ্ধির প্রবণতা লক্ষ্য করা যাবে ঃ

১৯৩৩	১০,৮৭২
১৯৩৪	১৬,১৭৯
১৯৩৫	২৪,৮৩৯
১৯৩৬	৩৭,৭৯৭
১৯৩৭	৫০,৬৮০
১৯৩৮	৬৪,৪৮০
১৯৩৯	৯২,৭৮২
১৯৫২	৬,৬৭,১৩০
১৯৬১	২০,৬৪,০৯৭

১৯৬১ সালে বেতার-শ্রোতার মোট সংখ্যা ছিলো ৪,৯৬,৩০,০০০।

'দি ইন্ডিয়ান স্টেট ব্রডকাস্টিং সার্ভিস'কে পরে ১৯৩৬ সালের ৮ই জুন 'অল-ইন্ডিয়া রেডিও' নামকরণ করা হয়।

১৯৩২ সালে সারা ভারতে বোম্বাই ও কোলকাতায় যেখানে যথাক্রমে ১.৫ কিলোওয়াট শক্তি-বিশিষ্ট মধ্যম-তরঙ্গের দুটি বেতার-কেন্দ্র ছিলো, ১৯৬১ সালে সেখানে সারা দেশের বিভিন্ন অংশে ২৮টি বেতার-কেন্দ্র গড়ে উঠে। এসব কেন্দ্রে বিভিন্ন শক্তি ও তরঙ্গের মোট ট্রান্সমিটার-সংখ্যা ৬০-এ উন্নীত হয়।

www.pathagar.com

বেতার-সাংবাদিকতার সংজ্ঞা

বেতারের মাধ্যমে সংবাদ-প্রচার (purveyance of news), সংবাদ-পরিবেশনের চমক সৃষ্টি (dramatisation of news), সংবাদ-সমীক্ষণমূলক কথিকা ও অন্যান্য ধরনের সংবাদ-প্রচারকে সমষ্টিগতভাবে বেতার-সাংবাদিকতা (radio journalism) বলা যায়।

এসব কর্মতৎপরতা সম্পর্কে ব্যাখ্যা দান করার আগে পরবর্তী আলোচনার সুবিধার্থে 'সংবাদ' কি তার ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন। তবে 'সংবাদ' কি তার সংজ্ঞা নির্ধারণ সহজ নয়। কারণ, এর বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য সংজ্ঞা কি হবে সে সম্পর্কে সার্বজনীন কোনো সংজ্ঞা কেউ দিতে পারেন নি।

তবু, সঠিক সংজ্ঞার আওতার বাইরে এই জিনিসটা কি তা অনুধাবন করার জন্যে কিছু কাল্পনিক পরিস্থিতির মধ্যে নিজেদের অভিজ্ঞতা লক্ষ্য করা যাক। ধরা যাক, মাদ্রাজে একজন মহিলা সমাজ-সংস্কারক রায়পেত্তার এক সভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে তালাক নিষিদ্ধ করার উদ্দেশ্যে সংবিধান সংশোধনের আহ্বান জানিয়েছেন। এখন বিষয়টি সত্য হতে পারে, কিন্তু তাই বলে কি একে 'সংবাদ' বলা যাবে ?

এ কথা সার্বজনীনভাবে স্বীকৃত যে প্রাচীন-হিন্দু আচার অনুযায়ী স্বামী-স্ত্রীর তালাক হতে পারে না এবং মনুও তাঁর আইন গ্রন্থ মনু-সংহিতায় এ সম্পর্কে কিছু উল্লেখ করেন নি। তবু যদি এ ধরনের তালাক আদালতে সংঘটিত হয় তা হলেও সেটা হিন্দু-আইন বিরোধী। সমাজ-সংস্কারক মহিলার তালাক নিষিদ্ধকরণ-সংক্রান্ত আহ্বান সমাজ-সংস্কারমূলক। কিন্তু সংবিধানে আদৌ এই বিষয়টির উল্লেখ নেই। তা ছাড়া, এ ধরনের সংস্কার করতে হলে তা আইনের মাধ্যমে করতে হবে। এ ব্যাপারে আইন প্রণীত হলে বিষয়টি নিঃসন্দেহে 'সংবাদ' হয়ে উঠবে। কিংবা ঐ আইন-সংক্রান্ত প্রশ্নে কোনো বিক্ষোভ অনুষ্ঠিত হলে বা কোনো ঘটনা ঘটলে তা-ও 'সংবাদ' হবে। কিন্তু শুধু কোনো কিছু করার দাবি 'সংবাদ' হয় না, 'সংবাদ' হতে হলে এ সম্বন্ধে চমকপ্রদ কিছু ঘটতে হবে।

আবার, মাদ্রাজের মহিলা-সংস্কারক যে দাবি তুলেছেন তা ব্যক্তিগত পর্যায়ের, সমষ্টিগত পর্যায়ের দাবি নয় বা তা জনসাধারণের সমর্থন পুষ্ট নয়। আমার মতে, তাঁর মত যদি জনসাধারণের একটা প্রভাবশালী অংশের সমর্থন লাভ করতে পারে তা হলে তা বৃহত্তর জনসাধারণের নিকট গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হয়ে দাঁড়ায় এবং সে ক্ষেত্রে তা অবশ্য 'সংবাদ' হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করবে। কিংবা যদি জনগণের স্বীকৃত কোনো প্রতিনিধি, কোনো প্রতিষ্ঠান বা সংগঠন ঐ দাবি তোলেন তবে তা 'সংবাদ' এর মর্যাদা লাভ করার যোগ্য হবে।

উপরের আলোচনা থেকে মোটামুটি এই দাঁড়ায় যে, সকল বাস্তবতা বা বাস্তব ঘটনা সংবাদ নয়। আবার, সম্ভবত একইভাবে সকল সংবাদ বাস্তবতাভিত্তিক হবে এমন কোনো কথাও নেই। কারণ, প্রেসিডেন্ট কেনেডী, ক্রুশ্চেভ ও শ্রী নেহেরুর মতো বিশিষ্ট ব্যক্তিদের কথাও 'সংবাদ' হতে পারে।

www.pathagar.com

পল হোয়াইট (Paul White) এ সম্বন্ধে যথাযথভাবে আত্মসচেতন থেকে 'সংবাদ'-এর সংজ্ঞা নির্ধারণের চেষ্টা করেছেন। তিনি বলেছেন ঃ

"সংবাদ হচ্ছে ঃ যা ঘটেছে, যা ঘটছে এবং যা ঘটতে যাচ্ছে কিংবা বিপরীতক্রমে যা ঘটেনি, যা ঘটছে না এবং যা সম্ভবত ঘটবে না এমন ধরনের কৌতুহলোদ্দীপক ঘটনা সম্পর্কে নূতনভাবে নিরূপিত বাস্তবতাসমূহের বিবরণ"[৩]

[News is the statement of freshly ascertained facts about something of interest that has happened, is happening, is about to happen, or that, contrary to expectation, has not happened, is not happening, and probably will not happen.]

মিস্টার হোয়াইট বিভিন্ন সম্ভাবনার কথা বিবেচনায় রেখে একটা নিখুঁত বা স্থিতিস্থাপক পন্থায় 'সংবাদ'-এর সংজ্ঞা নির্ধারণের প্রয়াস পেয়েছেন। কিন্তু 'কৌতুহলোদ্দীপক (of interest)' কথাটার কোনো সংজ্ঞা দেননি। আসলে 'সংবাদ' নির্ণয়ের প্রশ্নে এটিই সবচেয়ে দুরূহ সমস্যা।

ডাউলিং লেদারউড (Dowling Leatherwood) তাঁর 'জার্নালিজম অন দি এয়ার' নামক গ্রন্থে নিম্নলিখিত ভাষায় 'সংবাদ'-এর সংজ্ঞা দিয়েছেন।

"সংবাদ কোনো ঘটনা, পরিস্থিতি, অবস্থা বা অভিমতের সময়োচিত (timely) ও সঠিক বিবরণবিশেষ এবং এই বিবরণ যে ব্যক্তি-সমষ্টির জন্যে তৈরি করা হয় তাঁদের নিকট এটা কৌতূহলোদ্দীপক"।[৪]

[News is an accurate and timely report of some event, situation, condition or opinion-a report which will interest the particular persons for whom it is intended.]

যেভাবেই 'সংবাদ'-এর সংজ্ঞা নির্ধারণ করা হোক না কেন, বিষয়টির সমীপবর্তী হওয়ার পথে অসুবিধার সম্মুখীন হতেও হবে। তবু, সঠিক ও নিখুঁত সংজ্ঞা পাওয়া সম্ভব না হলেও উপরোক্ত বর্ণনায় এ সম্পর্কে মোটামুটি একটা ধারণা পাওয়া যায়। অন্যান্য ব্যাখ্যা কোনো বিশেষ বিষয়ের ব্যষ্টিগত বিচার-বিশ্লেষণ হিসেবে ধরে নিতে হবে।

ভারতে বেতার-সাংবাদিকতা বেতারের চেয়ে বয়ঃকনিষ্ঠ। ১৯২৪ সালে মাদ্রাজে ভারতের রেডিও-ক্লাব এবং ১৯২৭ সালের জুলাই মাসে বোম্বাইতে বেতার কেন্দ্র চালু হলেও সুসংবদ্ধ আকারে সংবাদ-সম্প্রাচার করতে পুরো একটি দশক লেগে যায়। অবশ্য, ১৯৩০ সাল থেকে বোম্বাই ও কোলকাতা বেতার-কেন্দ্র থেকে বার্তা-সংস্থা কর্তৃক সরবরাহকৃত সংবাদ-সংক্ষেপ (news summery) প্রচার করা হতো। বাহির হতে সংগৃহীত এই খবরগুলো 'খুব সংক্ষিপ্ত, সংহিত ও সম্পর্কবিহীন এবং প্রায়ই বহুদিনের 'বাসী (out of date)' হতো।[৫] সংবাদগুলো

---

৩. পল. ডব্লিউ হোয়াইট, 'নিউজ অন দি এয়ার', হারকোর্ট, ব্রেস, নিউইয়র্ক, ১৯৪৭, পৃ: ১৭১।

৪. প্রাগুক্ত।

৫. 'ব্রডকাস্টিং ইন ইন্ডিয়া' (সরকারি) প্রকাশনা), ১৯৩৯, পৃ. ২৭।

www.pathagar.com

তৈরি করা হতো ছাপার জন্যে, বেতার-সম্প্রচারের জন্যে নয়। তা ছাড়া, বেতার-সংগঠনের কোনো উপযুক্ত কর্মচারী নিয়োজিত না থাকায় তা সম্পাদনা, গ্রন্থনা বা বাছাই-এর কোনোটাই সম্ভব হতো না।

১৯৩৫ সাল পর্যন্ত রাত সাড়ে আটটা থেকে সাড়ে ন'টার মধ্যে কোলকাতা ও বোম্বাই বেতার-কেন্দ্র থেকে একটি ইংরেজি ও একটি ভারতীয় মোট দুটি খাপছাড়া সংবাদ-বুলেটিন সম্প্রচারিত হতো। এরপর ১৯৩৬ সালে দিল্লী কেন্দ্র থেকে বিকেল ৫টা থেকে ৫টা ১০ মিনিট অবধি একটি অতিরিক্ত সংবাদ-বুলেটিন (হিন্দুস্থানী অনুবাদ) প্রচার শুরু হয়। অবশ্য এ জন্যে বেতার-কর্তৃপক্ষ প্রশংসাভাজন না হয়ে প্রবল সমালোচনার সম্মুখীন হন।

একই সময়ে বেলা ১টা ৫৫ মিনিটে পাঁচ মিনিটের একটি সংবাদ-বুলেটিনও প্রচার শুরু হয়। কিন্তু এটিও জনসাধারণের প্রশংসাভাজন হতে ব্যর্থ হয়। সে কারণে, উল্লিখিত দুটি সংবাদ-বুলেটিনই ১৯৩৭ সালে বন্ধ করে দেওয়া হয়। ১৯৩৭ সালের ১৬ই এপ্রিল থেকে প্রতিদিন রাত ৮টা ৪০ মিনিটে ও ৮টা ৫০ মিনিটে যথাক্রমে হিন্দুস্থানী ও ইংরেজি সংবাদ প্রচার শুরু হয়।

অল্ ইন্ডিয়া রেডিও'র বার্তা-বিভাগের প্রথম প্রধান কর্মকর্তা (তখন বার্তা-সম্পাদক নামে অভিহিত) চার্লস বার্নস (Charles Barnes) ১৯৩৭ সালের সেপ্টেম্বর মাসে যখন দায়িত্বভার গ্রহণ করেন তখন উল্লিখিত পরিস্থিতি বিরাজ করছিলো। মি. বার্নস পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে এই মর্মে সিদ্ধান্ত নিলেন যে, অন্যান্য দেশ থেকে ভারতের সংবাদ-প্রচারসংক্রান্ত চাহিদা একেবারেই আলাদা বলে ধারণা করার যুক্তিসঙ্গত ও সত্যিকার কোনো ভিত্তি নেই। কাজেই এ হিসেবে অন্যান্য দেশের মতো দিনের বিভিন্ন সময়ে সংবাদ-সম্প্রচার ভারতেও সমাদর লাভ করবে বলে তিনি মত প্রকাশ করলেন।[৬] মি. বার্নসের দায়িত্ব গ্রহণের এক মাসেরও কম সময়ের মধ্যে ১লা অক্টোবর থেকে সন্ধ্যা ৬টা ও ৬টা মিনিটে ইংরেজি ও হিন্দিতে আরও দুটো সংবাদ-বুলেটিন চালু করা হয়।

এভাবে, ১৯৩৯ সাল নাগাদ দিল্লীতে অল্ ইন্ডিয়া রেডিও'র কেন্দ্রীয় সংবাদ-সংস্থা থেকে রোজ ইংরেজিতে চারটি ও ভারতীয় ভাষায় তিনটি সংবাদ বুলেটিন প্রচারিত হতে থাকে এবং বিবেচনা অনুযায়ী বোম্বাই কোলকাতা, মাদ্রাজ, লাহোর, লক্ষ্ণৌ ও পেশোয়ার বেতার-কেন্দ্র থেকে পুনঃপ্রচার করা হতে থাকে। তা ছাড়া ঐ সময়ে বোম্বাই ও কোলকাতা বেতার-কেন্দ্র থেকে অন্তত একটি করে ইংরেজিতে বাণিজ্য-সংক্রান্ত সংবাদ প্রচার করা হয়।

ইতিমধ্যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়ে গেলো। অল ইন্ডিয়া রেডিও তখনও শিশু-অবস্থা কাটিয়ে উঠতে চেষ্টা করছে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কারণে বেতারের বিশেষ কার্যকরতা সম্পর্কে একটা সাধারণ জাগৃতি দেখা দিলো। বিশেষ করে ভারত সরকার এ ব্যাপারে সচেতন হয়ে উঠলেন। ফলে, বেতারের ব্যাপক সম্প্রসারণ সাধিত হলো। আরও বেশি কর্মচারী নিয়োজিত হলেন এবং ইংরেজিসহ

৬. 'ব্রডকাস্টিং ইন ইন্ডিয়া' (সরকারি প্রকাশনা) ১৯৩৯, পৃ. ২৭।

www.pathagar.com

অন্যান্য ভাষায় আরও বেশি সংবাদ-বুলেটিন প্রচার শুরু হলো। সংবাদ সংগ্রহের জন্যে সমর-সংবাদদাতাদেরকে (war correspondents-কে) রণাঙ্গনে পাঠানো হলো।

শুধু তাই নয়, এ সময় থেকে অল ইন্ডিয়া রেডিও বিদেশী শ্রোতাদের উপযোগী বহির্বিশ্ব বেতার-সম্প্রচার শুরু করে। বার্তা-সম্পাদক মি. বার্নস বহির্বিশ্ব সংবাদের পরিচালক নিযুক্ত হলেন।

এসব সত্ত্বেও, ভারতের জাতীয় বেতার তখনও তার আদর্শ ও উদ্দেশ্য নির্ণয় করতে পারেনি। তখনও পর্যন্ত বেতার শুধু বৃটিশ শাসকদের হুকুমের তাঁবেদার হিসেবে কাজ করে যাচ্ছিলো।[৭] অল ইন্ডিয়া রেডিও'র তখনকার অবস্থা স্কুলে-পড়া কিশোর বালকের সঙ্গে তুলনা করা যায়। কারণ, বেতার তখন এই কিশোর বালকের মতোই কঠোর নিয়ম-শৃঙ্খলের বাঁধনে শৃঙ্খলিত। তার একটু ব্যতিক্রম ঘটলেই কপালে জুটবে শাস্তি। বেতার-সংগঠনে তাই স্বভাবতঃই পেশাগত দক্ষতা ছাড়া কোনো আদর্শ বা বিশেষ উদ্দেশ্যে নিবেদিত কর্মপ্রক্রিয়া গড়ে উঠতে পারেনি।

কিছুদিনের মধ্যে সারাদেশ স্বাধীন জাতীয় সত্ত্বা প্রতিষ্ঠা করার সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ে। সমগ্র জাতি এই সংগ্রামে যোগ দেওয়ার ফলে তা বিদেশী শাসকের চিত্তে আলোড়ন তুলতে সক্ষম হয়। মহাত্মা গান্ধী সারা জাতিকে জাতীয় সংগ্রামে নেতৃত্ব দিতে থাকেন।

অবশেষে ১৯৪২ সালের আগস্ট মাসে যখন বৃটিশ সরকার ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের 'ভারত ছাড়' প্রস্তাব সম্প্রচারের অনুমতি দিলেন তখন থেকে অল ইন্ডিয়া রেডিও'র কেন্দ্রীয় সংবাদ-সংস্থার এক নতুন প্রাণ সঞ্চার হতে শুরু করে। তখন থেকে বেতারের সংবাদ-সংস্থা নিজেকে গড়ে তোলার একটা বিবেচনাবোধ, একটা আদর্শ ও বেঁচে থাকার কর্মপন্থা লাভ করে। তবু, প্রকৃতপক্ষে এটা খুব একটা স্বচ্ছ ধারণা ছিলো না।

১৯৪৭ সালের আগস্ট মাসে ভারতের স্বাধীনতা অর্জিত হলে, এই শূন্যতার ক্ষেত্রে পূর্ণতা আসে। জাতীয় বেতার সত্যিকারভাবে স্বীয় মর্যাদায় প্রতিষ্ঠা লাভ করে। বেতারের সামনে তখন থেকে এক মহান আদর্শ উপস্থাপিত হয় এবং বেতারও আনন্দের সঙ্গে দায়িত্ব পালনে প্রবৃত্ত হয়।

সম্প্রসারণের যুগ

ভারতবর্ষ দুটি দেশে বিভক্ত হওয়ার কারণে বেতার-প্রতিষ্ঠান ভাগ হয়ে গেলেও ভারতের তৎকালীন বিচক্ষণ তথ্য ও বেতার মন্ত্রী সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের (Sardar Vallabhbhai Patel-এর) পরিচালনায় বেতার-প্রতিষ্ঠানের ব্যাপক সম্প্রাসরণ ঘটে। বেতারের উন্নয়নের ক্ষেত্রে তিনি কোনো সীমিত মাপকাঠি অনুসরণ করেননি।

---

৭. দি ইন্ডিয়ান লিস্নার (১৯৪৯)-এ প্রকাশিত ও অল ইণ্ডিয়া রেডিও'র তৎকালীন বার্তা-পরিচালক এম. এল চৌলা লিখিত একটি নিবন্ধ থেকে উদ্ধৃত।

www.pathagar.com

বেতারের সম্প্রসারণের জন্যে আট বছর মেয়াদী একটি নতুন উন্নয়ন-পরিকল্পনা রচিত হয়। সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল ভারতের প্রতিটি রাজ্যের রাজধানীতে অল ইন্ডিয়া রেডিও'র প্রতিনিধি নিযুক্ত করে আরও বিস্তারিত সংবাদ-পরিবেশনের নির্দেশ দান করেন। বেতারে এর পর ঘণ্টায় ঘণ্টায় ভারতীয় পার্লামেন্টের কার্যবিবরণী প্রচারের ব্যবস্থা করা হয় এবং বিশেষ বেতার-সম্প্রচারের মাধ্যমে বার্ষিক বাজেট বক্তৃতা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে প্রচার করা হয়। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ থেকে হানাদারদের কবল থেকে কাশ্মীরকে মুক্ত করার উদ্দেশ্যে কাশ্মীরে ভারতীয় সেনা অবতরণের দ্বিতীয় দিনেই তা বেতারে প্রচার করা হয়। আমি নিজে এই অভিযানের খবর পরিবেশনের জন্যে বিমানযোগে কাশ্মীরে যাই। মৃত্যু-শয্যায় শায়িত মহাত্মা গান্ধীর খবর আমিই বেতারে প্রেরণ করি।

অল ইন্ডিয়া রেডিও ক্রমশ আমাদের প্রতিবেশী দেশ বর্মা ও সিংহল সম্পর্কেও খবর পরিবেশন শুরু করে। সিংহল ও বার্মার স্বাধীনতা-উদযাপনের খবর সংশ্লিষ্ট রাজধানী থেকেই বিশেষভাবে বেতারে প্রচারের ব্যবস্থা করা হয়। দিল্লীতে বা পার্শ্ববর্তী প্রতিবেশী রাষ্ট্রে আন্তর্জাতিক বৈঠক বা সম্মেলনের খবর অল ইন্ডিয়া রেডিও যথাযথ গুরুত্ব সহকারে পরিবেশন করে।

মোটামুটি এই ছিলো অল্ ইন্ডিয়া রেডিও'র বিকাশের সংক্ষিপ্ত বিবরণ।

এভাবে ১৯৬১ সাল নাগাদ, সারা দেশে ছড়িয়ে থাকা ২৮টি বেতার-কেন্দ্র থেকে অল ইন্ডিয়া রেডিও প্রতি ২৪ ঘন্টায় ২৯টি ভারতীয় ও বিদেশী ভাষায় মোট ৯৭টি সংবাদ-বুলেটিন প্রচার করে। দেশের ভেতরে ১৯ ঘন্টর সময়-পরিধিতে অসমীয়া, বাংলা, ইংরেজি, গোর্খালি, গুজরাটি, হিন্দি, কানাড়া, ডোগরি, কাশ্মীরি, মলয়ালম, মারাঠি, উড়িয়া, পাঞ্জাবি, তামিল, তেলেগু ও উর্দু ভাষায় মোট ৪৭টি সংবাদ-বুলেটিন বেতারে প্রচার করা হয়ে থাকে।

বহির্বিশ্ব কার্যক্রমে প্রতিদিন আফগান, আরবি, বর্মী ক্যান্টনি, ইংরেজি, ফরাসি, ইন্দোনেশীয়, কুয়োয়ু, ফারসি ও পশতু ভাষায় এবং প্রবাসী ভারতীয়দের জন্যে ডোগীর, তামিল, কোনকানি, গুজরাটি, হিন্দি, কাশ্মীরি ও পথওয়ারি ভাষায় ৩৫টি সংবাদ-বুলেটিন প্রচারিত হয়।

যে সব দেশ বা অঞ্চলের উদ্দেশ্যে বহির্বিশ্ব অনুষ্ঠান প্রচার করা হয় সেগুলো হচ্ছে পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া, মধ্য ইউরোপ, যুক্তরাজ্য, পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব আফ্রিকা, মরিশাস, বর্মা, চীন ইন্দোনেশিয়া, ফিজি দ্বীপ, পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ, পাকিস্তান, আফগানিস্তান, ইরান, সৌদি আরব, মিশর, লেবানন, সিরিয়া, উত্তর আফ্রিকা, জর্ডান, সুদান, পশ্চিম ইউরোপ।

জাতি, ধর্ম, ভাষা ও সংস্কৃতির বৈচিত্র্য ভারতের প্রাচীন ঐতিহ্যগত উত্তরাধিকার। এই ব্যাপক বৈচিত্র্যের মাঝে ঐক্য অর্জন সম্ভব করে তোলার জন্যে যাদুকরী প্রতিভার প্রয়োজন। তবু ঐক্য অর্জন করতে গিয়ে বৈচিত্র্যকে বিসর্জন দেওয়া হয়নি এবং ভারতের বেতার-সংগঠনকে এ ব্যাপারে বিরাট অসুবিধা উত্তরণ করতে হয়েছে।

www.pathagar.com

বেতারের উপযোগী রচনা

বেতারের জন্যে লিখতে গেলে যেসব পদ্ধতির আশ্রয় নিতে হয় তাতে ভাষার ব্যবহারের পথে বেশ কিছু অন্তরায় সৃষ্টি হয়। বেতারের সংবাদ বলা হয়, পড়া হয় না। (শ্রোতাদের কাছে)। এ ক্ষেত্রে সংবাদ অবগতির মাধ্যম হচ্ছে কান, সংবাদপত্রের মতো চোখ নয়। তবু রেডিও'র জন্যে রচনা ভালো করতে হলে তা চোখ, কানে সুখশ্রাব্য ও সুখপাঠ্য হতে হবে। এ লেখা সহজ ও সরাসরি বক্তব্যধর্মী হওয়া চাই। এতে করে লেখাটি পড়তে বা শুনতে উভয় ক্ষেত্রেই ভালো লাগবে। তা ছাড়া এতে বিতর্কেরও কোনো অবকাশ উপস্থিত থাকতে পারে না। কারণ, লেখাটি পড়া ও শোনা দু'ভাবেই অনুধাবন করা যায়।

সবাই স্বীকার করবেন যে, এ রকম সহজ ও সরাসরি লিখতে হলে পাণ্ডিত্যপূর্ণ বাগাড়ম্বরে না গিয়ে, কথকতার ভঙ্গী এ ব্যাপারে সবচেয়ে কার্যকর হতে পারে। এ ক্ষেত্রে সাধারণ নীতি হচ্ছে, "উঁচু গলায় একদল লোকের সঙ্গে আপনি যেভাবে কথা বলেন সেভাবে লিখুন।" তা ছাড়া, যেভাবে আপনি লেখেন সেভাবে পড়ার মাধ্যমেও এই নীতি কার্যকরভাবে বাস্তবায়ন সম্ভবপর। অতি মাত্রায় সহজ লেখারও বিপদ আছে। কারণ, এতে বর্ণনার ভঙ্গী হয়ে উঠে দাঁতে–চিবানোর মতো নীরস, খাপছাড়া ; সহজ, সাবলীল গতি হোঁচট খেতে থাকে।

বেতারের উপযোগী করে লেখার ব্যাপারে অনেক বই লেখা হয়েছে। কিন্তু তবু লেখাকে কার্যকরভাবে উপযোগী করে তুলতে হলে, অভিজ্ঞতাই বড় অবলম্বন। বাক্যের শেষে বিশেষ তৎপর্যজ্ঞাপক শব্দাবলী, যেমন, 'কর্তৃপক্ষীয় সূত্রে প্রকাশ' বাক্যের গুরুত্ব বাড়িয়ে দেয়। নেতিবাচক খবরও অনেক সময় ইতিবাচক খবরের চেয়ে গরম ও উত্তেজক খবর হয়ে দাঁড়ায় এবং এই কারণে এ ধরনের সংবাদকে সব সময় অবহেলা করা উচিত নয়। বিভিন্ন আকারে কথার পুনরাবৃত্তি ভালো বেতার–রচনার পরিচায়ক। তবে তাই বলে, অনাবশ্যক–বাক্যাংশের পুনরাবৃত্তি বা আতিশয্য ভালো নয়।

বেতারে সঠিক সংখ্যা প্রচার অসুবিধাজনক। বরং সব সময় এসব ক্ষেত্রে কাছাকাছি একটা পূর্ণাঙ্গ সংখ্যা কথায় লেখা ভালো। কথ্য ভাষা (colloquialism) অনেক সময় ভাব প্রকাশকে জোরদার করে, তবে এর অধিকাংশেই শ্রুতিকটু। দুর্ভাগ্যবশত চিত্রময় বর্ণনা সংবাদ–কাহিনীর যোগ্য রূপক–উপমা নয়। এটা সাধারণত শুনতে ভালো লাগে না। তবে 'বর্তমান–কাল'–এর সঙ্গে যথার্থ সকর্মক ক্রিয়ার ব্যবহার এর অনেকটা ক্ষতিপূরণ করার ব্যাপারে সহায়ক হতে পারে।

এ ধরনের পাণ্ডিত্যসুলভ নীতিসমূহ ভুল এড়ানোর জন্যে অত্যন্ত কার্যকর সতর্ক সঙ্কেত (sign-post) সন্দেহ নেই। তবে, এতে বেতার–সম্প্রচারের ক্ষেত্রে দারুণ বিঘ্ন ঘটাতে পারে। যেমন, ভারত অভ্যন্তরীণ ও বহির্বিশ্ব সংবাদপ্রচারের জন্য কেবল একটি দুটি নয় ২৯টি ভাষা ব্যবহার করে। ভারতের মতো দেশে যেখানে সংস্কৃতি ও ভাষা ধর্মীয় সংস্কারের একান্ত অঙ্গবিশেষ এবং যে দেশে সাধারণ লোকের কথ্য ভাষা বিকৃত ভাষা ও নিরক্ষর জনসাধারণের দেহাতি ভাষাবিশেষ সেখানে অল ইন্ডিয়া রেডিও'র দায়িত্ব কতো জটিল তা বলার অপেক্ষা

www.pathagar.com

রাখে না। এ ব্যাপারে অদ্যাবধি যে অগ্রগতি অর্জিত হয়েছে তা প্রশংসার দাবিদার। এটা সবে মাত্র সূচনা। আসলে, ভারতীয় ভাষায় বেতারের উপযোগী লেখার পদ্ধতি এখনও গড়ে উঠেনি।

দেশের বৈচিত্র্য ও বিশালতার কারণে সংবাদ-বুলেটিন তৈরি করতে গিয়ে অনন্য সাধারণ সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়।

যতোগুলো ভাষায় এবং যতোগুলো অঞ্চলের জন্যে সংবাদ-বুলেটিন তৈরি হয় তাতে সংবাদ-নির্বাচনের ক্ষেত্রে ও সীমিত সময়ের পরিসরে ঐ সংবাদ প্রচারের ব্যাপারে দারুণ জটিলতার সম্মুখীন হতে হয়। কারণ, একমাত্র সংবাদ ছাড়া আর সব রকম সংবাদ পরিবেশনের ক্ষেত্রে শ্রোতার রুচি-বৈচিত্র্যের রাজনৈতিক কথা মনে রেখে সংবাদ নির্বাচন ও পরিবেশন করতে হয়।

উল্লিখিত স্থানীয় ধরনের সমস্যাবলী ছাড়াও, বেতার-মাধ্যমে প্রচারিত সংবাদের নিজস্ব প্রকৃতির কারণে বিশেষ সমস্যাবলী রয়েছে। সে জন্যে সংবাদ বুলেটিন তৈরির সময় বিশেষ যত্ন নেওয়া প্রয়োজন।

সীমিত কাল-পরিধি

প্রথমত বার্তা-সম্পাদক তাঁর বুলেটিন তৈরির জন্যে যে সময় পান তা অত্যন্ত সীমিত, সময়-সূচি অনুযায়ী তিনি এ জন্যে বড় জোর পাঁচ, দশ বা পনেরো মিনিট সময় হাতে পান। দশ মিনিটের বুলেটিনে ১২০০ শব্দের বেশি পড়া যায় না। আবার ১২০০ শব্দ সংবাদপত্রের বড় জোর এক স্তম্ভ পরিমাণ জায়গা দখল করতে পারে।

স্বভাবতঃই সংবাদ-বুলেটিনে শুধু গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ-খণ্ডসমূহ স্থান পেতে পারে। একই কারণে, এসব সংবাদ-খণ্ডের নির্বাচন করতে উঁচু মানের মূল্যায়ন, বিচার-ক্ষমতা ও রুচির প্রয়োজন। বার্তা-সরবরাহ প্রতিষ্ঠান, সংবাদদাতা, সরকারি প্রচার-বিভাগ এবং অন্যান্য বেতারকেন্দ্রের সংবাদ 'মনিটারিং-এর মাধ্যমে গৃহীত সংবাদের সংগৃহীত লিপিসমূহের মূল্যায়ন, নির্বাচন ও পুনর্লিখন ছাড়াও সংবাদ-বুলেটিনকে একটি সুসংবদ্ধ ও একক রূপ দেওয়ার জন্যে কতকগুলো বিশেষ সংবাদ-খণ্ডকে একত্রিত করা বা তাদের নিজ নিজ গুরুত্ব অনুযায়ী পর্যায়ক্রমে শ্রেণীবিন্যাস করে দেওয়া হয়।

এ ছাড়াও শেষ মুহূর্তে আসা সংবাদও বেতারে অবশ্যই প্রচার করতে হবে। আবার, ধরা যাক, প্রধানমন্ত্রীর মতো ব্যক্তি অপ্রত্যাশিতভাবে গুরুত্বপূর্ণ বিবৃতি দান করলে পুরো বুলেটিনকে ঢেলে সাজাবার প্রয়োজন দেখা দেয়।

শুধু তাই নয়, রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন সংবাদ-সংগঠনের প্রবণতা অনুযায়ী পেশাদারী দক্ষতাকে এক নতুন ছাঁচে ঢেলে উপস্থাপন করা হয়। সরকারি বেতার-প্রতিষ্ঠানের সংবাদসমূহ সকল বিষয়ে সরকারের নীতিকে কেন্দ্র করে আবর্তিত। তবু, সরকারি বেতার

www.pathagar.com

সরকারি নীতির সমালোচনা এড়িয়ে যেতে পারে না। ভারতের মতো গণতান্ত্রিক দেশে জনসাধারণের সমালোচনাই সরকারি নীতিসমূহের প্রধান লক্ষ্য ও ভিত্তি।

দেশের দুটি রেকর্ড ভঙ্গকারী সাধারণ নির্বাচনে, অল ইন্ডিয়া রেডিও প্রতিটি রাজনৈতিক দলের নীতিসমূহ ও ঐসব দলের নেতৃবৃন্দের বিবৃতি এবং বক্তৃতা প্রচার করে। ফলে, যেসব বিষয়কে সামনে রেখে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে, সে সম্বন্ধে জনগণ উপলব্ধি করতে সক্ষম হন। নির্বাচনকালে এবং নির্বাচনোত্তরকালে প্রায়ই নিরপেক্ষতা ও বস্তুমুখিতা নিশ্চিত করার ঐকান্তিক আগ্রহে এমনও দেখা গেছে যে বিরোধী অ-কংগ্রেসী দল কখনও তাঁদের ন্যায্য পাওনার চেয়েও বেতারের অধিকতর মনোযোগ লাভ করেছেন।

তবু, সকল সরকারি দায়-দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন করা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। অবশ্য সতর্কতা আবার উদ্যোগমূলক ও ব্যতিক্রমধর্মী প্রচেষ্টার ক্ষেত্রে বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে। তবে সরকারি সংগঠন হিসেবে বেতার-প্রতিষ্ঠানের সস্তা জনপ্রিয়তার উপাদান, অপরাধ, যৌন ও রোমাঞ্চ বিলাসধর্মী কোনো কিছু অশ্লীল খোরাক শ্রোতার নিকট উপস্থাপিত করার কোনো প্রয়োজন নেই। মোটামুটি বিশ্লেষণধর্মী নিরীক্ষায় আমার মনে হয়, অল ইন্ডিয়া রেডিও'র সংবাদ-সংগঠন তিনটি মৌল উপাদানের উপর গড়ে উঠেছে। এগুলো হচ্ছে বস্তুমুখিতা, (objectivity), নিরপেক্ষতা (impartiality) ও যাথার্থ্য। এই তিনটি উপাদানে হয়তো নাটকীয়তার উপাদান কম থাকতে পারে এবং সংবাদ-সম্প্রচারও শেষ অবধি প্রাণহীন মনে হতে পারে, তবু এ উপাদানসমূহ বেতার-সংবাদের সুস্থ মানসিকতা গড়ে তুলতে অপরিহার্য।

বস্তুমুখী সংবাদ মন্তব্য ও পক্ষপাতবিহীন। যাথার্থ্য সংবাদ-প্রণেতাগণকে সংবাদ-কাহিনী পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা ও যাচাই করে নিতে বাধ্য করে। এসব কাজের জন্যে যথেষ্ট পরিশ্রম ও ধৈর্য্যের পরিচয় দিতে হয় ; এ ছাড়া গত্যন্তর নেই এবং এটা করাও হচ্ছে। আমার ধারণা, জনসাধারণ অল ইন্ডিয়া রেডিও'র প্রচারিত সকল সংবাদ-বুলেটিন আস্থার সঙ্গে শুনে থাকেন।

উল্লিখিত কারণগুলোর জন্যে দেশের সবচেয়ে বেশি সংখ্যক রেডিও-সেটের মালিক অল্ ইন্ডিয়া রেডিও প্রচারিত সংবাদ-বুলেটিন শুনে থাকেন। সপ্তাহের দিনগুলোতে কি পরিমাণ লোক বেতারে প্রচারিত সংবাদ শুনে থাকেন সে সম্পর্কে ১৯৫২ সালে এক জরীপ পরিচালিত হয়। এই জরীপের ফলাফলে দেখা যায়, রাত ৯টার সময় প্রচারিত প্রধান ইংরেজি সংবাদ-বুলেটিন শতকরা ২১ ভাগ বেতার-শ্রোতা শুনে থাকেন। পক্ষান্তরে, ভারতের রাষ্ট্রীয় ভাষায় প্রচারিত প্রধান হিন্দি সংবাদটি শতকরা ২৫ ভাগ বেতার-শ্রোতা শুনে থাকেন। মার্কিন বেতার-প্রতিষ্ঠানগুলো তাঁদের শ্রোতা-সংখ্যা নিয়ে যে গর্ব করে থাকেন তাঁদের রেকর্ডও উল্লিখিত তথ্যের কাছে হার মেনেছে। অল ইন্ডিয়া রেডিও প্রচারিত অন্য যে-অনুষ্ঠান সবচেয়ে বেশি শ্রোতার দাবিদার তা হচ্ছে ছায়াছবি গানের অনুষ্ঠান। শতকরা ৩০ ভাগ বেতার-শ্রোতা এই অনুষ্ঠান শুনে থাকেন।

www.pathagar.com

তবু, বি. বি. সি. ও মার্কিন বেতার-সংগঠনগুলো এমন অনেক অনুষ্ঠান প্রচার করে থাকে যা অল ইণ্ডিয়া রেডিও'র সংবাদ-সংগঠন করে না। এ ক্ষেত্রে আমার মনে হয়, ভারতের বেতার-প্রতিষ্ঠান সরকারি মালিকানাধীন বলেই তা করা সম্ভব নয়। ভারতের বেতার-প্রতিষ্ঠানে কোনো জনপ্রিয় ব্যক্তিত্ব গড়ে উঠেনি এবং বেতার-সম্প্রচার ও অনুষ্ঠানের প্রতি জনসাধারণের যাতে আগ্রহ ও কৌতূহল গড়ে তার জন্যে অনুরূপ ব্যক্তিত্ব গড়ে তোলার কোনো উদ্যোগও নেওয়া হয়নি। তবে, এমন ব্যক্তিত্ব গড়ে তোলা অল ইন্ডিয়া রেডিও'র লক্ষ্যও নয় ; কারণ, দৃশ্যত মনে হয়, বেতার-কর্তৃপক্ষ হয়তো মনে করেন যে এতে শ্রোতার সংখ্যা বৃদ্ধি পেলেও তা বাণিজ্যিক হয়ে উঠবে।

প্রত্যেক বেতার-কেন্দ্র থেকে সপ্তাহে একবার সংবাদ-কথিকা প্রচার করা হয়। সাংবাদিকতা পেশার সঙ্গে জড়িত বেসরকারি ব্যক্তিগণ এই কথিকা পাঠ করে থাকেন। তাঁরা 'বিশেষ সংবাদের ওপর তাঁদের মতামত' প্রকাশ করে থাকেন। অবশ্য এই মতামতের সঙ্গে সরকারি নীতির মিল রাখার এবং কোনো ব্যক্তিবিশেষ, সংগঠন বা দেশ যাতে বিব্রত বোধ না করেন তা নিশ্চিত করার জন্যে সংবাদ-কথিকাটিতে প্রদত্ত মতামত বিশেষভাবে কাঁটছাট করে দেওয়া হয়।

শব্দ সংযোজিত করে সংবাদ-প্রচারে একটা নাটকীয় চমক সৃষ্টির জন্যে ১৯৫৬ সালে সংবাদ-প্রবাহ (news reel) অনুষ্ঠান চালু করা হয়। দিল্লী থেকে প্রতি সপ্তাহে ইংরেজিতে দুটি ও হিন্দিতে তিনটি করে সংবাদ-প্রবাহ অনুষ্ঠান প্রচার করা হয়। তা ছাড়া বিশিষ্ট ব্যক্তিদের আগমন ও কর্মতৎপরতা এবং অলিম্পিকের মতো বিভিন্ন ক্রীড়া-অনুষ্ঠানের উপর প্রায়ই সংবাদ-প্রবাহ অনুষ্ঠান প্রচার করা হয়।

বেতার ও পত্র-পত্রিকা

সংবাদপত্র-জগৎ বেতার-সংবাদ প্রচারকে তাঁদের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা বলে মনে করেন। কারণ, বেতার সরাসরি শ্রোতার নিকট পৌছে যায়। প্রতিদিন ইংরেজিতে ও হিন্দি ভাষায় চারবার ও অন্যান্য ভাষায় তিনবার সংবাদ শুনতে পান দেশের শ্রোতারা। সেখানে প্রতিটি এলাকার জন্যে দীর্ঘ ২৪ ঘন্টায় সংবাদপত্রের মাত্র একটি সংস্করণ প্রকাশিত হতে পারে। তা ছাড়া, ঐ পত্রিকা পাঠকের হাতে পৌছুতেও সময় লেগে যায়।

এই অসুবিধা অন্তত কিছুটা কাটিয়ে উঠার জন্যে এবং বিশেষ সংবাদপত্রের পাঠকদের আগ্রহ ও কৌতূহল ধরে রাখার জন্যে সংবাদপত্রের সান্ধ্য-সংস্করণসহ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা উপলক্ষে বিশেষ সংস্করণ প্রকাশ করা হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বেতারের তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতার মুখে কিছু কিছু সংবাদপত্র-প্রতিষ্ঠান তাঁদের পত্রিকা প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে এর সম্পূরক হিসেবে নিজস্ব মালিকানাধীন সংগঠন থেকে বেতার-সম্প্রচারেরও ব্যবস্থা করতে বাধ্য হয়েছেন। ভারতে, কোনো সংবাদপত্রের এমন ইচ্ছা বা আর্থিক সঙ্গতি থাকলেও রাষ্ট্রীয় আইনের বাধার দরুন তা করা সম্ভব নয়।

www.pathagar.com

এ সম্পর্কে একটা সরকারি ব্যাখ্যাও রয়েছে। সরকার মনে করেন, বেতার সংবাদ প্রচারের মাধ্যমে সংবাদপত্রের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারে না, বেতার বরং সংবাদপত্রের সহায়ক ও পরিপূরকের ভূমিকা পালন করে। যাঁরা বেতারের শ্রোতা তাঁদের প্রত্যেককেই সংবাদপত্র পড়তেই হয়। প্রকৃতপক্ষে, এ কথা অত্যন্ত সত্যি, যাঁরা রেডিও-সেট কিনতে পারেন তাঁরা সংবাদপত্রেরও গ্রাহক হতে পারেন এবং তাঁরা রেডিও কেনার পরও সংবাদপত্র কিনে থাকেন। কারণ, বেতার শুধু সংবাদ-সংক্ষেপ প্রচার করে, কিন্তু সংবাদপত্রে বিস্তারিত সংবাদ পাওয়া যায়।

বেতারে সংবাদ প্রচারসংক্রান্ত এই মতামত দেশের সংবাদপত্র মালিকরা আস্তে আস্তে গ্রহণ করছেন। বেতার সবার আগে সংবাদ প্রচারের সুবিধাভোগী — শুধু এই বিষয়টিই তাঁদের নিকট সমস্যা। তা ছাড়া, সংবাদপত্র ও বেতার এখন শান্তিপূর্ণ সহযোগিতামূলক সহাবস্থান করছে বলা চলে।

তবে, ব্যক্তিত্ব নির্মাণের (personality building) প্রশ্নে সংবাদপত্র ও বেতারের মধ্যে দ্বন্দ্ব রয়ে গেছে। একটা দৃষ্টান্ত এ প্রসঙ্গে দেওয়া যেতে পারে। কয়েক বছর আগে অল ইন্ডিয়া রেডিও সংবাদ-পরিবেশনে ব্যক্তিত্ব-উপাদান (personality-element) যোগ করার সিদ্ধান্ত নেয় এবং সংবাদদাতার নাম তাঁর দেওয়া সংবাদ-কাহিনীর সঙ্গে সঙ্গে উল্লেখ করার ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। এতে সংবাদপত্রসমূহের কর্মকর্তাবৃন্দ প্রতিবাদ করে বলেন সরকারি প্রতিষ্ঠানের ব্যয়ে বেতার-সংবাদদাতাদের 'তারকা' করে তোলা হচ্ছে অথচ তাঁদের সংবাদদাতাদের জন্যে তো তা করছেন না।

শ্রোতাদের নিকট ব্যক্তিত্ব-উপাদানের আকর্ষণের গুরুত্ব সংবাদ-কাহিনীর বিশ্বস্ততা বা নির্ভরযোগ্যতার প্রতীক হিসেবে শ্রোতার নিকট সংবাদদাতার পরিচয়ের মূল্য এবং একই কারণে, সংশ্লিষ্ট সংবাদদাতা তাঁর কর্মকীর্তির উৎকর্ষ সাধনে উৎসাহ লাভের বিষয় তেমন গুরুত্ব লাভ করতে পারেনি বলে মনে হয়। তার কারণ, সরকার বেতারে ব্যক্তিত্ব সৃষ্টির প্রয়াস পরিত্যাগ করেছেন। দু'মাসের মধ্যে ব্যক্তিত্ব-উপাদান আরোপের উল্লিখিত প্রচেষ্টা পরিত্যক্ত হয়। অথচ, এর বিকাশ হওয়া উচিত ছিলো এবং শ্রোতাসাধারণের একটা বিরাট অংশও এর প্রশংসা করতেন।

অবশ্য যদি বেতার একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠান কিংবা স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠান হতো তা হলে উল্লিখিত প্রতিবাদের আমল দিতেন।

১৯৬০-এর দশকের প্রথম কয়েক বছরে, দেশের সংবাদপত্রগুলোই তাঁদের নিজ নিজ সংবাদদাতাদের ব্যক্তিত্ব গড়ার জন্যে এবং পাঠক যাতে সংবাদ-প্রতিবেদককে চিনে নিতে পারেন সে জন্যে সংবাদ-কাহিনীর সঙ্গে সংবাদদাতার নামও ছাপার রেওয়াজ চালু করেন।

রেডিও'র অনুষ্ঠান শ্রোতার নিকট আরও প্রিয় করে তোলার জন্যে ও বেতার-অনুষ্ঠান আরও কার্যকরভাবে প্রচারের জন্যে কোন্ কোন্ জিনিস সত্যিই ভালো তা আমাদেরকে অবশ্যই অনুধাবন করতে হবে এবং এ জন্যে আমাদেরকে আরও অনেকটা পথ অতিক্রম করে এগিয়ে যেতে হবে। অন্যান্য প্রচার-মাধ্যমে এই পদক্ষেপের কি প্রতিক্রিয়া হবে-না-হবে তা ভাবলে চলবে না।

www.pathagar.com

অবশ্য এ রকম জটিলতা দেখা দেবেই। কারণ, সংগঠনের সঙ্গে এ ধরনের সমস্যা ওতপ্রোতভাবে জড়িত। ভারতের বেতার-প্রতিষ্ঠান রাষ্ট্রীয় সংগঠন এবং ক্ষমতাসীন সরকার গণতান্ত্রিক চরিত্রবিশিষ্ট, বিধায় এই প্রতিষ্ঠানকে বিভিন্ন প্রভাবশালী মহলের সমালোচনার মোকাবেলা করতে হয়। অল ইন্ডিয়া রেডিও যতোটুকু সাফল্য ও অগ্রগতি অর্জন করেছে তার বেশির ভাগ জনগণের উৎসাহ ছাড়াই এবং সমালোচনার মোকাবেলা করেই তা করেছে। সংগঠনের বিরুদ্ধে সমালোচনা প্রতিরোধ বা মোকাবেলা শুভ। কিন্তু সে মোকাবেলা সরকারি সংগঠনের পক্ষ থেকে না হয়ে বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে হওয়াই কল্যাণকর।

১৯৫২ সালে ভারতের তদানীন্তন তথ্য ও বেতার-মন্ত্রী পার্লামেন্টে ঘোষণা করেছিলেন যে, সরকার অল ইন্ডিয়া রেডিও'কে স্বায়ত্তশাসিত সংস্থায় রূপান্তরের কথা বিবেচনা করছেন। এ কথা অনেকের মনে আশার সঞ্চার করেছিলো। কিন্তু তারপর আর কিছুই হয়নি। ১৯৬২ সালের প্রথমদিকে তখনকার বেতার-মন্ত্রী ডক্টর বি. ভি. কেশকর (Dr.B.V. Keskar) তাঁর গোড়া মনোভাবের কথা প্রকাশ করে বলেন, দেশে বেতার-সম্প্রচার-ব্যবস্থার বিকাশের জন্যে স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা উপযোগী নয়। তা ছাড়া, প্রস্তাবটি সম্পর্কে বিশেষজ্ঞদের মাধ্যমে অনুসন্ধান করার ও এই সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয় পরীক্ষা করে দেখার প্রস্তাবও তিনি বিবেচনা করতে অস্বীকৃতি জানান।

যে-কোনো সরকারি সংগঠনে শুধু জনসাধারণ নয় বরং কর্মচারীও কতকগুলো স্বার্থ আঁকড়ে থাকে এবং সেগুলোকে তাঁর 'কায়েমী স্বার্থ (vested interest)' হিসেবে বিবেচনা করে। এসব সংগঠন লাভের ভিত্তিতে পরিচালিত হয় না। এ জন্যে সেখানে দক্ষতা ক্ষীয়মান এবং সরকারি চাকরি ও কায়েমী স্বার্থের সঙ্গে যে জীবন-বৃত্তিবাদ (careerism) জড়িত রয়েছে তাতেও দক্ষতা হ্রাস পায়।

স্বায়ত্তশাসিত বেতার-সংস্থা গঠিত হলে তা জীবন-বৃত্তিবাদী কর্মীদের চেয়ে প্রতিভাবান তরুণদেরকে অনেক বেশি সুযোগ দেবে।

আগামী চার-বছরে চার কোটি টাকা ব্যয়ে বেতারের উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ করা হচ্ছে। এতে সুযোগ-সুবিধার সৃষ্টি হবে তাতে প্রতিভাবান ব্যক্তি বেতার-অনুষ্ঠানে তাঁদের কল্পনা-শক্তি, মৌলিকতা, বস্তুমুখী বিচার শক্তি ও রুচির প্রতিফলন রাখতে সক্ষম হবেন।

১৯৫১ সালে স্থাপিত বেতার-সম্প্রচার উন্নয়ন-সংক্রান্ত বৈজ্ঞানিক উপদেষ্টা কমিটি একটি পরীক্ষামূলক টেলিভিশন-কেন্দ্র স্থাপনের সুপারিশ করেছেন। পরে পূর্ণাঙ্গ কেন্দ্র স্থাপনেরও সুপারিশ করা হয়েছে। ১৯৫৯ সালে নয়া দিল্লীতে একটি টেলিভিশন ইউনিট চালু করা হয়েছে। এটিকে পরীক্ষামূলক ইউনিট বলে অভিহিত করা হচ্ছে। এই কেন্দ্র থেকে সীমিত আকারে স্টুডিও থেকে ১২ মাইল পরিধিবিশিষ্ট অঞ্চলে অনুষ্ঠান প্রচার করা হচ্ছে। প্রথমে এই কেন্দ্রে থেকে পুতুল নাচ, একাঙ্কিকা, নাটক এবং এ ধরনের অনুষ্ঠানের মাঝখানে খবর প্রচারিত হতে থাকে। পরে, অনুষ্ঠান-সূচিতে আরও কিছুটা বৈচিত্র্য আনা হয়। এই কেন্দ্র ১৯৬১ সাল থেকে ফোর্ড ফাউণ্ডেশনের সহায়তায় স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের জন্যে বিশেষ করে বিজ্ঞানবিষয়ক অনুষ্ঠান প্রচার শুরু করে। এই সময়ে দিল্লী এলাকায় বিভিন্ন স্কুলে ১৪৪টি টেলিভিশন গ্রাহক-যন্ত্র স্থাপন করা হয়।

www.pathagar.com

১৩

ব্যবসায়গত দিক

(THE BUSINESS SIDE)

— আর. ভি মূর্তি

অন্যান্য দেশের তুলনায়, বিশেষ করে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্যের তুলনায় ভারতীয় সংবাদপত্রসমূহের ব্যবসায়গত দিকটি বেশি উপেক্ষিত। এর অবশ্য কারণও রয়েছে।

ভারতের অধিকাংশ পত্র-পত্রিকার প্রকাশনা বিভিন্ন রাজনৈতিক মতবাদ প্রচারের উদ্দেশ্যে শুরু হয়েছিলো, বিশ্ব-সংবাদ বস্তুমুখিতার সঙ্গে প্রকাশ ও প্রচারের জন্যে সাধারণত সংবাদপত্র প্রকাশিত হয়ে থাকলেও ভারতীয় সংবাদপত্রের বেলায় তা হয় নি। ভারতের একজন অভিজ্ঞ ও প্রধান সাংবাদিক তাই যথার্থই বলেছেন যে, "ভারতের সাংবাদিকতা ভারতের জাতীয় জাগৃতির একটা বড় অংশ এবং রেনেসাঁ ও মুক্তি সংগ্রামের দ্যোতক। লোকমান্য বালগঙ্গাধর তিলক থেকে অন্যান্য অগ্রনায়ক অবধি ভারতের সংবাদপত্রের মূল প্রেরণাই ছিলো এই জাতীয় জাগৃতির বোধোদয়"।[১]

বিদেশী মালিকানাধীন সংবাদপত্র বা সাময়িকীর ক্ষেত্রে উল্লিখিত অভিমত পুরোপুরি প্রযোজ্য নয়। তবু, এ কথা বলা বোধহয় ভুল হবে না যে, এই পত্রিকাগুলোকেও প্রকৃতির দিক থেকে ব্যবসায় বা মুনাফাভিত্তিক কিছুর চেয়ে প্রচারণামূলক উদ্যোগ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত। ভারতের সংবাদপত্র প্রকাশনার পরিচালন-ব্যয় তখন গ্রাহক এবং বিজ্ঞাপনদাতাদের নিকট থেকে আসতেই হবে এমন জরুরী প্রয়োজন ছিলো না। কারণ, দলীয় নেতৃবর্গের নিকট থেকেই অধিকাংশ ক্ষেত্রে অর্থ আসতো। স্বভাবতই গ্রাহক ও বিজ্ঞাপনদাতাদের নিকট থেকে অর্থ সংগ্রহ করার তথা ব্যবসায়গত দিকটি দেখাশোনার তেমন প্রয়োজন অতি সাম্প্রতিক কালেও দেখা দেয়নি।

একই কারণে, অধিকাংশ পত্র-পত্রিকার ব্যবস্থাপনা-কর্তৃপক্ষকে এক বা একাধিক রাজনৈতিক গোষ্ঠী যেমন, কংগ্রেস, উদারপন্থী, মুসলিম লীগের সঙ্গে অথবা জমিদার বা ব্যবসায়ীদের সঙ্গে জোট বেঁধে থাকতে দেখা গেছে।

---

১. ইন্ডিয়ান ফেডারেশন অব ওয়ার্কিং জার্নালিস্টস -এর সভাপতি চালাপাঠি রাউয়ের (Chalapathi Rau-এর) পুনায় প্রদত্ত ভাষণ থেকে।

www.pathagar.com

এরপর আরও কয়েক বছর কেটে যাওয়ার পর বিশেষ করে, স্বাধীনতা-প্রাপ্তি এবং "চতুর্থ রাষ্ট্রের (Fourth Estate-এর)" শক্তি ও প্রভাব উপলব্ধি করার পর সংবাদপত্র-ব্যবসায়ের চিন্তাধারায় একটা সুস্পষ্ট পরিবর্তন দেখা দিয়েছে। তবু তর্কাতীতভাবে বলা চলে, ভারতীয় সংবাদপত্রের ব্যবসায়গত দিক আমেরিকা, ক্যানাডা ও ইংলন্ডের মতো। অগ্রসর দেশগুলোর চেয়ে এখনও অনেক পশ্চাদপদ।

যাই হোক, সংবাদপত্রের ব্যবসায়গত দিকটি সম্পর্কে আলোচনার সুবিধার জন্য তিনটি সুনির্দিষ্ট ভাগ করে নেওয়া যায়। এগুলো হচ্ছে ঃ ব্যবস্থাপনা, প্রচার ও বিজ্ঞাপন। ভারতে সংবাদপত্রের ব্যবস্থাপনাকে ব্যাপক অর্থে ধরা হয় অর্থাৎ 'বিজ্ঞাপন' ও 'প্রচার', 'ব্যবস্থাপনার আওতাধীন বলে মনে করা হয়। কারণ, ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ তথা কাগজের মালিকই ভারতে 'বিজ্ঞাপন' ও 'প্রচার' বিভাগের কর্মতৎপরতা পরিচালনা করে থাকেন।

ব্যবস্থাপনা

সংবাদপত্রের ব্যবস্থাপনা বলতে ব্যবসায় পরিচালনাকারী প্রতিষ্ঠানকেই এখানে বোঝানো হয়েছে। মোটামুটি ভারতীয় সংবাদপত্রসমূহের ব্যবস্থাপনা-প্রতিষ্ঠানসমূহকে তিন শ্রেণীতে ভাগ করা যায় ঃ (১) ব্যক্তি বা দলীয় মালিকানাধীন ব্যবস্থাপনা ; (২) পারিবারিক ব্যবসায় ; (৩) যৌথ মূলধনী ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠান। প্রাচীন 'স্বরাজ্য' পত্রিকা 'স্বতন্ত্র' ও 'দি হিতবাদ' এই পত্রিকা তিনটিকে প্রথম শ্রেণীভুক্ত করা যায়। 'দি হিন্দু' পত্রিকাটি 'পারিবারিক ব্যবসায়' প্রতিষ্ঠানের নির্ভেজাল দৃষ্টান্ত। আর 'দি টাইমস অব ইন্ডিয়া', 'দি হিন্দুস্থান টাইমস', 'দি ইস্টার্ন ইকোনোমিস্ট', 'কমার্স' এবং 'ক্যাপিটাল' 'যৌথ-মূলধনী ব্যবস্থাপনার অধীন। এই তিন ধরনের ব্যবস্থাপনা ছাড়াও সংযুক্ত কর্নাটক ও 'হরিজন' নামক পত্রিকা দুটি ট্রাস্ট বা অছি-পর্যদের ব্যবস্থাপনায় প্রকাশিত হচ্ছে এবং সাম্প্রতিককালে 'ন্যাশনাল হেরাল্ড' ও 'ভারত' নামক পত্রিকা দুটি ('সহকার প্রকাশন') কর্মচারী সমবায়ের ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত হচ্ছে।

সাংবাদিকতামূলক ব্যবসায় পরিচালনার জন্যে ব্যক্তি, দল বা পারিবারিক মালিকানাধীন ব্যবস্থাপনা ও যৌথ-মূলধনী ব্যবসায়, ট্রাস্ট (অছি) অথবা কর্মচারী সমবায়-এর মধ্যে কোন্ ব্যবস্থাপনা সব থেকে উপযোগী অতীত অভিজ্ঞতা থেকে এ সম্পর্কে স্থির সিদ্ধান্ত নেওয়া সম্ভব নয়। উল্লিখিত যে কোনো আকারের সংগঠন বা ব্যবস্থাপনার অধীনে, বিশেষ করে ব্যক্তিগত, দলীয় বা যৌথ-মূলধনী কারবারের যে-কোনো ব্যবস্থাপনায় কাগজ-প্রকাশনা বন্ধ হয়ে যাওয়ার হার কম-বেশি গড়ে একই রকম। আলোচ্য নিবন্ধে প্রকাশনা বন্ধ হয়ে গেছে ব্যক্তিগত বা দলীয় ভিত্তিতে পরিচালিত তেমন সব কাগজের তালিকা দেওয়া সম্ভব নয়। তবু আমি বিনা দ্বিধায় বলতে পারি, ভারতীয় ধারণা অনুসারেও ঐসব পত্রিকার সংখ্যা কম নয়। যৌথ-মূলধনী কারবারের ব্যবস্থাপনাধীন কাগজের প্রকাশনাও অনুরূপভাবে বন্ধ হয়ে যেতে দেখা গেছে। এর সর্বাপেক্ষা বড় রকমের দৃষ্টান্ত হচ্ছে 'ভারত' পত্রিকা-গোষ্ঠীর প্রকাশনা বন্ধ

www.pathagar.com

হয়ে যাওয়ার বিষয়টি। 'ভারত' পত্রিকা-গোষ্ঠীর প্রকাশনায় আগে আর কখনও ঢোকঢোল পিটিয়ে ও পৃষ্ঠপোষকতা ধন্য হয়ে কোনো পত্রিকা প্রকাশিত হয়নি বা ভবিষ্যতেও প্রকাশিত হবে বলে মনে হয় না। সবচেয়ে বড় কথা, তদানীন্তন সরকারের প্রভাবশালী ব্যক্তিত্ব, সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের ব্যক্তিগত আশীর্বাদ ধন্য ছিলো পত্রিকাটি। তাছাড়া ক্ষমতাসীন কংগ্রেস দলও এই পত্রিকাগুলোকে সমর্থন যোগাতো।

যৌথ-মূলধনী ব্যবসায়ের ব্যবস্থাপনাধীন সর্বশেষ যে পত্রিকাটির (কম-বেশি একই পরিবারের সদস্যদের নিয়ে গঠিত প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি) প্রকাশনা অর্থিক দুরবস্থার জন্যে বন্ধ হয়ে গেছে সেটি হচ্ছে 'বম্বে ক্রনিকল'। 'ভারত' পত্রিকা-গোষ্ঠীর মতো এই পত্রিকাটিও কংগ্রেস দলের আশীর্বাদধন্য এবং স্বাধীনতা-সংগ্রামের সঙ্গে জড়িত ছিলো। অথচ এতো বেশি সমর্থনপুষ্ট ও পৃষ্ঠপোষকতাধন্য পত্রিকা এত হীন অবস্থার মধ্যে প্রকাশনা বন্ধ করতে বাধ্য হয় তা ভাবলেও অবাক হতে হয়।

পত্রিকাটির পরিচালনা পর্ষদের (Board of Directors-এর) ভারতের ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের বিখ্যাত ব্যক্তিগণ সদস্য ছিলেন। স্বাভাবিক কারণেই তাঁদের পত্রিকার জন্যে পর্যাপ্ত বিজ্ঞাপনের ব্যবস্থা নিশ্চিত ছিলো, পত্রিকাটির প্রকাশনা যেদিন শুরু সেদিন থেকেই পত্রিকার প্রচার বেশ পর্যাপ্ত ছিলো। সর্বোপরি অর্থ ও সাংবাদিকতায় অভিজ্ঞ পেশাদার ব্যক্তিত্বেরও অভাব না থাকায় উভয় দিক থেকেই পত্রিকাটি সম্পদশালী ছিলো। কিন্তু তা সত্ত্বেও পত্রিকাটিকে শেষ পর্যন্ত বাঁচানো সম্ভব হয়নি।

মাদ্রাজ থেকে প্রকাশিত পত্রিকা 'দি হিন্দু' পারিবারিক মালিকানা ও ব্যবস্থাপনাধীন পত্রিকার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। এই পত্রিকাটি স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে ভাস্বর। পত্রিকাটি সৌভাগ্যবানও বলতে হয়। কারণ, মালিক-পরিবার থেকেই কয়েকজন পত্রিকার সম্পাদকের আসন অলঙ্কৃত করে। পত্রিকাটিকে তার উৎকর্ষ, আদর্শ ও সমৃদ্ধির বর্তমান পর্যায়ে উন্নীত করেছেন। পত্রিকাটি এখন মূলত এই পরিবারেরই মালিকানাধীন তবে পত্রিকার ব্যবস্থাপনা-কর্তৃপক্ষ সাম্প্রতিককালে কিছু শেয়ার বাইরের লগ্নীকারকদের নিকট বিক্রি করেছেন। বলা যেতে পারে, এর ফলে পত্রিকাটির ব্যবস্থাপনা তুলনামূলকভাবে কিছুটা উদারভিত্তিক হয়েছে।

খবরের কাগজের ব্যবস্থাপনা-কর্তৃপক্ষের প্রধান কাজ হচ্ছে ঃ যে কারুর ব্যক্তিগত তহবিল থেকে, অংশীদারী ব্যবসায় বা যৌথ-মূলধনী প্রতিষ্ঠান গঠনের মাধ্যমে লব্ধ তহবিল অথবা রাজনৈতিক দলের তহবিলের বরাদ্দ থেকে পত্রিকা প্রকাশ শুরু করার জন্যে পুঁজি সংগ্রহ করা, পত্রিকার অফিস সংগঠিত করা, ভালো ছাপাখানা ক্রয় বা পত্রিকা ছাপার জন্যে ভালো মুদ্রণ-প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে বন্দোবস্ত করা এবং সম্পাদকীয়, মুদ্রণ, প্রশাসন, প্রচার ও বিজ্ঞাপন-বিভাগের দায়িত্ব পরিচালনার জন্যে উপযুক্ত কর্মী অনুসন্ধান ও নিয়োগ করা।

উল্লিখিত বিষয় থেকে এটা ধরণা করে নেওয়া যায় যে, পর্যাপ্ত তহবিল, ভালো ছাপাখানা ও সুদক্ষ কর্মী ও কর্মচারী থাকলেও যে পত্রিকা-ব্যবসায় ভালো চলবে এমন কোনো নিশ্চয়তা নেই। সার্বিক পরিস্থিতি দৃষ্টে মনে হয়, এ জন্যে একজন দায়িত্বশীল, যোগ্য, উৎসাহী ও পর্যাপ্ত দূরদৃষ্টিসম্পন্ন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তির প্রয়োজন যাঁর কাজ হবে পত্রিকার জন্যে

www.pathagar.com

প্রয়োজনীয় অর্থ ও জন-সম্পদের সকল তৎপরতার মধ্যে একটা সুন্দর সমন্বয় বিধান করা, সমগ্র তৎপরতাকে পরিচালিত করা। পত্রিকার শীর্ষস্থানীয় কর্তা-ব্যক্তিগণ অর্থাৎ মালিক বা পরিচালক-পর্যদ সাধারণ নীতি প্রণয়ন করতে পারেন, কিন্তু ঐ নীতি বা নীতিমালার খুঁটিনাটি যাতে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে রূপায়িত হয় তার জন্যে দায়িত্ব দিতে হবে বিশ্বস্ত নির্বাহী কর্মকর্তাদেরকে। শুধু এভাবেই কেবল পত্রিকা প্রকাশনায় সাফল্য লাভ সম্ভব।

প্রচার

প্রচার সংবাদপত্রের অস্তিত্ব বিনিশ্চায়ক প্রাণশক্তি বিশেষ। মানুষের শরীরের রক্ত-সঞ্চালন যে ভূমিকা পালন করে থাকে পত্রিকার ক্ষেত্রে প্রচারও ঠিক অনুরূপ ভূমিকা পালন করে। কারণ, পত্রিকার ভালো প্রচার না থাকলে বিজ্ঞাপন পাওয়া খুবই কষ্টকর। অবশ্য পত্রিকার যথেষ্ট প্রচার থাকলেও তাতে সাধারণত পত্রিকা-প্রকাশনার ব্যয় সঙ্কুলান হয় না। কিন্তু তা হলে প্রচার পরোক্ষভাবে বিজ্ঞাপন লাভে সাহায্য করে এবং সেখানেই পর্যাপ্ত প্রচারের গুরুত্ব নিহিত। যাই হোক, কাগজের প্রচার আবার পত্রিকার সম্পাদকীয় নীতি মুদ্রণ-সৌষ্ঠব ও আকর্ষণীয় উপস্থাপনার উপর নির্ভরশীল।

ভারতের মতো দেশে, পত্রিকার প্রচার কতকগুলো কারণে ব্যাহত হয়। এর মধ্যে শিক্ষিতের হারের প্রশ্নটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। ভারতে শিক্ষিতের হার নগণ্য থাকায় পত্রিকার মোট প্রচার তেমন বেশি হতে পারে না। ভারতের মোট জনসংখ্যা ৩৬ কোটির কাছাকাছি। এর মধ্যে মাত্র শতকরা ১৪ ভাগ অর্থাৎ পাঁচ কোটি লোক শুধু পড়তে পারে কোনো মতে। এদের আবার সবাই ইংরেজি জানে না। তা ছাড়া, এঁদের সকলেরই মাতৃভাষা আবার এক নয়।

ভারতের সংবিধানে ১৪টি ভাষাকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। এসব ভাষার কোনো কোনোটা যাঁরা শুধু পড়তে পারেন তাঁদের অর্থাৎ বিভিন্ন ভাষাভাষীদের মধ্যে বিরাট সংখ্যাগত ব্যবধান রয়েছে। যেমন কাশ্মিরি ভাষায় যেখানে মাত্র ১৪ লাখ লোক কথা বলে থাকে সেখানে হিন্দি-ভাষী লোকের সংখ্যা হচ্ছে ১০ কোটি ৫০ লাখের মতো। এমনি অবস্থায়, এমন কি দেশী ভাষায় প্রকাশিত পত্রিকার পক্ষেও সকল লোকের কাছে তো দূরের কথা, যাঁরা শিক্ষিত তাঁদের সকলের কাছেও পৌঁছানো সম্ভব নয়। এ পর্যন্ত 'দি টাইমস অব ইন্ডিয়া', 'দি স্টেটসম্যান, 'দি হিন্দু', 'দি হিন্দুস্থান টাইমস' এবং 'অমৃতবাজার' পত্রিকার প্রচার সর্বাপেক্ষা বেশি। কিন্তু এসব পত্রিকার অঞ্চলওয়ারী প্রচার যদি আলাদা-আলাদা বিশ্লেষণ করে দেখা হয় তা হলে দেখা যাবে যে কোনো একটি বিশেষ বা কয়েকটি পত্রিকা কোনো বিশেষ অঞ্চলে বা কয়েকটি অঞ্চলে তুলনামূলকভাবে বেশি প্রচারিত ও জনপ্রিয় এবং পক্ষান্তরে অন্যসব এলাকায় প্রচার তুলনামূলকভাবে কম। স্বাধীনতার পর থেকে দেশী ভাষায় প্রকাশিত সংবাদপত্রসমূহ তাদের যথার্থ স্থান পেতে চলেছে। এসব পত্রিকার গুরুত্ব এখন বাড়বে, কমে যাবে না। ইংরেজি পত্রিকা ধীরে ধীরে নেপথ্যে স্থান নেবে এবং যতো বেশি ভাষা ভিত্তিক প্রদেশ গঠিত হবে,

www.pathagar.com

দেশীর ভাষায় প্রকাশিত সংবাদপত্রের ভূমিকাও ততো বলিষ্ঠ হয়ে উঠবে। হিন্দি ভাষা ভারতের বিভিন্ন ভাষাভাষী জনসাধারণের মধ্যে ভাব বিনিময়ের সাধারণ মাধ্যম হয়ে উঠছে। এতে আপাতদৃষ্টে মনে হয়, ভারতে হিন্দি সংবাদপত্র ও সাময়িকীসমূহের এক উজ্জ্বল সম্ভাবনা রয়েছে এবং সে সম্ভাবনার তুলনা দেওয়া যেতে পারে ভারতে ইংরেজি পত্রিকাসমূহের প্রতিষ্ঠার সঙ্গে। একদিন হিন্দি পত্রিকাও হয়তো সারা ভারতে তাদের প্রচার থাকার বিষয়ে দাবি করতে পারবে।

এখানে আলোচনা প্রসঙ্গে সাময়িক পত্রিকাসমূহ, বিশেষ করে বিশেষ ধরনের সাময়িকীর (অধিকাংশই ইংরেজিতে প্রকাশিত) প্রচার সম্পর্কে বলে রাখা দরকার। প্রথমে, ইংরেজিতে প্রকাশিত অর্থনৈতিক সাময়িকীগুলোর কথাই ধরা যাক। এ ধরনের পত্রিকার প্রচার কয়েক হাজারে সীমিত থাকে। সাধারণত দশ হাজরের কোঠাতেও পৌছায় না। এর কারণ, প্রথমত যাঁরা ইংরেজি জানেন তাঁরাই এসব পত্রিকা পড়তে পারেন। তবে তাদের মধ্যেও আবার যাঁরা অর্থনৈতিক তৎপরতা সম্পর্কে জানতে আগ্রহী তাঁরাই এসব কাগজ পড়ে থাকেন। এঁদের মধ্যে আবার সবাই এসব কাগজের উঁচু দাম দিয়ে কিনে পড়তে পারেন না অর্থাৎ এ ধরনের পত্রিকার প্রকৃত গ্রাহক–সংখ্যা আরও কম।

প্রচারের উল্লিখিত অসুবিধা সত্ত্বেও বোম্বাই থেকে 'ইকোনোমিক টাইমস' ও 'ফিনান্সিয়াল এক্সপ্রেস' নামক দুটি অর্থনৈতিক বিষয় সংক্রান্ত পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছে। এ দুটো পত্রিকার প্রকাশকগণ যথেষ্ট প্রভাবশালী ও বিত্তবান। তা ছাড়া, তাঁরা কয়েকটি প্রভাবশালী দৈনিক পত্রিকারও মালিক। তবু এ পর্যন্ত (জুলাই, ১৯৬১) উল্লিখিত পত্রিকা দুটির প্রচার তেমন উল্লেখযোগ্য হয়ে উঠেনি। অবশ্য এ দিক থেকে গুজরাটি ভাষায় প্রকাশিত 'ব্যাপার' নামক অর্ধ–সাপ্তাহিক পত্রিকার প্রচার 'ইকোনোমিক টাইমস' ও 'ফিনান্সিয়াল এক্সপ্রেস' পত্রিকা দুটোর চেয়ে অনেকটা ভালো। 'ব্যাপার' পত্রিকায় ব্যবসা–বাণিজ্য সংক্রান্ত খবরাখবর পরিবেশিত হয়। পত্রিকাটির বেশ গ্রাহক গড়ে উঠেছে। ভারতের সাংবাদিকতা যে ইংরেজি থেকে বেশি ভাষায় প্রকাশিত সংবাদপত্র অভিমুখে ধাবিত হচ্ছে অন্তত এই পত্রিকাটি তার স্বাক্ষর।

ভারতের সব জায়গায় গ্রন্থাগার ও পাঠাগার ছড়িয়ে থাকার ফলেও ভারতে সংবাদপত্রের প্রচার–সংখ্যা বৃদ্ধির জন্যে তা অন্তরায় সৃষ্টি করছে। অনেক লোক সকাল–বিকেল প্রধানত খবরের কাগজ ও অন্যান্য পত্র–পত্রিকা পড়ার জন্যে পাঠাগারে আসেন। এ ক্ষেত্রে, কাগজের প্রচারও আনুপাতিক হারে কমে যায়। কারণ, যাঁরা অন্যথায় কাগজ কিনতেন, তাঁরা পাঠাগার থাকায় তা আর কেনেন না। ঠিক একইভাবে দেখা যায়, একটি খবরের কাগজ কয়েক জনে কিনে পড়ে থাকেন। এতেও কাগজের কিছু গ্রাহক কমে যায়।

বিজ্ঞাপনদাতারা সাম্প্রতিককালে বিজ্ঞাপন দিলে তার জন্যে কমপক্ষে পুরো দু'কপি কাগজ 'ভাউচার কপি' হিসেবে দাবি করছেন। আর এ দৃষ্টান্তের ব্যাপকতা বোধহয় আমাদের দেশেই বেশি। আগে বিজ্ঞাপনদাতারা তাঁদের বিজ্ঞাপনের বিলের সঙ্গে বড় জোর কাগজে ছাপা বিজ্ঞাপনের কর্তিত অংশটুকু (clipping) পেতেন, পুরো কাগজ তাঁরা চাইতে পারতেন

www.pathagar.com

না। অথচ, এই 'ভাউচার কপি' তথা পুরো কাগজ দিতে না হলে এই কপিগুলো অন্তত বিক্রি হতো।

আমরা যখন কাগজের প্রচার-সংখ্যার কথা বলি তখন এ ব্যাপারে আমাদের অবশ্যই সুস্পষ্ট ধারণা থাকতে হবে যে, আমরা সামগ্রিক প্রচার-সংখ্যার (gross circulation-এর) কথা বলছি, না মূল্যের বিনিময়ে বিক্রীত প্রকৃত প্রচারসংখ্যার (net circulation-এর) কথা বলছি। সামগ্রিক প্রচারিত কাগজের মধ্যে বিনামূল্যে বিলিকৃত বা প্রদত্ত কাগজের কপিও হিসেব করা হয়ে থাকে। তা ছাড়া, যে পরিমাণ কাগজ ছাপা হয়ে থাকে তা সামগ্রিক প্রচার-সংখ্যাকেও ছাড়িয়ে গিয়ে থাকে। বিজ্ঞাপনদাতা বিজ্ঞাপন দেওয়ার বেলায় কাগজের 'সামগ্রিক প্রচার-সংখ্যার পরিবর্তে 'প্রকৃত প্রচার সংখ্যার' দিকে লক্ষ্য রাখেন। বিজ্ঞাপনদাতা কাগজের যে 'প্রকৃত প্রচার-সংখ্যা' নির্ধারণ করেন তা মুদ্রিত মোট কাগজ (ম) বিয়োগ 'অবিক্রীত কাগজ' (অ), বিয়োগ 'বদলী কাগজ' (ব), বিয়োগ বিজ্ঞাপনদাতাদেরকে প্রদত্ত 'ভাউচার কপি' (ভ), বিয়োগ 'সৌজন্য সংখ্যা'র (স) সমান। অর্থাৎ, প্রকৃত বিক্রীত প্রচার-সংখ্যাকে "ম-(অ+ব+ভ+স)", এভাবে প্রকাশ করা যায়।

প্রকৃত বিক্রীত প্রচার-সংখ্যা সাধারণত বিজ্ঞাপনদাতাদের বিজ্ঞাপন দানের ভিত্তি হলেও কাগজের মোট পাঠক-সংখ্যাকেও (total readership-কেও) মাঝে মাঝে সমান গুরুত্ব দেওয়া হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, প্রথম শ্রেণীর ব্যবসায়-সংক্রান্ত ব্যয়বহুল সংবাদপত্র বা-বাণিজ্য-সংক্রান্ত সাময়িকীসমূহের বিজ্ঞাপন দেওয়ার বেলায় ঐসব পত্রিকার প্রতিটি সংখ্যার সম্ভাব্য পাঠক হিসেবে বিজ্ঞাপন দিয়ে থাকেন। এমন অনেক সাময়িকী আছে যা সাধারণত দশ-বারো জন মিলে পড়ে থাকেন। তাই, বিক্রীত মোট কপির প্রতিটি কতো জনে পড়ে থাকেন সেই ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট পত্রিকার মোট পাঠক-সংখ্যা হিসেব করে বের করা হয়। তা ছাড়া আরও একটা কথা এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে। একটি বিশেষ সাময়িকী বা সংবাদপত্রের পাঠক-সংখ্যা কতো বেশি শুধু তাই নয় বরং পাঠকেরা কতো বেশি প্রভাবশালী তা-ও সমান গুরুত্বপূর্ণ বিবেচ্য বিষয় হতে পারে। ব্যবসায় বা অর্থনীতি কিংবা অন্যান্য বিশেষ ধরনের সাময়িকী বা প্রকাশনার ক্ষেত্রে এ কথা বিশেষভাবে প্রযোজ্য।

অডিট ব্যুরো অব সার্কুলেশন

১৯৪৯ সাল পর্যন্ত ভারতে সংবাদপত্রসমূহের প্রচার-সংখ্যা সম্পর্কে সঠিক তথ্য জানার কোনো উপায় ছিলো না। কিন্তু এই বছর 'অডিট ব্যুরো অব সার্কুলেশন (A B C : Audit Bureau of Circulation)' প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় এবং 'প্রেস ইয়ার বুক' ও 'ডাইরেক্টরি' প্রকাশের ব্যবস্থা হওয়ায় সংবাদপত্রের মোট প্রকৃত বিক্রীত প্রচার-সংখ্যা সম্পর্কিত নির্ভরযোগ্য তথ্য সংগ্রহ করা এখন কঠিন নয়। জনসাধারণকে নির্ভরযোগ্য তথ্য দিতে হলে অডিট ব্যুরো অব সার্কুলেশনের মতো প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা দরকার। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ও

www.pathagar.com

যুক্তরাজ্যে এ ধরনের প্রতিষ্ঠান রয়েছে। এর আগে, এসব দেশে বিজ্ঞাপন পাওয়ার উদ্দেশ্যে সেখানকার পত্রিকাগুলো তাদের প্রচার-সংখ্যা সম্পর্কে মিথ্যা ফাঁপানো দাবি করাকে একটি রেওয়াজে পরিণত করেছিলো। আমেরিকার পত্র-পত্রিকার প্রকৃত প্রচার-সংখ্যা প্রকাশের প্রাথমিক উদ্যোগ প্রবল বাধার সম্মুখীন হয়েছিলো। এমন কি এ কথাও বিশ্বাস করা হয়ে থাকে যে, এসব তথ্য প্রকাশের জন্যে প্রকাশকগণ মামলা রুজু করেছিলেন এবং ক্ষতিপূরণও দাবি করেছিলেন। তাঁদের অভিযোগ ছিলো, পত্রিকার প্রচার-সংখ্যা সম্পর্কে হয় ভুল অথবা ফোলানো-ফাঁপানো তথ্য দেওয়া হয়েছে। অথচ, সংবাদপত্রের সঠিক প্রচার-সংখ্যা সম্পর্কে সব রকম সঙ্গত সতর্কতা অবলম্বনের পরেও এমনটা হতো।

সংবাদপত্রের প্রচার-ব্যবস্থাপকের বিষয়ে বিরাট দায়িত্ব রয়েছে। তাঁকে সকল সময়ে কাগজের প্রচারের ব্যাপারে সজাগ থাকতে হবে। যদি তিনি লক্ষ্য করেন যে, একটা বিশেষ মহলে আগেকার চেয়ে পত্রিকার চাহিদা বা ক্রয় কমে গেছে তা হলে অবিলম্বে এর কারণ খুঁজে বের করতে মনোনিবেশ করতে হবে এবং দেখতে হবে, কিভাবে এই পরিস্থিতির কতোটুকু সফল মোকাবেলা করা যাবে।

কোনো একজন কাগজের গ্রাহকের দেওয়া মেয়াদী চাঁদা কখন নিঃশেষিত হচ্ছে সে সম্পর্কে সঠিক তথ্য সম্বলিত নথি প্রচার-ব্যবস্থাপকের অবশ্যই থাকতে হবে। এর ফলে, সময় থাকতেই সংশ্লিষ্ট গ্রাহককে চাঁদা ফুরিয়ে যাওয়ার কথা জানিয়ে দিতে পারবেন এবং তাদের তাগাদা দেওয়ার জন্য তাঁর হাতে সময়ও থাকবে। তবে বড় সমস্যা হচ্ছে, এক শ্রেণীর গ্রাহক আছেন তাঁদেরকে মনে করিয়ে দেওয়া সত্ত্বেও তা যতোদিন পারা যায় বিনামূল্যে সংবাদপত্র পাওয়ার লোভে উত্তর দিতে বা চাঁদা পাঠাতে ইচ্ছাকৃতভাবে দেরী করেন। সংবাদপত্র ব্যবসায়ে যদি কু-ঋণ (bad debt) তথা অপব্যয় যথাসম্ভব কম পর্যায়ে রাখতে হয়, তবে এই শ্রেণীর গ্রাহকদেরকে চিহ্নিত করতে পারা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার।

বোম্বাই ও কোলকাতার মতো বড় শহরে খবরের কাগজের প্রচার তথা বিলিব্যবস্থা মফঃস্বল কাগজের অপেক্ষা সঙ্গত কারণেই তুলনামূলকভাবে বেশি জটিল। মফঃস্বলে প্রকাশিত কাগজের ক্ষেত্রে, প্রচার-ব্যবস্থাপককে (সম্পাদক বা মালিক নিজেও হতে পারেন) স্থানীয়ভাবেই শুধু কাগজ বিতরণের ব্যবস্থা করতে হয়। বাকি কাগজ রেলে এবং যেখানে বিমানে কাগজ পাঠানোর ব্যবস্থা আছে সেখানে বিমানযোগে বিভিন্ন কেন্দ্রে পাঠিয়ে দিতে হয়।

বড় শহরে যেখানে লোকজন ব্যাপকভাবে সংবাদপত্র পড়ে থাকেন সেখানেও প্রচার-ব্যবস্থাপককে উল্লিখিত দায়িত্ব পালন করতে হয় এবং এই সঙ্গে কিছু অতিরিক্ত কাজও তাঁকে করতে হয়। বোম্বাইয়ের মতো বড় শহরে অনেক কাগজ বিতরণকারী ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠান আছে যারা সামান্য অর্থের বিনিময়ে শহর ও শহরতলী এলাকায় কাগজ বিলি করার দায়িত্ব নেয়। এমন কি, এ ধরনের কতকগুলো সংবাদপত্র বা পত্রিকা-বিতরণকারী প্রতিষ্ঠান বোম্বাই শহর ও শহরতলীর বাইরেও তাদের তৎপরতা প্রসারিত করেছে। এ ধরনের প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে কোন্ কোন্ প্রতিষ্ঠান সার্বিক বিবেচনায় সবচেয়ে দক্ষ তা প্রচার-ব্যবস্থাপককে অবশ্যই বিচার করে নির্বাচন করার যোগ্যতা অর্জন করতে হবে।

www.pathagar.com

তা ছাড়া শহরের গুরুত্বপূর্ণ জায়গাগুলোতে বিশেষ করে অফিসের সময় কাগজ বিক্রি করার জন্য কিছু ফেরিওয়ালাও থাকেন। কাগজে এসব ফেরিওয়ালার মধ্যে কে সর্বাপেক্ষা দক্ষ তা খুঁজে বের করা এবং তাঁর মাধ্যমে কাগজ বিক্রির ব্যবস্থা করাও প্রচার-ব্যবস্থাপকের অন্যতম কাজ। এ ছাড়াও, যেসব জায়গায় ট্রেন, ট্রাম বা বাস কিছুই চলে না সেখানে বসবাসকারী প্রভাবশালী ব্যক্তিদের নিকট ডেলিভারি-ভ্যানে করে সংবাদপত্র পাঠানোর দায়িত্বও প্রচার-ব্যবস্থাপকের। তাঁকে ঐসব ক্ষেত্রে ডেলিভারি-ভ্যান চালানোর জন্যে মাইনে করা কর্মচারী নিয়োগ করতে হবে। এসব কাজকে একত্রে তাঁর স্থানীয় কর্মী-বাহিনী-সংগঠন (local field force organisation) বলা যেতে পারে।

কাগজের যেসব কপি দূরবর্তী স্থানে বসবাসকারী পাঠকের নিকট পাঠাতে হয় সেসব কপি যথাস্থানে ও সময়ে পৌঁছে দেওয়ার জন্যে যে-কোনো প্রতিষ্ঠিত সংবাদপত্রের প্রচার-ব্যবস্থাপকের নিকট প্রত্যেক শহর বা গ্রামের গ্রাহকদের একটি শ্রেণীবিন্যাসকৃত ও উপযুক্তভাবে সূচিভুক্তকৃত সাম্প্রতিক তালিকা থাকা উচিত। প্রচার-ব্যবস্থাপককে দেখতে হবে যেন প্রয়োজনীয় সংখ্যক কাগজের কপি প্যাক করে বাসে, রেলে, স্টিমারে, কিংবা বিমানে যার মাধ্যমে সুবিধা হয় তাতে দ্রুত নির্দিষ্ট ঠিকানায় পাঠিয়ে দেওয়া যায়।

যেসব জায়গায় বিমানযোগে খবরের কাগজ দ্রুত পাঠাবার ব্যবস্থা আছে সেখানে আবার ঐ কাগজসমূহ দ্রুত সরবরাহ, গ্রহণ ও বণ্টনের ব্যবস্থা করা ও কর্মতৎপরতা পরিচালনার জন্যে সে ক্ষেত্রে একটা পূর্ণাঙ্গ ব্যবস্থা করে রাখা একান্ত আবশ্যক। 'দি টাইমস অব ইন্ডিয়া'র মতো যেসব পত্রিকার অন্যান্য শহর-সংস্করণ প্রকাশের ব্যবস্থা রয়েছে সেসব পত্রিকার ক্ষেত্রে এই সমস্যার প্রতি সম্ভবত অতো বেশি মনোযোগ দেওয়ার প্রয়োজন নেই। অবশ্য যেসব পত্রিকা কেবল একস্থান থেকেই প্রকাশিত হয় অথচ পত্রিকা-কর্তৃপক্ষ বহু সংস্করণ-বিশিষ্ট পত্রিকার সঙ্গে বিভিন্ন স্থানে প্রতিযোগিতা করতে চান তাঁদের উল্লিখিত বিষয়ে বিশেষ মনোযাগী হতে হবে।

সকল পত্রিকার কার্যকর প্রচারমূলক তৎপরতা পরিচালনার জন্যে কি ধরনের সংগঠন হওয়া উচিত সে সম্পর্কে সাধারণভাবে কিছু বলা সম্ভব নয়। কারণ, এক কাগজের সঙ্গে আরেক কাগজের প্রচার-সংক্রান্ত সমস্যাবলী হুবহু এক নয়। সমস্যার ধরন ও ব্যাপকতা নির্ণয়ের পর সংশ্লিষ্ট কাগজের প্রচার-সংক্রান্ত-সংগঠন কি হবে তা নির্ধারণের বিষয়টি সংশ্লিষ্ট প্রচার-ব্যবস্থাপকের প্রতিভার উপর ছেড়ে দেওয়া উচিত। তিনিই এ জন্য সুষ্ঠু ও পূর্ণাঙ্গ প্রশাসন ঠিক করে দেবেন যা কাগজের নিজস্ব চাহিদা মেটাতে সক্ষম হবে। কতকগুলো প্রকাশনা,[২] ও বক্তৃতামালা পর্যবেক্ষণের পর প্রচার-ব্যবস্থাপকের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ জানা গেছে।

---

২. এলফেন বেইন, জুলিয়ান, 'বিজনেস জার্নালিজম', হার্পার, নিউইয়র্ক, ১৯৪৫, পৃঃ ১১১-২০৮, এবং 'জার্নালিজম,' কয়েকজন পণ্ডিতব্যক্তি কর্তৃক প্রণীত, পিটম্যান, লন্ডন, ১৯৩২।

www.pathagar.com

প্রচার-বিক্রয়-ব্যবস্থাপক চাঁদা, নগদ বিক্রয় ও কাগজের বিতরণের (distribution-এর) বিষয়ে দায়ি হলেও তাঁর দায়িত্ব এখানেই শেষ হয়ে যায় না। প্রচার-ব্যবস্থাপকের মূল ও স্থায়ী দায়িত্ব হচ্ছে বাজার-বিশ্লেষণ, (market analysis), অর্থাৎ তাঁকে ক্রয়, বিক্রয়, বিক্রয়-বৃদ্ধি প্রভাবান্বিত করার ক্ষমতা প্রভৃতির পটভূমিকায় পত্রিকা-পাঠকদের সম্পর্কে দৈনন্দিন পর্যবেক্ষণ, সংজ্ঞা নির্ধারণ এবং পাঠকের শ্রেণী-বিভাগ ও ব্যাখ্যা করতে হবে। প্রকৃতপক্ষে তিনি হবেন রুগ্ন 'প্রচার'-এর রোগ নির্ণায়ক ও চিকিৎসক। তিনি পত্রিকার 'প্রচার'-এর বিশ্লেষক ; বিজ্ঞাপন-বিক্রয়-ব্যবস্থাপক (advertising sales manager) এবং বিজ্ঞাপন-প্রতিনিধিদের (advertising agent-দের) ভাষায় তাঁকেই 'বাজার' বলা হয়। তাঁর কাজ হচ্ছে পত্রিকার ব্যবসায়-শাখা যে 'পণ্য' বিক্রয় করবেন সেই পণ্যের গায়ে তার যথার্থ মূল্যের মোড়ক লাগিয়ে দেওয়া। ঐ 'পণ্য' হচ্ছেন পত্রিকার গ্রাহকসমষ্টি।

প্রচার-ব্যবস্থাপকের অন্যতম কর্মদায়িত্ব হচ্ছে পত্রিকার বর্তমান ও সম্ভাব্য পাঠকের নিকট তাঁর পত্রিকার সম্পাদকীয় ও যথার্থ খবর পরিবেশন করা। যাঁরা বিজ্ঞাপন দেন তাঁরা ভালো করেই জানেন যে, গ্রাহকগণ নতুন করে আবার কাগজ নেওয়ার জন্যে চাঁদা দিলে তা খবরের কাগজটির ভালো প্রচারের সুষ্ঠু আভাস বহন করে। ভালো প্রচার বজায় রাখা প্রধানত প্রচার-ব্যবস্থাপকের দায়িত্ব।

নতুন গ্রাহককে আকর্ষণ করতে হলে প্রচার-ব্যবস্থাপককে দেখতে হবে যে, এই প্রকাশনা কিনলে মূল্যবান কিছু লাভ করা যাবে। এ জন্যে তাঁকে কিছু প্রমাণ উপস্থাপিত করতে হবে ; শুধু দাবি করলেই চলবে না। এতে করে বিজ্ঞাপন যেমন পাওয়া যাবে, তেমনি পত্রিকার নূতন গ্রাহকও সৃষ্টি হবে। এ জন্যে প্রচার-ব্যবস্থাপককে তাঁর কাগজের সকল তথ্য জানতে হবে।

যে কোনো সময়ে পত্রিকার প্রচার-সংখ্যার পরিবর্তনশীল ধাঁচ ও গঠন সম্পর্কে যাঁরা অবহিত হতে চান তাঁদের জন্যে প্রচার-ব্যবস্থাপককে প্রচার বা বাজার সম্পর্কে নূতন লেখচিত্র তৈরি ও প্রচার-সংখ্যা প্রদর্শনের নাটকীয় উপস্থাপনা ও রচনার ব্যবস্থা করতে হবে।

বিজ্ঞাপন

প্রচার যদি পত্রিকার জীবন ও অস্তিত্ব হয়, বিজ্ঞাপন (advertisement) তা হলে সংবাদপত্রের ভিত্তিস্বরূপ। 'ইনটেনসিভ অ্যাডভারটাইজিং' নামক পুস্তকের লেখক জন ই. কেনেডির (John E. Kennedy-র) মতে, 'বিজ্ঞাপন ছাপাখানার মুদ্রণের মাধ্যমে যান্ত্রিক পদ্ধতিতে বহুগুণিত আকারে বিক্রয়কলা (salesmanship) ছাড়া কিছু নয়। এ কারণে, পণ্য-বিক্রয়কারীরা সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপনের মূল্যকে অবহেলা করতে পারে না। তবে পণ্যের বিশেষ ধরনের বাজার ও ব্যাপকতার বিবেচনায় পণ্য বিক্রয়কারী কোন্ মাধ্যমে তাঁর বিজ্ঞাপন-প্রচার তুলনামূলকভাবে লাভজনক হবে তা স্থির করার অধিকার তাঁর আছে।

www.pathagar.com

সাবান বা দেয়াশলাই-এর মতো নিত্য ব্যবহার্য পণ্য প্রস্তুতকারী সঠিকভাবেই বিজ্ঞাপনের মাধ্যম হিসেবে সংবাদপত্রকে বেছে নেন। কারণ, ব্যবসায়-সংক্রান্ত পত্র-পত্রিকা থেকে খবরের কাগজের প্রচার অনেক বেশি। এ ক্ষেত্রে, উল্লেখিত পণ্যসমূহ প্রস্তুতকারীদের প্রাথমিক লক্ষ্য থাকে তাদের পণ্যের খবর যতো বেশি সংখ্যক লোকের নিকট সম্ভব পৌঁছে দেওয়া।

অথচ এ কাজটি বিশেষ ধরনের ব্যবসায় বা বাণিজ্যিক সাময়িকী বা পত্রিকার মাধ্যমে সম্পন্ন হতে পারে না, কারণ এসব পত্রিকা এক বিশেষ শ্রেণীর লোকেরাই শুধু পড়ে থাকেন। শিল্পপতি, ব্যবসায়ী কিংবা ব্যাংকের কর্মকর্তাগণই এসব পত্রিকার পাঠক। আবার কোনো যৌথ-মূলধনী ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠান যখন তাদের সম্ভাবনা-পত্র (prospectus) প্রচার করতে চান তখন তাঁরা সাধারণ সংবাদপত্রগুলোকেই বেছে নেন।

বিজ্ঞাপনদাতারা (advertiser-রা) যেমন সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপনের মূল্য অস্বীকার করতে পারেন না, সংবাদপত্রসমূহও ঠিক একইভাবে বিজ্ঞাপনদাতাদেরকে অবহেলা করতে পারে না। অবশ্য 'ইয়ং ইন্ডিয়া' পত্রিকাটি এ ক্ষেত্রে একটি অনন্য ব্যতিক্রম। মহাত্মা গান্ধী পত্রিকাটিতে কখনও বিজ্ঞাপন ছাপার অনুমতি দিতেন না।

১৯৫২ সালে ইণ্ডিয়ান সোসাইটি অব অ্যাডভার্টাইজার্স-এর উদ্বোধনী বক্তৃতায় 'দি টাইমস অব ইণ্ডিয়া'র তৎকালীন সম্পাদক ফ্রাঙ্ক মোরেস (Frank Moraes) অভিমত প্রকাশ করে বলেছিলেন, "বিজ্ঞাপনদাতা ছাড়া কোনো সংবাদপত্র থাকতে পারে না।" সংবাদপত্রসমূহ তাদের আয়ের মোটা অংশের জন্য বিজ্ঞাপনদাতাদের উপর নির্ভরশীল হলে বিজ্ঞাপনদাতাদেরকেও অনুরূপভাবে মর্যাদাকর প্রচারসম্পন্ন সংবাদপত্রগুলোর উপর তাঁদের পণ্যের প্রচারণার বিষয়ে তৈরি ও উৎকৃষ্ট প্রচার-মাধ্যম হিসেবে নির্ভরশীল হতে হবে। কারণ, প্রচার-খ্যাতিসম্পন্ন পত্রিকাগুলো তাদের পণ্যের প্রচারের জন্যে যে সুযোগ দিচ্ছে বিজ্ঞাপনদাতাদের নিকট তা লাভজনকভাবে ক্রয়যোগ্য পণ্যস্বরূপ। বিজ্ঞাপনদাতাদেরকে অবশ্যই মনে রাখা উচিত যে, ভারতে আরও নানা রকম প্রচার-মাধ্যমের বিকাশ হলেও সংবাদপত্র এখনও শ্রেষ্ঠ প্রচার-মাধ্যম। ১৯৬০ সালেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রথম কাতারের বিজ্ঞাপন-মাধ্যম ছিলো সংবাদপত্রসমূহ। অন্তত সেখানে বিভিন্ন প্রচার-মাধ্যমে বিজ্ঞাপন খাতে মোট যে-পরিমাণ অর্থ ব্যয় করা হয়েছে তা পর্যালোচনা করলে একটা বোঝা যাবে।[৩]

সংবাদপত্র ঃ ৩৪১,৪৪,০০,০০০ ডলার

সাধারণ ও ব্যবসায়-সংক্রান্ত পত্রিকা ঃ ১৪০,৯৯,০০,০০০ ডলার

বেতার ঃ ৬৭,২০,০০,০০০ ডলার

টেলিভিশন ঃ ১৫৯,৫০,০০, ০০০ ডলার

৩. 'ইন্টারন্যাশনাল অ্যাডভার্টাইজিং এক্সপেন্ডিচারস', ইন্টারন্যাশনাল অ্যাডভার্টাইজিং অ্যাসোসিয়েশন, নিউইয়র্ক, আগস্ট, ১৯৬১, পৃঃ৪১, ৪৩।

www.pathagar.com

যুক্তরাজ্যে বিজ্ঞাপনের ক্ষেত্রেও সংবাদপত্র শীর্ষ স্থান দখল করে আছে। ১৯৬০ সালে সকল প্রচার-মাধ্যমে প্রচারিত মোট ব্যয়ের মধ্যে ১২ কোটি ৬০ লক্ষ পাউন্ড সংবাদপত্রে প্রদর্শনী-বিজ্ঞাপনের (display advertisement) খাতে ব্যয় হয়। দুর্ভাগ্যবশত আমাদের দেশে বিজ্ঞাপনের খাতে উল্লিখিত ধরনের উপাত্ত (data) পাওয়া যায় না। তবে সুখের কথা নবগঠিত 'ইন্ডিয়ান সোসাইটি অব অ্যাডভার্টাইজার্স' এটিকে প্রাথমিক দায়িত্ব হিসেবে গ্রহণ করেছেন।

বিজ্ঞাপনদাতাগণ আজকাল ক্রমবর্ধমান হারে তাঁদের গুরুত্ব সম্পর্কে আত্মসচেতন হয়ে উঠেছেন। এক সময় বিজ্ঞানপনদাতারাই সংবাদপত্রগুলোর বশংবদ থাকতেন। কিন্তু আজকাল তাঁরা বুঝতে শুরু করেছেন, তাঁরা যতোটা সংবাদপত্রের অনুগত আসলে উল্টো একই আনুগত্য সংবাদপত্রগুলোর নিকট থেকে আশা করতে পারেন। ভারতের বিজ্ঞাপনদাতাদের আগে কোনো স্বতন্ত্র সংগঠন ছিলো না। তাঁরা এ পর্যন্ত বাধ্য হয়ে হলেও সংবাদপত্রগুলোর অভিরুচী অনুযায়ী কাজ করতেন। কিন্তু এখন তাঁদের মধ্যে যতো বেশি কার্যকর সংহতি অর্জিত হচ্ছে ততোই তাঁরা বেশি করে সংবাদপত্র মালিক ও সম্পাদকগণের সঙ্গে সাহসিকতার সঙ্গে মোকাবেলা করতে সমর্থ হচ্ছেন।

কিন্তু বিজ্ঞাপনদাতাগণ সংবাদপত্রগুলোকে কতোদূর প্রভাবান্বিত করতে পারে? এটা সব সময়ের জন্যে বিতর্কিত প্রশ্ন। কিছু লোকের মতে, বিজ্ঞাপনদাতারা সংবাদপত্রের উপর প্রভাব খাটিয়ে থাকেন, এই কথাটাই অর্থহীন। আবার বিরোধী মত পোষণকারীদের মতে, বিজ্ঞাপনদাতাগণ কাগজের পয়সা যুগিয়ে থাকেন এই সুবাদে ঐ কাগজের সম্পাদকীয়-নীতির উপর প্রভাব বিস্তার করে থাকেন বলে যে সমালোচনা করা হয় তা বহুক্ষেত্রেই 'সুষ্ঠু তথ্যভিত্তিক' এবং তাঁর উপযুক্ত নীতিগত প্রমাণও রয়েছে।[৪] আসল কথা, বিজ্ঞাপনদাতাগণ প্রকৃতপক্ষেই সংবাদপত্রকে প্রভাবিত করতে পারে। বিজ্ঞাপনদাতাগণ যদি অসাধু হন, পত্রিকার ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ শুধু অর্থলিপসু ও পত্রিকা সম্পাদকও 'বশংবদ' হন, তা হলে বিজ্ঞাপনদাতাগণ প্রকৃতপক্ষেই সংবাদপত্রকে প্রভাবিত করতে পারেন।

বিজ্ঞাপন অনেকভাবে আসতে পারে। পত্রিকার বিজ্ঞাপন-বিভাগ সম্ভাব্য বিজ্ঞাপনদাতাদের মধ্যে প্রচার-অভিযানের মাধ্যমে বিজ্ঞাপন সংগ্রহ করতে পারেন। বিজ্ঞাপনদাতাগণ সরাসরি কিংবা বিজ্ঞাপন-প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে বিজ্ঞাপন দিতে পারেন। বড় বড় ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানগুলোতে তাদের বিজ্ঞাপন-সংক্রান্ত বিষয়াবলী পরিচালনার জন্যে একটা আলাদা বিভাগই থাকে। অবশ্য, আজকাল কিছু প্রতিষ্ঠান সুবিধা বিবেচনায় আগের মতোই বিজ্ঞাপনের দায়িত্ব কোনো একটা ভালো বিজ্ঞাপন-প্রতিষ্ঠানের উপর ছেড়ে দিচ্ছেন। কয়েকটি ক্ষেত্রে, কিছু সংখ্যক প্রতিষ্ঠান বিজ্ঞাপনের কমিশন নিজেদের হাতে রাখতে বিজ্ঞাপন দানের সামগ্রিক বিষয় তারা নিজেরাই পরিচালনা করছে দেখা যায়। এটা করা যেতে পারে। তবে, বিজ্ঞাপনের মোট কাজ যদি বিজ্ঞাপনের জন্যে পূর্ণ সজ্জিত একটি বিভাগ পরিচালনার জন্যে পর্যাপ্ত না হয় তা হলে এই প্রচেষ্টা আর্থিক দিক থেকে সুবিধাজনক হবে না।

---

৪. এলফেন বেইন, পৃঃ ১৪১।

www.pathagar.com

বিজ্ঞাপন-প্রতিনিধি বা প্রতিষ্ঠান তাদের সেবার বদলে একটা কমিশন গ্রহণ করেন। বিজ্ঞাপন-প্রতিষ্ঠান যেসব কাজ করে থাকে সে সবের মধ্যে বিজ্ঞাপনের পরিকল্পনার তৈরি করা ও ব্লক তৈরি করা, প্রয়োজনবোধে বিজ্ঞাপনের জন্যে উপযুক্ত ধরনের সাময়িকী বাছাই করা ও বিজ্ঞাপন-সাময়িকীয় পাতায় কোন্ অবস্থানে ছাপা হবে তা নির্দেশ করা এবং বিজ্ঞাপনদাতাদের নিকট থেকে বিজ্ঞাপনের টাকা আদায় করে সংশ্লিষ্ট প্রচার মাধ্যমসমূহকে বিলি করা অন্তর্ভুক্ত। এসব দায়িত্ব পালনের ঝুঁকি ও কর্তব্য দুই-ই ঘাড়ে নিতে হয়।

বিজ্ঞাপন-প্রতিষ্ঠান অনুমোদিত ও অননুমোদিত-দুই ধরনের হয়। 'নিখিল ভারত সংবাদপত্র সম্পাদক সঙ্ঘ (All India Newspaper Editors Conference)' ও 'ইন্ডিয়ান অ্যান্ড ইস্টার্ন নিউজপেপার সোসাইটি (Indian and Eastern Newspaper Society)'-এ ধরনের প্রতিষ্ঠানসমূহ যেসব বিজ্ঞাপন প্রতিষ্ঠানকে স্বীকৃতি দেন, সেই প্রতিষ্ঠানগুলো অনুমোদিত বিজ্ঞাপন-প্রতিষ্ঠান হিসেবে পরিগণিত এবং এ প্রতিষ্ঠানগুলো বর্ধিত হারে কমিশন-প্রাপ্তি ও সংবাদপত্রগুলোকে ৯০ দিনের মধ্যে তাঁদের কাগজে প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের অর্থ পরিশোধ করার মতো বিভিন্ন তুলনামূলক বর্ধিত সুবিধা পেয়ে থাকেন।

প্রতিটি পত্রিকারই বিজ্ঞাপন-সংক্রান্ত বিষয়সমূহ দেখাশুনা করার জন্যে অবশ্যই বিজ্ঞাপন-বিভাগ থাকা উচিত। বিজ্ঞাপন-ব্যবস্থাপক বিজ্ঞাপন-বিভাগের প্রধান কর্মকর্তা হবেন। বিজ্ঞাপন-ব্যবস্থাপকের দায়িত্ব ও কর্তব্যসমূহ সংবাদপত্র ও সাময়িকীর পরিসর ও প্রকৃতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত।

মনে করা যাক, বিজ্ঞাপন-ব্যবস্থাপক যদি একটি পরিবহণ বিষয়ক সাময়িকীর বিজ্ঞাপন-বিভাগের প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালনে নিয়োজিত থাকেন তবে তাঁকে বিভিন্ন ধরনের যানবাহনের নির্মাতাদের সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ তথ্য, কোন্ শ্রেণীর লোক কোন্ বিশেষ ধরনের যানবাহনের ব্যবহারকারী — এসব জানা ছাড়াও রাস্তা-ঘাট, রেলপথ, স্টিমার ও বিমানপথ সম্পর্কেও সবরকম খোঁজ-খবর রাখতে হবে। শুধু তাই নয়, তার প্রতিষ্ঠানের প্রতিদ্বন্দ্বী ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠান থাকলে তাদের সম্পর্কেও জানতে হবে।

মোটামুটিভাবে বলতে গেলে বিজ্ঞাপন-ব্যবস্থাপককে অবশ্যই বিশেষ সক্রিয় বিক্রয়কারীর ভূমিকা পালন করতে হবে। যেসব বিজ্ঞাপন গতানুগতিকভাবে তিনি পেয়ে থাকেন তা নিয়েই তাঁকে সন্তুষ্ট হয়ে থাকলে চলবে না বরং তাঁকে সম্ভাব্য বিজ্ঞাপনদাতাকে উপযোগিতা বুঝিয়ে বিজ্ঞাপন দেওয়ার জন্যে রাজী করাতে হবে, অর্থাৎ তাঁকে ব্যবসায়ের নূতন সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে ; বিজ্ঞাপনদাতাদেরকে বিজ্ঞাপন দেওয়ার সামগ্রিক সুযোগ-সুবিধা কি, সে সম্পর্কে তাঁদেরকে অবহিত করতে হবে। কারণ, যাঁরা অর্থ যোগাবেন তাঁরা নিশ্চয়ই এর পরিবর্তে সেবা চাইবেন। মক্কেলদেরকে এ ব্যাপারে সন্তুষ্ট করা একজন ভালো বিজ্ঞাপন-ব্যবস্থাপকের দায়িত্ব।

বিজ্ঞাপন-ব্যবস্থাপককে এ কাজ বা দায়িত্বটি যথার্থভাবে করতে সমর্থ হতে হলে তাঁকে কতকগুলো গুণে গুণান্বিত ও সজ্জিত হতে হবে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, যে বাজারে তিনি তাঁর কাগজের বিজ্ঞাপন ছাপার ফাঁকা জায়গা বিক্রি করার চেষ্টা করছেন, তার গুরুত্ব, ব্যবসায় ও

www.pathagar.com

বাজার-সম্ভাবনা, নিজ কাগজের কর্ম-পরিচালনা, সম্পাদকীয় নীতি ও পত্রিকা-পরিচালনা-পর্ষদের পরিচালকদের প্রভাব-প্রতিপত্তির গুরুত্ব কতোটুকু তা তাঁকে জানতে হবে। বিজ্ঞাপন-ব্যবস্থাপককে শুধু বিজ্ঞাপনদাতা-প্রতিষ্ঠানের কর্মীবৃন্দের সঙ্গেই নয়, প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তাদের সঙ্গেও ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রক্ষা করতে হবে। তাঁকে তাঁর নিজের ও প্রতিদ্বন্দ্বী পত্রিকাসমূহের প্রচার-পরিস্থিতি কি তা জানতে হবে এবং তাঁকে চমৎকার ও আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্বের অধিকারী হতে হবে। সংক্ষেপে যেসব সম্ভাবনাময় বিজ্ঞাপনদাতা পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেওয়ার বিষয়ে দৃশ্যত বিরুদ্ধ মনোভাব পোষণ করেন এবং ইতঃস্তত করেন, তাঁদেরকে উপযুক্ত আশ্বাস ও উৎসাহ দিয়ে তাঁর পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেওয়ার সুফল সম্পর্কে তাঁদের নিশ্চিত ধারণা দিতে হবে।

বিজ্ঞানপন ক্রমবর্ধিষ্ণু ব্যবসায়। ভারতে প্রকাশনা-শিল্পের মতো বিজ্ঞাপন-ব্যবসায়েরও বিরাট ভবিষ্যৎ রয়েছে। বিজ্ঞাপনের এই গুরুত্ব ও সম্ভাবনার পরিপ্রেক্ষিতে বক্ষ্যমান নিবন্ধের প্রথম রচনাকাল থেকে এ পর্যন্ত সাংবাদিকতা শিক্ষাসংক্রান্ত দুটি প্রতিষ্ঠানের জন্ম হয়েছে এবং প্রতিষ্ঠান দুটিতে বিজ্ঞাপন-সংক্রান্ত বিশেষ কোর্স খোলা হয়েছে। বিষয়টি সংবাদপত্র ও বিজ্ঞাপন-প্রতিষ্ঠান উভয়েই স্বাগত জানিয়ে এ সম্বন্ধে তাদের সক্রিয় সহযোগিতা দান করছে। বিজ্ঞাপন-পেশা তথা সাংবাদিকতা-পেশার ভবিষ্যতের জন্যে এ লক্ষণ সামগ্রিকভাবে কল্যাণকর।

www.pathagar.com

১৪

সাংবাদিকতা ও আইন

(THE LAW OF JOURNALISM)

— পি. এন. মেহতা

দেশের যে-কোনো নাগরিক বা যে-কোনো মানব-তৎপরতা যেমন আইনের আওতায় পড়ে তেমনি সাংবাদিক বা সংবাদপত্রও আইনের গণ্ডী অতিক্রম করতে পারে না।

"সংবাদপত্রের মাধ্যমে যিনি বক্তব্য প্রকাশ করেন তাঁর অধিকার সংবাদপত্রের বাইরে থেকে যিনি বক্তব্য রাখেন তাঁর চেয়ে বেশি নয়। দেশের আইন-কানুন ভাঙ্গার উদ্দেশ্যে সংবাদপত্র কোনো ব্যক্তির হাতিয়ার হতে পারে না বা অনুরূপ পরিপন্থী কার্যকলাপ থেকে নিরাপদ থাকার আশ্রয়ও হতে পারে না।"

("A man who speaks in a newspaper has no greater right than he who speaks out of it. A newspaper is no sanctuary behind which a person can shield himself for breaking the laws of the land.")

কিন্তু তবু ছাপার অক্ষরে প্রকাশিত বক্তব্য বা বিষয়বস্তুর একটা বিশেষ ধরনের মর্যাদা রয়েছে। সংবাদপত্রকে অনুগ্রহ, প্রশংসা বা নিন্দা-তিরস্কারের প্রভাব বর্জিত একটি প্রতিষ্ঠান হিসেবে গণ্য করা হয়।

স্বাধীন সংবাদক্ষেত্র (সংবাদপত্র) গণতন্ত্রের শীর্ষ স্বাক্ষর। জনমতের ধারক ও বাহক হিসেবে গণতান্ত্রিক পদ্ধতির সরকারকে সক্রিয় ও সজীব করে তোলার সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হচ্ছে সংবাদপত্রসমূহ। ঠিক একই প্রেরণায় ভারতে সাংবিধানিক গঠন-কাঠামোতেও সংবাদক্ষেত্রের স্বাধীনতার (freedom of press-এর) বিষয়টি দৃঢ়ভাবে সংস্থাপিত।

"সকল নাগরিকেরই বক্তব্য ও মত প্রকাশের স্বাধীনতা থাকবে।" [অনুচ্ছেদ ১৯ (ক) ভারতের সংবিধান]। "সংবাদক্ষেত্রের (সংবাদপত্রের) স্বাধীনতা"-ও এই অধিকারের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ।

("All citizens shall have the right to freedom of speech and expression" [Art. 19 (a) Constitution of India]. And this right fundamentally includes the "freedom of the press.")

'সকল পেপার্স (প্রাইভেট) লিমিটেড' বনাম 'ইউনিয়ন অব ইন্ডিয়া' মামলার এক রায়ে ভারতের সুপ্রীম কোর্ট বলেছেন ঃ "একজনের ভাবাদর্শ প্রচারের অধিকারের বিষয়টি বক্তব্য ও মত প্রকাশে অধিকার সংক্রান্ত ধারণার আওতাভুক্ত। ভাবাদর্শের প্রচারের উদ্দেশ্যে প্রত্যেক নাগরিকেরই সেই ভাবাদর্শ প্রকাশ ও প্রচারের অধিকার রয়েছে।" "যে-কোনো নাগরিকই তাঁর

www.pathagar.com

মুখের কথার মাধ্যমে বা লেখনীর মাধ্যমে তাঁর উল্লিখিত অধিকার বাস্তবায়িত করতে পারেন। এভাবে, উল্লিখিত নিশ্চয়কৃত অধিকার ১৯ (২) অনুচ্ছেদের আওতাধীন কোনো সম্পর্কিত ও যোগ্য আইন সাপেক্ষে, শুধু নাগরিকের বক্তব্য বা মত প্রচারের ক্ষেত্রেই নয় বরং প্রচারের ব্যাপকতা ও পরিমাণের ক্ষেত্রেও সম্প্রসারিত। অন্য কথায়, একজন নাগরিক তাঁর মতাদর্শ প্রচারের অধিকারী এবং তিনি তাঁর ইচ্ছা অনুযায়ী যে-কোনো সংখ্যক ব্যক্তি অথবা যে-কোনো শ্রেণীর ব্যক্তি সমষ্টির নিকট তাঁর ঐ মতাদর্শ পৌঁছে দিতে পারেন . . .।" সংবাদক্ষেত্রের (press-এর) স্বাধীনতার অধিকার এভাবে সংরক্ষিত থাকলেও ঐ অধিকার 'লাইসেন্স'-এর মতো ঢালাও অনুমতি নয়। রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা, অন্যান্য দেশসমূহের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক, জনশৃঙ্খলা, নৈতিকতার প্রশ্নে বা আদালত অবমাননা, মানহানি বা অপরাধ-কর্মে প্ররোচনার বিবেচনায় আইন-সভা যেসব সঙ্গত বিধিনিষেধ আরোপ করে থাকেন সংবাদক্ষেত্রের অধিকারও ঐসব বিধিনিষেধ সাপেক্ষ [অনুচ্ছেদ ১৯ (২)]।

রমেশ থাপার (Ramesh Thappar) বনাম মাদ্রাজ রাজ্য (১৯৫০, এস. সি. ১২৪) মামলায় উল্লেখ করা হয়, "অবাধ বক্তব্য এবং মত প্রকাশের মধ্যে অনুমোদনযোগ্য আইনগত সম্পর্ক বিধানের ক্ষেত্রে যেসব শর্ত আরোপ করা হয়েছে তার আওতা অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ এবং গোঁড়া। সন্দেহাতীতভাবে এর কারণ এই যে, সকল অভ্যন্তরীণ সংগঠনের মূল ভিত্তিই হচ্ছে বক্তব্য প্রকাশ ও সংবাদক্ষেত্রের স্বাধীনতা এবং একটি জনপ্রিয় সরকারের সুষ্ঠু পরিচালনার জন্যে একান্ত অপরিহার্য অবাধ রাজনৈতিক আলোচনা ছাড়া জনগণকে সুপরিজ্ঞাত করে তোলা সম্ভব নয়-এ কথা উপলব্ধি করা সম্ভব হয়েছে। এ ধরনের ব্যাপক স্বাধীনতার অবশ্য অপব্যবহারের সম্ভাবনাও রয়েছে। তবে, এ প্রসঙ্গে সংবিধান-প্রণেতাদের দৃষ্টি সম্ভবত মার্কিন ফেডারেল সংবিধানের প্রথম সংশোধনী-সংক্রান্ত আইন প্রণয়নের ব্যাপারে নেতৃত্ব দানকারী ম্যাডিসনের (Madison-এর) এই মন্তব্যের দিকে নিবদ্ধ ছিলো যে, "বক্তব্য প্রকাশ ও সংবাদপত্রের স্বাধীনতার অধিকার অপব্যবহারের যে সামান্য সুযোগ রয়েছে তা ছাঁটাই না করে দেওয়াই ভালো ; কারণ, এ ধরনের কিছু 'মন্দ' উচ্ছেদ করতে গেলে আমরা হয়তো উল্লিখিত অধিকারের সত্যিকার সুফল থেকেই বঞ্চিত হতে পারি"।

পার্লামেন্ট বা রাজ্য বিধানসভাসমূহ সংবাদক্ষেত্রের উপর যেসব বিধিনিষেধ আরোপ করেন তা সংবিধানের ১৯ (২) অনুচ্ছেদের তাৎপর্যের আওতায় সঙ্গত কি না একমাত্র আদালতই তার যথার্থ বিচার-বিশ্লেষণের অধিকারী। আদালত এ সম্বন্ধে তাই সদাজাগ্রত প্রহরীর ভূমিকায় অধিষ্ঠিত। সাংবাদিককে এ জন্যে সংবাদক্ষেত্রের স্বাধীনতার অন্তর্নিহিত শর্তাবলী কি তা পুরোপুরি জানতে হবে। একজন সাংবাদিক তাঁর দূরদর্শিতা ও বিবেকবোধে পরিচালিত হয়ে নির্ভীক ও স্বাধীনভাবে লিখতে পারেন, প্রতিবেদনও পেশ করতে পারেন। কিন্তু তবু তাঁর কার্যক্ষেত্রেরও একটা নির্দিষ্ট সীমারেখা টেনে দেওয়া হয়েছে এবং তাঁকে অবশ্যই ঐ গণ্ডীর মধ্যে কাজ করে যেতে হবে। যখনই তিনি এই সীমা লঙ্ঘন করবেন, ঠিক সেই মুহূর্তে হতে সংবাদক্ষেত্রের স্বাধীনতার ছত্রছায়াও প্রত্যাহৃত হবে। সংবাদক্ষেত্রের স্বাধীনতা, কার্যত সীমিত স্বাধীনতা এবং এ কথা শুধু ভারতের ক্ষেত্রেই নয়, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও

www.pathagar.com

যুক্তরাজ্যের মতো প্রাচীন গণতান্ত্রিক দেশসমূহের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। লর্ড ম্যান্সফিল্ড (Lord Mansfield) 'আর. ভি. ডিন অব সেন্ট অ্যাসফ'-এ (১৭৮৪) এস. টি. আর. ৪২৮-এ (৪৩১ পৃষ্ঠায়) [R. V. Dean of St. Asaph (1784. S. T. R. 428 at p. 431] বলেছেন, "সংবাদক্ষেত্রের স্বাধীনতা তথা সংবাদপত্রের স্বাধীনতা আইনের শর্তসাপেক্ষ লাইসেন্সবিহীন মুদ্রণ বা প্রকাশনা বিশেষ"।

ব্যক্তি বিশেষের যে স্বাধীনতা, মতামত প্রকাশের ক্ষেত্রে সংবাদপত্রসমূহও একই স্বাধীনতা ভোগ করে থাকে। তবে তাই বলে, সাংবিধানিক বিধি-নিষেধ বা আইনের পরিপন্থী সংবাদ বা ভাষ্য প্রকাশের অবাধ অধিকার বা বিশেষ সুবিধা সংবাদপত্রসমূহকে দেওয়া হয় না। পরিপূরক দায়-দায়িত্ব ছাড়া সংবাদপত্রসমূহ এক তরফাভাবে স্বাধীনতা ভোগ করতে পারে না। [অনুচ্ছেদ ১৯ (২)]।

তাই যাঁরা সাংবাদিকতায় নিয়োজিত সংবাদক্ষেত্র-সংক্রান্ত আইনসমূহের বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহ সম্পর্কে তাঁদের জানা থাকা উচিত। এই বিষয়গুলোকে এভাবে শ্রেণীবদ্ধ করা যেতে পারে ঃ (১) লিখিত কুৎসা এবং মানহানি (Libel and Defamation), (২) আদালত অবমাননা (Contempt of Court), (৩) লিপিস্বত্ব (Copyright). (৪) একান্ততা আইন (Law of Privacy), এবং (৫) রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা (Regulatory Provisions). বিভিন্ন দেশের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক (Friendly Relations), জন শৃঙ্খলা (Public Order). এবং ন্যায়ানুগতা (Decency) বা নৈতিকতা (Morality) সংক্রান্ত নিয়ামক আইনসমূহ।

লিখিত কুৎসা এবং মানহানি

সংবাদক্ষেত্রে স্বাধীন মত বা বক্তব্য প্রকাশের অধিকারী হলেও ঐ মত বা বক্তব্য প্রকাশ লিখিত কুৎসা (Law of Libel) সংক্রান্ত আইনের নিয়ন্ত্রণাধীন। মানহানিকর কিছু প্রকাশ সংবাদপত্রের সবচেয়ে বড় অপরাধ বলে সার্বজনীনভাবে স্বীকৃত। অন্যান্য যেসব অপরাধে একটি সংবাদপত্র অপরাধী সাব্যস্ত হতে পারে সেগুলো মানহানিমূলক উল্লিখিত অপরাধের চেয়ে তুলনামূলকভাবে কম গুরুত্বসম্পন্ন। সাংবাদিকের বাস্তব ঘটনা ও অভিযোগ বর্ণনায় সম্পাদকীয় ভাষ্য রচনা, 'একক-সংবাদ (scoop)' লিখন ও শিরোনাম রচনাসহ বহুকাজে বহুভাবে ব্যক্তিবিশেষ বা ব্যক্তি সমষ্টির খ্যাতি বা মান-মর্যাদার বিষয় সম্পর্কিত থাকে। বিশেষ করে, এসব কারণে সংবাদপত্র যাতে কোনো রকম বিড়ম্বনা বা বিব্রতকর অবস্থায় না পড়ে কিংবা ক্ষতিকর বিবাদ-বিসম্বাদে জড়িয়ে না পড়ে সে জন্যে সাংবাদিকদের সংবাদক্ষেত্র সম্পর্কিত আইন অবশ্যই জানা থাকতে হবে।

'মানহানি' একটি ব্যাপক তাৎপর্যময় ধারণা এবং কথায় বা কাগজে-কলমে মানহানিকর বিবৃতি বা বর্ণনাকে মানহানির আওতাধীন ধরা হয়। 'লিখিত কুৎসা (libel)' বলতে সংবাদপত্র বা অন্যভাবে প্রকাশিত বর্ণনা বা বিবৃতিকে বোঝায়। আর 'অপবাদ (slander)' মৌখিক মানহানিকর উক্তিকে বোঝায়।

www.pathagar.com

অবশ্য উল্লিখিত সকল মানহানিকর বিষয়ের মধ্যে লিখিত কুৎসাই সংবাদপত্রের জন্য গুরুতর বলে বিবেচিত হয়ে থাকে। এখানে লিখিত কুৎসা বলতে লেখা, ছাপা, আঁকা বা ছবি কিংবা অন্য কোনোভাবে কোনো রকম আইনগত বিচার-বিবেচনা বা কারণ ব্যতিরেকে কোনো এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে স্থায়ী আকারে তাঁর মর্যাদার পক্ষে ক্ষতিকর ও অমর্যাদাকর বর্ণনা বা বিবৃতিকে বোঝানো হয়েছে। এ ধরনের বর্ণনা বা বিবৃতি প্রকাশের পিছনে সংশ্লিষ্ট পাঠকবর্গের নিকট এক ব্যক্তিকে দোষী প্রতিপন্ন করার এবং তাঁর ব্যবসায়, পেশা, বাণিজ্যকে ক্ষতিগ্রস্ত করার অথবা তাঁকে ঘৃণার্হ, অপমানিত ও হাস্যাস্পদ করে তোলার কিংবা যথার্থ বিবেকবান লোকের মনে তাঁর সম্পর্কে একটা খারাপ ধারণা সৃষ্টি করার একটা পরিকল্পিত উদ্দেশ্য থাকে। এ ধরনের বিবৃতি কুৎসাজনক এবং এই বিবৃতি বা বর্ণনার লেখকের উদ্দেশ্য যাই হোক না কেন তাঁর বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা অবলম্বন করা যেতে পারে।

যে শব্দ বা শব্দ সমষ্টি আরোপের মাধ্যমে ফরিয়াদীকে যে-কোনো অপরাধে অপরাধী, তঞ্চক (fraud), অসাধু, দুশ্চরিত্র, পাপী বা অশোভন আচরণকারী কিংবা এসব আচরণের যে-কোনোটির জন্যে দোষী বা সন্দেহভাজন ব্যক্তি বলে অভিহিত করা হয় কিংবা ইঙ্গিত প্রদান করা হয় যে, ফরিয়াদী সংক্রামক ব্যাধিতে আক্রান্ত অথবা যে শব্দ বা শব্দ-সমষ্টি ফরিয়াদীর পদ, পেশা সুনাম বা ব্যবসা-বাণিজ্যকে ক্ষতিগ্রস্ত করার প্রবণতা প্রকাশ করে তা মানহানিকর।

অনুরূপভাবে, যেসব শব্দ ফরিয়াদীকে ঘৃণা, অবমাননা তিরস্কার ও বিদ্রূপের সম্মুখীন করে এবং এভাবে যথার্থ বিবেচনাসম্পন্ন মানুষের মনে অশুভ ধারণার সৃষ্টি করে, তাঁকে বন্ধু-বান্ধবের এবং সমাজের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার পথে অন্তরায় সৃষ্টির প্রবণতা দেখায় সেসব শব্দও মানহানিকর। লিখিত কুৎসার গুরুত্বপূর্ণ বিশেষত্ব হচ্ছে, হয় এর দরুন ফরিয়াদীর চরিত্রের উপর অবশ্যই মিথ্যা দোষারোপ করা হবে নয়তো ব্যবসায়-বাণিজ্য পরিচালনার পদ্ধতির ব্যাপারে কলঙ্ক আরোপ করা হবে।

এক ব্যক্তিকে হেয় প্রতিপন্ন করে যে মিথ্যা বিবৃতি বা বর্ণনা দেওয়া হয় তাই হচ্ছে কুৎসা। কোনো ব্যক্তিবিশেষ, অংশীদারী ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠান ও যৌথমূলধনী প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে এ ধরনের কুৎসা সংঘটিত হতে পারে।

ভারতে 'কুৎসা' সংক্রান্ত বিধিবদ্ধ কোনো আইন নেই। তবে বৃটিশ আইনের অনুসরণে কুৎসা-সংক্রান্ত বিভিন্ন আইন তৈরি হয়েছে।

কুৎসার বিভিন্ন উপাদান

'কুৎসার উপাদানসমূহ হচ্ছে ঃ (১) বিবৃতি বা বর্ণনা অবশ্যই মিথ্যে হতে হবে, (২) বিবৃতি বা বর্ণনা অবশ্যই মর্যাদার পরিপন্থী অর্থাৎ অমর্যাদাকর হতে হবে, (৩) ঐ বিবৃতি বা বর্ণনা অবশ্যই প্রকাশিত হতে হবে, (৪) বিবৃতি বা বর্ণনা অবশ্যই কোনো একটা স্থায়ী আকারে হতে হবে, এবং (৫) বিবৃতি বা বর্ণনা অবশ্যই ফরিয়াদীর সঙ্গে সম্পর্কিত হতে হবে।

www.pathagar.com

বিভিন্ন কুৎসাজনক বর্ণনা বা বিবৃতিকে নিম্নলিখিতভাবে শ্রেণীবিন্যাস করা যায় ঃ

(১) ঘৃণা, বিদ্বেষ, অবমাননা, তিরস্কার ও বিদ্রূপের ইন্ধন দানকারী ; (২) সমাজের পক্ষে পরিত্যাজ্য ও পরিবর্জনীয় ; (৩) পেশা, সুনাম ও পদের পক্ষে ক্ষতিকর ; (৪) ব্যবসায়-বাণিজ্যের পক্ষে ক্ষতিকর।

যেসব বিবৃতি ব্যক্তিকে হাস্যাস্পদ করে কিংবা ঘৃণা, অবমাননা বা তিরস্কারের সম্মুখীন করে তা এ ব্যক্তির ব্যক্তিগত সুনামের পক্ষে ক্ষতিকর। যদি ব্যক্তির ওপর অবমাননাকর আচরণ বা চারিত্রিক অপবাদ আরোপ করা হয় তা হলে ঐ ব্যক্তি সে ক্ষেত্রে ঘৃণা,অবমাননা ও তিরস্কারের সম্মুখীন হন।

কোনো ব্যক্তি সে তার মা'কে খুন করেছে, সে ব্যাংক ডাকাতি করেছে, সে মাতাল ও সে তার স্ত্রীকে মারধোর করে, সে কুষ্ঠরোগ বা অন্যান্য সংক্রামক রোগাক্রান্ত কিংবা কোনো এক মহিলা অসতী, কোনো এক আইনজীবী আইন জানেন না বা অমুক চিকিৎসক হাতুড়ে-চিকিৎসক, ইত্যাকার সব দোষারোপই কুৎসাকর।

কোনো ব্যক্তিকে মিথ্যাবাদী, কলঙ্ক রটনাকারী, পৈশাচিক শয়তান, সাপ, মিথ্যা শপথকারী, গবেট, বদ্ধ পাগল অথবা একজন নির্বোধ, প্রতারক, জালকারী, সিঁদেল চোর, নীচাশয়, অধার্মিক, হঠকারী, খামখেয়ালী, পাজি, উম্মাদ, ইতর, ভীরু, বদ্ধ উম্মাদ, নীচুমনা লোক, লম্পট, দুরাচার অথবা মস্তিষ্ক বিকৃত বলা — এ সবই কুৎসার পর্যায়ভুক্ত। কোনো ব্যক্তির প্রতি কোনো রকম অসম্মান ও অমর্যাদাকর কিছু আরোপ করা কুৎসাকর।

যেসব জীব-জানোয়ারের স্বভাব ও চারিত্রিক বিশেষত্ব বিশ্বাসঘাতকতাপূর্ণ ঘৃণা, বিরক্তিকর এবং আপত্তিজনক তেমন জীবজন্তুর সঙ্গে কোনো ব্যক্তিকে তুলনা করে 'কালো ভেড়া (black-sheep)', 'ঘাসে ঘাপটি দিয়ে থাকা সাপ (snake in the grass)', 'শিয়াল' বা 'শূকর' বলা কুৎসাকর। যদি কোনো খ্যাতিমান লেখকের নাম দিয়ে, প্রকৃতপক্ষে তাঁর রচনা নয় এসব নিকৃষ্ট ধরনের লেখা কোনো সাময়িকীতে প্রকাশ করা কিংবা কোনো লেখক যদি নিজেই কোনো একটা গল্প আগে কোনো এক সময়ে বলে থাকেন তবু সংবাদপত্রে সেই কাহিনী তাঁর নামে প্রকাশ করে তাঁকে হেয় বা হাস্যাস্পদ প্রতিপন্ন করাও কুৎসাজনক। কোনো পদাধিকারী বা কোনো পেশা বা ব্যবসায়ে নিযুক্ত ব্যক্তিকে উল্লিখিত পদ, পেশা বা ব্যবসায়ের অযোগ্য বা অবিমৃষ্যকারী বলা কুৎসাকর। এভাবে লিখিত কুৎসার অসংখ্য দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে। তবে সাংবাদিককে লিখতে গিয়ে সতর্ক থাকতে হবে যে তিনি যা লিখছেন এবং যাকে উপলক্ষ করে লিখছেন তা উপলক্ষিত ব্যক্তির যশ ও খ্যাতিকে কলঙ্কিত বা ক্ষতিগ্রস্ত করার উদ্দেশ্য-প্রণোদিত কি না?

কোনো একজনের বিরুদ্ধে বিশ্বাসঘাতকতা, অবিশ্বাস বা ছলনার অভিযোগ আনলে যে-কোনো বিবেকসম্পন্ন, ন্যায়বান ও সৎ নাগরিক উল্লিখিত অভিযোগের দরুন সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির ওপর আরোপিত আচরণকে অবশ্যই নিন্দা করবেন। তা ছাড়া, কোনো ব্যক্তি কোনো অপরাধ-কর্মের প্রতি সহানুভূতিশীল বলাও তাঁর পক্ষে কুৎসাকর।

www.pathagar.com

ঐতিহাসিক চরিত্রের সঙ্গে তুলনা

ইতিহাস, কল্প-রচনা বা অতিকথায় বর্ণিত বিভিন্ন চরিত্রের সঙ্গে কোনে ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের তুলনা করলেও তা কুৎসার পর্যায়ে পড়তে পারে যদি এই তুলনা বলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণ এর দরুন অসম্মানিত, ঘৃণিত, ঘৃণার্হ হয়ে পড়েন বা কোনোভাবে অবাঞ্ছিত চরিত্রের মানুষ হিসেবে প্রতিপন্ন হন।

এ ধরনের বিবৃতি ও দোষারোপ কুৎসার আওতাভুক্ত। যে-কোনো বর্ণনা বা প্রতিবেদন যা কোনো এক ব্যক্তির ওপর মিথ্যে করে অপরাধ আরোপ করে তা 'স্বয়ং কুৎসা *(Libel perse)*' বিশেষ।

'স্বয়ং কুৎসা'কে এভাবে বর্ণনা করা যায় ঃ স্বয়ং কুৎসা হচ্ছে পত্রে, খবরের কাগজে অথবা অন্যান্য আকারে প্রকাশিত রচনায় ভিত্তিহীন বর্ণনা বা বিবৃতি বা অভিযোগের মিথ্যা, বানোয়াট ও উদ্দেশ্যমূলক প্রকাশ যা কোনো বিশেষ ব্যক্তিকে ঘৃণা, অবিশ্বাস, অবমাননা, বিদ্রূপ পরিহাস, নিন্দা বা অপমানের সম্মুখীন করে বা ঐ ব্যক্তিকে অন্যের নিকট বর্জনীয় করে তোলে বা ঐ ব্যক্তির পদ, বৃত্তি, পেশা, ব্যবসায় বা চাকুরির ক্ষতি করার প্রবণতা দেখায় কিংবা প্রকৃতই এই ব্যক্তির ব্যক্তিগত, সামাজিক, পদাধিকার-ভিত্তিক বা ব্যবসায়গত জীবন ও সম্পর্ককে ক্ষতিগ্রস্ত করে যার ফলে শুধু প্রকাশিত হয়েছে এই বাস্তবতার ভিত্তিতেই আইনগত বিবেচনায় ঐ ব্যক্তির ক্ষতি সাধিত হয়েছে বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে।

উল্লিখিত ধরনের কোনো কিছু প্রকাশের নেপথ্য কোনো মতলব বা হীন উদ্দেশ্যের অনুপস্থিতি কুৎসার অভিযোগ থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার উদ্দেশ্যে কোনো রকম আত্মপক্ষ সমর্থনের সুবিধা দেয় না। কোনো কিছুর প্রকাশনাকে 'স্বয়ং কুৎসাকর' বলে বিবেচিত হতে হলে এই অপরাধ সুপ্রমাণিত হওয়ার জন্যে একান্ত জরুরী বলে বিবেচিত হলেও ঐ প্রকাশিত বিষয়বস্তুর ভাষা আইনমাফিক হতেই হবে এমন কোনো কথা নেই। কোনো বিশেষ অপরাধের কথা প্রকাশ না পেলেও কোনো কাহিনী বা বর্ণনায় পাঠক কোনো ব্যক্তিকে কোনো এক অপরাধী বলে মনে করলে এই কাহিনী বা বর্ণনা স্বয়ং কুৎসাকর।

কোনো ফৌজদারী অপরাধের বিরুদ্ধে স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতির ব্যবস্থা অবলম্বন নিশ্চিত করার জন্যে ঐ অপরাধ আরোপণের ভাষা যেমনই হোক ক্ষতি নেই, কিন্তু ঐ অপরাধের ব্যাখ্যা অবশ্যই পরিষ্কার ও দ্বিধাহীন হতে হবে। [মিঠা রুস্তমজী বনাম নওশের ওয়াজী ইঞ্জিনিয়ার, এ. আই. আর. ১৯৪১, বোম্বাই, ১৭৮ ঃ ১৯৬ আই. সি. ৫০৩ ঃ ৪৩ সি. আর ঃ এল. জে.-১৭ ঃ বোম্বাই এল. আর. ৬৩১ ঃ ১৪ আর. বি. ১৩৫।]

". . .   . . আইন এতো কঠোর যে সংবাদপত্রে যদি শুধু বর্ণনা বা বিবৃতি দেওয়া হয় বা প্রকাশ করা হয়, অমুক ব্যক্তি হত্যাকাণ্ডের জন্যে দায়ি বলে সন্দেহ করা হচ্ছে এবং এই সন্দেহ করার বিভিন্ন কারণও নাকি রয়েছে অথবা ঐ ব্যক্তি তার অপরাধ স্বীকার করেছে বলে গুজব রটেছে তা হলে তেমন ক্ষেত্রে এই কুৎসার বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট বা বিশেষ ক্ষতির অভিযোগ আনা ছাড়াই আইনগত ব্যবস্থা অবলম্বন করা যাবে।"

www.pathagar.com

জনমত স্থির বা নির্দিষ্ট কিছু নয়। বরং পরিবর্তন সাপেক্ষ। সাধারণ সঙ্গত বিবেচনাবোধ সম্পন্ন নাগরিকের নিকট যা অনেক সময় ভালো বা মন্দ বিবেচিত হয় তার প্রকাশ কখনো কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তির মর্যাদার পক্ষে বিশেষ ক্ষতিকর হতে পারে, আবার কখনো তা একেবারে নির্দোষও হতে পারে।

যখন কোনো কর্তৃপক্ষীয় প্রকাশনার ভাষা 'স্বয়ং কুৎসাকর' বিবেচিত হয় তখন ঐ কুৎসার জন্যে কি ক্ষতি সাধিত হয়েছে তার কোনো প্রমাণের প্রয়োজন নেই বরং 'বিদ্বেষ ও ক্ষতি'র বিষয়টি শুধু প্রকাশিত বর্ণনা বা বিবৃতির মাধ্যমেই সাধিত হয়েছে বলে ধরে নেওয়া হয়। আইনের দৃষ্টিতে সাধারণ ক্ষতিসমূহ প্রকৃতপক্ষে, প্রায় সঠিকভাবে এবং কার্যত অনুমোদিত কোনো কিছুর প্রকাশনা থেকে উদ্ভূত হয়ে থাকে। এ ধরনের প্রকাশনা কুৎসামূলক এবং এসব কুৎসা সাক্ষ্য সহকারে প্রমাণের আবশ্যকতা নেই। কারণ, আইনের সংজ্ঞার আওতাতেই কুৎসা বলে বিবেচিত হয়। তা ছাড়া যদিও প্রকৃতপক্ষে ফরিয়াদীর কোনো আর্থিক ক্ষতি হয় না, তবু ঐ বিবৃতি বা বর্ণনার প্রকাশনার আশু উদ্দেশ্য যদি ফরিয়াদীর যশ ও সুনামের ক্ষতি সাধন করা হয় তা হলে সে ক্ষেত্রেও তা কুৎসাকর বলে আইনত গণ্য হবে।

যাচাই

একটি বিবৃতি, বর্ণনা বা ঘটনা প্রকাশের ফলে জনসাধারণের মধ্যে তার প্রতিক্রিয়া কেমন হয় তা-ই হচ্ছে কুৎসার অভিযোগের যাচাই-প্রক্রিয়া বা পরীক্ষা-স্বরূপ। বর্ণনা বা বিবৃতিটি যে সমগ্র জনসাধারণের মধ্যে ঘৃণা অবমাননা ও বিদ্রূপ সৃষ্টির জন্যে সুপরিকল্পিতভাবে তৈরি হতে হবে এমন কোনো কথা নেই। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সুপ্রীম কোর্ট ঘোষণা করেছেন যে, মানহানির অভিযোগ সার্বজনীনভাবে মানহানিকর বিবেচিত হওয়ার প্রয়োজন নেই, কিন্তু উক্ত অভিযোগ যদি সমাজের একটি বিশেষ মর্যাদাসম্পন্ন ও বিবেচনার দাবিদার একটি শ্রেণীর সঙ্গে ফরিয়াদীর সুসম্পর্ক ও প্রতিষ্ঠাকে ক্ষতিগ্রস্ত করে তবে তা 'কুৎসাকর' বলে গণ্য হবে। যে শ্রেণীর মানুষকে উদ্দেশ্য করে সংশ্লিষ্ট বিবৃতি বক্তব্য বা বর্ণনা ছাপা হয়েছে তা আইনের দৃষ্টিতে কুৎসা হিসেবে গণ্য হতে হলে প্রকাশিত বিষয়বস্তু যে-কোনো সাধারণ বিবেকসম্পন্ন এবং বুদ্ধিমত্তা, জ্ঞান, শিক্ষা ও অভিজ্ঞতার অধিকারী মানুষের নিকট বোধগম্য হতে হবে।

এল. জে. শ্লেসার (L. J. Slesser)-এর ভাষায় [উসন পফ (Uouson Poff) মামলা, (১৯৩৪) ৫০ টি. এল. আর. ৬৮১], "সারা বিশ্বের নিকট থেকে সম্মানজনক বিবেচনা লাভের সুযোগসহ" জনসমষ্টির সঙ্গে সম্পর্কের কারণে কোনো ব্যক্তিবিশেষ যে নৈতিক ও বস্তুগত সুবিধালাভের দাবিদার হন তা এবং তাঁর সুনামের সুফল ভোগ করার অধিকার তাঁর আছে। কোনো দোষারোপ যদি এই অধিকারের পরিপন্থী হয় এবং তা প্রকাশিত হয়, তবে তা কুৎসা বলে পরিগণিত হবে।

www.pathagar.com

কটাক্ষ

বিশেষ কয়েকটি পরিস্থিতিতে কোনো কিছুর প্রকাশনা 'স্বয়ং কুৎসা' না হলেও এবং দৃশ্যত এর মধ্যে মানহানিকর কিছু আছে বলে মনে না হলেও সামগ্রিক পারিপার্শ্বিক বিবেচনায় তা ব্যক্তি বিশেষের সুনামের ক্ষতিসাধন করতে পারে। এসব ক্ষেত্রে ঘটনা বা ঘটনার প্রকাশনার চারপাশ ঘিরে যেসব পরিস্থিতিগত অবস্থা বিরাজ করে তা বরং প্রকাশিত বর্ণনা বা তাৎপর্যের বদলে কুৎসাকর বিবেচিত হয়। এটাই হচ্ছে 'কটাক্ষ কুৎসা (Libel by *innuendo* or libel *per quod*)' ।

উল্লিখিত ধরনের শব্দাবলী সম্বলিত বর্ণনা বা বিবৃতি প্রকাশনার তাৎপর্য আপাত–দৃষ্টিতে মানহানিকর মনে না হলেও যদি পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতি মিলিয়ে বিবেচনা করা হয় তবে তা ব্যক্তিবিশেষের সুনামের ক্ষতি করতে পারে। প্রকাশিত শব্দাবলী পরবর্তী বিবেচনায় মানহানিকর হতে পারে, অর্থাৎ ঐ শব্দগুলো সাধারণ বিবেচনায় মানহানিকর মনে না হলেও বিশেষ কুৎসামূলক নিহিত তাৎপর্যে এসব শব্দ ব্যবহার বা প্রয়োগ করা হয়ে থাকে। এটাকেই বলা হয় 'কটাক্ষ কুৎসা'।

এসব ক্ষেত্রে প্রকাশিত বর্ণনা বা শব্দাবলী কিংবা এসব শব্দের সাধারণ অর্থের চাইতে ঘটনা বা ঘটনার প্রকাশনাকে জড়িয়ে যেসব পরিস্থিতি বিরাজ করে তাই বরং মানহানিকর হয়ে পড়ে। এ ক্ষেত্রে যে ফরিয়াদীর নাম উল্লেখ থাকতেই হবে এমন কোনো কথা নেই। কিন্তু অন্যের দৃষ্টিতে দোষারোপকারী কোনো বিশেষ ব্যক্তির প্রতি দোষরোপ করে থাকেন তবে তার বিরুদ্ধে মানহানির আইনসম্মত ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে।

ইঙ্গিত করাটাই মানহানিকর। খুব চাতুর্যের সঙ্গে সুন্দর সুন্দর কথার আড়ালে কটাক্ষ বা মানহানিকর বিষয় লুকোনো থাকতে পারে। ক্যাসিডি বনাম ডেলি মিরর নিউজপেপার্স লিমিটেড (Cassidy vs. Daily Mirror Newspapers Ltd.) মামলার (১৯২৯, ২কে. বি. ৩৩১) বিবরণে বলা হয়েছিলো যে, মিরর পত্রিকায় এক ভদ্রলোকের সঙ্গে এক ভদ্রমহিলার বাগদানের কথা তাঁদের আলোকচিত্র ছাপানোর মাধ্যমে প্রকাশ বা ঘোষণা করা হয়। ভদ্রলোক আসলে ইতোমধ্যেই বিবাহিত ছিলেন। তাঁর বৈধ স্ত্রী ক্ষতিপূরণ মামলা দায়ের করেন পত্রিকার বিরুদ্ধে। তিনি অভিযোগে বলেন, কাগজে উল্লিখিত ঘোষণার দরুন তাঁর বন্ধু বা বান্ধবী মহল এ কথা বুঝে নিয়েছেন যে মহিলার সঙ্গে ভদ্রলোকের আইনসঙ্গতভাবে বিয়ে হয়নি বরং মহিলা তাঁর স্বামীর সঙ্গে এতোদিন অবৈধভাবে মিলিত জীবনযাপন করছিলেন। পত্রিকাটিকে এ জন্যে ক্ষতিপূরণ হিসেবে ৫০০ পাউন্ড দিতে হয়। [এ ছাড়াও, পূর্ববর্তী মামলা ঃ জোনস বনাম ই. হাল্টন এ্যান্ড কোং, ১৯১০, এ. সি. ২০ ইউসুপফ বনাম মেট্রো গোল্ডউইন মেয়ার পিকচার লিমিটেড (১৯৩৪) ৫০ টি. এল. আর. ৫৮১ দ্রষ্টব্য।]

সাংবাদিক যিনি সংবাদের কপি দেখায় নিয়োজিত তাঁর কর্তব্য হচ্ছে লিপিতে কোনো উল্লিখিত ধরনের আপত্তিকর উপকরণ থাকলে সেগুলো খুঁজে বের করে ফেলা এবং এভাবে

www.pathagar.com

নিজেকে ও সংবাদপত্রকে ক্ষতিপূরণের দাবি থেকে মুক্ত রাখা। তাঁকে অবশ্যই এই মর্যাদাকর দায়িত্ব পালন করতে হবে।

তাই, মানহানি-সংক্রান্ত মামলায় ক্ষতিগ্রস্ত পক্ষকে অবশ্যই প্রমাণ করতে হবে যে, সংশ্লিষ্ট প্রকাশনা তাঁকে লক্ষ্য করে করা হয়েছে এবং ঐ প্রকাশনা মানহানিকর তাৎপর্য বহন করে এবং ঐ প্রকাশনার যে অর্থ বা তাৎপর্য নিরূপণ করতে চান ঐ প্রকাশনা প্রকৃতপক্ষে সেই অর্থই বহন করতে সমর্থ এবং প্রকাশনায় যা বলা হয়েছে তা মিথ্যা। প্রকাশনার তাৎপর্য নিরূপণে যেসব প্রমাণ প্রয়োগ করতে হবে তা হলো ঃ সাধারণ বিবেকসম্পন্ন লোক কুৎসা-সংক্রান্ত অভিযোগের দ্বারা কি বুঝবেন? কুৎসাকারী জনসাধারণকে কি বোঝাতে চেয়েছিলেন বা তাঁর কি উদ্দেশ্য ছিলো তা এ ক্ষেত্রে আদৌ বিবেচিত হবে না।

সংবাদপত্রে এক সঙ্গীতানুষ্ঠানের কথা প্রচার করা হয়। একজন বিশেষভাবে খ্যাতনাম্নী গায়িকার নাম অনুষ্ঠানে যাঁরা গাইবেন তাঁদের তালিকার অন্তর্ভুক্ত চারজনের নামের মধ্যে তাঁর নাম দেওয়া হয় তিন নম্বর ক্রমিক সংখ্যার পাশে। ক্ষতিপূরণের দাবি সংক্রান্ত বিবৃতিতে ঐ গায়িকা উল্লেখ করেন যে তাঁর নাম তিন নম্বর ক্রমিকে বসিয়ে তাঁকে প্রতিবাদী এক বা দু'নম্বর গায়ক বা গায়িকা থেকে তাঁকে নিকৃষ্ট করে দেখিয়েছেন। কারণ, এক ও দু'নম্বর ক্রমিক সংখ্যা তুলনামূলকভাবে বেশি খ্যাতি বা পরিচিতির পরিচয় প্রদান করে। এ ক্ষেত্রে তাই ফরিয়াদীর নাম তিন নম্বর ক্রমিক সংখ্যার পাশে বসিয়ে পরিকল্পিতভাবে তাঁর সুনামের ক্ষতি করার চেষ্টা করা হয়েছে। মামলার রায় ফরিয়াদীর অনুকূলে যায়।

শুধু প্রত্যক্ষ বিবৃতিই নয়, পরোক্ষ বিদ্রূপাত্মক উক্তি, বাগধারা বা এই ধরনের উক্তি করেও কোনো বিশেষ ব্যক্তির ওপর মানহানিকর দোষারোপ করা যায়। ধরা যাক, কোনো এক খবরের কাগজে এক সংবাদের শিরোনাম দেওয়া হলো 'আইনজীবী 'খ' মক্কেলের সঙ্গে কী ব্যবহার করেন?" এবং এই সঙ্গে একটা মামলার খবর ছাপিয়ে তাতে বলা হয়, আইনজীবী 'খ' তাঁর একজন মক্কেলের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করেছেন। সংবাদ-প্রতিবেদনটি যথার্থ ছিলো। কিন্তু সংবাদের শিরোনামটি কুৎসাকর। কারণ, শিরোনামে আইনজীবী 'খ' মক্কেলদের সঙ্গে সব সময় খারাপ ব্যবহার করেন এই ইঙ্গিত দিয়ে কটাক্ষ করা হয়েছিলো।

একজন আইনজীবীর (সৎ?) বিরুদ্ধে বিদ্রূপাত্মক বিবৃতি বা বর্ণনার বিরুদ্ধে আইনগত প্রতিকার রয়েছে। যেমন যদি বলা হয় ঃ আপনি বোধহয় ইহুদী বা প্রতারকের ভূমিকা পালন করবেন না, তা হলে তাঁর বিরুদ্ধে আইনগত প্রতিকার রয়েছে। অবশ্য এ ধরনের মন্তব্য বিদ্রূপাত্মক বা কটাক্ষমূলক হতে হবে।

যখন ছবি বা ব্যঙ্গচিত্রের মাধ্যমে কুৎসা করা হয় তখন ঐ ছবি বা ব্যঙ্গচিত্র কিভাবে কুৎসার প্রতিনিধিত্ব করছে তা কটাক্ষ'র কথা উল্লেখ করে ব্যাখ্যা করতে হবে এবং এই কটাক্ষের কথা ক্ষতিপূরণ দাবির বিবৃতিতে উল্লেখ করতে হবে। তা ছাড়া, ফরিয়াদীর সম্পর্কেই ঐ কটাক্ষ করা হয়েছে তা-ও বলতে বা উল্লেখ করতে হবে। কোনো কুৎসাকর কাহিনীর কোনো ব্যক্তির ছবি প্রকাশ করা হলে ঐ ব্যক্তির নাম-কাহিনীতে বা ছবির সঙ্গে উল্লেখ না থাকলেও তার বিরুদ্ধে আইনগত প্রতিকার রয়েছে। কোনো ব্যক্তির ব্যঙ্গচিত্র

www.pathagar.com

প্রকাশের মাধ্যমে তাঁকে অবমাননার সম্মুখীন করা হলে তা কুৎসা হিসেবে বিবেচিত হবে। কারণ, কোনো কুৎসাকর বিবরণের সঙ্গে ঐ ব্যক্তির নাম জড়িত হলে ঐ ব্যক্তির যে ক্ষতি হতে পারতো এ ক্ষেত্রেও অনুরূপ ক্ষতি সাধিত হবে।

অন্যান্য ধরনের কুৎসা

কোনো ব্যক্তির ব্যক্তিগত বিজ্ঞপ্তি, জন্ম, মৃত্যু ও বাগদানের সংবাদ বিবাহের খবর যেমন, উঁচু সামাজিক মর্যাদায় আসীন কোনো মহিলার ইতর শ্রেণীর বা অখ্যাত ব্যক্তির সঙ্গে বিবাহের সংবাদ কুৎসাকর। এ ধরনের কুৎসা একটা ভুল বা অযাথার্থ্য থেকে, অসঠিক নামের স্বাক্ষর ব্যবহার করার সাধারণ ভুলের মাধ্যমে, এমন কি, নামের বানান লিখতে গিয়ে একটি অক্ষর রদবদল বা ভুলের মাধ্যমে এই কুৎসা ঘটতে পারে এবং এর দরুন হয়তো সম্পূর্ণ অন্য কোনো ব্যক্তির ক্ষতি হতে পারে।

এ জন্যে সঠিক প্রতিবেদন লেখা ও অবর-সম্পাদনার দায়িত্ব পালনে উঁচু মান বজায় রাখা খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। প্রতিবেদনের অবয়বে কুৎসা থাকার মতো কুৎসাকর শিরোনামও সমানভাবে ক্ষতিকর। কারণ, কুৎসাকর শিরোনামও সুযোগ-সুবিধা বিনষ্ট করতে পারে। শিরোনাম দেওয়ার ব্যাপারে স্বকীয় চিন্তাধারা প্রকাশের যে ক্রমবর্ধমান প্রবণতা লক্ষ্য করা যায় তা অনেক সময় সংবাদপত্রের সমস্যার কারণও হতে পারে। আলোকচিত্রের নিচেই বিভ্রান্তিকর বর্ণনা থাকলে তা কুৎসামূলক হয়ে উঠতে পারে। তেমন ক্ষেত্রে 'খবরে প্রকাশ' বা 'অভিযোগে প্রকাশ' এ ধরনের শব্দ জুড়ে দিলেও রেহাই পাওয়া যাবে না। এতে শুধু ক্ষতির ব্যাপকতা কমতে পারে। কিংবদন্তী তথা শ্রুত ঘটনার আকারে কাহিনী বর্ণিত হলেও তা এ ক্ষেত্রে বিবেচনা করা হবে না। অর্থাৎ সেটিও কুৎসা বলে গণ্য হবে।

প্রকাশনার ব্যাখ্যা

যাঁর উদ্দেশ্যে লেখা তাঁকে ছাড়া অন্য কাউকে বা ব্যক্তিসমষ্টিকে লিখিতভাবে বা যোগাযোগের মাধ্যমে কুৎসাকর বিবৃতি বা বর্ণনা বা বিবরণ জানিয়ে দেওয়াই হচ্ছে প্রকাশনা। যে ব্যক্তির মানহানি ঘটেছে। তাঁকে বাদে অন্য কাউকে বা ব্যক্তিসমষ্টিকে মানহানিকর বিবৃতি বা বর্ণনা যোগাযোগের মাধ্যমে জানিয়ে দেওয়ার মাধ্যমেই তা প্রকাশ করা হয়েছে বলে ধরা হয়। প্রকাশক স্বয়ং কুৎসাকারী না হলেও কিংবা ঐ কুৎসাকর কাহিনী লেখা বা অক্ষর-সজ্জার জন্যে কোনোভাবে জড়িত বা দায়ি না হলেও তিনি এ ব্যাপারে প্রকাশক হিসেবে দায়িত্ববদ্ধ। উল্লিখিত কুৎসামূলক লেখা বা কাহিনীসম্বলিত কাগজ বা বইয়ের প্রতিটি কপি এক-একটা নূতন প্রকাশনা।

www.pathagar.com

তা ছাড়া, কুৎসামূলক বর্ণনা বা বিবৃতি এ ক্ষেত্রে শুধু সংবাদপত্র-কার্যালয়ে কিংবা সংশ্লিষ্ট শহরেই প্রকাশিত হয় না বরং সংবাদপত্রটি যেসব এলাকায় প্রচারিত সেসব স্থানেও প্রকাশিত হয়ে পড়ে। কুৎসামূলক বর্ণনা বা বিবৃতি সম্বলিত কাগজের প্রতিটি কাগজই আইনের দৃষ্টিতে এক-একটি একক-প্রকাশনা এবং এ ক্ষেত্রে সুস্পষ্ট আইনগত প্রতিকার রয়েছে। শুধু তাই নয়, প্রকাশনা বলতে পরবর্তী পুনঃপ্রকাশ এবং অনুবাদকেও বোঝাবে।

'কুৎসার পুনরাবৃত্তি ঘটালে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে কুৎসার দায়িত্ব নিজেকেই বহন করতে হবে এবং একই সঙ্গে ঐ কুৎসা পুনরাবৃত্তির জন্যেও দায়ি হতে হবে। যদি পূর্বের মূল প্রকাশনার ক্ষেত্রে বিশেষ অধিকার বিবেচনায় আইনত ব্যবস্থা গ্রহণ করা না হয়ে থাকে, তবে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কুৎসামূলক কাহিনী পুনঃপ্রকাশ করলে সে জন্যে তাঁকে দায়ি হতে হবে। বিশেষ অধিকার প্রকাশনার পরিপন্থী কিছু নয়, তবে এটা নামমাত্র বা অজুহাতমূলক প্রকাশনা মাত্র।

কোনো একটি কুৎসাকর বর্ণনা বা বিবৃতির বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নিতে বা প্রতিকার করতে হলে যাঁর বা যাঁদের উপর দোষারোপ করা হয়েছে তাঁর বা তাঁদের নাম ও পরিচয় যথার্থভাবে স্থির করা সম্ভব হতে হবে। যদি কুৎসায় কোনো নামের উল্লেখ না-ও থাকে, তা হলেও দোষারোপ কাকে বা কাদেরকে উদ্দেশ্য করে করা হয়েছে তা নিরূপণ সম্ভব হতে হবে। নিয়ম অনুযায়ী কুৎসার ভাষা কুৎসাকারী কোন্ উদ্দেশ্যে ব্যবহার বা প্রয়োগ করেছে আইনের দৃষ্টিতে তার বিচার নিষ্প্রয়োজন।

লেখক যদি প্রকৃতই ফরিয়াদীর সুনাম নষ্ট করে থাকেন তা হলে সে জন্যে তিনি আইনত দায়ি হবেন। এ ক্ষেত্রে তিনি যখন ঐ শব্দগুলো লিখেছিলেন তখন যদি তাঁর মনে এমন উদ্দেশ্য না-ও থেকে থাকে বা তাঁর অভিপ্রায় এমন না-ও হয়, তবুও তা আইনত গ্রাহ্য হবে না অর্থাৎ তিনি এই অজুহাতেও সুনাম ক্ষতিগ্রস্ত করার দায়িত্ব এড়াতে পারবেন না। বিবৃতি বা বর্ণনার সত্যতা সম্পর্কে সরল বিশ্বাসে, আকস্মিকভাবে বা অনবধানতাবশত প্রকাশিত হলেও প্রকাশনা মিথ্যা ও মানহানিকর হিসেবে গণ্য হবে। তবে প্রকাশনার ব্যাপারে উল্লিখিত পরিস্থিতির ভূমিকা থাকার দরুন তা সাধিত ক্ষতিকে অনেকটা পুষিয়ে দেবে। সংবাদপত্র কুৎসাকর কোনো কিছু প্রকাশ করলে সংশ্লিষ্ট সংবাদপত্রকে এ জন্যে ক্ষতি স্বীকার করতে হবে।

কুৎসার অভিযোগের বিরুদ্ধে প্রতিকারসমূহ

কুৎসার অভিযোগে আইনগত ব্যবস্থার বিরুদ্ধে যেসব গুরুত্বপূর্ণ আত্মরক্ষামূলক ব্যবস্থা রয়েছে সেগুলি হচ্ছে ঃ (১) বিবৃতি বা বর্ণনার সত্যতার প্রমাণ ; (২) অধিকার (সর্বময় ও শর্তসাপেক্ষ) ; (৩) সৎ মন্তব্য ও সমালোচনা।

www.pathagar.com

অধিকার

সংবাদক্ষেত্রে 'সর্বময় অধিকার (absolute privilege)' বলে কোনো সুবিধা দেওয়া হয়নি। আইনসভায় আইন-সভার সদস্যগণ, আদালতের বিচারক, ব্যবহারজীবী, সাক্ষী ও সংশ্লিষ্ট পক্ষগণ অথবা রাষ্ট্রীয় কর্মতৎপরতা বা রাষ্ট্রীয় যোগাযোগের (communication-এর) সময়, এই সর্বময় অধিকার পেয়ে থাকেন বা দেওয়া হয়। ব্যবহারিক বিবেচনায়, উল্লিখিত আইনসভা, আদালত বা রাষ্ট্রীয় কর্মতৎপরতা বা যোগাযোগের কার্যবিবরণী প্রকাশের বেলায় উল্লিখিত 'সর্বময় অধিকার' দেওয়া হয় না।

"সাংবাদিক যখন উল্লিখিত কার্যবিবরণীর প্রতিবেদন প্রকাশ করেন বা লেখেন তখন তিনি উল্লিখিত কর্মধারায় অংশগ্রহণকারীদের মতো আইন প্রদত্ত অধিকার বা নিরাপত্তা পান না"।

শর্তসাপেক্ষ অধিকার

অবশ্য, দীর্ঘকাল ধরে বিভিন্ন টানা-পোড়েনের পর, উল্লিখিত 'সর্বময় অধিকার' সম্বলিত কার্যবিবরণীসমূহ বা বিচার-সংক্রান্ত কার্যবিবরণী প্রকাশের ক্ষেত্রে এখন 'শর্ত সাপেক্ষ অধিকার' অনুমোদন করা হয়েছে এবং এখন থেকে উল্লিখিত বিষয়গুলি কুৎসাকর হলেও তা নিরাপদে ছাপা যাবে।

বিশেষ বিশেষ আইনগত, নৈতিক, সামাজিক ও গণদায়িত্ব পালন করতে, কিংবা নিজ স্বার্থ সংরক্ষণের জন্যে যে-কোনো ব্যক্তিকে আইনে মত প্রকাশ, বিবৃতি প্রদান বা প্রতিবেদন প্রকাশের অধিকার দেওয়া হয়েছে। তবে এ ক্ষেত্রে শর্ত হচ্ছে যে, সাধারণ বিচারে তাঁর ঐ মত প্রকাশ, বিবৃতিদান বা প্রতিবেদন প্রকাশ মানহানিকর হলেও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির ব্যক্তিগত বিচারে তা সঙ্গত হতে হবে। এই সঙ্গে আরও শর্ত এই যে, তিনি যে বিবৃতি দিলেন বা মত প্রকাশ করলেন তা সদুদ্দেশ্য প্রণোদিত হতে হবে, বিদ্বেষপূর্ণ মতলব ঐ বিবৃতি বা মত প্রকাশের নেপথ্যে থাকলে চলবে না। উল্লিখিত ধরনের মত প্রকাশকে আইনের সংজ্ঞায় বলা হয়েছে ঃ "বিশেষ বিশেষ গণ-দায়িত্ব বা ব্যক্তিগত দায়িত্ব, (নৈতিক বা আইনগত যাই হোক) পালন করতে অথবা বা ব্যক্তিগত বিষয় পরিচালনা করতে গিয়ে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির পক্ষে সৎভাবে যেসব সঙ্গত বিবৃতি বা মত প্রকাশ করা সঙ্গত ও প্রয়োজনীয় বলে বিবেচিত হয়"।

সার্বিক উপকার ও সমাজ কল্যাণের উদ্দেশ্যে এ ধরনের বিবৃতি বা বর্ণনা প্রকাশের অধিকার সংরক্ষিত রাখা হয়েছে এবং উল্লিখিত ধরনের যোগাযোগের কোনো সংকীর্ণ সময়সীমাও আইনে নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়নি। যখন কোনো ব্যক্তি আইনগত, সামাজিক বা নৈতিক স্বার্থ বা কর্তব্য না থাকা সত্ত্বেও বিবৃতি বা প্রতিবেদনের মাধ্যমে সম্পর্কিত ব্যক্তির সঙ্গে 'যোগাযোগ' করেন এবং যাঁর কাছে যোগাযোগ করা হয় তাঁরও ঐ যোগাযোগ গ্রহণ করা একইভাবে স্বীয় স্বার্থের পরিবেশক ও দায়িত্ব হয়ে দাঁড়ায়, তখন অনুরূপ পরিস্থিতিকে শর্তসাপেক্ষ অধিকারের বিবেচনায় 'অনুকূল উপলক্ষ (privileged occasion)' হিসেবে অভিহিত করা যায় উল্লিখিত কর্তব্য ও স্বার্থের পারস্পরিকতা একান্ত জরুরী।

www.pathagar.com

আইন পরিষদের ও বিচারালয়ের কার্যবিবরণী প্রকাশ সংবাদপত্রের পক্ষে বিশেষ গুরত্বপূর্ণ এবং এ ক্ষেত্রেই শর্তসাপেক্ষ অধিকার আরোপ করা হয়ে থাকে। আদালত ও আইন সভায় কি হচ্ছে তা জানার অধিকার জনসাধারণের রয়েছে।

আইনের অনুশাসন হচ্ছে এই যে, যখন স্বীয় এখতিয়ারের আওতায় তৎপর যথার্থভাবে গঠিত একটি বিচার–ট্রাইবুন্যালের সম্মুখে প্রকাশ্যে যা কিছু সম্পাদিত হচ্ছে তার বিদ্বেষমুক্ত, নিরপেক্ষ ও যথার্থ বিবরণ প্রকাশ আইনের দৃষ্টিতে নির্দোষ ও নিরাপদ। বিচারক যখন আদালতে তাঁর কর্মসম্পাদন শুরু করেন তখন থেকেই উল্লিখিত নিরাপত্তামূলক অধিকারও কার্যকর হয়। অভিযোগের বিষয়বস্তু সম্পর্কে খবর প্রকাশ করা হলে কিংবা সর্বপ্রথমে যখন অভিযোগ পেশ করা হয় তখন খবর প্রকাশ করলে সংবাদপত্রের নিরাপত্তামূলক অধিকার থাকে না। সংবাদপত্রগুলো সাধারণত এই বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ নিয়মটি অবহেলা করে বলেই এ জন্যে তাদেরকে মাঝে মাঝে বেশ বড় রকমের মাশুল দিতে হয়।

বিদ্বেষ

আদালতের গোপন অধিবেশনে যথাযথভাবে বিচার–কার্য পরিচালিত হলে, প্রতিবেদন যতোই যথার্থ ও নিরপক্ষে হোক না কেন, সংবাদপত্র এ ক্ষেত্রে নিরাপত্তামূলক অধিকারের সুবিধা ভোগ করে না। যদি এ কথা প্রমাণিত হয় যে, প্রকাশক কিছু অসঙ্গত উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হয়ে অনুরূপ প্রতিবেদন প্রকাশ করেছেন তা হলে সংশ্লিষ্ট প্রকাশক আইনগত ব্যবস্থার সম্মুখীন হবেন। যদি বিদ্বেষমূলক উদ্দেশ্য প্রমাণিত হয়, প্রকাশক সে ক্ষেত্রে শর্তসাপেক্ষ অধিকার হারাবেন। শর্তসাপেক্ষ অধিকারের শর্ত পূরণ করে এমন পরিস্থিতিতে বিবরণ বা বিবৃতি প্রকাশিত হলে সাধারণ উপকার এবং সমাজের কল্যাণের উদ্দেশ্যে অনুরূপ পরিস্থিতিতে শর্তসাপেক্ষ অধিকার সংরক্ষণ করা হয়। অবশ্য প্রকাশক যদি ঐ উপলক্ষকে অসাধু ও হীন মতলব চরিতার্থ করার উদ্দেশ্যে ব্যবহার করেন তা হলে শর্তসাপেক্ষ অধিকারের সুবিধা ভোগ থেকে তিনি বঞ্চিত হবেন। প্রকাশিত কার্যবিবরণী হয়তো সঠিক, প্রতিবেদন হয়তো নিরপেক্ষ ও যথার্থ হতে পারে ; কিন্তু তা সত্ত্বেও ঐ প্রতিবেদন প্রকাশের নেপথ্যে যদি বিদ্বেষ থেকে থাকে, তবে প্রকাশক তাঁর আত্মপক্ষ সমর্থনের অধিকার হারাবেন। প্রকাশনার উদ্দেশ্য হবে সংবাদ প্রকাশ, কোনোক্রমেই ব্যক্তিগত বিদ্বেষ প্রকাশ নয়।

সংবাদপত্রে বা অন্যান্য ধরনের প্রকাশনায় আদালত, আইনসভা বা অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানের কার্যাবলীর একটা বিশেষ অংশ ফলাও করে প্রকাশ করা হয় যার ফলে এর দরুন সব সময়েই জনমনে একটা ভ্রান্ত ধারণা সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা থেকে যায়। শুধু সত্য সংযোজনের মাধ্যমেই নয় বরং সত্য বিষয়কে চেপে রাখলেও তথ্য–পরিবেশন পক্ষপাতদুষ্ট ও অযথার্থ হয়ে উঠতে পারে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যেতে পারে যে, কোনো প্রতিবেদন শুধু এক পক্ষের যুক্তিমূলক বর্ণনা–বিবৃতি প্রকাশ করে অন্য পক্ষের পক্ষ থেকে বিবৃত বা বর্ণিত প্রথম পক্ষের যুক্তিতর্কের খণ্ডন সম্বলিত বিষয়বস্তু প্রকাশ না করলে ঐ প্রতিবেদন নিরপেক্ষ ও যথার্থ হতে পারে না। কারণ, প্রথম পক্ষের যুক্তিতর্কে সাধারণভাবেই এমন সব অভিযোগ বা

www.pathagar.com

বিষয়বস্তু থাকে যা শুধু একতরফাভাবে বর্ণিত হলে দ্বিতীয় পক্ষের জন্যে তথা সামগ্রিকভাবে সর্বসাধারণের জন্যে ক্ষতিকর হতে পারে। কোনো সদস্যের ওপর পরিচালিত হলে শুধু সেই খবর প্রকাশ করা এবং এ খবরের প্রতিবাদ প্রকাশ না করা অসমীচীন ও অসঙ্গত।

খুব সঙ্গত ও স্বাভাবিক কারণেই প্রতিবেদন সঙ্কুচিত ও সংক্ষিপ্ত হতে বাধ্য। তবে প্রতিবেদকের অবশ্যই সজাগ থাকা উচিত যাতে প্রতিবেদনে তাঁর বা তাঁদের ব্যক্তিগত সহানুভূতির ছাপ না পড়ে। সংবাদপত্রের অবশ্যই উচিত যা ঘটেছে তার পর্যাপ্ত ও যথার্থ বিবরণ প্রকাশ করা। সংশ্লিষ্ট প্রতিবেদনটি সংক্ষিপ্ত বা সারাংশ হোক তাতে ক্ষতি নেই। শুধু লক্ষ্য রাখতে হবে এমন কোনো গুরুত্বপূর্ণ তথ্য বা ব্যস্ততা বাদ না পড়ে যার অভাবে পুরো প্রতিবেদনটি আর নিরপেক্ষ থাকবে না। প্রতিবেদনের অবয়ব যেমন যথার্থ হবে শিরোনামও তেমনি অবশ্যই নিরপেক্ষ ও যথার্থ হওয়া উচিত। প্রতিবেদনের অবয়ব বা শিরোনাম চাঞ্চল্যকর ও অতিরঞ্জিত হলেও প্রকাশক তাঁর অধিকার হারাতে পারেন।

দৃষ্টান্তস্বরূপ, শিরোনামের ভাষা "খুনী গ্রেফতার"-এ রকম হওয়া উচিত নয়। তা ছাড়া "বিশ্বাসঘাতক", "মিথ্যুক" অথবা "মন্ত্রণাদানকারী"-এ ধরনের শিরোনাম প্রতিবেদন নয় বরং তার ভাষ্য হয়ে উঠে। প্রতিবেদনে অবশ্যই এ রকম ধারণা সৃষ্টির প্রয়াস না থাকা উচিত যাতে গ্রেফতারকৃত ব্যক্তিকে দোষী বা অপরাধী মনে হয়। বিচারের প্রতিবেদনে কোনো মতামত বা ভাষ্য থাকা উচিত নয়। অবশ্য বিচার শেষ হওয়ার পর মতামত ব্যক্ত করা বা ভাষ্য প্রকাশ করা যায়।

মামলার একজন সাক্ষীকে কৌশুলী জেরা প্রসঙ্গে প্রশ্ন করছিলেন, তিনি যে প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিত্ব করছেন শহরের মধ্যে সেটি সবচাইতে বড় কি-না? সাক্ষী সম্মতিসূচক উত্তর দিলে বিপক্ষের উকিল টিপ্পনী কাটলেন ঃ "এই সঙ্গে তা শহরের সবচেয়ে অসাধু প্রতিষ্ঠানও বটে"। এই মন্তব্য সঙ্গতিবিহীন ও আদালতের কার্যাবলীর বিষয়বস্তুর সঙ্গে সম্পর্কহীন এবং উক্ত আইনজীবীর কর্তব্যের আওতায় পড়ে না বিধায় সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের পক্ষে তা মানহানিকর বলে সাব্যস্ত হয়। এ ধরনের মন্তব্যসমূহ প্রকাশের ব্যাপারেও প্রকাশক অধিকারসংক্রান্ত সুবিধার ছত্রছায়া লাভ করবেন না (রহিম বক্স বনাম বাচ্চা লাল)।

প্রতিবেদনের এখানে-সেখানে টীকা-টিপ্পনী বা মতামত সন্নিবেশ করে সেটি আকর্ষণীয় করে তোলার লোভ সাংবাদিককে অবশ্যই সংবরণ করতে হবে। সংবাদক্ষেত্র প্রতিবেদকগণকে সাধারণত এজাহার, চার্জশীট, শপথপত্র (affidavit) ও অভিযোগ প্রভৃতি দেখতে দেওয়া হয়। প্রতিবেদকদের উচিত নাম-ধাম ও আনুষঙ্গিক তথ্যাদির যাথার্থ্য মিলিয়ে নেওয়ার জন্যেই এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করা। যতদিন বা যতক্ষণ না ঐসব কাগজ-পত্র পড়ে শোনানো তথা প্রকাশ করা হচ্ছে কিংবা আনুষ্ঠানিকভাবে সাক্ষ্য হিসেবে পেশ না করা হচ্ছে ততোদিন বা ততোক্ষণ ঐসব কাগজ-পত্রের বিষয় উল্লেখ করা বা সেগুলোর বিষয়বস্তু প্রকাশ করা যাবে না।

আইন-পরিষদের কার্যাবলী বা আদালতের কার্যাবলী প্রকাশের বিষয়ে একই নিয়ম অনুসরণ করতে হবে। প্রকাশিত প্রতিবেদন নিরপেক্ষ, যথার্থ ও বিদ্বেষবিহীন করতে হবে।

www.pathagar.com

আইন-পরিষদের একজন সদস্যের বক্তৃতা অন্য একজন সদস্যের জন্যে মানহানিকর হলেও সে বিষয়ে তাঁর সদস্য হিসেবে অধিকার রয়েছে। বিষয়টি প্রকাশের ব্যাপারে সংবাদক্ষেত্রের শর্তসাপেক্ষ অধিকার রয়েছে। তবে এ ব্যাপারে সংবাদপত্রকে সংবাদটি সাধারণ প্রতিবেদনের আকারে প্রকাশের শর্ত পালন করতে হবে। এ শর্ত যদি লঙ্ঘিত হয় অর্থাৎ সংশ্লিষ্ট প্রতিবেদনটির মানহানিকর অংশটুকু বিশেষভাবে ফলাও করে ছাপা হয় এবং এর পেছনে বক্তৃতাদানকারী তথা আক্রমণকারী সদস্যকে মহিমান্বিত করা এবং 'আক্রান্ত' সদস্যকে বিব্রতকর অবস্থায় নিক্ষেপ করা হয়, তবে সংবাদপত্র তার অধিকার-সংক্রান্ত সুবিধা হারাবে।

জনসভার উপর প্রতিবেদন প্রকাশের ক্ষেত্রে সাংবাদিক কোনো রকম অধিকার-সংক্রান্ত সুবিধা ভোগ করে না। তবু এ ধরনের প্রতিবেদন রোজই প্রকাশিত হচ্ছে। এ কারণে, এ ধরনের প্রতিবেদন তৈরি করতে গিয়ে সংশ্লিষ্ট সাংবাদিককে অবশ্যই বিশেষভাবে সতর্ক থাকতে হবে এবং সাবধানতার সঙ্গে লিপি (copy) রচনা করতে হবে।

সব রকম কুৎসাকর অথবা মানহানিকর, অশোভন অথবা কলঙ্ককর (blaspheneous) বিষয়ের উল্লেখ অবশ্যই পরিহার করতে হবে এবং সেগুলোকে কখনই বিদ্বেষমূলকভাবে প্রকাশ করা যাবে না।

নিরপেক্ষ তথ্য অথবা সমালোচনা

যাঁরা গণ-প্রতিনিধিত্বমূলক পদে বা সরকারি পদে সমাসীন তাঁদের উপর যেসব ভাষ্য প্রকাশিত হয় সে ব্যাপারে তাঁরা নীরব থাকতে পারেন না। সেটা সমীচীনও নয়। তবু প্রায়ই দেখা যায় তাঁদের বিরুদ্ধে যেসব মতামত প্রকাশিত হয় সেগুলো সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণ অনভিপ্রেত ও অসঙ্গত জেনেও তা সহ্য করেন এবং মাথা পেতে নেন। কারণ, প্রধান বিচারপতি ককবার্ন (Cockburn)-এর মতে, সকলেই জানেন যে, সংবাদক্ষেত্র থেকে যেসব সমালোচনা করা হয়ে থাকে তা জনকল্যাণমূলক কর্তব্যের যথার্থ পরিচালনার শ্রেষ্ঠ গ্যারান্টি।

নিরপেক্ষ ভাষ্য বা মতামত প্রকাশের স্বাধীনতার অধিকার আইনের শিরোভূষণের সবচেয়ে 'উজ্জ্বলতম রত্ন'। একদিকে মানহানির বিষয় ও অন্যদিকে জনসাধারণের অবাধ আলোচনার সুস্থ ও বলিষ্ঠ অধিকারের মধ্যে একান্তভাবে কাম্য সুসামঞ্জস্য বিধানের মাধ্যম হচ্ছে এই নিরপেক্ষ ভাষ্য বা মতামত প্রকাশ। নিরপেক্ষ ভাষ্য বা মতামত প্রকাশের ব্যাপারে সবচেয়ে জরুরী উপাদান হচ্ছে জনস্বার্থ। এই ভাষ্য বা মতামত প্রকাশ সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত বাস্তবতার ভিত্তিতে প্রাজ্ঞ পর্যালোচনা হতে হবে এবং তা হীন বা দুর্নীতিমূলক দোষারোপের মতলব বর্জিত হতে হবে। ভাষ্য হবে সত্যনিষ্ঠ মতামতের প্রকাশ এবং তা হবে পুরোপুরিভাবে বিদ্বেষমুক্ত। ভাষ্য জনকল্যাণের অভিসারী হবে, ব্যক্তিগত অভিরুচির দর্শন হবে না। কোনো ব্যক্তিসত্তাকে নয় বরং ঐ ব্যক্তির কাজ ও তৎপরতার সমালোচনা করতে হবে। প্রতিবেদন যদি কোনো ব্যক্তির সুনামের মারাত্মক ক্ষতি করবে বলে মনে হয়,

www.pathagar.com

হলে বরং সে প্রতিবেদন ছিড়ে ফেলুন। তবু আপনি এ ধরনের সমালোচনার নির্দিষ্ট গণ্ডী অতিক্রম করবেন না।

"সমালোচনাকে গালিগালাজের ছদ্মাবরণ হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে না"। জনগণের দৃষ্টি আকর্ষিত হয় বা জনগণের মন্তব্য বা মতামত প্রকাশের প্রয়োজন এমন সব বিষয়েই কেবল সমালোচনা করা যেতে পারে। একজন জননেতার ব্যক্তিগত জীবনের পরিসীমা ভেদ করে সমালোচনার ক্ষেত্র প্রসারিত হতে পারে না কিংবা তাঁর ব্যক্তিগত বিষয়ে নাক গলাতে পারে না।

ফৌজদারী-অপরাধ ও মানহানি

আমরা পূর্ববর্তী আলোচনায় কুৎসাকে নাগরিক অপরাধ হিসেবে বিবেচনা করেছি। ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনে মানহানি রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে অপরাধ হিসেবে গণ্য করা হয়েছে এবং একই আইনের ৪৯৯ ধারার আওতায় এ জন্যে শাস্তি হতে পারে। এ ক্ষেত্রেও অপরাধের উপাদান কমবেশি এক। ভারতীয় দণ্ডবিধির উল্লিখিত ৪৯৯ ধারায় যদি কোনো মৃত ব্যক্তিকে কোনো দোষারোপ করা হয় তা হলে ঐ ব্যক্তি জীবিত থাকলে তিনি যদি এ কারণে সুনামের দিক থেকে ক্ষতিগ্রস্ত হতেন এবং ঐ দোষারোপ যদি ঐ মৃত ব্যক্তির নিকট আত্মীয়স্বজন বা পরিবারের লোকজনদেরকে আঘাত দেওয়ার জন্য উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হয়, তা হলে তা আইনত দণ্ডযোগ্য। কোনো দোষারোপ যদি কোনো বিকল্পের আকারে হয় বা বিদ্রূপাত্মক বা শ্লেষাত্মকভাবে করা হয় কিংবা তা যদি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির বর্ণ, শ্রেণী বা সুনামগত নৈতিক বা বুদ্ধিবৃত্তি-সংক্রান্ত চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যকে হেয় প্রতিপন্ন করে, কিংবা তাঁর কৃতিত্বকে খর্ব করে অথবা এমন বিশ্বাসের কারণ ঘটায় যে ঐ ব্যক্তির শরীরের অবস্থা ঘৃণ্য পর্যায়ে রয়েছে বা সাধারণ বিবেচনায় তাঁর শারীরিক অবস্থা অত্যন্ত বিসদৃশ তা হলে তা-ও দণ্ডযোগ্য অপরাধ বলে গণ্য হবে।

অবশ্য যদি কোনো দোষারোপ সত্যি হয় এবং তা একজন সরকারি কর্মচারীর বিরুদ্ধে তাঁর সরকারি দায়িত্ব পালন, আদালতের কার্যাবলীর সত্যিকার ও পর্যাপ্ত প্রতিবেদন জনসাধারণের স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট প্রশ্ন, সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে এমন কোনো বিষয়ের উপর সরল বিশ্বাসে মতামত প্রকাশ অথবা কোনো সম্পাদিত কাজের যার ভালোমন্দ বিচার করার ভার কর্তৃপক্ষ জনসাধারণের উপর ছেড়ে দিয়েছেন ঐ কাজ অথবা বৈধ কর্তৃপক্ষীয় ব্যক্তির, তাঁর নিজের স্বার্থ বা অন্য কারুর স্বার্থ বা জনকল্যাণের উদ্দেশ্যে আনীত অভিযোগ অথবা কোনো ব্যক্তির মঙ্গলের জন্যে বা জনসাধারণের মঙ্গলের জন্যে ঐ ব্যক্তিকে কিংবা তাঁর নিকট গুরুত্বপূর্ণ অন্য কোনো ব্যক্তিকে অপর এক ব্যক্তি সম্পর্কে সতর্কতা জ্ঞাপন করতে সরল বিশ্বাসে মতামত প্রকাশ করা হয়, তবে তা ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনে মানহানিকর নয়।

ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের ৫০০ ধারার অধীনে মানহানির অপরাধের জন্যে দু'বছর পর্যন্ত বিনাশ্রম কারাদণ্ড বা জরিমানা কিংবা উক্ত কারাদণ্ড ও জরিমানা উভয় প্রকার শাস্তির বিধান রয়েছে। জরিমানার অঙ্ক নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়নি।

www.pathagar.com

এ প্রসঙ্গে 'মলয়ালম রাজ্যম' পত্রিকার সংবাদদাতা শ্রী চেলাপ্পান পিল্লাই বনাম 'ব্লিৎস' পত্রিকার সম্পাদক, মুদ্রাকর ও প্রকাশক শ্রী আর. কে. করনজিয়া মামলার কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। এই মামলায় বাদি শ্রী পিল্লাই-এর অভিযোগক্রমে কেরালা আদালতে শ্রী করনজিয়া দোষী সাব্যস্ত হন এবং তাঁকে জরিমানা করা হয়। বিচারপতিগণ মত প্রকাশ করেন যে, কলঙ্ককর দোষারোপ সম্বলিত প্রকাশিত বিষয়বস্তুকে ভারতীয় দণ্ডবিধির আওতায় ফেলার জন্যে এটা প্রমাণ করার প্রয়োজন নেই যে, প্রকাশনার পেছনে অসৎ অভিপ্রায় বা বিদ্বেষ ক্রিয়াশীল ছিলো অথবা এই প্রকাশনার জন্যে বাদি প্রকৃতপক্ষেই ক্ষতি স্বীকার করেছেন। শুধু এটা প্রমাণিত হলেই যথেষ্ট যে, অভিযুক্ত ব্যক্তির অভিপ্রায় ছিলো বা জানতেন বা এ কথা বিশ্বাস করার তাঁর কারণ ছিলো যে, তাঁর এই দোষারোপের ফলে বাদির সুনাম ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

সংবাদক্ষেত্র নিয়ামক আইনসমূহ

অশ্লীল প্রকাশনা

যেখান থেকে যথেচ্ছাচারের শুরু সংবাদপত্রের বা সংবাদক্ষেত্রের স্বাধীনতার পরিসীমাও সেই পর্যন্ত গিয়ে শেষ হয়ে যায়। কারণ, স্বাধীনতা অর্থ অনুমোদিত যথেচ্ছাচার নয়। ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের ২৯২,২৯৩, ও ২৯৪ ধারায় অশ্লীল বিষয়বস্তুর প্রকাশনা-সংক্রান্ত বিধি-নিষেধ সন্নিবেশিত রয়েছে।

যদি কোনো প্রকাশনা জনসাধারণের নৈতিকতার পরিপন্থী হয় এবং ঐ প্রকাশনা যার হাতে পড়বে, ঐ বা ঐসব ব্যক্তির মন কলুষিত ও লম্পট করে তোলার মতো অনিষ্টকর প্রতিক্রিয়া সৃষ্টির পরিকল্পনা ঐ প্রকাশনার থাকে তবে তা অশ্লীল প্রকাশনা এবং আইন ঐ ধরনের প্রকাশনার বিরোধী। অশ্লীল বিজ্ঞাপন প্রকাশও দণ্ডযোগ্য অপরাধ। ধর্মীয় পুস্তকে বর্ণিত কোনো অনুচ্ছেদের প্রকাশনা অন্যথায় দণ্ডযোগ্য না হলেও মূল বিষয়বস্তু থেকে বিচ্ছিন্ন ও আলাদাভাবে প্রকাশিত হলে তা-ও দণ্ডনীয় অপরাধ বলে গণ্য হতে পারে। অপরাধের বিবেচনা প্রসঙ্গে লেখকের উদ্দেশ্যের প্রশ্নটি বিচার করা হয় না। যদি প্রকাশক তিনি তাঁর প্রকাশনার স্বাভাবিক পরিণতিসমূহ কি হবে এবং কি হয়েছে তা জেনেশুনেই উদ্যোগ নিয়েছিলেন বলে ধরা হবে।

তবে, তরুণ দম্পতিরা তাঁদের যৌন-জীবন কিভাবে নিয়ন্ত্রিত করবেন সে সম্পর্কে পরামর্শদানের উদ্দেশ্যে কোনো কিছু গুরুত্বপূর্ণ ধরনের বিষয়বস্তু প্রকাশ করা হয়, তবে তাকে অশ্লীল বিবেচনা করা হয় না [সম্রাট বনাম হরনাম দাশ, ১৯৪৭ লাহোর ৩৮৩ দ্রষ্টব্য]। চিত্রাঙ্কনে বা খোদাই-চিত্রে শুধু নগ্নতা অশ্লীল নয়। কোনটা অশ্লীলতা তা নির্ধারণ করা সাধারণ বুদ্ধিমত্তা ও সামাজিক দায়িত্ববোধের আওতাধীন। এই ধারার আওতাভুক্ত অপরাধের জন্যে শুধু জেল বা জেল-জরিমানা উভয় প্রকার শাস্তি হতে পারে এবং জেলের মেয়াদ তিন মাস পর্যন্ত হতে পারে।

www.pathagar.com

তরুণ সম্প্রদায় (অনিষ্টকর প্রকাশনা) আইন (১৯৫৬) [The Young Persons (Harmful Publications) Act (1956)]

এই আইন বলে ভারতে ঐসব বই-পত্র, সাময়িকী, পুস্তিকা, প্রচারপত্র, সংবাদপত্র ও অন্যান্য পুস্তকের প্রকাশ, প্রচার ও বিতরণ নিষিদ্ধ করা হয়েছে যেগুলোর মধ্যে ছবি সহযোগে বা ছবি ব্যতিরেকে এমন সব কাহিনী থাকে যা পুরোপুরিভাবে বা প্রধানত অপরাধ-কর্মের অনুষ্ঠান, হিংসাত্মক, হিংস্র কার্যকলাপ কিংবা ভয়ঙ্কর ও ঘৃণা-সঞ্চারক ঘটনার পূর্ণ এবং ঐসব ঘটনা এমনভাবে উপস্থাপিত করা হয় যা তরুণ-তরুণীদের বিপথগামী করে তোলে। এই ধরনের প্রকাশনা যে বা যারা প্রচার করে এবং প্রকাশ্যে দেখায় তাদেরকে দণ্ড হিসেবে ছয় মাস পর্যন্ত মেয়াদের জেল অথবা জরিমানা অথবা উভয় প্রকার শাস্তির বিধান করা যেতে পারে এবং ঐসব প্রকাশনা বিনষ্ট করে দেওয়া হতে পারে।

নৈতিকতার ধারণা বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন রকম। বিভিন্ন যুগে বা কালেও এই ধারণার পরিবর্তন হয়েছে। কিছুকাল আগেও জন্মনিয়ন্ত্রণ স্বয়ং নৈতিকতা বিরোধী অপরাধ হিসেবে গণ্য করা হতো। ড. অ্যানি বেসান্ত জন্মনিয়ন্ত্রণের সপক্ষে বক্তব্য রেখে পুস্তিকা প্রচার করায় তাঁকে অভিযুক্ত করা হয়। অথচ আজকে ভারত সরকার তৃতীয় জাতীয় পরিকল্পনায় জন্মনিয়ন্ত্রণ প্রচার-অভিযানের জন্যে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ অর্থের বরাদ্দ রেখেছেন।

তবে আজকাল একজন মার্কিন ব্যবহারশাস্ত্রজ্ঞের নৈতিকতা-সংক্রান্ত অভিমতের গুরুত্ব ক্রমশ উপলব্ধি করা যাচ্ছে। তিনি বলেছেন, "নোংরা সাহিত্য নৈতিকতা ধ্বংসের সবচেয়ে মারাত্মক হাতিয়ার। এ ধরনের সাহিত্যে যতো তাড়াতাড়ি কারাগার তৈরি করা সম্ভব তার চেয়েও অনেক দ্রুত হারে অপরাধী সৃষ্টি করেছে।" এ কারণেই আইনের এসব বিধি প্রণয়ন করতে হয়েছে। ভারতীয় দণ্ডবিধির আওতা ছাড়াও ডাকঘর আইনের (১৮৯৮) ২০ থেকে ২৩ ধারা অনুসারে অশ্লীল কাগজপত্রাদি ডাকযোগে প্রেরণ নিষিদ্ধ। সামুদ্রিক শুল্ক-আইনের ১৮ (গ) ধারা অনুযায়ী এ ধরনের সাহিত্যের আমদানী নিষিদ্ধ। ১৮৪৬ সালের নাট্যাভিনয় আইনের ৩ (গ) ধারা অনুসারে, যে ধরনের অভিনয়ের ফলে উপস্থিত দর্শক সাধারণের কলুষিত ও দুর্নীতিপরায়ণ হয়ে উঠার সম্ভাবনা থাকে তা নিষিদ্ধ। সংবাদপত্রে উল্লিখিত ধরনের অভিনয়ের সমালোচনা প্রকাশিত হলেও তা অপরাধ বলে গণ্য হবে।

ফৌজদারী কার্যবিধি আইনের অধীনে বাজেয়াপ্তিকরণ (Forfeiture under Code of Criminal Procedure)

ফৌজদারী আইনের ৯৯ (ক) ও ৯৯ (ছ) ধারার সঙ্গে ১৯২২ সালের সংবাদক্ষেত্র-আইন বাতিল ও সংশোধনী আইন যোগ করা হয়েছে। উল্লিখিত ধারাগুলো বর্তমানে বাতিলকৃত ভারতীয় সংবাদক্ষেত্র-আইনের [১ (১) ১৯১০ সাল] ১২, ১৭, ১৮, ১৯, ২০, ২১, ও ২২ ধারার ভিত্তিতে রচিত।

এসব নতুন ধারার অধীনে বিভিন্ন শ্রেণীর লোকদের মধ্যে শত্রুতা ও ঘৃণা বাড়িয়ে তোলার উদ্দেশ্য সম্বলিত প্রকাশনাগুলো বাজেয়াপ্ত করার ব্যবস্থা রয়েছে এবং এ জন্যে ভারতীয়

www.pathagar.com

দণ্ডবিধি আইনের ১২৪ (ক), ১৫৩ (ক) অথবা ২৯৫ (ক) ধারার অধীনে প্রকাশনাগুলো দণ্ডিত করার ব্যবস্থা রয়েছে। অবশ্য এর দরুন ক্ষতিগ্রস্ত পক্ষকে তাঁদের পত্রিকার বা প্রকাশনার নির্দিষ্ট সংখ্যাটিতে তেমন কিছু নেই এই দাবির ভিত্তিতে উক্ত বাজেয়াপ্তিকরণ আদেশ বাতিলের জন্যে হাইকোর্টে আবেদন জানানোর অধিকার মঞ্জুর করা হয়েছে। উল্লিখিত আবেদন পাওয়ার পর হাইকোর্ট তিনজন বিচারপতির সমবায়ে একটি বিশেষ বেঞ্চ গঠন করবেন এবং তাঁরা আবেদনকারীর বক্তব্য শুনে সন্তুষ্ট হলে প্রকাশনার বিরুদ্ধে আদালতের বাজেয়াপ্তিকরণের আদেশ বাতিল করে দিতে পারবেন। সংশ্লিষ্ট আইনের এই বিধানটি সংবাদক্ষেত্রের জন্যে বিশেষভাবে সহায়ক হয়েছে এবং অতীতের বহু ভ্রমাত্মক প্রশাসনিক পদক্ষেপ বিচার-বিভাগীয় সিদ্ধান্তের মাধ্যমে শুধরে গেছে।

ফৌজদারী কার্যবিধির ১৪৪ ধারা (Sec. 144 of the Code of Criminal Procedure)

অগ্রবর্তী নিরীক্ষা-নিষ্কাশন-ব্যবস্থা (pre-censorship) আরোপের উদ্দেশ্যে এই ধারা প্রায়ই জারী করা হয়ে থাকে। এই ধারা অনুযায়ী জরুরী পরিস্থিতিতে আশঙ্কিত বিপদের মোকাবেলা করার জন্যে ম্যাজিস্ট্রেট সাময়িক নির্দেশ জারীর ক্ষমতা পান। 'প্রতাপ' মামলায় সুপ্রীম কোর্ট অন্তর্লীনভাবে (impliedly) বা পরোক্ষভাবে পাঞ্জাব সরকারের অগ্রবর্তী নিরীক্ষা-নিষ্কাশন ব্যবস্থা আরোপের অনুকূলে মত প্রকাশ করেন। তবে বিষয়টি পার্লামেন্টে বিস্তারিতভাবে আলোচিত হওয়ার দাবি রাখে। কারণ, আগের থেকে সরকারি বা প্রশাসনিক বাছাই ছাড়াই মুদ্রণের স্বাধীনতা সংবাদক্ষেত্রের স্বাধীনতার মূল শর্ত।

ধর্মীয় অনুভূতির অবমাননা (Outraging Religious Feelings)

ভারতীয় দণ্ডবিধি-আইনের ২৯৫ (ক) ধারায় ভারতের যে-কোনো শ্রেণীর নাগরিক সমষ্টির ধর্মীয় অনুভূতিকে অবমাননা করার উদ্দেশ্য সম্বলিত পরিকল্পিত ও বিদ্বেষপ্রসূত প্রকাশনা অথবা সংশ্লিষ্ট নাগরিক সমষ্টির ধর্মকে অবমাননা দেখানো বা অবমাননা করার চেষ্টা কিংবা ধর্মীয় বিশ্বাসের অবমাননার প্রচেষ্টা দণ্ডযোগ্য অপরাধ।

এ প্রসঙ্গে ভারতীয় দণ্ডবিধি-আইনের ১৫৩ (ক) ধারার বিধানসমূহও বিবেচনায় রাখতে হবে। কারণ ঐ বিধানগুলোও উল্লিখিত অপরাধ সম্পর্কিত।

বিদ্রোহ (sedition)

কথিত বা লিখিত শব্দাবলী যদি ভারতে আইনানুগভাবে প্রতিষ্ঠিত সরকারের বিরুদ্ধে ঘৃণা ও বিদ্বেষ বহন করে আনে অথবা সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ সৃষ্টির উস্কানি দিতে তৎপর হয়, তা হলে তা ভারতীয় দণ্ডবিধির ১২৪ (ক) ধারার অধীনে অপরাধ হিসেবে গণ্য হবে। এই ধারাটির উত্থানপতনের বেশ একটা ইতিহাস আছে। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় এই ধারাটি বারবার প্রয়োগ করা হয়। ভারতের ফেডারেল কোর্ট এ প্রসঙ্গে অভিমত প্রকাশ করে বলেন যে, "সরকারের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ এমনভাবে হেয় করে তোলা যাতে জনসাধারণ ঐ

www.pathagar.com

সরকারকে মান্য করা থেকে বিরত হয় এবং পরিণামে অনিবার্যভাবে অরাজকতার সৃষ্টি হয় এমন পরিকল্পনা না থাকলে শুধু সরকারের সমালোচনা কোনো অপরাধ নয়। জনবিশৃঙ্খলাই অপরাধের মূলতত্ত্ব।" প্রিভি কাউন্সিল অবশ্য এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে রায় দিয়েছেন। অবশ্য সংবিধান-প্রণেতারা এই সিদ্ধান্তটিকে আমল দেননি এবং 'বিদ্রোহ' শব্দটি সংবিধানের ১৯ (২) অনুচ্ছেদেও অন্তর্ভুক্ত হয়নি। পাঞ্জাব হাইকোর্ট এক সিদ্ধান্তে অভিমত প্রকাশ করেছেন যে, ভারতীয় দণ্ডবিধি-আইনের ১২৪ (ক) ধারা সংবিধানের পরিপন্থী। অবশ্য ১৯৫১ সালে সংবিধান 'প্রথম সংশোধনী' আইন পাস হওয়ার পর ১২৪ (ক) ধারার বৈধতা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু এসব সত্ত্বেও ফেডারেল কোর্টের মূল সিদ্ধান্তগুলি এখনও আলোচ্য ধারার আওতাভুক্ত অপরাধের ভিত্তি। ১২৪ (ক) ধারার সঙ্গে ৫০৫ জনস্বার্থের পরিপন্থী কার্যকলাপ সংক্রান্ত আইন, বিধায় এই ধারাটি সম্বন্ধেও আলোচনা বা পাঠের প্রয়োজন রয়েছে।

পুলিশ (আনুগত্যহীনতার প্ররোচনা) আইন, ১৯২২ (৩ নং ধারা) [The Police (Incitement to Disaffection) Act, 1922 (S.3)]

"যে কাজ আইনানুগভাবে প্রতিষ্ঠিত ভারত সরকারের বিরুদ্ধে পুলিশবাহিনীর সদস্যের মধ্যে আনুগত্যহীনতার কারণ ঘটায় বা ঘটাতে পারে কিংবা পুলিশের কোনো সদস্যকে তাঁর কর্তব্য পালন থেকে বিরত করে বা বিরত থাকতে কিংবা শৃঙ্খলা-ভঙ্গ করতে প্ররোচিত করে তা এই আইন অনুযায়ী অপরাধ"।

নাট্যাভিনয় আইন, ১৮৭৬ [৩ (খ) ধারা]

এই আইন বলে সরকার, প্রকাশ্য স্থানে কোনো নাটকের অভিনয় নিষিদ্ধ করে দিতে পারেন যদি সরকার অনুরূপ ক্ষেত্রে মনে করেন যে, "এ ধরনের অভিনয় ভারতে আইনানুগভাবে প্রতিষ্ঠিত সরকারের বিরুদ্ধে আনুগত্যহীনতার প্ররোচনা দেবে।"

বিভিন্ন রাজ্যের নিরাপত্তা ও জন-নিরাপত্তা আইনসমূহ (The Security and Public Safety Acts of the various States)

কোনো নাশকতামূলক কাজে প্ররোচনা দেয় এমন সব বিষয়ে যে-কোনো বিবৃতি বা বর্ণনা কিংবা প্রতিবেদন প্রকাশনার বিরুদ্ধেই সাধারণত এসব আইনের অধীনে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়ে থাকে।

নিম্নলিখিত বিষয়-সংক্রান্ত প্রতিবেদন, বর্ণনা বা বিবৃতি উল্লিখিত আইনসমূহের আওতায় দণ্ডযোগ্য অপরাধ : (ক) অস্ত্রের বেআইনী মালিকানা, অধিকার কিংবা ব্যবহার প্রতিরোধ ; এবং (খ) সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিপন্ন কিংবা লুটপাট, নাশকতামূলক কাজ, পুলিশ-বাহিনীর কর্মচারী বাছাইয়ে বিঘ্ন সৃষ্টি বা পুলিশদেরকে তাঁদের কর্তব্য পালনে অন্তরায় সৃষ্টি, দমকল বাহিনী বা অন্য কোনো জনকর্মচারীর কাজে ব্যাঘাত সৃষ্টি কিংবা এসব ব্যক্তির আনুগত্য

www.pathagar.com

বিনষ্টের প্রচেষ্টার মাধ্যমে প্রদেশের নিরাপত্তা ও স্থিতিশীলতা বিপন্নকারী অন্তর্ঘাতমূলক কার্যকলাপ দমন।

সরকারি গোপনীয়তা আইন (The Official Secrets Act)

এই আইনে রাষ্ট্রীয় স্বার্থ ও নিরাপত্তার পক্ষে ক্ষতিকর কোনো গোপন সরকারি তথ্য কোনো ব্যক্তির পক্ষ থেকে কোনো উদ্দেশ্যে প্রকাশের বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞামূলক বিধানসমূহ রয়েছে। এ ধরনের তথ্য প্রকাশের প্রশ্ন দূরে থাক, কারুর নিকট থেকে এ ধরনের কোনো তথ্য স্বেচ্ছায় নেওয়ার সময়েও সংশ্লিষ্ট সাংবাদিককে অবশ্যই বিশেষভাবে সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

ভারতীয় তার-আইন (Indian Telegraph Act)

ভারতীয় তার-আইনের ৫নং ধারা অনুযায়ী সরকার মিথ্যা বিবৃতি অথবা দায়িত্বহীন সংবাদ বিবেচনায় তারবার্তাসমূহ আটক করতে পারেন এবং জরুরী বার্তাসমূহ আটকে দিতে পারেন।

ভারতীয় ডাক আইন (Indian Post-Office Act)

ভারতীয় ডাক-আইনের ২৫ থেকে ২৭ নং ধারা অনুযায়ী ডাকযোগে পাঠানো জিনিসপত্র সরকার আটক করতে পারেন। এই আইনের ২৭ (ক) ধারা অনুযায়ী সংবাদপত্র ও পুস্তক-রেজিস্ট্রেশন আইনের বিধির সঙ্গে সঙ্গতি না থাকলে বা ঐসব বিধান না মানা হলে মুদ্রিত ও প্রকাশিত কোনো সংবাদপত্র ডাকযোগে পাঠানো যাবে না। ডাক-আইনের ৯ নং ধারায় রেজিস্ট্রিকৃত সংবাদপত্র হিসেবে ডাকযোগে সংবাদপত্র পাঠানোর জন্যে সংবাদপত্র রেজিস্ট্রি করার বিভিন্ন বিধান সন্নিবেশিত রয়েছে।

নৌ-শুল্ক আইন (Sea-Customs Act)

নৌ-শুল্ক আইনের ১৯, ১৮১ (ক), ১৮১ (খ) এবং ১৮১ (গ) ধারা অনুযায়ী ভারতে আমদানীকৃত কিছু প্রকাশনার প্যাকেটসহ বিভিন্ন পণ্য আমদানী বা রপ্তানী নিষিদ্ধ করার বা সীমিত করার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে।

কিশোর অপরাধ (Juveniles)

কোনো কিশোর বা কিশোরী কোনো অপরাধে জড়িত থাকার জন্যে সম্পর্কিত আইনে তাদের অপরাধের বিচার অনুষ্ঠিত হলে ঐসব কিশোর-কিশোরীর নাম, পরিচয় বা অন্যসব বিস্তারিত বিবরণ প্রকাশ না করা হয় সে জন্যে ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে আইন প্রণীত হয়েছে। [সংস্কারমূলক বিদ্যালয় আইন (অষ্টম), ১৮৯৭ দেখুন।]

www.pathagar.com

লটারি (Lotteries)

আগে থেকে সরক ার অনুমোদনপ্রাপ্ত লটারি ছাড়া অন্যসব লটারি বিজ্ঞাপন আকারে বা অন্যভাবে প্রকাশ ক বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধির ২৯৪ (ক) ধারায় বিধান সন্নিবেশিত রয়েছে। এ ধরনের যে-ে না লটারির প্রস্তাব প্রকাশনার জন্যে দণ্ড হতে পারে এবং এক হাজার টাকা পর্যন্ত জরিমা করা হতে পারে।

সংবাদপত্র এবং পুস্তক রে স্ট্রেশন আইন (১৮৬৭)

আইনটি মূলত ১৮৬ লের ২২শে মার্চ জারী করা হয়েছিলো। বিগত প্রায় একশো বছর ধরে এই আইনের নান কম পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও সংস্কার সাধিত হয়েছে। বর্তমান আইনটি ১৯৫৬ সালে গৃহীত শাধনীর পর একই অবস্থায় রয়েছে।

এই আইনের প্রধান উদ্দে হচ্ছে সংবাদপত্র-শিল্পে বিভিন্ন দিক-সংক্রান্ত নির্ভরযোগ্য পরিসংখ্যান সংগ্রহ করার জন্যে কটি বৈধ সংস্থা গঠনের মাধ্যমে জনসাধারণের নিকট লব্ধ তথ্যাদি পরিবেশন করা। এই আ বলে ভারত সরকারকে একজন সংবাদপত্র-রেজিস্ট্রার নিয়োগ করার ক্ষমতা দেওয়া হ ছে। রেজিস্ট্রারের দায়িত্ব হবে এই আইনে প্রদত্ত পদ্ধতি অনুযায়ী সকল সংবাদপত্রের সাম্প্র ক তালিকা তৈরি রাখা। সংবাদ-প্রকাশকদেরকে অবশ্যই সংবাদপত্র রেজিস্ট্রারের নিকট তাঁ াহিদা অনুযায়ী সকল তথ্য, পরিসংখ্যান এবং হিসেব পেশ করতে হবে। রেজিস্ট্রার বা অনুমোদিত কোনো গেজেটেড অফিসার প্রকাশকদের সরবরাহকৃত তথ্যাদি যাচাই কর নওয়ার জন্যে বা তথ্য সংগ্রহের জন্যে উল্লিখিত প্রকাশকদের সংশ্লিষ্ট নথিপত্র সরেজ ন দেখতে পারবেন। সংবাদপত্র-রেজিস্ট্রার যেসব তথ্য লাভ করবেন সেগুলোর একটি সং ্ত বিবরণী তৈরি করতে হবে। আইনে যেসব তথ্য সরবরাহ করার জন্যে বিধান আছে র বাইরে কোনো সংবাদপত্র যেসব স্বেচ্ছায় সরবরাহ করেন তা স্বেচ্ছাকৃতভাবে ফাঁস করা নীয় অপরাধ।

সংবাদপত্র, বই-পুস্তক ও ছাপা া এই আইনের আওতাধীন, প্রতিটি পত্রিকায় অবশ্যই পত্রিকা-সম্পাদকের নাম থাকতে হবে বং সংবাদপত্র বা পত্রিকার প্রত্যেক কপিতে সম্পাদক হিসেবে তাঁর নাম পরিষ্কারভাবে মু থাকতে হবে। পত্রিকা মুদ্রিত ও প্রকাশিত হওয়ার আগে ঐ পত্রিকার মুদ্রাকর (printer) প্রকাশককে (publisher-কে) উপযুক্ত ক্ষমতাপ্রাপ্ত একজন ম্যাজিস্ট্রেটের সম্মুখে এই ম ঘোষণা। (declaration) সম্পাদন করতে হবে যে, 'আমি অমুক এই মর্মে ঘোষণা করছি , আমি 'নেশান' নামক পত্রিকার মুদ্রাকর (প্রকাশক অথবা মুদ্রাকর ও প্রকাশক) এবং বাটি ৫৫ক, জোড়বাগ নয়াদিল্লী থেকে মুদ্রিত বা প্রকাশিত এবং মুদ্রিত ও প্রকাশিত (হোক) হবে"। এই ঘোষণাপত্রের জন্যে সংবাদপত্র-রেজিস্ট্রারের কার্যালয় থেকে অথবা স ষ্ট জেলার উপযুক্ত ক্ষমতাপ্রাপ্ত ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট থেকে নির্দিষ্ট ফরম পাওয়া যায় এবং তই উল্লিখিত ঘোষণাপত্র সম্পাদন করতে হবে।

যখনই পত্রিকা প্রকাশ ও মুদ্রণের ন পরিবর্তিত হবে তখনই নূতন করে এই ঘোষণাপত্র সম্পাদন করতে হবে। অবশ্য যদি এ ান পরিবর্তন ৩০ দিন পর্যন্ত স্থায়ী হয়, তবে নূতন

www.pathagar.com

করে ঘোষণাপত্র সম্পাদনের প্রয়োজন হবে না। অবশ্য এ রকম স্বল্পস্থায়ী স্থান পরিবর্তনের বেলায় ২৪ ঘন্টার মধ্যে সংশ্লিষ্ট ম্যাজিস্ট্রেটকে এই খবর জানাতে হবে।

কাগজের প্রকাশক বা মুদ্রাকর উল্লিখিত ঘোষণা করার পর ৩০ দিনেরও বেশি সময়ের জন্যে ভারতের বাইরে যান, তবে তাঁকে ভারতে বসবাস করছেন এমন কাউকে পত্রিকার মুদ্রাকর ও প্রকাশক করে নতুনভাবে ঘোষণাপত্র সম্পাদন করতে হবে।

খবরের কাগজের প্রকাশনা মেয়াদের অন্তর (১) সাপ্তাহিক থেকে দৈনিকী, অথবা (২) দ্বি–মাসিক, মাসিক ও ত্রৈমাসিক (quarterly) হলে প্রথমোক্ত শ্রেণীর পত্রিকার ক্ষেত্রে ঘোষণাপত্র জমা দেওয়ার ছয় সপ্তাহের মধ্যে এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর ক্ষেত্রে তিন মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট পত্রিকা প্রকাশিত না হলে ঐ ঘোষণা পত্র আইনের দৃষ্টিতে অচল পরিগণিত হবে। উল্লিখিত মেয়াদের মধ্যে পত্রিকা প্রকাশিত না হলে পরবর্তীকালে পত্রিকা প্রকাশ করতে হলে নতুন করে ঘোষণাপত্র সম্পাদন করতে হবে।

যদি তিন মাসের মধ্যে কোনো দৈনিক, ত্রি–সাপ্তাহিক (tri-weekly), অর্ধ–সাপ্তাহিক (bi-weekly), সাপ্তাহিক অথবা পাক্ষিক (fortnightly) সংবাদপত্রের প্রকাশিত সংখ্যা স্বাভাবিক নিয়মে ঘোষণাপত্র অনুযায়ী যে পরিমাণ হওয়া উচিত ছিলো তার অর্ধেকেরও কম হয়, তা হলে পত্রিকার ঘোষণাপত্র কার্যকর থাকবে না এবং পরবর্তীকালে সংবাদপত্র–প্রকাশনা অব্যাহত রাখতে হলে নতুন করে ঘোষণাপত্র জমা দেওয়ার প্রয়োজন হবে।

যদি কোনো সংবাদপত্র ১২ মাসেরও বেশি সময় ধরে বন্ধ থাকে তা হলে ঐ পত্রিকার জন্য প্রতিটি ঘোষণাপত্র অচল হয়ে যাবে এবং ঐ কাগজটি প্রকাশের আগে নতুন ঘোষণাপত্রের প্রয়োজন হবে।

যে ব্যক্তির নামে কাগজের ঘোষণাপত্র সম্পাদিত হবে তাঁকে এবং কাগজের সম্পাদককে অবশ্যই পূর্ণ বয়স্ক হতে হবে। নাবালক কেউ কাগজের মুদ্রাকর, প্রকাশক বা সম্পাদক হতে পারবে না।

যদি কোনো কাগজের মুদ্রাকর ও প্রকাশক, মুদ্রাকর বা প্রকাশক থাকতে না চান তা হলে সে ক্ষেত্রে তাঁকে অবশ্যই আবার একজন উপযুক্ত ক্ষমতাসম্পন্ন ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে এই ঘোষণা করতে হবে যে ঃ "আমি অমুক ঘোষণা করছি যে, আমি এখন থেকে আর 'নেশান' নামক পত্রিকার মুদ্রাকর অথবা প্রকাশক এবং মুদ্রাকর নই।"

সম্পাদক নয় এমন কোনো ব্যক্তির নাম যদি পত্রিকার সম্পাদক হিসেবে ছাপা হয় তা হলে তিনি এটা জানতে পারার দুই সপ্তাহের মধ্যে ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে উপস্থিত হয়ে উল্লেখিত মর্মে ঘোষণা করবেন এবং ম্যাজিস্ট্রেট তাঁর ঐ ঘোষণা সম্পর্কে নিশ্চিত ও সন্তুষ্ট হওয়ার পর উল্লিখিত মর্মে সার্টিফিকেট দেবেন।

পত্রিকায় মুদ্রণলেখ–পংক্তি (imprint line) নামক একটা সুপরিচিত সাধারণ স্থানে সম্পাদকের নাম, মুদ্রাকরের নাম এবং প্রকাশনা–স্থলের নাম, প্রকাশকের নাম ও মুদ্রণ–স্থল অবশ্যই ছাপিয়ে দিতে হবে। এই বিষয়টি সম্পর্কে প্রাচীনকাল থেকেই সকলের কৌতূহল

www.pathagar.com

রয়েছে। উল্লিখিত নাম-ধাম ছাপার উদ্দেশ্য হচ্ছে সংবাদপত্র-সংক্রান্ত বিষয়ে কোনো অপরাধ-অনুষ্ঠানের বেলায় যাতে দায়ি ব্যক্তির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা সম্ভব হয়।

উল্লিখিত বিধানসমূহ নিয়ামক আইন এবং সুপ্রীম কোর্ট এগুলোকে ভারতের সংবিধানের ১৯(১) ক অনুচ্ছেদের বিধানের সঙ্গে সম্পূর্ণ বলে মত প্রকাশ করেছেন। (আলাওয়ান্দার মামলা ১৯৫৭-এম. এল. জে.।)

সকল সংবাদপত্রের দুটি কপি রাজ্য সরকারের নিকট এবং একটি কপি সংবাদপত্র-রেজিস্ট্রারের নিকট বিনামূল্যে কাগজ প্রকাশিত হওয়ার ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে পৌছে দিতে হবে।

সংশ্লিষ্ট আইনের অধীনে প্রকাশক, কাগজ প্রকাশিত হওয়ার পর যথাশীঘ্র সম্ভব প্রতিটি সংখ্যার একটি করে কপি সংবাদপত্র-রেজিস্ট্রারের নিকট বিনা খরচে সরবরাহ করতে অঙ্গীকারাবদ্ধ। এ কথা আইনে আরও বলা হয়েছে প্রত্যেক প্রকাশক কাগজের কোনো সংখ্যা প্রকাশের ৪৮ ঘন্টার মধ্যে সংশ্লিষ্ট সংখ্যার একটি কপি ডাকযোগে বা বাহক দিয়ে সংবাদপত্র-রেজিস্ট্রারের নিকট পাঠিয়ে দেবেন । এ প্রসঙ্গে আইনে আরও ব্যবস্থা রাখা হয়েছে যে, হিন্দি, উর্দু অথবা ইংরেজিতে প্রকাশিত সংবাদপত্র এবং বিভিন্ন ভাষায় প্রকাশিত একটি সংবাদপত্রের (ভাষাগুলোর মধ্যে হিন্দি, উর্দু বা ইংরেজি-এর যে-কোনো একটা থাকতে হবে) প্রতিটি সংখ্যার কপি নয়াদিল্লীতে, সংবাদপত্র-রেজিস্ট্রারের কার্যালয়ে পাঠাতে হবে। আঞ্চলিক ভাষায় প্রকাশিত (নিম্নে বর্ণিত) সংবাদপত্রগুলোর সংখ্যাসমূহের কপি নিম্নবর্ণিত স্থানসমূহে ভারত সরকারের তথ্য ও বেতার দফতরের অধীন 'প্রেস ইনফরমেশন ব্যুরোর আঞ্চলিক কার্যালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিকট পাঠাতে হবে। তিনি সংবাদপত্র-রেজিস্ট্রারের পক্ষ থেকে পত্রিকার কপি গ্রহণ করবেন।

পাঞ্জাবি ভাষায় প্রকাশিত সংবাদপত্র জলন্ধর ; বাংলা, উড়িয়া ও অসমীয়া : কোলকাতা ; তামিল ও তেলেগু : মাদ্রাজ ; মলয়ালম, এনাকুলম, মারাঠি ও গুজরাটি : বোম্বাই ; কানাড়ি ঃ ব্যাঙ্গালোর।

অন্যান্য সকল ভাষায় এবং বিভিন্ন ভাষায় প্রকাশিত সংবাদপত্রের সংখ্যাসমূহের কপি দিল্লীতে সংবাদপত্র-রেজিস্ট্রারের অফিসে পাঠাতে হবে।

এই ব্যবস্থার লঙ্ঘন দণ্ডনীয়।

পুস্তক ও সংবাদপত্র সরবরাহ (জন-গ্রন্থাগার) আইন, ১৯৫৪

এই আইনে পাণ্ডিত্য ও জ্ঞানের প্রসারের উদ্দেশ্যে ভারতে চারটি জনগ্রন্থাগার উন্নয়নের ব্যবস্থা রয়েছে। ১৯৫৬ সালের পুস্তক-সরবরাহ-সংশোধনী আইন (৯৯) বলে সংবাদপত্রসমূহকেও এই আইনের আওতায় নিয়ে আসা হয়েছে। কাজেই বইয়ের মতো সংবাদপত্রসমূহও সরকার নির্ধারিত গ্রন্থাগারসমূহে বিনামূল্যে সরবরাহ করতে হবে।

এই গ্রন্থাগারগুলো হচ্ছে ঃ ন্যাশনাল লাইব্রেরি, কোলকাতা ; কনেমারা পাবলিক লাইব্রেরি, মাদ্রাজ ; ন্যাশন্যাল সেন্ট্রাল লাইব্রেরি, দিল্লী ও সেন্ট্রাল লাইব্রেরি, বোম্বাই।

www.pathagar.com

পুরস্কার প্রতিযোগিতা আইন, ১৯৫৫

১৯৫৬ সালের ১লা এপ্রিল এই আইনটি পাশ হয়। এই আইনের উদ্দেশ্য হচ্ছে আইনে বর্ণিত কতকগুলো ব্যতিক্রম ছাড়া পুরস্কার-প্রতিযোগিতার বিজ্ঞাপন প্রকাশ এবং টিকেট বিক্রয় ও বিতরণ নিষিদ্ধ করা। তা ছাড়া, এ ধরনের পুরস্কার-প্রতিযোগিতায় অংশ-গ্রহণের ব্যাপারে জনসাধারণকে প্রলুব্ধ করার জন্যে কোনো লোভনীয় প্রস্তাব দেওয়াও উল্লিখিত আইনে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। যেসব পত্রিকা এই আইন লঙ্ঘন করে পুরস্কার-প্রতিযোগিতায় বিজ্ঞাপন প্রকাশ করবে ঐসব পত্রিকার সংখ্যাসমূহের কপি বাজেয়াপ্ত করার অধিকার সরকারের থাকবে।

কোনো পুরস্কার-প্রতিযোগিতায় যে-কোনো মাসে পুরস্কারের বা পুরস্কারসমূহের মূল্য নগদ অর্থে বা অন্যভাবে এক হাজার টাকার বেশি হলে এবং প্রতিযোগিতায় অংশ-গ্রহকারীদের সংখ্যা ২০০০-এ সীমাবদ্ধ থাকলে কোনো ব্যক্তি ঐ ধরনের প্রতিযোগিতার বিকাশও পরিচালনা উল্লিখিত আইনে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এই আইনে উল্লিখিত উদ্দেশ্যে লাইসেন্সেরও ব্যবস্থা রয়েছে।

ওষুধপত্র ও ঐন্দ্রজালিক নিরাময়কারী ওষুধ (আপত্তিকর বিজ্ঞাপন) আইন, ১৯৫৪ [The Drugs and magic Remedies (Objectionable Advertisements) Act, 1954]

বিজ্ঞাপনের দরুন কোনো ঔষধ গর্ভপাত, গর্ভনিরোধ বা এবম্বিধ উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হওয়ার সম্ভাবনা সৃষ্টি হলে, ওষুধ সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি করলে বা বিশেষভাবে বিভ্রান্তি দেখা দিলে কিংবা বিজ্ঞাপনে ঐন্দ্রজালিক নিরাময়ের উল্লেখ থাকলে কোনো ব্যক্তি ঐ ধরনের বিজ্ঞাপনের প্রকাশনায় জড়িত হতে পারবেন না। তা ছাড়া, ঐ ধরনের বিজ্ঞাপন সম্বলিত নথিপত্র বিদেশ থেকে আমদানী বা ভারতের বাইরে রপ্তানী করাও যাবে না।

পেশাজীবী সাংবাদিক ঃ চাকুরির শর্তাবলী ও বিভিন্ন বিধানসমূহ

পেশাজীবী বা কার্যরত সাংবাদিকদের, বিশেষ করে তাঁদের বেতন, ভবিষ্য-তহবিল (Provident Fund),চাকুরী খতমের বিজ্ঞপ্তি, ছুটির দিন ও চাকুরীর অন্যান্য শর্তাবলীর মীমাংসা এই আইনের উদ্দেশ্য। এই আইনে ধারাবাহিকভাবে চার-সপ্তাহকাল সময়ে সাংবাদিকদের মোট কার্যকাল ১৪৪ ঘন্টা ধার্য করা হয়েছে।

আইন-সভার কার্যাবলী (প্রকাশনা নিরাপত্তা) আইন, ১৯৫৬ | The Parliamentary proceedings (Protection of Public) Act. 1956]

এই আইন' সংবাদপত্রে আইন-সভার উচ্চ বা নিম্ন যে-কোনো পরিষদের যে-কোনো কর্মতৎপরতা সম্পর্কে সার্বিক বিবেচনায় সঠিক প্রতিবেদন প্রকাশের নিরাপত্তা দান করেছে। অবশ্য অনুরূপ ক্ষেত্রে যদি প্রমাণিত হয় যে উল্লিখিত প্রতিবেদন প্রকাশের নেপথ্য অসদুদ্দেশ্য বা বিদ্বেষ নিহিত তা হলে উল্লিখিত আইনের নিরাপত্তা পাওয়া যাবে না। এই আইন বলে

www.pathagar.com

সংবাদপত্রসমূহ আইনসভার অধিকারের অবমাননা এড়িয়ে আইন-সভায় প্রদত্ত মানহানিকর বিবৃতির প্রতিবেদন প্রকাশ করতে পারবে এবং উল্লিখিত বিবৃতি বা বিবৃতিসমূহে আইন-সভার বাইরের কারুর বিরুদ্ধে মানহানিকর কিছু থাকলেও তা সংবাদপত্রে প্রকাশিত হলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি পত্রিকার বিরুদ্ধে কুৎসার অভিযোগ আনতে পারবেন না। এই আইন শুধু কেন্দ্রীয় আইন-সভা বা পার্লামেন্টের জন্যে প্রযোজ্য, রাজ-বিধান-সভার ক্ষেত্রে নয়। রাজ্য-বিধান-সভা এ ক্ষেত্রে স্বাধীন। প্রয়োজনবোধে রাজ্য-বিধান-সভাগুলো এ বিষয়ে তাঁদের নিজস্ব আইন-প্রণয়ন করতে পারেন। রাজ্য-বিধান-সভাগুলো সম্ভবত শীঘ্রই এ ধরনের আইন প্রণয়ন করবেন।

এমনিভাবে, সাধারণভাবে উল্লিখিত বিষয়গুলো প্রকাশ করলে যেখানে তা মানহানিকর বলে বিবেচিত হতো সেখানে আইনসভার কার্যাবলী প্রকাশ করলে এবং তাতে সাধারণ বিবেচনায় মানহানিকর বিষয় থাকলেও এ ক্ষেত্রে কোনো আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে না।

সংবাদপত্র (মূল্য ও পৃষ্ঠা) আইন, ১৯৫৬

সংবাদপত্রের আকার অনুসারে সংবাদপত্রের দাম নির্ধারণ ও নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে এই আইন প্রণীত হয়। তা ছাড়া একটি বিশেষ আকারের সংবাদ সর্বনিম্ন কতো দামে বিক্রী করা যেতে পারে সে জন্যে সরকার যাতে পত্রিকার পৃষ্ঠা ও আকার অনুযায়ী পত্রিকার বিক্রয়মূল্য নির্ধারণ করে মাঝে মাঝে একটি তালিকা (তপশীল) জারী করতে পারেন সেটিও এই আইনের অন্যতম উদ্দেশ্য। ভারতের সুপ্রীম কোর্ট এই আইনের এখতিয়ার (vires) চ্যালেঞ্জ করা হয়েছিলো। আদালত এই আইনকে সংবিধানের এখতিয়ার বহির্ভূত বলে রায় দেন [সকল পেপার্স বনাম ভারত সরকার] এবং এর দরুন সংবাদপত্রের প্রচার নিয়ন্ত্রণ-সংক্রান্ত বিষয়টির নিষ্পত্তি হয়েছে। আদালত এই মর্মে রায় দেন যে, যে-কোনো সংখ্যক পাতার পত্রিকা প্রকাশ ও যে-কোনো সংখ্যক পাঠকের মধ্যে সেগুলো প্রচারের অধিকার বিবৃতি ও মত-প্রকাশের স্বাধীনতার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। উল্লিখিত দুটি অধিকারের যে-কোনোটির উপরই নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা হোক না কেন তা মৌলিক অধিকারের সরাসরি লঙ্ঘন ; কারণ, যে গণতান্ত্রিক সংবিধানে, আইনসভা ও সরকারের গঠন পরিবর্তনের উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য নিহিত রয়েছে তেমন সংবিধানের আওতায় বক্তব্য বা মত-প্রকাশের স্বাধীনতার বিষয়টি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার।

এ কথা ধরে নেওয়া যায় যে, বিতর্কিত সংবাদপত্র (মূল্য ও পৃষ্ঠা) আইন, ১৯৫৬ এবং এই আইনের অধীনে ১৯৬০ সালে জারীকৃত আদেশের উদ্দেশ্য হচ্ছে সংবাদপত্রসমূহের দুর্নীতিমূলক তৎপরতা দমন করা এবং বড় বড় কাগজের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতার মুখে ছোট সদ্য চালু কাগজগুলোকে রক্ষা করা। বিচারকগণ এ প্রসঙ্গে তাঁদের বিজ্ঞ অভিমত প্রকাশ করে বলেছেন ঃ "যে উদ্দেশ্য সাধনের জন্যে লক্ষ্য স্থির করা হয় তার ন্যায়ানুগতা কিংবা বৈধতা বিচারেও এ কথা নিহিত থাকবে বলে এমন কোনো কথা নেই যে উল্লিখিত উদ্দেশ্য সাধনের

www.pathagar.com

সকল পন্থাই অনুমোদনযোগ্য। কারণ, লক্ষ্য অর্জনের বিষয়টি ঈপ্সিত ও অনুমোদনযোগ্য বলে বিবেচিত হলেও, এ লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য অর্জনের জন্যে যে পন্থা অবলম্বন করা হবে তা কোনোক্রমেই সংবিধানে বর্ণিত সীমা লঙ্ঘন করতে পারবে না এবং ঐ পন্থা অবলম্বনের দরুন যদি সংবিধানে নিশ্চয়কৃত মৌলিক অধিকার ব্যবহৃত হয়, তবে ঐ পন্থার নিয়মতান্ত্রিকতা কখনও চ্যালেঞ্জ করা হলে পন্থাটির পক্ষ সমর্থনে কিছুই বলার থাকবে না। তবে, মৌলিক অধিকার লঙ্ঘনের বিষয় ছাড়া আইনের সংশ্লিষ্ট বিধানটি বৈধ।"

লিপিস্বত্ব আইন, ১৯৫৭ (The Copyright Act, 1957)

বর্তমান লিপিস্বত্ব আইনটি ১৯১৪ সালের লিপিস্বত্ব আইনের পরিবর্তে স্থান নিয়েছে। বর্তমান আইনটি পার্লামেন্টে অনুমোদিত হওয়ার পর ১৯৫৭ সালের জুন মাসে রাষ্ট্রপতি এ বিষয়ে তাঁর সম্মতি দান করেন।

লিপিস্বত্ব এক ব্যক্তির পরিশ্রম, নৈপুণ্য ও পুঁজির ফল বা উৎপাদিত 'পণ্য' এবং এই উৎপাদিত পণ্যের মৌলিক কাঁচামাল অন্য কেউ আত্মসাৎ করতে পারেন না। অবশ্য, যে ভাবব্যঞ্জনা প্রকাশের নিমিত্ত লিপিস্বত্বাধিকারী ব্যক্তির শ্রম, নৈপুণ্য ও মূলধন ব্যবহৃত হয়েছে তা অন্যে ব্যবহার করতে পারেন, [ম্যাকমিলান কোং বনাম কুপার, ৫১ ইণ্ডিয়ান অ্যাপিলস, ১০৯, বিচারপতি লর্ড অ্যাটকিনসনের অভিমত] তবে এই সঙ্গে আরও পর্যাপ্তভাবে একথা প্রমাণিত ও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে, কোনো মানুষেরই জ্ঞান ও ধারণার একচেটিয়াত্ব থাকতে পারে না এবং ধারণার কোনো লিপিস্বত্ব নেই। লিপিস্বত্ব হচ্ছে লিখিত আকারে প্রকাশিত ধারণা বা অভিব্যক্তি। রচনার বিশেষ সাহিত্য-শৈলীর সঙ্গে লিপিস্বত্ব সম্পর্কিত ধ্যান-ধারণা, পরিকল্পনা অথবা পদ্ধতিগত প্রণালীর সঙ্গে এর সংশ্রব নেই। সাহিত্য, নাটক ও সঙ্গীতমূলক রচনার ক্ষেত্রে লিপিস্বত্ব বলতে একক অধিকারকে বুঝিয়ে থাকে। এই অধিকার রচনাটির (১) যে-কোনো বস্তুগত আকারে পুনঃপ্রকাশ, (২) প্রকাশনা, (৩) প্রকাশ্য অভিনয়, (৪) যে-কোনো অনুবাদ প্রকাশ, উৎপাদন, পুনঃউৎপাদন ও অভিনয়, (৫) ছায়াছবি নির্মাণ বা 'রেকর্ড' তৈরি, (৬) বেতার-সম্প্রচার বা লাউড-স্পীকার অথবা এ ধরনের যন্ত্রের সাহায্যে প্রচার, (৭) অভিযোজন এবং (৮) লিপিস্বত্ব আইনের ১৪ নং ধারায় বর্ণিত মতে রচনার অনুবাদ ও অভিযোজন সংক্রান্ত কাজের সমষ্টি।

উল্লিখিত বিষয় পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, লিপিস্বত্বের সংজ্ঞায় বহু একচ্ছত্র অধিকার এসে পড়ে অর্থাৎ মূল রচনা প্রকাশ, এর উৎপাদন, পুনঃউৎপাদন ও অনুবাদ লিপিস্বত্বের আওতাধীন।

যেসব রচনার লিপিস্বত্ব রয়েছে, আইনের ১৩ নং ধারায় সে সম্পর্কে যথাযথ ও পরিষ্কার ব্যাখ্যা রয়েছে। মূল সাহিত্য, নাটক বিষয়ক রচনা এবং যে-কোনো ছায়াছবি বা রেকর্ডের সঙ্গীত এবং শিল্পকলামূলক কর্মকীর্তিতে লিপিস্বত্ব নিহিত রয়েছে।

অবশ্য যদি লিপিস্বত্ব আইনের ৪০ ধারা অনুযায়ী বিদেশী রচনার লিপিস্বত্ব অধিকার না দেওয়া হয় বা প্রকাশিত কোনো রচনার লিপিস্বত্ব অধিকার না দেওয়া হয় তা হলে এসব

www.pathagar.com

ক্ষেত্রে ঐ রচনায় কোনো লিপিস্বত্ব থাকবে না। কোনো রচনা ভারতের বাইরে প্রকাশিত হলে এবং লেখক ঐ সময়ে ভারতের নাগরিক হওয়া সত্ত্বেও ভারতের বাইরে থাকলে ঐ রচনায় তাঁর লিপিস্বত্ব থাকবে। স্থপতির শিল্পকলার কাজ ছাড়া অন্য যে-কোনো প্রকাশিত রচনার জন্যে লিপিস্বত্ব দাবি করতে হলে, দাবি করার তারিখে গ্রন্থকার বা প্রণেতাকে অবশ্যই ভারতের নাগরিক কিংবা ভারতের বাসিন্দা হতে হবে। যদি রচনার দুজন যুগ্ম-রচয়িতা থাকেন তা হলেও একই শর্ত প্রযোজ্য হবে।

লিপিস্বত্বের মালিকানা সম্পর্কে আইনে ১৭ থেকে ২১ ধারাসমূহে কার কোন্ বিষয়ে লিপিস্বত্বের অধিকার বর্তমান তা বর্ণিত হয়েছে। লিপিস্বত্বের মালিকানা হাতবদল, অর্পণ বা ত্যাগ করা যেতে পারে। প্রকাশিত সাহিত্যমূলক রচনা, সঙ্গীত ও শিল্পকলা-বিষয়ক সৃষ্টি-সংক্রান্ত অধিকার লিপিস্বত্ব আইনের ২২ ধারার অধীনে সংশ্লিষ্ট রচয়িতার জীবদ্দশায় ও মৃত্যুর পর ৫০ বছর বলবৎ থাকে।

আলোকচিত্রের বেলায়, আলোকচিত্র যে-বছর প্রকাশিত হয় তার পরবর্তী পঞ্জিকা-বর্ষ থেকে ৫০ বছর যাবৎ লিপিস্বত্ব বজায় থাকে (২৫ ধারা)।

সকল সাংবাদিকের বিশেষত যাঁরা জ্ঞানগর্ভ লেখার ব্যাপারে দায়িত্বশীল তাঁদের লিপিস্বত্ব আইনটি সুষ্ঠুভাবে, পুরোপুরি ও সতর্কতা সহকারে পড়া উচিত। আইনে আরও লক্ষ্য করার মতো বিষয় রয়েছে যে, রচয়িতা তাঁর রচনাসমূহের অংশবিশেষ উদ্দেশ্যমূলকভাবে উদ্ধৃত করার জন্যে সুনামের দিক থেকে যে ক্ষতির সম্মুখীন হন তাঁর পর্যাপ্ত প্রতিকার ও আত্মরক্ষার জন্যেও তাতে ব্যবস্থা রয়েছে।

আইন লিপিস্বত্বের মালিককে এই অধিকার দিয়েছে যে তাঁর লিপিস্বত্ব অধিকার যদি অন্য কেউ লঙ্ঘন করে তা হলে তিনি তাঁর বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা আরোপের এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির নিকট থেকে ক্ষতিপূরণ আদায়ের আইনসঙ্গত অধিকার পাবেন।

সরকার যেভাবে উপযুক্ত বা ভালো মনে করেন সেভাবেই সরকার আন্তর্জাতিক চুক্তিসমূহের আওতায় আন্তর্জাতিক লিপিস্বত্ব-সংক্রান্ত বিষয়ে অংশ নিতে পারেন।

নিম্নলিখিত বিষয়গুলো লিপিস্বত্বের লঙ্ঘন বোঝায় না। যেমন ঃ (ক) গবেষণা বা ব্যক্তিগত অধ্যয়ন ; (খ) সমালোচনা বা পর্যালোচনা ; (গ) খবরের কাগজ, সাময়িকী বা অন্যান্য পত্র-পত্রিকায় চলতি ঘটনাসমূহ বর্ণনা ; অথবা (ঘ) আদালতের কর্মতৎপরতার সহায়তার উদ্দেশ্যে সাহিত্য, সঙ্গীত বা শিক্ষামূলক বিষয়ের যথার্থ ব্যবহার বা প্রয়োগে লিপিস্বত্ব লঙ্ঘিত হয় না। এ সম্পর্কে ৫২ ধারায় বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে।

সংবাদপত্র লিপিস্বত্ব-সম্পন্ন কোনো রচনার সংক্ষিপ্তসার বা প্রকাশ্যে প্রদত্ত ভাষণের প্রতিবেদন ছাপতে পারে। টীকা-টিপ্পনী, মন্তব্য বা সাহিত্যিক মূল্যায়নের জন্যে প্রয়োজনীয় অনুচ্ছেদে হুবহু অনুলিপি প্রকাশও অনুমোদিত।

তবে যান্ত্রিক উপায়ে কোনো রকম কষ্ট বা ব্যয় ছাড়াই যে অনুলিপি ছাপা হয় তা আইনসিদ্ধ নয়। তা ছাড়া, লাভের জন্যে উদ্ধৃত বিষয়বস্তুর সংক্ষিপ্তকরণও সঙ্গত নয়।

www.pathagar.com

সংবাদ এমনই এক বিষয় যা মূলত লিপিস্বত্বর বিষয়বস্তু হতে পারে না। কিন্তু বাস্তব ঘটনার সাদামাটা বর্ণনা বা সংবাদের বিবরণ বাদে বিশেষ ভাষা-শৈলী ও প্রকাশভঙ্গী যার মাধ্যমে সংবাদের তথ্যাদি পাঠকের নিকট বোধগম্য হয় তাতেও লিপিস্বত্ব আছে। উল্লিখিত বিশেষ ভাষাশৈলী ও প্রকাশভঙ্গী মোটেও কম গুরুত্বপূর্ণ নয় এ কারণে যে, ঐ তথ্যাদি চলতি ঘটনা-প্রবাহ সম্পর্কে হতে পারে [ওয়াল্টার বনাম স্টেন কোফ (১৮২) ৪৮৯ এবং ইন্টারন্যাশন্যাল নিউজ সার্ভিস বনাম এসোসিয়েটেড প্রেস (১৯১৮), ২৪৮, ইউ. এস. ২১৫]। শুধু সূত্র স্বীকার করলেই তা 'চৌর্যবৃত্তি'কে সঙ্গত করে তুলতে পারে না।

তা ছাড়া বিভিন্ন সাময়িকী থেকে নিবন্ধ নিয়ে প্রকাশ করা বা বিভিন্ন সাময়িকী থেকে লেখা উদ্ধৃত করে প্রকাশ করাও আইনসঙ্গত নয়।

আদালত অবমাননা

সংবাদপত্রের কার্যালয়ে সাংবাদিক বিভিন্ন রকম বিষয় সম্পর্কে লিখে থাকেন। বিভিন্ন দেওয়ানী ও ফৌজদারী মামলার আওতাধীন বিষয় সম্পর্কে যেসব মামলা দায়ের হওয়ার পর্যায়ে রয়েছে বা বিচারাধীন রয়েছে সেসব মামলা সম্পর্কেও সাংবাদিকদের লিখতে হয়। অনেক সময়, প্রতিবেদক বা সম্পাদকীয়-বিভাগের কর্মীরা কোনো মামলার বিচার-অনুষ্ঠান শুরু হওয়ার আগেই মামলার বিস্তারিত ঘটনাবলী পর্যালোচনা করে থাকেন। যেসব সাক্ষ্য প্রমাণ আদালতে উপস্থাপিত করতে হতে পারে সে সম্পর্কে চাঞ্চল্যকর শিরোনামে (sensational headline-এ) জল্পনা-কল্পনা সহকারে খবর প্রকাশ করা হয়। শুধু তাই নয়, এসব ব্যাপারে অনেক ক্ষেত্রে এমন সব ভাষ্য, মন্তব্য বা সম্পাদকীয় প্রকাশও করা হয়ে থাকে যে তাতে মামলার এক পক্ষকে একতরফাভাবে অযথা পক্ষপাতিত্ব প্রদর্শন করা হয় এবং প্রায়ই বিচারক ও আদালতের বিচার-বিবেচনাকে আক্রমণাত্মকভাবে ব্যাহত করা হয়। এখানেই সংবাদপত্রের জন্যে বিপদ নিহিত রয়েছে।

'আদালত অবমাননার সংজ্ঞা নির্ধারণ করা বিশেষভাবে অসুবিধাজনক। অবশ্য সাধারণভাবে আদালতের অবমাননা বলতে যে কোনো আচরণ যার দরুন আইন-কর্তৃপক্ষ ও আইন-প্রশাসন অশ্রদ্ধা ও অসম্মানের সম্মুখীন হয় এবং বিবাদকালে বিবদমান পক্ষদ্বয়ের বা তাদের সাক্ষীদের অসুবিধা হয়, সেসব আচরণকে বুঝিয়ে থাকে। আইন আদালতকে অবমাননার সম্মুখীন করে বা আদালতের কর্তৃত্ব খর্ব করে বা প্রত্যাশিত বিচার কার্যের অগ্রগতিকে বিঘ্নিত ও বাধা দান করে অথবা আদালতে আইনানুগ প্রক্রিয়াকে ব্যাহত করে এমন যে-কোনো কাজই 'অবমাননা' হিসেবে বিবেচিত। অবমাননা দু'রকমের : (১) আদালতের সম্মুখে কৃত অবমাননা ; এবং (২) পরোক্ষ অবমাননা বা আদালত বহির্ভূত অবমাননা।

বিচার-অনুষ্ঠানকালে আদালত কক্ষ থেকে প্রতিবেদককে বাইরে রাখা হতে পারে। তবে ঐ প্রতিবেদক বিচারকালে আদালতের আদেশ অমান্য করে গোপনে আদালত-কক্ষে ঢুকে

www.pathagar.com

পড়তে পারেন। প্রতিবেদক আদালতের আদেশের বিরুদ্ধে অভিযুক্ত ব্যক্তির আলোকচিত্রও গ্রহণ করতে পারেন। যে মামলার শুনানী গোপনে অনুষ্ঠিত হয়েছে ঐ মামলার বিবরণ সংবাদপত্রে প্রকাশ করাও আদালতের আদেশের অমান্যতা। উল্লিখিত সব কিছুই প্রত্যক্ষ অবমাননার দৃষ্টান্ত।

কিন্তু সাংবাদিক হিসেবে আমাদের জন্যে এ ক্ষেত্রে অগ্রগণ্য বিষয় হচ্ছে আদালতের মামলার শুনানী সংক্রান্ত প্রতিবেদন, বিবরণ ও মন্তব্য প্রকাশের মাধ্যমে কৃত 'অবমাননা'র বিষয়টি। এ ধরনের অবমাননা 'পরোক্ষ অবমাননা বা আদালত বহির্ভূত অবমাননা' হিসেবে পরিচিত।

আদালত বহির্ভূত অবমাননা সাধারণত নিম্নলিখিত শ্রেণীতে বিভক্ত ঃ (ক) আদালতের কার্যাবলীর মিথ্যা ও বিশেষভাবে অযথার্থ প্রতিবেদন ; (খ) যেসব 'প্রকাশনা' সুশৃঙ্খল বিচার-পরিচালনায় বিঘ্ন সৃষ্টি করতে পারে বলে যুক্তিসঙ্গতভাবে মনে করা হয় ; এবং (গ) যেসব প্রকাশনা আদালত, কৌশুলী পক্ষসমূহ ও সাক্ষীদের উপর কলঙ্ক আরোপ করে।

বিচারাধীন মামলাসমূহ (Pending Cases)

যেসব ক্ষেত্রে মন্তব্য ও ভুল প্রতিবেদন এক অভিযুক্ত ব্যক্তির অপরাধের নিরপেক্ষ বিচারকে অন্তত প্রভাবিত করতে পারে বলে ধরে নেওয়া যায়, তেমন মন্তব্য বা প্রতিবেদনের বিরুদ্ধে আদালতের পক্ষ থেকে প্রতিবাদ উঠবে। এ ব্যাপারে যে স্বর্ণসূত্র (golden rule) মেনে চলা দরকার তা হচ্ছে এই যে, কোনো মামলা বিচারাধীন থাকলে ঐ মামলা সম্পর্কে কোনো মন্তব্য করা চলবে না এবং প্রতিবেদন লেখার সময়ে উপযুক্ত সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। কখনও সংশ্লিষ্ট মামলার তদন্তকারী, কৌশুলী বা সাক্ষী সাজতে যাবেন না কিংবা নিজেই আদালতের ভূমিকা নিয়ে সত্যিকার আইনানুগ 'আদালতের এখতিয়ারে হস্তক্ষেপে করবেন না। বিচরাধীন মামলা সম্পর্কে বিচারাতিরিক্ত মতামত প্রকাশ করবেন না। সংবাদপত্রে বর্ণিত অনুচ্ছেদসমূহের বিচারাধীন মামলা সম্পর্কে মন্তব্যসূচক বিষয়সমূহ যা মামলার সঙ্গে জড়িত যে-কোনো পক্ষকে প্রভাবিত করে কিংবা এমন উদ্দেশ্য সাধনের জন্যে পরিকল্পিত তা অবমাননার সামিল। মামলা বিচারাধীন রয়েছে কি-না তা অবশ্যই জানা থাকতে হবে।

সকল মামলার ক্ষেত্রেই কোনো কিছুর প্রকাশনা, প্রকৃতপক্ষে মামলায় বিঘ্ন সৃষ্টি করে কি-না তা বিবেচ্য নয় বরং ঐ প্রকাশনা মামলার নিয়মমাফিক গতিধারাকে ব্যাহত করে কিনা তা-ই বিবেচ্য। আপনি যদি মামলার পক্ষ সমর্থনমূলক যুক্তিতর্ক, আবেদন ও সাক্ষ্য প্রকাশ করেন তবে মামলার উভয় পক্ষের বক্তব্য প্রকাশের ক্ষেত্রে সতর্ক থাকতে হবে। অন্যথায়, প্রতিবেদন প্রকাশ অবমাননার সামিল হবে। তা ছাড়া, একই সঙ্গে আপনাকে মামলার ব্যাপারে আদালতের রায়ের ফলাফলও অবশ্যই ছাপতে হবে। যদি আপনি অভিযোগকারীর সাক্ষ্য প্রকাশ করেন তবে বিপক্ষের আত্মপক্ষ সমর্থনমূলক সাক্ষ্যও আপনাকে অবশ্যই ছাপতে হবে।

www.pathagar.com

'অমৃতবাজার' পত্রিকায় একটি সওদাগরী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক জনৈক তহশিলদারসহ কয়েক ব্যক্তির বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রকাশিত হয়। এতে যেসব তথ্য প্রকাশিত হয় তা অভিযোগের বিবরণ না হয়ে প্রকৃতপক্ষে সত্যিকার ঘটনা বা বাস্তবতার বর্ণনা হয়ে দাঁড়ায়। অর্থাৎ বর্ণনাটি আনীত অভিযোগের বর্ণনা হয়নি বরং তা যেন সত্যিকার ঘটনার বর্ণনা হয়ে দাঁড়িয়েছে। হাইকোর্ট এ প্রসঙ্গে অভিমত প্রকাশ করে বলেছেন, ফৌজদারী হোক বা দেওয়ানী মামলা হোক কোনো বিচার-কর্মকর্তা, জুরী বা সাক্ষ্য যাঁরা এই মামলার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হতে পারেন বা সংশ্লিষ্ট হন তাঁদের মনকে প্রভাবিত বা আচ্ছন্ন করার মতো ক্রিয়ার সৃষ্টি করতে পারে সে রকম সব কিছু প্রকাশ পরিহার করা সংবাদপত্রসমূহের বিশেষ দায়িত্ব। যখন এই মর্মে যুক্তি দেখানো হয় যে, খবরের কাগজে প্রকাশিত যে নিবন্ধটি বা প্রতিবেদন সম্পর্কে অভিযোগ করা হয়েছে তা প্রকৃতপক্ষে একজন পুলিশ-কর্মকর্তার উদ্ধৃতি মাত্র এবং উল্লিখিত কারণে, ঐ নিবন্ধ বা প্রতিবেদন প্রকাশ অবমাননার তুল্য হতে পারে না, তখন এ যুক্তি খণ্ডন করে আদালত মত প্রকাশ করেছেন যে, উল্লিখিত যুক্তি আদালত-অবমাননার বিষয়টিকে খণ্ডন করতে পারবে না তবে এ জন্যে দণ্ডদানের বেলায় আদালত এই যুক্তির কথা খেয়াল রাখবেন।

বিচারাধীন মামলা-সংক্রান্ত প্রতিবেদন আংশিক ও সুবিধাবাদী হলে চলবে না। আমরা অবশ্য এ বিষয়টি কুৎসা-সংক্রান্ত বিষয়ের আওতায় ইতিমধ্যেই আলোচনা করেছি।

কোনো বিচারকই সমালোচনার উর্ধ্বে নন। কিন্তু সমালোচনা যুক্তিগ্রাহ্য বিতর্ক ও সঙ্গত অনুযোগের আকারে হতে হবে। তা ছাড়া, এই সমালোচনা হতে হবে সরল বিশ্বাসে; এর পেছনে দোষারোপের অসৎ অভিপ্রায় থাকলে চলবে না। সরকারের কাছে প্রতিকার কামনা করে বিবৃতি আকারে হলে এবং ঐ বিবৃতির ভাষা সীমা লঙ্ঘন না করলে তা অবমাননা হিসেবে গণ্য হবে না। বিচার-পরিচালনায় ব্যাঘাত সৃষ্টি হয় এমনভাবে বিচার-কার্যের সমালোচনা অবমাননা বিবেচিত হবে। তবে, একান্তভাবে শুধু আদালতের মন্ত্রণামূলক তৎপরতার বিরুদ্ধে সমালোচনা অবমাননা নয়।

কোনো মামলার প্রতিবেদন প্রকাশ করে বিচারক ও আদালতের বিরুদ্ধে সমালোচনামূলক মতামত প্রকাশ করে এবং সৎ মন্তব্যের অধিকার-ক্ষেত্র অতিক্রম করে এবং এভাবে ধারাবাহিকতায় বিঘ্ন সৃষ্টি করে সংবাদপত্রসমূহ আদালত অবমাননা করতে পারে। মামলার বিচারানুষ্ঠানের আগে, মামলা বিচারাধীন থাকাকালে কিংবা নিষ্পত্তি হয়ে যাওয়ার পর- এসবের কোন্ ক্ষেত্রে অবমাননাকর মন্তব্য করা হচ্ছে তা নির্বিশেষে বিচারকের বিরুদ্ধে দুর্নীতি, অযোগ্যতা ও অসাধুতার অভিযোগ এনে আদালতকে কালিমালিপ্ত করার মাধ্যমে আদালত অবমাননা সংঘটিত হতে পারে।

অবমাননা প্রকাশনার কোনো অভিপ্রায় না থাকলেও ব্যক্তিবিশেষ আদালত অবমাননার দোষে দোষী হতে পারেন। কারণ, ঐ প্রকাশনার উদ্দেশ্য কি ছিলো তা নয় বরং প্রকাশনার কি প্রতিক্রিয়া হয়েছে তার বিবেচনাতেই আদালত অবমাননার অপরাধ সাব্যস্ত হবে। প্রকাশনার উদ্দেশ্য সম্পর্কে প্রতিবেদনে উল্লিখিত শব্দাবলীর স্বাভাবিক তাৎপর্য এবং ঐ শব্দগুলো সাধারণ

www.pathagar.com

পাঠকের মনে কি ছাপ রাখে তা থেকে ব্যাখ্যা ঠিক করে নিতে হবে। যে ক্ষেত্রে প্রকাশনার উদ্দেশ্য বা মতলব অনুপস্থিত দেখতে পাওয়া যাবে সে ক্ষেত্রে আদালত অবমাননার অপরাধ-সংক্রান্ত গুরুত্ব কম বলে বিবেচিত হবে।

বিচার-অনুষ্ঠান সম্পর্কে কোনো কিছু লেখার উদ্যোগ নেওয়ার সময় বিচার-কার্যের চারটি স্তরের কথা মনে রাখতে হবে। স্তরগুলো হচ্ছে ঃ (ক) বিচারের আগের কাল, (খ) বিচারাধীন মামলা, (গ) রায়ের পরবর্তীকাল, এবং (ঘ) যখন আপীল বিবেচনাধীন থাকে।

মামলা উল্লিখিত স্তরসমূহের কোন্ স্তরে আছে তা সঠিকভাবে জানা সংবাদপত্রের দক্ষতা ও তৎপরতার উপর নির্ভরশীল। তাই, এ ব্যাপারে সঠিক তথ্য জানার দায়িত্ব সংবাদপত্রে কর্মরত সংশ্লিষ্ট সাংবাদিকের তাতে কোনো সন্দেহ নেই। এখানে একটা বিষয় বিশেষভাবে লক্ষ্য করার মতো এই যে, আদালতে অনুষ্ঠিত বিচার-কার্যের বিশ্বস্ত বিবরণ প্রকাশের ব্যাপারেও সংশ্লিষ্ট সংবাদপত্রের পালনীয় শর্ত হচ্ছে, উল্লিখিত বিবরণ প্রকাশ — আদলতে কোনো মামলার নিরপেক্ষ বিচার অনুষ্ঠানে বস্তুগতভাবে প্রভাব সৃষ্টির প্রবণতা যেন প্রদর্শন না করে। বিবেচনাধীন বিচার-অনুষ্ঠানকে প্রভাবিত করার সুস্পষ্ট অভিপ্রায়ে যদি বিচারাধীন কোনো মামলায় দাখিলকৃত কোনো নথি বা দলিল প্রকাশ করা হয় তা অবমাননার তুল্য হবে।

বিশেষ অনুমতি ব্যতিরেকে আদালতের কাজ চলাকালে সাংবাদিক বা সংবাদক্ষেত্রের আলোকচিত্র শিল্পীগণ (press photographers) সাধারণত আদালতগৃহের আলোকচিত্র গ্রহণ করতে পারেন না। বিচারকগণ অবশ্য অনেক সময় এ ধরনের আলোকচিত্র গ্রহণের অনুমতি দিয়ে থাকেন। গান্ধী হত্যা মামলা চলাকালে এ ধরনের অনুমতি দেওয়া হয়ে ছিলো, তবে সাধারণভাবে বিশেষ করে অপরাধমূলক বিচার-অনুষ্ঠানের বেলায় আলোকচিত্র গ্রহণের অনুমতি দেওয়া হয় না। কারণ, আলোকচিত্র গ্রহণের ফলে সাক্ষীদের পক্ষে অপরাধীদের সনাক্ত করার বিষয়টি দারুণভাবে বিঘ্নিত হতে পারে।

ব্যঙ্গচিত্রের মাধ্যমে অবমাননা (Contempt by Cartoons)

বিচার-অনুষ্ঠানের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত বিচারক, পক্ষসমূহের কোনো কাজ বা কোনো ব্যক্তির বিরুদ্ধে টীকা-টিপ্পনী, মন্তব্য, সমালোচনা বা বিদ্রূপাত্মক ব্যঙ্গচিত্র যা বিচার-পরিচালনায় অন্তরায় সৃষ্টি করতে পারে তা আদালতের অবমাননা।

বিচার-অনুষ্ঠানের পর (After trial)

সংবাদপত্র নিরপেক্ষ মন্তব্য প্রকাশের অধিকারী। কিন্তু এই সমালোচনা নিরপেক্ষ হতে হলে তা প্রকৃত ঘটনা বা বাস্তবতার ভিত্তিতে হতে হবে। এমন কি, আদালতের সিদ্ধান্ত-বিরুদ্ধ হলেও, সংবাদপত্রসমূহ আইনের বাস্তবতাসমূহ পর্যালোচনা করতে পারে এবং মতামত প্রকাশ করতে পারে। কিন্তু বিচারকদের বিরুদ্ধে অযোগ্যতা, দুর্নীতি, পক্ষপাতিত্ব, বিচার-সংক্রান্ত অসাধুতা, রাজনীতিদুষ্টতা, অন্যায় মতলব ও অন্যান্য বিষয়ের অভিযোগ তুলে

www.pathagar.com

ব্যক্তিগতভাবে আক্রমণ করা হলে তা আদালত-অবমাননা বলে পরিগণিত হবে। বিচার-কার্যের সমাপ্তির পর সাংবাদিকগণ সাধারণত আদালত সম্পর্কে অপমানজনক ভাষায় বলে বা লিখে আদালতকে কলঙ্কিত করে অথবা বিচার-সংক্রান্ত ক্ষমতাবলে কর্মপরিচালনাকারী বিচারকদের উপর উল্লিখিত পন্থায় কলঙ্ক আরোপ করে এবং এভাবে বিচারের রায় সম্পর্কে অবিশ্বাস সৃষ্টি করে আদালত-অবমাননা করে থাকেন।

১৯৫২ সালের আদালত-অবমাননা আইন ৩২-এ বলা হয়েছে ঃ "প্রচলিত কোনো আইনে স্পষ্টভাবে বিরোধিতা থাকলে, তাছাড়া, অন্য সকল ক্ষেত্রে আদালত-অবমাননার জন্যে ৬ মাস পর্যন্ত মেয়াদের কারাদণ্ড বা ২,০০০ টাকা পর্যন্ত জরিমানা অথবা জেল-জরিমানা উভয়ই হতে পারে।"

> "তবে, এ ব্যাপারে আদালতের সন্তুষ্টি বিধান করে এমনভাবে ক্ষমা প্রার্থনা করা হলে অপরাধীকে অব্যাহতি দেওয়া যেতে পারে এবং দণ্ড হ্রাস করা যেতে পারে।"

ভারতীয় দণ্ডবিধির ২২৮ নং ধারাও এ প্রসঙ্গে বিবেচ্য। এই ধারায় বিচার-সংক্রান্ত কার্যাবলীর দায়িত্ব পালনরত সরকারি কর্মচারীর কাজে বিঘ্ন উৎপাদন ও তাঁকে উদ্দেশ্যমূলকভাবে কটুক্তিমূলক লাঞ্ছনা করলে ৬ মাসের জেল বা ১,০০০ টাকা পর্যন্ত জরিমানা বা উভয় প্রকার শাস্তির বিধান রয়েছে।

ক্ষমা-প্রার্থনা (Apology)

পরিপূর্ণ ও শর্তানুগ ক্ষমা-প্রার্থনা আদালত-অবমাননার দোষকে অপসারিত করে। যে ক্ষেত্রে ক্ষমা প্রার্থনা করা হয় না এবং তা করতে অস্বীকৃতি জানানো হয়, আদালত ঐসব ক্ষেত্রে উল্লিখিত অপরাধের গুরুত্বে আরও বর্ধিত হয়েছে বিবেচনায় আদালত কঠোর ভূমিকা নিতে পারেন এবং অপরাধীর দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির বিধান হতে পারে।

একান্ততা আইন

সংবাদপত্রের ক্ষেত্রে একান্ততা-আইনের প্রয়োগ সাম্প্রতিক। এই আইনের আইনগত বিশ্লেষণে কুৎসামূলক কোনো কিছু এর আওতায় পড়ে না। মানুষ যদি ইচ্ছা করে তা হলে তার ছবি প্রকাশ না করে, তাঁর ব্যবসায়কে অন্যের আলোচনার বিষয়বস্তু না করে তাঁর সাফল্যজনক পরীক্ষাকার্য সম্পর্কে অন্যের জ্ঞাতার্থে না লিখে, গোপন রেখে কিংবা প্রচার-পত্র, সার্কুলার, তালিকা, সাময়িকী বা সংবাদপত্রে তার বিশেষত্বসমূহ প্রকাশ ব্যতিরেকেই এই পৃথিবীতে একান্ত জীবন কাটাতে অধিকারী এবং একান্ততার অধিকারও তাই উল্লিখিত সুবিধাভোগের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত।

সাংবাদিকগণ ব্যক্তিজীবনের গণ্ডীতেও তাঁদের কর্মতৎপরতা সম্প্রসারিত করার ফলে প্রায়ই জনসাধারণ এ ব্যাপারে অভিযোগ তোলেন। বৃটিশ সংবাদক্ষেত্র-সংক্রান্ত এক রিপোর্টে

www.pathagar.com

প্রস্তাব করা হয়েছে যে, উল্লিখিত পরিস্থিতির কারণে, অভ্যন্তরীণ একান্ততার গণ্ডী অতিক্রম কোন্ বিন্দুতে সংঘটিত হয় তা নির্ধারণ করে নেওয়া একান্তভাবে কাম্য।

> "সংবাদপত্রের প্রতিবেদকগণ 'সংবাদ' বের করে নেওয়ার জন্যে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গকে রাতে টেলিফোনে যোগাযোগ করতে চেষ্টা করেন তাঁদের সাক্ষাৎকার এবং আলোকচিত্র চান, এবং এ জন্যে তাঁদের বাসস্থানের উদ্যান ও আঙ্গিনায় অনধিকার প্রবেশ করেন এবং অন্যান্য সকল উপায়ে চাপ সৃষ্টি করতে থাকেন। শুধু তাই নয় সামান্য কোনো ঘটনার সঙ্গে কোনো চাঞ্চল্যকর কিছু বা কলঙ্কতার কিছু আভাস পেয়েও সাংবাদিকদের এই অভিযান সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ অবধি সম্প্রসারিত হয়।"

একান্ততা-আইন, ব্যক্তিগত স্বাধীনতা-আইন বা সাধারণ লিপিস্বত্ব আইনের সমগোত্রীয়। কারণ, এ সকল আইনেই ব্যক্তিগত চিন্তা, পরিকল্পনা বা লিখিত রচনা সংরক্ষণের ব্যবস্থা রয়েছে।

ব্যক্তিগত অধিকার আইনে স্বীকৃত, ব্যক্তিগত অধিকার ব্যক্তিকে তার দৈহিক রক্ষাকবচ দান করে। যে বস্তু একান্তভাবে নিজের ব্যক্তিগত 'অধিকার সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে ঐ বস্তু ভোগ বা ব্যবহারের জন্যে সার্বক্ষণিক নিরাপত্তা দান করে। [লণ্ডনের 'ডেলী মিরর' পত্রিকার আলোকচিত্র-শিল্পী লিওর মামলাটি এ ক্ষেত্রে প্রণিধানযোগ্য। উক্ত আলোকচিত্র-শিল্পী এক বিবাহ্-অনুষ্ঠানে চিত্র গ্রহণের সময় বর ক্যাপ্টেন সেসিল তাঁর উপর হামলা চালায়।]

এর আগে উল্লিখিত বৃটিশ সংবাদক্ষেত্র-সংক্রান্ত রিপোর্টে আশা প্রকাশ করা হয়েছে যে, সংবাদক্ষেত্র বা সংবাদপত্র জনসাধারণের উল্লিখিত অভিযোগের প্রতিকার নিজেরাই করবে। অবশ্য জনসাধারণ যদি একে উপযুক্ত নীতি হিসেবে স্বীকৃতি দেন তখন সে ক্ষেত্রে আইন-সভারই দায়িত্ব হবে যথাসময়ে এবং পর্যায়ে এ ব্যপারে একটি আইন প্রণয়ন করা।

বর্তমানে একান্ততা ভঙ্গের আইনগত তাৎপর্য হচ্ছে এই যে, একান্ততা লঙ্ঘন কুৎসার পর্যায়ে বিবেচিত হতে পারে এবং অভিযোগকারী ক্ষতিপূরণ পাওয়ার অধিকারী হতে পারেন কিংবা একান্ত ভঙ্গ দেওয়ানী বা ফৌজদারী অপরাধ হতে পারে।

পার্লামেন্ট ও রাজ্য-বিধানসভার অবমাননা

পার্লামেন্ট কামনা করেন, "যেহেতু সংবাদপত্রে লেখকের সমালোচনা ব্যাপকভাবে প্রচারিত হয়ে থাকে সেহেতু তিনি তাঁর কাগজে একজন সাধারণ নাগরিকের চেয়ে অনেক বেশি সতর্কতা অবলম্বন করবেন।" পার্লামেন্টে কার্যাবলী বা পার্লামেন্টের অধিবেশনে সদস্যদের কর্মতৎপরতা-সংক্রান্ত ভাষ্যে বা মন্তব্যে যদি কোনো সদস্যের বিরুদ্ধে 'আক্রমণ' চালানো হয় এবং ঐ ভাষ্য বা মন্তব্যের ভাষা অশ্লীল ও অপমানজনক হয় তা হলে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের আওতায় পড়বে এবং নিরপেক্ষ মন্তব্য বা ন্যায়সঙ্গত সমালোচনা বলে বিবেচিত হতে পারবে না।

www.pathagar.com

এ ধরনের লেখা অধিকারের বরখেলাফ এবং আইনসভার বিরুদ্ধে অবমাননাকর এই কারণে যে, এ ধরনের তৎপরতার ফলে আইনসভা ও আইনসভার সদস্যদের প্রাপ্য মর্যাদা হ্রাস পায় এবং তাঁদের উভয় পক্ষকে ঘৃণা, অবমাননা ও বিদ্রূপের সম্মুখীন করে তাদের কর্ম-সম্পাদনে অক্ষম করে দেয়। [ব্লিৎস মামলা-লোকসভায় বিতর্ক (২০-৪-৬১ ও ১৮-৮-৬১) এবং 'সার্চলাইট মামলা, এ. আই. আর ১৯৫৯ এস. সি. ৩৯৫ দ্রষ্টব্য)।

আইনসভাসমূহের অধিকার ও অধিকার ভঙ্গের বিষয়টি বর্তমানে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে এবং পরিস্থিতি দৃষ্টে মনে হয় যে শীঘ্রই এ সম্পর্কে যথাযথ নিয়ামক আইন প্রণীত হবে।

সম্পাদকের দায়িত্ব

সাধারণত সংবাদপত্র-মালিকের সঙ্গে সম্পাদিত চুক্তির ভাষ্য অনুযায়ী সম্পাদকের দায়িত্ব নির্ধারিত হয়ে থাকে। কিন্তু তবু এই চুক্তির শর্ত যাই হোক না কেন, যে-কোনো কুৎসা, আদালত-অবমাননা বা আইনসভার অবমাননা, বিদ্রোহমূলক, অশ্লীল, নৈতিকতাবিহীন ও বে-আইনী বিষয় প্রকাশনার জন্যে সম্পাদকও দায়ি। উল্লিখিত বিষয়সমূহ প্রকাশনার ব্যাপারে তিনি প্রত্যক্ষভাবে জড়িত না থাকলেও তাঁর উপর এসবের দায়িত্ব বর্তাবে।

সংবাদপত্রে সকল বে-আইনী বিষয় প্রকাশনার জন্যে সম্পাদককে দায়ি করা হয়, কারণ যে-ব্যক্তি কাগজের সম্পাদক হিসেবে কাজ করেন এবং প্রকাশনার জন্যে উপকরণ সংগ্রহ করেন তাঁর পক্ষেই শুধু লেখা প্রকাশ বা প্রত্যাখ্যান করার সবচে' উপযুক্ত কর্তৃত্ব রয়েছে। লেখার সকল পাণ্ডুলিপিই তিনি দেখেন এবং কাগজের চাহিদা অনুযায়ী সেগুলোর মধ্য থেকে লেখা নির্বাচন ও অবর সম্পাদনার কাজ করেন, পরে তাঁর বিবেচনায় যেসব রচনা কাগজে প্রকাশের উপযোগী সেগুলো 'কম্পোজ' করতে পাঠান ও ছাপার স্থান বরাদ্দ করেন। তিনি প্রকাশনার নির্দেশ দেন ; কাজেই লেখকের নিকট থেকে সম্পাদক ঐ লেখা অবমাননাকর হবে না বলে ক্ষতিপূরণ-অঙ্গীকারপত্র গ্রহণ করলেও সম্পাদক নিজেই ঐ লেখার বিষয়বস্তুর জন্যে দায়ি হবেন।

সংবাদপত্রের মালিকরা সম্পাদকের সঙ্গে যে-চুক্তি করেন তাতে সাধারণত এ ধরনের শর্ত বর্ণিত থাকে যে, সম্পাদকরা চাকুরি ছাড়ার পর একটা নির্দিষ্ট এলাকার আওতায় কোনো কাগজের মালিক হতে পারবেন না কিংবা কোনো কাগজের সম্পাদক হিসেবে কাজ করতে পারবেন না। অবশ্য এ ধরনের বিধিনিষেধ বৈধ নয়। ভারতীয় চুক্তি আইনের (Indian Contract Act) ২৭ (গ) ধারায় বলা হয়েছে যে, প্রতিটি চুক্তি, যে-চুক্তির আওতায় কোনো ব্যক্তিকে বৈধ পেশা, বৃত্তি বা যে-কোনো ধরনের ব্যবসায়-পরিচালনা থেকে বিরত করে, ঐ বা ঐ সকল চুক্তি উল্লিখিত প্রশ্নে আইনত অচল। তবে, কোনো সম্পাদক যদি একটি কাগজে নির্দিষ্ট সময়ের জন্যে কাজ করতে সংবাদপত্র মালিকের সঙ্গে চুক্তি করে থাকেন তবে তা বৈধ বিবেচিত হবে।

www.pathagar.com

বিজ্ঞাপন

সংবাদপত্রসমূহ কোনো বিজ্ঞাপন গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যান করার ব্যাপারে স্বাধীন। তবে তারা ছাপার জন্যে যেসব বিজ্ঞাপন গ্রহণ করবে সেগুলো কোনো ক্রমেই কুৎসাকর, নৈতিকতা বিবর্জিত বা অশোভন হলে চলবে না। আইনজীবী বা চিকিৎসকদের বিজ্ঞাপন প্রকাশ অনুমোদিত নয় এবং এরকম বিজ্ঞাপন প্রকাশ করা ঠিক নয়। লটারী ও বাজীর বিজ্ঞাপন নিষিদ্ধ। বিজ্ঞাপনে আলোকচিত্র ব্যবহার করতে হলে তা সতর্কতার সঙ্গে করতে হবে।

সংবাদ-সংগ্রহ

সংবিধানের সংবাদ-সংগ্রহ সংক্রান্ত বিশেষ অধিকারের ব্যবস্থা নেই। তবে, এ ব্যাপারে কোনো বাধাও নেই। সংবাদ-সংগ্রহ ও সংরক্ষণের অধিকার সংক্রান্ত নিশ্চয়তা স্বতঃস্বীকৃত। সংবাদ-সংগ্রহ করা হয়, কারণ পরিবেশিত সংবাদ বা প্রতিবেদন সাধারণের বিচার্য-বিষয়। [ইন্টারন্যাশনাল নিউজ সার্ভিস বনাম অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস, ২৪৮ ইউ. এস. ২১৫]

সংবাদপত্র বা সংবাদপত্রের নিয়োজিত বা স্বীকৃত প্রতিনিধিদের সঙ্গে জনসাধারণের সহযোগিতার ফলে সংবাদপত্র বা সংবাদ-প্রতিনিধিরা মূল্যবান ও সংবাদ-গুরুত্বসম্পন্ন উপকরণ পেয়ে থাকেন। কিন্তু সরকারি নথিপত্র দেখার অধিকার প্রতিবেদকদের নেই। কারণ, প্রাথমিক বিবেচনায় সরকারি নথিপত্র কড়াকড়িভাবে গণ-দলিল হিসেবে স্বীকৃত নয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ, প্রতিবেদক কূটনৈতিক পত্রালাপের বিষয়বস্তু বা কর্মসম্পাদনরত সরকারি কর্মকর্তার যোগাযোগ-সংক্রান্ত নথিপত্র কিংবা অপরাধীদেরকে গ্রেফতার অথবা কোনো ফৌজদারী মামলা পরিচলনার পরিকল্পনা-সংক্রান্ত পুলিশ বিভাগের নথিপত্র দেখার অধিকারী নন। কারণ, এগুলো যথার্থ বিবেচনায় গণ-দলিল নয়। সংবাদ-সংগ্রহ করতে অনধিকার কিছু অধিকার প্রতিবেদকের নেই। যদি ব্যক্তিগত-কোনো স্থানে প্রবেশ নিষিদ্ধ করে নোটিশ দেওয়া থাকে তা হলে প্রতিবেদক ঐ স্থানেও প্রবেশ করতে পারেন না। তা ছাড়া সংবাদ-সংগ্রহের জন্যে অন্য কারুর উপর হামলা করার অধিকারও তাঁর নেই। মোট কথা সংবাদ-কাহিনীর জন্যে মৌলিক উপকরণ লাভের জন্যে আইন-ভঙ্গের কোনো অধিকার প্রতিবেদকের নেই। তবে, এ ধরনের সংবাদ একবার সংগৃহীত হলে তা প্রকাশনার ব্যাপারে কোনো বাধা থাকবে না।

www.pathagar.com

চতুর্থ খণ্ড

শিক্ষাগত বিষয়সমূহ

EDUCATIONAL ASPECTS

www.pathagar.com

www.pathagar.com

১৫

সাংবাদিকতা-শিক্ষা
(EDUCATION FOR JOURNALISM)
— রোল্যান্ড ই. উলস্‌লে

ভারতে সাংবাদিকতা-শিক্ষার প্রসারে যথেষ্ট উৎসাহ-উদ্দীপনা দেখা যাচ্ছে। বিগত দশকে সাংবাদিকতা-শিক্ষার জন্যে কয়েকটি নূতন শিক্ষাক্রম (courses) ও বিভাগ প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। সাংবাদিকতা সম্পর্কে সাংবাদিকগণ তো বটেই, শিক্ষাবিদগণও আলোচনা করছেন।

সাংবাদিকতা-শিক্ষা সম্পর্কে উল্লিখিত উৎসাহ জ্ঞানের সকল ক্ষেত্রে শিক্ষার বিরাট চাহিদারই বহিঃপ্রকাশ। শুধু সাধারণভাবে সাংবাদিকতা-শিক্ষাই, সাংবাদিকতার অপেক্ষাকৃত নূতন নূতন ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় শিক্ষাদানের ব্যাপারেও ব্যাপক আগ্রহ দেখা দিয়েছে।

কিন্তু এই বিষয়টি উপন্যাসের মতো নূতন স্বাদের কিছু নয়। কারণ ১৯৪১ সাল থেকেই ভারতের একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে সাংবাদিকতা-বিভাগ চালু আছে এবং এ ছাড়াও ১৯৪৭ সাল থেকে ১৯৫০ সালের মধ্যে আরও তিনটি অনুমোদিত প্রতিষ্ঠানে[১] সাংবাদিকতার শিক্ষাক্রম চালু ছিলো। তা ছাড়া, এই শিক্ষা দেওয়ার জন্যে মাঝে মাঝে আরও উদ্যোগ নেওয়া হয়, কিন্তু শেষ পর্যন্ত সেগুলো সফল হতে পারেনি।

পঞ্চাশ বছর আগে সাংবাদিকতার পথিকৃত দেশগুলোতে যে-অগ্রগতি সাধিত হয়েছে তার তুলনায় ভারতের সাংবাদিকতা অনেক পিছিয়ে আছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ে কতিপয় সাংবাদিকতা-শিক্ষাকোর্স চালু করা হয়েছে। অবশ্য এর ভালোমন্দ সম্পর্কে সাধারণভাবে সাংবাদিকমহল সন্দিহান। বর্তমানে ভারতেও সাংবাদিকতা সম্পর্কে সন্দেহ-সংশয় রয়েছে, তবে এই সন্দেহ-সংশয় সাংবাদিকতা-সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ বা প্রশিক্ষণের ধরন বা আকার সম্বন্ধে নয়। ভারতের সাংবাদিকগণ বৃটিশ-সাংবাদিকতার প্রভাবে প্রভাবান্বিত এবং তাই তাঁরা উচ্চতর পর্যায়ে শিক্ষাদানের উপযোগী একটা সমন্বিত সাংবাদিকতা-শিক্ষার পরিকল্পনা সম্পর্কে দ্বিধাজড়িত। সাংবাদিকতা-শিক্ষার পরিকল্পনা যখন ব্যাখ্যা করে তুলে ধরা হয়, তখন এর বিরুদ্ধবাদীরা আবার অন্য যুক্তির কথা তুলে প্রসঙ্গ এড়াতে চান। তাঁরা বলেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মতো দেশে উল্লিখিত শিক্ষা-ব্যবস্থা উপযোগী এবং প্রয়োজনীয়

---

১. কোরেসপান্ডেন্স স্কুলসমূহ।

www.pathagar.com

হলেও ভারতে ভাষাগত অসুবিধা, সংবাদক্ষেত্রে স্বল্পায়তন ও সাধারণভাবে নীচু মানের অর্থনৈতিক স্তরের জন্যে ভারতের ক্ষেত্রে এ কথা প্রযোজ্য নয়। অর্থনৈতিক দুরবস্থার জন্যে সাংবাদিকতার পেশা তেমন লোভনীয় নয়। সর্বোপরি, ভারতে শিক্ষার হার অত্যন্ত কম।

সাংবাদিকতা-শিক্ষার উন্নয়ন

ভারতে আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়েই সম্ভবত সাংবাদিকতা-শিক্ষাদানের সূত্রপাত ঘটে। ১৯৩৮ সালে এই বিশ্ববিদ্যালয়ে সাংবাদিকতায় ডিপ্লোমা শিক্ষাক্রম চালু করা হয়। ভারতের ফেডারেল কোর্টের বিচারক মরহুম শাহ্ মুহম্মদ সুলেমানের নেতৃত্বে সাংবাদিকতা-বিভাগের ক্লাস নেওয়া হতে থাকে।

রহম আলী আল্ হাশ্মী সাংবাদিকতা-শিক্ষাদানের ক্লাস-পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন। ইংরেজী ও উর্দু উভয় ভাষায় সাংবাদিকতা সম্পর্কে তাঁর বিশেষভাবে অভিজ্ঞতা ছিলো। আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি প্রভাষক হিসেবে কাজ করতেন। তিনি পেশাদার সাংবাদিকগণকে সাংবাদিকতার বিভিন্ন পর্যায় সম্পর্কে জ্ঞান দিতেন এবং ছাত্রদেরকে বিভিন্ন সংবাদপত্রের কার্যালয়ে সফরে নিয়ে যেতেন। ১৯৪০ সালে স্যার শাহ সুলেমানের মৃত্যুর পর জনাব রহম আলী বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের সঙ্গে মতবিরোধের কারণে[২] পদত্যাগ করলে সাংবাদিককতা-শিক্ষাকোর্সও বন্ধ করে দেওয়া হয়।

ভারতে, স্থায়ীভাবে সাংবাদিকতা-শিক্ষাদান শুরু হয় ১৯৪১ সালে, লাহোর পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ে। মিসৌরী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাংবাদিকতায় ডিগ্রীধারী পি. পি. সিং লাহোরে পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতা-বিভাগটি সংগঠিত করেন। তিনি এর আগে 'ইন্টারন্যাশন্যাল নিউজ সার্ভিস,' 'দি পাইওনীয়ার' ও অন্যান্য ভারতীয় পত্রিকায় কাজ করেন। ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত প্রতি বছর এই বিভাগ থেকে ৩০ জন করে ছাত্র সাংবাদিকতায় ডিপ্লোমা লাভ করতো। এরপর দেশভাগ হলে বিশ্ববিদ্যালয় ও এই সঙ্গে সাংবাদিকতা-বিভাগও ভাগ হয়ে যায়।

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকবর্গ যাঁরা ভারতে আশ্রয় নিলেন অধ্যাপক সিং-ও তাঁদের মধ্যে ছিলেন। তিনি নয়াদিল্লীতে একটি নূতন সাংবাদিকতা-বিভাগ গঠন করেন। পূর্ববর্তী সাংবাদিকতা বিভাগটি পাকিস্তানে একজন ডিগ্রীধারীর অধীনে চালু থাকে।

স্থানান্তরিত পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রতি বছর ৩০ থেকে ৭০ জন ছাত্র ডিপ্লোমা-শিক্ষাক্রমের অধীনে ডিগ্রী পেতে থাকেন। নয়াদিল্লীতে থাকাকালে বিভাগটি নানা অপর্যাপ্ততা সত্ত্বেও অধ্যাপক সিং-এর সুযোগ্য পরিচালনায় বিভাগটির সঙ্গে দিল্লীর সংবাদপত্রগুলোর সুসম্পর্ক বজায় ছিলো। তা ছাড়া স্থানীয় সংবাদপত্রসমূহে কর্মরত কিছু সাংবাদিক এই বিভাগে

---

২. লেখকের সঙ্গে পত্রালাপ থেকে, ১১ সেপ্টেম্বর, ১৯৫২।

www.pathagar.com

প্রভাষক হিসেবে কাজ করেন। পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাংবাদিকতায় ডিগ্রীধারীরা নয়াদিল্লী সন্নিহিত অঞ্চল থেকে প্রকাশিত কাগজপত্রে স্থান করে নিয়েছেন। অবশ্য,ভারতের অন্যান্য সকল সাংবাদিকতা-শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের ছাত্রদের মতোই অনেকেই আদৌ সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে প্রবেশ করেননি।

পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতা-বিভাগ ১৯৬২ সালে পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের নূতন স্থান চণ্ডীগড়ে স্থানান্তরিত হয় এবং এখানে প্রতিবেদন-রচনা (reporting), অবর-সম্পাদনা (sub-editing), সম্পাদকীয়-লিখন (editorial writing), নিবন্ধ-রচনা (article writing), অঙ্গসজ্জা (makeup), অক্ষরবিদ্যা (typography) ও আইন, খেলাধুলা সম্পর্কিত প্রতিবেদন রচনা, বিজ্ঞাপন-সংক্রান্ত বিষয়ে বিভিন্ন শিক্ষাকোর্স খোলা হয়। কলেজের ডিগ্রীধারীরা এইসব কোর্সে ভর্তি হতে পারতেন এবং গবেষণাগার (laboratory), আলোচনা ও ভাষণ-পদ্ধতির মাধ্যমে শিক্ষাক্রমের কাজ পরিচালিত হতো। তা ছাড়া, এই বিভাগ থেকে অধ্যাপক সিং-এর নির্দেশনায় ছাত্র-কর্মী কর্তৃক সুন্দরভাবে মুদ্রিত 'পূজা ক্রনিক্‌ল' নামে একটি 'আকর্ষী (tabloid)' পত্রিকাও মাঝে মাঝে প্রকাশিত হতো।

মাদ্রাজ শিক্ষাক্রম

১৯৪৭ সালে মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয় সাংবাদিকতা-শিক্ষাকোর্স চালু করেন। মাদ্রাজের সাংবাদিকদের ধারাবাহিক কতকগুলো ভাষণ নিয়েই প্রধানতঃ এই শিক্ষাকোর্স রচিত ছিলো। সংশ্লিষ্ট সাংবাদিকগণ সকলে-মিলে 'সাংবাদিকতা' নামে পরিচিত একটা সামগ্রিক শিক্ষাক্রমের অধীনে পরীক্ষার বিষয় হিসেবে প্রতিবেদন-রচনা, লিপি-সম্পাদনা (copy-editing), সাময়িকীর কাহিনীনিবন্ধ তৈরি এবং সম্পাদকীয় লেখার বিভিন্ন পদ্ধতি ও কৌশল সম্বন্ধে শিক্ষা দিতেন। তা ছাড়া, আলাদাভাবে, সংবাদক্ষেত্রের স্বাধীনতা সম্পর্কিত ইতিহাস, সাংবাদিকতার নীতিমালা (ethics of journalism), রচনা, সার-সংক্ষেপ রচনা এবং মুদ্রণিকা-সংশোধন (proof-correction) প্রভৃতি বিষয়েও ক্লাস নেওয়া হতো। বেতার-সংবাদ-সম্পাদনা (radio news editing) ও সম্প্রচার-কৌশল (broadcasting) পরীক্ষা-বহির্ভূত বিষয় হিসেবে পড়ানো হতো। এমন কি শর্টহ্যান্ড ও টাইপ সম্পর্কেও ক্লাস নেওয়া হতো। শিক্ষাদানের প্রধান মাধ্যম ছিলো ভাষণদান। মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতা-বিভাগে বছরে ১২ জন করে ছাত্রকে ডিপ্লোমা-কোর্সে ভর্তি করা হতো। তাঁদের মধ্যে তিন বা চার জন সাফল্যের সঙ্গে পাঠক্রম শেষ করতেন।

কোলকাতা শিক্ষাক্রম

১৯৫০ সালে কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় দু'বছর মেয়াদী সাংবাদিকতা শিক্ষা-কোর্স চালু করেন। এটি এখনও চালু রয়েছে। কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিপ্লোমা-শিক্ষাক্রমে শুধু

www.pathagar.com

ব্যবহারিক সাংবাদিকতাই শিক্ষা দেওয়া হয় না বরং সাংবাদিকতার নেপথ্য বিষয় (background subjects) যেমন সাংবিধানিক আইন (Constiutional Law), রাজনৈতিক, সমাজতাত্ত্বিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন-সংক্রান্ত শিক্ষার বিষয়েও গুরুত্ব আরোপ করা হয়। সাংবাদিকতার ছাত্ররা উল্লিখিত বিষয়গুলো ছাড়াও ঐচ্ছিক বিষয় হিসেবে সাহিত্য, শিল্পকলা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি-সংক্রান্ত বিষয়ও অধ্যয়ন করেন। তবে, সাংবাদিকতার মূল শিক্ষণীয় বিষয়গুলো হচ্ছে সাংবাদিকতার মূলনীতিসমূহ ও ইতিহাস, সাময়িকীর জন্মকাহিনী, ব্যবসায় ও সাংবাদিকতা, বাণিজ্যিক সাংবাদিকতা, খেলাধূলা, মঞ্চাভিনয়, সিনেমা-সংক্রান্ত সাংবাদিকতা, বিজ্ঞাপনের শিল্প-কৌশল ও পরিকল্পনা, মাসিক ও সাময়িক পত্রসমূহের সম্পাদনা, সংবাদপত্র ও সংবাদপত্র উৎপাদন প্রভৃতি। এ সঙ্গে সাংবাদিকতা-শিক্ষার অঙ্গ হিসেবে ছাত্রদেরকে সংবাদপত্রে কিছুকাল শিক্ষানবিশীও করতে হয় এবং এ ক্ষেত্রে কোলকাতার নামকরা সংবাদপত্রগুলো সহযোগিতা করে থাকে। একটি স্থায়ী কমিটির ব্যবস্থাপনায় স্থানীয় সাংবাদিকগণ সাংবাদিকতা-বিভাগে বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষাদান করে থাকেন। সাংবাদিকতা-বিভাগ খোলার প্রথম বছরে এর ছাত্র সংখ্যা ছিলো ৫৫, পরে তা শেষ পর্যন্ত পঁচিশে নেমে যায়।

সাংবাদিকতার নেপথ্য-বিষয় সম্পর্কে গুরুত্ব আরোপ করা হয় বলে, কোলকাতা শিক্ষাক্রমে একদিক থেকে ভারতের সকল সাংবাদিকতা-শিক্ষাক্রম থেকে শ্রেষ্ঠ বলা চলে। কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতা-বিভাগে ভর্তির জন্য ভারতের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রগণ আবেদন করে থাকেন এবং তাঁদের সাংবিধানিক আইন, সমাজতত্ত্ব, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, সাহিত্য ও শিল্পকলায় বিশেষ শিক্ষাগত ঐতিহ্যও থাকে। ফলে, যেসব ছাত্র শেষ পর্যন্ত ভর্তি হতে পারেন তাঁদের শিক্ষাগত পটভূমিতে পার্থক্য থাকে। কোলকাতা শিক্ষাক্রমের সুযোগ্য কর্মকর্তাগণ (এঁদের অনেকে নামকরা পত্রিকার সম্পাদক) এই শিক্ষাগত বৈষম্য অনুমান করতে পেরে তাঁদের ডিপ্লোমা শিক্ষাক্রমের মেয়াদ দু'বছর ধার্য করেন যাতে এই সময়ের মধ্যে সকল ছাত্র তাঁদের শিক্ষাগত অপর্যাপ্ততা পুষিয়ে নিতে পারে। সাংবাদিকতা শিক্ষায় আগত অনেক ছাত্রই শেষ পর্যন্ত এই বিভাগ ছাড়বে অনুমান করেও উল্লিখিত নীতি গৃহীত হয়।

আরও যে-বিষয়ের বিবেচনার কোলকাতা শিক্ষাক্রম অন্যগুলোর চেয়ে শ্রেষ্ঠ তা হচ্ছে, সাংবাদিকতা-শিক্ষার প্রতিটি ছাত্র সাংবাদিকতা-পেশায় চাকুরী লাভ করবেন এই নিশ্চয়তার ওপর গুরুত্ব আরোপ। এতে ছাত্রদের প্রশিক্ষণ অকেজো হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে না। কোলকাতা শিক্ষাক্রমে, ছাত্রদের সংবাদপত্রে শিক্ষানবিশীর উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয় এবং ছাত্রদের নিজেদেরকেই এই শিক্ষানবিশী যোগাড় করতে হয়। অন্যান্য শর্তাবলীর তুলনায় কোলকাতা শিক্ষাক্রমে ভর্তির নিয়মাবলী অনেকটাই উদার বলতে হবে। সাংবাদিকতা-বিভাগের সম্ভাবনা-পত্রে (prospectus-এ) বলা হয়েছেঃ

"কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বা অন্য কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রীধারী বা কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বা অন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্রগণ যাঁদের

www.pathagar.com

সংবাদপত্র, সাময়িকী অথবা বার্তা-প্রতিষ্ঠানে অন্ততঃ এক বছর কাজ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁরা সাংবাদিকতা-শিক্ষা-কোর্সে ভর্তি হওয়ার যোগ্য।”

মহীশূর শিক্ষাক্রম

১৯৫১ সালে, মহীশূর বিশ্ববিদ্যালয় মহীশূর শহরে মহারাজার কলেজের ডিগ্রী-শ্রেণীতে কলা-বিভাগে সাংবাদিকতা-সংক্রান্ত তিনটি বিষয় যথাক্রমে সাংবাদিকতার পর্যালোচনা ও ইতিহাস, সাংবাদিকতার ব্যবহারিক পদ্ধতিসমূহ এবং সংবাদপত্র-প্রশাসন পাঠ্য হিসেবে চালু করেন। বর্তমানে যদিও এই শিক্ষাক্রমে পরিবর্তন আনা হয়েছে তবু এটা অন্যান্য শিক্ষাক্রমের তুলনায় ব্যতিক্রম-ধর্মী রয়ে গেছে। এই শিক্ষাক্রমে একটি আন্ডার-গ্র্যাজুয়েট শিক্ষাক্রম বলে এটি বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণের দাবি রাখে।

মহীশূর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডক্টর বি. এল. মঞ্জুনাথ শিক্ষাক্রমটি পুনর্বিবেচনাধীন থাকাকালীন সময়ে এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেন, ‘আমাদের লক্ষ্য ছিলো বি. এ. ক্লাসের তিনটি পাঠ্য বিষয়ের অন্যতম সাধারণ বিষয় হিসেবে সাংবাদিকতা সম্পর্কে শিক্ষাদান করা। এর উদ্দেশ্য, ছাত্রদেরকে পেশাদার সাংবাদিক হিসেবে গড়ে তোলার জন্যে প্রশিক্ষণ দেওয়া নয়, বরং সাংবাদিকতা বিষয়টির সঙ্গে তাঁদের পরিচয় করিয়ে দেওয়া।’

একজন ইংরেজী ও একজন ইতিহাসের শিক্ষক এবং একজন পেশাদার সাংবাদিক সমবেতভাবে শিক্ষাক্রমটিকে সফল করে তোলার উদ্দেশ্যে নিয়োজিত হন। মহীশূর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজী-বিভাগের প্রধান অধ্যাপক ও. কে. নাম্বিয়ার এই বিভাগেরও প্রধান নিযুক্ত হন। ১৯৫৩ সালে এ বিভাগের শিক্ষাদানের দায়িত্ব পেশাদার সাংবাদিক শ্রী এন. কৃষ্ণমূর্তির উপর অর্পণ করা হয়। তিনিও অধ্যাপক সিং-এর মতো মিসৌরী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাংবাদিকতায় ডিগ্রীধারী ছিলেন। এই শিক্ষাক্রমে ২০ জন করে ছাত্রকে ভর্তি করা হবে বলে স্থির করা হয়। সাংবাদিকতা সম্পর্কিত সামান্য কিছু বইপত্র সংগৃহীত হয় এবং ছাত্রগণকে মাঝে মাঝে অনুশীলন-পত্র দেওয়া হতে থাকে। এই শিক্ষাক্রম সম্পর্কে উৎসাহ কিছুকালের জন্য স্তিমিত হয়ে গেলেও, ১৯৫৯ সালে এটি আবার জোরদার হয়ে উঠে এবং ১৯৬২ সালে তিন বছর মেয়াদী সাংবাদিকতা-শিক্ষাক্রম চালু হয়। বর্তমানে এটাই ভারতে সাংবাদিকতায় তিন বছর মেয়াদী একমাত্র ডিগ্রী শিক্ষাক্রম।

হিসলোপ শিক্ষাক্রম

১৯৪৬ সালে নাগপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি কমিটি বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদনপ্রাপ্ত এবং আওতাভুক্ত ১১০০ ছাত্র সম্বলিত কলা-বিষয়ে শিক্ষাদানকারী হিসলোপ কলেজে সাংবাদিকতা-শিক্ষায় একটি ডিপ্লোমা-সার্টিফিকেট-শিক্ষাক্রম চালু করার সুপারিশ করেছিলো।

www.pathagar.com

কিন্তু ১৯৫২ সাল পর্যন্ত এ সুপারিশের বাস্তবায়ন সম্ভব হয়নি। শিক্ষাক্রমটি অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের একই জাতীয় শিক্ষাক্রম থেকে অনেক বিষয়ে ভিন্ন। বর্তমানে কলেজটিতে এক বছর মেয়াদী ডিপ্লোমা-শিক্ষাক্রম চালু রয়েছে এবং একই সঙ্গে যেসব অভিজ্ঞতাসম্পন্ন সাংবাদিক কলেজে শিক্ষা গ্রহণ করেননি তাঁদেরকে সার্টিফিকেট দেওয়া হচ্ছে। যাঁরা ডিপ্লোমা সার্টিফিকেট নেবেন তাঁদের আন্ডার গ্র্যাজুয়েট পর্যায়ের ভালো শিক্ষাগত পটভূমিকা থাকতে হবে এবং সাংবাদিকতায় তাঁদের দক্ষতা প্রমাণ করতে হবে।

হিসলোপ শিক্ষাক্রমের অন্যতম নূতন দিক হচ্ছে এতে ভর্তির জন্য উদার শর্তাবলী। উল্লেখযোগ্য দিক হচ্ছে এই শিক্ষাক্রমে শুধু সংবাদপত্রে শিক্ষানবিশী, ভাষণ ও পরীক্ষাগারের উপরই নির্ভর করা হয় না, প্রকল্প-পদ্ধতি ও ক্লাসঅনুষ্ঠানের প্রতিও বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়। তৃতীয় দিকটি হচ্ছে, মূল শিক্ষাক্রমের সঙ্গে সংবাদ-লিখন, প্রতিবেদন-রচনা, বেতার-সাংবাদিকতা (radio journalism), সম্পাদনা, নিবন্ধ ও কাহিনী-নিবন্ধ রচনা, শিক্ষানবিশী, সাংবাদিকতার প্রাথমিক জ্ঞান, লেখার মৌলিক বিষয়াবলী, বাণিজ্য ও আইনসংক্রান্ত সাংবাদিকতা, সাংবাদিকতা-সংক্রান্ত গবেষণামূলক সেমিনারসহ অতিরিক্ত বিষয় হিসেবে চলতি ঘটনা-প্রবাহ এবং শর্টহ্যাণ্ড ও টাইপ শিক্ষা সংযোজিত রয়েছে। বস্তুতঃ ভারতে এর আগে আর এ রকমের শিক্ষাক্রমে ছিলো না, সম্ভবতঃ অন্য কোথাও নেই। শিক্ষাক্রমটি প্রকৃতপক্ষে, সামাজিক শিক্ষামূলক তৎপরতার জন্যে বিভিন্ন লেখা বা রচনা তৈরি সম্পর্কে সমীক্ষা ও অনুশীলনবিশেষ।

প্রায় ২০ জন করে হিসলোপের ছাত্র প্রতি বছর অনুশীলনের জন্যে নাগপুরের সংবাদপত্রসমূহে কাজ করে থাকেন এবং পুরো হিসলোপ কলেজের জন্যে 'হিসলোপ হেরাল্ড' নামে একটি পাক্ষিক 'আকর্ষী' পত্রিকাও প্রকাশ করেন। সাম্প্রতিক কয়েক বছর ধরে সাংবাদিকতা-বিভাগ ভারতে সাংবাদিকতাসংক্রান্ত নিবন্ধ সম্বলিত 'দি হিসলোপ জার্নালিস্ট' নামে আরও একটি পত্রিকা প্রকাশ করছে। এ ছাড়াও ছাত্ররা মাঝে মাঝে দেশের বড় বড় তথ্য-বিনিময় কেন্দ্রগুলো সফরে যান, বড় প্রকাশনা প্রতিষ্ঠানগুলো সফর করেন এবং শীর্ষস্থানীয় সাংবাদিক ও অন্যান্য গণ্যমান্য নাগরিকদের সঙ্গে আলোচনায় মিলিত হন।

অন্যান্য শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানসমূহের মতো হিসলোপ কলেজও সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর পর্যায়ের সাংবাদিকতা-শিক্ষাক্রম চালু করার পরিকল্পনা করছে। এটি বাস্তবায়িত হলে সংশ্লিষ্ট-শিক্ষাক্রমের ছাত্ররা সাংবাদিকতায় মাস্টার ডিগ্রী লাভ করবেন।

অন্যান্য শিক্ষাক্রম

১৯৫৪ সালে হায়দ্রাবাদের ওসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে কতকটা হিসলোপ শিক্ষাক্রমের অনুসরণে সাংবাদিকতা সম্পর্কিত একটি শিক্ষাক্রম চালু করা হয়। পরলোকগত ডক্টর

www.pathagar.com

ডিফোরেস্ট ওডেল (Dr. DeForest o'Dell) শিক্ষাক্রমটি পরিচালনা করতেন। তাঁর মৃত্যুর পর থেকে শিক্ষাক্রমটির অনেক পরিবর্তন হয়েছে। ১৯৬১ সালে একজন অভিজ্ঞতা-সম্পন্ন ভারতীয় সাংবাদিককে এই বিভাগের দায়িত্ব দেওয়া হয়।

উল্লিখিত শিক্ষাক্রম-গুলো ছাড়াও শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সম্পর্কবিহীন কিছু প্রতিষ্ঠান সাংবাদিকতা-সংক্রান্ত বিভিন্ন শিক্ষাক্রম চালু করে। এর মধ্যে কিছু ছিলো ডাকযোগে শিক্ষাব্যবস্থা এবং অবশিষ্ট সবই বোম্বাইয়ের হর্নিম্যান স্কুল অব জার্নালিজমের মতো বেসরকারী প্রতিষ্ঠান। সাম্প্রতিক কালের 'বম্বে কলেজ অব জার্নালিজম'ও এ ধরনের প্রতিষ্ঠান।

'বম্বে কলেজ অব জার্নালিজম' অন্যান্য সকল অনুরূপ প্রতিষ্ঠানের চেয়ে তুলনামূলকভাবে বেশি প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। এমন কি, এর গুরুত্ব শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের সাংবাদিকতা শিক্ষাক্রমের চেয়েও অনেক ক্ষেত্রেই বেশি বলে প্রতিপন্ন হয়েছে। ১৯৬০ সালে হায়দ্রাবাদ (সিন্ধু) ন্যাশনাল কলেজিয়েট বোর্ড-এর উদ্যোগে প্রতিষ্ঠানটির জন্ম হয়। ১৯৬২ সাল পর্যন্ত 'বম্বে কলেজ অব জার্নালিজম' বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন পায়নি।

'বম্বে কলেজ অব জার্নালিজমে' একসঙ্গে ৬০ জন ছাত্রকে ভর্তি করা হয়। এঁদের সবাইকে বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রীধারী হতে হয়। এঁদের কারুর সাংবাদিকতার অভিজ্ঞতা থাকে না। বম্বে কলেজ অব জার্নালিজম ছাত্রদেরকে সাংবাদিকতায় ডিপ্লোমা দান করে। প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকগণ সবাই সাধারণতঃ সাংবাদিকতার বিভিন্ন বিষয়ে অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ব্যক্তি। তা ছাড়া, বিজ্ঞাপনী-প্রতিষ্ঠান, জন তথ্য-সংগঠন ও প্রকাশনাক্ষেত্রের কর্মকর্তারাও এই প্রতিষ্ঠানে অধ্যাপনা করে থাকেন। প্রতিটি ছাত্রকে তিন মাস ধরে ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। বোম্বাইয়ের প্রকাশনা-শিল্পের সঙ্গে এই প্রতিষ্ঠানের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগের দরুন এর ছাত্ররা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতা-বিভাগের ছাত্রদের তুলনায় তাড়াতাড়ি চাকুরী লাভ করেন।

'বোম্বাইয়ের আরও একটি সাংবাদিকতা-প্রতিষ্ঠান, কলেজ অব জার্নালিজম, অ্যাডভার্টাইজিং অ্যাণ্ড প্রিন্টিং ১৯৬১ সালে ভারতীয় বিদ্যাভবনের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রতিষ্ঠানটিতে সাংবাদিকতা-সংক্রান্ত তিনটি ধারাবাহিক শিক্ষাক্রম রয়েছে। এগুলো হচ্ছে, বিজ্ঞাপন-কলা, বিক্রয়-উন্নয়ন ও জনসংযোগ এবং মুদ্রণ।

জাতীয় সংগঠন

প্রেস-কমিশন ভারতে সাংবাদিকতা শিক্ষার প্রতি উৎসাহ যুগিয়েছেন। কিছু সংখ্যক শিক্ষাবিদ অনেক আগেই তাঁদের সুপারিশ জানালেও, সাংবাদিকতায় প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তার বিষয় কমিশনের দৃষ্টি আকর্ষিত হওয়ায়, সংশ্লিষ্ট শিক্ষকদের আনুষ্ঠানিক সংগঠন প্রতিষ্ঠা ত্বরান্বিত হয়। ১৯৫৬ সালে কোলকাতায় ভারতের সাংবাদিকতা-শিক্ষা-সমিতি (The Indian Association of Education of Journalism) প্রতিষ্ঠিত হয়। সমিতির প্রথম সভাপতি অধ্যাপক পি. পি. সিং, কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডক্টর ডি. এন. সেন, হিসলোপ

www.pathagar.com

কলেজের সাংবাদিকতা-বিভাগের প্রধান অধ্যাপক এভার্টন কঙ্গার সমিতির উদ্যোক্তাদের মধ্যে প্রথম সারির ব্যক্তিত্ব ছিলেন।

সাংবাদিকতা-বিভাগ ও সাংবাদিকতার পেশাগত ক্ষেত্রের মধ্যে সহযোগিতা গড়ে তোলা ও সাংবাদিকতা শিক্ষার উঁচু মান বজায় রাখা সমিতির উদ্দেশ্য। সমিতি সাংবাদিকতা সম্পর্কে প্রশিক্ষণ দানের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সরকারকে অবহিত করার দায়িত্ব পালন করেছে এবং পারস্পরিক সমস্যাবলী ও বিভিন্ন ধ্যান-ধারণা সম্পর্কে আলোচনার মাধ্যমে হিসেবে ভূমিকা পালন করেছে। সমিতি দেশে ও বিদেশে প্রতিনিধি দলও পাঠিয়েছে।

জাতিসংঘের শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সাংস্কৃতিক সংঘের (UNESCO) উদ্যোগে ফিলিপাইনে অনুষ্ঠিত সাংবাদিকতা প্রশিক্ষণ-সংক্রান্ত এক সেমিনারে 'সাউথ ইস্ট এশিয়া অ্যাসোসিয়েশন অব জার্নালিজম এডুকেটরস' নামে একটি সমিতি গঠিত হয়েছে।

সাংবাদিকতা-প্রশিক্ষণ ও প্রেস-কমিশনের অভিমত

১৯৫৪ সালে প্রদত্ত রিপোর্ট প্রেস-কমিশন[৩] অভিমত প্রকাশ করেন যে 'সংবাদপত্রের সম্পাদকীয়-বিভাগের কর্মী নিয়োগের কোনো রকম সুনির্দিষ্ট প্রণালী নেই' এবং বলেন যে, কর্মী বাছাইয়ের কাজটি 'এলোমেলোভাবে সারা হয়'। রিপোর্ট আরও উল্লেখ করা হয় যে, সাংবাদিককতা পেশার চাহিদা মেটাবার জন্যে জনসম্পদের অভাব না থাকলেও, 'এও জনসম্পদকে উপযুক্ত পদ্ধতিতে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ দিতে হবে। বর্তমানে, এমন কিছু সাংবাদিক এই পেশায় আছেন যাঁদের শিক্ষার মান ও বুদ্ধিবৃত্তিগত বিকাশ দুঃখজনকভাবে অসন্তোষজনক।' রিপোর্ট বলা হয়, 'স্কুল ও কলেজে উচ্চতর শিক্ষাগত মান বজায় রাখতে হবে। আমাদের স্কুল-কলেজে যাঁরা জীবনবৃত্তি হিসেবে সাংবাদিকতাকে বেছে নেবেন শুধু তাঁদের জন্যেই নয় বরং যথার্থ ও প্রশস্ততর শিক্ষার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসেবেই বিশ্ব ঘটনা-প্রবাহ, রচনা, সার-সংক্ষেপ রচনার বিষয়ে একটি শিক্ষাক্রম থাকা উচিত।'

রিপোর্ট এরপর সরাসরি সাংবাদিকতা-শিক্ষা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। বলা হয়েছে, 'সাংবাদিকতা পেশায় যাঁরা নূতন আসবেন এখন থেকেই তাঁদেরকে ডিগ্রী বা ডিপ্লোমার মতো সাংবাদিকতা বিষয়ে শিক্ষাগত-যোগ্যতা নিয়ে আসতে হবে তা অবশ্য বলার সময় হয়নি।' এরপর কমিশন বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রচলিত সাংবাদিকতা শিক্ষাক্রম সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন।

রিপোর্ট-প্রণেতারা বলেছেন, 'সামগ্রিকভাবে আমাদের ধারণা, অধিকাংশ বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠের যে বিষয়-তালিকা দেওয়া হয়েছে তা মোটামুটিভাবে সন্তোষজনক, কিন্তু তা পাঠ করার জন্যে যে-সময় বরাদ্দ করা হয়েছে তা মোটেও পর্যাপ্ত নয়।'

---

৩. রিপোর্ট অব দি প্রেস-কমিশন, পৃঃ ৪৮৩-৮৫।

www.pathagar.com

কমিশন স্নাতকোত্তর পর্যায়ে দুবছর মেয়াদী ডিগ্রী বা ডিপ্লোমা শিক্ষাক্রমের সুপারিশ করে একই সঙ্গে আন্ডার গ্র্যাজুয়েট পর্যায়ে সাংবাদিকতা-শিক্ষার বিরোধিতা করেছেন। রিপোর্টে সাংবাদিকতা শিক্ষার্থীদের সংবাদপত্র কার্যালয়ে ব্যবহারিক শিক্ষানবিশী ও মার্কিন বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মতো বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাংবাদিকতার ছাত্রদের পত্রিকা প্রকাশের ব্যাপারে গুরুত্ব আরোপ করেছেন।

কমিশন প্রেস কাউন্সিল কর্তৃক একটা সাংবাদিকতা ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠারও সুপারিশ করেছেন। 'এই প্রতিষ্ঠানের কাজ হবে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো যেসব পদ্ধতি শিক্ষাদান করছেন সে বিষয়ে সজাগ দৃষ্টি রাখা ও রিফ্রেশার কোর্স পরিচালনা করা।' প্রতিষ্ঠানটি, 'উল্লিখিত বিষয়সমূহ ছাড়াও সাংবাদিকতা পেশার বিভিন্ন সমস্যাবলী এবং প্রয়োজনবোধে, নিজস্ব সাংবাদিকতা প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা চালু করতে পারে।'

সাংবাদিকতায় শিক্ষাদানের ফলে সাংবাদিকতার চাকুরী-বাজারে বিপুল সংখক প্রার্থী সমাগম ঘটবে বলে যে যুক্তি দেখানো হয়ে থাকে তার প্রত্যুত্তরে কমিশন বিভিন্ন চাকুরী-স্থলের একটি তালিকা দিয়ে মত প্রকাশ করে বলেছেন ঃ 'আমাদের হিসেবে মনে হয় আগামী দশ বছরে সাংবাদিকতায় বছরে ৩০০-এর বেশি প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত গ্র্যাজুয়েট বেরিয়ে আসা ঠিক হবে না। কারণ, তাতে তাঁদের চাকুরী না পাওয়ার ফলে অর্থনৈতিক সঙ্কটে পড়ার সম্ভাবনা থাকবে।'

যেসব বিশ্ববিদ্যালয়ে ইতিমধ্যেই সাংবাদিকতায় শিক্ষাদান করা হচ্ছে এবং যাঁরা সাংবাদিকতায় শিক্ষাক্রম চালু করার কথা ভাবছেন তাঁদের উৎসাহিত করা ছাড়া প্রেস-কমিশনের অভিজ্ঞতা থেকে বাস্তব সুফল পাওয়া যায়নি এ পর্যন্ত। তবে রিপোর্টে সংক্ষেপে সাংবাদিকতা-শিক্ষা সম্পর্কে যে-রূপরেখা দেওয়া হয়েছে তার আরও বিকাশ-সাধন করা যেতে এবং পাঞ্জাব ও নাগপুরের সাংবাদিকতা-বিভাগকে তাদের ছাত্রদের পরীক্ষামূলক পত্রিকা বের করার কাজে সহায়তার জন্য এটাকে ব্যবহার করা যেতে পারে। অবশ্য প্রেস-কমিশনের রিপোর্ট রচনার আগে থেকেই ছাত্রদের পরীক্ষামূলক পত্রিকা প্রকাশ কোনো কোনো ক্ষেত্রে চালু ছিলো।

১৯৫৯ সালে, সাংবাদিকতা শিক্ষা-সংক্রান্ত আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় পর্ষদ একটি কমিশন গঠন করেন। ১৯৬০-এর দশকের শুরুতে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন সাংবাদিকতা-শিক্ষার ক্ষেত্রে আগ্রহ দেখতে শুরু করেন এবং সাংবাদিকতা শিক্ষা সম্পর্কে কয়েকটি কার্যক্রমের সম্প্রসারণ-সংক্রান্ত নূতন পরিকল্পনার প্রতি সমর্থন জানান।

শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগত বাধা

ভারতের কিছু পেশাদারী সাংবাদিক বিশেষ করে যাঁরা সাংবাদিকতায় কলেজে কোনো শিক্ষা গ্রহণ না করেও প্রভাবশালী হয়ে উঠেছেন তাঁরা নেতিবাচক ধরনের বাধা সৃষ্টি করছেন

www.pathagar.com

অর্থাৎ তাঁরা তাঁদের কার্যালয়ে শিক্ষানবিশীর জন্যে যেসব ছাত্র আসছেন তাঁদের পাত্তা দিচ্ছেন না। এতো গেলো তাঁদের কথা। এমন কি, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহও এ ক্ষেত্রে বাধা সৃষ্টি করছে।

ভারতের কিছু শিক্ষাবিদ-মহলে বিশ্ববিদ্যালয়-পর্যায়ে সাংবাদিকতা-প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে একটা সাধারণ অবিশ্বাস তো রয়েছেই, সেই সঙ্গে আরও বলা হচ্ছে যে, অন্যান্য 'নন-টেকনিক্যাল' বিষয়ের মতো সাংবাদিকতাও প্রধানতঃ নির্ধারিত বই-পুস্তক মুখস্ত ও ভাষণ শুনে শেখা যেতে পারে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেও সাংবাদিকতা শিক্ষার প্রথম দিকে ঠিক অনুরূপ অভিজ্ঞতা লাভ হয়েছিলো। সেখানে তখন বলা হতো সাংবাদিকতা শেখার জন্যে যৎসামান্য উপকরণ হলেই চলে। ফলে, সাংবাদিকতায় যে যৎসামান্য শিক্ষাক্রম চালু করা হয় তার সবগুলোই কোনো রকমে কাজ চালিয়ে যাওয়ার মতো সর্বনিম্ন উপকরণ লাভ করে।

সাংবাদিকতা-শিক্ষার জন্যে সাধারণঃ টাইপরাইটারও দেওয়া হতো না এমন কি অক্ষরবিদ্যা-সংক্রান্ত গবেষণাগার বা অন্যান্য সুযোগ-সুবিধাও পাওয়া যেতো না। যাঁরা শিক্ষকতায় নিযুক্ত থাকতেন তাঁদেরকে তাঁদের শিক্ষাদান কাজে বাধ্যতামূলকভাবে স্থানীয় সংবাদপত্র-প্রকাশনা-প্রতিষ্ঠানের সাহায্য নিতে হতো। তাঁরা সম্ভব হলে ছাত্রদেরকে তাঁদের নিজস্ব টাইপরাইটার, ক্যামেরা ও অন্যান্য সাজসরঞ্জাম যোগাড় করে নিতে বলতেন।

বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষগণ ধনী শিল্পপতিদের চিকিৎসা ও বিজ্ঞান মহাবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্যে সম্মত করান, কিন্তু একটি প্রথম শ্রেণীর সাংবাদিকতা-শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠার জন্যে সংবাদপত্র মালিকদেরকে কখনও উৎসাহিত করার চেষ্টা করেন না। এতে সংবাদক্ষেত্র সম্পর্কে শিক্ষাবিদরা কি ধারণা পোষণ করেন তা বোঝা যায়। ভালো সাংবাদিকতার মান-অর্জনের জন্যে কতোটা প্রতিভা ও দক্ষতার প্রয়োজন সে সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট মহলে মোটেই কোনো উপলব্ধি নেই। কারণ, সাংবাদিকরা এমনিতেই যে যথেষ্ট ভালো কাজ করছেন।

পাঠ্যপুস্তক

উপরের আলোচনা থেকে সাংবাদিকতা বিষয়ে পাঠ্যপুস্তক পরিস্থিতিও ভালো করেই অনুমান করে নেওয়া চলে। ভারতে কোনো ভাষাতেই ছ'টার বেশি সাংবাদিকতার অনুশীলন-সংক্রান্ত পাঠ্যপুস্তক প্রকাশিত হয়নি। যৎসামান্য যা কিছু বই প্রকাশিত হয়েছে সেগুলোর অধিকাংশই প্রকৃতপক্ষে স্থানীয় ভাষায় পুস্তিকা জাতীয় প্রকাশনা (ফলে ব্যাপকভাবে ব্যবহারের সম্ভাবনাও নেই) এবং এগুলোর কপিও বর্তমানে বাজারে পাওয়া যায় না। প্রকৃতপক্ষে, ভারতীয় সাংবাদিকতার উপর লেখা বইয়ের সংখ্যা একশোর কম। এগুলোর বেশির ভাগই আবার ইতিহাস, আত্মজীবনী, স্মৃতিচারণ ও আলোচনা-ধর্মী বই। এসব বইয়ের অধিকাংশের বিষয়-বস্তু হচ্ছে সংবাদক্ষেত্রের স্বাধীনতা ও রাজনৈতিক ঘটনা-প্রবাহ।

বৃটিশ ও মার্কিন পাঠ্যপুস্তকগুলো সত্যিকারভাবেই কাজের। কিন্তু এগুলোর যা দাম তাতে সবার পক্ষে এগুলো কেনা সম্ভব হয়ে উঠে না। এসব বইয়ের একটা বা দুটো বই পাঠ্য হিসেবে নির্বাচন করে দেওয়া হয় এবং বাকী বই সম্পর্কে সহায়ক বা রেফারেন্স-গ্রন্থ হিসেবে

www.pathagar.com

সুপারিশ করা হয়। বিভিন্ন গ্রন্থাগারে গিয়ে ছাত্রদের সেগুলো পড়ে নিতে হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সাংবাদিকতা-শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানসমূহে সাধারণতঃ যে ধরনের পাঠ্যপুস্তক পড়ানো হয় তার একটার দাম ভারতে সাংবাদিকতার ছাত্রদের তিন মাসের বেতনের সমান। তা ছাড়া, অন্যান্য দেশের মতো এসব বই ভারতের সাংবাদিকতা সম্পর্কিত পেশাগত প্রতিষ্ঠানগুলিতেও তেমন একটা থাকে না। বেশির ভাগ বৃত্তিধারী সাংবাদিকই ভারতের সামান্য কয়েকটি সাংবাদিকতা-সংক্রান্ত গ্রন্থের সঙ্গেও পরিচিত নন এবং অন্যান্য দেশের এ জাতীয় গ্রন্থের সঙ্গেও তাঁদের পরিচয় যৎসামান্য।

সংবাদিকতার উপর লেখা যা কিছু সামান্য বই আছে তা হয় বিশ্ববিদ্যালয়ে নয়তো সরকারী গ্রন্থগারগুলোতে রয়েছে। অন্য স্থান অপেক্ষা মার্কিন তথ্যকেন্দ্রের গ্রন্থাগারগুলোতেই এসব বই সহজে পাওয়া যায়। স্বাভাবিকভাবেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে মার্কিন সাংবাদিকতা ও সাংবাদিক সম্পর্কে গড়ে ৪,০০০টি বই রচিত হয়েছে এবং সাংবাদিকতা শিক্ষাক্রমও একটি স্থায়ী বিষয়। যাহোক, ভারতের হিসলোপ কলেজ ও নাগপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার দুটিতেই সর্বাপেক্ষা বেশি সাংবাদিকতা-সংক্রান্ত বইয়ের সংগ্রহ রয়েছে। এসব গ্রন্থাগারে প্রধানতঃ বিগত দুই দশকে ভারত, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও বৃটেনে প্রকাশিত মোট সাত শ'র মতো বই রয়েছে।

বইয়ের অভাব মেটানোর জন্যে 'ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন অব এডুকেশন ইন জার্নালিজম' ১৯৬০ সালে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপযোগী ধারাবাহিক খণ্ডে পুস্তক প্রকাশের পরিকল্পনা গ্রহণ করে।

সাংবাদিকদের মনোভাব

আগেই বলা হয়েছে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রথম দিকে সাংবাদিক-মহলে সাংবাদিকতা-শিক্ষা সম্পর্কে যে মনোভাব প্রচলিত ছিলো ভারতের সাংবাদিক মহলেও এ সম্পর্কে কতকটা একই ধরনের মনোভাব বর্তমান ছিলো। তবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সাংবাদিকতা-শিক্ষার সাফল্যের দরুন বিরুদ্ধবাদীরা দমে যান। সাংবাদিকতা-শিক্ষা সম্পর্কিত বিষয়ে সংশ্লিষ্ট মহলের মতামতকে সাধারণভাবে সরাসরি বিরোধিতা থেকে অনীহা (সংখ্যাগরিষ্ঠের মনোভাব) এবং আশাবাদী মনোভাব বলে বর্ণনা করা যায়। সাংবাদিকতা-শিক্ষার বিরোধী, একজন পেশাদার সাংবাদিক সাংবাদিকতার উপর একবার একটা ছোট বই[৪] লেখেন। তিনি তাঁর বইয়ে একটা সংক্ষিপ্ত অধ্যায় জুড়ে দিয়ে তাতে বিশ্ববিদ্যালয়ে সাংবাদিকতা-শিক্ষাদানের বিরোধিতা প্রকাশ করেন। তিনি যুক্তি দেখিয়ে বলেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সাংবাদিকতা-শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান গঠন সম্ভব, কেননা সেখানকার ক্রোড়পতিগণ এসব প্রতিষ্ঠানকে অর্থ সাহায্য দেন। তিনি যখন শুনলেন নাগপুরে সাংবদিকতা-বিভাগ খোলা হচ্ছে, তিনি তাঁর বইয়ের তিনটি কপি বিশ্ববিদ্যালয়ের তিনজন কর্মকর্তার নিকট পাঠিয়ে দিয়ে বইটি পাঠ্য হিসেবে গ্রহণ করার অনুরোধ জানান।

---

৪. কে ডি. উম্রীগড় ; 'লেস্ট ফরগেট', পপুলার বুক ডিপো, বোম্বাই, ১৯৪৯।

www.pathagar.com

সাংবাদিকতা-শিক্ষা সম্পর্কে সবচেয়ে-সনতন ও সুস্পষ্ট বক্তব্য রেখেছেন বোধ করি একজন ভারতীয় সাংবাদিক। ১৯৫৯ সালে তিনি বলেন, 'মহান ও খ্যাতিমান সাংবাদিকদের কেউ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাংবাদিকতায় শিক্ষা গ্রহণ করেননি।' অবশ্য তাঁর এই যুক্তি খণ্ডন করা কঠিন ছিলো না। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শীর্ষস্থানীয় সাংবাদিকরা শুধু বিশ্ববিদ্যালয়েই নয় বরং সাংবাদিকতা-স্কুল থেকেও এসেছেন।

যাঁরা সাংবাদিকতা-শিক্ষা সম্বন্ধে উদাসীন তাঁদের বোঝানো সহজ। যাঁরা সাংবাদিকতা-শিক্ষা সম্পর্কে আশাবাদী ও উৎসাহী তাঁদের মধ্যে রয়েছেন, জাতীয় সংবাদক্ষেত্র-সমিতিসমূহের কর্মকর্তা ও সদস্যবৃন্দ। এসব সমিতির মধ্যে 'অল ইন্ডিয়া নিউজপেপার এডিটর্স কনফারেন্স', ইন্ডিয়ান ফেডারেশন অব ওয়ার্কিং জার্নালিস্ট' এবং 'সাউদার্ন ইণ্ডিয়া জার্নালিস্টস ফেডারেশন'-এর শাখাসমূহের নাম উল্লেখযোগ্য। প্রায় ২০০ সদস্য বিশিষ্ট 'অল ইন্ডিয়া নিউজপেপার এডিটর্স কনফারেন্স' ১৯৩৯ সালে নাগপুরের তিনজন সাংবাদিকসদস্য সমবায়ে সাংবাদিকদের উচ্চতর প্রশিক্ষণ দেওয়ার উদ্দেশ্যে নিখিল-ভারত-সাংবাদিকতা-ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠার একটি প্রকল্প রচনা ও তিন মাসের মধ্যে স্থায়ী কমিটির নিকট বিবরণ পেশ করার জন্যে একটি কমিটি গঠন করে।

ভারতের শিক্ষা মন্ত্রণালয়, অল ইন্ডিয়া নিউজপেপার এডিটর্স কনফারেন্স এবং অন্যান্য অনুমোদিত সাংবাদিক সমিতির প্রতিনিধিগণ প্রস্তাবিত ইনস্টিটিউট পরিচালনা করবেন। এই প্রতিষ্ঠানে ভর্তির জন্যে পূব শর্ত হবে সাংবাদিকতায় পাঁচ বছরের বাস্তব অভিজ্ঞতা ও কলেজে দু'বছরের শিক্ষা। কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকারসমূহ পরিকল্পনায় অর্থ যোগাবেন এবং অল ইন্ডিয়া নিউজপেপার এডিটর্স কনফারেন্স ও এই প্রকল্পে কিছু সহায়তা দেবেন। প্রতিষ্ঠানটিতে শিক্ষার মাধ্যম হবে হিন্দী ও ইংরেজি।

প্রতিষ্ঠানটিতে শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে পাঠক্রমের যে-প্রস্তাব করা হয়েছে তাতে সংবাদ-প্রতিবেদন ও লিখন, সংবাদ-সম্পাদনা, সম্পাদকীয়-লিখন, জনমত ও প্রচারণা, চিত্র-সাংবাদিকতা, সাংবাদিকতা-নীতিমালা, সাংবাদিকতা সংক্রান্ত আইন, গ্রাফিক শিল্পকলা, শর্টহ্যাণ্ড ও টাইপরাইটিং অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। অর্থনীতি, রাজনীতি, পৌর-প্রশাসন ও ইতিহাস সম্পর্কে কিছু মৌলিক শিক্ষদানের ব্যবস্থাও উক্ত প্রস্তাবিত পাঠক্রমে রয়েছে।

অল ইন্ডিয়া নিউজপেপার এডিটর্স কনফারেন্স-এর সদস্যগণ প্রতিষ্ঠানের ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ পরিকল্পনায়, শিক্ষার্থীদের শিক্ষানবিশী পাওয়ার বিষয়ে সহায়তা করবেন বলে আশা করা হচ্ছে। এ ছাড়া কিছু শিক্ষাক্রমের জন্যে গবেষণাগার স্থাপন করা হবে।

অবশ্য উল্লিখিত রিপোর্টের পরিপ্রেক্ষিতে এখনও পর্যন্ত কোনো পদক্ষেপ না নেওয়া হলেও রিপোর্টের উপসংহারে যে আশাবাদী মনোভাব প্রকাশ করা হয়েছে তা ভারতীয় সাংবাদিকদের লেখাতে অন্তত বড় একটা দেখা যায় না।

'গণতন্ত্র, বয়স্ক ভোটাধিকার ও বর্ধিষ্ণু শিক্ষিতের হারের পরিপ্রেক্ষিতে ভারতে সংবাদপত্রসমূহের ব্যাপক বিকাশের বিরাট সম্ভাবনা রয়েছে এবং এর ফলে,

www.pathagar.com

সংবাদপত্রগুলোতে কাজ করার জন্যে বিপুল সংখ্যক প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কর্মচারীর প্রয়োজন হবে।[৫]

সাংবাদিকতা-শিক্ষার অন্ততঃ কয়েকটি বিভাগ ও শিক্ষাক্রম যদি প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ছাত্রদেরকে কর্মসংস্থানের বিষয়ে ভালো সুযোগ করে দিতে পারে, তা হলে এর প্রতি অনীহা বা বিরোধিতা কমে যাবে। ভারতের সাংবাদিকতা-শিক্ষার ক্ষেত্র কতো দূর বিস্তৃত সে খবর খুব কমই রাখেন। এ সম্পর্কে অজ্ঞতা কতো দূর ক্ষতিকর প্রভাব বিস্তার করেছিলো তা ১৯৫২ সালে দিল্লীর 'হিন্দুস্থান টাইমস্' পত্রিকায় প্রকাশিত এক নিবন্ধ তার সাক্ষ্য। এ নিবেন্ধ দাবি করা হয় যে, পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতা-বিভাগ কার্যতঃ ব্যর্থ হয়েছে, কারণ সংবাদপত্রসমূহ এ পর্যন্ত সাংবাদিকতা-বিভাগের ডিপ্লোমাধারী কাউকে নিয়োগ করেনি।

অধ্যাপক সিং যদিও সংশ্লিষ্ট তথ্যসমূহ দিয়ে একটি ক্যাটালগ আগেই প্রকাশ করেছিলেন তবু তিনি এ ক্ষেত্রে সঙ্গে সঙ্গে সবাইকে জানিয়ে দিলেন তাঁর এক গাদা ছাত্র বিভিন্ন সংবাদপত্রে তো কাজ করছেই, এমনকি টাইমস পত্রিকাতেও তাঁর কিছু ছাত্র কর্মরত রয়েছে।

সংশয়বাদীদের জবাবে

যাঁরা বলে থাকেন বিশ্ববিদ্যালয়ে সাংবাদিকতা-শিক্ষা শুধু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বা অন্য কিছু দেশে কার্যকর, ভারতে এটা কোনো কাজে আসবে না তাঁদের অনেক জবাব দেওয়া যায়।

প্রথমত ভারতের যেসব সাংবাদিক বা শিক্ষাবিদ উল্লিখিত সংশয়বাদী মনোভাব প্রকাশ করে থাকেন, খোঁজ নিয়ে দেখা গেছে সাংবাদিকতা-শিক্ষার ক্ষেত্রে তাঁদের নিজের দেশে কি করা হয়েছে তা সাধারণভাবে তাঁরা জানেনেই না ; বিদেশে এ সম্বন্ধে কি হয়েছে সে সম্পর্কে তাঁরা খোঁজ রাখেন বটে কিন্তু সে জ্ঞানও একান্তই সীমিত। তাঁরাই সাংবাদিকতা-শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান বলতে বড় জোর বৃত্তিমূলক বিদ্যালয় মনে করে থাকেন। তাঁরা জানেন না যে, সাংবাদিকতাশিক্ষায় রয়েছে গবেষণাধর্মী বিশেষত্ব আত্মপ্রকাশের সুবিধা, ছাত্রদের নূতনভাবে গড়ে নেওয়ার সুবিধা, যোগাযোগ-মাধ্যমসমূহের যথোপযুক্ত ব্যবহার এবং সামগ্রিক শিক্ষাগত অভিজ্ঞতাকে ছাত্রদের নিকট আরও অর্থবহ ও আকর্ষণীয় করে তোলার সুযোগ।

অবশ্য, বিরোধীদের সকল যুক্তি ভিত্তিহীন নয়। তাঁদের প্রবল যুক্তিটি হচ্ছে ভাষাগত অসুবিধার প্রশ্ন। হিন্দী ভাষা আস্তে আস্তে শিক্ষা, সরকার-পরিচালনা ও ব্যবসায়ে ইংরেজি ভাষার জায়গা দখল করছে। তবু ভারতের অধিকাংশ লোকের পক্ষে তাঁদের আঞ্চলিক ভাষার সঙ্গে হিন্দী ভাষা রপ্ত করে নিতে অনেকদিন লেগে যাবে। 'দি টাইমস অব ইন্ডিয়া' দিল্লী সংস্করণের সম্পাদক থাকাকালে ভারতের সাংবাদিকতা-শিক্ষা প্রসারের বিশেষ অনুরাগী

---

[৫]. অল ইন্ডিয়া ইনস্টিটিউট অব জার্নালিজম প্রতিষ্ঠা সম্পর্কিত সাব-কমিটির রিপোর্ট, অল ইন্ডিয়া নিউজপেপার এডিটরস কনফারেন্স, ১৯৪৯।

www.pathagar.com

হলেও ডি. আর. মানকেকড় পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতা-বিভাগের ছাত্রদেরকে বলেছিলেন যে, " . . . . . . কেউ যদি ভাবতে সাংবাদিকতার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে বলেন তা হলে তিনি সে-ক্ষেত্রে ইংরেজি সাংবাদিকতার ভবিষ্যৎকে বুঝিয়ে থাকেন না। আসলে যতো ভালো কিছুই হয়ে থাক না কেন, ইংরেজি সাংবাদিকতার দিন ফুরিয়েছে। এখন সকল ভবিষ্যৎ লুকিয়ে রয়েছে ভারতীয় ভাষার সাংবাদিকতায়, বিশেষ করে হিন্দী-মাধ্যম সাংবাদিকতায়। সম্ভবতঃ আগামী ৫০ বছরের মধ্যে হিন্দী যখন নিখিল ভারতীয় ভাষা হিসেবে স্থান করে নেবে, তখনই কেবল ছয়ের অঙ্কে ভারতীয় সংবাদপত্রের প্রচার বাস্তবায়নের জন্যে আমাদের লালিত স্বপ্ন শেষ পর্যন্ত রূপায়িত হবে।"[৬]

এ কথা সত্যি কলেজ পর্যায়ে যেসব ছাত্র সাংবাদিকতার মৌলিক কৌশল সম্পর্কে শিক্ষালাভ করেছেন, ভারতের সকল রাজ্যের বা ভাষা-ভাষী অঞ্চলের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ সাংবাদিকতা-শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করেন তা হলে ঐসব ছাত্র আরও সহজে সাংবাদিকতার শিক্ষা গ্রহণ করতে পারবেন। পুরোপুরি ইংরেজি ভাষায় বা অন্য কোনো একটি বিশেষ ভাষায় সাংবাদিকতা শিক্ষাদানের যেসব শিক্ষাক্রম চালু রয়েছে তাতে ইংরেজি বা উল্লিখিত অন্য ভাষায় অপর্যাপ্ত দখলসম্পন্ন অথচ সাংবাদিকতায় দারুণ প্রতিভাধর ছাত্ররা এই শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হন। তা ছাড়া, কয়েকটি আঞ্চলিক ভাষায় ভালো দক্ষতার প্রয়োজন সাংবাদিকতার এমন চাকুরী বা দায়িত্ব পালনে উল্লিখিত শিক্ষাক্রমের গ্র্যাজুয়েটরা সক্ষম নন। ফলতঃ বর্তমান সাংবাদিকতা শিক্ষা-ব্যবস্থা বাধাগ্রস্ত বলা চলে। দৃষ্টান্ত হিসেবে উল্লেখ করা যায় যে, মলয়ালমভাষী একজন সাংবাদিকতার ছাত্র নাগপুর বা নয়াদিল্লীতে প্রয়োজনীয় শিক্ষানবিশী করতে পারেন না, কারণ নাগপুর বা নয়াদিল্লী থেকে মলয়ালম ভাষায় কোনো কাগজ প্রকাশিত হয় না। সমস্যাটি গুরুতর সন্দেহ নেই। কিন্তু তবু এ সমস্যার একটা সমাধান খুঁজে বের করা অসম্ভব নয়। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতা-বিভাগে ও উদ্দেশ্যে অভিজ্ঞ সাংবাদিকদের পরিচালনায় অন্ততঃ কয়েকটি প্রধান আঞ্চলিক ভাষায় আঞ্চলিক বিভাগ খোলা যেতে পারে।

ভারতে বৃটিশ মালিকানাধীন একমাত্র পত্রিকা দিল্লী ও কোলকাতা থেকে প্রকাশিত 'দি স্টেটসম্যান' পত্রিকার সম্পাদক থাকাকালে মি. ই. বি. ব্রুক (E. B. Brook) সাংবাদিকতা পেশাজীবী মহল থেকে সাংবাদিকতা-শিক্ষা সম্পর্কে দ্বিতীয় আপত্তি তুলে বলেছিলেন, 'আমার আশঙ্কা, বড় সমস্যা হবে, সাংবাদিকতায় যাঁরা শিক্ষা গ্রহণ করবেন তাঁরা উপযুক্ত চাকুরী পাবেন না।'[৭]

তাঁর এই অভিমতের ভিত্তি হচ্ছে এই যে, তিনি জানতেন সব ধরনের ও সব ভারতীয় ভাষায় ও ইংরেজীতে ভারতে মোট ৮,৫০০ সংবাদপত্র ও সাময়িকী প্রকাশিত হচ্ছে এবং এ

---

৬. ডি. আর. মানকেকড় 'পোস্ট ইন্ডিপেন্ডেন্স ট্রেন্ডস ইন ইন্ডিয়ান জর্নালিজম'। ১৯৫০ সালের ১৪ জুলাই নয়াদিল্লীতে পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতা-বিভাগের চতুর্থ সাংবাদিকতা দিবস সম্মেলনে তাঁর সভাপতির ভাষণের বিবরণী।

৭. গ্রন্থকারের নিকট লিখিত পত্র, ১৮ এপ্রিল, ১৯৫২।

www.pathagar.com

দেশের অধিকাংশ পত্রিকার প্রকাশনা সম্বন্ধে মাত্র একজনই সবকিছু করে থাকেন। অর্থাৎ ঐসব পত্রিকার কোনো কর্মী নেই। অবশ্য ১২টি কেন্দ্রবিশিষ্ট অল ইন্ডিয়া রেডিও তাদের সংবাদ-পরিবেশন ক্ষেত্রকে ক্রমাগতভাবে সম্প্রসারিত করে চলেছেন, বিভিন্ন বাণিজ্য-সাময়িকী ও আন্যান্য বিশেষ বিষয়ক পত্রিকার প্রকাশনা বিপুলভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে, জনসংযোগ ও প্রচার-ব্যবস্থায় বিকাশ লাভ করছে, সংবাদ-প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা বাড়ছে, বয়স্করা যাঁরা সদ্য অক্ষরজ্ঞান লাভ করলেন তাঁদের জন্যে সাংবাদিকতাধর্মী বিশেষ পাঠ্য-উপকরণ তৈরীর সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে এবং অন্যান্য অ-সাংবাদিকতাসুলভ আরও অনেক সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে যেসব ক্ষেত্রে সাংবাদিকসুলভ দক্ষতার প্রয়োজন। মি. বুক অবশ্য এসব দিক ভেবে দেখেননি।

সাংবাদিকতা-শিক্ষা সংক্রান্ত তৃতীয় আপত্তিটি আরও সহজে খণ্ডন করা যায়। আপত্তিমূলক যুক্তিটি হচ্ছে এই যে, সাংবাদিকতা পেশায় বেতনক্রম তুলনামূলকভাবে কম, কাজের পরিবেশও নিম্নস্তরের এবং পেশাদার সাংবাদিকদের তেমন কোনো ভবিষ্যৎ নেই। সংবাদপত্র ও সাময়িকীর ক্ষেত্রে কথাটি সত্যিই প্রযোজ্য। শ্রী ইউ. ভাস্কর রাও যখন দিল্লী থেকে প্রকাশিত 'দি ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস'-এর সম্পাদক, তখন একবার তিনি পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতা-বিভাগের ছাত্রদেরকে আরাম ও বিলাসী জীবনের কল্পনা করতে নিষেধ করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, ' এ কাজ অত্যন্ত কঠিন, কিন্তু এর ভাবগত পুরস্কার অত্যন্ত তৃপ্তিদায়ক। অবশ্য পরিতাপের বিষয় হলেও এ কথা সত্যি যে এই পেশায় আর্থিক প্রাপ্তিযোগ খুব বেশি কিছু নয়। সাংবাদিকতার কর্মজীবন সংগ্রামের, কঠোর তপশ্চর্যার (asceticism-এর), এমন কি কোনো কোনো ক্ষেত্রে নিদারুণ দারিদ্র্যের জীবন"।[৮]

তবে যাঁরা প্রতিভাবান ও উচ্চাকাঙ্ক্ষী তাঁদের অনেকের জন্যেই সাংবাদিকতা-জীবনের উল্লিখিত প্রতিকূলতা কোনো অনতিক্রম্য বাধা নয়। তাঁরা তাঁদের স্বনির্বাচিত পেশায় টিকে থাকার জন্যে প্রায় যে-কোনো দুঃখ-কষ্টকে বরণ করে নেন। সাংবাদিকদের পেশাগত অবস্থার উন্নতিও ঘটছে। সকল স্তরের সাংবাদিকগণ আগের থেকে এখন আরও সংঘবদ্ধ হয়েছেন এবং তাঁরা কার্যরত সাংবাদিকদের নিখিল ভারত ফেডারেশন গঠন করেছেন। এর দরুন আবার বিভিন্ন আঞ্চলিক সাংবাদিক সংগঠনও গঠিত হয়েছে। এসব সংগঠন তাদের সদস্যদের প্রশিক্ষণ দেওয়ার জন্যে বলেছে। এ ছাড়াও যে-কংগ্রেস দলের সর্বসম্মত নীতি ও কর্মপন্থার গুণে স্বাধীনতা-সংগ্রামের সফল সমাপ্তি ঘটেছে সে-সংগ্রাম এখন নেই, কংগ্রেস দলও এখন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ; কাজেই শাসকদলের উপর কিছু সমাজ-সংস্কারমূলক পদক্ষেপের জন্যে যে চাপ দেওয়া হচ্ছে, সেগুলো বাস্তবায়িত হলে, সাংবাদিকরাও উপকৃত হবেন।

সাংবাদিকতা-শিক্ষার ভবিষ্যৎ

'হিন্দুস্থান টাইমস' পত্রিকার পরলোকগত ব্যবস্থাপক-সম্পাদক (managing editor) শ্রী দেবদাস গান্ধী তাঁর কয়েকটি বক্তৃতা ও নিবন্ধে উল্লেখ করেছিলেন যে, নিরক্ষরতার হার বেশ

---

৮. ১৯৫২ সালের ১৪ জুলাই নয়াদিল্লীতে পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতা-বিভাগের চতুর্থ সাংবাদিকতা-দিবস সম্মেলন শ্রী ইউ. ভাস্কর রাও প্রদত্ত উদ্বোধনী ভাষণ।

www.pathagar.com

উল্লেখযোগ্যভাবে কমে যাচ্ছে এবং এই সঙ্গে নিউজপ্রিন্ট আবার আগের মতো। পর্যাপ্ত পরিমাণে পাওয়া গেলে ভারতে প্রকাশনার চাহিদা বিশেষভাবে বেড়ে যাবে। বিশেষ করে পত্র-পত্রিকার চাহিদা উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বাড়বে, প্রচারও উন্নত হবে। তাঁর মতে পত্র-পত্রিকার জন্যে ব্যাপক চাহিদা সৃষ্টি হবে এবং যখন এটা হবে তখন উন্নতমানের পত্র-পত্রিকা প্রকাশের মাধ্যমে এ চাহিদা মেটাতে হবে। এ জন্যে আবার প্রয়োজন হবে দক্ষতা-সম্পন্ন প্রচুর সাংবাদিক কর্মীর।

ভারতের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের চার-পাঁচটি সাংবাদিকতা-বিভাগ ও শিক্ষাক্রম উল্লিখিত চাহিদা মেটাতে মোটেই সক্ষম হবে না। সাংবাদিক-কর্মীর ভবিষ্যৎ চাহিদা শুধু ব্যাপকভাবে বেড়ে যাবে বলেই নয়, হিন্দী ভাষার প্রসার ও অধিকাংশ সাংবাদিককেই দু'টি ভাষায় জ্ঞান রাখতে হবে বলেও সমস্যা আরও জটিল আকার ধারণ করবে।

আপাতঃ দৃষ্টে মনে হয়, ভারতের বিভিন্ন প্রধান ভাষাভাষী অঞ্চলে বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের সঙ্গে সংযুক্ত ২৫টি সাংবাদিকতা-বিভাগ ও স্কুল খোলার পরিকল্পনা নেওয়া উচিত। হিন্দী, মারাঠী, উর্দু, বাংলা, মলয়ালম, গুজরাটী, তেলেগু ও তামিল ভাষার মাধ্যমে পরিচালিত সাংবাদিকতা এতো শক্তিশালী ও উন্নত যে এসব ভাষার সংবাদপত্রের অস্তিত্ব ভারতে বহুদিন ধরে বজায় থাকবে। বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজি ও হিন্দী ভাষার মাধ্যমে সাংবাদিকতা-শিক্ষা সাংবাদিকদেরকে বিভিন্ন কাজের জন্যে প্রস্তুতি নিতে সহায়ক হবে বটে, তবু তা মাতৃভাষায় সাংবাদিকতা-শিক্ষার মতো সুফলদায়ক হবে না।

হিসলোপ কলেজে এই যুক্তির সমর্থনে নজীর তৈরি হয়েছিলো। ভারতে আসার বহু আগে আমি ভারতে সংবাদক্ষেত্রের ইতিহাস সম্পর্কে উদ্যোগী হয়েছিলাম। এ সম্পর্কে সব চাইতে ভালো যে বইটি আমি খুঁজে পেয়েছিলাম তা হচ্ছে মার্গারিটা বার্নসের (Margarita Barns-এর) লেখা 'দি ইন্ডিয়ান প্রেস'। তবুও বইটি তেমন কাজের ছিলো না। কারণ, ভারতের সংবাদ-ক্ষেত্র সম্পর্কে লেখা অন্যান্য বইগুলোর মতো এই বইটিতেও প্রধানতঃ তখনকার সংবাদক্ষেত্র ও সরকারের মধ্যে দ্বন্দ্বের কথাই স্থান পেয়েছে বেশি এবং যে বিবরণ বইটিতে রয়েছে তা শুধু ১৯৩০-এর দশকের। উক্ত বইতে সংবাদক্ষেত্রের প্রয়োগ-কৌশল বা পেশাগত উন্নতির মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় অবহেলিত হয়েছে।

অবশ্য কলেজের গ্রন্থাগারিক একদিন একটা কাজের বই নিয়ে এলেন বলে আমার ধারণা। ভারতের সংবাদক্ষেত্র কি ভূমিকা পালন করেছে সে সম্বন্ধে সাধারণ সমীক্ষার জন্যে বইটি তুলনামূলকভাবে বেশ সহায়ক। শ্রী ভি কে. জোশী (V. K. Joshi) ও শ্রী আর. কে, লীলী (R. K. Lele) রচিত "হিস্ট্রি অব নিউজপেপার্স" নামক এই বই ১৯৫১ সালে বোম্বাইতে প্রকাশিত হয়। কিন্তু বইটি মারাঠী ভাষায় রচিত বলে হিসলোপ কলেজের সাংবাদিকতা-বিভাগের মার্কিন অধ্যাপকগণ তো বটেই উপরন্তু তাঁদের বিভিন্ন ক্লাসের অর্ধেকেরও বেশি ছাত্র তা পড়তে পারেননি। কারণ, ছাত্ররা এসেছিলেন ভারতের বিভিন্ন রাজ্য থেকে। পাঞ্জাব, কোলকাতা ও মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতার ছাত্ররা তো এই বই ব্যবহার করতে গিয়ে আরও বেশি অসুবিধায় পড়বেন তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

www.pathagar.com

এর আগে, যে পঁচিশটি সাংবাদিকতা-শিক্ষা স্কুল ও বিভাগ প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব আমি করেছি তা বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয়, কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারসমূহ এবং বিভিন্ন সাংবাদিক-সংগঠনের সহযোগিতায় সংগঠিত করতে হবে। উল্লিখিত প্রস্তাব বাস্তবায়িত করা এ কারণে সম্ভব যে, ভারতের শিক্ষিতের হার বাড়ছে, নিউজপ্রিন্ট কাগজের সরবরাহও স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসছে, ভারতের সাংবাদিক-সংগঠনসমূহ শক্তিশালী হয়ে উঠছে এবং জাতীয় পর্যায়ে এদের ভূমিকা সম্প্রসারিত হচ্ছে। তা ছাড়া, সাংবাদিকতা-শিক্ষা দেওয়ার মতো যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তিরও এখন অভাব নেই।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বেলায় যেমন ঘটেছে ঠিক তেমনি এ ধরনের সুসজ্জিত ও পূর্ণাঙ্গ স্কুল ও বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতা-বিভাগ সংবাদপত্রের মান ও সাংবাদিকদের কর্ম-পরিবেশ উন্নত করবে এবং ছাত্র, পেশাদার সাংবাদিক ও পাঠকদের শিক্ষাগত পটভূমি সমৃদ্ধ করবে।

অবশ্য এসব স্কুল ও সাংবাদিকতা-বিভাগগুলো কি শিক্ষা দেবে না দেবে সে বিষয়ে সাংবাদিকতা-শিক্ষক এবং যে পেশাদার সাংবাদিক বিশ্ববিদ্যালয়ে সাংবাদিকতা-শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করেন তাঁদের মধ্যে যুক্তিসঙ্গতভাবে মত-পার্থক্য রয়েছে।

এ পর্যন্ত ভারতে দু'রকম শিক্ষাক্রম চালু রয়েছে সাংবাদিকতা-শিক্ষার জন্যে। একটিতে (পাঞ্জাব, নাগপুর) সাংবাদিকতায় প্রয়োগগত দিক সম্পর্কে প্রস্তুতির উপর জোর দেওয়া হয়। এ শিক্ষাক্রম সকলের বোধগম্য ও সহজেই আয়ত্ব করে নেওয়া যায়। এ ধরনের স্নাতক কার্যক্রম কতোটা সাফল্য লাভ করবে তা সংশ্লিষ্ট ছাত্রের শিক্ষাগত ও অন্যান্য পটভূমিকার উপর নির্ভরশীল। দ্বিতীয় শিক্ষাক্রমে (মাদ্রাজ ও কোলকাতা) সাংবাদিকতা সংক্রান্ত শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে আইন; ইতিহাস ও অর্থনীতি পাঠের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। তবে, ভারতের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রয়োজন মেটানোর জন্যে উল্লিখিত দুটি শিক্ষাক্রমের কোনোটাই পর্যাপ্ত নয়। কারণ, উভয় শিক্ষাক্রমের অধীনেই ছাত্ররা প্রয়োগকৌশলগত দিক থেকে অপর্যাপ্ত শিক্ষালাভ করে এবং সাধারণত সাংবাদিক হিসেবে পারদর্শিতা লাভ করতে হলে যেসব সাধারণ বিষয়ে ভালো দখল থাকা দরকার তা-ও অর্জন করা সম্ভব নয়।

ভারতীয় ছাত্রদের পক্ষে রাষ্ট্রবিজ্ঞান, মনোবিদ্যা, অথবা সমাজ-বিজ্ঞান পাঠ ছাড়াই স্নাতক ডিগ্রী অর্জন করা সম্ভব। অথচ আধুনিক সাংবাদিকতায় সুষ্ঠু প্রস্তুতি নিতে হলে, উল্লিখিত বিষয়গুলো সম্পর্কে জ্ঞান থাকা একান্ত জরুরী। বিশেষ করে ভারতের মতো দেশে যেখানে সামাজিক উন্নয়ন একটা গতিশীল বিষয় সেখানে এর প্রয়োজন সর্বাধিক। ভারতের ছাত্রগণ যাঁরা সাংবাদিকতায় পড়াশুনা করেন তাঁরা প্রকৃতপক্ষে সাংবাদিকতার মূল বিষয়ে জ্ঞান লাভ না করেও শুধু বড়জোর সাংবাদিকতায় ব্যবসায়গত দিক সম্পর্কে অভিজ্ঞতা লাভ করেই ডিপ্লোমা লাভ করতে পারেন।

মুদ্রণ ও অক্ষরবিদ্যা, সংবাদ-চিত্র গ্রহণ বেতার ও টেলিভিশন-সাংবাদিকতা বিশেষজ্ঞিত (specialized) সাংবাদিকতা এবং সংবাদ ও যোগাযোগ-সংক্রান্ত গবেষণার বিষয়ে যৎসামান্য ব্যবহারিক শিক্ষা তাঁরা পেয়ে থাকেন। ভারতের সাংবাদিকতায় শিক্ষাদান স্নাতকোত্তর পর্যায়ে

www.pathagar.com

অনুষ্ঠিত হলেও খুব কম ছাত্রই স্নাতক পর্যায়ের যোগ্যতা অর্জন করে থাকেন। তাই, সাংবাদিকতা শিক্ষাদান যদি এভাবে চলতে থাকে 'তা আদৌ কখনো গুরুত্ব লাভ করবে না।

সাংবাদিকতায় শিক্ষাদান অবস্নাতক পর্যায়ে (under graduate level-এ) প্রথম বা দ্বিতীয় বর্ষে শুরু হলেই ভালো হয়।

অবশ্য এর অর্থ এই নয় যে, শুধু এক নাগাড়ে চার বছর ধরে সাংবাদিকতা পাঠ করতে হবে। বরং এর সদর্থ হচ্ছে এই যে, ছাত্রগণ সাধারণ স্নাতক ডিগ্রী লাভের জন্য পড়াশুনা করবেন, কিন্তু তাঁদের স্নাতক শিক্ষাক্রম এমন সতর্কভাবে রচিত হতে হবে যে তাঁরা যেন জীবনের সকল পর্যায়ের প্রয়োজনীয় সকল বিষয়ে সাধারণভাবে ব্যাপক শিক্ষালাভ করে। এ ছাড়া, এই সঙ্গে সাংবাদিকতার নির্বাচিত কিছু বিষয়ও তাঁদের পাঠ্যের সঙ্গে যুক্ত থাকবে। এই বিষয়গুলোর যে-কোনো একটা বা দুটো বিষয় অবস্নাতক পর্যায়ের মোট চার বছরের একেক বছরে পড়ানো হবে এবং চার বছরের পাঠক্রম রচিত হবে এভাবে ঃ

প্রথম বর্ষ ঃ ভাষা, প্রাকৃতিক বিজ্ঞান, গণিত-শাস্ত্র, সমাজবিজ্ঞান ও সাংবাদিকতা সম্পর্কে পরিচিতমূলক একটি পাঠক্রম। (সবশেষে উল্লিখিত বিষয়টি প্রথম বছর সপ্তাহে এক-দু'বার অনিয়মিত ক্লাশ হিসেবে পড়ানো চলবে।

দ্বিতীয় বর্ষ ঃ এই বছরে অর্থনীতি ও বিভিন্ন সমাজবিজ্ঞানসহ সাধারণ পাঠ্যবিষয়সমূহ পড়ানো অব্যাহত থাকবে। বিভিন্ন ভাষা, শিল্পকলা ও বিজ্ঞান এবং সেই সঙ্গে সংবাদ-প্রতিবেদন রচনা ও লেখা (সংবাদপত্রে যেভাবে করা হয় সেভাবে নয়) এবং মুদ্রণ ও অক্ষরবিদ্যা সম্পর্কে সাংবাদিকতা শিক্ষা দিতে হবে।

তৃতীয় বর্ষ ঃ এই বছরে সাধারণ বিষয় সম্পর্কে এবং সেই সঙ্গে পৌরসংগঠন, সরকার ও সাংবাদিক-আইন সম্পর্কে জ্ঞান থাকা অবশ্যই বাঞ্ছনীয়। শুধু তাই নয়, সম্পাদনা, নিবন্ধ-রচনা, ইতিহাস এবং সাংবাদিকতার সমস্যাবলী সম্পর্কে প্রয়োগগত (technical) ও অপ্রয়োগগত (nontechnical) শিক্ষাক্রম একান্ত আবশ্যক। সাংবাদিকতা ও আরও কিছু স্বাধীনভাবে বাছাই করার যোগ্য বিষয় ছাত্ররা গ্রহণ করতে পারেন।

চতুর্থ বর্ষ ঃ সাধারণ পাঠের এখানেই সমাপ্তি এবং এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থাকবে বিশেষজ্ঞিত সাংবাদিকতা, সাংবাদিকতার ব্যবসায়গত দিক, সমসাময়িক ঘটনাবলী ও সাংবাদিকতা-সংক্রান্ত আইন।

উল্লিখিত শিক্ষাক্রমে শতকরা ২৫ ভাগের বেশি সাংবাদিকতার বিষয় থাকা উচিত নয়। এতে করে এই বিষয়টি নিশ্চিত করা যাবে যে, ছাত্রগণ মৌলিক ও সাধারণ বিষয়ে ভালোভাবে অবহিত হতে পারবেন। শর্টহ্যান্ড ও টাইপরাইটিং শেখা ব্যবহারিক বিষয় হিসেবে আরও জরুরি। কিন্তু বিষয় দুটো ব্যক্তিগতভাবে অন্যত্র থেকে শিখে নিতে হবে। তা ছাড়া, হাতে-কলমে সাংবাদিকতা সম্পর্কে অভিজ্ঞতা লাভের জন্যে একটা নির্দিষ্ট সময় শিক্ষাক্রমের অন্তর্ভূক্ত হতে হবে।

www.pathagar.com

এ ধরনের শিক্ষাক্রম চালুর ফলে ভারতের সাংবাদিকতায় স্নাতক ডিগ্রী অথবা সাংবাদিকতাসহ কিছু সমাজবিজ্ঞান-পাঠ প্রধান একটি সাধারণ স্নাতক ডিগ্রী তথা একটি নূতন ডিগ্রী প্রবর্তিত হবে। ছাত্ররা যাঁরা উল্লিখিত যে-কোনো ডিগ্রীর অধিকারী হবেন কিংবা কলেজের নিয়মিত ডিগ্রীধারী পেশাদার সাংবাদিক যাঁরা উচ্চতর প্রশিক্ষণ লাভের অভিলাষী, তাঁরা পরবর্তীকালে ডিগ্রী লাভের জন্যে সত্যিকারভাবে লেখা-পড়া করার উদ্দেশ্যে ভারতের সব কটি বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্বাচিত কয়েকটি (যেখানে অবস্নাতক পর্যায়েরও সাংবাদিকতা শিক্ষাক্রম চালু রয়েছে) ভর্তি হতে পারবেন। এ ধরনের উচ্চতর পর্যায়ের সাংবাদিকতা-বিভাগ ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে এমনভাবে ছড়িয়ে দিতে হবে যাতে সকল অঞ্চলের ছাত্র সহজে উচ্চতর পর্যয়ে সাংবাদিকতা শিক্ষালাভের সুযোগ পান। ছাত্রদের শিক্ষা ও পাণ্ডিত্যগত পটভূমিকা অনুযায়ী এই স্নাতক শিক্ষাক্রম ভিন্নতরভাবে ক্রিয়াশীল হবে।

অবস্নাতক পর্যায়ে, সাংবাদিকতা সম্পর্কিত যেসব উচ্চতর পর্যায়ের পাঠ শুরু হয়েছিলো উল্লিখিত সাংবাদিকতা-বিভাগ ও স্কুলের স্নাতকগণ পরে সাংবাদিকতায় বিভিন্ন পর্যায় সম্পর্কে উচ্চতর পাঠের এক থেকে দু'বছরকাল নিয়োজিত থাকবেন। এ সময়ে তাঁরা সাময়িকী সাংবাদিকতা, সাংবাদিকতার ব্যবসায়গত দিক অথবা গবেষণা পর্যায়ে তাঁদের অধ্যয়ন কেন্দ্রীভূত রাখতে পারেন। এ কাজের অংশ হিসেবে যাঁরা গবেষণা-প্রবন্ধ রচনা করবেন তাঁরা তাঁদের ঐ কাজের স্বীকৃতিস্বরূপ মাস্টার ডিগ্রী লাভ করবেন। তাঁদের উল্লিখিত গবেষণাধর্মী কাজে দু'বছর ব্যয় হবে। যাঁদেরকে অ-গবেষণামূলক ও গবেষণামূলক মাস্টার ডিগ্রী দেওয়া হবে তাঁদের ঐ ডিগ্রী যথাক্রমে সাংবাদিকতায় কলা-বিভাগীয় মাস্টার ডিগ্রী এবং বিজ্ঞান-বিভাগীয় মাস্টার ডিগ্রী নামে অভিহিত হবে।

স্বীকৃতিপ্রাপ্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকগণ যাঁরা কলেজে সাংবাদিকতায় উচ্চতর শিক্ষাক্রম গ্রহণ দুই থেকে তিন বছর সময় অতিবাহিত করবেন। সরকার, আইন ইতিহাস, অর্থনীতি সমাজবিজ্ঞান ও উল্লিখিত অন্যান্য বিষয়ে যদি তাঁদের যথেষ্ট পড়াশুনা না থাকে তা হলে গবেগণামূলক প্রবন্ধ রচনার সাপেক্ষে দুই থেকে তিন বছরের মেয়াদে তাঁদেরকে মাস্টার ডিগ্রী দেওয়া হবে।

স্বীকৃতিপ্রাপ্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকগণ যাঁরা সাংবাদিকতা পড়েননি অথচ প্রতিষ্ঠিত সংবাদপত্র অথবা সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে পাঁচ বছরের পেশাগত অভিজ্ঞতার অধিকারী তাঁরা এক থেকে দু'বছরের শিক্ষাক্রম শেষ করার পর মাস্টার ডিগ্রী লাভের অধিকারী হবেন। এই ডিগ্রী লাভ করতে তাঁদের কতোটুকু সময় লাগবে তা নির্ভর করবে বিভিন্ন সাধারণ বিষয়ে তাঁদের জ্ঞানের পরিধি এবং তাঁদের পেশাগত কাজকে সাংবাদিকতা শিক্ষাদানমূলক ক্লাশের পরিবর্তে কতোটুকু গ্রহণ করা যায় তার উপর। (ব্যবহারিক ধরনের পরীক্ষার মাধ্যমে উল্লিখিত মেয়াদ নির্ধারিত হবে।)

এই ধরনের শিক্ষাক্রম চালু হতে হতে আমার মনে হয়, হিন্দী ভারতের জাতীয় ভাষা হিসেবে প্রায় সর্বাঙ্গীন প্রতিষ্ঠালাভ করবে এবং এই ভাষার মাধ্যমে উচ্চতর শিক্ষাদানও সম্ভব হয়ে উঠবে।

www.pathagar.com

অবশ্য এসবের জন্য প্রয়োজনীয় পূর্বশর্ত হলো কর্মী ও সরঞ্জাম। এই কারণেই সাংবাদিকতা স্কুলগুলো এমন সব বড় বড় শহরের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের সঙ্গে সংযুক্ত থাকা উচিত যেসব শহরের সংবাদক্ষেত্র, মুদ্রণব্যবস্থা ও বেতারসম্প্রচার বিকাশ লাভ করেছে। কারণ, এর ফলে ছাত্রদের পক্ষে একটা স্বভাবগবেষণাগারের। (living laboratory-এর) সুযোগ লাভ করা সম্ভব হবে।

সাংবাদিকতা-শিক্ষার অবস্নাতক পর্যায়বিশিষ্ট একটি স্কুলের বার্ষিক পরিচালনা ব্যয় লাখ পঞ্চাশ হাজার টাকা বলে হিসেবে করা হয়েছে। চার বা পাঁচজন পূর্ণকাল-শিক্ষক, সাংবাদিকতা পেশায় নিযুক্ত কিছু সংখ্যক খণ্ডকালীন শিক্ষক, সংশ্লিষ্ট বিষয়ের একটি ছোট গ্রন্থাগার, বিভিন্ন জিনিসপত্র ও অন্যান্য মৌলিক খরচের জন্যে এই অর্থের প্রয়োজন হবে।

উল্লিখিত পরিকল্পনা শুনতে স্বপ্নের মতো মনে হলেও বহু দেশেই এই স্বপ্ন বাস্তবে পরিণত হয়েছে। ভারতেও যে তা হবে না এমন কোনো কথা নেই।

www.pathagar.com

পঞ্চম খণ্ড

পূর্বাভাস

FORECAST

www.pathagar.com

www.pathagar.com

১৬

ভারতে সাংবাদিকতার ভবিষ্যৎ
(THE FUTURE OF INDIAN JOURNALISM)

— কে. পি. নারায়ণন

ভারতের সংবাদক্ষেত্র বিরাট সম্ভাবনাময়। স্বাধীনতার পর সামান্য কয়েক বছরে ভারতের সংবাদপত্র-শিল্প যে অগ্রগতি সাধন করেছে তা উল্লিখিত সম্ভাবনারই সূচক। প্রেস-কমিশনও তাই যথার্থই বলেছেন যে ভারতে সংবাদপত্র-শিল্পের ভবিষ্যৎ অত্যন্ত উজ্জ্বল। শুরু জনসাধারণের আয় বৃদ্ধিই নয়, শিক্ষার প্রসার, গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানসমূহের ব্যাপক বিকাশ ও 'লোক' বিষয়ে ব্যাপক চেতনার পরিপ্রেক্ষিতে ভারতের সংবাদক্ষেত্র তুলনামূলকভাবে ব্যাপক সম্প্রসারণের দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়ে আছে।

ভারতের বর্ধিষ্ণু অর্থনীতি বলিষ্ঠতার সঙ্গে স্বয়ম্ভরতার পর্যায়ে উন্নীত হতে চলেছে। দুটি পাঁচসালা পরিকল্পনার সফল পরিসমাপ্তি ঘটেছে। ১০,২০০ কোটি টাকা ব্যয়সাপেক্ষ তৃতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনাটিও নিঃসন্দেহে এক বিরাট পদক্ষেপ[১]। 'অভাব'-এর বিরুদ্ধে এসব বিরাট পরিকল্পিত 'যুদ্ধের' দরুন অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নয়ন, শিক্ষিতের হার বৃদ্ধি ও রাজনৈতিক চেতনা প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে ভারতে সংবাদপত্রের সংখ্যা ও প্রচার বাড়তে বাধ্য।

মহাযুদ্ধের পর, বিশেষ করে ভারত স্বাধীনতা পাওয়ার পর সংবাদপত্রের প্রচার বেশ সন্তোষজনকভাবে বেড়ে গেছে। ১৯৫৪ সালের প্রেস-কমিশনও বিষয়টি তাঁদের প্রতিবেদন উল্লেখ করেছেন। এবং স্বাগত জানিয়েছেন। ভারতের সংবাদপত্রসমূহের রেজিস্ট্রার তাঁর ১৯৬১ সালের প্রতিবেদনে উল্লেখ করেছেন ১৯৫৯ সালে যেখানে সংবাদপত্রের মোট সংখ্যা ছিলো ৭, ৫৬১ সেখানে ১৯৬০ সালে এই সংখ্যা ৮,০২৬-এ উন্নীত হয়। সংবাদপত্র-রেজিস্ট্রারের সংগৃহীত আরও তথ্য অনুযায়ী ৪, ৬৫১-টি সংবাদপত্রের মোট প্রচার-সংখ্যা ছিলো ১,৮২,১৯ ০০০।

ভারত যখন স্বাধীন হয়, বিশেষ করে তখনকার তুলনায় সংবাদক্ষেত্রের দ্রুত ক্রমবিকাশ জন সমর্থনপুষ্ট রাষ্ট্রপরিচালনা সম্পর্কে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। ভারতের স্বাধীনতা-পরবর্তী ১৫ বছর এবং দুটি পাঁচসালা পরিকল্পনা মেয়াদে অন্যান্য ক্ষেত্রে উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বের বিভিন্ন গণতান্ত্রিক দেশের মতো এই বৃহত্তম গণতান্ত্রিক দেশে জনমতের দর্পণ ও জনমত সংগঠনকারি সংবাদপত্রের বিপুল উন্নতি সাধিত হয়েছে।

---

১. পরবর্তী পরিস্থিতি সম্পর্কে অভিমতের জন্য ভূমিকা দ্রষ্টব্য।

www.pathagar.com

সংবাদপত্র-শিল্পের তথা সংবাদক্ষেত্রে উল্লিখিত উন্নতি তুলনামুলকভাবে উল্লেখযোগ্য হলেও যুক্তরাষ্ট্রের মতো অগ্রসর দেশগুলোর সংবাদপত্র-শিল্পের উৎকর্ষের সঙ্গে তা তুলনীয় নয়। ১৯৫৯ সালে মার্কিন তথ্য-সরবরাহ্-কেন্দ্র (USIS) যে বিবরণী তৈরি করেন তাতে দেখা যায় ঐ সময়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ১৮৫৫টি সংবাদপত্রের পাঁচ কোটি ৭০ লক্ষ কপি ১৮ কোটি লোকের মধ্যে প্রচারিত হতো। অথচ সেই তুলনায় ভারতে ৪৩ কোটি লোকের মধ্যে ৩১৮টি সংবাদপত্রের ৪২ লক্ষ কাগজ প্রচারিত হয়ে থাকে।

শুধু তাই নয়, দেশে যেভাবে রাজনৈতিক জাগৃতি আসছে, আর্থিক অবস্থার উন্নতি হচ্ছে বা শিক্ষিতের হার বাড়ছে তার সঙ্গে খবরের কাগজের উল্লিখিত প্রচার বৃদ্ধির হার সঙ্গতিপূর্ণ নয়। দেশের শতকরা ১৬জন অন্তত লেখাপড়া জানেন ধরে নিলেও শিক্ষিতের সংখ্যা সাড়ে ছয়কোটি ও বেশি এবং এ শিক্ষিতের হারও প্রতি বছর কমপক্ষে শতকরা পাঁচভাগ বাড়ার নিশ্চিত সম্ভাবনা রয়েছে। এ কথা সত্যি যে, উল্লিখিত শিক্ষিতদের অনেকেই এখনো স্কুলের ছাত্র এবং তাদেরকে বড়জোর সংবাদপত্রের ভবিষ্যৎ পাঠক হিসেবে বিবেচনা করা যায়। তা ছাড়া, সকল শিক্ষিত ব্যক্তির অনেকেই পত্রিকা কেনার মতো সামর্থ্য রাখেন না। যাহোক, এসব সম্ভাবনার কথা হিসেবে রেখেও ছয়কোটি পাঁচ লক্ষ শিক্ষিতের মধ্যে ৪০ লক্ষ কপি খবরের কাগজ বিক্রীর বিষয়টি নিঃসন্দেহে ভাবো বিষয়। এ ভাবনা আরও উৎকণ্ঠার কারণ হয়ে দাঁড়ায় যখন উপযুক্ত মহল থেকে তথা সংবাদপত্র প্রচার-সংক্রান্ত বিষয়ে রচিত একটি স্মারকপত্রে প্রখ্যাত একটি বিজ্ঞাপন-প্রতিষ্ঠান মন্তব্য করেন যে, 'যেগুলো কার্যত বিলাসের বা বিলাসপণ্যের পর্যায়ে পড়ে, আমাদের দেশের তুলনামূলকভাবে গরীব লোকেরাই সবচেয়ে বেশি ও আশ্চর্যজনক হারে সেগুলোর জন্যে গাঁটের পয়সা খরচ করে থাকেন'। এ দেশে সিনেমা দেখা বা অন্যান্য বিলাসিতা বা আধাবিলাসিত পর্যায়ের ক্ষেত্রে জনসাধারণ যেভাবে খরচ করে থাকেন তা বিবেচনা করলে তো এ কথা মনে হয় না যে, একটা দৈনিক পত্রিকা, এমন কি সামান্য একটা সাপ্তাহিক কাগজ কেনার সামর্থ্যও শিক্ষিত জনসমষ্টির অর্ধেকেরও নেই।

এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খ তদন্ত অনুষ্ঠিত হয়েছে। জাতীয় নমুনা-জরীপে দেখা যায়, শহর ও পল্লী অঞ্চলের পরিবার পিছু খবরের কাগজের জন্যে মাসিক গড় ব্যয় যথাক্রমে ৩০ পয়সার কিছু বেশি এবং তিন পয়সারও কম। জরীপ পরিচালনাকালে মাথা পিছু আয় ছিলো ২৮০ টাকা।

সংবাদপত্রের প্রচারগত অপর্যাপ্ততার জন্যে অনেক কারণের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। যেমন খবরের কাগজের কার্যালয় বেশির ভাগই শহরে, কাগজের বিতরণ-কেন্দ্রগুলোও সেখানে, যোগাযোগ-ব্যবস্থা ভালো নয় এবং বিতরণ ব্যবস্থাও অপর্যাপ্ত। উল্লিখিত কারণে সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের বসতিপূর্ণ গ্রামাঞ্চলে কাগজের প্রচার নগণ্য। খবরের কাগজের প্রচার কার্যত শহরাঞ্চলেই সীমিত।

উল্লিখিত অবস্থানসমূহের পরিপ্রেক্ষিতে প্রেস-কমিশন নৈরাশ্যবাদী উপসংহার টেনে বলেছেন ঃ 'জরীপে যে প্রবণতা প্রকাশিত হয়েছে তা বিবেচনা করে, দৃষ্টান্তস্বরূপ

www.pathagar.com

আনুষ্ঠানিকতাসর্বস্ব কাজে ব্যয়িত মোট অর্থ থেকে এর একটা অংশবিশেষ যদি চিত্ত-বিনোদন, শিক্ষা সংবাদপত্র কিংবা সাময়িকী খাতে ব্যয়ের পথ না করে দেওয়া হয় তা হলে সংবাদক্ষেত্র প্রসারের আশা করা যাবে না।' তবে শুধু এই পদক্ষেপ নিলেই যে সবকিছু হয়ে যাবে তাও নয়। এ কারণেই ডক্টর পারুলীকর (Dr. N. B. Parulekar) ১৯৬১ সালে ইন্ডিয়ান অ্যান্ড ইস্টার্ণ নিউজপেপার সোসাইটির অধিবেশনে সভাপতির ভাষণ-প্রসঙ্গে সুপারিশ করেছিলেন যে, 'সংবাদক্ষেত্রের সংবাদক্ষেত্রকেই নূতন করে তদন্ত করে দেখতে হবে' কি কারণে সংবাদপত্রের বিকাশ বিঘ্নিত হচ্ছে এবং কি এর যথার্থ প্রতিকার। ভারতের সংবাদক্ষেত্রের যে সমস্যা তাতে একটা সুচর্চিত (well-tended) উদ্যানে সার প্রয়োগ করে তাকে আগাছায় আচ্ছন্ন করার ব্যবস্থা করার মতো উদ্ভট আয়োজনের দরকার নেই, বরং সুচর্চিত উদ্যানে শিশুতরু সদৃশ্য সংবাদক্ষেত্রটি যাতে একটা বিরাট মহীরূহ হয়ে গড়ে উঠতে পারে তার উপায় স্থির করা একান্ত প্রয়োজন।

জাতীয় স্বার্থে সংবাদক্ষেত্রের বিকাশ একান্ত জরুরী। ভারতীয় ভাষায় প্রকাশিত সংবাদপত্রসমূহের সম্ভাবনা এ ক্ষেত্রে নিশ্চিতভাবেই সমুজ্জ্বল। এর আগে, একটি বিজ্ঞাপন-প্রতিষ্ঠানের যে স্মারক পত্রিকার নাম উল্লেখ করা হয়েছে তাতে আস্থার সঙ্গে বলা হয়েছে যে, বর্তমানে যে-হারে শিক্ষিতের হার বাড়ছে এবং জীবন-যাত্রার মূল্যমান উন্নত হচ্ছে তাতে ভারতীয় ভাষায় প্রকাশিত পত্রিকাসমূহের প্রচার নিশ্চিতভাবেই ছয়গুণ বাড়বে বলে আশা করা যায়। সংবাদপত্রের পৃষ্ঠপোষকতা যখন বিত্তশালী অবসরভোগী মহলে সীমিত থাকবে না এবং পত্র-পত্রিকাসমূহ যখন সাধারণ মানুষের কথা লিখবে তখন দ্রুত গতিতে ক্রমবিকাশমান ভারতীয় ভাষার সংবাদপত্রসমূহ গণ-আন্দোলনের অপরিহার্য ও ঘনিষ্ঠ অঙ্গ হিসেবে ভূমিকা পালন করবে।

ইংরেজি সংবাদপত্রের স্থান

ভারতের ইংরেজি ভাষায় সাংবাদিকতার ভবিষ্যৎ কি সে সম্বন্ধে আমি আর যাই হোক মোটেই নিরাশবাদী নই। প্রেস—কমিশনের মতে, 'ইংরেজি সংবাদপত্রের প্রচার-বৃদ্ধির সম্ভাবনা নিশ্চিতভাবেই সীমিত'। এ কথা সবটা না হলেও কিছুটা সত্যি। তবু ইংরেজি সংবাদপত্রের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে উল্লিখিত উক্তিতে অযথা সংশয় প্রকাশ করা হয়েছে। ভারতীয় ভাষায় প্রকাশিত পত্র-পত্রিকাগুলোর প্রচারই নয় ইংরেজি ভাষার পত্র-পত্রিকার প্রচারও একইভাবে বেড়ে গিয়েছে । ১৯৬০ সাল নাগাদ একটি নেতৃস্থানীয় ইংরেজি সংবাদপত্রের প্রচার এক দশক আগের মোট প্রচারের চাইতে শতকরা প্রয়া ৭০ ভাগ বেড়ে গেছে। অন্যান্য ইংরেজি পত্র-পত্রিকার প্রচারও একই সময়ে শতকরা ৫০ ভাগ অথবা তারও বেশি বেড়েছে। আমি বিশ্বাস করি, ভারতে সাংবাদিকতার বিকাশে ইংরেজি ভাষায় পরিচালিত সাংবাদিকতার ভূমিকা অব্যাহত থাকবে।

www.pathagar.com

আমার এই আস্থা কোনো আশাবাদ নয় বরং তা বাস্তব তথ্যভিত্তিক। স্বাধীনতার পর পরই ইংরেজি ভাষা তার আসন হারাচ্ছে — এমন একটা আশঙ্কা দেখা দিয়েছিলো। কিন্তু এখন সে আশঙ্কা তিরোহিত। ইংরেজি এখন অনির্দিষ্টকালের জন্যে সহযোগী সরকারী ভাষা হিসেবে চালু থাকবে। ইংরেজি ভাষায় বহুসংখ্যক বই-এর প্রকাশনা তারই স্বাক্ষর বহন করছে। শুধু তাই নয় ভারতের জাতীয় কংগ্রেস দল নয়াদিল্লী থেকে ইংরেজি ভাষায় একটি দৈনিক সংবাদপত্র প্রকাশ শুরু করার প্রস্তাব করেছেন এবং কম্যুনিস্ট পার্টিও এই দৃষ্টান্ত অনুসরণ করার মতো এক প্রস্তাব গ্রহণ করেছেন। কাজেই, ভারতে ইংরেজির অনুকূলে না প্রতিকূলে হাওয়া বইছে এ থেকে তা সহজেই অনুমান করে নেওয়া যেতে পারে।

যাহোক, উল্লিখিত আলোচনায় আমরা ধরে নিতে পারি যে, ভারতে সংবাদপত্রের তথা সংবাদক্ষেত্রের ভবিষ্যৎ নিশ্চিত। তবে এর পরেই কথা উঠে আমাদের উল্লিখিত সংবাদক্ষেত্র কেমন হবে? সাধারণভাবে এর উত্তরে বলা যায় যে, জনসাধারণ যেমন চাইবেন আমাদের সংবাদক্ষেত্রও অনুরূপ হবে। একটি গণতান্ত্রিক দেশ সঙ্গতভাবে যে ধরনের সরকার লাভ করে থাকে সংবাদক্ষেত্রও একইভাবে ঐ দেশের উপযোগী হয়ে থাকে। জনগণ যদি তাঁদের যোগ্য সংবাদক্ষেত্র পেয়ে থাকেন তা হলে সে ক্ষেত্রে ঐ সংবাদক্ষেত্রকে মুক্ত, স্বাধীন ও বিকাশমুখী করে গড়ে তোলা তাঁদেরই দায়িত্ব হয়ে দাঁড়ায়। অবশ্য এই দায়িত্ব গণতান্ত্রিক দেশের সরকার ও স্বয়ং সংবাদক্ষেত্রের উপরও সমানভাবে বর্তায়। সংবাদক্ষেত্রকে লক্ষ্য রাখতে হবে গণঅধিকার রক্ষার একটা সবল স্তম্ভ হিসেবেই যেন 'চতুর্থ রাষ্ট্রের' বিকাশ সাধিত হয়। সংবাদক্ষেত্রকে অবশ্যই বিকশিত হতে হবে। কারণ, মার্কিন প্রেসিডেন্ট টমাস জেফারসনের (Thomas Jefferson-এর) ভাষায় আমাদেরকেও বলতে হয় যে, 'আমাকে যদি সিদ্ধান্ত নিতে বলা হয় সাংবাদপত্রবিহীন সরকার না সরকারবিহীন সাংবাদপত্র কোন্‌টি তুলনামূলকভাবে গ্রহণযোগ্য, আমি শেষোক্ত বিষয়টিকেই নির্দ্বিধায় বেছে নেবো।'

সংবাদক্ষেত্র আজ্ঞাবহ ক্রীতদাস সদৃশ হওয়া উচিত নয়। গোলামের মতো স্বাধীনতাহীন সংবাদক্ষেত্র বিপর্যয় ডেকে নিয়ে আসতে বাধ্য। স্বাধীন সংবাদক্ষেত্র ব্যতিরেকে একটি মুক্ত, স্বাধীন, গণতান্ত্রিক জাতি তাঁর স্বাধীনতা কিংবা গণতন্ত্র বাঁচিয়ে রাখতে পারে না। ভর্তুকি দিয়ে কিংবা চামচে দুধ খাইয়ে সংবাদপত্রকে বাঁচিয়ে রাখতে হলে তা কোনোভাবেই কারুর জন্যে কল্যাণকর হতে পারে না। বরল ক্রমবর্ধমান পাঠকের পয়সাতে, ক্রমবর্ধমান গণসমর্থন পুষ্ট হয়েই খবরের কাগজের অস্তিত্ব রক্ষিত হওয়া উচিত।

সংবাদক্ষেত্রও সমাজের দায়িত্ব

সমাজের আমরা যতোটুকু উপলব্ধি করি আসলে উত্তম সাংবাদিকতার জন্যে তার চাইতেও অনেক বেশি দায়িত্ব পালন করার রয়েছে সমাজের। একটি কল্যাণরাষ্ট্রে জনসাধারণকে সকল বিষয়ে পূর্ণাঙ্গ তথ্য ও তাঁদের ব্যক্তিত্বের ক্রমবিকাশের জন্যে সকল দরকারী বিষয় অবশ্যই অবহিত করার ব্যবস্থা থাকতে হবে।

www.pathagar.com

সংবাদক্ষেত্র তথা সংবাদপত্র নিজে সংগ্রাম পরিচালনা করে বটে, কিন্তু লড়াই শুধু তার নিজের জন্যেই নয়। সংবাদপত্র জনসাধারণের জন্যে জনসাধারণের পক্ষেও সেই সংগ্রাম পরিচালনা করে থাকে এ কথাটা বুঝতে হবে এবং তাঁদেরকে এ সাক্ষ্যও দিতে হবে যে, সংবাদপত্রসমূহ সমাজের দর্শন ও শ্রবণেন্দ্রিয় স্বরূপ।

গণতান্ত্রিক সরকারেরও সংবাদক্ষেত্রের কল্যাণে অনেক কিছু করার রয়েছে। গণতান্ত্রিক সরকারকে অবশ্যই উপলব্ধি করতে হবে যে, গণতন্ত্র এবং সুশৃঙ্খল সরকারের অস্তিত্ব রক্ষা করার স্বকীয় তাগিদেই একটি অবাধ ও স্বাধীন সংবাদক্ষেত্র গড়ে তুলতে তার সাহায্য করা উচিত। এ ক্ষেত্রে সরকারের পক্ষ থেকে সংবাদক্ষেত্রকে সাহায্য করার একটা উপায় হতে পারে, আইন গ্রন্থে সংবাদক্ষেত্র-সংক্রান্ত এমন সব আইন সন্নিবেশ থেকে ক্ষান্ত হওয়া যেসব আইন এমন কি মোটামুটি সাহসী সম্পাদকদের মনেও ভীতির সৃষ্টি করে। একজন সাধারণ নাগরিকের চেয়ে সংবাদক্ষেত্রের কোনো বাড়তি অধিকার নেই এবং কোনো বিশেষ অধিকারও ভোগ করে না। তবু সংবাদক্ষেত্রের জন্যে আলাদা আইন ও দণ্ডের ব্যবস্থা করা হয়। কিন্তু কেন? জরুরী অবস্থা কেটে যাওয়ার পরও এ ধরনের আইন বহুদিন ধরে বলবৎ থাকতে দেখা গেছে। তা ছাড়া, এ ধরনের এমন কতক আইন আছে যেগুলোর কোনো অস্তিত্বই অন্য দেশে পাওয়া যায় না। কার্যতঃ এ ধরনের আইনগুলি ভারতীয় সংবাদক্ষেত্রে কলঙ্কচিহ্ন স্বরূপ। সংবাদক্ষেত্র-আইন তুলে নেওয়া উচিত। শুধু তাই নয় প্রেস অ্যাডভাইজরী ও সংযোগ-রক্ষা সংক্রান্ত প্রচলিত ব্যবস্থাগুলোও অবশ্যই উঠে যাওয়া উচিত।

সরকার যদি বিজ্ঞাপন-বিতরণের বেলায় যথাযথ বিবেচনা-নীতির যথার্থ অনুসরণ করেন তা হলে সংবাদক্ষেত্রের পক্ষ থেকে যেসব অভিযোগ রয়েছে তার অন্তত একটার প্রতিবিধান হবে। সংবাদক্ষেত্রের আরও একটা বড় অভিযোগ দূরীভূত হবে যদি সংবাদপত্রসমূহকে পর্যাপ্ত নিউজপ্রিন্ট সরবরাহ করার জন্যে ব্যবস্থাদি নেওয়া হয়। কারণ, নিউজপ্রিন্ট সংবাদপত্র-শিল্পের মৌলিক কাঁচামাল এবং কার্যতঃ গণতন্ত্রের পরিপোষক উপাদানও বটে। দেশে সরকারী শিল্প খাতে একটি মাত্র নিউজপ্রিন্ট মিল চালু রয়েছে এবং এর নির্ধারিত সর্বোচ্চ উৎপাদন-ক্ষমতা হচ্ছে দৈনিক ১০০ টন। কাজেই এই মিলে পূর্ণমাত্রায় উৎপাদন শুরু হলেও উৎপাদিত মোট নিউজপ্রিন্ট দেশের মোট চাহিদা ৯০,০০০ টনের এক-তৃতীয়াংশ পূরণ করবে। এই মিলের উৎপাদন-ক্ষমতা দ্বিগুণ করার এবং আরও দুটি নিউজপ্রিন্ট মিল স্থাপন করার যে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে তা অভিনন্দনযোগ্য। বৈদেশিক মুদ্রার সংকট এ ক্ষেত্রে বিশেষ উদ্বেগের সঞ্চার করেছে। তবু সংবাদক্ষেত্রের মতো জাতীয় জীবনের গুরুত্বপূর্ণ খাতে অচলাবস্থার সৃষ্টি যাতে না হয় সেদিকে দৃষ্টি রেখে উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হবে। সংবাদপত্রগুলো যাতে প্রয়োজনীয় কাঁচামাল পেতে পারে সে জন্যে সরকারকে আরও উদ্যোগী হতে হবে। একজন নেতৃস্থানীয় সংবাদপত্রসম্পাদক অনুরূপ মত প্রকাশ করে বলেছেন, সংবাদপত্রের প্রয়োজনীয় কাঁচামাল সংগ্রহের বিষয়টি জাতীয় প্রয়োজন বিবেচনায় খাদ্য-আমদানীর পরেই স্থান পাওয়া উচিত। 'ইন্ডিয়ান অ্যান্ড ইস্টার্ণ নিউজপেপার সোসাইটি'ও সরকারের দায়িত্ব সম্পর্কে একই ধরনের মত প্রকাশ করেছেন। ভারতে যাতে আস্তে আস্তে সংবাদপত্র-শিল্পের

www.pathagar.com

প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি, সাজ-সরঞ্জাম এবং মুদ্রণ-সংক্রান্ত যন্ত্রাদি তৈরি হতে পারে এবং সেগুলো যুক্তিসঙ্গত দামে বিক্রী হয় সে সম্পর্কেও উৎসাহ দান করা উচিত।

শুধু তাই নয়, সংবাদপত্রের ক্ষেত্রে ডাক, টেলিফোন, টেলিগ্রাফ ও টেলিপ্রিন্টার-ব্যবস্থার জন্যে সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হয় তা আরও বাড়িয়ে দেওয়ার পক্ষে জোরালো যুক্তি রয়েছে। কেব্‌ল ও বেতারবার্তা-প্রেরণ বা বা গ্রহণের মাশুল অত্যধিক বেশি। আমাদের দেশে সংবাদক্ষেত্রের বিকাশের জন্যে আন্তর্জাতিক বেতারবার্তা-প্রেরণ হার অনেকটা কমিয়ে দেওয়া একান্ত প্রয়োজন।

সমাজের প্রতি সংবাদপত্রসমূহের বিরাট দায়িত্ব রয়েছে। বিশেষ করে আমাদের মতো দেশে যেখানে জনমতকে যথেষ্ট শক্তিশালী করে উপস্থাপিত করা কিংবা সংবাদপত্রের ভূমিকা সম্পর্কে যথাযথ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টির মতো জনজাগৃতি নেই সেখানে উল্লিখিত দায়িত্বের পরিধি তুলনামূলকভাবে আরও ব্যাপকতা লাভ করে। উত্তম ও সৎ সাংবাদিকতার মূলভিত্তি হচ্ছে সর্বোচ্চ সামাজিক উদ্দেশ্যবোধ। 'দি নিউইয়র্ক টাইমস' সংক্ষেপে সাধু সাংবাদিকতার উদ্দেশ্য নিরূপণ করে বলেছেন যে, এর মূলসূত্র হচ্ছে 'ছাপার যোগ্য সকল সংবাদ পরিবেশন।' 'দি লন্ডন টাইমস' পরিচ্ছন্ন ও যথার্থ সদুদ্দেশ্যমূলক সাংবাদিকতার একটা নিখুঁত ও সুন্দর বর্ণনা রেখেছেন পত্রিকার নিজস্ব লক্ষ্য বর্ণনা করতে গিয়ে। পত্রিকাটি অত্যন্ত উজ্জ্বল ভাষায় বলেছেন, 'তড়িঘড়ি করে নয়, সর্বাগ্রে সংবাদ প্রকাশ করা ; গোঁড়ামী নয়, যুক্তিসঙ্গতভাবে বোঝানো ; অন্ধ উন্মাদনায় একগুঁয়ে না হয়েও যুক্তিতে অটল থাকা ; রোমাঞ্চবিলাসের আশ্রয় না নিয়েও পুঙ্খানুপুঙ্খ তথ্য-পরিবেশন করা ; চমক বিবর্জিত ঘটনা পরিবেশন করা ; কৌতুককর কোনো উপাদান বর্জন না করেও অকিঞ্চিৎকর বিষয়ের মধ্যে সুষমতা বজায় রাখা; এবং মানুষের স্বভাব বা প্রকৃতির সব চাইতে খারাপ দিকটি নগ্ন না করেও সংবাদ সততার সঙ্গে এবং সম্পূর্ণরূপে পরিবেশন করা।'

সৎ সাংবাদিকতার উল্লিখিত উঁচু ও মহান আদর্শ অর্জন হয়তো অরণ্যে রোদনের মতোই নিষ্ফল প্রয়াস হতে পারে। কিন্তু এই আদর্শ অর্জনের চেষ্টা করাটাও যে সার্থক হবে তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

ভারতের সংবিধানে ভারতের সামাজিক লক্ষ্য সম্পর্কে নির্দেশনামূলক নীতিসমূহ সন্নিবেশিত রয়েছে। এসব নীতির উদ্দেশ্য হচ্ছে এমন একটা সামাজিক শৃঙ্খলা বা নিয়মতান্ত্রিকতা অর্জন করা, যে-ব্যবস্থা জাতীয় পর্যায়ের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানকে বিচার, সমাজ, অর্থনীতি বা অর্থব্যবস্থা ও রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে অবহিত রাখতে সক্ষম হবে। গণতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ হিসেবে উল্লিখিত সামাজিক লক্ষ্যের পরিষ্কার চিত্র সংবাদপত্রসমূহকে তুলে ধরতে হবে এবং এই লক্ষ্য সাধনে কতো দূর অগ্রগতি সাধিত হয়েছে তা-ও ব্যক্ত করতে হবে। ভারতের সংবাদপত্রসমূহ সার্বিক বিবেচনায় এ দায়িত্ব পালন করছে। প্রেস-কমিশনের অভিজ্ঞতা অনুযায়ী 'ভারতের সংবাপত্রসমূহের ভূমিকা সাধারণভাবে 'সঙ্গত ও যথার্থ' বলে বিবেচিত হয়েছে। কমিশন, সংবাদপত্র-সংক্রান্ত পরিস্থিতিতে মোটামুটি সন্তোষ প্রকাশ করেছেন।

www.pathagar.com

মান-সংরক্ষণ

ভারতের সাংবাদিকতার মান সম্পর্কে সন্তোষ প্রকাশ করা হলেও এতে দারুণ ত্রুটি-বিচ্যুতির দৃষ্টান্ত যে নেই তা নয়, কিংবা এ কথাও বোঝায় না যে, মানোন্নয়নের ক্রমাগত প্রচেষ্টায় শিথিলতার কোনো অবকাশ আছে। সম্পাদক-সম্মেলনের একজন সাবেক সভাপতি শ্রী সি. আর. শ্রীনিবাসন একবার বলেছিলেন, বাইবেলে যে দশটি আদেশের উল্লেখ আছে সাংবাদিকের আচরণনীতি নির্ধারণের ভিত্তি হিসেবে সম্ভবতঃ তা নেতিবাচক, বরং হিন্দু ধর্মগ্রন্থে দ্বৈতনীতি 'সত্যম্বাদ, ধর্মাচার'-এর মধ্যেই ইতিবাচক ভিত্তি নিহিত রয়েছে। সংবাদক্ষেত্রের স্বাধীনতা সংরক্ষণের হাতিয়ার হিসেবে ও সংবাদপত্রের মানসংরক্ষণে সহায়তার জন্যে অনেকেই আইনজীবী পরিষদ এবং মেডিক্যাল পরিষদের মতো আইনগত মর্যাদাসম্পন্ন 'প্রেস-কাউন্সিল' গঠনের প্রস্তাব দিয়েছেন।

প্রেস-কমিশনও এ সম্পর্কে সুপারিশ করেছেন। তবে গত সাত বছরে এ নিয়ে তেমন কিছুই করা হয়নি। প্রধানমন্ত্রী নেহরু নিখিল ভারত কার্যরত সাংবাদিক ফেডারেশনের ১৯৬১ সালের সম্মেলনের এক বাণী পাঠিয়ে তাতে মত প্রকাশ করেছিলেন যে, 'সাংবাদিকদেরই উচিত তাঁদের নিজস্ব আচরণবিধি তৈরি করে নেওয়া।' এর জবাবে সম্মেলন প্রধানমন্ত্রীকে প্রেস-কমিশনের সুপারিশসমূহ বাস্তবায়িত করতে এবং প্রেস-কাউন্সিল গঠন করতে অনুরোধ করা ছাড়া আর কিছু করতে পারলেন না। যাই হোক, প্রেস-কাউন্সিল গঠিত হলে আশা করা যাচ্ছে যে, সংবাদক্ষেত্র স্বশাসিত, নিয়ন্ত্রিত ও স্বয়ম্ভর সংস্থা হিসেবে সাংবাদিকতার গুণমান রক্ষাকারীর ভূমিকা পালন করতে পারবে।

অবশ্য সংবাদক্ষেত্রে মান বজায় রাখার বিষয়ে বেশ কিছু প্রতিবন্ধকতা আছে এবং এর মধ্যে বিশেষ করে একটি বিষয় সবচাইতে কঠিন সমস্যার সৃষ্টি করে থাকে। এটি হচ্ছে সংবাদপত্র সম্পাদকদের পরিতাপজনকভাবে ক্ষীয়মান মর্যাদা। প্রেস-কমিশন এ বিষয়টি সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন। প্রধানমন্ত্রী নেহেরুও ১৯৬১ সালে নিখিল ভারত সংবাদপত্র সম্পাদক সম্মেলনের অভিভাষণে এ সম্বন্ধে দুঃখের সঙ্গে উল্লেখ করেছেন যে, সম্পাদকগণ তাঁদের পুরোনো মর্যাদা হারিয়েছেন, এবং আগের তুলনায় তাঁদের গুরুত্বও কিছুটা এখন হ্রাস পেয়েছে। এর ফলে একটা কুফল দেখা দিয়েছে এই যে, 'সম্পাদকের তত্ত্বমূলক লেখা আস্তে আস্তে পানসে ও একঘেয়ে হয়ে উঠেছে।" সম্পাদকের উল্লিখিত গুরুত্ব হ্রাসের ফলে অন্যান্য এবং আরও বিপর্যয়কর প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে। সংবাদপত্র উৎপাদনের অর্থকরী ও আর্থিক সাশ্রয় এই প্রতিক্রিয়ার মৌলিক প্রেরণা যুগিয়েছে।

বিষয়টি পুরোপুরিই পরিতাপজনক। প্রেস-কমিশন যেমন গুরুত্ব দিয়ে বলছেন, তেমনি আমি মনে করি যে, সাংবাদিকতার ভবিষ্যৎ সম্পাদকদের কর্মস্বাধীনতার উপর নির্ভরশীল। প্রকৃতপক্ষে, সম্পাদকই হচ্ছেন সেই নির্ভীক যোদ্ধা যিনি সংবাদপত্রের উপর অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক আক্রমণ ও চাপের বিরুদ্ধে সংগ্রাম পরিচালনা করতে এবং পত্রিকার সংহতি বজায় রাখতে পারেন। একজন সঙ্কুচিত ও অবমূল্যায়িত সম্পাদক আর যাই হোক জনগণের

www.pathagar.com

অবগত হওয়ার জন্মগত অধিকার সংরক্ষণের চিরায়ত যুদ্ধ-পরিচলনায় সক্ষম হতে পারেন না। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সংবাদপত্রের একজন সম্পাদক মহাবিদ্যালয়সমূহের অধ্যক্ষদের চাইতেও বেশি মর্যাদার অধিকারী। ভারতের প্রেস-কমিশন সম্পাদকদের মর্যাদা রক্ষার জন্যে কয়েকটি সুপারিশ করেছেন। ১৯৫৮ সালে বোম্বাইতে অনুষ্ঠিত সংবাদক্ষেত্র ও জনমত-সংক্রান্ত এক সেমিনারে বক্তৃতা প্রসঙ্গে 'ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস' পত্রিকার সম্পাদক ফ্রাঙ্ক মোরেস (Frank Moraes) সুযোগ্যভাবেই উল্লেখ করেছিলেন যে, সম্পাদকের পদ, ব্যক্তিত্ব, ক্ষমতা ও চরিত্রের উপর সমাজে ঐ সংবাদপত্রের ভূমিকা কি হবে তা নির্ভর করে। অবশ্য 'লুইসভিল টাইমস্' পত্রিকার সম্পাদক এ যুক্তি খণ্ডন করতে গিয়ে যুক্তি দেখিয়েছেন যে, "পত্রিকার মালিক যদি সম্পাদককে প্রয়োজনীয় স্বাধীনতা দেন কেবল তা হলেই ঐ সম্পাদক তাঁর কাগজের ভূমিকা ও মর্যাদা ইচ্ছানুযায়ী গড়ে তুলতে পারেন। কাজেই, মালিক পক্ষের চরিত্র ও উদ্দেশ্য কি সেটাই কাগজের ভূমিকা ও মর্যাদার প্রশ্নে গুরুত্বপূর্ণ।"

সম্ভাব্য বিপদ

সংবাদপত্রের মালিকদের সনাতন প্রবণতার মধ্যেই সৎ সাংবাদিকতার বিপদ নিহিত রয়েছে। ঝানু সাংবাদিক পোথান জোসেফ (Pothan Joseph) তাঁর ভাষায় সংবাদপত্র-শিল্পে যে শৃঙ্খল প্রতিষ্ঠানের কথা বলেছেন তার সত্যতা বিচার করতে গিয়ে প্রেস-কমিশন দেখতে পেয়েছেন যে, মোট ৩৩০টি দৈনিক পত্রিকার মধ্যে ৩৯টি পত্রিকার মালিকানা মাত্র পাঁচ ব্যক্তির এবং এই পত্রিকাগুলোর প্রচার মোট পত্রিকা-প্রচার-সংখ্যার শতকরা ৩১.১ ভাগ। পক্ষান্তরে ১৫ ব্যক্তি ৫৪টি পত্রিকার মালিক এবং এসব পত্রিকার প্রচার মোট পত্রিকাপ্রচার-সংখ্যার শতকরা ৫০ ভাগ। আর্ল এটলী (Earl Attlee) যাকে খাদকতাবাদ' (cannibalism) বলেছেন তার জন্যেই বিশ্বের সংবাদপত্রসমূহের মালিকানা যথেষ্ট পরিমাণে কেন্দ্রীভূত হয়েছে। কমনওয়েলথ প্রেস ইউনিয়নের ১৯৬১ সালের সম্মেলনে সংবাদপত্র জগতে একচেটিয়া মালিকানার প্রবণতা সম্পর্কে গুরুত্ব সহকারে আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। শ্রীনেহরুর ভাষায় এই প্রবণতা মুক্ত-সংবাদক্ষেত্রের জন্যে অন্তরায়স্বরূপ। সংবাদপত্রমালিকানার একচেটিয়াবাদের আরও প্রসার সম্বন্ধে আমরা হুঁশিয়ারী লাভ করে থাকলেও এটা প্রসারিত হচ্ছে। তবে অসদুদ্দেশ্যমূলকভাবে এটা হচ্ছে বললে খুব একটা ঠিক না বলা হতে পারে, কারণ অর্থনৈতিক ও প্রযুক্তিগত সমস্যাবলীও এ জন্যে দায়ী হতে পারে।

সংবাদপত্রের বাণিজ্যিকীকরণ একটা অপরিহার্য বিষয়। তাই, ব্যবসায়ী মনোবৃত্তি সংবাদপত্রের জন্যে বিরাট বিপদের কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে। তবে যেটা অনেকেই আশাবাদী হয়ে বিশ্বাস করে থাকেন তা বাস্তবায়িত হলে অর্থাৎ যদি সাংবাদিকগণ তাঁদের মহান পেশার আত্মমর্যাদাসম্পন্ন একজন সদস্য হিসেবে কাজ করতে পারেন তবেই ঐ ব্যবসায়ী মনোভাবজনিত সমস্যার সুরাহা সম্ভব হবে। তবে এটা সাধারণত পুরোপুরী কার্যকর

www.pathagar.com

হয় না। সংবাদপত্রের জন্যে যদি গণ-অছি-প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা যায় এবং সংবাদপত্র মালিকগণ তাঁদের সার্বভৌমত্বকে সীমিত করতে স্বেচ্ছায় চুক্তি সম্পাদন করেন তা হলে উল্লিখিত সমস্যার সত্যিকার ও যথার্থ সমাধান হতে পারে। যুক্তরাজ্যের প্রেস-কমিশন এ রকম ব্যবস্থার প্রতি তাঁদের অনুমোদনের কথা প্রকাশ করেছেন।

ভারতের প্রেস-কমিশন সংবাদপত্রের একচেটিয়া মালিকানা ও নিয়ন্ত্রণের বিকেন্দ্রীকরণের প্রস্তাব করেছেন। কমিশনের মতে এই ব্যবস্থা নেওয়া হলে বিভিন্ন সংবাদ ও মতামত অবাধে সংবাদপত্রের পাতায় স্থান লাভ করবে এবং এতে তেমন আর অন্তরায় সৃষ্টি হবে না। কমিশন প্রতি বছর খবরের কাগজের মালিকানা-সংক্রান্ত বিস্তারিত বিবরণ প্রকাশ ও সংবাদপত্র-রেজিস্ট্রারের মাধ্যমে সংবাদপত্রর মালিকানার প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখারও প্রস্তাব করেছেন। এসব প্রস্তাব ইতিমধ্যে বাস্তবায়িত হয়েছে। যদি এসব পদক্ষেপের দরুন কোনো সুফল না দেখা দেয় তা হলে জোরদার পদক্ষেপ গ্রহণের উদ্দেশ্যে একটি উঁচু ক্ষমতাসম্পন্ন কমিশন গঠনের দাবী উঠবে যাঁদের কাজ হবে সংবাদপত্র-শিল্পের কাঠামো ও মালিকানার কেন্দ্রীকরণ সম্পর্কে তদন্ত করা।

বার্তা-প্রতিষ্ঠানসমূহ

'সংবাদক্ষেত্র-জমিদারদের নিয়ন্ত্রণে দুটি সংবাদ-সরবরাহ-প্রতিষ্ঠানের জন্ম কার্যত সংবাদপত্রের একচেটিয়া মালিকানারই অংশবিশেষ। বিষয়টি তাই সত্যিই উদ্বেগের। অবশ্য দুটি বার্তা-প্রতিষ্ঠানের মধ্যে একটি বন্ধ হয়ে গেছে এবং অন্যটির অর্থাৎ 'প্রেস ট্রাস্ট অব ইন্ডিয়া।' সম্পর্কে প্রেস-কমিশন সুপারিশ করেছেন যে, এটিকে একটি জনসংস্থায় (public corporation-এ) রূপান্তরিত করতে হবে। যদিও এটা এখনও করা হয়নি তবু যতো তাড়াতাড়ি সম্ভব এটা বাস্তবায়িত করতে হবে।

কার্যরত সাংবাদিক ফেডারেশনের মতে 'ইউনাইটেড প্রেস ট্রাস্ট অব ইন্ডিয়া' সংবাদক্ষেত্রের স্বাধীনতাকে বিশেষভাবে বিপন্ন করছে এবং এর দরুন বস্তুমুখী সংবাদ-বিতরণ যেমন বিঘ্নিত হচ্ছে তেমনি ছোট ছোট সংবাদপত্রগুলোর বিকাশও বিঘ্নিত হচ্ছে। দাবী উঠেছে যে শুধু যেসব বার্তা-প্রতিষ্ঠান জন ট্রাস্ট হিসেবে গঠিত হবে শুধু সেগুলোই আইনত স্বীকৃতি ও কর্মতৎপরতা পরিচালনার প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধা লাভ করবে। এই দাবী অত্যন্ত যুক্তিসঙ্গত।

আগামী দিনের সংবাদপত্রগুলোকে এখনকার চাইতে আরও উন্নত আরও উজ্জ্বল আরও চিত্তাকর্ষক ও সহজ হতে হবে। তখন সংবাদপত্রে তুলনামূলকভাবে ব্যাপক বৈচিত্র্য ও বিশেষ বিষয়বস্তুর সমাবেশ থাকতে হবে। শুধু সে জন্যেই ভবিষ্যতের পত্র-পত্রিকাকে পাঠকের মানসিক ও নৈতিক চাহিদার অবিচ্ছেদ্য পরিপূরক হতে হবে। সাধারণ মানুষের সেবায় আসতে হবে সংবাদপত্রকে। সংবাদপত্র সম্পর্কে এ পর্যন্ত যা বলা হয়েছে, তাতে এটা ফুটে ওঠে যে, 'সংবাদপত্রের অবশ্যই সহজ, সরাসরি ও স্বচ্ছন্দে বোধগম্য হতে হবে। বৃটেনে এক

www.pathagar.com

জরীপের ফলে দেখা গেছে যে, বড়দের জন্যে প্রকাশিত গণযোগাযোগ-মাধ্যমের অন্যতম সংবাদপত্রগুলোর সম্পাদকীয়ের ভাষা এমন কি এগারো বছর বয়সের কিশোরীদের নিকটও বোধগম্য। সংবাদপত্রের প্রতি একশো শব্দে মাত্র দু'টি শব্দের অর্থোদ্ধার করতে পারেনি তারা। অবশ্য ভারতে এ ধরনের জরীপে এমন সন্তোষজনক ফল পাওয়ার সম্ভাবনা নেই। তবু এই জরীপে আমাদের শেখার রয়েছে।

বড় বড় শহর এবং বিশেষ করে জেলা সদর থেকে প্রকাশিত কাগজগুলোর ক্ষেত্রে উল্লিখিত বিষয়গুলো যথার্থই প্রযোজ্য। কিছুদিন আগে অনুষ্ঠিত মধ্যপ্রদেশের কার্যরত সাংবাদিক কনভেনশনে সভাপতির ভাষণে আমিও বলেছি যে, সংবাদপত্রের ভবিষ্যৎ লুকিয়ে রয়েছে ছোট ছোট সংবাদপত্রগুলোতে। এমন কি, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মতো দেশে যেখানে একচেটিয়া মালিকানায় রয়েছে বিরাট বিরাট প্রভাবশালী সংবাদপত্র, সেখানেও ছোট ছোট সংবাদপত্র সকল সংবাদপত্র-প্রকাশনার সবল, মৌলিক ও শক্তিদায়ক ভিত্তিস্বরূপ। মার্কিন সংবাদপত্র-সমিতির সাবেক প্রেসিডেন্টও একই কথা বলেছেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মোট ১,৮৫৫টি সংবাদপত্রের মধ্যে ১,৫০০টি সংবাদপত্র প্রকাশিত হয়ে থাকে ৫০,০০০ লোক অধ্যুষিত ছোট ছোট শহর থেকে এবং এ ধরনের পত্রিকাগুলোই মার্কিন জনসাধারণের সত্যিকার জীবন-চিত্র তুলে ধরে এবং তাঁদের চাহিদা পূরণ করে। সীমিত সংখ্যক স্থানীয় পাঠকের জন্যে জেলা পর্যায়ের সাংবাদিকতার বিরাট ভবিষ্যৎ রয়েছে। তা ছাড়া সংবাদপত্রে একচেটিয়া মালিকানা গড়ে উঠার যে বিপদ সম্পর্কে এর আগে আলোচনা করেছি সে বিষয়েও এসব ছোট পত্রিকা অনেকটা প্রতিষেধকের কাজ করতে পারে।

সাময়িকী প্রকাশনার ভবিষ্যৎ

বই-এর দোকানে উজ্জ্বল রং-এর ঝকঝকে ছাপা যেসব সাময়িকী ও সাময়িক পত্র-পত্রিকা চোখে পড়ে সেগুলোর উজ্জ্বল সম্ভাবনা রয়েছে। এসব পত্রিকা সংবাদপত্র না হলেও, সংবাদক্ষেত্রের অংশবিশেষ।

ভারতে ২,৬০০টি উল্লিখিত ধরনের পত্রিকা রয়েছে। মানুষের ভবিষ্যৎ গণনা সম্পর্কিত পত্রিকা থেকে শুরু করে জমিদারদের বুলেটিন পর্যন্ত, বিভিন্ন পেশা প্রয়োগ-কৌশল, বৃত্তি — এক কথায় ভারতীয় জীবনের সকল বিষয় এ ধরনের পত্র-পত্রিকার বিষয়বস্তু। গণতান্ত্রিক পরিবেশ জীবনযাত্রা যতো বিকশিত হবে এবং ব্যাপকতা ও বিস্তৃতি লাভ করবে ততোই শুধু এ ধরনের সাময়িকীই নয়, সাধারণভাবে সাংবাদিকতারও এক বিরাট সম্ভাবনার দ্বার খুলে যাবে।

কাহিনী-নিবন্ধ, ছোট গল্প, বিশেষ নিবন্ধ, ব্যঙ্গচিত্র এবং কৌতুক-কণিকা সরবারহের জন্যে প্রতিষ্ঠান গঠনের সম্ভাবনাও যথেষ্ট পরিমাণের বেড়ে যাবে। আঞ্চলিক সাংবাদিকতার বিরাট ভবিষ্যৎ সামনে পড়ে রয়েছে। অন্ততঃ আমার তাই বিশ্বাস। সত্যিই যদি তেমন হয় তা

www.pathagar.com

হলে আঞ্চলিক সাংবাদপত্রগুলো উল্লিখিত প্রতিষ্ঠানসমূহের কারণে বিশেষভাবে উপকৃত হবে। কারণ বিশেষ নিবন্ধ বা কাহিনী-নিবন্ধ লেখার জন্যে যে-সার্বক্ষণিক নিবন্ধকার নিয়োগ প্রয়োজন তা মেটানোর সামর্থ্য ছোট ছোট সংবাদপত্রগুলোর স্বাভাবিক বিবেচনায় থাকার কথা নয়। অথচ উল্লিখিত প্রতিষ্ঠানগুলো এ জন্যে বিশেষজ্ঞ নিয়োগ করতে পারবেন সহজেই ব্যঙ্গচিত্র ও কৌতুক-কণিকার বিশেষত্ব এই যে বক্তব্য প্রকাশের জন্যে সাধারণভাবে যে ভাষার প্রয়োজন এতে তার প্রয়োজন নেই বরং ব্যঙ্গচিত্র ও কৌতুক-কণিকা পাঠককে ভাষার প্রাচীর অতিক্রম না করেও একটা সহজ, স্বচ্ছন্দ ও আবেগস্পর্শী উপলব্ধি দেয় যা অন্যভাবে এতো সুন্দর করে সম্ভব নয়। এ কারণে ব্যঙ্গচিত্র ও কৌতুককণিকা সারাদেশে সবচাইতে বেশি লোকের মনোযোগ আকর্ষণ করে। উল্লিখিত ধরনের কিছু প্রতিষ্ঠান কিছুদিন ধরে ভারতে কর্মতৎপর রয়েছে। তা ছাড়া, সম্প্রতি কিছু নূতন প্রতিষ্ঠানের জন্মও হয়েছে। যতো বেশি এ ধরনের প্রতিষ্ঠান যতো বেশি সম্পদ নিয়ে কাজে নামবে, এ ক্ষেত্রে সাফল্যও তাদের ততো বেশি হবে।

পরস্পর প্রতিযোগী বেতার ও টেলিভিশন দ্রুত সম্প্রসারিত হচ্ছে। 'উইসকনসিন স্টেট জার্নাল-এর সম্পাদক বোম্বাইতে অনুষ্ঠিত এক সেমিনারে বেতার ও টেলিভিশনের পারস্পরিক প্রতিযোগিতার কথা উল্লেখ করেছিলেন। অবশ্য রয় এল. ম্যাটসন (Roy L. Matson) এই দুটো প্রচার বা তথ্য-মাধ্যমকে প্রতিদ্বন্দ্বী বলে বিবেচনা করেননি, কারণ সংবাদপত্র সমাজের যে-উদ্দেশ্য সাধনের মাধ্যম হতে পারেনি, টেলিভিশন এবং বেতারও ঐ উদ্দেশ্য চরিতার্থ করতে ব্যর্থ হয়েছে। যখন আমেরিকায় প্রথমে বেতারও পরে টেলিভিশন চালু হয় তখন আমরা জানি যে, সংবাদপত্র-মালিকগণ তাঁদের অন্তিম মুহূর্ত সামনে এসে গেছে বিবেচনায় একেবারে ভেঙ্গে পড়েছিলেন। অথচ আসলে, কোনো পত্রিকার অস্তিত্ব বিপন্ন তো হয়নি বরং এই দুটো তথ্য-মাধ্যম তাঁদের দর্শক ও শ্রোতাদের সংবাদপত্র পাঠের ইচ্ছা প্রবল করে তুলে পরিশেষে সংবাদপত্রের পাঠক-সংখ্যা বাড়িয়ে দিয়েছে।

বেতার ও টেলিভিশন

বেতার ও টেলিভিশন বিজ্ঞাপনদাতার অর্থ ও শ্রোতার সময় নিয়ে প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হয়ে থাকে। একজন পাঠক তাঁর প্রিয় পত্রিকা পাঠে আগে যে সময় ব্যয় করতেন এখন সেই পাঠক কিছুটা তার চাইতে কম সময় ব্যয় করেন। কিন্তু এসব সত্ত্বেও সংবাদপত্র পাঠকের সংখ্যা কমে যায়নি বরং বেড়ে গেছে। বেতার ও টেলিভিশন সংবাদপত্রের প্রতিদ্বন্দ্বী বলে যে রটনা বা বিশ্বাস ছিলো বহুদিন আগেই তার অপমৃত্যু ঘটেছে।

ভারতের বেতার-প্রতিষ্ঠান সরকারের একচ্ছত্র নিয়ন্ত্রণাধীন এবং ভারতের বেতার-সংগঠন ইতিমধ্যেই তার রজত-জয়ন্তী পালন করেছে। বেতার-কেন্দ্রের সংখ্যা এখন ২৮-এ উন্নীত হয়েছে। ভারতে লাইসেন্সকৃত বেতার-গ্রাহক যন্ত্রের সংখ্যা হচ্ছে ২১ বার্ষিক বেতার সম্প্রচারের সময়ও ১,২২,০০০-এ উন্নীত হয়েছে। এ সবই উন্নতির লক্ষণ সন্দেহ নেই।

www.pathagar.com

বেতারের সম্ভাবনা খুবই ব্যাপক। ভারতে অশিক্ষিতের হার বেশি বলে বেতারের এখানে একটা বিরাট ভূমিকা পালন করার রয়েছে। কারণ, 'অশিক্ষিত জনগণ সংবাদপত্র পাঠ করতে না পারলেও বেতারের অনুষ্ঠান তাঁরা বুঝতে পারেন। এ কারণেই একটা নির্দিষ্ট জনসমষ্টির জন্যে একটা বেতার-গ্রাহক-যন্ত্রের ব্যবস্থা করে দেশের প্রত্যন্ত পল্লী-অঞ্চলের গণমানুষকে বেতারের শিক্ষামূলক কল্যাণের সুফলভোগী করা হচ্ছে। বেতারে পল্লী-অনুষ্ঠানসমূহের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়ে থাকে এবং একে আরও জোরদার করতে হবে।

জনসাধারণের সীমিত আর্থিক সামর্থ্যের কারণে বেতার শ্রোতার সংখ্যাও সীমিত। আজকাল বেতারযন্ত্র বিশেষভাবে ব্যয়বহুল হয়ে পড়ছে। এ জন্যে কর্তৃপক্ষ সস্তা বেতার-গ্রহকযন্ত্র উৎপাদনের বিষয়ে মনোনিবেশ করেছেন। আসলে এটা দরকার। কারণ, কাছাকাছি কেন্দ্রের অনুষ্ঠান শোনায় এমন ছোট-খাট বেতার-গ্রাহকযন্ত্র আমাদের চাহিদার অনেকটাই পূরণ করবে এবং জনগণ এর সাহায্যেই অল ইন্ডিয়া রেডিও থেকে পূর্ণ সুযোগ-সুবিধা লাভ করতে সক্ষম হবেন।

১৯৬১ সালে 'অল্ ইন্ডিয়া রেডিওর রজত-জয়ন্তী পালিত হয়। এ সময়ে বেতার-সংগঠনকে একটা জনসংস্থায় (public corporation-এ) রূপান্তরিত করার দাবী নূতন করে উপস্থাপিত করার একটা সুযোগ এসেছিলো। বর্তমান সরকারী নিয়ন্ত্রণাধীন অল্ ইন্ডিয়া রেডিও একটা সরকারী বিভাগ বৈ কিছুই নয় এবং সরকারী বিভাগসুলভ বিধিনিষেধের বেড়াজাল, একঘেয়েমি ও লাল ফিতের দৌরাত্ম্যের শিকার। অল ইন্ডিয়া রেডিওর সংবাদ-প্রচার সম্পর্কে বেশ উল্লেখযোগ্য পরিমাণে অভিযোগ রয়েছে। ভারতের জনমত অল ইন্ডিয়া রেডিওকে বি. বি. সির দৃষ্টান্তে পুনর্বিন্যাসের পক্ষপাতী। অবশ্য, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মতো বেসরকারী বাণিজ্যিক ভিত্তিতে বেতার-সংগঠনের বিষয়ে তেমন একটা উৎসাহ নেই বললেই চলে। ভারতীয় বেতারের কর্তৃপক্ষীয় মহলের অনেকেই বেতার-প্রতিষ্ঠানকে জনসংস্থায় রূপান্তরিত করার যুক্তি মেনে নিলেও তাঁরা এটাকে দূর থেকে নমস্য করে রেখেছেন। অবশ্য এ প্রশ্নটিকে এভাবে ধারছোঁয়ার বাইরে রাখলে চলবে না। যতো তাড়াতাড়ি সম্ভব অল ইন্ডিয়া রেডিওকে একটি জনসংস্থায় রূপান্তরিত করতে হবে।

সাংবাদিকতার জন্যে শিক্ষা

জন্মগতভাবে ব্যক্তিবিশেষের সাংবাদিকতায় প্রতিভা থাকতে পারে। কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁদেরকে এবং সকলকেই এ সম্বন্ধে প্রস্তুতি নিতে হয়। এ ক্ষেত্রে দক্ষ ও কুশলী ব্যক্তিদের গড়ে তোলার দরকার যাঁরা সময়ের কঠিন চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করার কাজে নিয়োজিত থাকবেন। ভারতের সংবাদপত্রসমূহে অনেকেই অপেশাদারসুলভ অদক্ষতার ছাপ দেখে থাকেন। এটা সংবাদপত্রে কর্মীনিয়োগের পদ্ধতি এবং প্রশিক্ষণ-সুবিধার কার্যত অনুপস্থিত কারণে হয়ে থাকে। বিষয়টি সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট মহলে ধীরে ধীরে উপলব্ধি আসছে। এর সাক্ষ্য হিসেবে বলা যায়, ভারতের পাঁচটি বিশ্ববিদ্যালয়ে সাংবাদিকতা শিক্ষাক্রম চালু হয়েছে এবং

www.pathagar.com

এদের মধ্যে সবচাইতে শ্রেষ্ঠ শিক্ষাক্রমটি পরিচালিত হচ্ছে নাগপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন হিসলোপ কলেজে। ১৯৫২ সালে অধ্যাপক রোল্যান্ড উল্‌সলের নেতৃত্বে হিসলোপ প্রকল্পটি শুরু হয়। বক্ষমান গ্রন্থের সার্বিক সম্পাদক এই প্রকল্পে তাঁর উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছেন।

কয়েক বছর আগে নাগপুর বিশ্ববিদ্যালয় সাংবাদিকতা-শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে একটি শিক্ষাক্রম প্রণয়ন করার জন্যে একটি কমিটি গঠন করেন। বর্তমান নিবন্ধের লেখক ঐ কমিটির আহ্বায়ক ছিলেন। এই কমিটির কাজের ফলশ্রুতিই হচ্ছে উল্লিখিত হিসলোপ প্রকল্পটি। কয়েক বছর আগে নিখিল-ভারত-সংবাদপত্র-সম্পাদক-সম্মেলনের ব্যাঙ্গালোর অধিবেশনে আমি দেশে একটি সাংবাদিকতা-ইনস্টিটিউট স্থাপনের প্রস্তাব করি এবং সম্মেলনে ঐ প্রস্তাবটি গৃহীতও হয়েছিলো। কিন্তু তারপর এ পর্যন্ত আর কিছুই হয়নি। যতো শীঘ্র সম্ভব এ ধরনের একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা হবে। যুক্তি দেখানো হয়েছে যে, সংবাদপত্রের কার্যালয়গুলোই সাংবাদিকতা-শিক্ষার শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠান। কথাটা সত্যি বটে, কিন্তু সাংবাদিকতা-শিক্ষার স্বতন্ত্র একটি প্রতিষ্ঠানে প্রশিক্ষণ পেলে সংবাদ-কর্মীর কর্মকুশলতা আরও বেড়ে যাবে। 'দি হিন্দু' পত্রিকার তৎকালীন সহকারী সম্পাদক শ্রীরঘুনাথ আয়ার যিনি হিসলোপ প্রকল্পের উদ্বোধন করেন তিনি এতোদূর পর্যন্ত অভিমত প্রকাশ করেছিলেন যে, ভারতের নূতন সমাজ-সৌধ নির্মাণের জন্যে সাংবাদিকতায় শিক্ষাগত যোগ্যতা মৌল সাংস্কৃতিক সরঞ্জামের অন্যতম হিসেবে পরিগণিত হওয়া উচিত।

ভারতের নূতন সমাজে, সাংবাদিকতায় দক্ষ ব্যক্তিগণ হয়তো-বা সম্মানিতের মর্যাদা পাবেন না। তবু আনন্দের কথা এই যে, তাঁরা নিজেরাই সংগঠিত হয়েছেন। কিছু সাংবাদিক এ জন্যে হয়তো সংগঠিত হওয়ার উদ্দেশ্যে পেশাগত ভিত্তিকে অবলম্বন করেছেন, আবার কিছু সাংবাদিক ট্রেড ইউনিয়ন পন্থার আশ্রয় নিয়েছেন। পন্থার পার্থক্য থাকতে পারে, তবু তাঁরা তাঁদের শ্রেণীর গণ-কর্মচারীদের জন্যে উন্নততর কর্ম-পরিবেশের অভিন্ন লক্ষ্যে যে কাজ করছেন তাতে কোনো সন্দেহ নেই। 'কার্যরত সাংবাদিক-(চাকুরির শর্তাবলী) আইন' এবং বেতন-পর্ষদ গঠন সাংবাদিকদের বেতন ও কর্মপরিবেশের ন্যূনতম নিশ্চয়তা দিয়েছে। সাংবাদিকগণকে তাঁদের অর্জনে আরও অনেক দীর্ঘ পথ অতিক্রম করতে হবে। আশার কথা, সেই পথে সদ্য যাত্রাও শুরু হয়েছে।

বিশ্ব-সংবাদক্ষেত্রে নূতন অধ্যায় সূচিত হচ্ছে। আন্তর্জাতিক প্রেস ইন্সটিটিউট-এর ভাষায় দ্রুত সম্প্রসারণশীল ও জটিল বিশ্বে বসবাসকারী জনগণের বাড়তি চাহিদা মেটাতে বিশ্ব-সংবাদক্ষেত্রের নব অধ্যায় নূতন নূতন দায়িত্ব, পেশাগত দক্ষতা ও নৈতিকতার দাবী জানাচ্ছে। লন্ডনে ভারতের হাইকমিশনার থাকাকালে শ্রীমতী বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত কমনওয়েলথ প্রেস-ইউনিয়নের উদ্দেশে ভাষণ-প্রসঙ্গে বলেছিলেন যে, "মহাশূন্যে বা জাগতিক পরিধি থেকে অনেক দূরের কোনো অজানা লোকে নয়, আমাদের

www.pathagar.com

সমসাময়িককালের বিরাট অমীমাংসিত চ্যালেঞ্জসমূহকে মাটির পৃথিবীতেই মোকাবেলা করতে হবে"।[২]

ভারতে স্বাধীনতা-সংগ্রামকালে জাতীয় সংবাদপত্রসমূহ কার্যকর ভূমিকা পালন করেছে। আমার নিশ্চিত ধারণা, স্বাধীনতা-পরবর্তী উন্নয়ন-প্রচেষ্টাতেও এসব সংবাদপত্র জাতির সচ্ছল জীবনায়নে একটা যথার্থ ভূমিকা পালন করবে এবং জাতীয় অর্থনীতির একটি বিশেষ উদ্দেশ্যকে সার্থক করবে। এই বিশেষ উদ্দেশ্যে আন্যান্য জিনিসের সঙ্গে, জনগণকে একটি প্রগতিশীল অর্থনীতির অংশীদার করা এবং বিশ্ব ও স্থানীয় পরিস্থিতি সম্পর্কে জ্ঞাত একটি গণতান্ত্রিক সমাজ-প্রতিষ্ঠার বিষয় নিহিত থাকবে। শুধু তাই নয়, সংবাদপত্রসমূহ জাতীয় পরিকল্পনাগুলির বিষয়ে সমগ্র জনসমষ্টির মধ্যে স্বতস্ফূর্ত আগ্রহ সৃষ্টি করবে।

প্রধানমন্ত্রী নেহেরু সংবাদক্ষেত্রকে আরও অতিরিক্ত দায়িত্ব পালন করতে আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি বলেছেন, "জাতীয় জীবনের সম্প্রসারণশীল অশ্লীলতা পরিহারে সাহায্য করে সংবাদপত্রকে শুধু একটা উন্নত ও উজ্জ্বলতর সমাজ সচেনতায় গড়ে তুললেই চলবে না তাকে জীবনের 'ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বালুকণা, বিন্দু বিন্দু জল' সম নিছক ছোটখাটো বিষয়েও একটা সামাজিক আচরণের আদর্শ গড়ে তুলতে হবে।"

ভারতের মহান প্রধানমন্ত্রী ভারতের সংবাদপত্রসমূহের উপর এভাবে যে-গুরুদায়িত্বভার অর্পণ করছেন তাঁর বেশির ভাগ দায়িত্ব পালনের মতো সাহস ও সদিচ্ছা ভারতীয় সংবাদক্ষেত্রের আছে।

---

২. ১৯৬২ সালে আর্ন্তজাতিক প্রেস ইনস্টিটিউট (The International Press Institute) ঘোষণা করেছেন যে, মৌলিক পেশাগত সমস্যাবলীর আলোচনা, নূতন ভাবাদর্শ প্রয়োগ-কৌশলের প্রচার . . .
. . . ব্যাপক শিক্ষা এবং নিরক্ষরতা দূরীকরণ কার্যক্রমের দরুন নূতন করে লাখ লাখ ভারতীয় সংবাদপত্র-পাঠকের সঙ্গে যোগাযোগের উদ্দেশ্যে ভারতীয় সাংবাদিকদের প্রশিক্ষণ দানের জন্যে ভারতে নিজস্ব জাতীয় প্রেস-ইন্সটিটিউট স্থাপিত হবে। মাদ্রাজে পরবর্তীকালে ভারতীয় প্রেস ইন্সটিটিউট-এর ট্রাস্টি গঠন উল্লিখিত লক্ষ্য অর্জনে সহায়তা করেছে। — সম্পাদক।

www.pathagar.com

পরিশিষ্ট-১

ভারতীয় সাংবাদিকতা-সংক্রান্ত পুস্তক-বিবরণী

[ভারতের সংবাদক্ষেত্র সংক্রান্ত পুস্তক-বিবরণী গত দশকে দুটি গুরুত্বপূর্ণ প্রকাশনা — প্রেস-কমিশনের প্রতিবেদন (তিন খণ্ডে সমাপ্ত) ও সংবাদপত্র-রেজিস্ট্রারের ১৯৫৭ সাল থেকে প্রকাশিত বার্ষিক বিবরণীসমূহের দরুন সমৃদ্ধ হয়েছে। যেসব বই বর্তমান পুস্তকের সম্পাদক নিজে পড়ে দেখেন নি সেসব বইয়ের তালিকা এখানে প্রকাশ করা সম্ভব হয়নি। বর্তমান তালিকায় বিশেষভাবে উল্লিখিত কয়েকটি বই ছাড়া আর সবই ইংরেজি ভাষায় রচিত]

জীবনী ও স্মৃতিচারণমূলক গ্রন্থ

(বর্ণানুক্রমিক)

আয়েঙ্গার, এ. এস., *'অল থ্রু দি গান্ধিয়ান এরা,'* হিন্দু কিতাবস, বোম্বাই ১৯৫০, পৃঃ ৩২৭

কিপলিং, রুডইয়ার্ড, *'সামথিং অব মাইসেলফ',* ম্যাকমিলান, লণ্ডন, ১৯৩৭ পৃঃ ২৩৭

দত্ত, কে. ঈশ্বর, *'দি স্ট্রিট অব ইন্ক',* ত্রিবেণী, মুসলিপত্তম, ১৯৫৬, পৃঃ ২৬৪

রাও, কে. সুব্বা, 'রিভাইভ্ড মেমোরিজ,' গণেশ, মাদ্রাজ, পৃঃ ৫১৮

রাও, এ. ভি. রাজেশ্বর এবং এম. ভি. রামানা রাও, *'ঈশ্বরদত্ত সিক্সটিয়েথ বার্থডে',* এ. ভি. রাজেশ্বর রাও, নয়াদিল্লী, ১৯৫৮, পৃঃ ১৫৮ (স্মারক পত্রিকা)

সাধারণ

অর্পূথাস্বামী, *'প্রিন্সিপল্স অব জার্নালিজম,'* মঙ্গলোদয়ম্ প্রেস, ত্রিচুর ১৯৪১, পৃঃ ৮৫ (মলয়ালম)

আলী-উল্-হাশ্মী, চৌধুরী রহম, *'আর্ট অব রাইটিং',* আনজুমান তারক্কী- এ-উর্দু, দিল্লী (হিন্দি, ১৯৪৩, পৃঃ ২২৭ (উর্দু ভাষায়)

আয়েঙ্গার এ. আর. রঙ্গস্বামী, *'নিউজপেপার-প্রেস ইন্ ইন্ডিয়া',* ব্যাঙ্গালোর প্রেস, ব্যাঙ্গালোর, ১৯৩৩, পৃঃ ৫০

'অ্যানুয়াল রিপোর্ট, রেজিস্ট্রার অব নিউজ পেপারস্ ফর ইন্ডিয়া', তথ্য ও বেতার মন্ত্রণালয়, ভারত সরকার, নয়াদিল্লী (১৯৫৭ সাল থেকে)

ক্রিবচ্ফিল্ড, রিচার্ড পি. (সম্পাদাক), *'দি হিসলোপ জার্নালিস্ট'* নাগপুর বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৬০, ৬১, ৬২ সংস্করণ, কে. ই. ইপেন সম্পাদিত

গুনদাপ্পা, ডি. ভি., *'দি প্রেস ইন মাইসোর',* কর্নাটিক, ব্যাঙ্গালোর সিটি , ১৯৪০. পৃঃ ৫৬

ত্রিপাঠি, কমলাপতি এবং পি. ডি. ট্যান্ডন, *'পত্র ও পত্রকার,'* জ্ঞান মণ্ডল বেনারস, সংশোধিত সংস্করণ ১৯৫০, পৃঃ ৪২৫

ধর, আর., *'জার্নালিজম ইন্ডাস্ট্রি',* কোলকাতা, ১৯২৫, পৃঃ ১৫৬

www.pathagar.com

পাই, এম. আর. (সম্পাদক), *'ইন্ডিয়ান জার্নালিস্টস গাইড', 'বম্বে কলেজ অব জার্নালিজম',* বোম্বাই, ১৯৬১, পৃঃ ১২০, ১৯৬২, পৃঃ ১০৪

পিল্লাই, কে. রামকৃষ্ণ, *'জার্নালিজম',* মঙ্গলোদয়ম্ প্রেস, ত্রিচুর, ১৯২৬, পৃঃ ৩৩৬ (মলয়ালম)

ব্যানার্জী রাজিনি, 'রোমান্স অব জার্নালিজম ইন্ডাস্ট্রি', কোলকাতা, ১৯৪৭, পৃঃ ১৬৫

বোস, মৃণাল কান্তি, *'দি প্রেস অ্যান্ড ইটস্ প্রবলেমস্'* সরকার, কোলকাতা ১৯৪৫, পৃঃ ১৬২

মুর্তি, নাদিগ কৃষ্ণ, *'পত্রিকোদিয়ামা শাস্ত্র* (সাংবাদিকতা বিজ্ঞান)', মহীশূর বিশ্ববিদ্যালয়, মহীশূর, ১৯৬১, পৃঃ ১২০ (কানাড়ি)

মায়ার্স, এডলফ, *'হাউ টু বি এ জার্নালিস্ট',* দি টাইমস্ অব ইন্ডিয়া প্রেস, বোম্বাই, ১৯৩৬, পৃঃ ১৬২

রাও, পি. জি., *'ফেমাস ইন্ডিয়ান জার্নালিস্ট অ্যাণ্ড জার্নালিজম',* ভি. আর. প্রভু, কানাড়ি বুকস্ অ্যাণ্ড নিউজ এজেন্সী, বোম্বাই, প্রথম খণ্ড, (সাম্প্রতিক), পৃঃ ৫৭

'রিপোর্ট অব দি প্রেস-কমিশন', ভারত সরকার, নয়াদিল্লী, ১৯৫৪, প্রথম খণ্ড, পৃঃ ৫৪০, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ ২৮৭, তৃতীয় খণ্ড, পৃঃ ৪৫৩

লভেট, প্যাট, *'জার্নালিজম ইন ইন্ডিয়া,'* বাসন্না, কোলকাতা ১৯২৮, পৃঃ ৯৬

শাস্ত্রী, সি. এল. আর. *'জার্নালিজম',* থ্যাকার, বোম্বাই, ১৯৪৪, পৃঃ ২৮৫

শ্রীধরণী, কৃষ্ণলাল এবং প্রকাশ সি. জৈন, *'দি জার্নালিস্ট ইন ইন্ডিয়া ঃ এ স্টাডি অব দি প্রেস কোর',* পত্রিকা সিন্ডিকেট প্রাইভেট লিমিটেড, কোলকাতা, ১৯৫৬, পৃঃ ৪০

শুক্লা, বিষ্ণু দত্ত, 'পত্রকার-কলা', শুক্লা সদন, উন্নাভ, ১৯৩০, পৃঃ ৩৭২ (হিন্দি)

শ্রীনিবাসন, সি. আর. *'প্রেস অ্যাণ্ড পাবলিক',* ত্রিবাঙ্কুর বিশ্ববিদ্যালয়, ত্রিবেন্দ্রাম, ১৯৪৪, পৃঃ ৭৮

ইতিহাস

আয়ার, বিশ্বনাথ *'দি ইন্ডিয়ান প্রেস',* পদ্মা, বোম্বাই, ১৯৪৫, পৃঃ ৭১

কানাড়ে, রামচন্দ্র গোবিন্দ, *'হিস্ট্রি অব মারাঠি পিরিওডিক্যালস,* ১৮৩২— ১৯৩৭, কর্নাটক, বোম্বাই, ১৯৩৮, পৃঃ ২৪৬ (মারাঠি)

ঘোষ, হেমেন্দ্র প্রসাদ, *'দি নিউজপেপার ইন্ ইন্ডিয়া,'* কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৫২, পৃঃ ৮৯

নটরাজন, জে., *'হিস্ট্রি অব ইন্ডিয়ান জার্নালিজম,'* ভারত সরকার, নয়াদিল্লী, ১৯৫৪, পৃঃ ২৮৭ (প্রেস-কমিশন রিপোর্টের দ্বিতীয় অংশ)

নটরাজন, এস., *'এ হিস্ট্রি অব দি প্রেস ইন ইন্ডিয়া',* এশিয়া পাবলিশিং হাউস, বোম্বাই, ১৯৬২, পৃঃ ৪২৫

নটেসান, বি., *'ইন দি সার্ভিস অব দি নেশন',* নটেসান, মাদ্রাজ, ১৯৪৭, পৃঃ ৭৩

বার্নস্, মার্গারিটা, *'দি ইন্ডিয়ান প্রেস,'* জর্জ অ্যালেন অ্যাণ্ড আনউইন, লণ্ডন ১৯৪০, পৃঃ ৪৯১

www.pathagar.com

বোস, পি. এন. এবং এইচ. ডব্লিউ. বি. মরেনো, *'এ হাণ্ড্রেড ইয়ার্স অব বেঙ্গলি প্রেস,'* মরেনো, কোলকাতা, ১৯২০, পৃঃ ১২৯
'ব্রিফ হিস্ট্রি অব দি স্টেটসম্যান', স্টেটসম্যান প্রিন্টিং প্রেস, কোলকাতা, ১৯৪৭, পৃঃ ৫২
ভাটনগর, রামরতন, *'দি রাইজ অ্যাণ্ড গ্রোথ অব ইন্ডিয়ান জার্নালিজম',* ১৮২৬ — ১৯৪৫, কিতাবমহল, এলাহাবাদ, ১৯৪৮, পৃঃ ৭৬৮
যোশী, বিনায়ক কৃষ্ণ এবং রামচন্দ্র কেশব লীলী, *'হিস্ট্রি অব নিউজপেপার্স,'* যুগবাণী পাবলিকেশনস্, বোম্বাই, ১৯৫১, প্রথম খণ্ড পৃঃ ৫৬২ (মারাঠি)
'রিপোর্ট অব দি তিলক ট্রায়াল', মারাঠি ভাষায় প্রকাশিত, ১৯০৮, পৃঃ ৪৬২
স্টোরি, গ্রাহাম, *রয়টার্স,* ক্রাউন, নিউইয়র্ক, ১৯৫১, পৃঃ ২৭৬

আইন ও সংবাদক্ষেত্রের স্বাধীনতা

গোখেল, ডি. ভি. (সম্পাদক), *'দি কনটেম্পট অব কোর্ট কেস এগেনস্ট মিস্টার এন. সি. কেলকার,'* মারাটি ভাষায় প্রকাশিত, ১৯২৪, পৃঃ ১২৮
ঘোষ, *হেমেন্দ্র* প্রসাদ, *'প্রেস অ্যাণ্ড প্রেস ল'জ ইন ইন্ডিয়া',* মিত্র, কোলকাতা, ১৯৩০, পৃঃ ১০২
মেনন, কে. বি., *'দি প্রেস ল'জ অব ইন্ডিয়া',* ইণ্ডিয়ান সিভিল লিবার্টিজ ইউনিয়ন, বোম্বাই, ১৯৩৭, পৃঃ ৫২
রায়, নিখিল রঞ্জন, *'ফ্রিডম অব দি প্রেস ইন ইন্ডিয়ান',* জেনারেল প্রিন্টার্স এ্যাণ্ড পাবলিশার্স, কোলকাতা, ১৯৫০, পৃঃ ১৫০
রাও, কে. বিয়াস, *'দি প্রেস আন্ডার দি প্রেস অ্যাক্ট,'* গ্রন্থকার, মাদ্রাজ, ১৯১৬, পৃঃ ৭৮
রিপোর্ট অব দি প্রেস ল'জ ইনকোয়ারি কমিটি, ভারত সরকারের প্রকাশনা, নয়াদিল্লী, ১৯৪৮, পৃঃ ৫২
সেন. পি. কে., *'দি প্রেস, পাবলিবেকশন্স অ্যাণ্ড কপিরাইট ল'জ অব ইন্ডিয়া',* সরকার, কোলকাতা, ১৯৫৮, পৃঃ ১৩৪

প্রতিবেদন

পারুমল, নীলকন, *'নিউজ',* ট্রপিক্যাল বুক কোম্পানি, কয়েম্বাটোর, ১৯৫৩, পৃঃ ৩৯
টিক্কেকর, শ্রী পদ রামচন্দ্র, *'বাতামিদার,'* নিউ ভারত, বোম্বাই, ১৯৩৪, পৃঃ ২৭৯ (মারাঠি)

বৃত্তি বা পেশামূলক

উম্রীগড়, কে. ডি., *'লেস্ট আই ফরগেট',* পপুলার বুক ডিপো, বোম্বাই ১৯৪৯, পৃঃ ১৪৮
'জার্নালিজম অ্যাজ এ ক্যারিয়ার', ক্যারিয়ার্স ইন্সটিটিউট, নয়াদিল্লী, ১৯৫১ পৃঃ ৪৩
'দি ট্রেনিং অব জার্নালিস্টস্', ইউনেস্কো, প্যারিস, ১৯৫৮, পৃঃ ২২২
রাও, আবদুল মজিদ, 'জার্নালিজম অ্যাজ এ ক্যারিয়ার', কমার্শিয়াল বুক্স লাহোর, ১৯৩৩, পৃঃ ১৩৮
'রিপোর্ট অব দি নিউজপেপার ইন্ডাস্ট্রি ইনকোয়ারি কমিটি,' মধ্যপ্রদেশ ও বেরার রাজ্য, সরকার, নাগপুর, ১৯৪৮, পৃঃ ৫২

www.pathagar.com

বিবিধ

'আই এফ. ডব্লিউ. জে সুভোনীর', ইন্ডিয়ান ফেডারেশন অব ওয়ার্কিং জার্নালিস্ট সংগঠনের বার্ষিক সম্মেলন উপলক্ষে প্রকাশিত বার্ষিকী

ঝা, শিবচন্দ্র, *'এ কনসেপ্ট অব প্ল্যানড্ ফ্রি প্রেস'*, বুকল্যান্ড প্রাইভেট লিঃ কোলকাতা, ১৮৫৮, পৃঃ ৯২

'দি ইন্ডিয়ান প্রেস ইয়ার বুক', ইন্ডিয়ান প্রেস পাবলিকেশন্স, মাদ্রাজ, ১৯৪৯, ১৯৫০ ১৯৫১, ১৯৫৪, ১৯৫৬

'দি প্রেস, পাবলিক অ্যাণ্ড দি অ্যাডমিনিস্ট্রেশন', ইন্ডিয়ান ইন্সটিটিউট অ এ্যাডমিনিস্ট্রেশন, নয়াদিল্লী, ১৯৬১, পৃঃ ৬৮

নরসিংহন, ভি. কে., *'দি মেকিং অব এডিটোরিয়াল পলিসি'*, বরদাচারী অ্যাণ্ড কোং মাদ্রাজ, ১৯৫৬, পৃঃ ৮৮

ভেঙ্কটশরন, আর. জে., *'দি প্রেস অ্যাণ্ড দি ওয়েলফেয়ার স্টেট'*, গ্রন্থকার, কোলকাত ১৯৫৩, পৃঃ ২৮

'রিপোর্ট অব দি মিনিস্ট্রি অব ইনফরমেশন অ্যাণ্ড ব্রডকাস্টিং', বার্ষিক প্রকাশনা নয়াদিল্লী

www.pathagar.com

পরিশিষ্ট-২

সাংবাদিকতা-সংক্রান্ত সাধারণ পুস্তক-বিবরণী

[**দ্রষ্টব্য** : সাংবাদিকতা সম্পর্কে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে হাজার হাজার বই প্রকাশিত লেও ভারতে এসব বই খুব কমই পাওয়া যায়। নীচে যেসব বইয়ের তালিকা দেওয়া হয়েছে সগুলোই সাংবাদিকতা সম্পর্কে সর্বোৎকৃষ্ট বই হিসেবে ধরে নিলে চলবে না। তালিকাটিতে এমন সব বইয়ের নাম উল্লেখ রয়েছে যেগুলো ইংরেজিতে প্রকাশিত। বিভিন্ন গ্রন্থাগারে এই ইগুলো আছে এবং প্রকাশকগণ এগুলো ভারতে বাজারজাত করেছেন মাত্র। ভারতীয় সাংবাদিকতাসংক্রান্ত পরিশিষ্ট (১)–এ প্রদত্ত তালিকায় যেসব বিষয়ের উল্লেখ নেই বর্তমান তালিকায় সেগুলো পাওয়া যেতে পারে। এসব বই অনুসন্ধান করতে হলে পাঠকগণকে বিশ্ববিদ্যালয় ও মহাবিদ্যালয়গুলোর গ্রন্থাগার, সাধারণ ও বিশেষ গ্রন্থাগার এবং ইউসিস ও বৃটিশ ইনফরমেশন সার্ভিস-এর গ্রন্থাগারগুলোতে খোঁজ করতে পরামর্শ দেওয়া যাচ্ছে। বড় বড় সংবাদপত্র, বার্তা-প্রতিষ্ঠান এবং সাময়িকী-কার্যালয়েও অনেক ক্ষেত্রে এ ধরনের বইয়ের সংগ্রহ থাকে।]

সাধারণ

উল্‌সলে, রোল্যান্ড ই এবং লরেন্স আর. ক্যাম্পবেল, *'এক্সপ্লোরিং জার্নালিজম,'* প্রেন্টিস-হল, ইঙ্গলউড ক্লিফস, এন. জে., ১৯৫৭, তৃতীয় সংস্করণ

কার, সি. ই. এবং এফ. ই. স্টিভেন্স, *'মডার্ন জার্নালিজম'*, পিটম্যান, লণ্ডন, ১৯৩১

'কেম্‌সলি ম্যানুয়াল অব জার্নালিজম', ক্যাসেল, লণ্ডন, ১৯৫০

টেলর, এইচ, এ., *'দি বৃটিশ প্রেস,'* বার্কার, লণ্ডন, ১৯৬১

বন্ড, এফ. ফ্রেজার, *'অ্যান ইনট্রোডাকশান টু জার্নালিজম,'* ম্যাকমিলান, নিউইয়র্ক, ১৯৬১, দ্বিতীয় সংস্করণ

ম্যান্সফিল্ড. এফ. জে., 'দি কমপ্লিট জার্নালিস্ট', পিটম্যান লন্ডন, ১৯৩৬

মোট, জর্জ ফক্স এবং সহযোগী গ্রন্থকারবৃন্দ, *'নিউ সার্ভে অব জার্নালিজম,'* বার্নস অ্যাণ্ড নোবল্, নিউইয়র্ক, ১৯৫৮, চতুর্থ সংস্করণ

সম্পাদকীয়-লিখন

ওয়ালড্রপ, এ. গেল, *'এডিটর অ্যাণ্ড এডিটোরিয়াল রাইটার',* রাইনহার্ট নিউইয়র্ক ১৯৫৫, দ্বিতীয় সংস্করণ

ক্রিগবম, হিলিয়ার, *'ফ্যাক্টস ইন পারসপেক্টিভ',* প্রেন্টিস-হল্, ইঙ্গল্‌উড ক্লিফ্‌স, এন. জে., ১৯৫৬

সাময়িকী-সাংবাদিকতা

উলস্‌লে, রোল্যান্ড ই, *'দি ম্যাগাজিন ওয়ার্ল্ড,'* প্রেন্টিস-হল, ইঙ্গলউড ক্লিফ্‌স, এন. জে. ১৯৫১

www.pathagar.com

প্যাটারসন , হেলেন, *'রাইটিং অ্যাণ্ড সেলিং ফিচার আর্টিক্‌ল্‌স,'* প্রেন্টিস-হল ইঙ্গলউড ক্লিফস, এন, জে., ১৯৫৬, তৃতীয় সংস্করণ

বার্ড, জর্জ এল, *'আর্টিক্‌ল রাইটিং অ্যাণ্ড মার্কেটিং'*, রাইনহার্ট, নিউইয়র্ক, ১৯৫৬, দ্বিতীয় সংস্করণ

সংবাদ-প্রতিবেদন ও লিখন

ওয়ারেন, কার্ল, *'মডার্ন নিউজ রিপোর্টিং'*, হার্পার, নিউইয়র্ক, ১৯৫৯, চতুর্থ সংস্করণ

ক্যাম্পবেল, লরেন্স আর, এবং রোল্যাণ্ড ই উলসলে, *'হাউ টু রিপোর্ট অ্যাণ্ড রাইট দি নিউজ'*, প্রেন্টিস-হল, ইঙ্গলউড ক্লিফস, এন. জে., ১৯৬১

চার্নলি, মিচেল ডি., *'নিউজ বাই রেডিও,'* ম্যাকমিলান, নিউইয়র্ক, ১৯৪৮

ম্যাকডুগ্যাল, কার্টিস ডি., *'ইন্টারপ্রিটেটিভ রিপোর্টিং'*, ম্যাকমিলান, নিউইয়র্ক ১৯৫৭, তৃতীয় সংস্করণ

হোয়াইট, পল ডব্লিউ, 'নিউজ অন দি এয়ার', হারকোর্ট ব্রেস, নিউইয়র্ক, ১৯৪৭

খবর-সম্পাদনা

নীল রবার্ট, *'এডিটিং দি স্মল সিটি ডেলী'*, প্রেন্টিস-হল, নিউইয়র্ক, ১৯৪৬

ব্যাস্টিয়ান, জর্জ সি., লেল্যান্ড ডি. কেস এবং ফ্লয়েড কে. বাস্কেট, *'এডিটিং দি ডেজ নিউজ'*, ম্যাকমিলান, নিউইয়র্ক, ১৯৫৬, ৪র্থ সংস্করণ

ম্যান্সফিল্ড, এফ. জে., *'সাব এডিটিং'*, পিটম্যান, লন্ডন, ১৯৪৬

সাটন, এল্যাবার্ট এ. *'ডিজাইন অ্যাণ্ড মেক-আপ অব দি নিউজপেপার'*, প্রেন্টিস-হল, নিউইয়র্ক, ১৯৪৮

বিবিধ

উলস্‌লে, রোল্যাণ্ড ই, *'ক্রিটিক্যাল রাইটিং ফর দি জার্নালিস্ট'*, চিলটন, ফিলাডেলফিয়া, ১৯৫৯

ফ্লেশ, রুডলফ, *'দি আর্ট অব রিড্যাবল রাইটিং,'* হার্পার, নিউইয়র্ক, ১৯৪৯

বার্টন, ফিলিপ ওয়ার্ড, *'প্রিন্সিপল্‌স অব অ্যাডভার্টাইজিং'*, প্রেন্টিস-হল, ইঙ্গলউড ক্লিফস. এন. জে., ১৯৫৫

বার্টন, ফিলিপ ওয়ার্ড এবং জি. বোম্যান ক্রিয়ার, *'অ্যাডভার্টাইজিং কপিরাইটিং'*, প্রেন্টিস-হল, ইঙ্গল্‌উড ক্লিফস, এন. জে., দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৬২

মট ফ্রান্স, লুথার, 'অ্যামেরিক্যান জার্নালিজম', ম্যাকমিলান, নিউইয়র্ক ১৯৬২, তৃতীয় সংস্করণ, (বইটির প্রথম সংস্করণ শ্রী নাদীগ কৃষ্ণমূর্তি অনুবাদ করেছেন কানাড়ি ভাষায় এবং গীতা-সাহিত্য মন্দির, মহীশূর বইটি প্রকাশ করেছেন)

'রাইটার্স অ্যাণ্ড আর্টিস্টস ইয়ারবুক', এ্যাডাম এ্যাণ্ড চার্লস ব্ল্যাক, লণ্ডন (বার্ষিক প্রকাশনা)

লেসলী ফিলিপ (সম্পাদক), *'পাবলিক রিলেশনস হ্যান্ডবুক,'* প্রেন্টিস-হল, ইঙ্গলউড ক্লিফ্‌স, এন. জে., ১৯৫০

www.pathagar.com

পরিশিষ্ট--৩
যাঁরা লিখেছেন

এ. ই. চার্লটন (A. E. Charlton) নয়াদিল্লীতে 'দি স্টেটস্‌ম্যান' পত্রিকার আবাসিক সম্পাদক ছিলেন। London-এর উপকণ্ঠ থেকে প্রকাশিত কতিপয় সাপ্তাহিক পত্রিকায় কাজ করার পর ১৯৩৬ সালে তিনি 'দি স্টেটস্‌ম্যান' পত্রিকায় অবর-সম্পাদক হিসেবে যোগ দেন। তিনি এই পত্রিকার দিল্লী-সংস্করণের মুখ্য অরব সম্পাদক এবং দিল্লী ও কোলকাতা উভয় সংস্করণেরই বার্তা-সম্পাদক হিসেবে কাজ করেছেন। তিনি ভারতে 'দি লণ্ডন টাইমস' পত্রিকারও সংবাদদাতা। 'অল ইণ্ডিয়া নিউজপেপার এডিটর্স কনফারেন্স'-এর তিনি একজন সক্রিয় সদস্য এবং ভারতের প্রেসক্লাবের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। এ ছাড়াও সেন্ট্রাল প্রেস এক্রিডিটেশন কমিটির একজন সদস্য। তিনি এই পুস্তকে যে অধ্যায়টি লিখেছেন সে সম্পর্কে বলেছেন, "এতে আমি যা লিখেছি তা পুরোপুরি আমার নিজস্ব মতামত 'দি স্টেটস্‌ম্যন'-এর নয়।"

নরম্যান এ. এলিস (Norman A. Ellis) ভারতের সাংবাদিকতা ও মুদ্রণক্ষেত্রে দুটো গুরুত্বপূর্ণ পদে নিয়োজিত। বাণিজ্যিক পত্রিকা 'ইন্ডিয়ান প্রিন্ট অ্যাণ্ড পেপার'-এর তিনি সম্পাদক এবং ভারতের অন্যতম বৃহৎ ছাপাখানা 'ব্যাপটিস্ট মিশন প্রেস'-এরও সুপারিনটেন্ডেন্ট। মি. এলিস বহুদিন থেকে ভারতের মুদ্রণশিল্প ক্ষেত্রে একজন বিশেষভাবে চিহ্নিত ব্যক্তিত্ব। তিনি মুদ্রণ ও অক্ষরবিদ্যা সম্পর্কে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় লিখে থাকেন। মুদ্রণশিল্পে কাজের উঁচুমান বজায় রাখার বিষয়ে তিনি অত্যন্ত সচেতন ও সক্রিয়। তিনি 'দি সার্ভিস ফোরাম অব ক্রিশ্চিয়ান লিটারেচার' পত্রিকাও সম্পাদনা করে থাকেন। এ ছাড়াও তিনি ভারত সরকারের জাতীয় মুদ্রণ-প্রতিযোগিতায় তিনবার বিচারক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রেস-উপদেষ্টা কমিটি, কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের একই ধরনের কমিটি এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ পেশাগত কমিটিরও তিনি সদস্য।

টি. ফার্নান্দেজ (T. Fernandez) তিন দশক ধরে ভারতে সাংবাদিকতা পেশায় নিয়োজিত। ১৯৩১ সালে 'অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস অব ইন্ডিয়া'র প্রতিবেদক হিসেবে তাঁর সাংবাদিকতা জীবনের শুরু। সে সময় তিনি যুক্তপ্রদেশ সরকারের সদর দফতর লক্ষ্মৌ ও নৈনিতালে সংবাদদাতা হিসেবে নিয়োজিত হন। চার বছর পরে কানপুরে তাঁকে রয়টারের একটা শাখা-অফিস সংগঠনের দায়িত্ব দেওয়া হয়। ১৯৩৯ সাল পর্যন্ত রয়টারের কানপুর শাখার দায়িত্বে নিয়োজিত থাকার পর হায়দ্রাবাদের নিজাম সরকারের সদর-দফতরে তিনি রয়টারের প্রতিনিধি হিসেবে নিযুক্ত হন এবং রয়টারের হায়দ্রাবাদ শাখার দায়িত্বও তাঁকে অর্পণ করা হয়। ১৯৪৪ সালে তিনি বোম্বাই ফিরে এসে রয়টারের সদর দফতরে অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস-বিভাগের ভারপ্রাপ্ত সম্পাদকের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। স্বাধীনতার দরুন বিভিন্ন পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে ভারত সরকারের রাজধানীতে রয়টারের অফিস সংগঠনের জন্যে ১৯৪৭ সালে তাঁকে নয়াদিল্লীতে বদলী করা হয়। এখানে এসে তিনি স্যার উষানাথ সেনের অধীনে কাজ করতে থাকেন। ১৯৫০ সালে স্যার উষানাথ সেন চাকরি থেকে

www.pathagar.com

অবসর গ্রহণ করলে তিনি রয়টারের দিল্লী শাখার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তিনি ভারতের কার্যরত সাংবাদিক সংগঠনসমূহের একজন সক্রিয় কর্মী হিসেবে কানপুর ও হায়দ্রাবাদের সাংবাদিক সংগঠনের একজন প্রতিষ্ঠাতা-সদস্য ছিলেন। দিল্লীতে তিনি অন্যতম সংগঠন হিসেবে নিখিল ভারত সাংবাদিক সমিতিসমূহের প্রথম কনভেনশনের উদ্যোগ নেন। 'ফেডারেশন অব ইন্ডিয়ান ওয়ার্কিং জার্নালিস্ট' প্রতিষ্ঠার পর থেকে ১৯৫৩ সাল পর্যন্ত মি. টি. ফার্নান্দেজ এই সংগঠনের কোষাধ্যক্ষ ছিলেন। এর পর 'প্রেস ট্রাস্ট অব ইন্ডিয়ার পুনঃ সংগঠনের কাজে ডিরেক্টর ইনচার্জ ড. এন. বি. 'পারুলীকরকে সহায়তা করার জন্যে তাঁকে বোম্বাই ফিরে যেতে বলা হয়। ১৯৫৭ সালে তাঁর বর্তমান পদ প্রেস ট্রাস্ট অব ইন্ডিয়ার অ্যাসিস্ট্যান্ট জেনারেল ম্যানেজার হিসেবে নিয়োজিত হন।

পি. এন. মেহতা (P. N. Mehta) 'দি টাইমস্ অব ইন্ডিয়া', 'দি ইলাস্ট্রেটেড উইকলি অব ইন্ডিয়া' ও অন্যান্য প্রকাশনার স্বত্বাধিকারী বেনেট ফোরম্যান অ্যান্ড কোম্পানি লিমিটেডের একজন পরিচালক। তিনি প্রেস ট্রাস্ট অব ইন্ডিয়া এবং ইউনাইটেড প্রেস অব ইন্ডিয়া'রও পরিচালক। তিনি ভারতের সুপ্রীম কোর্টের একজন ব্যবহারজীবী। তিনি আইন-আদালত সংক্রান্ত সাংবাদিকতায় বিশেষ আগ্রহী এবং 'প্রেস ল' ইন ইন্ডিয়া' শীর্ষক গ্রন্থের লেখক। কোম্পানি আইনের একজন নিবিষ্ট ছাত্র হিসেবে তিনি এতদসংক্রান্ত বিষয়ে অনেকগুলো বই লিখেছেন এবং 'পার্লামেন্ট অ্যান্ড স্টেট্ লেজিসলেচার' নামক বইটিরও তিনি গ্রন্থকার।

নদীগ কৃষ্ণমুর্তি (Nadig Krishna Murthy) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মিসৌরি বিশ্ববিদ্যালয়ের স্কুল অব জার্নালিজম থেকে সাংবাদিকতায় মাস্টার ডিগ্রীধারী। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে থাকাকালে তিনি কানাড়ি ভাষায় প্রকাশিত আটটি পত্রিকার সংবাদদাতা হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। নয়াদিল্লীতে যখন প্রথম 'দি অ্যামেরিক্যান রিপোর্টার' পত্রিকার প্রকাশনা শুরু হয় তখন তিনি ঐ পত্রিকার কাহিনী-নিবন্ধকার নিযুক্ত হন। পরে তাঁকে মাদ্রাজের মার্কিন তথ্যসরবরাহ কেন্দ্রে (ইউসিস) কানাড়ি ভাষায় প্রকাশিত পত্রিকার প্রধান সম্পাদক করে পাঠানো হয় এবং ১৯৫৩ সাল পর্যন্ত ঐ পদে বহাল থাকেন। তিনি ১৬টি পুস্তকের গ্রন্থকার। ইংরেজিতে 'মহাত্মা গান্ধী অ্যাণ্ড আদার মার্টায়ারস অব ইন্ডিয়া' নামক লেখা তাঁর এই বইটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রকাশিত হয়। ১৯৬১ সালে তিনি ফ্রান্ক লুথার মট্ রচিত 'অ্যামেরিক্যান জার্নালিজম' নামক একটি বইয়ের অনুবাদ এবং সম্পাদনাও করেন। তা ছাড়া, তিনি 'পত্রিকোদয়ম শাস্ত্র' নামে কানাড়ি ভাষায় রচিত সাংবাদিকতা-সংক্রান্ত পুস্তকেরও গ্রন্থকার। তিনি সেন্ট লুই 'পোস্ট ডিস্প্যাচ,' 'নিউইয়র্ক পি. এম.,' 'দি টাইমস্ অব ইণ্ডিয়া,' 'দিল্লী নিউজ ক্রনিকল,' 'ফ্রি প্রেস জার্নাল,' 'দি ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস,' 'দি ডেক্যান হেরাল্ড' এবং 'ফোরাম' পত্রিকায় লিখেছেন। ১৯৫৩ সালে মহীশূর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতা-বিভাগের তিনি সহকারী অধ্যাপক নিযুক্ত হন এবং ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনায় নিয়োজিত থাকেন।

আর. ভি. মুর্তি (R. V. Murthy) 'দি ইস্টার্ন ইকোনোমিস্ট' পত্রিকার বোম্বাই অফিসে বিশেষ প্রতিনিধি। এক সময় তিনি 'রেকর্ডস ও স্ট্যাটিস্টিকস্' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। ১৯৩৬ সাল থেকে ভারতের নিয়মিত ও বিশেষ ধরনের সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে তিনি সক্রিয় রয়েছেন। প্রথমে তিনি 'কমার্স' নামক পত্রিকায় অবর-সম্পাদক হিসেবে যোগ দনে, পরে

www.pathagar.com

সহকারী-সম্পাদক থেকে একই পত্রিকার প্রধান সম্পাদক পদ লাভ করেন। প্রায় দশ বছর পর তিনি 'ভারত গ্রুপ অব পেপার্স'-এ প্রধান সম্পাদক হিসেবে যোগ দেন। এরপর তিনি 'ইস্টার্ন ইকোনোমিস্ট' পত্রিকায় চলে যান এবং একই সময়ে 'হিন্দুস্তস্থন টাইমস' পত্রিকার জন্যে লিখতে থাকেন। তিনি 'ইন্ডিয়াস মাইট, 'ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইন্ডিয়া,' 'ইন্ডাস্ট্রি অ্যাণ্ড কমার্স ইন ইন্ডিয়া,' এবং 'টেক্সটাইল ইন্টারন্যাশনাল' পত্রিকাসমূহ সম্পাদনা করেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ চলাকালে তিনি বোম্বাইতে কাগজের সাময়িক অভাব কাটিয়ে ওঠার জন্যে "বোম্বে পিরিওডিক্যাল্স অ্যাণ্ড পাবলিশার্স অ্যাসোসিয়েশন" গঠন করেন।

কে. পি. নারায়ণন (K. P. Narayanan) 'মধ্যপ্রদেশ ক্রনিকল' পত্রিকার সম্পাদক। এর আগে তিনি 'নাগপুর টাইমস্'-এর সম্পাদক ছিলেন। তিনি 'অল ইন্ডিয়া নিউজপেপার এডিটর্স কনফারেন্স'-এর মধ্যপ্রদেশ শাখা এবং একই রাজ্যের 'ইউনিয়ন অব ওয়ার্কিং জার্নালিস্ট'-এরও সভাপতি ছিলেন। প্রথমে ১৯৩৩ সালে লাহোরে তিনি 'ইন্সুরেন্স রিভিউ' পত্রিকার সহকারী সম্পাদক ছিলেন। ১৯৩৫ সালে 'নাগপুর ডেলী নিউজ' পত্রিকার তিনি সহকারী সম্পাদক নিযুক্ত হন। 'নাগপুর ডেলী নিউজ' পত্রিকা ১৯৩৯ সালে যখন 'নাগপুর টাইমস্'-এ পরিণত হয়, তখন তিনি ঐ পত্রিকার সম্পাদক পদে অধিষ্ঠিত হন। ১৯৪২ সালে পত্রিকাটির প্রকাশনা বন্ধ হয়ে গেলে তিনি 'হিন্দুস্থান হেরাল্ড' নামে একটি ইংরেজি পত্রিকা প্রকাশ করেন। ১৯৪৮ সালে তিনি নূতন করে প্রকাশিত 'নাগপুর টাইমস্' পত্রিকায় সম্পাদক হিসেবে যোগ দেন। তিনি 'ফ্রি প্রেস জার্নাল', 'দি হিন্দুস্থান টাইমস', 'ন্যাশন্যাল হেরাল্ড', 'ফ্রি ইন্ডিয়া', 'দি ওরিয়েন্ট ইলাস্ট্রেটেড' উইকলী, 'দি হিন্দু' এবং 'দি স্টেটসম্যান' পত্রিকায় নিবন্ধ লিখেছেন। তিনি গত ২০ বছর ধরে 'দি হিন্দু' পত্রিকার বিশেষ সংবাদদাতা হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। সাংবাদিকতা শিক্ষাদান-সংক্রান্ত একটি ডিপ্লোমা শিক্ষাক্রম প্রণয়নের জন্যে ১৯৪৬ সালে নাগপুর বিশ্ববিদ্যালয় নিয়োজিত কমিটি এবং সাংবাদিকতা শিক্ষাদান-সংক্রান্ত বিষয়ে একটি প্রতিবেদন তৈরির জন্যে ১৯৪৯ সালে 'ইন্ডিয়ান এডিটর্স কনফারেন্স' কর্তৃক নিয়োজিত কমিটির তিনি আহ্বায়ক ছিলেন। ১৯৬১ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র-বিভাগের 'লীডার প্রোগ্রাম'-এর উদ্যোগে তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সফর করেন।

স্বামীনাথ নটরাজন (Swaminath Natarajan) ১৯৪৯ সাল থেকে ১৯৫৩ সাল পর্যন্ত 'বম্বে ক্রনিকল' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। তিনি ভারতের সাংবাদিকতা পেশায় উজ্জ্বল ঐতিহ্যবাহী অন্যতম পরিবারের একজন সদস্য। তাঁর স্বনামখ্যাত সাংবাদিক পিতা কামাক্ষী নটরাজন প্রতিষ্ঠিত সংবাদপত্রের দৃষ্টান্তমূলক সম্পাদনার জন্যে স্বামীনাথ নটরাজন বিশেষ পরিচিত লাভ করেছেন। তাঁর পিতার প্রতিষ্ঠিত সংবাদপত্রটির নাম ছিলো 'দি সোস্যাল রিফর্মার', শ্রীনটরাজন এক বছরেরও বেশি সময় ধরে বোম্বাই থেকে প্রকাশিত 'ফ্রি প্রেস জার্নাল'-এর সম্পাদক ছিলেন। তাঁর জীবনবৃত্তির অন্যান্য বিস্তারিত বিষয় এই বইতে তাঁর লেখা অধ্যায়টিতে নিহিত রয়েছে। তিনি অনেক গ্রন্থও রচনা করেছেন এবং 'অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস' কর্তৃক প্রকাশিত ভারত সম্পর্কিত বিষয়ের উপর তাঁর লেখা কতকগুলো পুস্তিকাও রয়েছে। এর মধ্যে 'ওয়েস্ট অব সুয়েজ', 'লালু ভাই শ্যামল দাস', 'এ সেঞ্চুরি অব সোস্যাল রিফর্ম' এবং 'এ হিস্ট্রি অব দি প্রেস ইন ইন্ডিয়া' উল্লেখযোগ্য। তিনি অর্থনীতি শিক্ষা—পরিষদের নির্বাহী সচিব থাকাকালে এই গ্রন্থের প্রবন্ধটি লেখেন।

www.pathagar.com

এম. হেনরী স্যামুয়েল (M. Henry Samuel) ১৯৫৭ সাল থেকে পার্লামেন্টের সদস্য ছিলেন। এশীয় বিষয়-সংক্রান্ত সাপ্তাহিক পত্রিকা 'এশিয়ান রেকর্ডার' এবং 'আফ্রিকান রেকর্ডার' ও 'ডিপ্লোম্যাট্স ডাইরেক্টরি' নামক 'পত্রিকাসমূহের প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক। তিনি দিল্লীতে 'টাইমস্ অব ইন্ডিয়া'র সংবাদ-সরবরাহ সংগঠনের ব্যুরো-প্রধান ছিলেন এবং একই সঙ্গে বহুদিন ধরে বেতার-সাংবাদিকতার ক্ষেত্রেও জড়িত ছিলেন। ১৯৩২ সালে হায়দ্রাবাদে তিনি ক্রিকেট খেলার প্রতিবেদক হিসেবে সাংবাদিকতা-জীবন শুরু করেন। পরে পাটনার একটি দৈনিক পত্রিকার বার্তা বিভাগে যোগ দেন। পরে ১৯৩৭ থেকে ১৯৪৪ সাল পর্যন্ত কোলকাতার 'দি স্টেট্সম্যান' পত্রিকার সম্পাদকীয়-বিভাগে কর্মরত থাকেন। ১৯৪৪-৪৫ সালে 'অল ইন্ডিয়া রেডিও'র বার্তা-সম্পাদক নিয়োজিত হন। ১৯৪৫-৪৬ সালে ভারতে 'অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস অব অ্যামেরিকার ব্যুরো প্রধান ও সমর-সংবাদদাতার দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৪৬-৪৭ সালে তিনি কোলকাতা থেকে প্রকাশিত 'ফ্রি প্রেস অব ইন্ডিয়া'র ব্যুরো ম্যানেজার এবং বিশেষ-সংবাদদাতা হিসেবে কাজ করেন। ১৯৪৭-৫২ সালে তিনি নয়াদিল্লীতে 'অল ইণ্ডিয়া রেডিও'র বার্তা-বিভাগে (news division-এ) বিশেষ-সংবাদদাতা হিসেবে নিয়োজিত থাকেন। ১৯৬০ সালে জাতিসংঘে ভারতের প্রতিনিধিত্ব করেন। ১৯৫৮-৬১ সালে শিপিং বোর্ডের সদস্য ও ১৯৬১ সালে বিশ্ব গীর্জা-পরিষদের উপদেষ্টা ছিলেন।

কৃষ্ণলাল শ্রীধরণী (Krishnalal Shridharani) ১৯৬০ সালে পরলোকগমন করেন। এই বইয়ে সংযোজিত তাঁর লেখা অধ্যায় তিনি ১৯৫২ সালে রচনা করেন এবং এই বইয়ে প্রথম সংস্করণেই তা সন্নিবেশিত হয়। ১৯৪৫ সাল থেকেই তিনি কোলকাতা থেকে প্রকাশিত 'অমৃতবাজার' পত্রিকার বিশেষ প্রতিনিধি ছিলেন। তিনি এই পত্রিকার জন্যে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিশ্ব ঘটনার প্রতিবেদন লিখেছেন। এই উদ্দেশ্যে ১৯৪৬ সালে তিনি প্যারিস শান্তি সম্মেলনে এবং সানফ্রান্সিসকোতে জাতিসংঘ সম্মেলনে যান। তিনি 'অমৃত বাজার' পত্রিকার নয়াদিল্লী অফিসের ব্যুরো-প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালনকালে মার্কিন সাপ্তাহিক সাময়িকী 'নিউ রিপাবলিক'-এর বিশেষ প্রতিনিধি হিসেবেও কাজ করেন। তিনি 'সেন্ট্রাল প্রেস এ্যাডভাইজরি কমিটি'র সদস্য ছিলেন এবং 'নিউইয়র্ক টাইমস্', 'ভোগ ম্যাগাজিন', 'কারেন্ট হিস্ট্রি', 'দি টাইমস অব ইন্ডিয়া', স্যাটারডে রিভিউ', 'নিউইয়র্ক হেরাল্ড ট্রিবিউন' এবং এ ধরনের অন্যান্য দেশী-বিদেশী পত্রিকায় তিনি নিবন্ধ লিখেছেন। কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয় তেকে শ্রী কৃষ্ণলাল শ্রীধরণী স্নাতক ডিগ্রী লাভ করেন। মহাত্মা গান্ধীর অধীনে 'লবণ-আইন' অমান্য করার দায়ে বৃটিশ সরকার তাঁকে সবরমতী ও নাসিকে কারারুদ্ধ করে রাখে। তাঁর লেখা অনেক বই আছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ভারত উভয় দেশেই তাঁর রচিত গ্রন্থাদির অনেক পাঠক রয়েছেন। 'ওয়ার উইদাউট ভায়োলেন্স', 'মাই ইণ্ডিয়া, 'মাই অ্যামেরিকা', 'ওয়ার্নিং টু দি ওয়েস্ট', 'স্মাইলস্ ফ্রম কাশ্মির', 'দি অ্যাডভেঞ্চারস্ অব দি আপসাইড ডাউন ট্রি', 'দি মহাত্মা অ্যাণ্ড দি ওয়ার্ল্ড' শীর্ষক ইংরেজিতে লেখা তাঁর রচিত গ্রন্থাবলীর অন্যতম। এ ছাড়া গুজরাটি ও বিদেশী ভাষায় অনেক নাটক, উপন্যাস ও কবিতাও তিনি রচনা করেছেন। এসবের মধ্যে 'দি বেনিয়ান ট্রি', 'দি সাট্টি', 'দি এগ্স অব দি পিকক', 'এ কাপ অব পয়জন', 'পুনরপি', এবং 'হাতরাসনো হাতি' নামক বইগুলোর কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। মৃত্যুর কিছু আগে, ১৯৫০-৬০ সালে তাঁর গুজরাটি সাহিত্য-কর্মের জন্যে তিনি সাহিত্যের ক্ষেত্রে

www.pathagar.com

সর্বোচ্চ পুরস্কার রঞ্জিতরাম স্বর্ণপদকে বিভূষিত হন। তিনি তাঁর অন্যতম শিশু-পুস্তকের জন্যেও ভারত সরকার কর্তৃক পুরস্কৃত হন।

এ এন. শিবরমন (A. N. Shivaraman) চিত্তুরের নেতৃস্থানীয় তামিল দৈনিক পত্রিকা 'দিনমণির সম্পাদক। এ কারণে, স্বভাবত এ পুস্তকে তাঁর রচিত অধ্যায়ে তামিল ভাষায় পত্র-পত্রিকা সম্পর্কেই বেশি করে লিখেছেন। তা ছাড়া তামিল ভাষায় সংবাদপত্রগুলো ভারতের সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে নিঃসন্দেহে একটি বিশিষ্ট স্থান জুড়ে আছে। তিনি ১৯২৯ সালে 'তামিল নাড়ু' পত্রিকায় অবর-সম্পাদক হিসেবে যোগদান করলে তাঁর সাংবাদিকতা জীবনের সূত্রপাত ঘটে। তিনি এরপর কিছুদিনের মধ্যেই ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে 'লবণ-আইন' অমান্য আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন এবং এর দরুন তাঁকে কারারুদ্ধ হতে হয়। ১৯৩২ সালে 'গান্ধী' নামক ত্রি-সাপ্তাহিক পত্রিকার ব্যবস্থাপক ও সম্পাদকীয় সহকারী হিসেবে সাংবাদিকতায় পুনঃপ্রবেশ করেন। ১৯৩৪ সালে তিনি 'দিনমণি' পত্রিকার ঊর্ধ্বতন অবর-সম্পাদক হিসেবে যোগ দেন এবং পরবর্তীকালে একই পত্রিকায় তিনি সহকারী-সম্পাদক, ভারপ্রাপ্ত-সম্পাদক ও সম্পাদকের পদ অলঙ্কৃত করেন। অবশ্য তিনি এর মাঝখানে দু'-বছরের জন্যে মাদ্রাজ থেকে প্রকাশিত 'ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস' পত্রিকার ঊর্ধ্বতন সরকারি সম্পাদক ছিলেন। ১৯৪৫ সালে তিনি ভারতীয় পত্রিকা-সম্পাদকদের একটি দলের সঙ্গে মধ্যপ্রাচ্য ও মধ্য-ভূমধ্যসাগরীয় রণাঙ্গন পরিদর্শন করেন। তিনি সানফ্রান্সিসকোর জাতিসংঘের সনদ-সংক্রান্ত সম্মেলনে 'এক্সপ্রেস' পত্রিকা গোষ্ঠীর পক্ষে কাজ করেন এবং ১৯৪৬ সালে এক শিক্ষা সফরে আবার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যান। তিনি চারটি গ্রন্থের প্রণেতা এবং 'প্রভিন্সিয়াল অটোনমি' নামক তাঁর বইটি তামিল ভাষায় রচিত।

পি. পি. সিং (P. P. Singh) ভারতে সাংবাদিকতা শিক্ষার অগ্রনায়ক। ১৯৪১ সালে লাহোরের পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি সাংবাদিকতা-বিভাগ সংগঠন করেন এবং ঐ বিভাগের প্রধান হিসেবে দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মিসৌরী বিশ্ববিদ্যালয়ের স্কুল অব জার্নালিজম এবং লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাংবাদিকতায় যথাক্রমে মাস্টার ডিগ্রী ও ডিপ্লোমা প্রাপ্ত। দেশ-বিভাগের পর তিনি নয়াদিল্লীতে পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতা বিভাগ স্থাপন করেন এবং তখনও তিনি চণ্ডীগড়ে পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের নূতন অবস্থানে সাংবাদিকতা-বিভাগে অধ্যাপক হিসেবে কর্মরত রয়েছেন। সাংবাদিক হিসেবে সক্রিয় কর্মজীবনে অধ্যাপক সিং 'ইন্টারন্যাশন্যাল নিউজ সার্ভিস' (বর্তমানে ইউ. পি. আই.)-এর বিশেষ প্রতিনিধি 'পাইওনিয়ার' পত্রিকার একজন অবর-সম্পাদক ছিলেন। এক সময় তিনি উত্তরপ্রদেশ সরকারের তথ্যপরিদপ্তরের সম্পাদক মণ্ডলীর সভাপতি এবং ইংরেজি-বিভাগের প্রধান ছিলেন। তিনি 'অল ইণ্ডিয়া রেডিও-তে'নিয়ামিতভাবে কথিকা-অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে থাকেন। তিনি 'ন্যাশন্যাল হেরাল্ড' 'দি ট্রিবিউন 'ইন্ডিয়ান নিউজ ক্রনিকল', 'অর্জুন', 'হিন্দুস্থান', 'ভারত', 'প্রতাপ', 'বিশ্ববন্ধু', 'সুধা', 'মাধুরী', 'চাঁদ' এবং 'ভবিষ্য' পত্রিকায় লিখেছেন। তিনি 'ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েসন ফর এডুকেশন ইন জার্নালিজম'-এর প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি।

পি. ডি. ট্যাণ্ডন (P. D. Tandon) বিভিন্ন সংবাদপত্রে 'ফ্রিল্যান্স' সাংবাদিকতা করে থাকেন। তিনি বহুদিন ধরে 'ন্যাশন্যাল হেরাল্ড' পত্রিকার বিশেষ-প্রতিনিধি ছিলেন। তিনি তাঁর সাংবাদিকতা-জীবনে ইংরেজি ও ভারতীয় ভাষায় প্রকাশিত প্রায় ২০টি পত্রিকার জন্যে

www.pathagar.com

কাজ করেছেন। বৃটিশ বিরোধী তৎপরতা এবং রাজনীতির সঙ্গে জড়িত থাকার জন্যে তাঁকে ১৯৪২ সালের বিদ্রোহের সময় ১৬ মাস জেলে থাকতে হয়। জেল থেকে মুক্তি পাওয়ার পর 'ন্যাশন্যাল হেরাল্ড' পত্রিকার প্রকাশনা বন্ধ থাকার জন্যে স্বাধীন সাংবাদিকতা বিশেষ করে নিবন্ধ-রচনায় নিয়োজিত থাকেন। শ্রী ট্যান্ডন আচার্য্য কৃপালনী এবং আচার্য্য বিনোবাভাবে সম্পর্কে আলোচনামূলক গ্রন্থের সম্পাদনা করেছেন। এ ছাড়াও তিনি 'দি হিউম্যান নেহরু' শীর্ষক গ্রন্থের রচয়িতা এবং 'স্টাউট হার্টস অ্যাণ্ড ওপেন হ্যান্ডস' ও 'লিডার্স অব মডার্ন ইন্ডিয়া' সহ অন্যান্য গ্রন্থের সম্পাদক। তিনি এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয় নির্বাহী পরিষদ এবং উত্তরপ্রদেশ রাজ্য বিধান-সভার সদস্য।

রোল্যান্ড ই উলসলে (Roland E. Wolseley) সাংবাদিকতা-বিভাগের একজন অধ্যাপক এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সিরাকুজ বিশ্ববিদ্যালয়ের স্কুল অব জার্নালিজম-এর সাময়িকী-বিভাগের সভাপতি। তিনি ১৯৫২ সালে ভারতের নাগপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের হিসলোপ কলেজে সাংবাদিকতা-বিভাগের প্রথম প্রধানের পদে যোগ দেওয়ার জন্যে ফুলব্রাইট প্রফেসর হিসেবে ভারতে আসেন। তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রতিবেদক, অবর-সম্পাদক নগর-সম্পাদক, ব্যবস্থাপনা এবং সহকারি প্রকাশক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন এবং তাঁর নিজ দেশে, ভারতে, বৃটেনে এবং অন্যান্য ইংরেজিভাষী দেশের ১২৫টিরও বেশি পত্র-পত্রিকায় নিবন্ধ লিখেছেন। 'ইলাস্ট্রেটেড উইক্লী অব ইন্ডিয়া', 'কির্লোস্কর', 'মনোহর', 'ভিজিল' সাময়িকী এবং 'ডেক্যান হেরাল্ড', 'ন্যাশন্যাল হেরাল্ড','আম্বালা ট্রিবিউন', 'এলাহাবাদ লিডার', 'হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ড', ও অন্যান্য পত্রিকায় তাঁর এসব লেখা প্রকাশিত হয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে তিনি 'স্যাটার্ডে রিভিউ', 'করোনেট', 'দি নেশন' প্রভৃতি পত্রিকায় লিখেছেন। তিনি সাংবাদিকতার উপর লেখা ছ'টি গ্রন্থের লেখক এবং এ ধরনের আরও আটটি বই অন্যান্যের সঙ্গে যৌথভাবে সম্পাদনা করেছেন। ভারতের অবস্থানকালে অভিজ্ঞতার উপর অধ্যাপক উল্সলে 'ফেস টু ফেস উইথ ইন্ডিয়া' নামক বইটি লিখেছেন। তাঁর অন্যান্য বই হচ্ছে ঃ 'এক্সপ্লোরিং জার্নালিজম', 'দি ম্যাগাজিন ওয়ার্ল্ড', 'নিউজমেন অ্যাট ওয়ার্ক', 'ক্রিটিক্যাল রাইটিং ফর দি জার্নালিস্ট', 'হাউ টু রিপোর্ট অ্যাণ্ড রাইট দি নিউজ' এবং দি জার্নালিস্টস বুকশেলফ'। তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উটাই রাজ্যের নর্থ ওয়েস্টার্ন ইউনিভারসিটি, ইউনিভারসিটি অব উটাই, রুজভেল্ট ইউনিভারসিটি এবং অন্যান্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে সাংবাদিকতা-বিষয়ে শিক্ষকতা করেছেন। এ ছাড়াও, তিনি কতিপয় বড় মার্কিন প্রতিষ্ঠান, শিক্ষা ও ধর্মীয় গোষ্ঠীর জনসংযোগের দায়িত্ব পালন করেছেন।

www.pathagar.com

পরিভাষা -১
(ইংরেজি-বাংলা)

A

absolute privilege সর্বময় অধিকার
accuracy যাথার্থ্য
advertisement বিজ্ঞাপন
advertisement manager বিজ্ঞাপন ব্যবস্থাপক
advertiser বিজ্ঞাপনদাতা
agency, news বার্তা-প্রতিষ্ঠান
angle, news সংবাদ-দৃষ্টিকোণ
arrangement, news সংবাদ-বিন্যাস
articles নিবন্ধরাজি
article, feature কাহিনী-নিবন্ধ
asceticism তপশ্চর্যা

B

backgrounder নেপথ্য সংবাদদাতা
background material নেপথ্য উপকরণ
bad debt কুঋণ
banner ফলাও শিরোনাম
bi-weekly অর্ধ-সাপ্তাহিক
black sheep কালো ভেড়া
blasphemous কলঙ্ককর
boards পর্ষদ
Board of Trustees অছি-পর্ষদ
bold type বড় টাইপ, ভারী টাইপ
bold type-setting বড় টাইপ-সজ্জা
box-story বাঁধাই-কাহিনী
brain power চিন্তাশক্তি
brevity সংক্ষিপ্ততা
brilliantined উজ্জ্বল
bureaux, news বার্তা-ব্যুরো
butchering জবাই
by-line নামাঙ্কন
by way of Poland বোহেমিয়ান কায়দায়

C

cap. letters জ্যেষ্ঠ অক্ষর
caption পরিচিতি
career জীবনবৃত্তি
careerism জীবনবৃত্তিবাদ
cartoon ব্যঙ্গচিত্র
censor নিরীক্ষা-নিষ্কাশন
censorship নিরীক্ষা-নিষ্কাশন ব্যবস্থা
chief sub-editor মুখ্য অবরসম্পাদক
circulation, gross সার্বিক প্রচার
circulation manager প্রচারব্যবস্থাপক
city reporter নগর-প্রতিবেদক
clarity বিশদতা
code নীতিমালা
colloquial writing কথ্য রচনা
column স্তম্ভ
column gossip কথকতা-স্তম্ভ
columnist স্তম্ভকার
columnist, keyhole রূপক স্তম্ভকার
columnist, special বিশেষ স্তম্ভকার
column rule স্তম্ভরেখা
comic-strip কৌতুক-কণিকা

www.pathagar.com

commentator — ভাষ্যকার
communication — যোগাযোগ
communique,press — সংবাদ ইশতেহার
compilation — গ্রন্থনা
compilation desk — সংবাদ গ্রন্থনাপীঠ
compose — অক্ষর-বিন্যাস
conflict — বিরোধ, দ্বন্দ্ব
consequence — পরিণতি
contempt of court — আদালত অবমাননা
copy — লিপি
copy-editing — লিপি-সম্পাদনা
copy-reader — লিপি-পাঠক
copyright — লিপিস্বত্ব
copytster — লিপি-পরীক্ষক
correspondent — সংবাদদাতা
crime-story — অপরাধ-কাহিনী
cross-headline — ক্রস-শিরোনাম
cub-reporter — নবীশ প্রতিবেদক
cutting machine — কাটনি-যন্ত্র

D

dailies — দৈনিকী
data — উপাত্ত
dateline — সময়রেখা
deadline — সময়ঘাত
decency — ন্যায়ানুগতা
deck. single — একক স্তর
declaration — ঘোষণাপত্র
defamation — মানহানি
desk — সংবাদ-পীঠ
desk. editorial — গ্রন্থনা-পীঠ
desk. news — সংবাদ-পীঠ
despatch — সংবাদ-প্রতিবেদন
diplomatic correspondent — কূটনৈতিক সংবাদদাতা
display — প্রদর্শন-কলা
display advertisement — প্রদর্শনী বিজ্ঞাপন
displayman — প্রদর্শন-কুশলী
distribution — বিতরণ
dummy — নকশা, খসড়া
duplication — অনুলিপি

E

eccentric — উৎকেন্দ্রিক
editor news — বার্তা-সম্পাদক
editor. sub — অবর-সম্পাদক
editorial desk — গ্রন্থনা-পীঠ
editorial notes — সম্পাদকীয় টীকা
editorial page — সম্পাদকীয় পাতা
element — উপকরণ
emotion — আবেগ
enterprise — উদ্যোগ
estate — রাষ্ট্র
estate. fourth — চতুর্থ রাষ্ট্র
ethics of journalism — সাংবাদিকতা নীতিমালা
exchange — বদলী
exclusive interview — একান্ত সাক্ষাৎকার
exclusiveness — স্বকীয়ত্ব
exclusive news-story — একান্ত সংবাদকাহিনী
eye catching appeal — দর্শন-আকর্ষণ

F

feature — কাহিনী-নিবন্ধ
feature-aricle — কাহিনী-নিবন্ধ
feature. human interest — মানব আবেদনমূলক কাহিনী-নিবন্ধ
feature. mythological — অতিকথামূলক-কাহিনী-নিবন্ধ
feature. personality — ব্যক্তিত্বভিত্তিক-কাহিনী-নিবন্ধ
feature-photo — নিবন্ধ-চিত্র
feature-story — কাহিনী-নিবন্ধ
fiction — কল্প-রচনা
film critic — চলচ্চিত্র-সমালোচক
fine writing — পরিশীলিত লেখা
five W's one H — ষড়-ক

www.pathagar.com

flush-left বাম স্পর্শক (শিরোনাম)
flush-right and left দক্ষিণ বাম স্পর্শক (শিরোনাম)
follow-up অনুগামী কাহিনী
forecast পূর্বাভাস
foreign correspondent বিদেশস্থ-সংবাদদাতা
fortnightly পাক্ষিক
fourth estate চতুর্থ রাষ্ট্র
fraud তঞ্চক
freak headline খেয়ালী শিরোনাম
freedom of press সংবাদক্ষেত্রের স্বাধীনতা
freelance journalist স্বাধীন সাংবাদিক
front page প্রথম পাতা

G

gathering, news সংবাদ-সংগ্রহ
General Manager মহাব্যবস্থাপক
golden rule স্বর্ণ-সূত্র
gossip column কথকতা-স্তম্ভ
gross circulation সার্বিক প্রচার
guiding principle নির্দেশ-নীতি

H

handouts তথ্য-বিবরণী
heading শীর্ষক
heading, paragraph অনুচ্ছেদ শিরোনাম
headline শিরোনাম
headline, cross ক্রস-শিরোনাম
headline, freak খেয়ালী শিরোনাম
headline, inverted pyramid উল্টো-পিরামিড শিরোনাম
headline, label পরিচিতি-শিরোনাম
headline, multiple-decked বহুস্তর-শিরোনাম
headline, sub উপশিরোনাম
headline, waistline কটিরেখ শিরোনাম
history on the wings চলন্ত ইতিহাস
hit-and-hit-hard style সরব ও উচ্চকিত-পদ্ধতি
house journal ঘরোয়া সাময়িকী
human interest মানব আবেদনমূলক
human interest feature মানব আবেদন-মূলক কাহিনী-নিবন্ধ
human interest story মানব আবেদন-মূলক কাহিনী

I

immediacy তাৎক্ষণিকতা
impartiality নিরপেক্ষতা
impliedly অন্তর্লীনভাবে
imprint line মুদ্রণ-লেখপংক্তি
indented কেন্দ্রীকৃত
individualism ব্যক্তিতাবাদ
informative তথ্যমূলক, সমৃদ্ধ
innuendo কটাক্ষ
inside page ভিতরের পাতা
instinct স্বতঃপ্রবৃত্তি
interpretative বিশ্লেষণমূলক
interpretor ভাষ্যকার
interview সাক্ষাৎকার
interviewee সাক্ষাৎকারদানকারী
interviewer সাক্ষাৎকার গ্রহণকারী
interviewing সাক্ষাৎকার গ্রহণ
intro ভূমিকা
intuition স্বতঃজ্ঞান
inverted pyramid উল্টো পিরামিড
item, news সংবাদখন্ড

J

journalism সাংবাদিকতা
journalism, news বার্তা-সাংবাদিকতা
journalist সাংবাদিক
journalist, freelance স্বাধীন সাংবাদিক

www.pathagar.com

journalist, working — পেশাদার সাংবাদিক, কার্যরত সাংবাদিক

K

keyhole columnist — রূপক স্তম্ভকার
killing — হত্যা

L

label headline — পরিচিতি-শিরোনাম
laboratory — গবেষণাগার
Law of Privacy — একান্ততা আইন
layout — অঙ্গসজ্জা, ছক
layoutman — মুদ্রণ-পরিকল্পক
lead — সংবাদ-শীর্ষ
leader — শীর্ষ সম্পাদকীয়
lead-story — শীর্ষ-সংবাদ
lecturer — প্রভাষক
letters, cap. — জ্যেষ্ঠ অক্ষর
libel — লিখিত কুৎসা
libel *per quod* — কটাক্ষ-কুৎসা
libel *per se* — স্বয়ংকুৎসা
light type — হাল্কা টাইপ
link-shift — সংযোগ-পালা
literature in a hurry — সাত তাড়াতাড়ির সাহিত্য
living laboratory — স্বভাব গবেষণাগার
lower case style — নিচু মুদ্রণ-শৈলী

M

make-up — অঙ্গসজ্জা
make-up-man — অঙ্গসজ্জাকার
malice — বিদ্বেষ
man, layout — মুদ্রণ-পরিকল্পক
man in the street — ছিন্নমূল
managing editor — ব্যবস্থাপক-সম্পাদক
market analysis — বাজার-বিশ্লেষণ
material — উপাদান
material, background — নেপথ্য উপকরণ
memorandum of association — সংঘপত্র
mid-shift — মাঝের পালা
morality — নৈতিকতা
multiple-decked headline — বহুস্তর শিরোনাম
mythological feature — অতিকথামূলক কাহিনী-নিবন্ধ

N

national correspondent — জাতীয় সংবাদদাতা
net circulation — প্রকৃত প্রচার
news — সংবাদ, খবর
news agency — বার্তা-প্রতিষ্ঠান
news angle — সংবাদ-দৃষ্টিকোণ
news arrangement — সংবাদ-বিন্যাস
news bureaux — বার্তা-ব্যুরো
news desk — সংবাদ-পীঠ
news divison — বার্তা-বিভাগ
news dramatisation — সংবাদ নাটকীকরণ
news editor — বার্তা-সম্পাদক
news feature — সংবাদ-জীবন্তিকা
news gathering — সংবাদ-সংগ্রহ
news gist — সংবাদ-সার
news hounds — সংবাদ-সন্ধানী
news item — সংবাদ-খণ্ড
news journalism — বার্তা-সাংবাদিকতা
news-letter — সংবাদ-চিঠি
news material — সংবাদ-উপকরণ
news order — সংবাদ-ক্রম
newspaper — সংবাদপত্র, খবরের কাগজ
newspaperman — সংবাদ-প্রতিনিধি
news-peg — বার্তা-কীলক
news-photo — সংবাদচিত্র
news-photograph — সংবাদচিত্র
news-pool — সংবাদ-কেন্দ্র

www.pathagar.com

news reporting — সংবাদ প্রতিবেদন
news room — সংবাদ-কক্ষ
news sense — সংবাদ-চেতনা
news services — সংবাদ-প্রতিষ্ঠান
news source — সংবাদ-সূত্র
news story — সংবাদ-কাহিনী
news story, exclusive — একান্ত সংবাদ-কাহিনী
news summery — সংবাদ-সংক্ষেপ
news treatment — সংবাদ-বিচার
news value — সংবাদ-মূল্য
news worthy — সংবাদ সম্ভাবনাপূর্ণ
news, scoop — একক সংবাদ
news, straight — নিরপেক্ষ সংবাদ
news, purveyance of — সংবাদ সংগ্রহপূর্বক সরবরাহ
non-news form of writing — অসংবাদসুলভ লিখনরীতি

O

objectivity — বস্তুনিষ্ঠ, বস্তুমুখিতা
obscene — অশ্লীল
oddity — চমৎকারিত্ব
out of date — বাসী
overlines — শীর্ষ-পরিচয়

P

paragraph heading — অনুচ্ছেদ শিরোনাম
peace-perfect-peace-make up — অনাড়ম্বর ও নীরব শৈলী
personality feature — ব্যক্তিত্বভিত্তিক কাহিনী-নিবন্ধ
personality building — ব্যক্তিত্ব নির্মাণ
personality element — ব্যক্তিত্ব উপাদান
photo, feature — নিবন্ধ চিত্র
pictorial feature — চিত্র-কাহিনী নিবন্ধ
plaintiff — ফরিয়াদী
pool — সংবাদ-সংগ্রহ কেন্দ্র
position — অবস্থান
precision — শব্দবাহুল্যহীনতা
press (the) — সংবাদক্ষেত্র
press agentry — সংবাদক্ষেত্রীয় প্রচারণা
press conference — সাংবাদিক সম্মেলন
press communique — সংবাদ ইশতেহার
pressman — সাংবাদিক
press-message — সংবাদ-বার্তা
print — ছাপুন
printer — মুদ্রাকর
privilege — অধিকার
production routine — উৎপাদন-ক্রম
prominence — গুরুত্ব
promotion — উন্নয়ন
proof-reading — মুদ্রণিকা-সংশোধন
propaganda — প্রচারণা
prosaic — গৎবাঁধা
prospectus — সম্ভাবনাপত্র
proximity — নৈকট্য
public order — জনশৃঙ্খলা
publisher — প্রকাশক
public relation — জনসংযোগ
publicity — প্রচার
puff-writer — চাটু লেখক
puff-stuff — রঞ্জন-কাহিনী
punctuation — যতি
purveyance of news — সংবাদ-প্রচার

Q

qualified privilege — শর্তসাপেক্ষ অধিকার
quarterly — ত্রৈমাসিক
quotes — উদ্ধৃতি

R

radio commentator — বেতার ভাষ্যকার
radio journalism — বেতার সাংবাদিকতা

www.pathagar.com

rash — হঠকারী
realism — বাস্তববাদ
reference records — মৌলিক তথ্যসমৃদ্ধ গ্রন্থ, উপকরণ
reference library — রেফারেন্স গ্রন্থাগার
Regulatory Provisions — রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা আইন
releases — সংবাদ-বিজ্ঞপ্তি
report — প্রতিবেদন
reporter — প্রতিবেদক
reporter. steno — সঙ্কেতলিপিকার প্রতিবেদক
Reuters world pool — রয়টারের বিশ্ব-সংবাদ পরিবেশন-বলয়
revelation — খবর
rewrite man — পুনর্লেখক
ring — বলয়
routine. production — উৎপাদন-ক্রম

S

scoop news — একক সংবাদ
screamer — সরব প্রদর্শন
scribe — বয়ানকারী
Secrets Act — গোপনীয়তা আইন
sedition — বিদ্রোহ
sensationalisotion — রোমাঞ্চবিলাস
shift — পালা
shift incharge — পালা-তত্ত্বাবধায়ক
shoddy writing — যাচ্ছেতাই লেখা
signpost — সর্তক সঙ্কেত
single deck — একক স্তর
skill — দক্ষতা
slander — অপবাদ
slipshod writing — আলগা লেখা
snake in the grass — ঘাসে ঘাপটি দিয়ে থাকা সাপ
space — ফাঁক
special columnist — বিশেষ স্তম্ভকার
special representative — বিশেষ প্রতিনিধি
special supplement — বিশেষ ক্রোড়পত্র
specialised journalism — বিশেষজ্ঞিত সাংবাদিকতা
speed — দ্রুততা
spoken language — কথকতার ভাষা
spot news — স্থানিক সংবাদ
staffer — নিজস্ব সংবাদদাতা
staff correspondent — নিজস্ব সংবাদদাতা
staff-writer — বেতনভুক লেখক
steno reporter — সঙ্কেত-লিপিকার প্রতিবেদক
stereo — মুদ্রণ-ফলক
story-teller — গল্প-কথক
straight news — নিরপেক্ষ সংবাদ
stubby — চাপা
stunt — চমক
style — শৈলী
subbing — অবর-সম্পাদনা
sub editing — অবর-সম্পাদনা
sub-editor — অবর-সম্পাদক
sub-editor. chief — মুখ্য অবর সম্পাদক
sub-heads-headline — উপশিরোনাম
suspense — উৎকণ্ঠা, বিস্ময়
symbol — চিহ্ন

T

tabloid — আকর্ষী পত্রিকা
Tariff Board — শুল্ক পর্ষদ
terseness — তীক্ষ্নতা
texture — বুনট
theme — মৌল-প্রতিপাদ্য বিষয়
thesis — গবেষণা-সার
timeliness — সময়ানুবর্তিতা
timely — সময়োচিত
tone — সুর
top — শীর্ষক
topic — বিষয়

www.pathagar.com

tri-weekly ত্রি-সাপ্তাহিক
type, bold বড় টাইপ, ভারী টাইপ
type, light হাল্কা শিল্প
typographer অক্ষর-শিল্পী
typographical style মুদ্রণ-কৌশল
typography অক্ষরবিদ্যা
type-setting, bold বড় টাইপ-সজ্জা

U

under graduate level অবস্নাতক পর্যায়
understatement অপর্যাপ্ত বর্ণনা
upper case style উঁচু মুদ্রণ-শৈলী
usage রচনারীতি

V

vested interest কায়েমী স্বার্থ

W

war correspondent সমর-সংবাদদাতা
watch-dog অতন্দ্র প্রহরী
watch-word মূলমন্ত্র
word ভাষা
working journalist পেশাদার সাংবাদিক, কার্যরত সাংবাদিক
would-be journalist হবু সাংবাদিক
writing লেখা

www.pathagar.com

পরিভাষা --২

[বাংলা-ইংরেজি]

অ

অক্ষরদিব্যা — typography
অক্ষর-বিন্যাস — compose
অক্ষর-শিল্পী — typographer
অঙ্গসজ্জা — layout, make-up
অছি-পর্ষদ — Board of Trustees
অতন্দ্র প্রহরী — watch-dog
অতিকথামূলক কাহিনী-নিবন্ধ — mythological feature
অধিকার — privilege
অনাড়ম্বর ও নীরব শৈলী — peaceperefect-peace make-up
অনুগামী কাহিনী — follow-up
অনুচ্ছেদ শিরোনাম — paragraph heading
অনুলিপি — duplication
অন্তর্লীনভাবে — impliedly
অপবাদ — slander
অপরাধ-কাহিনী — crime-story
অপর্যাপ্ত বর্ণনা — understatement
অবর-সম্পাদক — sub-editor
অবর-সম্পাদনা — subbing, subediting
অবস্নাতক পর্যায় — undergraduate level
অবস্থান — position
অর্ধসাপ্তাহিক — bi-weekly
অশ্লীল — obscene
অসংবাদসুলভ লিখনরীতি — nonnews form of writing

আ

আকর্ষী পত্রিকা — tabloid
আদালত অবমাননা — contempt of court
আবেগ — emotion
আলগা লেখা — slipshod writing

ই

ইশতেহার — communique

উ

উঁচু মুদ্রণ শৈলী — upper case style
উজ্জ্বল — brilliantined
উৎকণ্ঠা — suspense
উৎকেন্দ্রিক — eccentric
উদ্যোগ — enterprise
উদ্ধৃতি — quotes
উন্নয়ন — promotion
উপকরণ — reference records
উপশিরোনাম — sub-heads, sub headline
উপাত্ত — data
উপাদান — material
উল্টো পিরামিড শিরোনাম — inverted pyramid headline
উৎপাদন-ক্রম — production routine

এ

একক সংবাদ — scoop news
একক স্তর — single deck
একান্ত সংবাদ-কাহিনী — exclusive news-story
একান্ত সাক্ষাৎকার — exclusive interview
একান্ততা আইন — Law of Privacy

ক

কটাক্ষ — innuendo
কটাক্ষ কুৎসা — libel *per innuendo*, libel *per quod*

www.pathagar.com

কটিরেখ শিরোনাম	waistline headline
কথকতার ভাষা	spoken language
কথকতা স্তম্ভ	gossip column
কথা	speech
কথ্য রচনা	colloquial writing
কলঙ্ককর	blasphemous
কল্পরচনা	fiction
কাটনি-যন্ত্র	cutting machine
কায়েমী স্বার্থ	vested interest
কালো ভেড়া	black sheep
কাহিনী-নিবন্ধ	feature, featurearticle, feature-story
কার্যরত সাংবাদিক	working journalist
কুঋণ	bad debt
কূটনৈতিক সংবাদদাতা	diplomatic correspondent
কেন্দ্রীকৃত	indented
কৌতুক-কণিকা	comic strip
ক্রস-শিরোনাম	cross-headline

খ

খবর	news, revelation
খবরের কাগজ	newspaper
খসড়া	dummy
খেয়ালী শিরোনাম	freak-headline

গ

গৎবাঁধা	prosaic
গবেষণাগার	laboratory
গবেষণা-সার	thesis
গল্পকথক	story-teller
গুরুত্ব	prominence
গোপনীয়তা আইন	Secrets Act

ঘ

ঘরোয়া সাময়িকী	house journal
ঘাসে ঘাপটি দিয়ে থাকা সাপ	snake in the grass
ঘোষণাপত্র	declaration

চ

চতুর্থ রাষ্ট্র	fourth estate
চমক	stunt
চমৎকারিত্ব	oddity
চলচ্চিত্র সমালোচক	film-critic
চলন্ত ইতিহাস	history on the wings
চাটু লেখক	puff-writer
চাপা	stubby
চিত্র-কাহিনী নিবন্ধ	pictorial feature
চিন্তাশক্তি	brain power
চিহ্ন	symbols

ছ

ছক	layout
ছাপুন	print
ছিন্নমূল	man in the street

জ

জনশৃঙ্খলা	public order
জনসংযোগ	public relation
জবাই	butchering
জাতীয় সংবাদদাতা	national correspondent
জীবনবৃত্তি	career
জীবনবৃত্তিবাদ	careerism
জ্যেষ্ঠ অক্ষর	cap. letter

ত

তঞ্চক	fraud
তথ্য বিবরণী	handouts
তথ্যমূলক,-সমৃদ্ধ	informative
তপশ্চর্যা	asceticism
তাৎক্ষণিকতা	immediacy
ত্রিসাপ্তাহিক	triweekly
তীক্ষ্ণতা	terseness
ত্রৈমাসিক	quarterly

www.pathagar.com

দ

দক্ষতা skill
দক্ষিণ–বাম স্পর্শক flush right and left
দর্শন আকর্ষণ eye cathing appeal
দৈনিকী dailies
দ্বন্দ্ব conflict
দ্রুততা speed

ধ

ধ্বনি sound

ন

নকশা dummy
নগর প্রতিবেদক city reporter
নবীশ–প্রতিবেদক cub reporter
নামাঙ্কন by-line
নিচু মুদ্রণ–শৈলী lower case style
নিজস্ব সংবাদদাতা staffer, staff correspondent
রেফারেন্স গ্রন্থাগার reference library
নির্দেশ–নীতি guiding principle
নিবন্ধ–চিত্র feature photo
নিবন্ধরাজি articles
নিরপেক্ষ সংবাদ straight news
নিরপেক্ষতা impartiality
নিরীক্ষা–নিষ্কাশন censor
নিরীক্ষা–নিষ্কাশন ব্যবস্থা censorship
নীতিমালা code
নেপথ্য উপকরণ background material
নেপথ্য সংবাদদাতা backgrounder
নৈকট্য proximity
নৈতিকতা morality

প

পরিচিতি caption
পরিচিতি শিরোনামা label headline
পরিণতি consequence
পরিশীলিত লেখা fine writing
পর্ষদ board
পাক্ষিক fortnightly
পালা shift
পালা–তত্ত্বাবধায়ক shift-incharge
পুনর্লেখক rewrite-man
পূর্বাভাস forecast
পেশাদার সাংবাদিক working journalist
প্রকাশক publisher
প্রকৃত প্রচার net circulation
প্রচার publicity
প্রচার–ব্যবস্থাপক circulation manager
প্রচারণা propaganda
প্রতিবেদক reporter
প্রতিবেদন report
প্রথম পাতা front page
প্রদর্শন–কলা display
প্রদর্শন–কুশলী displayman
প্রদর্শনী–বিজ্ঞাপন display advertisement
প্রভাষক lecturer

ফ

ফরিয়াদী plaintiff
ফলাও শিরোনাম banner, streamer
ফাঁক space

ব

বদলী exchange
বলয় ring
বস্তুনিষ্ঠতা, বস্তুমুখিতা objectivity
বহুস্তর শিরোনাম multiple-decked headline
বড় টাইপ bold type
বড় টাইপ–সজ্জা bold type-setting
বয়ানকারী scribe
বাংলাই–কাহিনী box-story
বাম–স্পর্শক flush-left

www.pathagar.com

বার্তা-কীলক news-peg
বার্তা-প্রতিষ্ঠান news-agency
বার্তা-ব্যুরো news-bureaux
বার্তা-সম্পাদক news-editor
বার্তা-বিভাগ news division
বার্তা-সাংবাদিকতা news journalism
বাসী out of date
বাস্তববাদ realism
বিজ্ঞাপন advertisement
বিজ্ঞাপন-দাতা advertiser
বিজ্ঞানপন-ব্যবস্থাপক advertisement manager
বিতরণ distribution
বিদেশস্থ সংবাদদাতা foreign correspondent
বিদ্বেষ malice
বিদ্রোহ sedition
বিরোধ conflict
বিশদতা clarity
বিশেষ ক্রোড়পত্র special supplement
বিশেষ প্রতিনিধি special representative
বিশেষ স্তম্ভকার special columnist
বিশেষজ্ঞিত সাংবাদিকতা specialized journalism
বিশ্লেষণমূলক interpretative
বিষয় topic
বিস্ময় suspense
বুনট texture
বেতনভুক লেখক staff-writer
বেতার ভাষ্যকার radio commentator
বেতার সাংবাদিকতা radio journalism
বোহেমিয়ান কায়দায় by way of Poland
ব্যক্তিত্ব উপাদান personality element
ব্যক্তিত্ব নির্মাণ personality building
ব্যবস্থাপক সম্পাদক managing editor

ভ

ভারী টাইপ bold type
ভাষা word
ভাষ্যকার commentator. interpretor
ভিতরের পাতা inside page
ভূমিকা intro

ম

মহাব্যবস্থাপক General Manager
মাঝের পালা mid-shift
মানব আবেদনমূলক কাহিনী-নিবন্ধ human interest feature, . .story
মানহানি defamation
মুখ্য অবর-সম্পাদক chief subeditor
মুদ্রণ-কৌশল typographical style
মুদ্রণলেখ-পংক্তি imprint line
মুদ্রণ-পরিকল্পক layoutman
মুদ্রণফলক stereo
মুদ্রণিকা সংশোধন proof reading
মুদ্রাকর printer
মূলপাঠ text
মূলমন্ত্র watchword
মৌল প্রতিপাদ্য বিষয় theme
মৌলিক তথ্যসমৃদ্ধ গ্রন্থ reference records

য

যতি punctuation
যাচ্ছেতাই লেখা shoddy writing
যাথার্থ্য accuracy
যোগাযোগ communication

র

রচনা-রীতি usage
রঞ্জন-কাহিনী puff-stuff
রাষ্ট্র estate
রূপক স্তম্ভকার keyhole columnist
রোমাঞ্চবিলাস sensationalisation

ল

লিখিত কুৎসা libel
লিপি-পাঠক copyreader
লিপি-সম্পাদনা copy-editing
লিপিস্বত্ব copyright

www.pathagar.com

শ

শব্দবাহুল্যহীনতা precision
শর্তসাপেক্ষ অধিকার qualified privilege
শিরোনাম headline
শীর্ষক heading, top
শীর্ষ পরিচয় overlines
শীর্ষ-সংবাদ lead story
শীর্ষ-সম্পাদকীয় leader
শুল্ক-পর্ষদ Tariff Board
শৈলী style

ষ

ষড়-ক five Ws one H

স

সংক্ষিপ্ততা brevity
সংঘপত্র Memorandum of Association
সংবাদ news
সংবাদ ইশতেহার press communique
সংবাদ-উপকরণ news material
সংবাদ-কক্ষ news-room
সংবাদ-কাহিনী news story
সংবাদ-কেন্দ্র news-pool
সংবাদ-ক্রম news-order
সংবাদক্ষেত্র the press
সংবাদক্ষেত্রের স্বাধীনতা freedom of press
সংবাদক্ষেত্রীয় প্রচারণা press agentry
সংবাদখণ্ড news item
সংবাদ গ্রন্থনা-পীঠ compilation desk
সংবাদ-চিঠি newsletter
সংবাদচিত্র news-photo, news photograph
সংবাদ-চেতনা news-sense
সংবাদ-জীবন্তিকা news feature
সাংবাদদাতা correspondent
সংবাদ-দৃষ্টিকোণ news angle
সংবাদপত্র newspaper
সংবাদ-পীঠ desk, news desk
সংবাদ-প্রচার purveyance of news
সংবাদ-প্রতিনিধি newspaperman
সংবাদ-প্রতিবেদন news report, -ing, despatch
সংবাদ-প্রতিষ্ঠান news services
সংবাদ-বার্তা press message
সংবাদ-বিজ্ঞপ্তি releases
সংবাদ-বিচার news treatment
সংবাদ-বিন্যাস news arrangement
সংবাদ-মূল্য news value
সংবাদ-সংক্ষেপ news summery
সংবাদ-সংগ্রহ news gathering
সংবাদ সংগ্রহ-কেন্দ্র pool
সংবাদ-সন্ধানী news-hounds
সংবাদ-সম্ভাবনাপূর্ণ newsworthy
সংবাদ-সার news-gist
সংবাদ-সূত্র news source
সংবাদ-শীর্ষ lead
সংযোগ পালা link-shift
সঙ্কেতলিপিকার প্রতিবেদক stenoreporter
সতর্কসঙ্কেত signpost
সর্বময় অধিকার absolute privilege
সময়ঘাত deadline
সময়রেখা dateline
সময়ানুবর্তিতা timeliness
সময়োচিত timely
সমর-সংবাদদাতা war correspondent
সম্পাদকীয় টীকা editorial notes
সম্পাদকীয় পাতা editorial page
সম্ভাবনা-পত্র prospectus
সরব ও উচ্চকিত পদ্ধতি hit-and hit-hard style
সরব প্রদর্শন screamer
সাক্ষাৎকার interview
সাক্ষাৎকার গ্রহণ interviewing
সাক্ষাৎকার গ্রহণকারী interviewer
সাক্ষাৎকার দানকারী interviewe

www.pathagar.com

সাত তাড়াতাড়ির সাহিত্য	literature in a hurry
সার্বিক প্রচার	gross circulation
সাংবাদিক	pressman, journalist
সাংবাদিক সম্মেলন	press conference
সাংবাদিকতা	journalism
সাংবাদিকতা নীতিমালা	ethics of journalism
সুর	tone
স্তম্ভ	column
স্তম্ভকার	columnist
স্তম্ভরেখা	column rule
স্থানিক সংবাদ	spot news
স্বকীয়ত্ব	exclusiveness
স্বতঃজ্ঞান	intuition
স্বতঃপ্রবৃত্তি	instinct
স্বভাব গবেষণাগার	living laboratory
স্বয়ং কুৎসা	libel *per se*
স্বাধীন সাংবাদিক	freelance journalist

হ

হঠকারী	rash
হত্যা	killing
হবু সাংবাদিক	would-be journalist
হাল্কা টাইপ	light type

www.pathagar.com

www.pathagar.com

নির্ঘণ্ট

অক্ষরবিদ্যা ২৪৭
অঙ্গসজ্জা ১২, ৩০, ২৪৭
অঙ্গসজ্জাকার ১৭৮
অছি পর্ষদ ৪৭
অডিট ব্যুরো অব সার্কুলেশন ১৯৯
অতন্দ্র প্রহরী ১৪
অতিকথামূলক কাহিনী–নিবন্ধ ১১১
অনুগামী–কাহিনী ১৩০
অনুচ্ছেদ–শিরোনাম ১৬৭
অন্যান্য ধরনের কুৎসা ২১৬
অন্যান্য বার্তা–প্রতিষ্ঠানের সংগঠন ৪৭
অন্যান্য শিক্ষাক্রম ২৫০
অপবাদ ২০৯
অবর–সম্পাদক ৩৩, ৩৪, ৪৪, ৮৭
অবর–সম্পাদকের কর্ম–পরিক্রমা ৯১
অবর–সম্পাদকের সমাপ্তি পর্যায়ের করণীয় ১০৭
অবর–সম্পাদনা ৮৭, ২৪৭
অবর সম্পাদনা কক্ষ ৮৮
অবর–সম্পাদনার নিয়ম–কানুন ১০৬
অবাঞ্ছিত সাংবাদিকতা ৩৬
অমৃতবাজার পত্রিকা ১৮, ২৩
অল ইন্ডিয়া ইনস্টিটিউট অব জার্নালিজম ২৫৭
অল ইন্ডিয়া নিউজপেপার এডিটর্স
কনফারেন্স ২০৫, ২৫৬
অল ইন্ডিয়া রেডিও ৮৫, ১৮৭, ১৯০,
১৯৩, ২৭৮
অল পেপার্স লিমিটেড ২০৭
অশ্লীল প্রকাশনা ২২৩
অ্যাডভোকেট অব ইন্ডিয়া, দি ৪০
অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস অব আমেরিকা ৪৫,
৪৮, ৫৪,
অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস অব ইন্ডিয়া ৪১, ৪৩, ৪৫
অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস অব পাকিস্তান ৪৫
আইন–অমান্য–আন্দোলন ২৮
আইন ও অবর–সম্পাদক ৯৬
আইন–সভার কার্যাবলী
(প্রকাশনা নিরাপত্তা) আইন ২৩১
আওরঙ্গজেব ১৯
আকর্ষী পত্রিকা ১৩, ২৮, ২৫০
আঁজা ফ্রাঁস প্রেস ৪৬
আদালত অবমাননা ২৩৫
আনন্দ ভবন ১১৬, ১১৭
আন্তর্জাতিক প্রেস ইন্সটিটিউট ৫৪
আবিসিনীয় যুদ্ধ ২৫
আবেগ ৬৬
আমিন সালুভী ৫০
আম্বালা ট্রিবিউন ১২
আর, আর ভাটনগর ২১
আর. কে. লীলী ২৬০
আর. জে. ক্রুকস্যাঙ্ক ১৪
আর. পার্থসারথী ১৬৪
আর. ভি. মূর্তি ১৯৪
আরবাথনট অ্যাণ্ড কোং ৪০
আর্থার মুর ১৩৩
আর্ল এটলী ২৭৪
আলগা–লেখা ১৪২
ই, বি, বুক ২৫৮
ইউনাইটেড নিউজ অব ইন্ডিয়া ৪৮
ইউনাইটেড প্রেস ইন্টারন্যাশন্যাল ৪৮, ৫৪
ইউনাইটেড প্রেস অব ইন্ডিয়া ৪৪, ৪৫
ইউনাইটেড প্রেস অব পাকিস্তান ৪৫
ইংরেজি ভাষার সংবাদপত্র ৩
ইংরেজি সংবাদপত্রের স্থান ২৬৯
ইকোনমিক টাইমস ৭৪, ১৯৮
ইঙ্গ–ভারতীয় ১০, ২১
ইনটেনসিভ অ্যাডভারটাইজিং ২০২
ইন্ডিয়া, দি ২৮, ৩০
ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস, দি ৫, ২৮, ৬৯,
৭০, ৮০, ৮১, ১০৩
ইন্ডিয়ান অ্যান্ড ইস্টার্ন নিউজপেপার

www.pathagar.com

সোসাইটি ৫৪, ৫৪, ২০৫, ২৭১
ইন্ডিয়ান কাউন্সিলস অ্যাক্ট ২২
ইন্ডিয়ান ডেলী নিউজ ৪০, ১২৬
ইন্ডিয়ান নিউজ এজেন্সী ৪০
ইন্ডিয়ান নিউজ সার্ভিস ৪৮
ইন্ডিয়ান প্রেস, দি ২২, ৪০, ২৬০
ইন্ডিয়ান প্রেস ইয়ার-বুক, দি ২১, ২৪
ইন্ডিয়ান ফেডারেশন অব ওয়ার্কিং
জার্নালিস্ট ১৯৪, ২৫৬
ইন্ডিয়ান ব্রডকাস্টিং ১৮১
ইন্ডিয়ান রেডিও টাইম, দি ১৮১
ইন্ডিয়ান লিসনার, দি ১৮০, ১৮৬
ইন্ডিয়ান সোসাইটি অব অ্যাডভারটাইজার্স ২০৩
ইন্ডিয়ান সোস্যাল রিফরমার ১৩২
ইন্ডিয়ান স্টেট ব্রডকাস্টিং সার্ভিস ২৮২
ইন্ডিপেনডেন্ট নিউজ সার্ভিস ৫০
ইন্ডিপেনডেন্ট প্রেস ব্যুরো, দি ৫০
ইয়ং ইন্ডিয়া ১৪১
ইয়ং মেনস ক্রিশ্চিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ১৮২
ইলাস্ট্রেটেড উইকলি অব ইন্ডিয়া ১১৫
ইলেক্ট্রোলাইট ১৬৪
ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ৯, ১৯
ইস্টার্ন ইন্ডিয়া নিউজ সার্ভিস ৫০
ইস্টার্ন নিউজ এজেন্সী ৪১

উইলার্ড জি. ব্লেইয়ার ৬৭
উইলিয়ম ডুয়ানে ৯
উইলিয়ম মেয়ার ৪০
উইলিয়্ম সারোয়ান ১৮১
উইলিয়াম এস. মোলসবী ৬৮
উজ অব তামিল পিরিওডিক্যালস, দি ২৬
উইসকনসিন স্টেট জার্নাল ২৭৭
উদান্ত মার্তুন্দ ২০
উল্টো পিরামিড শিরোনাম ১০৪
উসন পফ ২১৩
উষানাথ সেন ৪০, ৪২, ১২৬

এ. ই. চার্লটন ৩, ২৮৭
এ. এফ. পি. ৪৬
এ. এন. শিবরমন ১৮, ২৯১
এ. এস. ভারতন ৪৫, ৪৯
এ. রংগস্বামী আয়েংগার ৩১
একক স্তর শিরোনাম ১০৫
একান্ততা আইন ২৩৯
এক্সপ্রেস ৪৮
এজেন্সী-প্রথা ৩১
এডওয়ার্ড বাক ৪০
এডওয়ার্ড জে. বাক, স্যার ১২৬
এভারার্ড কোটস ৪০, ৪১, ১২৬
এম. এস. কিরলোসকার ১৪৮
এম. জি. মিচেল ৬২
এম. লাইল স্পেন্সার ৬৭
এম. হেনরী স্যামুয়েল ১৮০, ২৯০
এল. জে প্লেসার ২১৩
এস. গণেশন ৪৩
এস. নটরাজন ১৩২, ২৮৯
এস. সদানন্দ ৪২, ৪৫
এস. আর. রংগনাথন ২৬
এস. এস. আপ্তে ৪৭

ওপিনিয়ন, দি ১৪১
ওয়াকি-টকি ১৫
ওয়াল্টার পেটার ১৪২
ওয়েন্ডেল ফিলিপস ৫৭
ওরতেগা গ্যাসে ১৪৬
ওরিয়েন্ট প্রেস অব ইন্ডিয়া ৪৪
ওষুধপত্র ও ঐন্দ্রজালিক ঔষধ আইন ২৩১

ককবার্ন ২২১
'কখন' শীর্ষ ৮০
কটাক্ষ ২১৪
কটাক্ষ কুৎসা ২১৪
কটিরেখ শিরোনাম ১০৪
কথকতা শৈলী ১৪২
কমনওয়েলথ প্রেস ইউনিয়ন ২৭৪, ২৭৯
করনজিয়া, আর. কে. ২২৩
কাফি খান ১৮
কামাক্ষী নটরাজন ১৩৬
কার্যরত সাংবাদিক (চাকুরির শর্তাবলী)
আইন ২৭৯

www.pathagar.com

কার্যরত সাংবাদিক ফেডারেশন ২৭৫
কার্ল ওয়ারেন ৬২, ৬৩
কাল-পরিধি ১৮৯
কাহিনী-নিবন্ধ ৭, ৫০, ৫১, ১১৪, ২৭৬
কাহিনী-নিবন্ধ ও নিবন্ধ-রচনা ১০৯
কাহিনী-নিবন্ধের প্রকার ১১১
কাহিনী-নিবন্ধ লেখার পদ্ধতি ১১৫
'কি' শীর্ষ ৭৯
কিশোর অপরাধ ২২৭
কুৎসা ২০৯
কুৎসার উপাদান ২১০, ২১৬
কুৎসার বিরুদ্ধে প্রতিকার ২১৭
কৃষ্ণলাল শ্রীধরণী ১১৯, ২৯০
কে. এম. শিবরমন ২৬
'কে' শীর্ষ ৮২
কে. পি. নারায়ণন ২৬৭, ২৮৯
কে. ডি. উম্রীগড় ২৫৫
কে. শ্রীনিবাসন ৪৬, ১৩৯
কে. সি. রায় ৪০, ১২৬
'কেন' শীর্ষ ৮১
'কেমন করে' শীর্ষ ৮২
কেরালা প্রেস সার্ভিস ৫১
কেশকর, বি. ভি. ১৯৩
কোলকাতা শিক্ষাক্রম ২৪৭
কৌতুক-কণিকা, কৌতুক-কাহিনী ১১২, ২৭৬
ক্যালকাটা জার্নাল ৯
ক্রসলাইন শিরোনাম ১০৪
ক্রিস্টোফার চ্যান্সেলর ৬৭
ক্রীড়া-সাংবাদিক ১২
ক্রোড়পত্র ১১৪
ক্ষমা প্রার্থনা ২৩৯

খ্রীস্টান ধর্মীয় সমিতি ২০

গল্প-কথক ১২৪
গান্ধী-আরউইন চুক্তি ৩২
গাসী মর‍্যান ১১৭
গুরুত্ব ৬৬
গোরেওয়ালা ১৪১
গ্যারিসন ১৩২

ঘরোয়া-প্রকাশনা ১৬৩, ১৭৬
ঘোষণাপত্র ২২৮, ২২৯

চতুর্থ রাষ্ট্র ৫৮, ১১৯, ১৯৫, ২৭০
চমৎকারিত্ব ৬৬
চলচ্চিত্র-সমালোচনা ১৩
চলন্ত ইতিহাস ৬৬
চাটু লেখক ১৩
চাঞ্চল্যকর শিরোনাম ২৩৫
চার্লস বার্নস ১৮৫
চিত্র-কাহিনী ১১২
চিত্র-সাংবাদিকতা ২৫৬
চিন্তামনি. সি. ওয়াই ১৩৩
চেলাপ্পান পিল্লাই ২২৩
চোকালিংগম ২৮, ২৯

জনসংযোগ ১৬০
জনসংযোগ ও প্রচার ১৫৯
জন্মভূমি ১১৩
জয় ভারতী ২৮
জর্জ বার্ডউড, স্যার ২২
জর্জ স্লোকোম্বে ১২৭
জাতীয় সংবাদদাতা ১২৬
জাম-ই জামশেদ ২০
জি. ভট্টাচার্য ৯
জি. সুব্রমানিয়া আয়ার ২৭
জীবন-বৃত্তিবাদ ১৯৩
জে. নটরাজন ৩৯, ৪২
জেমস বি. রেস্টন ১২৬
জেমস সিল্ক বাকিংহাম ৯
জেমস স্টিফেন্স ১৮১
জেমস হিকি ৮
জেরাল্ড এস. বেস্কিন ১৫৯
জোসেফ এডিসন ৮৪

টমাস জেফারসন ২৭০
টাইপ বা অক্ষর ১৭৩
টাইমস অব ইন্ডিয়া, দি ৫, ৪৮, ৭৪, ৭৯, ১২২
টাইমস নিউজ সার্ভিস ৫০, ১৯৭, ২০১
টি. পি. ও'কোনর ৬২

টি. ফার্নান্দেজ ৫৩, ২৮৭
টি. ভি. কল্যাণসুন্দর মুদালিয়র ২৮
টেলিপ্রিন্টার ৭, ৩৩, ৪৩, ৪৮, ৪৯, ৫২, ১৪৯
টেলিভিশন-কেন্দ্র ১৯৩

ডব্লিউ জে. মোলোনী ৪৩
ডব্লিউ রবার্টসন নিকল ৬১
ডাউলিং লেদারউড ১৮৪
ডানলপ গেজেট ১৬৪
ডাল্লাস ১২৬
ডি. আর. মানকেকড় ২৫৮
ডিউক অব উইন্ডসর ১৫০
ডিজরেলী ৬৭
ডিফোরেস্ট ও'ডেল ২৫১
ডেকান নিউজ এজেন্সি, দি ৫১
ডেকান হেরাল্ড ৮০, ৮২
ডেলী মিরর ২৪০
ডেসমন্ড ইয়ং ১৩৯

তরুণ সম্প্রদায় (অনিষ্টকর প্রকাশনা) আইন ২২৪
তাৎক্ষণিকতা ৬৬
তামিল ম্যাগাজিন, দি ২০
তামিলনাড়ু ২৮, ২৯, ৩০
থমাস বুকস ৬৭
থান্থী ২৯

দক্ষতা ৫৮
দক্ষিণ-বাম স্পর্শক শিরোনাম ১০৪
দিকদর্শন ১৯, ২০
দিনবার্তামণি ২০
দিনমণি ২৯
দিনসারী ২৯
দেবদাস গান্ধী ২৫৯
দেশভক্তন ২৮
দেশী ভাষায় প্রকাশিত সংবাদপত্র আইন ২২
দেশী ভাষার সংবাদপত্র ১৮
দ্রুততা ৫৮

ধর্মীয় অনুভূতির অবমাননা ২২৫

নকশা ৮৯, ১০৭
নগর-প্রতিবেদক ১৪৯
নদীগ কৃষ্ণমূর্তি ৫৭, ২৮৮
নবীশ-প্রতিবেদক ৭৭
নরম্যান এ, এলিস ১৬৫, ২৮৭
নাট্যাভিনয় আইন ২২৬
নিউইয়র্ক টাইমস, দি ৩২, ১২৬, ২৭২
নিউজ ক্রনিকল ১৪
নিউজপ্রিন্ট ৫, ৭, ৩৭, ২৭১
নিউজ ফিচার্স অব ইন্ডিয়া ৫০
নিবন্ধ-চিত্র ৬৫
নিবন্ধ-রচনা ২৪৭
নিবন্ধরাজি ৭
নিরপেক্ষ তথ্য ২২১
নিরাপত্তা ও জননিরাপত্তা আইন ২২৬
নিরীক্ষা-নিষ্কাশন ২২
নীতিমালা ১৪
নীল-বিদ্রোহ ২২
নেটিভ প্রেস অব ইন্ডিয়া ২২
নেপথ্য সংবাদদাতা ও ভাষ্যকার ১২১
নেহরু, প্রধানমন্ত্রী ৮২, ১১৭, ২৭৩, ২৭৪, ২৮০
নৈকট্য ৬৬, ৬৮
নৌ-শুল্ক আইন ২২৭

পট্টভি সীতারামিয়া ১১৩
পতঞ্জলী শাস্ত্রী ৪৮
পত্রিকোদিয়ামী ৮২
পরিচালনা পর্ষদ ১৯৬
পরিমেল-নিয়মাবলী ৪৮
পাইওনিয়ার ১২৬, ২৪৬
পাঠ্যপুস্তক ২৫৪
পারুলীকর, ডক্টর ২৬৯
পার্লামেন্ট ও রাজ্যবিধানসভার অবমাননা ২৪০
পালা ৮৮, ১৪০
পি. এন. মেহতা ২০৭, ২৮৮
পি ডি. ট্যান্ডন ১০৯, ২৯১
পি. পি. সিং ৮৭, ২৫১, ২৯১
পিপল, দি ১১৩
পুনর্লেখক হিসেবে অবর-সম্পাদক ৯৭
পুরস্কার প্রতিযোগিতা আইন ২৩১

www.pathagar.com

পুলিশ (আনুগত্যহীনতার প্ররোনা)
আইন ২২৬
পুস্তক ও সংবাদপত্র সরবরাহ
(জনগ্রন্থাগার) আইন ২৩০
পেশাজীবী সাংবাদিক ঃ চাকুরির শর্তাবলী
ও বিভিন্ন বিধানসমূহ ২৩১
পোথান জোসেফ ২৭৪
প্যাট টড ১১৭
প্রচার ৩১, ১৯৭
প্রচার-তৎপরতা ১৬১
প্রচার-বৈশিষ্ট্য ৩৫
প্রতিবেদন ও সংবাদ-রচনা ৫৭, ২৪৭
প্রদর্শন-কলা ১৬৫
প্রদর্শনী বিজ্ঞাপন ২০৪
প্রদেশভিত্তিক বার্তা-প্রতিষ্ঠানসমূহ ৫০
প্রাক-বিদ্রোহ যুগ ১৯
প্রাক-যুদ্ধ পর্যায় ২৫
প্রাদেশিক আইন পরিষদ ২৬
প্রেস ইয়ার বুক ১৯৯
প্রেস ইনফরমেশন ব্যুরো ২৩০
প্রেস-কমিশন রিপোর্ট ৩৯, ৪৮, ২৫১,
২৬৭, ২৭৩
প্রেস কাউন্সিল ২৭৩
প্রেস ট্রাস্ট অব ইন্ডিয়া (পি. টি. আই.)
৭, ৪৫, ২৭৫

ফলাও শিরোনাম ২৯, ৪৪, ১০৪
ফরস্টার, ই, এম. ১৮১
ফিনানসিয়াল এক্সপ্রেস ৭৪, ১৯৮
ফিলিপ গিবস, স্যার ১১৯
ফোরাম ২৮৮
ফৌজদারী অপরাধ ও মানহানি ২২২
ফৌজদারী কার্যবিধি আইনের
অধীনে বাজেয়াপ্তিকরণ ২২৪
ফৌজদারী কার্যবিধি ১৪৪ ধারা ২২৫
ফ্র্যাঙ্ক মোরেস ২০৩, ২৭৪
ফ্রি প্রেস অব ইন্ডিয়া ২৮, ৪২, ৪৩
ফ্রি প্রেস জার্নাল ৪৩, ১৩৯

বঙ্গদেশ ১৯, ২১, ২২, ৩৩, ৩৭
বয়ানকারী ৫৮
বল্লভভাই প্যাটেল ১৮৬, ১৯৬
বাঁধাই-কাহিনী ৬৯
বাম-স্পর্শক শিরোনাম ১০৪
বার্তা-প্রতিষ্ঠান ৭, ১২, ৩৯
বার্তা-প্রতিষ্ঠানে অবর-সম্পাদনা ৯৮
বার্তা-প্রতিষ্ঠানের সমস্যাবলী ৫১
বার্তা ব্যুরো ৭
বার্তা-সম্পাদক ১৬
বার্তা-সাংবাদিকতা ১৮
বি. শিবরাও ১২২
বি. সেনগুপ্ত ৪৩
বিচারপতি রাজাধ্যক্ষ ৪৭
বিচারাধীন মামলাসমূহ ২৩৬
বিজয়কুমার মিশ্র ৫০
বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত ২৭৯
বিজ্ঞাপন ৮, ৩৫, ২০২, ২৪২
বিজ্ঞাপন-দাতা ১৪, ২০৩
বিজ্ঞাপন-প্রতিনিধি, প্রতিষ্ঠান ২০৫
বিজ্ঞাপন-ব্যবস্থাপক ২০৫
বিদেশস্থ সংবাদদাতা ১২
বিদ্রোহ ২২৫
বিদ্রোহ-পরবর্তী কাল ২১
বিধুথালাই ২৯
বিবরণ লেখক ১৬
বিরোধ ৬৬
বিশদতা ১৪৫
বিশেষ প্রতিনিধি ১২৫
বিশেষ প্রতিবেদন-রচনা ৭৪
বিশেষ-সংবাদদাতা ৭, ১১৯
বিশেষ-সংবাদদাতা ও তাঁর কাজ ১১৯
বিশেষ সংবাদদাতার কর্মসূচী ১৩৪
বিশেষ স্তম্ভলেখক ৭৪
বিস্ময় ৬৬
ব্লিৎস ১৩, ২২৩
ব্লীড অফ ১৭৫
বেঙ্গল গেজেট ৯
বেঙ্গলী, দি ১১৩
বেতার ও টেলিভিশন ২৭৭
বেতার ও পত্র-পত্রিকা ১৯১

www.pathagar.com

বেতার–প্রতিবেদন রচনা ৮৫
বেতারের অবর–সম্পাদনা ১০০
বেতারে সংখ্যা প্রচার ১৮৮
বেতারের উপযোগী রচনা ১৮৮
বেতার সম্প্রচারের ইতিবৃত্ত ১৮১
বেতার–সাংবাদিকতা ১৮০, ২৫০
বেতার–সাংবাদিকতার সংজ্ঞা ১৮৩
বৈদেশিক সংবাদদাতা ১২৭
বোম্বাই ক্রনিকল ১৯৬
বোম্বে কলেজ অব জার্নালিজম ২৫১
বোম্বে টাইমস, দি ৩৯
ব্যক্তিত্ববাদ ১৬
ব্যক্তিত্ব–উপাদান ১৯২
ব্যক্তিত্বভিত্তিক কাহিনী–নিবন্ধ ১১১
ব্যঙ্গচিত্র ২৭৬
ব্যঙ্গচিত্রের মাধ্যমে অবমাননা ২৩৮
ব্যবস্থাপনা, সংবাদপত্রের ১৯৫
ব্যুয়র যুদ্ধ ৩১
ব্রডকাস্টিং ইন ইন্ডিয়া ১৮৪, ১৮৫
ব্রাউনিং ১৩৬

ভবানীচরণ ব্যানার্জী ২০
ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা ১৫
ভরদারাজুলু নাইডু ২৮
ভাইকাউন্ট গ্রেক্সবুক ৩৭
ভারত ১৯৬
ভারত নিউজ এজেন্সি ৫১
ভারত শাসন আইন ২৬
ভারতে সাংবাদিকতার ভবিষ্যৎ ২৬৭
ভারতীয় চুক্তি আইন ২৪১
ভারতীয় তার–আইন ২২৭
ভারতীয় ডাক–আইন ২২৭
ভারতীয় ভাষায় প্রকাশিত দৈনিক পত্রিকা ২৭
ভারতীয় ভাষায় প্রকাশিত সাময়িকী ২৫
ভারতীয় সংবাদ–প্রতিনিধি ১২
ভাষার ক্রমবিকাশ ৩০
ভাষ্যকার ১৬
ভি. কে. জোশী ২৬০
ভি. ভি. এস. আয়ার ২৮
ভ্রান্ত ধারণা ৩৩

মঞ্জুনাথ, বি. এল. ২৪৯
মধ্যপ্রদেশ ক্রনিকল ২৮৯
মলয়ালম রাজ্যম ২২৩
মহীশূর শিক্ষাক্রম ২৪৯
মাদ্রাজ মেল, দি ৪০
মাদ্রাজ লাইব্রেরি অ্যাসোসিয়েশন
মেময়র্স ২৬
মাদ্রাজ শিক্ষাক্রম ২৪৭
মান সংস্করণ ২৭৩
মানব–আবেদনমূলক কাহিনী–নিবন্ধ ৬৯, ১১২
মার্ক টোয়েন ৫৭
মার্গারিট বার্নস ৩৯, ৪১, ২৬০
মিশনারী ২০
মুখ্য অবর–সম্পাদক ১৬, ৮৮, ৮৯
মুদ্রণ ১৬৬
মুদ্রণ–পর্যায় ১৬৭
মুদ্রণ–ফলক ১৬৭
মুদ্রণ–পরিকল্পক ১৬৭
মুদ্রণ–শিল্পের উন্নয়ন ১৬৮
মুদ্রণলেখ–পংক্তি ২২৯
মুদ্রণিকা সংশোধন ১৪৪
মুনতাখাবাত আললুবাব ১৮
মুম্বাই সমাচার ২০
মূল্য–নির্ধারণ ৩২
মেল ৮১
মোহারী, এইচ. ভি. ১৪৫
ম্যাথু আর্নল্ড ১৩৬
ম্যাডিসন ২০৮

যাথার্থ্য ১৬, ৫৮, ৯৪

রঘুনাথ আয়ার ২৭৯
রঞ্জন–কাহিনী ৭৩
রবিনসন ৩৭
রমেশ থাপার ২০৮
রয় এল. ম্যাটসন ২৭৭
রয়টার ৩৯, ৪২, ৪৩, ৪৫, ৪৬
রাইজ অ্যান্ড গ্রোথ অব জার্নালিজম, দি ২১
রাজনৈতিক সাংবাদিকতা ২২

www.pathagar.com

রাজারাম ১৮
রাজা রামমোহন রায় ২০, ৫৭
রামকৃষ্ণ ৫০
রামনাথ গোয়েঙ্কা ৪৫
রিচার্ড স্টিল ৫৭
রিফরমার, দি ১৩৩, ১৪০
রুডিয়ার্ড কিপলিং ৫৭
রূপক স্তম্ভকার ১৬
রেজিস্ট্রারস অব নিউজপেপারস ফর
ইন্ডিয়া, দি ২৩
রোমাঞ্চবিলাস ৫, ৮, ১০৪, ১৭১, ২৭২
রোল্যান্ড ই, উলসলে ১৫৯, ২৪৫, ২৭৯, ২৯২

লটারী ২২৮
লন্ডন টাইমস, দি ২৭২
লরেন্স আর, ক্যাম্পবেল ১৬০
লর্ড কার্জন ১২৫
লর্ড ম্যান্সফিল্ড ২০৯
লর্ড রিপন ২৩
লর্ড লিটন ৪, ১৮
লর্ড হেস্টিংস ৯
লাইফ ১১৪
লাজপত রায় ১১৩
লিডার, দি ১৩৩
লিপি ২২১
লিপি-পরীক্ষক ৮৮
লিপিস্বত্ব আইন ৯৬, ২৩৩
লুই ম্যাকনিস ১৮১
লুই স্টিভেনসন, রবার্ট ৫৯
লুইস ভিল টাইমস ২৭৪
লুক ১১৪
লেসলী স্টিফেন, স্যার ৬১
লেস্ট আই ফরগেট ২৫৫
লোকমান্য তিলক ৩১
লোয়েল ১৩২

শংকর ১১২
শব্দবাহুল্যহীনতা ৫৮, ১৪৫
শিরোনাম ১৩, ১০২
শীর্ষ পরিচয় ও পরিচিতি ৯০
শীর্ষ-সংবাদ ৬৭, ৯১, ১০৪
শীর্ষ-সম্পাদকীয় ১৩, ১৩৭
শীলার ১৪২
শ্রী জে. পি. চতুর্বেদী ৫১
শ্রী সি. আর. শ্রীনিবাসন ২৭৩
শ্রী সি. জি. কেশবন ৫১

ষড়-ক ৭৯

সংবাদ ৬৫, ১৮৩
সংবাদ-ইশতেহার ১৬১
সংবাদ-কাহিনী ১৬, ৫৯
সংবাদ-কৌমুদী ২০
সংবাদক্ষেত্র ৮, ১০, ১৮, ২০৭, ২৭০
সংবাদক্ষেত্র নিয়ামক আইন ২২৩
সংবাদক্ষেত্রের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ১১
সংবাদক্ষেত্রের প্রবণতা ৮
সংবাদ-চিত্র ৬৫
সংবাদ-চেতনা ৫৮, ৮৪
সংবাদ-জীবন্তিকা ৭৮
সংবাদ-দৃষ্টিকোণ ৬০
সংবাদ-পীঠ ৪৬, ১০১
সংবাদ-প্রতিবেদক ৫৩, ৫৮, ৬১
সংবাদ-প্রতিবেদন ১৫, ৪৩, ৫৮, ৬৩, ৬৫
সংবাদ-বার্তা ৫২
সংবাদ-বিচার ১৩
সংবাদ-বিজ্ঞপ্তি ৭২
সংবাদ-মুদ্রণ ১৬৫
সংবাদ-মূল্য ৩৪, ৬০, ৬৭
সংবাদ-রচনার ক্ষেত্রে প্রতিক্রিয়া ৪৪
সংবাদ-শিরোনামা ৮৯
সংবাদ-শীর্ষ ৭৮
সংবাদ-সংগ্রহ ২৪২
সংবাদ-সংস্থা ৩৯
সংবাদ-সম্ভাবনাপূর্ণ ৭২
সংবাদ-সাপ্তাহিকী ১৩
সংবাদের সূত্র ৭২, ১২৮
সংবাদদাতাদের গুণগত বৈশিষ্ট্য ১২৭
সংবাদপত্র এবং পুস্তক রেজিস্ট্রেশন আইন ২২৮
সংবাদপত্র (মূল্য ও পৃষ্ঠা) আইন ২৩২

www.pathagar.com

সংবাদপত্র রেজিস্ট্রার ৪, ৭, ২৩, ২৪, ২৬৭, ২৮১
সংবাদপত্রের ব্যক্তিত্ব ১৪০
সংবাদপত্রে সম্পাদকীয় লেখার চাহিদা ১৩৭
সংবাদপত্রের প্রচারবৃদ্ধির উপাদান ৬
সংশয়বাদীদের জবাবে ২৫৭
সচ্চিদানন্দ সিনহা ৯০
সদানন্দ ১৩৯
সময়-রেখা ১২৬
সময়ানুবর্তিতা ৬৬
সমর-সংবাদদাতা ১২৭, ১৮৬
সমসাময়িক পরিস্থিতি ২৩
সমাচার ৭১
সমাচার দর্পণ ১৯
সম্পাদক সমীপে পত্র ১১
সম্পাদকের দায়িত্ব ২৪১
সম্পাদকীয়-লিখন ১৩২
সম্পাদকীয় বিভাগের সুযোগ-সুবিধা ১৪৩
সম্ভাব্য বিপদ ২৭৪
সরকারি গোপনীয়তা আইন ২২৭
সাংবাদিক আইন ১২
সাংবাদিক সম্মেলন ৭৩
সাংবাদিকতা ইনস্টিটিউট ২৭৯
সাংবাদিকতা ও আইন ২০৭
সাংবাদিকতা শিক্ষা ২৪৫
সাংবাদিকতা শিক্ষার উন্নয়ন ২৪৬
সাংবাদিকতা শিক্ষার ভবিষ্যৎ ২৫৯
সাংবাদিকতার জন্য শিক্ষা ২৭৮
সাংবাদিকদের মনোভাব ২৫৫
সাক্ষাৎকার গ্রহণ ৭৫
সাত তাড়াতাড়ির সাহিত্য ৬৬
সানডে স্ট্যান্ডার্ড ৭০
সাভারকার ভ্রাতা ২৮
সাময়িক পত্রের প্রতিবেদন-রচনা ৮৩
সাময়িকী প্রকাশনার ভবিষ্যৎ ১৪৯, ২৭৬
সাময়িকী-সম্পাদনা ১৪৮
সাময়িকীর অঙ্গসজ্জা ১৭১
সাময়িকীর অবর-সম্পাদনা ৯৯
সাময়িকীর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ১৫২
সার্চলাইট মামলা ২৪১
সি. সি. শাহ ৪৮
সি. পি. স্কট ৬৪
সিন্ডিকেট ৭
সিমসন, মিসেস ১৫০
স্টিলিং ফ্লিট ৫৯
সুব্রমানিয়া ভারতী ২৮
সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ১১৩
সেন্সরশীপ ৯, ২২
সোমপ্রকাশ ২২
সোসাইটি অব আর্টস ২২
স্টেটসম্যান, দি, ৫, ১২, ৪০, ৬৯, ১২৩, ১৯৭, ২৫৮
স্পেনের যুদ্ধ ২৫
স্বতন্ত্র সাংঘু ৩২
স্বদেশমিত্রন ২৮, ৩০
স্বয়ং কুৎসা ২১২
স্বরাজ্য দল ২৫
স্বাধীন ভারত ১৬
স্বাধীন সাংবাদিক ৮৩, ৮৪

হরিজন ১১৩
হর্নিম্যান ১৩৩, ২৫১
হাওয়ার্ড হ্যানসম্যান ১২৬, ১৪১
হিকি, জেমস ৮
হিকিজ গেজেট ১৯
হিন্দ নিউজ সার্ভিস ৫০
হিন্দু, দি ৫, ১২, ২৭, ৩১, ৪০, ৭১, ৮১, ১২২, ১৯৬, ১৯৭, ২৭৯
হিন্দুস্থান টাইমস, দি ১২, ৮০, ১২৩, ১৯৭, ২৫৯
হিন্দুস্থান সমাচার ৪৭
হিসলোপ জার্নালিস্ট, দি ২৫০
হিসলোপ শিক্ষাক্রম ২৪৯
হিসলোপ হেরাল্ড ২৫০
হিস্ট্রি অব ইন্ডিয়ান জার্নালিজম ৩৯
হুইগ ৯
হোরেস গ্রীলী ৫৭

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com